মহাকবি গিরিশচন্দ্র

কর্ম্মীর জীবনচরিত যেমন তাঁহার কীর্ত্তি, কবির প্রকৃত জীবনচরিত তেমনি তাঁহার কাব্য। যে অংশ তাঁহার অমর, তাঁহার রচনার ভিতর তাহা অবিনশ্বর হইয়া থাকে। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, যে আমাকে জান্‌তে চাইবে, আমার লেখার ভিতর খুঁজ্‌লেই সে আমাকে পা'বে। তবে তাঁহার স্বতন্ত্র জীবনচরিত লিখিবার প্রয়োজন কি? কেন এ অনর্থক, অনাবশ্যক প্রয়াস? সার্দ্ধত্রিশতাব্দীপূর্ব্বে মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার জীবনের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কোন একটি কাহিনী আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মভূমির প্রতি প্রস্তরখণ্ড ধূলা মাটি ইট্ কাঠ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইতেছে। কি সে দুর্দ্দ‍নীয় কৌতূহল, যাহা পণ্ডশ্রম স্বীকার করিয়া অনিবার্য্য আগ্রহে অনিশ্চিতের পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ ধাবিত হয়, যাহা বহুবার ভগ্নোদ্যম হইয়াও তিনশত বৎসরে নিবৃত্তিলাভ করিল না? ইহার এক কারণ, কবির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতে চিনিতে চায়; তাহার আহার, বিহার, রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতির পরিচয় পাইবার জন্য সমুৎসুক হয়—এই এক কারণ। অপর কারণ, কাব্য যেমন কবিকে বুঝাইয়া দেয়, তেমনি তাঁহার জীবনের ঘটনা, অভিজ্ঞতা, বংশগত দোষগুণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কি কি অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাবে তাঁহার শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহার সম্যক্ জ্ঞান সেই কাব্যকে বিশিষ্টভাবে বুঝিতে সহায়তা করে।

কিন্তু কাব্য যে কবির মনোবৃত্তির পরিচায়ক, নাট্যকার-সম্বন্ধে এ উক্তি আপাতদৃষ্টে বিসদৃশ বলিয়াই অনুমিত হয়। কেন না, নাটকরচনার মূলধর্ম্ম আত্মগোপন। বিশ্বস্রষ্টা যেমন সৃষ্টিতে গুপ্ত, নাট্যকারও তেমনি নেপথ্যবাসী। কিন্তু দৃশ্যমান বিশ্ব যেমন বহুরূপে সেই এক ব্রহ্মেরই বিকাশ, নাটকও তেমনি গল্পে, চরিত্রে,বহুভাবে নাট্যকারের অভিব্যক্তি। বহির্জ্জগতের যাহা কিছু নাট্যকারের অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত হইয়া তাঁহার অন্তরে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁহার মূলধন। প্রত্যেক হস্তলিপি যেমন স্বতন্ত্র, মনের লেখাও তেমনি বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া জীবনযাত্রায় কবির হৃদয়ে যে সকল সংস্কার, অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি জন্মে,কল্পনার তূলিতে রসের বর্ণে তিনি তাহাই চিত্রিত করেন। এই সকল রসচিত্র কবির মানসসন্তান—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—রচনায় কবি আপনাকে আপনি পুনঃ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাহা হইলে নাটকীয় চরিত্রে বৈচিত্র্য সম্ভবে কিরূপে? ইহাই নাট্যকারের দৈবশক্তি। এই শক্তিবলে তিনি আপনাকে আপনি বহুরূপে পরিণত করিয়া বহুমনাঃ ও বহুভাষী হইতে পারেন। নাট্যকারের সার্ব্বজনীন সহানুভূতিই তাঁহাকে এই শক্তি প্রদান করে। এই সহানুভূতি-প্রভাবে নাট্যকার সকলের সহিত সমভাবাপন্ন হইতে পারেন বলিয়া তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসকল স্বভাবের সজীবতা ও বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে বৈচিত্র্য কবিরই বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের ভিতরে আমরা তাঁহারই প্রাণস্পন্দন অনুভব করি, এবং যন্ত্রে যন্ত্রে, তন্ত্রে তন্ত্রে তাঁহারই অনুভূত হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ, উদ্বেগ-আবেগ, অন্তর্দ্বন্দ্ব বিচিত্রস্বরে বাজিতে থাকে। এই জন্যই গিরিশগ্রন্থাবলীর আদিতে তাঁহার পরিচয়প্রদান প্রয়োজন। কিন্তু এখানে বিস্তীর্ণভাবে সে পরিচয়প্রদানের স্থানাভাব; সুতরাং এ স্থলে তাঁহার পারিবারিক, ব্যক্তিগত, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম জীবনের কয়েকটীমাত্র মূলঘটনা প্রদত্ত হইল। যাঁহারা বিস্তৃতভাবে গিরিশচন্দ্রের জীবনকাহিনী আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাঁহার পুত্রপ্রতিম স্নেহপাত্র শ্রীমান্

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থ হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিবেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, সোমবারে, ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর সম্ভ্রান্তপল্লী বস্থপাড়ায় গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নীলকমল যেমন বিচক্ষণ ও কর্ম্মঠ পুরুষ, মাতা তেমনি নিরতিশয় ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। গিরিশের জীবনে কর্ম্ম ও ধর্ম্মের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার জনক-জননীর প্রসাদে।

জন্ম হইতে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত বাণীর এই চিহ্নিত সেবককে জীবনসুধা দান করিয়াছিল এক বাগ্দিনী। প্রচণ্ড ক্রোধ যখন গিরিশের হিতাহিতবিবেক পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিত, তাহা প্রশমিত হইবার পর তিনি হাসিয়া বলিতেন, বাগ্দিনীর মাই খেয়েছি কি না! কিন্তু তাঁহার প্রতি মাতার হতাদর দেখিয়া জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশের ক্রমে ধারণা হইতে লাগিল যে, জননী কেবল তাঁহাকে জীবনসুধা হইতে বঞ্চিত করেন নাই, মাতৃস্নেহ-দানেও কৃপণতা করিয়াছেন। অন্যান্য ভাই-ভগিনীদিগের আদর দেখিয়া বালক যখনই স্নেহের তৃষ্ণায় মাতার নিকট গিয়াছে, তখনই নির্ম্মমভাবে তিরস্কৃত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছে। বালকের হতাশকাতর মুখচ্ছবি দেখিয়া নীলকমল অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইতেন এবং একাধারে পিতা-মাতা হইয়া অপরিসীমস্নেহদানে বালকের ক্ষোভ-নিবারণে যত্ন করিতেন। গিরিশ বলিতেন, আমার চেয়ে বয়সে ছোট ভাই-বোনেরা হেঁটে যেত, আমি যেতুম বাবার কোলে চ'ড়ে। গিরিশ কাছে গেলে মাতা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পুত্রের উপর অনুক্ষণ অলক্ষ্যে সংলগ্ন হইয়া থাকিত। বালকস্বভাব-বশতঃ গিরিশ যদি কখন কাহাকে কটুবাক্য বলিতেন অথবা কোন কারণে মিথ্যা প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। প্রথমে অপরাধ স্বীকার করাইয়া পরে পুত্রের মুখের ভিতর গোময় পুরিয়া দিতেন। কিন্তু অচিরে একদিন পুত্রের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে মাতার স্নেহকল্যাণময়ী দিব্যমূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেদিন কর্ণমূলস্ফীতিজনিত জ্বরে গিরিশ অঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার কাণে গেল, মাতা পিতাকে অতি কাতর হইয়া বলিতেছিলেন, তুমি কোন রকমে গিরে'কে বাঁচিয়ে তোল। পিতা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, তা'ত হ'বে; কিন্তু তুমি গিরে'র জন্য এত কাতর কেন?

ইতিপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের অগ্রজ নিত্যগোপালের মৃত্যু হইয়াছিল। মাতা তাঁহার উল্লেখ করিয়া কহিলেন, কি জান, আমি রাক্ষসী একটি ছেলে খেয়েছি। এটি আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান। পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অকল্যাণ হয়, তাই বাছার মুখপানে চাইতুম না, কাছে এলে দূর দূর করেছি। বাছা কত ব্যথাই পেয়েছে। মাতার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল। কিন্তু জননীর বাহ্য হতাদরে গিরিশের যে মর্ম্মদাহ ছিল, তাহা যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল। নাট্যকারের যাহা প্রধান গুণ—অন্তর্দৃষ্টিবিকাশ, জননী কল্যাণহস্তে তাহার বীজ বপন করিলেন।

গিরিশচন্দ্রের জীবনের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বাল্যকাল হইতেই বিধাতা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে সুখের মুখমাত্র দেখাইয়া পরক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে নির্ম্মম আঘাত করিয়াছেন। জননীর হতাদরজনিত মর্ম্মবেদনা প্রশমিত হইবার অনতিপরে গিরিশচন্দ্র মাতৃহারা হইলেন।

পত্নীবিয়োগের পর নীলকমল পরমযত্নে পুত্রকন্যা-দিগকে লালন পালন করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ গিরিশকে। তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহার অন্যান্য সন্তান হইতে এ বালকের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্নেহ ব্যতীত শাসনে ইহাকে দমন করা যায় না। নীলকমলের স্বভাব ছিল, প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া যে যেমন তাহার সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। একদিন এই দুর্ব্বোধ বালকের স্বাতন্ত্র্য তাঁহার চক্ষুতে সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেদিন তিনি কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, গিরিশ কাঁদিতেছে। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে প্রশ্ন করিয়া শুনিলেন, বালকের তৃষ্ণা পাইয়াছে অথচ জল দিলে পান করিতেছে না। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, জল খাবার তৃষ্ণা নয়, শশা খাবার তৃষ্ণা। কিন্তু নীলকমল শশা কিনিয়া আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিতে গিরিশ বলিলেন, বাজারের শশা খাবার তেষ্টা নয়, খিড়্‌কীর বাগানে যে শশা কুটোবাঁধা আছে—সেই শশা।

সে শশাটী গাছের প্রথম ফল, গৃহদেবতা শ্রীধরকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য কুটো বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। গিরিশের জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর বিশেষ নিষেধ ছিল, এ শশাটীতে কেহ না হাত দেয়। বিচক্ষণ নীলকমল বুঝিলেন, জুজুর ভয় দেখাইলে যাহারা জুজু দেখিবার বাহানা করিয়া আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করে, এ বালক তাহাদেরই একজন। বারণ ইহার উত্তেজনার কারণ। নিষিদ্ধ ফল আহরণ ইহার প্রকৃতির প্রেরণা। নীলকমল সাধ্যমত পুত্রকে আর বাধাপ্রদান করিতেন না।

পত্নীবিয়োগের পর হইতে নীলকমলের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ব্যাধি যখন ঔষধের শক্তিকে পরাজিত করিয়া আপন গোঁভরে অগ্রসর হইতে লাগিল, নিরুপায় চিকিৎসকগণ তখন নদীবক্ষে বেড়াইবার উপদেশ দিলেন। নীলকমল পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া যাত্রা করিলেন। এই সময় একদিন সহসা ঝড় উঠে। বজরা বিপন্ন। তরঙ্গে তরঙ্গে টলমল করিতে লাগিল। গিরিশ ভয়ে পিতার হাত ধরিলেন। নীলকমল তখন কিছু বলিলেন না। কিন্তু তরণী নিরাপদ হইলে গিরিশকে তিরস্কার করিলেন, তুই আমার হাত ধরলি যে বড়। নৌকা যদি ডুব্‌ত তোকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আপ্‌নি বাঁচ্‌বার চেষ্টা করতুম। আমার কাছে তোর প্রাণ বড়, না আমার? গিরিশ বলিতেন, অতি কঠোর শিক্ষা! কিন্তু আমি জীবনে কখন ভুলি নি যে, বিপদে হাত ধরবার কেউ নাই। এই ঘটনার পর অচিরে গিরিশচন্দ্র পিতৃহীন হইলেন। তখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশবর্ষ মাত্র।

কঠিন রক্তামাশয় রোগে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া বিচক্ষণ নীলকমল বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাধ্বী সতী সহধর্ম্মিণী স্বর্গধামে তাঁহার নিমিত্ত উতলা হইয়াছেন। তাঁহার শেষ দিন অতি সন্নিকট। তিনি কিছু দিন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। একখানি খাতায় তাঁহার বিষয়সম্পত্তির সম্পূর্ণ ইতিহাস, আর তাহা রক্ষা করিতে যে কিছু বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইতে পারে, তাহার আভাস ও প্রতিকার লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার গৃহাশ্রিতা বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণকিশোরীকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকেই নাবালক পুত্রগণের অছি নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

কৃষ্ণকিশোরী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, সংসারে একজন পুরুষ অভিভাবক নিতান্ত প্রয়োজন। কালাশৌচ অতীত হইবামাত্র তিনি গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাঁহার সাধু অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সফল হইল না। গিরিশ আবাল্য আমোদপ্রিয় ছিলেন। এই দুর্দ্দমনীয় আমোদপ্রিয়তা দিন দিন তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টানিয়া লইয়া চলিল। পাড়ায় একটী সমধর্ম্মী বওয়াটে বাউন্‌ডুলে দলের সৃষ্টি হইল। কিন্তু সৎকার্য্য ব্যতীত অসৎকার্য্যে কখন ইহারা লিপ্ত হয় নাই।

অতি বাল্যকাল হইতে গিরিশচন্দ্রের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার এক খুল্লপিতামহী ভাবী কবিকে ভাগবত পুরাণ প্রভৃতির গল্প শুনাইতেন। যেদিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার কথা হইতেছিল, বৃন্দাবনের অসীম-বেদনার বর্ণনা শুনিয়া ব্যথিত বালক জিজ্ঞাসিল, কৃষ্ণ চলে গেলেন, আবার এলেন কবে?

অশ্রুরুদ্ধস্বরে বৃদ্ধা বলিলেন, আর ভাই এলেন না।

'আর কখন না'?

'কখন না'।

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধার কক্ষ হইতে উঠিয়া গেল। তিনদিন আর সে দিক্ মাড়ায় নাই। গিরিশ শেষজীবনেও বলিয়াছেন, আমি এখনও পর্য্যন্ত মাথুর-প্রসঙ্গ শুন্‌তে পারি না।

গিরিশ যে বয়স হইতে পুরাণপ্রসঙ্গের অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তখন অলৌকিক-অলীকের বিচার থাকে না। এই সময় হইতে তাঁহার মনে পৌরাণিক চরিত্রের যে ভাবচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহার উজ্জ্বলতর বিকাশ হইয়াছে। এইজন্য পৌরাণিক চরিত্রচিত্রণে এবং রসস্ফুরণে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা লক্ষিত হয়। কেবল তাহাই নহে। পৌরাণিক উচ্চভাব এবং আদর্শ তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হওয়ায় অতীব উচ্ছৃঙ্খল হইলেও হীনতা বা নীচতা কখন তাঁহাকে আশ্রয় করে নাই। আর এক কথা। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উপর বিশেষ পক্ষপাতসত্ত্বেও হিন্দুর জাতীয় সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরাগপ্রভাবেই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "এমন পাঁচ সাতটা সেক্ষপীয়রকে আসিয়া

শিখিতে হইবে, ব্যাসরচিত ভারতে কি কি ভাব আছে।”

গিরিশচন্দ্রের বাল্যজীবনের আর একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সময় পল্লীতে এক স্থলে হাফ্-আখড়াই হয়, সেখানে গুপ্তকবির সমাদর দেখিয়া তাঁহার মনে কবি হইবার বাসনা জাগিয়া উঠে। চেষ্টায় কেহ কবি হয় না এ কথা বুঝিবার মত বয়স তখন তাঁহার হয় নাই। যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, দৃঢ়চেতা গিরিশ তাহারই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। ছন্দ, মিল ও ভাষার উপর অধিকার লাভ করিবার নিমিত্ত এখন হইতে তাঁহার সকল যত্ন নিয়োজিত হইল। সে সময় গুপ্তকবির কবিতার পরম আদর, গিরিশ তাহারই অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল, এবং অচিরে পানদোষ তাঁহাকে আশ্রয় করিল। জামাতার দিন দিন অধোগতি দেখিয়া শ্বশুর তাঁহাকে নিজের আপিসে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গিরিশের বয়স তখন অনুমান বিংশতিবর্ষ। এখন হইতে ন্যূনাধিক পঞ্চদশ বৎসর তিনি সওদাগরী আপিসে চাকরী করেন।

১ম—Atkinson Tilton & Co.	১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ
২য়—Argenti Schilizzi & Co.	১৮৬৬-৭৭খ্রীষ্টাব্দ
৩য়—John Atkinson & Co.	১৮৬৮-১৮৭৪খ্রী:
৪র্থ—Freyberger & Anderson	১৮৭৬ খ্রী:
৫ম—Indian League	১৮৭৭ খ্রী:
৬ষ্ঠ—A. J. Parker & Co.	১৮৭৯-৮০ খ্রী:

শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান দ্বারা এই সকল তারিখ নিরূপণের জন্য লেখক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলালের নিকট ঋণী। শেষ-জীবনে যাঁহারা গিরিশচন্দ্রকে সন্ধ্যাসমাগমে নিত্য সঙ্গদান করিতেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়নপিপাসা অতিশয় প্রবল দেখিয়া তাঁহার মাতুল নবীনকৃষ্ণ বসু তাহাতে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিলেন। গিরিশের তর্কশক্তি প্রখর ছিল। কিন্তু অপরিণতবয়স্ক ভাগিনেয় জ্ঞানপ্রবীণ নবীনকৃষ্ণের কাছে পরাজিত হইয়া প্রশ্ন করিতেন, ও সকল কথা কোথায় আছে? নবীন কতকগুলি পুস্তকের নাম করিলে গিরিশ সেগুলি পাঠ করিয়া পুনরায় তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু মাতুল নূতন যুক্তি অবতারণা করিয়া তর্কে পরাজিত ভাগিনেয়কে বলিতেন, তুমি এই এই বই পড়। ইহার ফলে একদিকে ভাগিনেয়ের অধ্যয়নপিপাসা ও অন্যদিকে তাঁহার তর্কশক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গিরিশ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই সংশয়জননী বিদ্যার প্রভাবে একদিকে যেমন তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি তিনি শ্রীভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া নিরীশ্বর হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মস্তিষ্ক যুক্তিতর্ক দ্বারা যতই প্রমাণ করিতে লাগিল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেহ চৈতন্যময় স্রষ্টা নাই, তাঁহার হৃদয় ততই অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মৃত্যুকালীন জাহ্নবীযাত্রার পথে নীলকমল জল চাহিয়াছিলেন। জল দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু হয়ত তাঁহার তৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিলাভ করে নাই। এজন্য গিরিশ গঙ্গাস্নানে গমন করিলে পিতার উদ্দেশে তিন গণ্ডূষ জল দিতেন। কে জানে, যদি পরলোক থাকে আর পিতা জলের প্রত্যাশী হইয়া থাকেন।

যৌবনের প্রারম্ভে গিরিশচন্দ্রের জীবনে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়। কোন একটী সম্পত্তিসম্বন্ধে মোকদ্দমায় আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়ায় মোকদ্দমাটী হারিতে হইয়াছিল। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বিষয় রক্ষা না করায় ঘরে পরে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। পাড়ার মুরুব্বীরা ‘বোকা আহাম্মক’ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লাগিল। গিরিশ নীরবে সহ্য করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সুযোগ উপস্থিত হইলে সেয়ানা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কিন্তু এ কি! কবি সত্যের উপাসক। তা’র উপর তাঁহার জননীর শিক্ষায় এবং শাসনে সত্যনিষ্ঠা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সংসার এ কি বিপরীত শিক্ষা দিতেছে! এক দিকে আন্তরিক অনুরাগ, আর একদিকে আহত আত্মাভিমান। এই হৃদয়দ্বন্দ্বে গিরিশের যে অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার নাটকের বহুস্থলে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া গিরিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, কিন্তু অধ্যয়ন অনুশীলন বা চর্চ্চার সঙ্গে নয়। সে সময় প্রায় পল্লীতে পল্লীতে সখের যাত্রার দল ছিল। সাধারণে গীতরচয়িতার

বিশেষ সমাদর করিত। গিরিশ একাগ্রচিত্তে গীত-কবিতা রচনায় এবং ইংরাজী কবিতার অনুবাদে রত হইলেন। আট বৎসর এইরূপ একনিষ্ঠ সাধনার পর গিরিশ বাগবাজারের সখের দলে 'শর্ম্মিষ্ঠা' পালায় কয়েকখানি গীত রচনা করিয়া সাধারণে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

উক্ত সখের দল হইতে অভিনেতা নির্ব্বাচিত করিয়া প্রতিবাসী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় গিরিশ "Bagbazar Amateur Theatre" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সধবার একাদশী' এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয়। গিরিশ নিমচাঁদ—

"মদমত্ত পদ টলে নিমেদত্ত রঙ্গস্থলে,
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তা'র।"

এই ভূমিকার অভিনয় করিয়া বাংলার নটসমাজে গিরিশ শ্রেষ্ঠ নটরূপে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন উচ্চ:শ্রেণীর অভিনেতার অভিনয়োপযোগী নাটক বিরল। 'সধবার একাদশী'র পর বাগবাজার পার্টি দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' অভিনয় করিলেন। গিরিশ ললিত। অভিনয়ে সাধারণে পার্টির প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল হইল। লীলাবতীর অভিনয় হইতে "Bagbazar Amateur Theatre" "National Theatre" নাম গ্রহণ করে।

লীলাবতীর পর নীলদর্পণের রিহার্সাল্ আরম্ভ হইল। উত্তরোত্তর দর্শকসংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া সম্প্রদায় টিকিট বেচিবার সঙ্কল্প করিলেন। গিরিশ বলিলেন, একে ত সাহেবরা আমাদের সকল উদ্যমে নাক সেঁটকায়। ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার নাম দিয়ে সাধারণে প্রকাশ হ'লে ওরা মনে করবে, দেশের বড় লোক মিলে এই থিয়েটার স্থাপন করেছে। কিন্তু আমাদের যেরূপ সাজ-সরঞ্জাম, দৃশ্যপট, তা'তে উপহাসাস্পদ হ'তে হ'বে। সে সময় সম্প্রদায়ের উৎসাহ প্রবল। গিরিশের কথা ভাসিয়া গেল। গিরিশ সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন।

জোড়াসাঁকো সান্ন্যালবাটীতে ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার খোলা হইল। নীলদর্পণ অভিনয়ে আশানুযায়ী অর্থাগম হইতে লাগিল। অতঃপর কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়। গিরিশ বলিতেন, এ সময় আবার আমার ডাক পড়ে। গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক ভাবে যোগদান করিয়া ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয় করেন।

প্রতিষ্ঠা বাড়িতেছে, যথেষ্টপরিমাণে অর্থাগম হইতেছে। কিন্তু সেই অর্থই অনর্থপাত করিল। দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এক দলের পূর্ব্ব নাম National Theatre বজায় রহিল, অপর সম্প্রদায় নামগ্রহণ করিলেন, Hindu National Theatre. বহু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়ের উদ্যোগে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন হয়।

ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক জীবনেও কিছু কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। একদিকে যেমন John Atkinson কোম্পানীর আপিসে বুককীপার-পদে উন্নীত হইয়া তাঁহার প্রতিপত্তি, অন্য দিকে তেমনি সুনট ও সুলেখক বলিয়া সাধারণে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাড়িতেছে। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৩ পর্য্যন্ত তাঁহার গার্হস্থ্যজীবনের ইতিহাস সুখে-দুঃখে আলোক ও ছায়াময়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কৃতী পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানিবাবু) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহার এক ভগিনী ও এক সহোদর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশের একটী কন্যা জন্মে। ইহার পর সংসারে আবার শমনের করাল ছায়াপাত হইল। গিরিশের কনিষ্ঠ সহোদর ও এক ভগিনী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অবশেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সে ছায়া ক্রমে ঘনীভূত হইয়া গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইল। দীর্ঘকাল সূতিকা রোগে ভুগিয়া গিরিশের সহধর্ম্মিণী পরলোকে গমন করিলেন। এই সময় John Atkinson কোম্পানীর আপিসও উঠিয়া গেল।

পত্নীর পীড়ার তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গিরিশ কিছু দিন হইতে রঙ্গালয়ের সংশ্রব এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন। তা'র উপর কর্ম্মস্থল বন্ধ হওয়ায় গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়া শোকতরুমূলে নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুসিঞ্চন ব্যতীত তাঁহার আর করিবার কিছুই রহিল না।

গুরু আঘাতে হৃদয় প্রথম স্তম্ভিত হয়। এই চরম-শোকে গিরিশ প্রথমে তত বিচলিত হন নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, স্মৃতির দাহন ততই দুঃসহ হইয়া উঠিল। স্মৃতি যত জ্বলে, কল্পনা তাহাতে ততই ফুৎকার দেয়। বিবাহের দিন হইতে মানসপটে একে একে কত

না চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে! যৌবনের প্রারম্ভে পতি-পত্নীর হৃদয় যখন নিবিড়তর মিলনের জন্য লালায়িত হয়, হায়, তখন তিনি আপিস, থিয়েটার, অধ্যয়ন অথবা উচ্ছৃঙ্খল আমোদে মত্ত, এই স্বভাবতঃ স্বল্পভাষিণী কিশোর-সঙ্গিনীকে তেমন ভাবে আদরযত্ন করেন নাই। হয়ত কত রাত্রি তাঁহার প্রতীক্ষায় সে নিষ্ফল রোদনে কাটাইয়াছে! যে নির্ভর এবং বিশ্বাস দুর্দ্দিনে দানব-চিত্তেও শান্তিদান করে, তখন তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত। গিরিশ তখন পূর্ণপরিমাণে নাস্তিক। রোগ, শোক, বঞ্চনা যে এক মঙ্গলময়ী শক্তির কল্যাণকর বিধান, সে প্রত্যয় তাঁহার নাই। মহাকাল যে মঙ্গল হইতে অমঙ্গলের উদ্ভব করেন, সে ধারণা এখনও বহুদূরে। গিরিশচন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থা—

"But who shall so forecast the years
And find in loss a gain to match?
Or reach a hand thro' time to catch
The far-off interest of tears?"

In Memoriam.

অন্তরে বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, আর সে অন্ধকারে কেবল—

"নৈরাশ বিকট হাস লক্ষ্যশূন্য চায়!"

আত্মা—পরলোক—ঈশ্বর, সব কথার কথা। মৃত্যুই জীবনের চরম পরিণাম এবং বিস্মৃতিনিদান মৃত্যুই পরম বাঞ্ছিত বস্তু। গিরিশচন্দ্রের 'আঁধার' কবিতা এই অবস্থার রচনা। এ 'আঁধার' মৃত্যু বা বিস্মৃতির নামান্তর মাত্র। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"তোমায় জানে না নরে, তা'ই ত তোমায় ডরে,
অসময় তুমি সখা কেহ নাই আর!
একক, বান্ধবহীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন—
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার!
জ্বলে শুধু স্মৃতি চিতে চিতানলপ্রায়—
তখন অভাগা তব মুখপানে চায়!"

'আঁধার', 'শৈশববান্ধব', 'আজি', 'অতীত' প্রভৃতি যে সকল কবিতা গিরিশ এ সময় রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলি যেন তাঁহার শোকসন্তপ্ত চিত্তের নিবিড়তম নির্য্যাস! অন্তর্দ্দাহে, অনুশোচনায় গিরিশ একপ্রকার উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে Freyberger Anderson কোম্পানী ভগলপুর অঞ্চলে মাল খরিদ করিবার জন্য একজন দক্ষ কর্ম্মচারী খুঁজিতেছিল। গিরিশ সেই চাকরী লইয়া পশ্চিম যাত্রা করিলেন। কোনরূপ ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখন প্রভুকার্য্যে অবহেলা করিতেন না। কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া গিরিশ অহরহঃ অন্তর্দ্দাহ হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু স্মৃতি তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিতেছে কৈ? অভিনব পারি-পার্শ্বিকের ভিতর বসিয়া "গিরি", "বাঁশরী" প্রভৃতি যে সকল কবিতা তিনি এখানে রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই স্মৃতির সফেন তরঙ্গোচ্ছ্বাস! সন্ধ্যাসমাগমে দূর বংশীধ্বনি শুনিয়া তাঁহার চকিত স্মৃতি বলিতেছে—

"হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরি আসি
এ হ'তে মধুর স্বর শুনিতাম বাঁশী!" (বাঁশরী)

সেইরূপ কাহালগাঁর গিরিনির্ঝরদর্শনে তাঁহার ব্যথিত স্মৃতি প্রশ্ন করিতেছে—

"তোমায় সুধাই গিরি, কি কারণে ধীরি ধীরি
অবিরল আঁখিজল নির্ঝর পতন—
তোমারও কি ভাঙ্গিয়াছে সুখের স্বপন?"

গিরিশচন্দ্রকে গ্রামে গ্রামে মাল খরিদ করিয়া ঘুরিতে হইত। সকল গ্রামে জীবনধারণোপযোগী আহার্য্য পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না। কয়েকমাস কষ্ট সহ্য করিয়া গিরিশ কলিকাতায় ফিরিলেন। কিন্তু ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বরাত্রে পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইল। বহুপাড়ার সম্ভ্রান্তবংশীয় কোন ভদ্রলোক সে সময় ভগলপুরে থাকিতেন। গিরিশ নিরুপায় হইয়া তাঁহার নিকট দশটী টাকা ঋণ প্রার্থনা করেন। ভদ্র-লোকটী উত্তর দিলেন, তোমাকে দশ টাকা ধার দিতে পারি না, পাঁচ টাকা দান করতে পারি। অতি নিষ্ঠুর আঘাত! কিন্তু তখন আর উপায় কি? হাত পাতিয়া পাঁচটী টাকা লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। উক্ত ভদ্র-লোকটী কলিকাতায় আসিলে গিরিশ যখন ঋণ পরিশোধ করিতে যান, তিনি বলিলেন, ও টাকা ত আমি তোমাকে দান করেছি। ইহার উত্তর গিরিশের মনে আসিলেও মুখ দিয়া বাহির হইল না, একবার উপকৃত হইয়াছেন! টাকা কয়টী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া নমস্কারান্তে চলিয়া আসিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার রঙ্গজগতে দুই একটী বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পত্নীবিয়োগের এক বৎসর পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্ম্মদাস সুরের প্ররোচনায় বাগবাজারপল্লীবাসী ভুবনমোহন নিয়োগী "গ্রেট্ ন্যাশন্যাল্ থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন (খ্রীঃ ১৮৭৩)। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে কবিবর মধুসূদনের উৎসাহে এবং উপদেশে নারী অভিনেত্রী লইয়া "বেঙ্গল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে সময় গ্রেট্ ন্যাশন্যাল্ খোলা হয়, তখন কনিষ্ঠানুজ ক্ষীরোদচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্রের মনে মহা অশান্তি। এজন্য প্রথম হইতে তিনি এ রঙ্গালয়ে যোগদান করিতে পারেন নাই। কেবল সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী" নাটকাকারে গঠিত করিয়া দেন এবং তাহাতে পশুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার দ্বারা কপালকুণ্ডলা পুনরায় নাট্যাকারে গঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত কোনরূপ কর্ত্তৃত্বভারগ্রহণে তিনি সমর্থ ছিলেন না। কেন না, তাঁহার পত্নী তখন মৃত্যু-শয্যায়।

ফ্রাইবার্জার কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিবার পর শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র Indian League নামক সভায় Head Clerk ও Cashier এর পদ গ্রহণ করেন এবং এই সময় তাঁহার দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ হয়। ইহার ছয় মাস পরে তিনি সাঙ্ঘাতিক কলেরা রোগে আক্রান্ত হ'ন।

জীবনের কোন আশা নাই। গিরিশচন্দ্র অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। এমন সময় তাঁহার মনে হইল, তাঁহার জননী শয্যাপার্শ্বে আসিয়াছেন। তিনি গিরিশের মুখে টাট্‌কা মহাপ্রসাদ দিয়া বলিলেন, তুমি ভাল হয়েছ, ভয় নাই! তৎক্ষণাৎ গিরিশের চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল। মুখে তখনও পর্য্যুষিত অন্নের আস্বাদ! একি! দার্শনিক Hume প্রভৃতির সঙ্গে সমস্বরে যিনি বলিয়াছেন – It is more probable that men should lie than miracles should be true—আজ তাঁহার একি প্রত্যক্ষ! মিথ্যা বলিবার উপায় নাই, কেন না, জাগ্রত অবস্থায় অন্নের স্বাদ তাঁহার মুখে! অলৌকিক ঘটনা মিথ্যা কেমন করিয়া বলা যায়?

কিন্তু এইরূপ অলৌকিক উপায়ে যে জীবন মৃত্যুদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে তাহা নিরতিশয় বিপন্ন হইয়া উঠিল। পীড়ার আক্রমণে স্বাস্থ্য ভগ্ন, গিরিশ দেহের বলের সঙ্গে মনের বলও হারাইলেন। বন্ধুবান্ধবের বিরাগভাজন, সর্ব্বনাশসাধনে শত্রু দৃঢ়পণ, কোন দিকে আশার ক্ষীণালোক নাই, কেবল নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার! গিরিশ দেখিলেন, এতদিন ধরিয়া যে বুদ্ধির তিনি বড়াই করিয়া আসিয়াছেন, সে-ই তাঁহাকে শত পাকে বিপদে জড়াইয়াছে। পিতৃবাক্যে শিখিয়াছেন, বিপদে হাত ধরিবার কেহ নাই। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া দৃঢ়পদে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন। কিন্তু দৃঢ়চেতা, আত্মনির্ভরশীল গিরিশ এখন আপনার উপর আর প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। বিপদে হাত ধরিবার কেহ নাই! মানুষের উপর কোন ভরসাই স্থাপন করা যায় না। দুর্দ্দিনের বন্ধু ত দূরের কথা! কে শত্রু, কে মিত্র, তাহাই চেনা কঠিন! এতদিন যাহাদের বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আজ জীবনের চরম বিপদে তাহারাই তাঁহার পরম শত্রু! তবে কাহার শরণাপন্ন হইব? আপনার বুদ্ধিতে ত ডুবিতে বসিয়াছি! এমন কেহ নাই যে হাত ধরিয়া তুলিবে, বরং ডুবাইয়া দিবারই চেষ্টা করিবে। গিরিশ বলিতেন, দুর্দ্দিনের তাড়নায় অস্থির হ'য়ে আমি ছাতে বেড়াতে বেড়াতে প্রার্থনা করলুম, ঈশ্বর যদি কেউ থাক, আমাকে রক্ষা কর!

গিরিশের কথা শুনিয়া আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনার এ ত বিশ্বাসের প্রার্থনা নয়?

তিনি বলিয়াছিলেন, বটে। কিন্তু আমার যে কাতর প্রার্থনা! গীতায় আছে, "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এরাই আমার ভজনা করে"। তিনি ত আর্ত্তের প্রার্থনা শুনেন, তাঁ'কে ডাক্‌লে কিছু হয় না? আমার কাতর প্রার্থনা সফল হ'ল। যে প্যাঁচে জড়িয়ে ছিল, ঠিক তা'র উল্টো পাকে খুল্‌তে লাগ্‌ল। বিপদজাল অচিরে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র যখন ঘোর নাস্তিক তখনও তাঁহার হৃদয় রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর আধার, বিঘ্নবিপদসঙ্কুল সংসারে একজন রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতার জন্য লালায়িত হইয়া থাকিত। "বিপদে হাত ধরিবার কেহ নাই?" একি

ভয়ঙ্কর অসহায় অবস্থা! মানববুদ্ধির সীমা আছে, তা'র উপর আবার ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, জীবনের চরম সঙ্কটে তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। গিরিশ দারুণ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তখন ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ প্রতিষ্ঠা। গিরিশ কিন্তু তাহাতে যোগ দিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যখন দেখিলেন, সকল সম্প্রদায়ই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার এবং ব্যক্তিগত মানযশ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ব্যস্ত, তখন তাঁহার মন বলিল, অত ঘোরাঘুরির দরকার কি? যাহা এই জড়দেহের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন—জল, বায়ু ও আলোক—তাহা ত চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না। সেইরূপ অবিনশ্বর আত্মার যাহা একান্ত প্রয়োজন—ধর্ম্ম, তাহা ঐ সকলের অপেক্ষাও অধিকতর সুলভ হইত। কিন্তু তবু প্রাণ বুঝে কৈ? আজ অলৌকিক শক্তির প্রথম আলোক দেখিয়া গিরিশ উল্লসিত হইলেন। কিন্তু এতদিন ধরিয়া অন্তরে যাহাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সেই সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি কালসর্পের ন্যায় আবার মাথা তুলিল। তাঁহার মন—

'যত করে স্থির,
সন্দেহতিমির ততই আচ্ছন্ন করে।'

নাস্তিকতার নিবিড় অন্ধকার বরং ছিল ভাল। আলোক ও অন্ধকারের এই নিষ্ঠুর ক্রীড়া গিরিশের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিল। তাঁহার গার্হস্থ্যজীবন এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে। Indian League হইতে বিদায় লইবার কিছুকাল পরে তিনি A. J. Parker সাহেবের আপিসে বর্দ্ধিত বেতনে বুক্‌কীপারের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইতিমধ্যে রঙ্গজগতেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বিশেষ ভুবনমোহনপ্রতিষ্ঠিত গ্রেট্ ন্যাশন্যাল্ থিয়েটারে। বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে এখানেও নারী অভিনেত্রী নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে আয় বেশী হইতেছে বটে, কিন্তু সেটা কাপ্তেনী থিয়েটারের আমল। অপরিণতবয়স্ক ভুবনমোহন দিনদিন ঋণজালে জড়িত হইয়া থিয়েটার ভাড়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সুফল ফলিল না। অতঃপর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশ লীজ্ লইয়া রঙ্গালয়ের পূর্ব্ব নাম প্রবর্ত্তিত করিলেন—"National Theatre."

গিরিশ প্রথমেই মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য নাটকাকারে গঠিত করিয়া মেঘনাদ ও রামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তা'রপর নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইব্। পরে গিরিশচন্দ্রের তিন খানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য "আগমনী," "অকালবোধন" ও "দোললীলা" অভিনীত হয়। ইহার পর সহোদর অতুলকৃষ্ণের পীড়াপীড়িতে গিরিশ লীজ্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু থিয়েটারের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন না। অবৈতনিক অভিনেতৃরূপে সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া রহিলেন এবং দীনবন্ধুর "যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ" ও বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" নাটকাকারে গঠিত করিয়া দিলেন। তারপর "দুর্গেশনন্দিনী"। গিরিশ জগৎসিংহ। অভিনয়ে উত্তরোত্তর গিরিশচন্দ্রের সুযশ বাড়িতে লাগিল। এই সময় গ্রহের বিষদৃষ্টিতে হাতের কব্জি ভাঙ্গিয়া প্রায় তিন মাস তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া National Theatre নিলামে উঠিল এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচাঁদ জহুরী তাহা ক্রয় করিলেন।

প্রতাপ পাকা ব্যবসাদার। চালাইতে পারিলে রঙ্গালয় যে লাভের ব্যবসা এবং তাহা সুশৃঙ্খলে চালাইবার একমাত্র লোক যে গিরিশচন্দ্র, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা হয়। রঙ্গালয় ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রথম চেষ্টা হইল গিরিশকে ম্যানেজারপদে বরণ করা। গিরিশ এ সময় পার্কার সাহেবের বুক্‌কীপার। প্রতাপের প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, আমি দিনের বেলায় সাহেবের কাজ করব; রাত্রিতে আপনার থিয়েটারে খাটব। আপনাকে মাইনা দিতে হ'বে না।

প্রতাপ বলিলেন, বাবু, এক ব্যক্তি দু'কাজ করলে কোনটাই ভাল হয় না।

গিরিশ বুঝিলেন, কথা সত্য! থিয়েটার ভাল করে চালাতে গেলে নাটক লিখ্‌তে হবে। তা'তে একনিষ্ঠ হওয়া চাই।

প্রতাপের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

প্রতাপ বলিলেন, বাবু আপনি আপিসে তলব্ পান কত?

দেড়শ' টাকা।

প্রতাপ বলিলেন, কিন্তু আপনাকে প্রথমে একটু ক্ষতি স্বীকার করতে হ'বে। আমি আপাততঃ আপনাকে

একশ' টাকা করে দেব। তা'রপর মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে তলব বাড়বে।

গিরিশ ভাবিলেন, কথা অন্যায় নয়। যদি থিয়েটার দাঁড় করাতে পারি, বেতন বৃদ্ধি করিতেই হইবে। আর কোন একটা থিয়েটার স্থায়ী ব্যবসায়ে পরিণত করিতে পারিলে অনেক অভাগার উপজীবিকার স্থল হ'তে পারে। তাঁহার অন্তর তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিতে লাগিল, এই তোমার জীবনের কার্য্য। এ পর্য্যন্ত যে থিয়েটার চলিয়াছে, তাহা ঠিক ব্যবসায়হিসাবে নহে, কতকটা কাপ্তেনী। গিরিশ দেখিলেন, প্রতাপ পাকা ব্যবসাদার। ইঁহার দ্বারা একটা স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গিরিশ প্রতাপের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কিন্তু এখনও রঙ্গভূমি ব্যবসায়-ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার যে দু'-একটী অন্তরায় ছিল, তাহা তাঁহার ধারণায় আসে নাই।

পর পর কয়েক জন স্বত্বাধিকারীকে উৎসন্ন যাইতে দেখিয়া গিরিশের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব একবাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের আহ্বান গিরিশ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, দ্বিধাশূন্যচিত্তে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইলেন। 'মহিলা'রচয়িতা সু রেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত "হামির" নাটক আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া রিহার্সাল আরম্ভ হইল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হামিরের ভূমিকায় গিরিশ বেতনভোগী অধ্যক্ষ ও অভিনেতৃরূপে রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হইলেন।

প্রতাপ হিসাবী লোক ছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত-মাত্রায়। তাঁহার অর্থনীতি ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। দুই বৎসর থিয়েটার চালাইবার পর সম্প্রদায়ের বেতনবৃদ্ধি লইয়া গিরিশের সহিত তাঁহার মনান্তর হয়। গিরিশ প্রতাপের সংস্রব ত্যাগ করিলেন (খ্রীঃ ১৮৮৩)। কয়েক জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁহার অনুগামী হইল। গিরিশ ন্যাশন্যাল্ থিয়েটারে সর্ব্বসমেত পনরখানি পুস্তক রচনা করেন—মায়াতরু, মোহিনীপ্রতিমা, আলাদিন, আনন্দরহো, রাবণবধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, সীতার বিবাহ, ব্রজবিহার, রামের বনবাস, সীতাহরণ, ভোটমঙ্গল, মলিনমালা ও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। শেষোক্ত নাটকের পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কন' নাট্যাকারে গঠিত করিয়া দেন।

নট, নাট্যাচার্য্য এবং নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রের সুনাম এবং সুযশ এখন সারা বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত। কিন্তু তাঁহার মানসিক অবস্থা অতিশয় দ্বন্দ্বসঙ্কুল। তাঁহার হৃদয় চাহিতেছে নির্ভর, বুদ্ধি বস্তু খুঁজিয়া পাইতেছে না। প্রাণ বলিতেছে—আছে, নহিলে প্রাণান্তিক পীড়ায়, মহাসঙ্কটে কে তোমায় পরিত্রাণ করিল? মন কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সঙ্কল্পে-বিকল্পে কখন বলে—আছে, কখন বলে—নাই। এই বিষম দ্বন্দ্বে গিরিশের চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—সংসারে একি ভীষণ অবস্থা! অসহায় মানব, তাহার আশ্রয় নাই, রক্ষকও কেহ নাই? কি হ'বে? যা'কে জিজ্ঞাসা করেন সেই বলে, গুরু ব্যতীত কোন উপায় হ'বে না। কিন্তু সে ত মানুষ! মানুষকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলি কেমন করে? এইরূপ অবস্থায় গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, তারকনাথ ত কঠিন রোগ আরোগ্য করেন। আমারও ত দুরন্ত মানসিক ব্যাধি। তাঁ'কেই ডাকি। গিরিশ মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যদি তুমি সত্য হও, আমাকে এ দারুণ সংশয়ের হাত থেকে মুক্তি দাও। যদি গুরু দরকার হয়, তুমি আমার গুরু হও।

শারীরিক ব্যাধিতে লোকে যেরূপ করে, গিরিশ কেশ-শ্মশ্রু রাখিলেন। নিত্য গঙ্গাস্নান, শিবপূজা ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ এবং প্রতি বৎসর পদব্রজে তারকেশ্বর গমন করিয়া শিবরাত্রি ব্রত করিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে। তিনি শুনিয়াছিলেন, সিদ্ধপীঠে সকল কামনাই পূর্ণ হয়। প্রতি সপ্তাহে শনি ও মঙ্গল বারে কালীঘাটে গিয়া করুণ প্রার্থনায় সারা রাত্রি যাপন করিতেন। এই সময় আমি একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করি, এই সব করে আপনি কিছু ফল পাচ্ছেন? তিনি বলিয়াছিলেন, আমার মনে হচ্ছে, পর্দ্দায় পর্দ্দায় আমার আবরণ খুলে যাচ্ছে, আমি এক এক দিনে এক এক Century এগিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে রঙ্গমন্দিরের একজন নূতন সেবক আসিয়া উপস্থিত। ইনি শিখসম্প্রদায়ভুক্ত গুর্মুখ রায়। প্রতাপ-চাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল টাকা। এই তরুণ যুবকের লক্ষ্য আমোদ ও উপার্জ্জন। এই নূতন সেবক নূতন করিয়া ইষ্টকের মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন এবং নাম দিলেন—

"ষ্টার থিয়েটার"। বর্ত্তমানে এই রঙ্গালয়ই "মনোমোহন নাট্যমন্দির" নাম ধারণ করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের নূতন নাটক "দক্ষযজ্ঞ" লইয়া নূতন থিয়েটার খোলা হইল (খ্রীঃ ১৮৮৩)। যে সময় তাঁহার হৃদয় শিবমহিমায় বিভোর সেই সময় "দক্ষযজ্ঞ" রচনা। নাটকে তাহা ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। ষ্টারে দক্ষ-যজ্ঞের পর গিরিশচন্দ্ররচিত "ধ্রুবচরিত্র" এবং তৎপরে "নলদময়ন্তী" অভিনীত হয়।

তৎপরে শিখসম্প্রদায়ের কঠোর শাসনে গুর্মুখ রায় থিয়েটার ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। গিরিশের মুখাপেক্ষী অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ আবার নিরাশ্রয় হইবার আশঙ্কায় মহা চিন্তিত হইয়া উঠিল। গিরিশ তাহাদের অবস্থা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ব্যথিতচিত্তে গুর্মুখ রায়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গুর্মুখও নিরুপায়। অবশেষে স্থির হইল এগার হাজার টাকায় তিনি রঙ্গালয়ের স্বত্ব ত্যাগ করিবেন।

প্রতাপ জহুরীর হাতে সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনা গিরিশ বিস্মৃত হ'ন নাই। পূর্ব্বে যে অন্তরায়ের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি গিরিশচন্দ্রের মনে এখন তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যদি অভিনেতা স্বত্বাধিকারী হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তিনি স্থির করিলেন, একজন শ্রেষ্ঠ নট, আয়ব্যয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সুব্যবস্থা করিতে পারে এরূপ একজন উপযুক্ত কোষাধ্যক্ষ, একজন সাজসরঞ্জাম, দৃশ্যপট প্রভৃতির পরিদর্শক, এবং তাঁহার (গিরিশের) সহকারিরূপে একজন, এই চারি জন যদি স্বত্বাধিকারী হয়, সম্ভবতঃ রঙ্গালয় স্থায়ী হইবে। এই বন্দোবস্তমত অমৃতলাল মিত্র, হরিচরণ বসু, দাসুচরণ নিয়োগী ও অমৃতলাল বসু যৌথ স্বত্বাধিকারী হইলেন। নিজে স্বত্বাধিকারী হইয়া ব্যবসায় চালাইবার মত অর্থ এবং সামর্থ্য কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। এই স্বার্থ-ত্যাগের জন্যই সাধারণে তাঁহাকে "বঙ্গরঙ্গভূমির (ব্যবসায়-ক্ষেত্রের) জনক" বলিয়া অভিহিত করে, এবং এ উপাধির তিনিই একমাত্র যোগ্য অধিকারী। বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারীদিগকে গিরিশচন্দ্র একটীমাত্র অনুরোধ করি-লেন—ভদ্রসন্তান অভিনেতা হ'য়ে যেন তোমাদের হাতে লাঞ্ছিত না হয়।

নূতন ষ্টারের প্রথম নাটক গিরিশচন্দ্রের "কমলে কামিনী", তা'রপর ক্রমে ক্রমে বৃষকেতু, হীরার ফুল, শ্রীবৎসচিন্তা, তৎপরে চৈতন্যলীলা। এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে বঙ্গ-রঙ্গভূমিতে যেমন এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, তেমনি ইহার রচনা গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিকাশ করে। নহিলে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে এবং তাঁহার অহৈতুকী করুণা উপলব্ধি করিতে—তিনি সক্ষম হইতেন না। গিরিশ বলিতেন, থিয়েটার থেকে আমাকে ডেকে নিলেন, ইনি কে? এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণশীর্ষক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

"ত্যজি পুত্র-কন্যা-নারী পানাসক্ত, অত্যাচারী,
লোকত্যাজ্য ঘৃণিত জীবন—
তব দ্বার মুক্ত তা'র, পতিতপাবন!"

চৈতন্যলীলা লেখার পর ঈশ্বরলাভের জন্য গিরিশচন্দ্রের ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া উঠিল। পাষণ্ড জগাই-মাধাই তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছে, আমার সে সৌভাগ্য ঘটিল না! এই সময় ষ্টারে একজন চিত্রকর প্রসঙ্গতঃ তাঁহাকে বলে, গৌরের দয়ার কথা কি বল্‌ব, বাবু! আমি নিত্য তাঁ'কে ভোগ দি', তিনি তা' নেন, কখন কখন রুটিতে দাঁতের দাগ দেখ্‌তে পাই। কিন্তু এ সৌভাগ্য গুরুকৃপা না হ'লে হয় না। গিরিশ উঠিয়া তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে চলিয়া গেলেন। অশ্রুধারে তাঁহার বুক ভাসিতে লাগিল।

এই ঘটনার তিন দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের পুনর্দর্শন পাইয়া গিরিশ প্রশ্ন করিলেন, গুরু কি?

গুরু কি জান?—যেন ঘটক। তোমার গুরু হ'য়ে গেছে।

মন্ত্র কি, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, ঈশ্বরের নাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ দিন দিন বাড়িতেছে, গিরিশ এক দিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তিনি কি একটু উপদেশকথা বলিতে আরম্ভ করায় গিরিশ বলিলেন, উপদেশ আমি শুন্‌ব না। আমি নিজে অনেক উপদেশ লিখেছি, তা'তে কিছু হয় না। আপনি যদি কিছু করে দিতে পারেন, করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিলেন। সেই উজ্জ্বল প্রসন্ন হাস্য গিরিশের অন্তরের সকল অন্ধকার হরণ করিল। তাঁহার

অন্তরে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, আমি নির্ম্মল হইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এখন থেকে কি করব ?

যা' করছ, তা'ই কর। এখানে বিশ্বাস রাখ্‌লেই সব হ'বে। তবে সকালে সন্ধ্যায় তাঁ'র স্মরণমনন কোর।

গিরিশ মনে ভাবিলেন, তা'ই ত ! নানা কাজে নানা অবস্থায় থাকি, যদি না পারি ? কথাটা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াই ফেলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, আচ্ছা তা' না পারো, খাবার শোবার আগে তাঁ'কে একবার স্মরণ কোর।

স্বভাবতঃ মুক্তস্বভাব গিরিশচন্দ্রের মন কোনরূপ বাঁধা-বাঁধির ভিতর প্রবেশ করিতে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। জানালা বন্ধ করিয়া তিনি ঘরে টিকিতে পারিতেন না। এক ভালবাসার বন্ধন ব্যতীত, আইন, নিয়ম, নীতি, এমন কি ধর্ম্মের বন্ধনও তাঁহার দুঃসহ বোধ হইত। নিত্য খাবার শোবার আগে স্মরণমনন। একে ত একটা বাঁধাধরা নিয়ম, তা'র উপর যে দিন কল্পনাচ্ছন্ন বা আমোদে মত্ত সে দিন ত কোন হুঁসই থাকে না। গুরুর কাছে স্বীকার করিয়া যদি কথা রাখিতে না পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, তুই ভাব্‌ছিস্ তা'ও যদি না পারি ? আচ্ছা, তবে আমাকে বকল্‌মা দিয়ে সব ভার দে।"

এই অপার, অহৈতুকী, অপ্রত্যাশিত করুণায় বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া গিরিশ পরম শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করিলেন। বকল্‌মা দিয়া তাঁহার মনে একটা গর্ব্ব উপস্থিত হইল, ইনি এখন সম্পূর্ণভাবে আমার। সাধনভজন কোনরূপ বাঁধা-বাঁধি নিয়ম রহিল না। গিরিশ তখন বুঝিতে পারেন নাই কি বিষম ফাঁদে ধরা দিয়াছেন।

একদিন তাহা বুঝিলেন। সে দিন শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে কি একটা কাজের কথায় গিরিশ বলিলেন, আমি করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, ও কি গো ! আমি করব কি ? বল, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় ত করব।

এই কথায় গিরিশের ধারণা হইল, বকল্‌মার অর্থ কি ? জীবনের প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদক্ষেপে, উঠিতে বসিতে, প্রতি নিশ্বাসে তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও আমিত্ব লোপ করিতে হইবে। রোগ, শোক, যশ, অপযশ, দৈন্য, দুর্দ্দিন যাহাই কেন আসুক না—"সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকার-পূর্ব্বকম্।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্রের সর্ব্ব-প্রকার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হইল, তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশীর্ষক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্দ, বিশ্বাস সঞ্চারে।"

চৈতন্যলীলার পর গিরিশচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ষ্টারে প্রহ্লাদ-চরিত্র, নিমাইসন্ন্যাস, প্রভাসযজ্ঞ, বুদ্ধদেবচরিত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বেল্লিকবাজার ও রূপসনাতন রচনা করিলেন। নব সম্প্রদায় নবীন উৎসাহে থিয়েটার চালাইতেছেন। কিন্তু কয়েক রাত্রি "রূপসনাতন" অভিনয়ের পর ইহাঁদের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গের আসরে উপস্থিত হইলেন—গোপাল লাল শীল। অর্থরূপ ব্রহ্মাস্ত্র ইহাঁর করগত। কিন্তু কেন যে তিনি তাহা ষ্টার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চালনা করিলেন, বলা কঠিন। যাহাই হউক, ত্রিশ হাজার টাকায় তিনি ষ্টার রঙ্গমঞ্চ আয়ত্ত এবং বিশ হাজার টাকা "বোনাস্" দিয়া গিরিশচন্দ্রকে আবদ্ধ করিলেন।

ষ্টার সম্প্রদায় নূতন বাড়ী পত্তন করিবার পর গিরিশ তাঁহার প্রাপ্ত "বোনাস্" হইতে ষোল হাজার টাকা তাঁহাদিগকে দান করেন। কেবল তাহাই নহে। তাঁহা-দিগকে "নসীরাম" নাটক লিখিয়া দিয়া গেলেন। ষ্টার সম্প্রদায় কেবল রঙ্গালয় বিক্রয় করিয়াছিলেন, নামের স্বত্ব নহে। গোপাললাল প্রদত্ত ত্রিশ হাজার সম্বল করিয়া ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে নূতন বাড়ী পত্তন করিলেন। গোপাললাল রঙ্গালয়ের নাম দিলেন "এমারেল্ড থিয়েটার"। এই রঙ্গমঞ্চে গিরিশের দুই খানি নাটক অভিনয় হয়—পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ।

বোনাস্ দিয়া গোপাললাল গিরিশকে আইনের শত-পাকে বন্ধন করিলেন। কিন্তু স্বভাবের প্ররোচনায় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত গিরিশের চিত্ত নিরন্তর ব্যগ্র হইয়া রহিল। দুই বৎসর পরে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি বন্ধনমুক্ত হইলেন। কিন্তু কেবল আইনের বন্ধন নয়; তৎপূর্ব্বেই তিনি দাম্পত্যবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হইয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের "বিষাদ" গিরিশচন্দ্রের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। বিধাতা যেন হর্ষবিষাদ তাঁহাকে সমপরিমাণে ওজন করিয়া

দিয়াছিলেন। বিশ সহস্র মুদ্রা বোনাস্ দিয়া গৃহের সুখ শান্তি সব কাড়িয়া লইলেন।

এমারেল্ড থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া গিরিশ পুনরায় ষ্টারে যোগদান করেন। ষ্টারে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার প্রথম রচনা মর্ম্মভেদী করুণরসাত্মক নাটক "প্রফুল্ল।" যেন তাঁহার জীবনের ট্র্যাজিডি এই নাটকে হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। প্রথম পত্নীবিয়োগের পর গিরিশের বিধুর হৃদয় আশ্রয় লইয়াছিল কবিতার রস-প্রস্রবণে। পরিণত বয়সের শোক আশ্রয় লইল গণিতের শুষ্ক মরুভূমে। কিন্তু নিয়তির পীড়ন এখনও নিঃশেষ হয় নাই।

"প্রফুল্ল" নাটকের পর গিরিশচন্দ্র "হারানিধি" রচনা করেন। তৎপরে পর পর চণ্ড, মলিনাবিকাশ ও মহাপূজা।

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী একটীমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। প্রণয়িনী পত্নীর এই শেষ স্মৃতি গিরিশ পরমযত্নে রক্ষা করিতে ছিলেন। কিন্তু শিশুটী অচিরে দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইল। গিরিশ নিয়মিত-রূপে থিয়েটারে যাইতে পারিতেন না। পাছে থিয়েটারে পুস্তকের অভাব হয়, এই জন্য উৎকট মানসিক চিন্তা লইয়াও তিনি "মলিনাবিকাশ" ও "মহাপূজা" রচনা করেন। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হ'ন। তিনি সবেমাত্র আরোগ্যলাভ করিয়াছেন এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ষ্টার হইতে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতিপত্র আসিল। অতঃপর চিকিৎসকগণের উপদেশে গিরিশ রুগ্ন পুত্র লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনহেতু মধুপুরে গমন করেন।

ইত্যবসরে কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী ষ্টার পরিত্যাগ করিয়া "সিটি" থিয়েটার নামে "বীণা" রঙ্গমঞ্চে বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই "সিটি" থিয়েটারই ভাবী মিনার্ভার বীজ। এই সকল নাটকের অভিনয়স্বত্ব ষ্টার ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের নাই এবং গ্রন্থকার সে অধিকার দান করিয়া ষ্টারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন, এই অজুহাতে "সিটির" অধ্যক্ষ এবং গিরিশচন্দ্রের নামে নালিশ রুজু হইল। গিরিশ তখন মধুপুরে। মোকদ্দমার সংবাদ পাইয়া তিনি অবিলম্বে ফিরিয়া আসিলেন এবং অনতিপরেই তাঁহার প্রিয়তমার শেষ স্মৃতিটুকু মুছিয়া গেল। এই নিদারুণ উদ্বেগ, অশান্তি ও সঙ্কটের অবস্থায় ষ্টারের সহিত আপোষ হইল—গিরিশ একশত টাকা মাসহারা লইয়া যাবজ্জীবন কোন রঙ্গালয়ে যোগ দিবেন না। এই সর্ত্তে ষ্টার কেবলমাত্র তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন। "সিটি"র অধ্যক্ষের নামে মোকদ্দমা চলিল।

শিশুপুত্রের বিয়োগ গিরিশকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করিয়াছিল। মোকদ্দমার হাঙ্গামা মিটাইয়া তিনি মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত Science Association নামক বিজ্ঞানসভায় নিয়মিত ছাত্ররূপে প্রবেশ করিয়া বিজ্ঞানানুশীলনে মন দিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ যে কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সংসারে আনিয়াছেন, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। অনতিপরেই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইল—"মিনার্ভা থিয়েটার"।

মিনার্ভার প্রথম পুস্তক মহাকবি শেক্স্‌পীয়ার প্রণীত "ম্যাক্‌বেথ্"। গিরিশ যখন John Atkinson কোম্পানীর বুক্‌কীপার, সেই সময় তিনি এই নাটকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হ'ন। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ম্যাক্‌বেথ্ নাটকের witchদিগের ভাষা বাংলায় অনূদিত হইতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের অসাধ্যসাধন করিবার দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি তাঁহাকে এই অনুবাদ-কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। তিনি কার্য্যের অবসরে আপিসে বসিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিন অঙ্ক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়াছিল। খাতাখানি কর্ম্মস্থলেই থাকিত। আপিস্ উঠিয়া যাইবার সময় সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রয় হয়, সেই সঙ্গে অনুবাদের খাতাও যায়। মিনার্ভার অভিনয়ের জন্য যে অনুবাদ করা হয়, তাহার প্রথম তিন অঙ্ক গিরিশ-চন্দ্রের অসাধারণ-স্মৃতিপ্রসূত।

ম্যাক্‌বেথের পর মিনার্ভায় মুকুলমুঞ্জরা ও আবুহোসেন অভিনয় হয়। এ দুইখানি পুস্তকই ষ্টার সম্প্রদায়ের জন্য লেখা। ইহাঁদের মনোনীত হয় নাই। আবুহোসেন গীতিনাট্যের অভিনয়ে মিনার্ভার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। আবুহোসেনের পর এই রঙ্গালয়ে পর পর সপ্তমীতে বিসর্জ্জন, জনা, বড়দিনের বখ্‌সিস্, স্বপ্নের ফুল, সভ্যতার পাণ্ডা, করমেতি বাই, ফণীর মণি ও পাঁচ ক'নে অভিনীত হইয়াছিল।

রঙ্গালয়ে যথেষ্ট অর্থাগম হয়, কিন্তু স্বত্বাধিকারীর ঋণ

সমস্তই গ্রাস করে। যাহারা উপার্জ্জনের সহায়, তাহারা নিয়মিতরূপে বেতন পায় না। যাহারা গিরিশচন্দ্রের মুখ চাহিয়া রঙ্গালয়ের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করিয়াছে, তাহারা ন্যায্য প্রাপ্যের জন্য পুনঃ পুনঃ আসিয়া হাত পাতে, লইয়া যায় অঞ্জলি ভরিয়া নৈরাশ্য। উৎকট দুশ্চিন্তায় মাথায় রক্ত উঠিয়া তিনি সময় সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এরূপ অবস্থায় গিরিশ নিজে ক্যাশের ভার লইয়া আবশ্যকমত ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সূত্রে স্বত্বাধিকারীর সহিত মনোবিবাদের সূচনা হইল। গিরিশ মিনার্ভা ত্যাগ করিলেন। সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া গেলেন। কিন্তু গিরিশ ম্যানেজারপদ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন না। ষ্টার তাঁহাকে Dramatic Director রূপে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ষ্টারে পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর গিরিশচন্দ্রের "কালাপাহাড়" প্রথম অভিনীত হয়। তা'রপর "হীরক জুবিলি", "পারস্যপ্রসূন" অবশেষে "মায়াবসান"।

কিন্তু এবার ষ্টারে যোগদান করিয়া গিরিশচন্দ্র স্বস্তি অনুভব করেন নাই। এ যেন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসা। এরূপ অস্বস্তিকর স্থানে গিরিশ এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে পারিতেন না। ষ্টারের সহিত পুনরায় তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

এই সময় রাজসাহী তালন্দার জমিদার ললিতমোহন মৈত্র তৎপ্রদেশে একটী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করেন এবং তিন সহস্র মুদ্রা বোনাস্ দিয়া গিরিশচন্দ্রকে তথায় লইয়া যান। কিন্তু নানাকারণে কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর রঙ্গালয় বন্ধ করা হয়।

উক্ত ঘটনার অনতিপরেই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত Emerald রঙ্গমঞ্চে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে Classic Theatre প্রতিষ্ঠা করেন। অমরেন্দ্র গিরিশকে ম্যানেজাররূপে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তায় এবং পীড়ায় মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, ম্যানেজারের দায়িত্বপূর্ণ গুরুভারগ্রহণে গিরিশ স্বীকৃত হইলেন না। এখানেও নাট্যাচার্য্যরূপে যোগদান করিলেন।

এ থিয়েটারে গিরিশের প্রথম রচনা "দেলদার"। পরে "পাণ্ডবগৌরব"।

এই সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের কর্ম্মজীবনে কেবলই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিধাতা যেন তাঁহার কর্ম্মশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্যই নব নব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য বার বার তাঁহাকে নেতৃত্বভার অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশের ধারণা ছিল, থিয়েটার যত বাড়িবে, প্রতিযোগিতায় কাব্য, নাটক ও কলাবিদ্যার তত উন্নতি হইবে এবং অভিনয়কুশল অভিনেতা ও অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চকে জীবনের প্রধান অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবে।

এদিকে অমিতব্যয়িতার জন্য অমরেন্দ্র ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। কয়েক মাসের বেতন বাকি পড়ায় গিরিশ দ্বিতীয়বার মিনার্ভায় যোগদান করিলেন। এ রঙ্গালয় তখন হস্তান্তরিত, নরেন্দ্রনাথ সরকার তাহার স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। মিনার্ভায় আসিয়াই গিরিশ বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" নাটকাকারে গঠিত করিয়া স্বয়ং নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে তাঁহার "মণিহরণ" অভিনীত হয়। তা'রপর "নন্দদুলাল"। ইহার পর অমরেন্দ্রনাথের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় গিরিশ পুনরায় ক্লাসিকে যোগদান করেন।

ক্লাসিকে যোগদান করিবার অনতিপরেই গিরিশচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর কন্যা সরোজিনীর মৃত্যু হয়। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে যতই কুঠারাঘাত করিয়াছেন, চন্দনতরুর ন্যায় তাঁহার প্রতিভা ততই কাব্যসৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছে।

ক্লাসিকে পুনরাগমনের পর গিরিশচন্দ্রের প্রথম পুস্তক —"অশ্রুধারা"। পরে "মনের মতন"। তা'রপর তিনি পুনরায় (৩য় বার) "কপালকুণ্ডলা" নাটকাকারে গঠন করেন। "কপালকুণ্ডলা"র আশাতীত সাফল্যে "মৃণালিনী" পুনরায় নাটকাকারে গঠিত হয়। তৎপরে পরে পরে অভিশাপ, শাস্তি, ভ্রান্তি, আয়না। সর্ব্বশেষে সৎনাম। এই অপূর্ব্ব নাটক বিশেষ কারণে চতুর্থ রজনীতে রঙ্গমঞ্চ হইতে নির্ব্বাসিত হয়।

অতঃপর নানা কারণে ক্লাসিকের অবনতি ঘটায় গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় যোগদান করিতে হয়। এখানে আসিয়া তিনি হরগৌরী, বলিদান, সিরাজউদ্দৌলা, বাসর, মীরকাশিম, য্যায়সা-কা-ত্যায়সা ও ছত্রপতি শিবাজী রচনা করেন। সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি

স্বদেশী যুগে রচিত। এই তিন খানি ঐতিহাসিক নাটকেই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সরকার বাহাদুর এই তিনখানি ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় এবং প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সিরাজউদ্দৌলা রচনার পর হইতেই গিরিশচন্দ্রের হাঁপানি পীড়ার সূচনা। প্রথম প্রথম হেমন্তাগমে কাশি দেখা দিত। তাহাই ক্রমে হাঁপানি রোগে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে রঙ্গজগতে আর একটী পরিবর্ত্তন ঘটিল। নদীয়া কুড়ুলগাছীর জমিদারপুত্র শরৎকুমার রায় এমারেল্ড রঙ্গালয় ক্রয় করিয়া কোহিনুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং দশ হাজার টাকা বোনাস্ ও চারিশত টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিরিশচন্দ্রকে লইয়া গেলেন।

কোহিনুরকে প্রকৃত কোহিনুরের ন্যায় দীপ্তিশালী করিবার অভিপ্রায়ে ত্রিষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে যৌবনের উৎসাহ লইয়া গিরিশ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রম সফল হইল। কোহিনুর খ-ধূপের ন্যায় উর্দ্ধে উঠিল, কিন্তু তেমনি শোচনীয় পতন। তাহার দুইটী কারণ—উৎকট পরিশ্রমে গিরিশের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও শরৎকুমারের অকালমৃত্যু। থিয়েটারের অবস্থা শুনিয়া গিরিশ ভগ্নস্বাস্থ্যেও নূতন নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হ'ন। কিন্তু পরলোকগত শরৎকুমারের অনুজ রঙ্গালয়পরিচালনের ভার লইয়া গিরিশের সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারিলেন না। চারি অঙ্ক লেখার পর নাটক লেখা বন্ধ হইল। গিরিশ জীবদ্দশায় ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর এই নাটকই "গৃহলক্ষ্মী" নামে মিনার্ভা ষ্টেজে অভিনীত হয়। গিরিশ অসুস্থ। কোহিনুর বেতন বন্ধ করিয়াছে। অনেক তাগাদার পর বোনাসের বাকি চারি হাজার ও তিন মাসের বেতনের জন্য তাঁহাকে অবশেষে আদালতের আশ্রয় লইতে হইল। মোকদ্দমায় জয়লাভ, প্রাপ্য আদায় সবই হইল। কিন্তু গিরিশের হৃত স্বাস্থ্য আর ফিরিল না!

বার্দ্ধক্যে তাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভার উজ্জ্বলতম দীপ্তিদর্শনে সে সময় প্রতিষ্ঠিত সকল রঙ্গালয়ই তাঁহাকে লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মিনার্ভার পরিচালক সুচতুর মহেন্দ্রলাল মিত্রই সাফল্যলাভ করিলেন।

গিরিশ পুনরায় মিনার্ভায় আসিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ কর্ম্মস্থল। এখানে আসিয়া গিরিশ পর পর "শান্তি কি শান্তি?", "শঙ্করাচার্য্য", "অশোক" এবং তৎপূর্ব্বে বঙ্কিম-চন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসের জন্য কয়েকটী দৃশ্য রচনা করেন। "তপোবল" তাঁহার শেষ কীর্ত্তি এবং তপোবলেই তাঁহার তপস্যার অবসান।

দুরন্ত হাঁপানি পীড়া ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। দুই বৎসর শীতাগমে বারাণসীধামে গমন করিয়া ব্যাধি একটু বিশেষ হইয়াছিল। কাশীতেই তপোবল রচিত হয়।

বসন্তাগমে গিরিশ কলিকাতায় ফিরিলেন। কিন্তু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর দুঃসাধ্য হাঁপানি পীড়া ক্রমশই বাড়িতে থাকে। তাঁহার উৎকট যন্ত্রণা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত। কিন্তু সেই যন্ত্রণার অবস্থায়ও শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ উঠিলে তাঁহার শরীরে ব্যাধির চিহ্নমাত্র থাকিত না। বলিতেন, এই অকৃতজ্ঞ দেহটার সুখের জন্য কতই না করেছি। কিন্তু এ-ই শেষে রোগকে আশ্রয় দিয়ে অসহ্য ক্লেশ দিচ্ছে। কিন্তু সত্য বল্‌ছি, এ রোগ সারুক, আমার একবারও ইচ্ছা হয় না। ও-ই সর্ব্বক্ষণ তাঁ'কে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) স্মরণ করিয়ে দেয়। বলিতে বলিতে গিরিশের মুখমণ্ডল স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। করজোড়ে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ তুমি মঙ্গলময় যেন কখনো না ভুলি।

গিরিশচন্দ্র যখন মিনার্ভায়, সেই সময় আমাদের সহকর্ম্মী কোন প্রৌঢ় ব্যক্তির পদস্খলন হয় এবং একদিন সেই আলোচনা উঠে। এই ঘটনায় আমি একটু অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করায় তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া বলেন, যা'কে আমরা Evil বলি, তা'র মহা প্রয়োজন। কেমন জানিস্? যেমন খানা ডিঙ্গুতে লোকে পিছু হ'টে লাফ মারে, তেমনি। এ পিছু হ'টা এগুবার—উন্নতির জন্য। আমার কি মনে হয় জানিস্? চোর, জোচ্চোর, ডাকাত, খুনে, লম্পট, এদেরও মা ঐ পথ দিয়ে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ঐ পথ না হ'লে তারা এগুতে পারত না। কিন্তু সংসারের পক্ষে এ সব বড় dangerous doctrine আর আমাদের পক্ষে ধারণা করাও শক্ত। সাধুই বুঝেন যে একজন চোর হয়েছে আর আমি সাধু হয়েছি, সে তাঁ'রই

ইচ্ছায়। এতে বাহাদুরি, দোষ কারু নেই—"দোষ কারু নেই শ্যামা!" একবার আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি, গাছপালা, পশুপাখী, চোরডাকাত, সব সে-ই সেজে রয়েছে! তিন দিন ধরে আমার এই ভাব ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে গিরিশের মনোভাব বর্ণনায় ব্যক্ত করা যায় না। খাবার শোবার সময় ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে বলায় যে গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যপালনে আপনার অসামর্থ্য কল্পনা করিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার মুখে উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে "জয় শ্রীরামকৃষ্ণ" নাম। কোন অবস্থায় গুরুর সহিত বিচ্ছেদ-কল্পনায় তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, শিষ্যকে ইষ্ট দেখাইয়া দিয়া গুরু অন্তর্ধান করেন। গিরিশ কাতরভাবে প্রশ্ন করিলেন, গুরু তা'রপর কোথায় যান, মশাই? গুরু ইষ্টে লয় হইয়া যান শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হ'ন। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ওর বিশ্বাস ভক্তি আঁকড়ে পাওয়া যায় না। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বররূপে মানুষকে প্রণাম করিতে হইবে বলিয়া, যে গিরিশের অন্তরে একদিন বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল আজ তাঁ'র মনশ্চক্ষুর সমক্ষে সেই অভয়মূর্ত্তি অবিচ্ছেদ বিরাজমান! কাঁচাফল পাকিয়াছে! এখন সেই সুপরিপক্ক ফল আহরণের জন্য উদ্যানস্বামী কর প্রসারণ করিয়াছেন। গিরিশের জীবনপ্রদীপ ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। ক্রমে শেষদিন সমুপস্থিত। মধ্যরাত্রি অতীত হইয়াছে। রুগ্নকক্ষের ঘড়ীতে একটা বাজিল। কিছুক্ষণ পরে কাল সেই গভীর রাত্রিতে রত্নাপহারী তস্করের ন্যায় অতর্কিতে আসিয়া অমর কবির অমর আত্মা অনন্তধামে লইয়া গেল। (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ)। গিরিশের সংসারে শোকের মর্ম্মভেদী উচ্চরোল তুলিবার মত কেহ ছিল না। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে কেহ স্নেহময় পিতা, কেহ প্রিয়তম সহোদর, কেহ সহৃদয় সুহৃদ্, কেহ দুর্লভ প্রভু, কেহ উদারধর্ম্মী সহকর্ম্মী হারাইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বহিঃপ্রকৃতি তখন মেঘাচ্ছন্ন, বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছে।

স্বাধীনস্বভাব গিরিশচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল বহু বিপরীত-ভাবের রঙ্গভূমি। একাধারে এমন আমোদপ্রিয়তা ও ঔদাস্য, আলস্য ও উদ্যম, ধৈর্য্য ও চাঞ্চল্য, গর্ব্ব ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা; এমন বিচারশীলতা ও হঠকারিতা, কর্ম্ম-তৎপরতা ও দীর্ঘসূত্রিতা, অসমসাহসিকতা ও ভীরুতা, দম্ভ ও দীনতা, ভাবুকতা ও বিষয়বুদ্ধির একত্র অধিষ্ঠান; এমন সংশয় ও বিশ্বাস, জড় ও অতীন্দ্রিয় জড়িত, সদসৎকর্ত্তৃক সমভাবে চালিত, দেব ও দানব আশ্রিত, মমতা ও বৈরাগ্য-মিশ্রিত; এমন আত্ম ও ঈশ্বরনির্ভরপরায়ণ অদ্ভুত প্রকৃতি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। গিরিশ একাধারে মানব ও ভৈরব ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল যেমন বহু দোষগুণের আধার, তাঁহার জীবনও তেমনি বহু দ্বন্দ্বসংঘর্ষে সঙ্কুল। আমরা মাত্র কয়েকটীর উল্লেখ করিব। যে সর্ব্বনাশিনীর দুর্ব্বার আকর্ষণ ও মোহন প্রভাব তিনি গদ্যে পদ্যে বহুবার কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সুরা যে "প্রফুল্ল" নাটকের যোগেশচরিত্রের মত তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া পথে দাঁড় করায় নাই, তাহা যে কত অন্তর্দ্বন্দ্বে সাধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এমনি বিষমদ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল, ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির প্রলোভনে ও উচ্চ প্রকৃতির আকর্ষণে। আর দ্বন্দ্ব সংশয় ও প্রত্যয়ে। কিন্তু তাঁহার জীবনের চরম দ্বন্দ্ব ছিল, হৃদয় ও মস্তিষ্কের আস্তিকতায় ও নাস্তিকতায়। তাহার হৃদয় চাহিত নির্ভর, বুদ্ধি নির্ভরের পাত্র খুঁজিয়া পাইত না।

কয়েকটী মাত্র কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের চরিত্র ও প্রকৃতির আভাস দিয়াছিলেন—"গিরিশ সত্য মিথ্যার পার। ওর বিশ্বাস ভক্তি আঁকড়ে পাওয়া যায় না; বুদ্ধি পাঁচসিকে পাঁচ আনা। ওরা রাবণের থাকের ভক্ত—দেবকন্যা নাগকন্যাও লিবেক, রামকেও লিবেক।" গিরিশ বলিতেন, আমার প্রবৃত্তি নিষেধে উত্তেজিত হয় জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে সুরাপান করিতে কখন বারণ করেন নাই।

গিরিশ নিজহাতে পুস্তক লিখিতেন না, এ কথা এখন অনেকেই অবগত। কিন্তু তিনি রচনা করিতেন এত দ্রুত যে, অনেক সময় তাহা লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর হইত। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য্য, কল্পনা, কবিত্ব, ব্যঞ্জনা, রস, ভাব এবং ভাবোপযোগী ভাষাব্যবহার। তাঁহার শব্দভাণ্ডার ছিল যেমন অফুরন্ত, ছন্দ এবং মিলের উপর তাঁহার আধিপত্যও ছিল তেমনি অসাধারণ। কথায় ছবি আঁকা তাঁহার রচনার আর একটী বৈশিষ্ট্য। গীতরচনায় গিরিশচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অন্য কোন কবিই এত বিভিন্ন

বহু ভাবের সঙ্গীত রচনা করেন নাই। সাধারণতঃ একটী রসকে আশ্রয় করিয়া গীত রচনা করা হয়, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বহু সঙ্গীতে স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা ভাবও পাত্রোপযোগী। কল্পনা ও ভাব জগতের অধিবাসীদিগকে অবয়ব দিয়া প্রয়োজনমত তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। তাহার স্বপ্ন ও স্বপ্নসঙ্গিনী, কিরণকিঙ্করী, জলবালা, দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা প্রভৃতি তাহার উদাহরণ।

প্রতিভা কোন একটী বিশেষ তত্ত্ব ও বার্ত্তা প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হয়। প্রেমতত্ত্বপ্রচার ছিল গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব। কি পার্থিব, কি ঐশী প্রেম তাঁহার শক্তিশালী লেখনী সমভাবে চিত্রিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। ক্ষুদ্র কীট হইতে মানবের উপর জগৎপিতা ও জগন্মাতার অনির্ব্বচনীয় ভালবাসা তাঁহার নাটকে যে রসধারা প্রবাহিত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাপী তাপী এমন কি কঠোর নাস্তিকের হৃদয়ও পরমানন্দে বিগলিত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, বীর, করুণ ও হাস্যরস স্ফুরণে, অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশে, নাটকীয় সংস্থান (Situation) এবং ঘটনার পুষ্টিতে ও চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা, ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতির চিত্রবিকাশ ছিল তাঁহার নাটকের প্রধান লক্ষ্য।

মহাকবি শেক্সপীয়ারের ন্যায় গিরিশচন্দ্রও প্রাচীন ও নবীন যুগের সন্ধিস্থলে, প্রাচী ও প্রতীচীর ভাবসম্মিলন-ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকে হিন্দু ভাবের প্রাধান্য থাকিলেও কোন কোন স্থলে প্রতীচীর ছায়াপাত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের কল্পনা উচ্চ ধ্যানে ও উচ্চ আদর্শ চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ বিভোর হইয়া থাকিত। এ জন্য প্রহসনের নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে চাহিত না। তবে রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে সময় সময় প্রহসনরচনায় ব্রতী হইলেও এক বেল্লিকবাজার ব্যতীত অন্য কোন প্রহসনে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নাই।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের শক্তি ও প্রকৃতি এবং দর্শকবৃন্দের অভিরুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া গিরিশচন্দ্রকে নাটক রচনা করিতে হইত। তাঁহার কল্পনা কখন মুক্ত-বিহঙ্গিনীর ন্যায় 'উদার অম্বর'তলে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা পায় নাই। কিন্তু এই বন্ধনই তাঁহার অদ্বিতীয় কলাকৌশল ও কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করে। তথাপি তিনি বলিতেন, স্ফূর্ত্তি করে স্বাধীন কল্পনায় আমি একখানাও নাটক লিখ্‌তে পেলুম না।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে বা প্রহসনে কোথাও কোন ব্যক্তিগত কটাক্ষ নাই। কিন্তু যে সত্য তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা নির্ভীকভাবে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দের সাক্ষাৎ লাভের পর গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই "তদ্ভাবে ভাবিত"। ইহা তাঁহার অক্ষমতা নহে, গৌরব। অবতার বা মহাপুরুষগণের ভাবপ্রচার সমসাময়িক কবির অধিকার। এ দেশের এই ধারা। বাল্মীকি, ব্যাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাহার প্রমাণ। মহাকবি ব্যতীত মহাচরিত্রের বিকাশ ও মহাভাবপ্রকাশ আর কাহার দ্বারা সম্ভব? বদ্ধদৃষ্টি ঐতিহাসিক ধরণীর ধূলিচারী, তাহার যোগ্য অধিকারী নহেন। এই নিমিত্ত ইতিহাস চিরস্থায়ী নয়, এবং এই জন্যই কাব্য কালজয়ী, কবি চিরজীবী। গিরিশচন্দ্র তাঁহার কাব্যে অমর। প্রতিভার পুষ্পহার মহাকালের কণ্ঠভূষণ—তাহা চিরপ্রফুল্ল, চিরসুন্দর, চিরনূতন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

জনা

(পৌরাণিক নাটক)

[৯ই পৌষ, ১৩০০ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

(পুরুষ)

শ্রীকৃষ্ণ		
মহাদেব		
নীলধ্বজ	...	মাহিষ্মতী-অধিপতি।
প্রবীর	...	ঐ পুত্র (যুবরাজ)।
অগ্নি	...	ঐ জামাতা।
বিদূষক	...	ঐ বয়স্য।
ভীম	...	মধ্যম পাণ্ডব।
অর্জ্জুন	...	তৃতীয় পাণ্ডব।
বৃষকেতু	...	কর্ণ-পুত্র
অনুশাম্ব	...	দৈত্যাধিপতি (পাণ্ডব-বন্ধু)।
উলুক	...	জনার ভ্রাতা।

কাম, গঙ্গারক্ষকদ্বয়, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক, ভৈরব, দূতগণ, প্রমথগণ, সৈন্যগণ, রাখালবালকগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

জনা	...	নীলধ্বজের মহিষী।
স্বাহা	...	ঐ কন্যা (অগ্নির স্ত্রী)।
মদনমঞ্জরী	...	প্রবীরের স্ত্রী।
বসন্তকুমারী	...	ঐ সখী।
নায়িকা	...	দুর্গার সখী।
ব্রাহ্মণী	...	বিদূষকের স্ত্রী।

গঙ্গা, রতি, পরিচারিকা, সখিগণ, ডাকিনী ও যোগিনী-গণ, গোপিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক।

নীলধ্বজ। কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর,
দেহ বর,
যেন নটবর নব-ঘন কায়
বাঁশরী-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নর-রূপী নারায়ণে পাই দরশন।

অগ্নি। চিন্তা দূর কর, মহারাজ,
আশা তব অচিরে পূরিবে।

জনা। নাহি অন্য বাসনা আমার,
যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
ত্যজি প্রাণবায়ু,
ভাগীরথী-পদে মতি রহে চিরদিন ;
বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি—
মা'র কোল চিরদিন করি আকিঞ্চন।

অগ্নি। মম বরে পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়।

প্রবীর। তব যোগ্য বীর সনে সদা রণ-সাধ,

চিরদিন আছে এ বিষাদ,
সমকক্ষ বীর না মিলিল!
বর যদি দিবে বৈশ্বানর,
ভুবনবিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি,
মরি কিম্বা মারি,
মিটুক সমর-বাঞ্ছা মোর।

অগ্নি। শীঘ্র তব পূরিবে বাসনা।

স্বাহা। তব পদ বিনা, প্রভু, নাহি অন্য সাধ,
পতি মাত্র গতি অবলার,
তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।

অগ্নি। প্রেমে বাঁধা প্রণয়িনী আছি তব পাশে;
শুন প্রাণেশ্বরি, কহি সত্য করি,
'স্বাহা' নাম যেই না করিবে উচ্চারণ,
আহুতি গ্রহণ তার কভু না করিব।
ভাব-চক্ষে হের গুণবতি,
দানি পূর্ব্বস্মৃতি,—
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন করেছেন অর্পণ তোমায়,
বহু ভাগ্য মানি' হৃদি-বিলাসিনি,
করিয়াছি সে দান গ্রহণ।
তুমি বসুমতী,
লক্ষ্মীশাপে কন্যারূপে পাইলা নরপতি;
বার বার অবতার হ'য়ে নারায়ণ,
তব বক্ষে করিবে ভ্রমণ।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দনে হেরি' সিংহাসনে,
হ'য়েছিল সাধ তব মনে—
মাধবের রাজীব-চরণ
ধরিতে হৃদয়মাঝে;
ঈর্ষায় মাধবপ্রিয়া দিলা অভিশাপ,
'নীলধ্বজ ঝিয়ারী হইবে।'
কিন্তু,
বাঞ্ছা-পূর্ণকারী হরি কল্পতরু-শ্যাম,
কারও প্রতি কভু নহে বাম,
পৃথ্বী-রূপে ধর বক্ষে মাধব-চরণ।
শুন রাজা,
প্রজাগণে জনে জনে কিবা দিব বর,
নররূপী পীতাম্বর আসি এই পুরে,
পূরাবেন বাসনা সবার;
আমিও পবিত্র হব নেহারি শ্রীহরি।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করহ প্রস্থান,
ধ্যানে মগ্ন রব সঙ্গোপনে।

[অগ্নি ও বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কি হে তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। তোমার ভাব বুঝ্ছি।

অগ্নি। তুমি ত কিছু চাইলে না?

বিদূ। আজ দেখ্ছি তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি; তাই হচ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়,—কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয়।

অগ্নি। দূর মূর্খ!

বিদূ। আর কাজ কি দেবতা, তোমার ভাব বুঝে নিয়েছি, তুমিও এবার সট্‌কাচ্ছ।

অগ্নি। আমি যা করি, তুই কেমন ক'রে বল্লি যে হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়।

বিদূ। আমিই কি একলা জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় কি পেয়েছ ধান্‌কাণা, শুন্‌বে তোমার দয়াময় হরির গুণ-বর্ণনা?—পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তার পর বৃন্দাবনে ঝুঁকে—গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ মিন্‌সে দিশেহারা; আর রাধা?—তাঁর কাঁদা সার, একশ বচ্ছর দেখলেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা-পার, কাণ দেন না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার।

অগ্নি। আরে ছিঃ ছিঃ, তুই কৃষ্ণনিন্দা কচ্ছিস্!

বিদূ। নিন্দে কেন, তোমার শ্রীহরির গুণ! যেখানে যান—জ্বালান আগুন; যদি পদার্পণ হলো মথুরায়, অমনি সেখানে উঠলো হায় হায়! পরে কৃপাময় হ'লেন পাণ্ডবসখা—বেজায় পিরীত, রথের সারথি হলেন, এক গাড়ে বংশটা খেলেন! তাই ভাবছি, এমন সুখের মাহিষ্মতী পুরী, উদয় হ'য়ে শ্রীহরি, না জানি কি কারখানাটাই করবেন। আমায় যদি বর দাও ত শোন, যদি সট্‌কাতে চাও ত সট্‌কাও, স্বাহা দেবীকে সঙ্গে নাও; যদি হরিগুণ গাও, তোমার গায়ে

জল ঢেলে দেব। ডাক্‌লেই দয়াময় এসে উদয় হবে, আর রাজ্যটা ছারখার দেবে।

অগ্নি। তুমি জ্ঞানী, তোমার মুখে এ কথা সাজে না। হরি ভবের কাণ্ডারী, চরণতরী দিয়ে জগৎ উদ্ধার করেন; যে তাঁর পদাশ্রয় পায়, তার ভবের বন্ধন ঘুচে যায়।

বিদূ। সে বহুকাল থেকে দেখে আস্‌ছি,—যে ফেরে তার আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে।

অগ্নি। না না, তোমার প্রতি হরির বড় কৃপা; তুমি অচিরে তাঁর রাঙ্গা পায়ে স্থান পাবে।

বিদূ। তোমার সাতগুষ্ঠী সে স্থান পাক্, তোমার দেবলোক উদ্ধার হ'য়ে যাক্। হুতাশন, নির্ব্বাণ হ'য়ে পরম শান্তি লাভ কর,—আমাদের উপর জুলুম কেন? শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ; কৃষ্ণভক্তি দিতে হয়, শেষাশেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না। তা নইলে তোমায় সাফ বল্‌ছি, আমি বামুনের ছেলে, হোম ক'র্‌তে তোমায় আবাহন ক'রে ঘি'র বদলে জল ঢেলে দেব।

অগ্নি। আচ্ছা, তোমার রাজার জন্যে এত দরদ, তোমার আপনার দশা কিছু ভাব না?

বিদূ। আরে দেবতা, ওই যে তোমার ঠেলায় পড়ে বিশ বার হরি হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে ত'রে যায়! আমার উপায় হয়েছে, তোমায় ভাব্‌তে হবে না।

অগ্নি। ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম!
হরিভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।
হরির মহিমা তোমা সম কেবা জানে!
এক নামে মুক্তি পায় নরে,
এ বিশ্বাস হৃদে যেই ধরে,
এ ভব-সাগর গোষ্পদ সমান তার।
হে ব্রাহ্মণ, অসামান্য বিশ্বাস তোমার,
তুমি যার হিতকারী তার কিবা ডর!
রণে বনে দুর্গমে সে তরে,
অন্তে পায় হরির চরণ।

বিদূ। যেও না দেবতা! আমি খুব চটকদার বামুন, আগাগোড়া তা বুঝে নিয়েছ, মোণ্ডা পেলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়! আমায় আর কৃপায় কাজ নেই; তুমি বল যে রাজার কোন ভয় নেই, তার পর নকুলকে জিব বা'র ক'রে ঘি খাও, আমায় একটু দাও বা না দাও, ভালমন্দ একটা ব'লে যাও।

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তুমি যার প্রতি সদয়, তার কোন আশঙ্কা নাই।

বিদূ। আমার সদয় নিদয়ের কথা নয়, তুমি পরিষ্কার ব'লে যাও, রাজার কোন ভয় নেই; দয়াময় হরি এসে তাড়াতাড়ি না উদ্ধার করেন, দিনকতক মহারাজের রাজ্য যেন ভোগ হয়।

অগ্নি। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাজার কোন ভয় নেই।

বিদূ। তবে দেবতা তোমায় প্রণাম করি, আস্তে আস্তে সরি। [প্রস্থান।

অগ্নি। দ্বিজোত্তম অতি বিচক্ষণ। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখিগণ।

সখিগণ।— (গীত)

নটমল্লার (মিশ্র)—খেম্‌টা।

প্রাণ কেমন কেমন করে স্বজনি।
কেন এল না গুণমণি॥
ভুলে তো থাকে না সই,
শুকালো কমল-মালা বল এলো কই,
কোমল প্রাণে কত সই;
কেন এল না বল না, আনি গে চল না,
কিসে রমণী বাঁচে, ধনি, বিহনে হৃদয়মণি॥

মদনমঞ্জরী। সখি, আজ আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না, আমার প্রাণের ভিতর যেন আগুন জ্বল্‌ছে, তিনি কেন এখনও এলেন না?

বসন্ত। আমার নয়ন-মণি, গুণমণি, না হেরে প্রাণ
কেমন করে;

কে লো হায় নিদয় হ'য়ে, হৃদয়-নিধি রাখ্‌লে ধ'রে।
যদি সে যত্ন করে, রাখুক ধ'রে, তায়ত আমার
নাইকো মানা ;
বারেক হেরে ফিরে দেব, একবার এনে প্রাণ বাঁচা না।
দেখ্‌ব কেবল চোখের দেখা, তারি রতন থাক্‌বে
তারই ;
পলকে প্রলয় আমার, না দেখে কি রইতে পারি ?
শুকালো ফুলের মালা, প্রাণের জ্বালা বাড়্‌লো তত,
যদি সই না পাই তারে, দেখে জুড়ুই কতক মত।
সে তো সই নয় লো আমার, মজেছি সই আমার জেনে,
ব'লে দে জানিস যদি, কি দিয়ে সই তারে কেনে ?
বুঝি হায় অযতনে, অভিমানে গেছে চলে ;
যা লো যা আন্‌লো তারে, মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে ব'লে।

মদন। সত্যি আজ—

বসন্ত। সত্যি নয় ত কি মিছে ?
ওলো সই, সত্যি বলি, মনের কলি ফুটেছে হায় যারে
দেখে ;
বল না, মন কি বোঝে, চোখের আড়ে তারে রেখে ?
পল ব'য়ে যায় যুগের মত, সে বিনা সব দেখি আঁধার ;
আমি তায় আমার জানি, বিকিয়ে পায় হয়েছি তার।
সে যদি সই, পায়ে ঠেলে, প্রাণে বড় দাগা লাগে ;
মনে হয়, পর ত সে নয়, সে যে আমার প্রাণে জাগে।

মদন। সই, পরিহাস কর পরিহার !
কে জানে লো কেন কাঁদে প্রাণ ;
যেন হৃদাগার শূন্যময় মম,
যেন কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি !
কেন লো স্বজনি,
গুণমণি এখন' এলো না !
নহে সখি প্রেমের প্রলাপ,
ছার প্রেম ক্ষার দিই তায়,
প্রাণনাথ থাকুন কুশলে,
নাহি চাই ভালবাসা মিষ্ট সম্ভাষণ,
নাহি চাই দরশন তাঁর।
প্রাণপতি আছেন কুশলে,
যদি কেহ বলে,
যাই চ'লে নিবিড় অরণ্য মাঝে।
সই, নহি আর প্রয়াসী তাঁহার ;
কেন হৃদিপদ্মে উঠে হাহাকার,
যেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে,
সিন্দুর মলিন যেন শিরে।
যাও, সখি, যাও—
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন গুন্ গুন্ ধ্বনি,
যেন কে রমণী কাঁদে শোকাতুরা ;
সেই স্বরে এক তারে কাঁদে মম প্রাণ !
স্বজনি লো এনে দাও প্রাণেশ্বরে।

বসন্ত। ওলো তোর নিত্যি নূতন ঢং,
বালাই বালাই ছাই মুখে তোর একি আবার রং।
অমন কথা বলবি যদি আর,
চলে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার।
তোর মনের মুখে হুড়ো জ্বালি, মন নিয়ে তুই থাক ;
আর কি খুঁজে পাও নি সোহাগ ? এমন সোহাগ রাখ

মদন। সই—
শুন শুন এখন' সে রোদনের ধ্বনি,
দূরে ক্ষীণস্বরে কাঁদে কে রমণী।
ওই শুন ওই শুন,
প্রাণ আর বুঝাইতে নারি !
যাও ত্বরা ত্বরি,
দেখ কোথা প্রাণেশ্বর মম।
ওই শুন ওই শুন,
পুনঃ পুনঃ উঠে মৃদু রোল ;
কেন কাঁদে অন্তর আমার !
কি হলো কি হলো,
মন না বুঝিতে পারি ;
বল, সখি, এ কি বিড়ম্বনা,
প্রাণনাথ কেন লো এলো না !
চল যাই, দেখি কোথা পাই,
কোন মতে ধৈর্য্য নাহি মানে মন।

বসন্ত। (নেপথ্যে প্রবীরকে দেখিয়া) আয় লো আ
নিয়ে দুজনার বালাই আমরা চলে যাই ; প্রাণনাথ এলো
কি না ভাবছ তাই ? একলা বসে নিরিবিলি চিরকাল
ভোগ কর।

(সখিগণের গীত)

হাম্বির-মিশ্র—ত্রিতালি।

এলো তোর প্রাণবঁধু এলো!
টেনেছ প্রেমের ডুরি, লুকিয়ে কোথায় থাক্‌বে বল?
ওলো এত কি মানা, হাতে ধ'রে কাছে ব'সা না,
নইলে সই, বল্‌বে বঁধু, সোহাগ জানে না;—
ও লো গরব কিসের তোর,
যার গরবে গরবিণী কর্ তারে আদর;
থাক্ থাক্ মান তুলে রাখ্, মানে কিলো এল গেল!

(প্রবীরের প্রবেশ)

প্রবীর। কেন প্রাণেশ্বরি, বিমলিনী হেরি,
প্রভাত-সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে,
কেন আঁখিজল ঝরে অবিরল,
কেন বিধুমুখে হাসি না নেহারি?
কেন লো করেছ অভিমান!
বিলম্বে কি ব্যাকুলা হয়েছ?
অন্তরে অন্তরে, চাঁদমুখ তোমার বিহরে,
তোরই তরে দেরী এত।
মুছ আঁখিজল, মন-প্রাণ হতেছে বিকল,
তোল মুখ, হেসে কথা কও,
কেন অধোমুখে রও,
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও।

মদন। রাখ রাখ মিনতি আমার,
প্রাণনাথ, কত বল, বুঝিতে না পারি,
কেন আঁখি-বারি সম্বরিতে নারি,
তুমি পাশে—
তবু কেন হতাশে পরাণ কাঁদে,
বল বল কি হলো আমার!

প্রবীর। বিলম্ব যেহেতু মম, শুন লো প্রেয়সি,—
রাজপথে করিতে ভ্রমণ,
সর্ব্বসুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম ধায় দূরে,
তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে।
মনোহর বাজী,
নেচে চলে ফুল-সাজে সাজি,
সাধ হলো ধরে আনি দিব তোরে।
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে।
হাওয়ায় হারায় বলবান্ হয়,
ছুটিলাম পাছে পাছে তার;
শ্রমজল ঝরে অনিবার,
তবু পাছে ধাই তার;
পাছে করি বহু বনরাজী—
ধরিলাম বাজী,
আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে।

মদন। আচম্বিতে কোথা হতে এলো হেন হয়,
ভয় হয়—মায়া ত এ নয়!

প্রবীর। চিন্তা ত্যজ সুবদনি, মায়া ইহা নয়।
অশ্বভালে রয়েছে লিখন—
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির,
যজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে,
অর্জ্জুন রক্ষক তার।
লিখিয়াছে অহঙ্কারে—,
'ঘোড়া যে ধরিবে, ফাল্গুনী বধিবে তারে'।

মদন। পায়ে ধরি, প্রাণনাথ, দেহ ঘোড়া ছাড়ি!
ননদিনী-মুখে বার্ত্তা শুনি,—
মহাবীর পাণ্ডব ফাল্গুনী।
খাণ্ডব-দাহনে
পরাজয় ক'রেছিল দেবগণে;
বাহু-যুদ্ধে মহেশে তুষিল,
দেব-অরি নিবাতকবচে নিপাতিল,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পায় পরাজয়,
সর্ব্বত্র বিজয়,
সেই হেতু বিজয় তাহার নাম।

প্রবীর। জানি, সতি, মহারথী বীর ধনঞ্জয়।
অনলের বরে,
হেন অরি মিলিয়াছে ঘরে,
এতদিনে মিটিবে সমর-সাধ।

মদন। বুঝিতে কি চাও, প্রভু, অর্জ্জুনের মনে?

প্রবীর। চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে?
সত্য যেই ক্ষত্রিয়নন্দন,
রণ তার চির আকিঞ্চন;
উচ্চ অধিকার—
ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার,

সম মান জীবনে মরণে।
হ'লে রণজয়, মান্য লোকময়,
পড়িলে সমরে দম্ভভরে যায় স্বর্গপুরে।
তুমি ক্ষত্রিয়কুমারী,
সমরে কি ডর তব?
রণসাজে বীরাঙ্গনা সাজায় পতিরে,
হাসিমুখে সমরে যাইতে কহে।

মদন। রাখ, নাথ, দাসীর মিনতি,
ছেড়ে দাও হয়,
পাণ্ডবসংহতি ক'রো না ক'রো না বাদ।
পাণ্ডবেরে কেহ নারে জিনিতে সমরে,
নারায়ণ রথের সারথি,
ভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয়।

প্রবীর। হেন হেয় পতি সাধ কি রে তোর?
অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া,
প্রাণভয়ে দিব ছেড়ে?
সম্মুখ-সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।

মদন। ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি,
ডরি, পাছে রুষ্ট হন জনার্দ্দন।

প্রবীর। নিজ কর্ম্ম করিলে সাধন,
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন,
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু হন অবতার;
নিজ ধর্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রীতি তাঁর;
তবে কেন ভাব অকারণ?
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।
যাও, প্রিয়ে, মাতার সদন,
পিতৃসন্নিধানে
যাই আমি দিতে সমাচার।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। অকস্মাৎ কেন, সখা, ত্যজিয়া হস্তিনা,
দাসে আসি দিলে দরশন!
ও রাজীব-চরণ-প্রসাদে,
করিতেছি অনায়াসে রাজাগণে জয়;
ভয়ে হয় নাহি ধরে কেহ।
কভু যদি কেহ অশ্ব ধরে,
অশ্বভালে লিখন নেহারে,
সভয় অন্তরে—
মিনতি করিয়ে কত বাজী দেয় ফিরে।
বিশ্বজয়ী অধ্যক্ষ সকল,
কেহ নাহি হৃদে বাঁধে বল,
রাখিতে যজ্ঞের হয়।
শুন দয়াময়, পাণ্ডবের সর্ব্বত্র বিজয়,
বিপদ ভঞ্জন নাম স্মরি'।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন সখা, যে হেতু এসেছি হেথা আজ;
নীলধ্বজ রাজার তনয়
ধ'রেছে যজ্ঞের বাজী,
মহাবীর প্রবীর তাহার নাম;
জাহ্নবীর বরে
শিব-অংশে জন্মেছে কুমার,
শূলী-সম বলী রথী,
সমরে তাহার নিস্তার নাহিক কার।
ভাবি পাছে যজ্ঞবিঘ্ন হয়।

অর্জ্জুন। যজ্ঞেশ্বর, বিঘ্ন-বিনাশন,
বঞ্চনা ক'র না দাসে।
তুমি সখা যার,
ত্রিভুবনে কি অসাধ্য তার!
কি ছার প্রবীর ওহে শ্রীমধুসূদন!
কৃপায় তোমার,
দুস্তর কৌরব-রণে পেয়েছি নিস্তার,
কালকেয় করিয়াছি ক্ষয়
বিজয়-চরণ স্মরি'।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর—
বিদিত হে বাহুবল তব,
কিন্তু জেন দেবকৃপা বলবান্।
যার প্রতি দেব রুষ্ট নয়, শুন ধনঞ্জয়,
ত্রিভুবনে নাহি সাধ্য বিনাশিতে তারে৷
দেব-বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,
দেবের প্রসাদে
মাতৃভক্তি অপার তাহার।
সত্য কহি, শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন—
বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।
মাতৃ-পদধূলি বীর নিত্য ধরে শিরে,
ম্রিয়মাণ ডরে মম চক্র আসে ফিরে,
পাছে ভস্ম হয়।
মাতৃভক্ত মহাতেজা!
প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুন। গর্ব্ব মান বীর-অহঙ্কার
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।
তব যজ্ঞভার, পাণ্ডব তোমার,
তুমি প্রভু, দাস মোরা সবে।
চিন্তামণি সহায় যাহার,
কিবা চিন্তা তার;
নিজ কার্য্য উদ্ধার, কেশব।
শ্রীকৃষ্ণ। শিব-বরে বলী বীর প্রবীর কুমার,
শিবপূজা বিনা কার্য্য না হবে উদ্ধার।
ধ্যানযোগে চল যাই কৈলাস-আলয়,
চল কুঞ্জবনে নিভৃতে বসি গে ধ্যানে।
[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

জনার কক্ষ

জনা ও প্রবীর।

প্রবীর। দাও মা গো সন্তানে বিদায়,
চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি।
ক্ষত্রিয়-সন্তান, অপমান কেন সব?
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
আদেশ পিতার
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে;
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন,—
করি অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ,
চলে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি!
বৃথা ধনু ধরেছি মা করে,
বিফল জীবন,
শত্রুভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব!
বীরদম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি,
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয়নন্দন
পরাজয় মানি লব—
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,
কেন মা গো ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে।
জনা। বৎস, ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবলপ্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,—
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নরনারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মানপ্রদানে।
প্রবীর। ডরে পূজা—ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জ্জুন
কথা নাহি কবে মম সনে;

ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে ;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী ?
রণে যদি না যাই, জননি,
দেবতার হবে অপমান।
মা গো, তব পদে মতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীট শিরে তোর পদধূলি,
মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,
সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে !

জনা। নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার,
ভাবি মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ !

প্রবীর। রণমৃত্যু হ'তে কিবা আছে মা কল্যাণ ?
কে কোথায় ক্ষত্রিয়রমণী
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে ?
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা জননি ?
ক্ষত্রিয়নন্দিনী কার ভীরু পুত্র সাধ ?
পিতার নিষেধ যদি,
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু-লোকময় কলঙ্ক-ভাজন—
রাখিব জীবন ছার,
মনে স্থান দিও না জননি !
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ—
বিদায় লইয়া যাই জন্মের মতন।

জনা। স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হো'ক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।

প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

(নীলধ্বজ ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। এই যে মায়ে-পোয়ে একত্র হ'য়েছেন ! নিশ্চয় দামোদর আসছেন সন্দেহ নাই, অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয় ? মনে ক'চ্ছ রাজা, রাণী ঠাকরুণ বোঝাবেন ; উনি না ঢাল-খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হয়ে দাঁড়ান, ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হয়েছে। আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লেছেন, কেঁদে ছুলাল রাণীর কাছে এসেছেন ! সকাল থেকে পুরে হরি হরি রব, এ কি বিফল হয় !

নীলধ্বজ। রাখি নিবার কুমারে তব,
চাহে রণ অর্জ্জুনের সনে !
অবোধ বালক,
নাহি জানে পাণ্ডব-বিক্রম !
শঙ্করে যে বাহুযুদ্ধে তোষে,
ত্রিভুবনে যার যশ ঘোষে,
অবোধ নন্দন দ্বন্দ্ব চাহে তার সনে,
নহে, কহে ত্যজিব জীবন।
সভয়ে কহিল হুতাশন—
অর্জ্জুনেরে পূজা দিতে,
বাজী ফিরে দিতে পুত্রে বুঝাও মহিষি !

জনা। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম মহারাজ।
কিন্তু প্রভু, ক্ষত্রিয়জননী,
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ ?
কতদিন শুনেছি শ্রীমুখে,
যুদ্ধকর্ম্ম ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ;
চাহে পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম করিতে পালন,
মা হয়ে কি হেতু কহ করিব বারণ ?

বিদূ। বুঝ্‌লেম, ত্রিভঙ্গ মুরারি শীঘ্র এসে পুরী অধিকার ক'চ্ছেন, তার আর সন্দেহ নাই। করুণাময়ের কৃপাবলে হাহাকার উঠ্‌লো ব'লে ; থাকি চেপে, বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে।

নীল। শুন সখা, কি বলে মহিষী !

বিদূ। আজ্ঞে হাঁ – বল্‌ছেন—বল্‌ছেন—

জনা। তব উপদেশ কিবা কহ দ্বিজোত্তম ?

বিদূ। আজ্ঞে হাঁ,—সত্যি তো, সত্যি তো—তাই তো, তাই তো—(স্বগত) মাগী এখন রণমুখী, উগ্রচণ্ডাকে কে ক্ষেপায় বাবা !

নীল। বাতুল হ'য়েছ রাণি,
হেন বাণী সে হেতু তোমার।
সমর পাণ্ডব সনে কভু কি সম্ভবে ?
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ জগতে বিদিত ;

দেবতা-মণ্ডলে
পরাজয় পুরন্দর পাণ্ডব-সমরে !
জনা। পাণ্ডবে পূজিতে সাধ নাহি হে রাজন্,
পাণ্ডবের কীর্ত্তি গান—
শ্রবণে নাহিক সাধ মম।
জানি প্রভু, তোমার চরণ,
পূজা করি জাহ্নবীরে ;
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী, মম পাণ্ডবে কি ডর ?
দেব-বরে দেব সম জন্মেছে কুমার,
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণে করিয়াছে সাধ,
তাহে বাদ কি কারণে সাধ' নরনাথ ?
নীল। পতনের অগ্রগামী হেন বুদ্ধি রাণি !
এই বুদ্ধি করি দুর্য্যোধন
হইয়াছে সবংশে নিধন ;
ধ্বংসপ্রায় ক্ষত্রকুল এ বুদ্ধি প্রভাবে।
কৃষ্ণার্জ্জুন সনে বাদ নরে না সম্ভবে ;
বিধাতা বিমুখ যার রন্ধ্রগত শনি,
হেন বুদ্ধি ওঠে তার ঘটে ;
পূজ্য জনে পূজাদানে অসম্মত যেই,
তার নাহি সম্মান জগতে।
কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ,
অবতার হরিতে ধরার ভার,
নরশ্রেষ্ঠ পূজ্য লোকমাঝে !
দুষ্ট বুদ্ধি নাহি হবে যার,
কৃষ্ণার্জ্জুনে অবশ্য পূজিবে,
নহে দুর্য্যোধন সম অবশ্য মজিবে।
জনা। হীনবুদ্ধি নারী বুঝিতে না পারি—
কেমনে মজিল দুর্য্যোধন !
হ'য়ে সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর
কাটাইল অতুল প্রতাপে,
অতুল গৌরবে পড়িল সম্মুখ-রণে !
জীবনে মরণে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
পূজ্যজনে পূজাদান অবশ্য বিধান,
পূজা-আশে আসে নাই ধনঞ্জয় ;—
দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয়সমাজে
বীরদম্ভে ফেরে ল'য়ে বাজী ;
যেন কহে,—
'আছ কেবা কোথা শক্তিমান্,
আগুয়ান হও রণে'।
হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে,
শত ধিক্ হেন অস্ত্রধরে,
মৃত্যু শ্রেয়ঃ হেয় প্রাণ হ'তে।
পুত্রের কল্যাণ, প্রভু, কর কি কামনা ?
কেন তবে দাও তারে কলঙ্কের ডালি !
ক্ষত্রোচিত গৌরব-ইচ্ছায়
পুত্রবর চায় রণে যেতে,
পরাজিতে দাম্ভিক অরিরে ;
মন্দ যদি তায় কভু হয় নরনাথ,
না করিব বিন্দু অশ্রুপাত,
প্রফুল্ল-নয়নে—
নন্দনে হেরিব রণস্থলে ;—
বীরমাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ।
যদি হয় জয়, পূজা লোকময়
পাইবে নন্দন মম।
উচ্চ কার্য্যে ব্রতী সুতে কভু না বারিব,
তুমিও না নিবার, রাজন্ !
নীল। বুঝিলাম দৈব-বিড়ম্বনা,
নহে কেন হেন বুদ্ধি ঘটিবে তোমার !
বংশের দুলালে চাও অর্পিতে শমনে ?
ব্রহ্মশির পাশুপত অস্ত্র করগত,
নিবাতকবচ হত প্রভাবে যাহার,
রণসাধ তার সনে ?
বিড়ম্বনা বিনা জন্মে হেন বুদ্ধি কার !
যতক্ষণ নাহি রোষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন,
সযতনে দুইজনে আনিয়ে আলয়ে,
বহুমানে ফিরে দিব হয়।
রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা,
যাও রণে নন্দনে লইয়ে ;—
জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।
জনা। দেহ আজ্ঞা,—যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞা মাত্র চাই ;—
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব ;

তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব,—
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ-রণে।
নারায়ণ অরিরূপী যার,
করগত গোলোক তাহার!
সুসময় উদয় ভূপাল,
অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে!
রাজ্য ছার, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ, নরবর,
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।
ব'য়ে যায় জাহ্নবীর পূজার সময়,
বিদায় চরণে এবে।
যথা ইচ্ছা কর নরপতি,
পতি তুমি কত আর কব,
রণে যেতে পুত্রে কভু আমি না বারিব।

[প্রস্থান।

নীল। রাখ বাক্য, রণনাথ ত্যজহ প্রবীর।
প্রবীর। দাস পদে আজ্ঞাবাহী, দেব,
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব।
কিন্তু তাত, নিবেদন করি শ্রীচরণে,
কলঙ্ককালিমা-মাখা কুৎসিত বদন
লোকে কভু না দেখাব আর।
কহ কিবা আজ্ঞা, দেব, কিঙ্করের প্রতি?
নীল। যাও পুত্র,
ডাকি আন বৈশ্বানরে মন্ত্রণা-ভবনে,
মন্ত্রণার মত কার্য্য করিব পশ্চাতে।

[প্রবীরের প্রস্থান।

বিদূ। আর কি মন্ত্রণা? যদি ভালাই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও। আর যদি রাণীর কথা শোন, তা হলেই কিছু গোলযোগ; কিন্তু মাগী যখন ক্ষেপেছে, হানা-হানি না হ'য়ে যে যায়, এমন ত বুঝি বোয়ায় না! একে সকাল থেকে হরি হরি, তাতে রাজকার্য্যে নারী, তার উপর বেজায় বাঁকোয়ারা সুত, কিছু না কিছু জুত আসছে নিশ্চয়! মন্ত্রণা ক'রে কি হবে বল? যা হয় একটা ক'রে ফেল। হরি হে! তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেক, অন্তিমকালে দে'খ, আর রাজবাড়ীতে ছুটো মোওার পথ রেখো।

নীল। বল দেখি, সখা, এখন উপায়?

বিদূ। রাজরাজড়া গেল তল, বামুন এখন উপা[য়] বল, উপায় বড় বোয়াচ্ছে না।

নীল। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি।

বিদূ। তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন।

নীল। কিন্তু জয়-আশা ত কোন মতেই নাই।

বিদূ। আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিরাশা ধ'রে য[দি] কাজ করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা কি ঘ[টে] সেই একটা কথা।

নীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।

বিদূ। অমন কাজ কদাচ করবেন না, মহারাজ কাঙ্গালের এই কথাটি রাখুন। কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারু কখন হয় নি। আমি সাত দিন য[দি] মোণ্ডা খেতে না পাই, মনে এলেও নাম মুখে আনি নে; [...] জানি বাবা, কে কখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আন্‌ছে, চতুর্ভু[জ] হ'লে পাশ ফিরে শুতে পারব না। মহারাজ, ওইটি আমা[র] মিনতি, বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ করবেন না। আর তেত্রি[শ] কোটি দেবতা আছেন, যারে ইচ্ছে হয় ডাকুন। বাঁকাঠাকু[র] সোজা পথে চল্‌তে শেখেন নি; মুনিঋষিরা বলে শোনে[ন] না,—'যদি বাঁকাটীকে চাও ত সৃষ্টি-সংসার ভাসিয়ে দা[ও] কপ্নি নাও'। লোকে ভয়ে কেবল দয়াময় বলে, কিন্তু দয়াম[য়] কেবল ফিরচেন—কার উপযুক্ত ছেলে শ্রীচরণে রাখ্‌বে[ন] কোন্ সতীর কঙ্কণ খুলবেন, কোন্ কুল নির্ম্মূল ক'[রে] গোপাল হ'য়ে ননী খাবেন। করুণাময়ের চরিত্র ত[...] আমার আক্কেল জন্মে গিয়েছে। মহারাজ, ভোরের বে[লা] রজকের মুখ দেখে উঠি, সেও ভাল, তবু শ্রীহরি স্মরণ ক'[রে] কখনও উঠ্‌ছি নি। দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, [...] ত সে, তার চৌদ্দপুরুষ অকূলে ভেসেছে।

নীল। ছিঃ সখা, অকারণ কেন কৃষ্ণনিন্দা ক'চ্ছ?

বিদূ। নিন্দে কি মহারাজ! সংস্কৃত ক'রে এই ক[থা] ব'ল্লেই স্তব হতো। মুনিরা যে মন্তর আওড়ায়, তার মা[নে] বোঝেন? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের [...] একজনের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন। নাম কি না মুরারি, নাম [কি] না ধনুর্ধারী, নাম কি না কংসারি, দানবারি, আরির এ[...] বারে কেয়ারি! নাম কি না ননীচোর, নাম কি না বসনচো[র] এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর। [...] অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এক গাড়্ করে, যোগাড় ক'[...]

আপনার ভাগ্নে মারে, যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাখ্‌লে না, তাকে ডেকে উপায় হবে, কদাচ ভেব না। যদি ঐহিক সুখ চাও ত হরিনাম যেথা হয়, কাণে আঙ্গুল দাও; আর যদি সকাল সকাল বৈকুণ্ঠে শুভাগমন বাসনা থাকে, বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীচরণ হৃদয়ে ধ'রে বনবাসে যান। ভবনদীর কাণ্ডারী কি না! নৌকাভরা লোক তো চাই, দেহ ধ'রে এসে দেশে দেশে ফিরে লোকের সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন তাই। ও মা, এই মারে তো এই মারে, কাটে শিশুপালের মাথা, ফাঁড় জরাসন্ধকে। শুনেছি, ধরার ভার হরণ কর্ত্তে এসেছেন, তা ধরার ভার বেশ হালকা ক'রে যাচ্চেন বটে!

নীল। কৃষ্ণ বিনা এ সঙ্কটে না হবে উপায়;
কৃষ্ণের রাজীব-পায় লইব আশ্রয়। [প্রস্থান।

বিদূ। হরি হে, তোমার দোহাই—শীঘ্র না চরণ পাই। দুটো মোণ্ডা খেতে এসেচি, দু'দিন খেয়ে যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-পর্ব্বত—উপত্যকা।

মহাদেব, প্রমথগণ ও যোগিনীগণ।

প্রমথগণ।— (গীত)

দেশকার—তাল লোফা।

ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়।
হরিনাম প্রেমভরা হরি বলি আয়॥
নাচ ভাই হরি ব'লে, নামে রস উথ্‌লে চলে,
কর নাম বদন ভ'রে, নামে মন মাতায়॥
হরিনাম কর্‌বি যত, সাধের তুফান উঠ্‌বে তত,
সাধে সাধ সাগর হ'য়ে উজান ব'য়ে যায়॥
হরিনাম যে জানে না, রস জানেনা তার রসনা,
নামে কারু নাইকো মানা, যে চায় সে তো পায়॥

মহাদেব। হরি বল প্রমথমণ্ডল!
নাচ হরি ব'লে বাহু তুলে;
প্রেম-নিকেতন, প্রেমের গঠন,
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমময়!
হরিনাম-কীর্ত্তন কর রে কুতূহলে—
প্রেমানন্দ যে নামে উথলে,
যে নামে উন্মাদ ভোলা!
হরি হরি বাঁশরীবদন,
ব্রজনাথ রাধিকারঞ্জন,
রাসরসে বিভোর রসিকবর,
রসের সাগর উথলে রসের নামে!
গোবিন্দ, গোবিন্দ, অপার আনন্দ,
বাঁকা শ্যাম গুণধাম আনন্দ-পুতুলী,
বনমালী গোপিনীর প্রাণ।
উচ্চরবে কর নাম-গান—
হরি বল হরি বল, বল হরি হরি!
উচ্চরবে হরি বল শিঙ্গা,
হরিনাম বাজাও ডমরু!
কুলু কুলু রবে
হরিধ্বনি জটামাঝে কর সুরধুনী!
হরি নামে ত্যজ শ্বাস ফণি,
মাত বৃষ হরিনামোৎসবে,
হরিনামে মত্ত হও কৈলাসশিখর!

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ এবং
মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলিঙ্গন)

(গীত)

যোগিয়া—তাল লোফা।

যোগিনীগণ।—হরি, হরি, হরি,
প্রমথগণ।— হর, হর, হর,
উভয়ে।— কার কার মিল্‌লো ভালো।
প্রমথগণ।—মদনদহন,
যোগিনীগণ।—মদনমোহন,
প্রমথগণ।— রজতবরণ,
যোগিনীগণ।— আধ কালো॥
(আধ) গোপিনী মোহন চাঁচর কেশ,
প্রমথগণ।— (আধ) ঘনঘটা জটাজাল,
আধ ভস্ম লেপন,
যোগিনীগণ।— চন্দন আধ, বনমালা,
প্রমথগণ।— হাড়মাল॥
যোগিনীগণ।—আধ ভালে তিলক ঝলক,
প্রমথগণ।— শিশু শশী আধ ভাল॥
যোগিনীগণ।—মণিকুণ্ডল দল দল দল,
প্রমথগণ।— ফণিকুণ্ডল করাল॥

যোগিনীগণ।—আধ পীতবসন, ভুবনমোহন,
প্রমথগণ।— আধ বাঘছাল,
যোগিনীগণ।—রক্তোৎপল যুগলচরণ,
উভয়ে। হরিহরের রূপে ভুবন আলো ॥

মহাদেব। জানি পীতাম্বর,
পবিত্র কৈলাসপুরী কিসের কারণ।
কৈল জনা জাহ্নবী-অর্চ্চনা,
পুত্রের কামনা করি;
জাহ্নবীর অনুরোধে কিঙ্করে আমার
পাইয়াছে জনা গুণবতী।
মহাশাক্ত মাতৃভক্ত প্রবীর সুধীর,
ত্রিভুবনে নাহি হেন বীর
নিবারিতে মহাশূরে;
কিন্তু পূর্ণ হয়েছে সময়,
আনিব দাসেরে পুনঃ কৈলাস-আলয়ে;
অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবে।
মাতৃপদধূলি লয়ে পশিলে সমরে,
শূল নাহি স্পর্শিবে তাহায়।
যাও ফিরে, কামদেব উপায় করিবে।
বিশ্বজয়ী কামের প্রভাবে,
মাতৃনাম যেই দিন না লবে প্রভাতে,
সেই দিন নাশ তার।
যাও ধনঞ্জয়,
সদয়া অভয়া তোর প্রতি।
সখা তোর হরি!
হরিভক্ত প্রাণ মম বিদিত ভুবনে।
প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ,
পাঠাইব পার্ব্বতীর প্রধানা নায়িকা।

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর গৌরীপতি ভোলা,
অনাদি পুরুষ সনাতন,
জগদ্‌গুরু কল্পতরু আশুতোষ হর,
মহেশ শঙ্কর,
দিগম্বর বৃষভবাহন,
জটাধর রজতভূধর,
কিঙ্কর বিদায় মাগে,
প্রণমে পাণ্ডব, পদে রেখো ভূতনাথ।

অর্জ্জুন। পশুপতি, হীনমতি স্তুতি নাহি জানি,
বীর-সাজ দিয়াছ আমায়,
ধনু ধরি' ফিরি হে ধরায়—
তব কার্য্যে নিমিত্ত মহেশ!
কিঙ্করে, শঙ্কর, রেখ চরণ-অম্বুজে।

(গীত)

দেশমিশ্র—ঠুংরী।

যোগিনীগণ।—বনফুল ভূষণ শ্যাম মুরলীধর, গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথগণ।—বিভূতিছাদন বিষাণবাদন, ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী ॥
যোগিনীগণ।—দুকূলচোরা রাস-রসিকবর,
প্রমথগণ।—উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জটি স্মরহর;
যোগিনীগণ।—রুণু রুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্ মঞ্জীর গুঞ্জন,
প্রমথগণ।—ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন;
যোগিনীগণ—মানোন্মাদিনী, রঙ্গিণী গোপিনীমোহন মানভিখারী।
প্রমথগণ।—মূঢ় চন্দ্রচূড় হাড়মালগল জটা-তরঙ্গিত-জাহ্নবীবারি ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জনার পূজাগৃহ

(জনা পূজায় আসীনা)

জনা। মা জাহ্নবি, তোমার পাদপদ্ম পূজা ক'রে পুত্র কোলে পেয়েছি, দেখ' মা! দাসীরে বঞ্চনা ক'র না; মা হ'য়ে, মা, মার প্রাণে ব্যথা দিও না। নিস্তারিণি, সঙ্কটে নিস্তার কর, তোমার পাদপদ্ম এ কিঙ্করীর একমাত্র ভরসা। কলনাদিনি, হরশিরোবিহারিণি! দেখ' মা, অকূলে ভাসিও না; ভবরাণি, ভবভাবিনি, জননি, বড় দায়ে ঠেকেছি।

(স্তব)

তরঙ্গ-অঙ্গিনী আতঙ্কভঙ্গিনী,
শিবশিরোরঙ্গিণী, শুভঙ্করী;
মাতঙ্গমর্দ্দিনী, মঙ্গলবর্দ্ধিনী,
মহেশবন্দিনী, মহেশ্বরী।

প্রবল প্রবাহিনী, সাগরবাহিনী,
অভয়প্রদায়িনী, অভয়করা ;
কুলু-কুলুনাদিনী, কলুষবিবাদিনী,
ভক্তপ্রসাদিনী, দুরিতহরা।
পঙ্কজমালিনী, আশ্রিতপালিনী.
সন্তাপচালিনী, শ্বেতকায়া ;
বর দে বরদে, জয় দে জয়দে,
দেহি শুভদে, চরণছায়া।

(গীত)

রামকেলি —যৎ।

মা হ'য়ে, মা, মায়ের মনে ব্যথা দিও না জননি।
সমর-সাগর ঘোরে সঁপি গো নয়নমণি ॥
স্মরি পদকোকনদে, ঝাঁপ দিছি এ বিপদে,
পতিত দুস্তর হ্রদে, তার' পতিতপাবনি!
তুমি মা প্রসন্ন হ'য়ে, কোলে দিয়েছ তনয়ে,
অভয়ে, ডাকি মা ভয়ে, চাহ প্রসন্ননয়নি ॥

কেন রে মন, তুই থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছিস্? আমার প্রবীরের অকল্যাণ হবে। যদি স্থির না হোস, আমি জাহ্নবীতটে ব'সে তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বুক চিরে তোকে বা'র ক'রব। হীন প্রাণ, প্রবীর আমার জাহ্নবীর বরপুত্র, তার অমঙ্গল আশঙ্কা করিস্? আমি কি ক্ষত্রিয়পুত্রী নই? আমি কোথায় মঙ্গলগান ক'রে হাস্যমুখে কুমারকে যুদ্ধে বিদায় দেব, তা নয়, আশঙ্কায় অভিভূত হয়েছি? আমি অতি হীনা, যদি মন স্থির না কর্ত্তে পারি, কালি প্রাতে জাহ্নবী-সলিলে প্রাণত্যাগ কর'ব। দেখছি আমি ক্ষত্রিয়জননী নই, চণ্ডালিনীর ন্যায় আমার আচার; বীর-মাতা হ'য়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরবপথে কি কণ্টক হব? কদাচ নয়, জনার জীবন থাকতে নয়। প্রাণ, তুই বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে বাহির হ', ক্ষতি নাই, আমি পণ ক'রেছি—রণ, রণ, রণ—স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে বারণ হবে না।

(স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মা, তোমার মিনতি চরণে,
রণে যেতে প্রাণনাথে কর মানা।
যমজয়ী রথীবৃন্দ সনে,
একা কেবা নিবারে অর্জ্জুনে!
কর মানা, রণে যেতে দিও না দিও না,—
দুখিনী নন্দিনী পদে পতিভিক্ষা চায়,
বঞ্চনা ক'র না তায় নিদয়া হইয়ে।
ও মা, দারুণ পাণ্ডব, সহায় কেশব,
ইন্দ্রে জিনি' অনলে করিল পূজা,
হুতাশন হীনতেজ অর্জ্জুনের শরে।
রণে দে মা ক্ষমা,
হাহাকার তুল না গো রাজপুরে।

জনা। পতির মঙ্গল যদি চাহ, গুণবতি,
ইষ্টদেবে পূজা কর পতির কল্যাণে।
রাজকার্য্য পুরুষের ভার,
অংশী তুমি কেন হও তার?
জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয়ের কুলে,
মালা দেছ ক্ষত্রিয়ের গলে,
রণ শুনি' বিষণ্ণ হয়ো না বালা!
ক্ষত্রিয়ের নিত্য বাধে রণ,
জয় পরাজয়—
যুদ্ধে কিছু নাহিক নিয়ম;
বীরাঙ্গনা পতিরে না বারে রণে যেতে।
যদি শুনে থাক পাণ্ডব-কাহিনী,
দ্রুপদ-নন্দিনী এলাইল বেণী,
স্বামিগণে সমরে উৎসাহ দিতে;
গভীর নিশায় বিরাট-আলয়
রন্ধনশালায় পশি'
ভীমে কৈল উত্তেজনা বধিতে কীচকে;
শত ভাই কীচক-নিধন তাহে।
উত্তর গোগৃহ-যুদ্ধে একক অর্জ্জুনে
বিরোধিতে রামজয়ী ভীষ্মদেব সনে
পাঠাইল বীরাঙ্গনা;
বীরপত্নি, নিরুৎসাহ ক'র না পতিরে।
বীরকার্য্যে ব্রতী তব পতি,
নিজ কার্য্যে রহ গুণবতি।
ত্যজি' ভয়, ক্ষত্রিয়তনয়া
উচ্চকার্য্যে স্বামীরে উৎসাহ কর দান।

মদনমঞ্জরী। কৃষ্ণ সখা অজেয় পাণ্ডব শুনি, রাণি,
তাই মা গো কেঁদে উঠে প্রাণ!

শুনেছি মা অমঙ্গলধ্বনি আজি,—
যেন দূরে,
মৃদুস্বরে কাঁদে কে প্রভুর নাম স্মরি' ;
মনে হলে এখন' শিহরে কায় !—
মা হ'য়ে, মা, অকূলে ফেল না দুহিতায়,
আপন নন্দনে, মা গো নাহি ঠেল পায়।

জনা। এনেছি কি পুত্রবধূ নীচকুল হ'তে ?
যুদ্ধ কার্য্য নিত্য যেই ঘরে,
আছে তথা অমঙ্গল-আশঙ্কা সর্ব্বদা ;
কিন্তু তোর সম
শুনি' দূর সমীরণ-ধ্বনি,
রোদনের ধ্বনি অনুমানি
অকল্যাণ চিন্তা কেবা করে ?
আরে হীনমতি,
পতিভক্তি এই কি তোমার !
কেবা সে অর্জ্জুন ?—কেবা নারায়ণ ?
পতি শ্রেষ্ঠ সবা হতে।
ভাব তুমি শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়,
হীন মম প্রবীর তনয় ;
কুলবালা, কুলব্রত কর আচরণ,
যুদ্ধপণ কভু মম হবে না লঙ্ঘন।

[প্রস্থান।

মদনমঞ্জরী। নঁনদিনি !
ধরি পায়, জননীরে কর লো মিনতি।
পাণ্ডব-সমরে কারু নাহিক নিস্তার,
বারবার শুনিয়াছ বৈশ্বানর-মুখে।
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা কর গুণবতি ;
কাঙ্গালিনী পায়ে ধরি' যাচি প্রাণপতি।
বল গিয়ে জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে,
কার শক্তি কৃষ্ণসখা পাণ্ডবে জিনিতে !

স্বাহা। মাতার বদনভাব করি দরশন,
বাক্য নাহি সরিল আমার।
শুনেছ ত ঠেলেছেন পিতার বচন।
বাধা দিলে দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ,
ভালমতে জানি জননীরে।

মদন। বল তবে কি উপায় করি সুলোচনে,
এ সঙ্কটে কিসে হব পার ?

স্বাহা। চল সখি, দোঁহে যাই পাণ্ডব-শিবিরে,
কৃষ্ণগুণগানে তুষ্ট করি ফাল্গুনীরে
মাগি লব রাজ্যের মঙ্গল।
পার্থের বচন, শুনি, মিথ্যা কভু নয়,
যদি তিনি দানেন অভয়,
তবে ত উপায়, নহে সঙ্কট বিষম।

মদনমঞ্জরী। জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছি হারা,
কর ত্বরা বিহিত ননদী।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরমধ্যে বটবৃক্ষ

(দুইজন গঙ্গারক্ষকের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। সে দিন যে মজা হয়েছিল ! সে দিন একজন ছাপাকাটা তুলসীর-মালা-আঁটা গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মরতে, চিরকাল পরচর্চ্চা, পরনিন্দা করেছেন, এখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করবেন ! খাটে চ'ড়ে গলা টিপে বেটার দফা সারলুম, তে-শূন্যে ম'লো, গো-ভাগাড়ে আমগাছে ভূত হয়ে আছে।

২য় রক্ষক। আমিও কাল খুব মজা করেছি ! দিনের বেলা যোগী সেজে থাকতেন, রাত্তিরে সেবাদাসীর কোলে শুতেন, মাতব্বর শিষ্যেরা সব জড় হয়ে, ঘাড়ে ক'রে গঙ্গা দিতে চলেছিলেন ; ঝড় তুলে পগারে ফেলে, ঘাড় বেঁকিয়ে ধরলেম,—এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে বেহ্মদত্যি হয়ে আছেন।

১ম রক্ষক। মজার মধ্যে মজার একশেষ হয়েছিল, একটা পূজরী বামুন নিয়ে, যোগাড় করে একটা নিষ্ঠে বামুন, তাকে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত এনেছিল। চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে শ্বাস টানছে, যারা নিয়ে গেছে, তাদের একটু তন্দ্রা এসেছে, আমি তুলে নে গিয়ে ব্যাটাকে ব্যাসকাশীতে মারলুম, আর চিৎ হয়ে তার সাজ সেজে খাটের উপর শুলুম। ব্যাটার গাধা-জন্ম হয়েছে, কিন্তু শেষটা গঙ্গা পাবে, গঙ্গার হাওয়া

লেগেছিল গায়, উদ্ধার হবেই হবে। এক জন্ম তো ধোপার বোঝা ব'য়ে ঘাস খেয়ে আসুক।

২য় রক্ষক। ও সব কথা থাক্ ভাই, এখন ঘোড়া কোথা পাই বল্, ছিষ্টি খুঁজ্‌লুম্, মা বলেছেন, ঘোড়া চুরি করে এনে পাণ্ডবদের দিতে, পাতি পাতি ক'রে ঘর খুঁজ্‌লুম্, নগর খুঁজ্‌লুম, অশ্বশালা খুঁজ্‌লুম ঘোড়া ত কোথাও পেলুম না!

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। কে বাবা! ছুষ্‌মন চেহারা রাত দুপুরে অশত্থতলায় খাড়া আছ? যে রাজ্যময় হরি হরি রব, অমন তর-বেতর চেহারা দেখা দেবে বই কি! মতলব খানা কি? কারুর ঘরে আগুন দেবে?

১ম রক্ষক। কেন ঠাকুর, অকারণ আমাদের গালাগালি করছ।

বিদূ। গালাগালি আর কি ক'চ্চি ত্রিবক্রবদন? চেহারা দু'খানা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, চেহারা দেখে প্রাণ খুসী হয়েছে, তাই পরিচয় চাচ্চি। এই তোমাদের মতন চটকদার চেহারাই খুঁজ্‌ছি; কোথা যাচ্ছিলুম জান? চোরপাড়ায়। তা আমার বরাত ভাল, পথে আপনাদের দর্শনলাভ।

২য় রক্ষক। চোরপাড়ায় কেন যাচ্ছিলে, ঠাকুর?

বিদূ। অস্বরা ভাংচি, একটু সবুর কর না; ঘোড়া চুরি কত্তে পার্কে?

১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি কি আমাদের চোর পেলে?

বিদূ। অধীনকে আর বঞ্চনা কেন? আগুন কি ছাপা থাকে চাঁদ? আমি কি আর বুঝতে পারিনি? তোমরা বোনেদি লোক, এক পুরুষে কি আর অমন ছাঁচ দাঁড়িয়েছে? রাজার ঘোড়াশালা থেকে যত ঘোড়া পার চুরি কর, আমি কোটালদের সে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব; মনের সাধে যত পার ঘোড়া চুরি ক'রো, কেবল একটী ঘোড়া পাণ্ডবদের ছেড়ে দিও, এইটী আমার মিনতি। সেই ঘোড়ার পরিবর্ত্তে, রাজা বাম্‌নীকে একটী হীরের কাঁঠী দিয়েছিল, চাও যদি, এনে শ্রীকরে অর্পণ ক'র্‌ব।

২য় রক্ষক। কি ঠাকুর, মিছে বক্ বক্ ক'রছ? আমাদের কি বদমায়েস পেয়েছ?

বিদূ। কেন বাবা, এই রাত দুপুরে গড়া বেয়ে উঠবে, এটা ওটা সেটা কি হাতাবে বল? পাণ্ডদলে রাজার অশ্বশালে চল, নানান রকম ঘোড়া আছে, নিয়ে সর। ভাবছ অশ্বরক্ষকেরা? তাদের মাদক দিয়ে আমি ঘুম পাড়িয়েছি; তবে ঘোড়ার চাটের ভয়ে আমি এগুতে পারি নি।

১ম রক্ষক। তোমায় ক'টা ঘোড়া দিতে হবে?

বিদূ। বালাম্‌চিটী না। ঐ একটী ঘোড়া পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এই আমার অনুরোধ; তার বদলে হীরের কাঁঠীটী পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি।

২য় রক্ষক। আচ্ছা, আমরা ঘোড়া পেলে তোমার কি লাভ হবে?

বিদূ। কি জান, আমার শূলব্যথা হ'য়েছিল, তাই পঞ্চানন্দের কাছে হত্যা দিছিলুম্। আর জন্মে তুমি ছিলে আমার মেসো, আর উনি ছিলেন আমার পিসে; তাই পঞ্চানন্দ হুকুম দিয়েছেন, যদি তোর মেসোপিসেকে দিয়ে ঘোড়া চুরি করাতে পারিস্, তা হ'লে তোর শূলব্যথা সার্‌বে। প্রাণের দায়ে জখম হ'য়ে এসেছি বাবা; তবে বাপধন, শুভাগমন হোক্।

১ম রক্ষক। ঠাকুর, তুমি ঠিক ঠাউরেছ, আমরাও ঘোড়া চুরি কত্তে এসেছি।

বিদূ। তবে, সোণারচাঁদ, এতক্ষণ চালাকি ক'চ্ছিলে কেন? ঘোড়া-চোর তোমাদের বদনের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা, একি ঢাক্‌তে পার? তা এস, ত্বরা কর।

২য় রক্ষক। কিন্তু ঠাকুর, তোমার কি দরকার, না বল্লে আমরা যাব না।

বিদূ। এই যে ভেঙে ব'ল্লুম, যাদু!

১ম রক্ষক। সত্যি না বল্লে আমরা এগুচ্ছি না।

বিদূ। সুপাত্রে অশ্বদান, আর কি? বাক্যব্যয়ে রাত ব'য়ে যায়।

২য় রক্ষক। ঠাকুর, আমরা তো অশ্বশালা খুঁজে হাল্লাক্ হ'য়েছি, খুঁজে তো পেলুম না!

বিদূ। সে ভাবনায় কাজ কি, আমার পেছনে এস না, একটা ভার আমার ওপরেই দাও না!

১ম রক্ষক। তবে চল ঠাকুর।

বিদূ। জ্বালা মোর বাপরে, একেই বলি চোর-শিরোমণি!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গাভ্যন্তর

(মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। মাহিষ্মতী পুরী হায় মজে এতদিনে !
কৃষ্ণদ্বেষী হ'লো নরবর,
উপদেষ্টা বালক-রমণী।
যে জন পাণ্ডব-অরি কৃষ্ণ অরি তার,
কৃষ্ণ শত্রু যার, তার কোথায় নিস্তার ?
কারু কথা রাজা নাহি মানে,
যুদ্ধ পণ পাণ্ডবের সনে !
হয় বুঝি বংশ-নাশ মহিষীর দোষে ;
কহ সেনাপতি, উপায় সঙ্কটে ?

সেনাপতি। প্রস্তর বাঁধিয়ে পায় ডুবিলে পাথারে,
লম্ফ দিলে গিরি-শির হ'তে,
কে কোথায় পায় পরিত্রাণ ?
জীবনের রাখে যেই সাধ,
অর্জ্জুনের সনে কভু সে কি করে বাদ ?
যুদ্ধের নিয়ম হয় সমানে সমান,
বলীয়ানে পূজা দান শাস্ত্রের বিধান।
মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে নিশ্চয় ;
নহে জেনে শুনে—
কে কোথায় কৃষ্ণে করে অরি।

১ম সেনানায়ক। বাক্যব্যয় করি অকারণ,
শ্রেয়ঃ কার্য্য উচিত এখন।
কহ মন্ত্রিবর, কিবা তব অভিপ্রায়,—
পাণ্ডব-বিরুদ্ধে কালি যাবে কি সমরে ?

মন্ত্রী। কহ অগ্রে কিবা মত তোমা সবাকার ?
মম মত কহিব পশ্চাৎ।
যুক্তি স্থির কর ত্বরা ;
রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে রণে,
প্রাণ দিতে পাণ্ডবের শরে।
অসম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর।
মারীচের দশা মো সবার,
রাম নয় রাবণ মারিবে।

সেনাপতি। বিপক্ষ পাণ্ডব—রণ অসম্ভব !
প্রভাত নিকট, কর উপায় সত্বর।

১ম সেনানায়ক। মোর মত জিজ্ঞাস হে যদি,
কহি সত্য কথা, প্রাণ বড় ধন,
অকারণ বিসর্জ্জন দিতে নাহি সাধ।
পড়িতে অনল-মাঝে পতঙ্গের প্রায়,
যুক্তি না যুয়ায় মম।

সেনাপতি। চল তবে, মন্ত্রীবর, নৃপতি-সদনে,
বুঝাই রাজায় ক্ষমা দিতে কাল রণে।

মন্ত্রী। বোঝাবুঝি হয়েছে বিস্তর,
কোন কথা রাজা নাহি শুনে ;
চামুণ্ডারূপিণী রাজ্ঞী রুধিরপ্রয়াসী,
রাহুরূপী পুত্র গর্ভে ধ'রে
মজাইল নীলধ্বজরাজে।

১ম সেনানায়ক। তবে আর কার মুখ চাহ মন্ত্রিবর ?
আত্মরক্ষা শাস্ত্রের বিধান,
প্রভাত না হ'তে চল যাই পলাইয়ে,
পাণ্ডব-আশ্রয় ল'য়ে রাখিব জীবন।

সেনাপতি। এ নহে উচিত কভু।
পুত্রসম এতদিন পালিল ভূপাল,
অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয় ?
ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ।

১ম সেনানায়ক। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম ?
আত্মরক্ষা মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
বিশেষতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন,
ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন।
দেখ, বিভীষণ ধার্ম্মিক সুজন,
রাবণে করিল ত্যাগ রামের কারণ।
আসে ওই দেউটী জ্বালিয়ে
বিভীষণা চামুণ্ডারূপিণী।

(জনা ও দেউটী হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

জনা। ধিক্ মন্ত্রিবর, শত ধিক্ সেনাপতি !
প্রায় নিশা অবসান,
আছ সবে জম্বুক সমান দাঁড়াইয়ে ?
প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী,
উৎসাহ-বিহীন আছ পুতলী সমান !

মরণে কি মন্ত্রী এত ভয় ?
রণমৃত্যু না হ'লে কি এড়াবে শমন ?
উচ্চ জন্ম লভি, নাই গৌরব-কামনা ?
ধিক্ ধিক্ কি ক'ব অধিক,—
সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী !
ঘোর রবে কর সিংহনাদ,
বজ্রাঘাত করি শত্রু-বুকে,
হুহুঙ্কারে খর্ব্ব কর শত্রু-অহঙ্কার,
সাজায়ে বাহিনী শীঘ্র প্রকাশ বিক্রম।
অমর কি জন্মেছে পাণ্ডব ?
পাণ্ডব কি প্রস্তর-গঠিত—
তীক্ষ্ণ তীর নাহি পশে কায় ?
বীরপুত্র বীর-অবতার তোমা সবে,
রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি ?
বাঁধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর ;
বীরদম্ভে বিমুখ পাণ্ডবে,
কিবা ভয়—
রণজয় হইবে নিশ্চয়।
জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার,
কুমার সমান শক্তিধর ;—
আগুয়ান তার বাণে কে হবে সংগ্রামে ?
সাজ রণে কে আছ কোথায়,
বাজাও দুন্দুভি ঘোর রবে,
চল চল গৃহ-দ্বারে অরি।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ !

জনা। চল চল বিলম্বে কি ফল ?
সাজাও স্যন্দন,
সাজায়ে বাহিনী আগুবাড়ি দেহ রণ—
সাজ শীঘ্র, রণজয় হইবে নিশ্চয়।

সকলে। জয় জয় নীলধ্বজ রায় !

জনা। কারে ভয় ?—
জাহ্নবী সহায়।
স্মরিয়ে জাহ্নবী-পদ প্রবেশ সমরে।
পাণ্ডব-সহায় যদি যুঝে পুরন্দর,
তবু জয় হইবে সমর।
গভীর গর্জ্জনে
মাতৃনাম উচ্চারি বদনে,
চতুরঙ্গ দলে দেহ হানা,
শত্রু-শিরে পড়ুক ঝন্ঝনা।
অগ্নিময় বাণ বরিষনে,
দহ শত্রুগণে,
পাণ্ডবে জিনিবে, মহাকীর্ত্তি রবে,
যমজয়ী মাহিষ্মতী-সেনা।
বীরদম্ভে অশ্বভালে দিয়েছে লিখন,
বীর প্রাণে সহিবে কেমনে ?
নির্ব্বীর নহে ত বসুন্ধরা।
উৎসাহে মাতহ বীরভাগ,
মাখিয়ে কলঙ্ককালি অপমান স'য়ে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ ?
যাও যাও প্রবেশ আহবে,
গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাল্গুনীর ;
যাও শীঘ্র—আজ্ঞা জাহ্নবীর।

সকলে। জয় জয় মাহিষ্মতী পুরী,
পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব এখনি।

[জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জনা। প্রভাত নিকট—নাহি চিন্তার সময়।
পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ সাজায়ে নন্দনে
দিতে হবে বিদায় সংগ্রামে।
বুঝিতে না পারি কিছু রাজার আচার !
রাজারে না হেরি,
নিরুৎসাহ নগরে সকলে !
নারী হ'য়ে উৎসাহ দানিব কত আর,
দেখি কোথা নরপতি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবিরের পথ

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। ধরিয়াছি নর-দেহ ধরার রোদনে।
না করিলে মমতা বর্জ্জন,

ধর্ম্মরাজ্য ভারতে না হইবে স্থাপন।
মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে,
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।
করিয়াছি ভাগিনা ছেদন,
নিজ কুল করিব নিধন,
যুধিষ্ঠির সুশাসন ভারত মানিবে।
নীর হেরি নারী-চক্ষে, দয়া না করিব—
প্রবীরে বধিব।
শুনি মম নাম-গান,
সদয়-হৃদয়—পার্থ নাহি প্রবীরে নাশিবে;
বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ গঙ্গার কিঙ্কর
হরিতে নারিবে বাজী।
ছলে ভুলাইয়ে ফিরাইব বামাদলে ;—
কিন্তু হায় বাঁধা রব নিজ ছলে ;—
অনন্ত অনন্ত কাল মদনমঞ্জরী
বাঁধিয়ে রাখিবে মোরে।

(ভিখারিণীবেশে মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্তকুমারীর প্রবেশ)

সকলে। (গীত)

কীর্ত্তন—লোফা।

রাখাল মিলি, ঘন করতালি, কাননে চলিছে কানু।
হেলিছে খেলিছে, ময়ূরপাখা, চুমিছে তরুণ ভানু॥
উচ্চ পুচ্ছ হাম্বা রবে, গোধন দলে দলে।
আগে ছুটে যায়, পুনঃ পাছে ধায়, নেচে নেচে সাথে চলে॥
মোহন মুরলী, তান-লহরী, ধীর সমীরে খেলে।
আমোদ-মদ উথলে গোকুলে, ফুল-কলি আঁখি মেলে॥
কোকিলকুল কল কল কল, মধুর নূপুর বোলে।
মঞ্জীর-রবে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে মৃদু রোলে॥
ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে, নাচে বনমালী, ধীরে ধীরে কটি হেলে।
সারি সারি সারি, গোপগোপিনী, অনিমিখ আঁখি মেলে॥

শ্রীকৃষ্ণ। ছি ছি কুলের কামিনী, সাজি ভিখারিণী
যামিনীতে ভ্রম কি কারণ ?—
কুলবালা, নিশিযোগে গৃহ পরিহরি,
আসিয়াছ কোন্ কাজে ?

মদনমঞ্জরী। ভিখারিণী, নহি কুলবালা,
যাব মোরা পাণ্ডব-শিবিরে,
কহ, যদি জান সমাচার,
কোথায় অর্জ্জুন গুণধর ?

শ্রীকৃষ্ণ। বঞ্চনা ক'র না সুলোচনা ;
তুমি রাজার ঝিয়ারী, তুমি পুত্রবধূ,
আসিয়াছ কুমারের কল্যাণ আশায় ;
কিন্তু মা গো শুধাই তোমায়
অরি কার হয়েছে সদয় ?
নিদারুণ পণ তার,
যুধিষ্ঠির সনে বাদ যার,
নিশ্চয় তাহার নাশ।
কঠিন অর্জ্জুন,
কৃশোদরি, শুন তার গুণ,—
কর্ণ সহ দ্বৈরথ সমরে,
অনুমানি শুনেছ কাহিনী,
কর্ণ সহ দ্বৈরথ সমরে—
রথচক্র মেদিনী গ্রাসিল যবে,
বিকল অন্তর বীরবর
অর্জ্জুনে করিল স্তুতি ;
কোন কথা পার্থ না মানিল,
কবচকুণ্ডলহীন বিরথী যখন,
মহাবাণ তাহে প্রহারিল,
নির্দ্দয়-হৃদয়, কর্ণে করিল সংহার।
আছে কথা বিদিত সংসারে,
শান্তনুকুমার,
ভীষ্মদেব পিতামহ তার,
ছলে শিখণ্ডীর আড়ে থাকি
নিপাতিল শূরে।
বিকল পুত্রের শোকে গুরু দ্রোণ যবে
ধনুহুলে চিবুক রাখিয়ে
ভেসে যায় অশ্রুজলে,
পার্থ শর করিয়ে সন্ধান
ধনুর্গুণ করিল ছেদন ;
ব্রহ্মরন্ধ্রে পশিল ধনুর হুল,
পড়িল ব্রাহ্মণ।

স্বাহা। সত্য এ সকল,
কিন্তু সকলি কৃষ্ণের ছল শুনি !
অর্জ্জুনের নাহি দোষ তায়।
কৃষ্ণ-ছলে কর্ণের বিনাশ,

দ্রোণের নিধন, ভীষ্মের পতন,
সকলি কৃষ্ণের ছলে।
অর্জ্জুনের দোষ কিবা তাহে ?
জান যদি কহ মহাশয়,
কোথা ধনঞ্জয় ?
যাব তথা ভিক্ষা লব প্রবীরের প্রাণ।

কৃষ্ণ। শুন ধনি, হিতবাণী কহি তোমা সবে,
যাও যদি অর্জ্জুন সদনে
অপকীর্ত্তি হবে রাজকুলে ;
যুক্তি যাহা শুন মন দিয়া।
হের বর্ম্ম, হের ধনু, যুগ্ম তূণ,
হের যুগল কুণ্ডল,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড জিনি কিরীট উজ্জ্বল,
হের অসি, যম বসে অসিধারে,
উপহার দিয়াছেন জাহ্নবী প্রবীরে।
অর্জ্জুন বা নারায়ণ ত্রিপুরারি কিবা,
এই সাজে সুসজ্জিত হইলে কুমার,
সমরে প্রবীরে কেহ নারিবে আঁটিতে।
পাণ্ডবের পরাভব হবে,
অতুল গৌরব রবে ভবে।
পতির সম্মান চাহ কি জননি তুমি ?
যাও ত্বরা প্রভাত নিকট,
রণসজ্জা ল'য়ে দাও রথীন্দ্র কুমারে।

নমঞ্জরী। কে তুমি হে শুভকারী দেহ পরিচয়।

কৃষ্ণ। এক উপদেশ কথা শুন মন দিয়া,
যতদিন পাণ্ডব না হয় পরাভব,
শয়নে ভোজনে—
রণসাজ কভু নাহি ত্যজে।
চক্রী হরি পাণ্ডব-সহায়,
ছলে পাছে হ'রে লয়ে যায় !
সতর্ক করিও, সতি, পতিরে তোমার।

হা। কেবা তুমি মহাশয়, দেহ পরিচয়।

কৃষ্ণ। পরিচয় পাবে মম রাজার সভায়,
যাও ফিরে প্রভাত নিকট।

[প্রস্থান।

স্বাহা। শুন শুন মদনমঞ্জরী,
বুঝিতে না পারি কোন্ জন করে ছল।
কিরীট, কুণ্ডল, বর্ম্ম, শরাসন, তূণ,
দেবতা-দুর্লভ অস্ত্র যত
কোথা হ'তে এলো !
এ পথিক কোথায় পাইল ?
হয় ভয়, নাহি দিল পরিচয়,
গঙ্গার কিঙ্কর বলি নাহি লয় মন।
প্রফুল্লিত কায়, পদ্মগন্ধ তায়,
পঙ্কজবদন, বঙ্কিম নয়ন,—
হরি বুঝি ক'রে গেল ছল !
সন্দ নাহি হয় দূর,
চল যাই পার্থের সদন,
কুমারের প্রাণভিক্ষা মাগি।

মদনমঞ্জরী। অদ্ভুত সন্দেহ তব ননদিনী আজি,
জন্মেছেন প্রাণনাথ জাহ্নবীর বরে,
রণসজ্জা প্রেরিলেন মাতা।
অস্ত্রের প্রভাবে
অনায়াসে পাণ্ডব বিমুখ হবে,
পতির গৌরবে পূর্ণ হইবে মেদিনী।

স্বাহা। শুন সতি,
কোন মতে মন নাহি বুঝে !
উপদেশ ভাবি বাড়ে আতঙ্ক আমার,—
'চক্রী হরি রণসজ্জা নাহি লয় হরি'
বিষ্ণুমায়া কে বল বুঝিবে !
কেবা জানে কি ছলে হরিবে ?
যার ছলে মুগ্ধ ত্রিভুবন,
রণসজ্জা করিবে হরণ,
এ নহে বিচিত্র কথা।

মদনমঞ্জরী। যাও, যদি থাকে সাধ, পাণ্ডব-শিবিরে।
ছি ছি কুললাজ ভুলি আইলাম চলি,
শত্রু করে সদয় কাহার ?
বহে ধীর সমীরণ, প্রভাত নিকট,
নিজ হস্তে সাজায়ে পতিরে
পাঠাব সমরে ;—
বীরবালা বীরাঙ্গনা আমি।

স্বাহা। চল তবে, বিধিলিপি কে করে খণ্ডন !

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। খুব জবর বাবা, সারারাত ঘুরে আচ্ছা ঘোড়া চুরি কল্লুম বটে। এ যে মাঠের ধারে এসে পড়লুম, ঐ যে পাণ্ডব-শিবিরের ধ্বজা। প্রভাতেই কৃষ্ণনাম শুনে রাত-কাণা হ'লেম বাবা, পায়ের দফা খতম, আচ্ছা জখম ; এই যে চিক্‌চিকিয়ে উষা দেখা দিয়েছেন। কই গো তোমরা, কোথায় ? আমা হ'তে ত আর হ'ল না। (ইতস্ততঃ দেখিয়া) তারা সট্‌কেছে, ভোরাই হাওয়া পেয়ে। ও বাবা, এ যে সাজ সাজ রব উঠ্‌লো, এ মাঠের ধারে আর কেন, বাম্‌নীর আঁচল ধরি গে !

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রবীরের শয়ন-কক্ষ

পালঙ্কোপরি প্রবীর নিদ্রিত।

(জনার প্রবেশ)

জনা। উঠ উঠ, কত নিদ্রা যাও যাদুমণি !
প্রভাত রজনী, আক্রমিতে পুরী
অগ্রসর পাণ্ডব-বাহিনী।
শুন ভৈরব কল্লোল—
নড়িছে পাণ্ডবচমূ,
ঘন ধূলা গগনমণ্ডলে,
বীর পদভরে
জলস্থল কাঁপে থরথরি ;
রথের ঘর্ঘরনাদ জীমূত গর্জ্জন,
অস্ত্র আভা ক্ষণপ্রভা সম খেলে।
বাহুবলে অরিদলে বিমুখ সত্বর,
সুসজ্জিত তব অনীকিনী,
শার্দ্দূল-বিক্রমে শত্রু কর আক্রমণ।

প্রবীর। বীরমাতা, শুন গো জননি,
লয়ে পদধূলি এখনি পশিব রণে।
কিন্তু মাতা যাব একেশ্বর,
নিবারণ কর' না কিঙ্করে ;
কালি সন্ধ্যাকালে ভ্রমিয়া নগরে
হেরিলাম নিরুৎসাহ সবে,
হতাশ সবার প্রাণে।
আমা হেতু ঘটেছে বিবাদ,
হারি জিনি একেশ্বর পশিব সমরে।

জনা। মহোল্লাসে গর্জ্জে শুন মাহিষ্মতী সেনা,
বীরমদে মত্ত জনে জনে,
শমন-সমান সবে প্রবেশিবে রণে !

প্রবীর। ভেব না জননি,
একেশ্বর পশি রণে নাশিব পাণ্ডবে।
তব পদধূলি মাতা করিলে গ্রহণ,
মহাশক্তি জাগে হৃদি-মাঝে।
ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
তাঁরে নাহি ডরি,
মার নাম কবচ আমার।
রহুক বাহিনী মাগো রাজার রক্ষণে,
সাবধানে রাখুক নগর-দ্বার,
অ[illegible]নি, আসি বিনাশি পাণ্ডবে।

(মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মা গো, সদয়া অভয়া
রণসাজ দেছেন দাসীরে।
হের বর্ম্ম কিরীট কুণ্ডল
ধনু শর তরবারি,
অরি মুগ্ধ প্রভাবে যাহার।
কি ছার পাণ্ডব,
পরাভব এখনি হইবে,
সদয়া অভয়া মা গো কারে আর ডর।

জনা। মা গো নিস্তারকারিণী সুরতরঙ্গিণী,
কিঙ্করীরে রাখিলি কি পায় ?
অস্ত্র দিয়ে ভুলে যেন থেক না জননি !

মদনমঞ্জরী। একমাত্র নিষেধ মা তাঁর,
যতদিন পাণ্ডব না ফিরে হস্তিনায়,
শয়নে ভোজনে রণসাজ ত্যজিতে নিষেধ।

জনা। বৎস, ভক্তিভাবে করহ প্রণাম
জাহ্নবীর রাজীব-চরণে।

প্রবীর। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা মাতা,
তব পাদপদ্মে আমি প্রণমি জাহ্নবী !
দেব-কৃপা তোমার প্রসাদে,—
তুমি মম ইষ্টদেবী।

মদনমঞ্জরী। সাধ মম সাজাইতে, দেহ অনুমতি।

(মাঙ্গলিক সামগ্রী লইয়া সখিগণের প্রবেশ)

সকলে।

(গীত)

বাহার—ঠুংরি।

দেখ ওই দেখ ধেনু দাঁড়ায়ে বৎস সনে,
বৃষভ গজবাজী কুমার আজ যাবে রণে।
(জিন্‌বে সমর)
সুন্দরী রজত সোণা, দ্বিজ নৃপ বারাঙ্গনা,
ঘৃত মধু ফুলের মালা পতাকা ঐ গগনে।
(জিন্‌বে সমর)
দেখ ঐ অনল জ্বলে, শিখা তার ডাইনে হেলে,
পূর্ণ ঘড়া দধির ভাঁড়া ধানের গোছা শ্বেতবরণে।
(জিন্‌বে সমর)

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। উপস্থিত শত্রুসৈন্য তোরণ-সমীপে
প্রাণপণে বীরগণে
নিবারিতে নারে মহাচমূ।
গদা-হাতে বীর একজন,
দীর্ঘকায়,
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাট,
রথ মারে রথোপরি তুলি,
মহাবলী দুর্ম্মদ সমরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটে শর অন্ধকার দিশা !
কোন্ বীরশ্রেষ্ঠ নাহি জানি,
কিরীটকুণ্ডলসুশোভিত,
ধনুক-টঙ্কারে তার পর্ব্বত বিদরে,
মহানাদে গর্জ্জে তার ধ্বজ,
অনায়াসে পরাজিল দেব হুতাশনে।
দৈত্যসৈন্য যুঝে অগণন—
শিলাবৃক্ষ করে বরিষণ,
যুঝিছে রাক্ষসসেনা।
কেবা যুবা নাহি জানি বীরের তনয়,
অঙ্গে তার রুধির তরঙ্গ বহে,—
এতক্ষণ কি হয় না জানি।

প্রবীর। বিদাও জননি !

জনা। যাও পুত্র।

[প্রবীরের প্রস্থান।

দেখ' মা জাহ্নবী ;
চল যাই প্রাসাদ-উপরে হেরি রণ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর নিকটস্থ উদ্যান

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। ভরসার মধ্যে এই, পাণ্ডবেরাও হরি হরি ক'চ্ছে। দয়াময় হরি, এত ক'রে প্রাণপণে ডাকছে, কেন তাদের মুক্তিদানই কর না ! দয়াময়, পাণ্ডবকুলেই চেপে থেক, যেমন চেপে দ্রৌপদীর পাঁচটী ছেলে খেয়েছ ; এ ছোট মাহিষ্মতী পুরী, এর বাগে আর নজর টজর দিও না ঠাকুর ! এখন রাজার কি হয় ! বামুনের ছেলে বাবা, বাণের ঠন্‌ঠনিতে যেঁসতে পার্‌বো না, তা হলে মধুর কৃষ্ণনাম ফলে যাবে। তা ফলে ফলুক, আমার ওপর দে ফলে যাক্, না হয় মোণ্ডা আর নাই খাব, রাজাটার না কিছু হয়। হরির নীচে যদি কেউ ঠাকুর থাকে ত, ঐ অগ্নি দেবতা। বাবা, কাল সকালে কল্পতরু হ'য়ে কি বর দিলেন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে পুরী এক গাড় হওয়ার যোগাড় ! আহা, আমাদের রাজার কি বুদ্ধি, যার খাণ্ডব বন খেয়ে মন্দাগ্নি সারে, তাকে ঘরজামাই রাখে ! আমার মত মোণ্ডাখোর লাখ বামুন এক দিকে, আর হুতাশন একদিকে ! বাবা ! কে আকাঁড়া জোয়ান সেঁধুচ্ছে ? কে তুমি গো, কে তুমি ? বলি হন্ হন্ ক'রেই যে চলেছ ? আরে দাঁড়িয়েই যাও না ; তোমার সঙ্গে না রাত্তিরে আলাপ হয়েছিল ?

(প্রথম গঙ্গারক্ষকের প্রবেশ)

১ম গঙ্গারক্ষক। কি ঠাকুর, তুমি এখানে ? চল, দিনের বেলা খুঁজে দেখি, যদি ঘোড়া পাওয়া যায়।

বিদূ। ও কাজে আর আমি নেই সোণারচাঁদ! বেতে ঘুরে রাতকাণা হয়েছি, আবার দিনে ঘুরে দিনকাণা হ'তে নারাজ। তোমার হাঁটুর বল থাকে, ঘুরে দেখ; চোর হয় বটে বাবা, কিন্তু তোমার মত নচ্ছার চোর ত আমি দেখি নি; সমস্ত রাত মাঠে-ঘাটে হেঁটে-হেঁটে তোমার অক্কেল হ'লো না, সে ঘোড়া আর পাওয়া যায়, দয়াময় হরির কৃপায় অন্তর্ধান হয়েছে! ঐ দিক্‌টে পানে অশ্বশালা আমার জানা ছিল, এখন কোথায় গেছে জানি না; তোমার সখ হয় ঘুরে দেখ; আমি ত আর যাচ্ছিনে।

১ম গঙ্গারক্ষক। রাজমহিষী কোথায়?

বিদূ। কেন, অন্তপুরে।

১ম গঙ্গারক্ষক। আমাকে তাঁর কাছে নে যেতে পার।

বিদূ। কেন বল দেখি, পতিপুত্র যুদ্ধে গিয়েছে, মাগী হা হুতাশ ক'চ্ছে, এ ছুষমন চেহারা নিয়ে গিয়ে কেন খাড়া ক'রব বল ত? কি, তোমার কথাটা কি ভাঙ্গ না, কাল রাত থেকে ত ফিরছ,—মতলব খানা কি?

১ম গঙ্গারক্ষক। আমি রাজার মঙ্গলের জন্য এসেছি।

বিদূ। কারুর মঙ্গল যে তোমার চৌদ্দপুরুষে কখন ক'রেছে এ ত আমার বিশ্বাস হয় না। এ রাজ্যে চারিদিকে ত মঙ্গলের ধ্বনি উঠেছে; যা হবার তা পুরুষমহলে একদম হ'য়ে যাবে, এখন মাগীদের কি ঘরচাপা দেবে,—না গয়না কেড়ে নেবে?

১ম গঙ্গারক্ষক। সত্যি ব্রাহ্মণ, আমি মঙ্গলকামনায় এসেছি।

বিদূ। ভেঙ্গে না বল্লে দাদা, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

১ম গঙ্গারক্ষক। শোন ব্রাহ্মণ, আমি গঙ্গাদেবীর কিঙ্কর।

বিদূ। হ'তে পারে, গঙ্গাযাত্রীর ঘাড়মোচড়ানগোছ চেহারা বটে। তা কার সন্ধানে গঙ্গালাভের জন্য আসা হয়েছে? রাণীরও কিদিন সংক্ষেপ না কি? এদিকে হরি নাম, এদিকে আপনাদের পদার্পণ, কারখানাটা কি বল্‌তে পারেন? কি, বাস্তবৃকটী রাখবেন না, না কি?

১ম গঙ্গারক্ষক। ঠাকুর, পরিহাস রাখ।

বিদূ। পরিহাস আমার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

১ম গঙ্গারক্ষক। সর্ব্বনাশ হবে।

বিদূ। প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, আর যেটুকু সন্দেহ ছিল, মহাশয়ের শুভাগমনে তা বিনাশ হয়েছে।

১ম গঙ্গারক্ষক। ঠাকুর, তুমি রাজ্ঞীকে গিয়ে বল, শঙ্কর বিরূপ, যুদ্ধে জয় হবে না! কি আশ্চর্য্য, আমরা অলক্ষিতে যথা ইচ্ছা যাই আসি, দেবদেবের কি কোপ, কাল অশ্বশালা খুঁজে পেলেম না, আজ অন্তঃপুর খুঁজে পাচ্ছিনে! ঠাকুর, তুমি রাণীকে বল গে, ঘোড়া ফিরিয়ে দিন, যুদ্ধে জয় হবে না।

বিদূ। সে আমার কর্ম্ম নয়, ঐ ওদিকে অন্তঃপুর, যেতে ইচ্ছা হয় যাও; তোমারও কর্ম্ম নয়, স্বয়ং গঙ্গা মা এসে বল্লে কি হয় জানি না। হরি ঘাড়ে চেপেছে, মাগী কি হিত কথা শোনে, চল নিয়ে যাই। পালাও কেন, পালাও কেন?

১ম গঙ্গারক্ষক। আর পালাও কেন, দেখ্‌ছ না, শূল হাতে কে তেড়ে আস্‌ছে! (পলায়ন)

বিদূ। বইকি বাবা, কাকেও ত দেখছিনে, দেখা না দেন, সে এক [illegible]কাল, ওদের মতন আলো-করা চেহারা কোন্ চণ্ডালের [illegible]র সখ আছে। যাই একবার রাণীর কাছে, যদি সুবিধা বুঝি, কথাটা পাড়্‌ব, নইলে গুম্ খেয়ে চ'লে আসব আর কি! আহা, মাগী মুক্তিলাভ করে না গা? ভবের কাণ্ডারী হরি, বেছে লোক নাও না কেন?

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু ও অনুশাল্ব।

ভীম। বৃথা বীর্য্যবল, বিফল গৌরব,
পরাভব বালকের রণে!
হা কৃষ্ণ, এ হেয় প্রাণ না রাখিব আর,
বাহুদ্বয় করিব ছেদন,
প্রবেশিব অগ্নিকুণ্ড মাঝে।
বধিলাম হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বকে,
শতভাই কীচক নিপাত ভুজবলে,
শত ভাই দুর্য্যোধন চূর্ণ গদা ঘায়,—

কেন হরি, নিবারিছ আর,
বধুক বালক মোরে পুনঃ যাই রণে।
শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও বীরবর,
হরে নাহি চাল' ;
যতক্ষণ মহাদেব বল না হরিবে,
প্রবীরে ফিরাতে কেহ কদাচ নারিবে।
ভীম। ধিক্ ধিক্,
হা কৃষ্ণ, এ অপমানে ফেটে যায় প্রাণ !
বৃষকেতু। শুভক্ষণে রাজপুত্র ধরেছিল ধনু !
কোটি বাণ পলকে ঝলকে ধনুর্গুণে।
প্রাণপণে আক্রমণ করি,
নারিলাম আঘাতিতে বীরে,
অস্থিমাত্র সার মম প্রবীর-সমরে।
অনুশাল্ব। দানবীয় মায়া যত করিনু প্রকাশ,
হ'লো নাশ বালকের শরে ;
তিন পুরে নাহি বীর প্রবীর সমান।
স্বচক্ষে দেখেছি,
গুণহীন করিল গাণ্ডীব,
দীপ্তিমান লক্ষ লক্ষ বাণ
ছাড়ে বীর আঁখি পালটিতে।
কিরূপে সংগ্রাম-জয় হবে হৃষীকেশ ?
ভীম। রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্ব্বেদ দ্রোণ সনে করিয়াছি রণ,
কিন্তু এ হেন বিক্রম—
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান !
বল মোরে শ্রীমধুসূদন,
কেমনে দুর্জ্জয় রিপু হইবে নিপাত ?
শ্রীকৃষ্ণ। যা কহিলে সত্য বীরবর,
প্রবীরে নিবারে রণে নাহি হেন জন,
শূল করে শঙ্কর সহায় তার।
আগত যামিনী, লভ শিবিরে বিরাম,
আজি নিশার মতন
সন্ধি ক'রেছি স্থাপন ;
কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে,
প্রবীর পড়িবে রণে অর্জ্জুনের করে।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্রের অপরপার্শ্ব

প্রবীর।

প্রবীর। আজিকার মত রণ হ'ল অবসান,
একি,
কোথা হতে মন্ত্রধ্বনি ওঠে সুমধুর !
মরি মরি,
বিদ্যুৎ-ঝলক সম কে রমণী হেরি ?
আহা,
রূপের ছটায় মাতায় ধরণীতল !
কে রমণী ? কোথায় লুকাল !

(বালক-বালিকাবেশে কাম ও রতির প্রবেশ)

উভয়ে। (গীত)

২য় খাম্বাজ-মিশ্র--দাদরা।

আই ফুলদিন ভালবাসি তাই বসি সেথায়।
কাঁপিয়ে পাতা, ধীরে যেথা, মলয়-মারুত বয়ে যায়॥
যেথা নবীন লতা নবীন তরু বেড়ে আদরে,
আকুল হ'য়ে কোকিল যথা গায় কুহুস্বরে ;
ফোটে ফুল গরবের ভরে,
সৌরভে দিক আমোদ করে,
মধুপানে মত্ত ভ্রমর ঢ'লে পড়ে কলির গায়॥

প্রবীর। মরি মরি, কে এ দুটী বালক-বালিকা !
কাম। ঘরে ঘরে খেলে বেড়াই আমরা দু'জনে,
নইলে এমন বাঁধাবাঁধি থাক্‌তো কেমনে ?
আমি ফুল ছড়াই সবার গায়—
রতি। মিনি সূতোর ডুরি আমি বাঁধি সবার পায়।
কাম। আমার পূজো সবাই করে,
রতি। আদর আমার ঘরে ঘরে।
প্রবীর। তোমরা কি ঐ দিক্ থেকে আস্‌ছ ?
কাম। হাঁ।
প্রবীর। ওদিকে একটী যুবতীকে যেতে দেখেছ ?
কাম। হ্যাঁ।
প্রবীর। সে কোথা গেল ?
কাম। বাড়ী গেছে, তুমি যাবে ? নিয়ে যাই চল।

উভয়ে। (গীত)

খাম্বাজ-মিশ্র—ঠুংরি।

নাগরী গেঁথে মালা যত্নে পরায় নাগরে।
নইলে কিসের কদর ফুলের,
আদর তারে কে করে?
অনুরাগে কুঞ্জে জাগে নাগরী-নাগর,
না হ'লে কুঞ্জবনের এত কি গুমর,
শিখ্‌তে সোহাগ গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌তো কি ভ্রমর;
নইলে কি বয় মলয়-বাতাস, কোকিল গায় কুহুস্বরে।

[উভয়ের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবীরের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মায়াকানন

নায়িকা ও সখিগণ।

(প্রবীরের প্রবেশ)

সখিগণ। (গীত)

বেহাগ-মিশ্র—খেম্‌টা।

একে সই ছোটে মলয়-বায়,
ফোটে ফুল কোকিল কুহু গায়।
দেখিস্ দেখিস্ সাম্‌লে থাকিস্ প্রাণ নিয়ে না যায়॥
চলে যা ফিরিয়ে বদন, নয়নে না মিলে নয়ন,
হ'য়েছে কেমন কেমন, তাই বলি আয় চলে আয়।
কেন লো কাঁদ্‌বি শেষে, ফেল্‌বে ফাঁদে মুচকে হেসে,
কে এলো কি ভাবে সই, ছল্‌তে অবলায়॥

প্রবীর। কে সুন্দরি, ল'য়ে সহচরী
কেলি কর বন-মাঝে!
প্রফুল্ল যৌবন,
বনে হেন না ফুটে কুসুম,
তুলনায় সম যেবা তব;
কিবা রাগ-রঞ্জিত বদনে,
কৌমুদী আদরে খেলে;
মন্দ বায় অলকা উড়ায়,
জিনি' মণি অধর রক্তিম,
পদ্মমুখে
নয়ন খঞ্জন করিছে নর্ত্তন,
মাধুরী-লহরী ছুলে যায়,
সে লহরে ভাসে মম প্রাণ—
ফিরে চাও সুহাসিনি!
দেহ পরিচয়,
রাজার তনয় আজি কিঙ্কর তোমার।

সখিগণ। (গীত)

শ্যামসিন্ধু—দাদ্‌রা।

ভুলো না কথায় ভুলো না—
হেথা তো থাকা হ'ল না।
থাকলে হেথা ঠেকবে দায়ে, ফিরে চল না॥
এসেছে ছল্‌বে বলে, শেষে কি ভাস্‌ব জলে,
চেও না, চাইলে যাবে নারীর মন টলে;
ওলো সরল ললনা॥
দেখিস্ লো থাকিস সাবধানে,
[illegible] আঁখি বাণ প্রাণে না হানে,
[illegible]নারে ধরা কেন দেব বল না।
[illegible] কাছে নারীর থাকা চলে না॥

প্রবীর। বিমোহিনী ছবি! দেবী কি মানবী!
ছাড় ছলা—দেহ পরিচয়,
হে রূপসি, তৃষিত পরাণ,
সুধাংশুহাসিনি, রাখ পায়।
নিতম্বিনি—
বিভোর হৃদয়, চিত্তহারা তোমা হেরি।
কামিনী কোমল-প্রাণা শুনেছি ললনা,—
কঠিনা হ'য়ো না মম প্রতি।

নায়িকা। অমনি ক'রে যারে তারে, ভুলাও বুঝি কথার ছলে,
বল হে চ'লে এলে, কোথায় কারে ভাসিয়ে জলে!
মজেছি নাই কো বাকী, হয় নি কি হে মনের মত;
বল হে শেখালে কে, এলো সোহাগ জান কত?
সরলা বনবালা, কেন জ্বালা বাড়াও এসে,
সখি মিলি করি কেলি, কে জানে হায় ম'জব শেষে
যাও যাও, সেই ত যাবে, কেন হেসে পরাও ফাঁদি
আজকে বল, ফুলের মত, কাল সকালে বল্‌বে বাসি

প্রবীর। সুন্দরি, তোমায় মিনতি কচ্ছি, আর আমার সঙ্গে ছল ক'র না, আমায় যাতনা দিও না; আমি আর আমার নই—আমি তোমার; মুখ তুলে চাও, কথা কও। পায়ে প্রাণ রেখেছি, তুলে নাও!

নায়িকা। (গীত)

কানাড়া—দাদ্‌রা।

ও লো সই, দেখ্‌লো কত কাণ।
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ॥
কথায় কথায় যে জন ধরে পায়,
কেউ যেন না ভোলে তার কথায়,
কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, মজিয়ে চলে যায়,
মন-মজানের মজ্‌লে কথায়, থাকে না লো মান,
যেমন আদর তেমনি অপমান॥

প্রবীর। সুলোচনা, হয়ো না কঠিনা,
দিও না বেদনা,
সহে না—বল না কত সয়?
মজায়ে মজিতে কর ভয়,
এই কি কোমলপ্রাণা নারীর বিচার? [illegible]রি!
হৃদয়ের হার তুমি লো আমার,
প্রেমে তব বাঁধা রব চিরদিন।
চন্দ্রাননি!
বদন তুলিয়ে, হেসে কথা ক'য়ে,
আশা দিয়ে জুড়াও তাপিত প্রাণ।
দেখ পরীক্ষিয়া,
দহে হিয়া তব অযতনে!

নায়িকা। তুমি রাজার কুমার, যাও মেনে আর—
কাজ কি অত কথার ভাণে,
তুমি কি আমার হবে?
কাজ কি থাকি মানে মানে।

প্রবীর। কি কথায় জন্মিবে প্রত্যয়?
সাধ হয়,
বিদারি হৃদয় দেখাই তোমায়,
বুঝে কেন বুঝ না রূপসি!
কর লো প্রত্যয়,
তোমা বিনা কার' আর নয়;
চোখে চোখে রব, তোমারে দেখিব,
কারু পানে ফিরে নাহি চাব;
হৃদি-সিংহাসনে যতনে তোমারে দিব স্থান।
যা আছে আমার, সকলি তোমার,
আমি লো তোমার ধনি!
সুন্দরি, কেন লো বঞ্চনা কর!

নায়িকা। তুমি যে আমার হবে, স্বপনে ওঠে না মনে;
জেনে শুনে মন ম'জেছে, মন ফিরাব আর কেমনে।
বিষ-মাখান নয়ন-বাণে জরজর হ'ল তনু,
মরে নারী নয়ন-শরে তবে কেন করে ধনু?
(ধনুক ধরিতে গিয়া)
এ কি হে কেমন রীতি, দিতে নার ধনুকখানি?
তুমি হে আমার যত, মনে মনে তা ত জানি।

প্রবীর। রিপুজয় যতদিন না হয় সুন্দরি,
নিষেধ ত্যজিতে শরাসন,
বীরসাজ ত্যজিতে লো মানা।
কালি অরি প্রেরি' হস্তিনায়,
হয় [illegible] অর্পণ করিব তোর পায়।
তাই [illegible]দিন[illegible], তুমি তো আমার হবে?

নায়িকা। হ'য়েছি, আর কি হব, দেখ ব'য়ে যায় যামিনী
বুঝে ছল কর এত, বল কত সয় কামিনী।
এস হে সাজাই তোমায়, বীরসাজে আর কি কাজ এখন,—
বড় সাধ উঠ্‌ছে মনে, যতনের ধন করব যতন।
মাত' আজ প্রেম-সমরে, সকালে কাল যেও রণে;
এস হে হৃদয়নিধি, সাধের সাগর ভাসাই মনে।
আদরে সাজিয়ে বাসর, সোহাগ তোমায় করব সাধে,
পেয়েছি আর কি ছাড়ি, রাখব বেঁধে রসিকচাঁদে।

[সখিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দৃশ্য-পরিবর্ত্তন—শ্মশান।

(সখিগণের ডাকিনী-বেশে পরিবর্ত্তন ও গীত)।

সামন্ত-সারঙ্গ—খেম্‌টা।

মড়ার হাড়ের ফুলের মালা পরেছি গলায়,
নিয়ে মড়ার মাথা খেলি আয়।
শ্মশানে নাচ লো তাথেই থেই,
হাড়ে হাড়ে তাল দে না লো কাজ ত বাকী নেই;

আয়লো বসি মড়ার বুকে,
চিতের ছাই আয় মাখি গায়।
হি হি হি হাসির ঘটায় খেলুক দামিনী,
নেচে নেচে আয়লো যোগিনী, রণরঙ্গিণী,
নাড়ীর মালে মড়ার ছালে, আয় সজনি সাজাই কায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ চন্দ্রাতপ।

(জনা ও নীলধ্বজের প্রবেশ)

নীল। বল প্রিয়ে, কুমার কোথায় ?
দমিয়ে দুর্দ্ধর্ষ অরি রথীন্দ্র নন্দন,
নামি' রথ হ'তে
পদব্রজে গেছে কোথা চলে !
এখন' কি আসে নাই তোমার নিকটে ?
চারিদিকে দূতগণ করে অন্বেষণ,
সন্ধান না পায় কেহ !
কেহ বলে দেখিয়াছি বটবৃক্ষতলে,
কেহ বলে বনপথে গেছে চ'লে ;
তত্ত্ব কিছু না হয় নির্ণয়।
তোমা ছেড়ে সে ত নাহি রয়,
যথা রয়, সন্ধ্যার সময়
তোমায় আমায় প্রণাম করিয়ে যায়।
কিছু ত বুঝিতে নারি,
বন্দী কি হইল পুত্র অরির কৌশলে !
দেখ দ্বিপ্রহর উদয় হইল,
তবু কেন গৃহে না আইল !
জনা। প্রাণেশ্বর ! প্রাণ মম কাঁপে থর থর,
কোন্ মায়াবিনী
ভুলালে বাছারে আজি !
মম দূত আসিয়াছে ফিরে,
তত্ত্ব নেছে শত্রুর শিবিরে,
নিরানন্দ অরিবৃন্দ করে হায় হায়,
নিরুৎসাহ পাণ্ডববাহিনী ;
রণ অবসান,
তথাপি কটক নহে স্থির।
ম্রিয়মাণ রথীগণে যুক্তি করে সবে,
কি উপায় হবে,
প্রাতে যবে কুমার পশিবে রণে !
বন্দী যদি করিতে পারিত,
এতক্ষণ পুনঃ হানা দিত।
মম ঘটে বুদ্ধি না যুয়ায়,
ছতাশে নেহারি অন্ধকার,
গেছে কি সে জাহ্নবী পূজিতে ?
না—না– সম্ভব ত নয়,
আমা বিনা সে কারে না জানে ;
কার্য্যান্তরে রহি যদি ভোজন-সময়,
অন্ন নাহি খায়, 'মা' বলে সঘনে ডাকে।
বধূরে রাখিয়া একা আসে রজনীতে,
কত ভুলাইয়ে
[illegible]ই পুনঃ শয়ন-আগারে।
তবে কে[illegible] আমার
'মা' ব[illegible]া না ঘরে।
নীল। পুনঃ যাই সভায় মহিষি,
দেখি যদি তত্ত্ব লয়ে ফিরে থাকে কেহ।
জনা। দিনমানে দুরন্ত সমরে
ক্লান্ত বুঝি দূতগণে,—
জ্ঞান হয় যত্ন করি তত্ত্ব নাহি লয় ;
আপনি চলহ রাজা পুত্র অন্বেষণে।
বুঝি মনোমত হয় নাই কোন কথা,
তাই বাছা ব্যথা পেয়ে মনে,
লুকায়ে রয়েছে অভিমানে ;
ঘোরে ফেরে 'মা' ব'লে সে আসে,
কটু তায় কহিয়াছি কত,
তাই কি করেছে রোষ অঞ্চলের নিধি ?
কি হলো, কুমার কোথা গেল !
চল, রাজা, যাই দুই জনে—
ভ্রমি বনে বনে 'প্রবীর' বলিয়ে ডাকি।
শোনে যদি আমার বচন,

কদাচন রহিতে নারিবে,
'মা' ব'লে আসিবে ধেয়ে।
নীল। রাণি, বৃথা কোথা যাবে!
দেউটী লইয়ে করে ফিরে লক্ষ চর,
সতর্ক ঘুরিছে আসোয়ার,
চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ যোজন
করিয়াছে অন্বেষণ।
জনা। চল, রাজা, চল চল—যাই দুইজনে,
নিশ্চয় সে করিয়াছে অভিমান,
অভিমান কথায় কথায় তার!
নীল। স্থির হও রাজ্ঞি, আসি সভাতল হ'তে।
[প্রস্থান।

(মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

মদনমঞ্জরী। মাগো, কি হ'ল, কি হ'ল,
রণজয়ী প্রাণনাথ কেন না ফিরিল?
নিরবধি কেঁদে প্রাণ উঠিছে জননি,
চারিদিকে অমঙ্গল ধ্বনি,
মরি ভরে গুণমণি নাহি ঘরে।
ওই শোন, মৃদু রোলে কাঁদে কে কোথায়!
জনা। সত্য শুনি রোদনের ধ্বনি,
কুহকিনী কে এসেছে পুরে?
সত্য, মৃদুরোল প্রবীরের নাম স্মরি;
মিশাইল রোল,
ওই ক্ষীণ কণ্ঠ পুনঃ উঠে,
এ কি! ক্ষীণস্বর উচ্চতর ক্রমে,
কার মায়া বুঝিতে না পারি!
যাও গৃহে, স্মর দেবতায়,
দেখি, কে রাক্ষসী করে মায়া।
মদনমঞ্জরী। ওই মাগো ওই সেই রোল!
যেন জ্ঞান হয় কত জন আসে যায়,
এস গো জননি,
মৃদু কণ্ঠধ্বনি ওই দিকে।

(অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। বীরমাতা শুন গো জননি,
অমঙ্গল হেরি বড় পুরে!
কি জানি কি মায়ার প্রভাবে
জ্ঞানচক্ষু আবদ্ধ আমার,
ধ্যানদৃষ্টি বদ্ধ অন্ধকারে;
কে জানে কে দেবদ্ব হরিল,
ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব সমান এবে আমি!
যাইতেছিলাম মাতা নগর-বাহিরে
কুমারের অন্বেষণে,
অকস্মাৎ ভৈরব-মূরতি নিবারিল গতি,
হুম্ হুম্ শব্দ আচম্বিতে।
ঘোর রজনীতে
শুনিলাম নৃত্য থিয়া থিয়া,
হি হি হি হি হাস্যের ঝঙ্কার;
বিকট চীৎকার,
বিকট ভৈরব করতাল,
সভয় অন্তরে আসিয়াছি বার্ত্তা দিতে!
[illegible] বিরূপ শঙ্কর,
[illegible]ীয় বিকট কটক
[illegible]ায় নগর-মাঝে।
দুর্গার অর্চ্চনা শীঘ্র কর, রাজরাণি!
জনা। দুর্গা কেবা? তারে নাহি জানি;
শুনি মায়ের সতিনী,
কি কারণে অর্চ্চনা করিব ডাকিনীর?
শঙ্করে নাহিক মম ডর।
শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর,
দুস্তরহারিণী দুরিতবারিণী
সুরতরঙ্গিণী সদয়া দাসীর প্রতি।
নারায়ণ ত্রিলোচন ভবানী না গণি,
জানি মাত্র জাহ্নবী জননী;
অমঙ্গল রহে কোথা মঙ্গলার বরে?
অগ্নি। অভেদ করো না ভেদ, সতি!
জেনো মাতা, ভাগীরথী-পার্ব্বতী অভেদ।
বামদেব বাম,
ভাবিলে মা অন্তর শিহরে!
কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী মায়ায়—
বাক্য ধর, অনুরোধ রক্ষা কর মাতা।
শিবরাণী সদয়া না হ'লে

রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে,
ভীষণ ভৈরব-কোপে নিস্তার না পাবে।

জনা। ভাগীরথী পার্ব্বতী অভেদ যদি জান,
তবে কেন অন্য নাম আন?
নিশ্চয় দেবত্ব তব হরেছে ভৈরবে,
নহে কহ পতিতপাবনী
এক আত্মা ডাকিনীর সনে!
বিকল অন্তর মম কুমারে না হেরি।
উপদেশবাক্য এবে ধরিতে না পারি;
হিতকারী যদি তুমি, যাও ত্বরাত্বরি,
দেখ কোথা প্রবীর আমার।
নীরব নিশায়,
ধীরে যদি বায়ু ব'য়ে যায়,
আশঙ্কায় লোকে শোনে ভৈরব-নিনাদ।
যাও ত্বরা, কুমারে আনিয়া রাখ প্রাণ!
কিন্তু যদি ভয় চিতে ভৈরব-হুঙ্কারে,
যাও দ্রুত স্বাহার মন্দিরে।
অগ্রে করি গঙ্গাপূজা,
পরে দেখিব কে ভৈরব মূরতি
শূলহস্তে রোধে মোর গতি!
শাবকের অন্বেষণে সিংহিনী যাইবে।
দেখি কোথা হাম্ হুম রব,
তাথেই তাথেই নৃত্য ভৈরব উৎসব।
ভূত প্রেত প্রেতিনীর নাহি ভয়,
যাব পুত্র-অন্বেষণে কে বিরোধী হবে?
আয় মাতা।

[মদনমঞ্জরী ও জনার প্রস্থান।

অগ্নি। এ কি, হরগৌরী-নিন্দা! এ পুরে ত আর থাকা হয় না! কিন্তু নারায়ণের নিষেধ, তিনি এ পুরে প্রবেশ না কল্লে আমি স্থানান্তরে যেতে পারব না।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। দেবতা, দেবতা—কি ভাবছ? ছেলেটা কোথা ব'লে দাও না? এতদিন জামাই-আদরে খেলে, হলেই বা দেবতা, একটা উপকার কর না। শুনেছি, তুমি অন্তর্য্যামী, ভূত-ভবিষ্যৎ বল্‌তে পার; বল না, ছেলেট কোথায় আটকা পড়্‌ল?

অগ্নি। আজ আমার আর সে দেবশক্তি নাই।

বিদূ। তা থাক্‌বে কেন? একখানি খড়ের ঘর এ সাম্‌নে ধরি, এক্ষণি দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেবে, ঘিয়ে মট্‌কিটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওজড় ক'রবে, কারুর ক ছেলের কাঁথায় গিয়ে লাগ্‌বে, কারুর নূতন ঘর ক' দেবে। কেন অগ্নিদেব, যেখানে যে হোম করে, এখান থেকে বসে ঠাওর্ পাও, অম্‌নি দপ্ করে জ ওঠ!

অগ্নি। সত্য ব্রাহ্মণ, আমি ভৈরবী মায়ায় আচ্ছ হয়েছি।

বিদূ। গা ছম্ ছম্ একা আমার নয়, তোমারও ক দেখ্‌তে পাই। আচ্ছা ঠাকুর, এটা বল্‌তে পার, থে থেকে কি হাঁক্ ডাক শুনছি? মুরলীবয়ান মুরলীনা কর্ত্তেন জান্‌তুম, এমন যে বিকট আওয়াজ ছাড়তে পটু, [illegible] জন্মেও জান্‌তুম না; বাবা, আঁধার রে [illegible] কোথায় কে ক'চ্ছেন হুম, কোথায় ক'চ্ছেন হাম্ [illegible]

অগ্নি। আমার জ্ঞান হয় কৈলাসীয় মায়া।

বিদূ। আমি ভেবেছিলাম মোক্ষ দিতে বুঝি এক হরি, তা নয়, আবার হরহরি! তা দেবদেবের কি আবাহনে এত কৃপা কেন? হরি না হয় অন্তর্য্যামী, তো ডাক শুনে এসে পড়েছেন, এঁর দয়াটা কিসে ফুটলো?

অগ্নি। আমি ত তোমায় বল্‌ছি, আমি দেব-দৃষ্টিহীন

বিদূ। না, পুরী একগাড় ক'র্‌লে, ছাড়লে না দেবতা, তুমি ত বল্‌ছ, হরিহর কৃপা ক'চ্ছেন, তুমি এ অকৃপা ক'রে আমায় ব'লে দাও না, ফুটে না বল, ইসারায় জানিয়ে দাও না, ভয়ই করুক আর যাই কর আমি একবার ঘুরে ফিরে দেখি।

অগ্নি। আমি তো তোমায় ব'লছি, আমার সা তীত।

বিদূ। আর কেন ছক্কাবাজী ঝাড়ছ? রসিকতা অনেক হ'লো! এই অ্যাদ্দিন যে জামাই-আদরে খে দেবতা হ'লেই কি সব ভুলতে হয়? একা হরির দিলে কি হবে? দেবতার বাচ্ছা কেউ কম নয়, পু

জল্লেই সর্ব্বনাশ! বাম্‌নীর ইতু ভাঁড়টি আগে টেনে ফেলছি, তবে আর কাজ। [অগ্নির প্রস্থান।

পরিষ্কার চ'লে গেল। বেটাদের চোখে চামড়া নেই, তা পলক পড়্‌বে কি? হরকে শুনেছি দুটো বেলপাতা দিলে ঠাণ্ডা হয়, মরি বাঁচি কাল সকালে দুটো দেব। এখন হরির কি করি? ও তুলসীপাতাও নেবে, জোড়া গড়াও বার ক'র্‌বে। মোক্ষদাতা হরি, হরের বাবা! গা-টা বড় ছম্‌ ছম্‌ ক'রছে, গায়ত্রী ত থান্‌কে থান্‌ বজায় রেখেছি, নষ্ট করিনি; দেখি যদি মনে পড়ে, একবার মনে মনে আওড়াই। একবারেই কি হয়? মোণ্ডার চোটে মা গায়ত্রী মাথায় উঠে বসে আছেন! আর ছুয়্‌লেই ত হয় না, নেয়েই ক্ষিদে পায়। (গায়ত্রী জপ করিয়া) এইবার মনে প'ড়েছে। যেন ছম্‌ছামানীটে কতক গেল, জপ্‌তে জপ্‌তে দেখি ঘুরে, যদি কুমারের দেখা পাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাণ্ডব-শিবির-অভ্যন্তর

ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ।

ভীম। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
এ দুর্ম্মদ অরি
কিরূপে বা বধিবে অর্জ্জুন!
দুষ্কর সমর দেখেছি বিস্তর,
বিশ্বজয়ী রথিবৃন্দে প্রবোধিছি রণে;
দেখেছ শ্রীহরি,
ব্রহ্ম-অস্ত্র হেরি পলক পড়েনি মম।
কিন্তু,
বিস্ময় জন্মেছে, কৃষ্ণ, প্রবীরের রণে!
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শর চূর্ণ যে গদায়
অনায়াসে কাটিয়া পাড়িল!
সব্যসাচী অর্জ্জুনের করে,
অস্ত্র ঝরে বরিষার বারি সম।
কিন্তু বাসুকি-হুঙ্কার,
কুমারের অস্ত্রের ঝঙ্কার;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কর সম
শরশ্রেণী ভুবন ব্যাপিয়ে চলে!
এ রিপু, হে হৃষীকেশ, কেমনে নাশিবে?

শ্রীকৃষ্ণ। শুন বৃকোদর!
সামান্য মানব এবে প্রবীর কুমার।
মাতৃবলে বলী, আজি মায়ে অবহেলি,
অঙ্গনার করিয়াছে উপাসনা।
কুপিত শঙ্কর হরেছেন বল তার,
ব্যথা দেছে মা'র মনে আজি।
হের শিব-দূত আসিছে শিবিরে।

(রণ-সজ্জা লইয়া শিব-দূতের প্রবেশ)

শিব-দূত। নমি পদে জনার্দ্দন ভুবন-পাবন!
২য় [illegible]বীর বীর নায়িকার ছলে।
তাই [illegible]তী সঙ্গিনী,
মনোহর উপবন সৃজিল মোহিনী
ভীষণ শশ্মান-ভূমে।
কামদেব ছলিয়া তথায়
কুমারে লইয়া গেল।
কুহকিনী বিলোল নয়নে
হানিল কটাক্ষ-শর,
জরজর মদন-পীড়ায়
নায়িকায় সম্ভাষিল প্রেমভাষে।
রণসাজ মায়াবিনী মায়ায় হরিল,
মায়ানিদ্রা তখনি ঘেরিল,
নিদ্রাঘোরে অচেতন ভীষণ শ্মশানে।
শিবের আদেশে, ত্রিশূল পরশে
হরিয়াছি বল তার।
ঝরে যার মা'র চক্ষে জল,
শিব-বল থাকে কি তাহার?
ধর হে শারঙ্গ ধনু, লহ রণসাজ,
অর্পিলে কুমারে যাহা,
আদেশ' দাসেরে, যাই পূজিতে মহেশে।

শ্রীকৃষ্ণ। জানা'য়ো প্রণাম মম মহেশের পায়,
নগেন্দ্রনন্দিনী-পদে শত নমস্কার।
কহিও ভৈরবদূত, অকৃতি এ সুত,
মনে যেন রাখেন জননী।
শিবদূত। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য;
প্রণাম চরণে। [প্রস্থান।
শ্রীকৃষ্ণ। বাহিনী সাজায়ে শীঘ্র চল বৃকোদর,
বেড় মাহিষ্মতী পুরী;
সাবধানে রক্ষা কর দ্বার,
আসে পাছে উন্মাদিনী পুত্র-অন্বেষণে।
মাতা পুত্রে দেখা হ'লে পড়িবে প্রমাদ,
মায়া-বল নায়িকার তখনি টুটিবে।
মাতৃ-দরশনে, মাতৃ-ভক্তি উদয় হইবে পুনঃ।
ভক্তিভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে প্রবীর,
শমনের অধিকার না রহিবে আর;
অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর।
[সকলের [illegible], কাল [illegible]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

প্রবীর।

প্রবীর। এস এস কোথা আদরিণি!
এ কি, কোথা আমি!
কোথা সে বাসর!—এ যে প্রান্তর নেহারি,
সুন্দরী লুকাল কোথা? এ কি ছল!
(শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর প্রবেশ)
অর্জ্জুন। বীর্য্যবান রথিশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার,
যজ্ঞের তুরঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে।
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম,
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে;
কীর্ত্তিগান চিরদিন রহিবে ধরায়,
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুনে জিনেছ রণে।
সমরে নাহিক কাজ, দেহ বাজী ফিরে।
প্রবীর। রণসাধ অবসাদ যদি ধনঞ্জয়,
চাহ যদি, ফিরে দিব হয়।
কিন্তু হে বিজয়! বুঝিতে না পারি
উপহাস কর কি আমার সনে?
ফাল্গুনী সমরক্লান্ত সম্ভব না হয়।
অর্জ্জুন। সত্য, নহি রণক্লান্ত; শুন বীরবর,
দেব-বরে জিনেছ সমরে কালি মোরে;
আজি যুদ্ধে হবে পরাভব,
দেব-কৃপা অন্য মম প্রতি।
প্রবীর। অশ্ব দিব ফিরাইয়ে পরাজয় মানি,
ভেব না সম্ভব কভু।
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।
অর্জ্জুন। অবিলম্বে দেহ রণ, সাজ রথিবর!
প্রবীর। রণসাজ কোথায় আমার?
কুহকে আচ্ছন্ন আমি,
রহিক [illegible] জি হতেছে জ্ঞান!
শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] বুঝ রথিবর!
বিরূপ [illegible],
যুদ্ধে তব জয় নাহি হবে।
ভাব মনে,
এ ঘোর শ্মশানে কিরূপে এসেছ তুমি;
ভেবে দেখ, রণসজ্জা কে হরিল তব?
নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে,
দেবতা-বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয়।
প্রবীর। বুঝিয়াছি, চক্রি, চক্র সকলি তোমার।
ধিক্ ধিক্ মৃত্যু শ্রেয়ঃ, এ জীবনে ধিক্!
স্মরণ হতেছে এবে, কাম-পিপাসায়—
আসিয়াছি নারীর পশ্চাতে।
অস্ত্র ধনু হরিয়াছ হরি!
ভাব কি হে তাহে মম হবে পরাজয়?
দেখিব কেমনে তুমি রাখিবে অর্জ্জুনে,—
শীঘ্র সাজি রণ-সাজে হইব উদয়।
অর্জ্জুন। ধনু অস্ত্র বর্ম্ম আদি দিতেছি তোমায়,
ইচ্ছা যদি ধর করে গাণ্ডীব আমার,

লহ কপিধ্বজ রথ, সারথি নিপুণ,
অবিলম্বে সাজহ সংগ্রামে।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বীর! যুদ্ধে কার্য্য কিবা?

প্রবীর। ইচ্ছা তব করিব কি পাণ্ডবের সেবা?
কহ, কৃষ্ণ, পাণ্ডব কি হেতু তোমা পূজে?
কপটের শিরোমণি তুমি,
ছল মাত্র বল তব;
মধুর বচনে কহ, 'মাগ পরাভব'।
শুন ওহে যাদব-প্রধান! কহে শুনি,—
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু তব অবতার;
এ কথার অর্থ নাহি হয় প্রণিধান।
শুন যদুবীর, রাজা যুধিষ্ঠির
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম-অবতার—
তারে তুমি মিথ্যা কহাইলে।
তব উপদেশে,
গুরুজনে কৌশলে বধিল পাণ্ডু-সুত।
জগবন্ধু নারায়ণ যদি হে কেশব! ...রি!
এ... কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের?
পাণ্ডবের সখা, পরের নহ সখা কার?
মিষ্টভাষে উপদেশ দিতেছ আমায়,
ক্ষত্রধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন—
বিনা যুদ্ধে পরাজয় মাগি!

শ্রীকৃষ্ণ। রাখ রাখ, রাজপুত্র, বচন আমার,
অশ্বমেধ-অনুষ্ঠান মম উপদেশে,
রাখ অনুরোধ,
পার্থে দেহ ফিরাইয়ে বাজী;
মম কার্য্যে বিঘ্ন নাহি কর।
তোমা দোঁহে কেহ নহে উন।
সমরে সোসর তুমি বীরবর,
কীর্ত্তি তব রবে লোকময়,
করি রণজয়
হয় দেহ ফিরাইয়ে আমার বচনে।
অপযশ কভু তব হবে না কুমার।

প্রবীর। অনুরোধে ফিরাইব বাজী?
না, অনুরোধ না মানিব;—
সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিব,
প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার!
ব্যভিচারী, ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে
কামোন্মত্ত হইয়ে নিশায়।
গঙ্গায় করেছি অপমান,
জাহ্নবীর উপদেশ ঠেলি
ধনু-অস্ত্র অর্পিলাম বারাঙ্গনা-করে।
রণ-ক্ষেত্রে হৃদয়ের রুধির ঢালিব।
কিন্তু যদি হয় রণজয়, সম্ভব এ নয়,
গৃহে আর ফিরে নাহি যাব,
বেশ্যাদাস কবে সবে;—
অগ্নিকুণ্ড জালি তাহে করিব প্রবেশ।
হা বিধাতঃ, এ কলঙ্ক লিখেছিলে ভালে!
এস ধনঞ্জয়,
দেহ যেবা অস্ত্র তব অভিলাষ,
দেহ রণ, অধিক বিলম্ব কেন আর?
... হস্ত ...ছি লও ধনু-অস্ত্র ইচ্ছামত তব,
আই ফাল্গুনি ...ইস শিবিরে,
...অস্ত্র আছে তথা দেখাই তোমায়,
যাহা রুচি তাহা তুমি করিও ধারণ।

প্রবীর। দেহ অস্ত্র, সাজ বীর, হও হে সত্বর।

অর্জ্জুন। দুইখান রথ দূরে কর দরশন,
যাহে ইচ্ছা তব বীর কর আরোহণ।

[অর্জ্জুন ও প্রবীরের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। এই উচ্চ শাখিচূড়ে কর আরোহণ,
দৃষ্ট হবে নগর তোমার।
সিংহনাদ শুনি ঘন ঘন,
আক্রমিছে বৃকোদর,
বল মোরে কোন্ যোধ বাদী?

বৃষকেতু। (বৃক্ষে আরোহণ করিয়া)
উত্তরে বিক্রম করে বৃকোদর-ঠাট,
সাত্যকি পশ্চিমভাগে চালিছে বাহিনী,
দৈত্য-সৈন্য ছোটে পূর্ব্বদ্বারে,
রাক্ষসীয় চমূ ধায় দক্ষিণ দুয়ারে।
ধ্বজা হেরি জ্ঞান হয় মনে,
আক্রমিতে বৃকোদরে অগ্নি আগুয়ান।

ওই শুন অস্ত্র-ঠন্‌ঠনি,
বেধেছে সমর ঘোর।
তমাচ্ছন্ন হেরি অস্ত্রজালে,
উল্কা সম মহা-অস্ত্র চলে,
হানে কেবা কারে, নির্ণয় করিতে নারি।
হেরি একাকার, শুনি মাত্র অস্ত্রের ঝঙ্কার,
সৈন্যের হুঙ্কার ঘোর।
আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে
মহাসৈন্য টলে,
যেন ঘোর রোলে সাগরতরঙ্গ দোলে।
বাণ-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে হরে অন্ধকার,
আঁধার বাড়ায় তায়।

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধানে দেখ বীরবর,
ভৈরবীরূপিণী রমণী কি লক্ষ্য হয়
অক্ষৌহিণী-মাঝে ?
বিহ্বলা পুত্রের তরে আসে যদি রাণী,
শক্তি কার না হইবে বারিতে ভীষণা
নিশ্চয় আসিছে ভীমা পুত্র অন্বেষণে ;
সে আসিলে অর্জ্জুনের নাহিক নিস্তার,
মহা তেজস্বিনী বামা জাহ্নবীর বরে।

বৃষকেতু। কই লক্ষ্য নাহি হয় কিছু !
হের হৃষীকেশ,
পাণ্ডব-গৌরব-রবি বুঝি অবসান।
দীপ্তিমান্ মহাঅস্ত্র ধরেছে কুমার।
অস্ত্রতেজে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড নেহারি !
ওই শুন বাসুকি-হুঙ্কার,
অস্ত্র ধায় বধিতে অর্জ্জুনে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ বীর ধনঞ্জয় নিবারিল শর,
কুমার বিকল হের সব্যসাচী-বাণে।

বৃষকেতু। যমরূপী অস্ত্র দেখ জুড়িল কুমার !
শুন প্রভু, ভীষণ উঠিছে হাহাকার,
কালানল অস্ত্র-মুখে ঝরে,
গর্জ্জে বাণ ভৈরব-বিষাণ জিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। শূন্যে হের, নন্দী অস্ত্র নিবারে ত্রিশূলে,
অস্ত্র-তেজ মহাতেজে মিশাইল।
পুনঃ হের নগর-মাঝারে,
হের কোন রমণী মূরতি ?
উন্মাদিনী আসিবে নিশ্চয়।

বৃষকেতু। যদুবীর !
দারুণ ভীমের শরে অগ্নি ভঙ্গীয়ান,
সিংহনাদে যোঝে বীরবর।
হেরি দূরে উন্মত্তের প্রায়
দুইজন ধাইছে তোরণ-মুখে,
নির্ণয় করিতে নারি পুরুষ কি নারী !
উল্কা প্রায় আসে দ্রুতবেগে,
নারী হেন হয় অনুমান,—
স্তব্ধ সৈন্য অস্ত্র নাহি চালে।
কে ভীষণা, কহ দামোদর,
অন্য নারী কেবা তার সাথী ?

শ্রীকৃষ্ণ। সঙ্কট পড়িল আজি অর্জ্জুনে লইয়ে ;
মাতার চরণে যদি প্রণমে প্রবীর,
শিব-বল ফিরিবে আবার।
[illegible]র নেহার ভীষণা ?
[illegible]

(যুদ্ধ [illegible] করিতে অর্জ্জুন ও প্রবী[illegible]

অর্জ্জুন। [illegible]বীরবর, ক্ষমা দেহ রণে।
করিয়াছ দুষ্কর সমর,
দেখনরে অসম্ভব !
ক্লান্ত তুমি, বিশ্রাম লভহ ;
বিকলাঙ্গ দারুণ প্রহারে,
তবু কেন যাচিছ সমর ?

প্রবীর। যুদ্ধ—যুদ্ধ,—কর আক্রমণ !

[যুদ্ধ ও পত[illegible]

অর্জ্জুন। হায় ! মহাবীর হইল নিপাত,
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়কার্য্য, বধিলাম শিশু ;
বীরকুলক্ষয় হেতু জনম আমার।

বৃষকেতু। ওই আসিতেছে বিভীষণা এই দিকে,
সঙ্গে নারী উন্মাদিনী এলোকেশী।
পলায় পাণ্ডব-সৈন্য ডরে।

শ্রীকৃষ্ণ। শীঘ্র নাম তরু হ'তে,—চল পলাইয়ে।

[বৃষকেতুর বৃক্ষ হইতে অবত

অর্জ্জুন। হরি, জীবিত কুমারে হেরি,
ঔষধে হে হবে কি উপায় ?
আহা বীরশ্রেষ্ঠ রথীন্দ্র প্রবীর !
শ্রীকৃষ্ণ। খেদ কর শিবিরে যাইয়া।
আসে জনা উন্মাদিনী ;
পুত্রবধ করেছ কৌশলে,
তার কোপানলে ভস্ম হবে এইক্ষণে ;
শীঘ্র চল ত্যজি রণস্থল।

[প্রবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রবীর। হে শঙ্কর ! এতদিনে
দাসেরে কি পড়িয়াছে মনে ?
ভোলানাথ ! ভুলে ছিলে কত দিন।

(মৃত্যু)

(জনার প্রবেশ)

জনা। ওই ওই ওই যে কুমার,
বাপধন পড়েছ সংগ্রামে,
[illegible]ই যাদুমণি, এস নাই মার কাছে ?
[illegible]রি !
হা পুত্র, [illegible] পুত্রবধূ আমার !

(মদনমঞ্জরীর প্রবেশ)

আরে অভাগিনী,
দেখ্‌রে কুমার কি দশায় !
মদনমঞ্জরী। হা প্রাণেশ্বর ! (মূর্চ্ছা)
জনা। মমতা এস না বক্ষে মম !
জল জল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জল হৃদে !
পুত্রহন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দুবারি যেন নাহি ঝরে।
বীর-অবতার,
অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত-আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা,
'পুত্রহন্তা অরি তোর জীবিত এখনো'।
শোণিতের সনে বহ গরল-প্রবাহ,
বৈশ্বানর খেল শ্বাস সনে,
পুত্রহন্তা বৈরিরে নাশিতে।
চক্ষু হ'তে প্রলয় অনল ছোট'—
হিংসা-তৃষা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও দিনকর,
উঠরে প্রলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে,
পুত্রঘাতী অরাতি জীবিত।
ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈরনির্য্যাতন,
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে।
জলরে সন্তাপ হৃদে জলরে দ্বিগুণ,
জ্বালা জুড়াইবে জনা শত্রুর শোণিতে।
হা পুত্র ! হা স্বর্ণ-গিরিচূড়া !
যাই যাই বৈরী-নির্য্যাতনে।
[illegible]াই শেষ দেখা ;—
[illegible] ২স্ম [illegible]ধন,
আই [illegible]দিন [illegible]
[illegible]ড়ো না চোখে নেহারি বাছারে।
মদনমঞ্জরী। (মূর্চ্ছান্তে) আহা !
প্রাণনাথ ভুলে আছ দাসীরে কেমনে ?
ওঠ ওঠ প্রাণনাথ ঘুমা'ও না আর,
ফিরে চাও মুছাও নয়ন-বারি,
পতিসোহাগিনী, পতি-কাঙ্গালিনী,
হের অভাগিনী তব পদতলে।
গর্জ্জে অরি শুন বীরবর, সাজহ সত্বর—
কাতরে স্বপক্ষ সেনা ডাকিছে তোমায় !
ওঠ বীরমণি—
ফাল্গুনীর বীরগর্ব্ব খর্ব্ব কর ত্বরা।
কিবা অভিমানে ধরাসনে করেছ শয়ন ?
কথা কও প্রাণ রাখ অভাগীর !
আরে প্রাণ পাষাণগঠিত,
প্রাণনাথ গেছে চ'লে, আছ কার তরে ?
কি হ'লো মা, কি হ'লো আমার !
জনা। কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে, শোক কর বালা,
শোক নাহি জনার হৃদয়ে !
অস্ত্রানলে দগ্ধ তনু তনয়ের মম,

আঁখি-জলে কর মা শীতল,
নাহি বারি জনার নয়নে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধার বেজেছে বাছার কায়,
বুঝি মর্ম্মস্থল জ্বলে,
কর তায় ধারা বরিষণ!
কাঁদ কাঁদ বালা, পতি তোর ধরাতলে;
রুধির-তৃষায় জ্বলে জনার অন্তর।

মদনমঞ্জরী। আজি এ শ্মশান পুনঃ বাসর আমার!
বিবাহের দিনে
পতি প্রদক্ষিণ ক'রেছিনু সাতবার,
আজি পুনঃ বেড়িয়ে পতিরে
পদে করি নমস্কার।
করে মঙ্গলধ্বনি শকুনি গৃধিনী,
চিতাভস্ম ছড়াও পবন,
মাঙ্গলিক ফুল সম।
শিবাগণে কররে আনন্দধ্বনি।
হৃদয়রঞ্জন, নারীর জীবন,
রমণীর শিরোমণি কর হে সোহাগ।
প্রাণপতি! কাঁদে সতী,
সোহাগে কর হে সাথী;
যাই যাই, প্রাণেশ্বর ডাকে মম!

(প্রবীরের পদতলে পতন ও মৃত্যু)

জনা। গুণবতি! ঘুমাও পতির কোলে,
জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে।
শুন শুন ভীষণ শ্মশানভূমি!
শুন সমীরণ!
শুন প্রেত দানা ডাকিনী হাঁকিনী
—ফের যারা এ নির্ম্মস্থলে!
শুন রবি গগনমণ্ডলে!
জলে স্থলে অনিলে অনলে
অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী,
শুন শুন প্রতিজ্ঞা আমার,—
মহেশ্বর চক্রধর দণ্ডধর কিবা,
বজ্র-হাতে ঐরাবতে দেব পুরন্দর,
সবে মিলি হয় যদি অর্জ্জুন-সহায়,—
পুত্রহন্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে রোষানল মম
প্রবেশিবে দহিতে অর্জ্জুনে।
পুত্রশোকাতুরা মাতৃকোপানলে,
দেখি পরিত্রাণ পাও কোন্ দেব-বলে।
যাই যাই,
পুত্রহা অরাতি আছে জীবিত এখনো।

[প্র

(বেতাল, ভৈরব, যোগিনী, ডাকিনী, হাঁকিনী প্রভৃতির প্রবেশ)

গীত।

আনন্দভৈরব—ত্রিতালী।

ভৈরব।—ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর, গঙ্গাধর হর শ্মশানবিহারী
ভৈরবী।—ঘোরা দিগম্বরী ঈশ্বরী শঙ্করী, উন্মাদিনী ভীমা ভয়
ভৈরব।—বিষাণগর্জ্জন বিশ্ববিনাশী,
ভৈ—অট্ট অট্ট হাসি প্রলয় প্রকাশি,
রুহুক ... জয় চামুণ্ডে,
ভৈরব ... সং
... ব, ভৈরব ...
ভৈরবী।—প্রমত্ত ভৈরবী ভীম তরঙ্গে,
রুধিরদশনা,
ভৈরব।— জয় পিনাকধারী।
বব-বম্ বব-বম্ গভীর ঘোর রোল,
ভৈরবী।—করাল কুন্তল আকুল দল দল,
জয় ফণিকুণ্ডলা,
ভৈরব।— জয় ফণিহারী।

ভৈরব। গঙ্গাজলে তুই দেহ করিয়ে অর্পণ,
কার্য্য সাঙ্গ চল যাই কৈলাস-সদন।

[সকলের প্রস্থান

———

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির-সম্মুখ

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃষকেতু

বৃষকেতু। হে মুরারি, বুঝিতে না পারি,
পদানত অরি,
তবে কেন বিষণ্ণ তোমারে হেরি ?
অগ্নিদেব-অনুরোধে ক্ষান্ত আছে রণ,
নহে এতক্ষণ
রাজধানী হ'ত অধিকার।
মনে হয় নিশ্চয় ফিরায়ে দিবে হয়।
আর এক হ'তেছে বিস্ময়,
কৃপাময় কে বুঝে তোমার মায়া !
পুত্র[illegible]জনারে হেরিয়ে
[illegible] পুত্রবধূ
ভয়ে কেন পলাই[illegible]র !
অগণন রণে
কত মাতা অপুত্র হ'য়েছে,
ক্ষত্রসুতা নহে কেবা পুত্রশোকাতুরা ?
জগন্নাথ, অকস্মাৎ জনারে হেরিয়ে
সভয় হইলে কি কারণ ?
পুত্রশোকে গালি পাড়ে নারী,
কত শত দেয় অভিশাপ,
অমঙ্গল ফলিলে তাহায়,
এতদিনে পাণ্ডুকুল হইত নির্ম্মূল।
শ্রীকৃষ্ণ। শুন বীর, নহে জনা সামান্যা রমণী !
জাহ্নবীর সহচরী মহা তেজস্বিনী।
ভোগ-লালসায় এসেছে ধরায়,
কালপূর্ণ—মিশাবে জাহ্নবী-জলে।
মিলি মোরা তিন জন,
পুত্রে তার করিয়াছি কৌশলে নিধন,
বেজেছে বেদনা তায় গঙ্গার হৃদয়ে।
ভাতিছে জনার চক্ষে জাহ্নবীর রোষ,
হর-কোপানলে যদি থাকে হে নিস্তার,
জাহ্নবীর ক্রোধে নাহি পরিত্রাণ কার।
বৃষকেতু। এ ঘোর বিপদে কহ বিপদভঞ্জন,
ধনঞ্জয়ে কি উপায়ে রাখিবে মাধব ?
শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র উপায় ইহার,
তিন অংশ হয় যদি এই ক্রোধানল,
কষ্টে সাধ্য হয় তায় পার্থের উদ্ধার।
এক অংশ লইবারে পারি,
অধিক শকতি নাহি মম।
অন্য অংশ করিতে গ্রহণ,
যদি কেহ থাকে মহাজন,
তবে রক্ষা হয় কিরীটীর।
কিন্তু কোথা কেবা শক্তিমান্,
সে অনল পরের কারণ
কেবা করিবে ধারণ ?
২য় [illegible]রায়ণ, তব পদে আছে যার মন,
তাই ফ[illegible]ন
অনায়াসে করিবারে পারে।
হে শ্রীপতি, তব পদে থাকে যদি মতি,
জাহ্নবীর রোষানল করিব গ্রহণ।
যে হয় সে হয় করহ উপায়,
যাহে এক অংশ আসে মম পরে।
শ্রীকৃষ্ণ। এ কি কথা কহ বীরমণি,
তুমি পাণ্ডবের নয়নের মণি,
অমঙ্গল যদি তায় হয়,
কি কবেন ধর্ম্মরাজ শুনি ?
কি জানি যদ্যপি শক্তি নাহি হয় তব
ধরিতে সে দুরন্ত অনল,
আমি, ধনঞ্জয় আর দেব দিগম্বর,
পারি মাত্র এক অংশ করিতে গ্রহণ;
জাহ্নবীর কোপানল বিশ্ববিনাশিনী।
বৃষকেতু। হে শ্রীপতি, শ্রীচরণে ধরি
'ভক্তি' ভিক্ষা করিল কিঙ্কর,
ভক্ত বলি আশ্বাসিলে দাসে পীতাম্বর।
তব বাক্য মিথ্যা কভু নয়,

হরিভক্ত হ'য়েছি নিশ্চয়।
কিবা শক্তি নাহি ধরে কৃষ্ণভক্তজন ?
চক্রধারি, নাহি ডরি রোষানল।
ওহে সারাৎসার,
উচ্চ কার্য্যে দেহ অধিকার,
রোষাগ্নির অংশী মোরে কর নারায়ণ।
যদি ভস্ম হই সে রোষ-অনলে,
হাসিবেন পিতৃদেব মিহিরমণ্ডলে
তুষ্ট হয়ে মম প্রতি।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি—ধন্য আত্মত্যাগ !
এই মহাপুণ্যফলে,
পাইবে নিস্তার রোষানলে ;
তুমি, আমি, ধনঞ্জয়—অংশী এ রোষের।
শুন রথী, যেই হেতু রোষাগ্নি দুর্ম্মদ,
মাতৃপূজা-প্রতিবাদী মোরা তিনজন,
মাতৃপূজা করে যেই জন
যেবা তায় হয় বিঘ্নকারী,
রুষ্টা জগন্মাতা দিগম্বরী তার প্রতি।
কুপিতা ভৈরবী এবে অর্জ্জুনের পরে,
অবশ্য হইবে তার শমন দর্শন।
কিন্তু পুত্রস্নেহ মম প্রতি,
কৃষ্ণমাতা নাম, মম ভক্ত জানি—
নিস্তারিণী রাখিবেন পায়।
ভেব না হতাশ,
ভূমণ্ডলে পাণ্ডবের নাহিক বিনাশ,
ব্যাস-বাক্য হবে না লঙ্ঘন।
দেবীর প্রসাদে,
প্রসন্না প্রসন্নময়ী দাসে,
অবাধে এ রোষানল এড়াবে অর্জ্জুন।
সঙ্গোপনে রেখো কথা,
স্মরিয়ে শঙ্করী আশীর্ব্বাদ করি,
অকল্যাণ হবে না তোমার।

বৃষকেতু। বন্ধু যার শ্রীমধুসূদন
নাহি ডরি তার তরে।
ও পদপঙ্কজ স্মরি
প্রাণের আশঙ্কা নাহি করি ;
কিন্তু
আকুল অন্তর মম হে ব্রজবিহারি,
তুমি অংশ করিবে গ্রহণ !
কল্পতরু তুমি ভগবান্,
কিঙ্করের পূরাও বাসনা,
বনমালি, মাগি বর—ওহে বংশীধর,
তব অংশ দেহ এ দাসেরে।
নিত্য কত ক্ষুদ্র কীট পোড়ে হে অনলে,
এ পতঙ্গ রোষাগ্নিতে যদি যায় জ্ব'লে,
কমলাক্ষ ! তাহে ক্ষতি কিছু নাহি হবে ;
তুমি ব্যথা পাবে,
এ যাতনা সহিতে নারিব !
রাঙ্গা পায় জানায় কিঙ্কর,
ব্রজেশ্বর, ক'র না বঞ্চনা।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনিলে বীরেন্দ্র তুমি,
বিপদবারিণী কৃপাময়ী মম প্রতি ;
[illegible]স না স্পর্শিবে আমায়,—
দে[illegible]মাণ,
যদু[illegible]কি নির্ম্মূল
গান্ধা[illegible] অভিশাপে [illegible]
যদুবংশ-বৃদ্ধি দিন দিন।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। নমি দানবারি,
ভয়ঙ্করী কোথা হ'তে আসিয়াছে নারী।
এলোকেশী আরক্তনয়না,
অস্ত্রধারী প্রহরী বারিতে নারে ;
ফেরে শিবিরে শিবিরে,
কেবা জানে কি ভাবে ভীষণা,
কারে করে অন্বেষণ।
করালিনী কালভুজঙ্গিনী
শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘনে কাঁপে ওষ্ঠাধর,
দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ভীষণ,
অনীকিনী আতঙ্কে কম্পিত।
অদ্ভুত কাহিনী শুন যদুমণি,
যেন শিবির খুঁজিয়ে,
ক্লান্ত হ'য়ে চামুণ্ডারূপিনী

বসিল অশ্বত্থ-তরুমূলে—
আচম্বিতে উঠিল গর্জ্জিয়ে,
'অর্জ্জুন' বলিয়ে ছাড়িল প্রবল শ্বাস,
শু'কাল প্রবীণ বৃক্ষ সে শ্বাস-অনলে !
উন্মাদিনী উঠিল আবার,
থেকে থেকে করে বামা ভীষণ চীৎকার,
বড় ভাগ্যে ধনঞ্জয় নাহিক শিবিরে,
অনলদেবের সনে গেছেন নগরে,
নীলধ্বজ রাজার আলয় ।
নহে,—
নিশ্চয় মঙ্গলময়, অনর্থ ঘটিত ।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও, দূত, সাবধানে,
কেহ কিছু না বলে বামারে,
নাহি ভয় চলে যাবে নিজ স্থানে ।
[দূতের প্রস্থান ।
বুঝেছ কি, কেবা সে ভীষণা ?
পুত্রশোকাতুরা জনা,
যে নিশ্বাসে অশ্বত্থ শুকা'ল,
[illegible]ত অর্জ্জুন ।
বৃক্ষরূপে পুত্রবধূ [illegible]
বিষহীন ভুজঙ্গিনী জনা এবে ।

বৃষকেতু। হে প্রভু, হে নিরঞ্জন, ব্রহ্মসনাতন,
কত সহ ভক্তের কারণ,
পাপ-তাপ ভার বহি নরদেহ ধরি
ধরায় ভ্রমিছ নারায়ণ,
করুণার তুলনা কি হয়,
সাগরের সাগর উপমা ।
অজ্ঞ দাসে কহ বিশ্বরূপ,
বৃক্ষদেহে সহিতেছ যেই রোষানল
কিসে সে শীতল হবে ?
সাধ হয় হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়ে
লেপি প্রভু অশ্বত্থের গায়,
যদি ক্ষণেক জুড়ায় ঘোর জালা ।
কহ নাথ, জীবিত কি হবে বৃক্ষ পুনঃ ?
নহে হরি,
রহিল দারুণ শেল কিঙ্করের বুকে !

শ্রীকৃষ্ণ। তোমা সম ভক্ত মম বিরল ভুবনে,
ক্ষুব্ধচিত্ত না হও ধীমান্ ।
বাড়াতে ভক্তের মান তাপ সহি আমি,
ভক্তের প্রসাদে সেই তাপ যায় দূরে ।
এই রাজ্যে বৈসে এক মহাভক্ত দ্বিজ,
স্পর্শে তার তাপ দূরে যাবে,
নবীন পল্লব পুনঃ অশ্বত্থ ধরিবে ।

বৃষকেতু। হেন ভক্ত কেবা দয়াময়,
পদে তাঁর কোটি নমস্কার !

শ্রীকৃষ্ণ। অতীব সরলচিত্ত ব্রাহ্মণকুমার,
বিশ্বাস তাহার,
জীবনে বারেক যেই স্মরে মম নাম,
পুলকে গোলোকধামে অন্তে পায় স্থান ।
হস্তিনায় ল'য়ে যাব দ্বিজোত্তমে,
চল যাই ব্যাকুল বাহিনী । [উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদূষকের বাটীর সম্মুখ

(ইতুভাঁড় লইয়া বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। এই যে, দিব্বি দূর্ব্বা ঘাসগুলি গজিয়েছে, বেশ ঘরে ব'সে পূজা খাচ্ছ,না ? তা চল, আমা হ'তে যদি ঠাকুর-কুল নির্ম্মূল হয়, তা আমি ছাড়ছি না। একগণ্ডা ইতু বসেছেন ঘরে। আমি বুঝে নিয়েছি, ঠাকুরের ছোট বড় নেই, সর্ব্বনাশ করতে কেউ কসুর করে না ।

(ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। তবে রে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, তুমি আমার ইতুভাঁড় চুরি ক'রে পালাচ্ছ ?

বিদূ। আরে ক্ষেপী বুঝিস্‌নে, পুকুর-ধারে ভাল ক'রে পূজা কর্ত্তে যাচ্ছি ।

ব্রাহ্মণী। পুকুরধারে পূজো কি ?

বিদূ। তবে আর সমস্ত রাত কি কচ্ছিলুম? নোড়া-নুড়ি বটতলায় অশ্বত্থতলায় যা যেখানে ছিল, সব একত্তরে জড় করেছি, তোর এই ইতুভাঁড়গুলি বাকী, ছুঁড়ি নোড়ানুড়ী সহর জুড়ে ছিলেন, বরাবর পূজো খেয়ে এলেন, আর কাজের বেলা কেউ নয়; আচ্ছা, থাকুন দীঘির জলে ঠাণ্ডা হ'য়ে।

ব্রাহ্মণী। এ মিন্‌সে ক্ষেপেছে!

বিদূ। মিন্‌সে ক্ষেপে নি, রাজ্যিশুদ্ধ ক্ষেপেছে। কেউ বল্‌ছেন, 'মা, কি কর্‌লেন', কেউ বল্‌ছেন, 'বাবা রক্ষা কর', কেউ বল্‌ছেন, 'বিপদ-ভঞ্জন'—দূর হোক, সকালবেলা আর ও নামটা করব না। ওরে আবাগের বেটাবেটিরে, বাবা মা কাণের মাথা খেয়ে শুয়ে আছে, জেগে আছেন কেবল দামোদর, তা যা করবার তা ক'রে যাবেন।

ব্রাহ্মণী। দাও দাও, আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। আরে আয় না, পুকুরধারে এক এক ক'রে ঝারায় বসাই গে।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি বল্‌ছ?

বিদূ। তুমি কি বল্‌ছ?

ব্রাহ্মণী। ইতুভাঁড় নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

বিদূ। এই যে ছত্রিশবার বল্লুম।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি জলে ফেল্‌তে যাচ্ছ নাকি?

বিদূ। এম্‌নি ত বাসনা, তবে ইতু ঠাকুরের মনে কি আছে জানি নে।

ব্রাহ্মণী। ওমা, কি সর্ব্বনাশ, তোমার এমন বুদ্ধি ঘট্‌লো কেন?

বিদূ। ছদিন বাঁচব বলে আর কি! তোমার মাথায় সিঁদুর থাক্‌বে, খাড়ু খসবে না, নৈলে এই যে দেখছ দূর্ব্বা ঘাস, ইতু ঠাকুরের বরে হাড়ে হাড়ে গজাবে, ওঁরা কেউ শুধু পূজা খান্ না।

ব্রাহ্মণী। না, দাও, আমার ইতুভাঁড় দাও।

বিদূ। কেন পেড়াপীড়ি কচ্ছিস, দেখ্‌বি আয় না, ইতু ঠাকুর বুড় বুড় ক'রে তোকে বর দিয়ে যাবে এখন।

ব্রাহ্মণী। ও মা, কি সর্ব্বনাশ হলো, ঠাকুর-দেবতা মান না।

বিদূ। মানি নে ত নিয়ে যাচ্ছি কেন? পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি, খুব মানি। তবে যে কখনও কারুর ভালো ক[illegible] এই কথাটি মানি নে। ছাড়, নে তোর ইতুভাঁড়। রাজবাড়ী থেকে না বদ্দি যাচ্ছে? ও বৈদ্যরাজ, বৈদ্যরাজ, বলি হন্ হন্ করেই চলেছ যে?

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান

(বৈদ্যের প্রবেশ)

বৈদ্য। কি ঠাকুর, রাজবাটী থেকে চ'লে এলে ক[illegible]

বিদূ। মশায় যখন নাড়ী টিপে মাথা চাল[illegible] আপনি চলে এলেন যে?

বৈদ্য। একটা ঔষধ প্রস্তুত ক'র্‌ব ভাব্‌ছি।

বিদূ। কেমন দেখ্‌লেন?

বৈদ্য। দেখ্‌লেম বড় সঙ্কট, আরোগ্য হলেও হ[illegible] পারেন, আর না হলেও হতে পারেন।

বিদূ। আমিও বেশ বুঝ্‌লেম।

বৈদ্য। কিরূপ—কিরূপ?

বিদূ। মশায়ও এখন বজ্রাঘাতে মর্‌লেও ম[illegible] পারেন, আর বেঁচে গেলেও যেতে পারেন।

[illegible] খন হ'য়েছে কি—একে বৃদ্ধ শরীর, [illegible] অস্ত্রাঘাতে [illegible], তায় পুত্রশোকে [illegible] যাচ্ছেন—

বিদূ। এগুলি আমি জানি, এগুলি শুন্‌তে মশা[illegible] ক্লেশ দিতেম না; জিজ্ঞাসা করি, কিছু উপায় আছে কি[illegible]

বৈদ্য। উপায় কষ্টসাধ্য, আপনি যান, আপনি দে[illegible] উত্তম শুশ্রূষা করেন।

বিদূ। আমি থাক্‌তেম, মশাই ঠোঁট তুব্‌ড়ে [illegible] চাল্‌তে আরম্ভ ক'ল্লেন, সত্যি বল্‌তে কি, দেখে [illegible] যমদূত জ্ঞান হ'ল; ভাব্‌লেম, উনি ততক্ষণ নাড়ী টি[illegible] আমি একটা মাঙ্গলিক কাজ ক'রে আসি।

বৈদ্য। হ্যাঁ উচিত, নারায়ণকে তুলসী দেবেন?

বিদূ। তোমার সাত বেটার কল্যাণে দেব।

বৈদ্য। কেন ঠাকুর, তুলসীই তো ব্যবস্থা।

বিদূ। ব্যবস্থা তো বটে, ভাল শালগ্রাম এখন কো[illegible] পাই? আপনার বাড়ী আছে কি?

বৈদ্য। হ্যাঁ, উত্তম শালগ্রাম—গিরিধারী।

বিদূ। তা দেবেন চলুন, আমি ঝারায় বসিয়ে তু[illegible] দেব। (স্বগত) যেমন নরবংশ নাশ ক'চ্ছ, তো[illegible]

হুড়ীর বংশ নাশ ক'রতে আমি ছাড়ব না। যেখানে যা পাব হাতাব, আর দীঘি-সই করব। তোমার হুড়ীর ঝাড়কে গেড়ে তার পর রাজবাড়ীতে যাচ্ছি,—ওঁরা ডাঙ্গায় থাকতে রাজার বড় ভাল বুঝি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

—·—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

নীলধ্বজ, মন্ত্রী, অগ্নি ও পারিষদগণ।

নীল। হা প্রবীর, হা রথীন্দ্র, হা বংশধর, আমায় অসহায় ফেলে কোথায় গেলে? শত্রু নগরদ্বারে, এখনও কেন বীর-সাজে সেজে আসছ না? বাপরে, তোমার অভাগা পিতা মরে, দেখে যাও। [illegible] রে!

[illegible] হায়, কি উপায় হ[illegible] [illegible]রাজের এই দশা, রাজ্ঞী পুত্রবধূ [illegible] [illegible]জ্ঞীর এখন কি দশা?

অগ্নি। তিনি আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন; স্বাহা তাঁর নিকট আছে। মহারাজ, শোকের সময় নয়, শত্রু গৃহদ্বারে, রথীন্দ্র কুমার হত, প্রজারা রোদন ক'চ্ছে,—তাদের দশা কি হবে ভাবুন।

নীল। চল, আমি একবার কৃষ্ণার্জ্জুনকে দর্শন ক'রব; আমি মুরলীধারীকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রব, এ বৃদ্ধ বয়সে কেন আমার বক্ষে দারুণ শেল আঘাত ক'ল্লেন? অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা ক'রব যে, কুসুম-সুকুমার কুমারের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রতে তাঁর মনে ব্যথা লাগল না! কি হ'ল, আমার দুলাল কোথা গেল?

মন্ত্রী। হায় হায়, এ কি শোকের সময়।

নীল। ওহো ধনঞ্জয়, পুত্রশোক কি, তা ত তুমি জান, জেনে শুনে এ ব্যথা আমায় দিলে! তুমি কি জান না যে, তোমার তূণে এমন অস্ত্র নাই, যায় পুত্র-শোকের তুল্য ব্যথা লাগে? কি দারুণ শেলাঘাত! জীবন থাকতে কি ভুলতে পারব? হা প্রবীর, হা প্রবীর—

অগ্নি। মহারাজ, স্থির হোন, শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিকট সন্ধির নিমিত্ত দূত পাঠিয়েছেন, তাঁর একান্ত অনুরোধ, পাণ্ডবের সহিত আপনি সদ্ভাব করেন। যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, আর যুদ্ধে প্রাণিক্ষয় প্রয়োজন নাই।

নীল। কি হয়েছে? কই আমার ত মৃত্যু হয় নি। আমি ত এখন' জীবিত আছি! প্রবীর ম'রেছে, আমি মরি নি; কোথায় যাব, কোথায় এ প্রাণের জ্বালা জুড়াব? শুনেছি, মধুসূদন নামে বিপদ থাকে না, তবে কেন তাঁর আগমনে আমি এই বিপদ-সাগরে পড়লেম? ওহো, এ দারুণ জ্বালা আমি কি ক'রে ভুলব?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজ-আদেশের নিমিত্ত দূত অপেক্ষা কচ্ছে।

নীল। চল, যুদ্ধে চল, একত্রে সকলে প্রাণ দিই, মাহিষ্মতী পুরী আজ ধ্বংস হোক। আমার ঘরের প্রদীপ আজ নিবেছে, অন্ধকার ঘরে আর কেন বাস ক'চ্ছ? [illegible]প্রবীর নাই, কুমার আমার নাই, দাও ধনু-অস্ত্র [illegible] [illegible]দ্ধে যাই।

[illegible] মহারাজ, জেনে শুনে প্রজ্বলিত অনলে ঝাঁপ দেবেন না; প্রজারক্ষা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সমরানলে তাদের ডালি দেবেন না। পাণ্ডব অজেয়, আপনাকে বার বার বলেছি।

নীল। যাব, আমি একা পাণ্ডব-শিবিরে যাব। প্রজারা কুশলে থাকুক। যেখানে আমার প্রবীর, সেইখানে যাব, রণক্ষেত্রে প্রাণ দেব। আহা, কুমার কোথায় গেল? মন্ত্রি, আমার পুত্রহন্তা কোথায় দেখ্‌ব।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মন্ত্রিবর, স্বয়ং অর্জ্জুন রাজপুরে উপস্থিত, রাজদর্শন ইচ্ছা কচ্ছেন।

নীল। অর্জ্জুন!—সমাদরে নিয়ে এস।

[দূতের প্রস্থান।

প্রবীরকে বধ করেছেন, আমায় বধ করুন। একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, কেমন ক'রে পাষাণ প্রাণে বাছার গায়ে অস্ত্রাঘাত কল্লেন!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মহারাজ, অতিথি এ পুরে।

তুমি ধার্ম্মিক সুধীর,

অতিথির অসম্মান ক'র না ধীমান্!
মাগি হে যজ্ঞের হয়.
ভিক্ষা মোরে দেহ মহাশয়,—
নহে অতিথি ফিরিয়ে যাবে।
হ'লো যুদ্ধ সমানে সমান,
রহিল সম্মান,
সখ্যভাবে আলিঙ্গন কর মহারাজ,
পাণ্ডব সখ্যতা যাচে হ'ও না বিরূপ।
অকারণ হইয়াছে বহু প্রাণনাশ,
মহেষাস, ক্ষান্ত দেহ রণে।

নীল। হে রথীন্দ্র, কাঁদে প্রাণ,
তাই কথা জিজ্ঞাসি তোমায়!
শুনি করাল কঠিন করে তব
পরাভব নিবাতকবচ,
কেমনে হে পাষাণ পরাণে,
সেই করে প্রহারিলে পুত্রে মম,
ব্যথা কি হ'লো না ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন। লজ্জা নাহি দেহ রাজা, না কহ অধিক।
আত্মগ্লানি জ্বলে হৃদি-মাঝে,
তাই গাণ্ডিব রাখিয়ে,
ভিক্ষুকের সাজে এসেছি তোমার পাশে।
কর মার্জ্জনা রাজন্,
অনুতাপ কর নিবারণ,
শোক ত্যজ মহীপাল।
দিক্পাল সম তব আছিল নন্দন,
পাণ্ডব বিমুখ যার বাণে;
এতদিনে ঘুচেছে বিজয় নাম।
আছিল প্রতিজ্ঞা মম শুন নরনাথ,
যম সম শত্রু হলে পৃষ্ঠ নাহি দিব,
সে গর্ব্ব হয়েছে খর্ব্ব কুমারের বাণে।
রণে হত পুত্র হেতু শোক নাহি সাজে।
উজ্জ্বল তোমার বংশ পুত্রের গৌরবে,
শত মুখে শত্রু যার প্রশংসা গাহিছে।
দেবদৈত্যনাগ সনে হ'য়েছে বিরোধ,
কিন্তু,
হেন যোধ সনে কভু দ্বন্দ্ব না হইল।
ক্ষত্রিয়-প্রধান তুমি ধার্ম্মিকপ্রবর,
স্বর্গগত পুত্র হেতু কেন কর শোক?
ত্যজ তাপ,
হে সখা, সখার প্রতি হও হে সদয়।

নীল। বীরত্ব সমান রথী মাহাত্ম্য তোমার,
সখা-ভাবে সম্ভাষণ পতিত শত্রুরে!
সখা যদি আমি তব হে বীর-কেশরী,
দেখাও পাণ্ডব-সখা সারথি তোমার,
করহ বন্ধুর কার্য্য দীনবন্ধু আনি।
মহিমা-অর্ণব, তব মহিমা কি কব.
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সম্ভব কেবল।
বীর্য্য কিবা ক্ষমা তব অধিক প্রবল,
মূঢ় আমি—কি করিব তুল।
হে বিজয়, অভয় দানিলে,
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি ভুবন ভিতরে;
চরিতার্থ কর, সখা, কৃষ্ণে দেখাইয়ে।

বৃষকে[illegible] রাজেন্দ্র, তব ভাগ্য কি কব অধিক,
ব্যাকু[illegible] তব আতিথ্য-গ্রহণে।
তোম[illegible]পতি-কৃপা অতি[illegible]
আসিব কেশবে ল'য়ে শুন ম[illegible];
পরম-অতিথি-সেবা কর আয়োজন,
শোক তাপ যাবে,—যাবে এ ভববন্ধন।
[প্র

নীল। যাও মন্ত্রিবর,—
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগর।
রাজ্যময় পড়ুক ঘোষণা,—
আনন্দের দিন আজি,
প্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে,
ঘরে ঘরে হয় যেন হরিগুণগান।
ভগবান্ আসিবেন পুরে,
কদলীর তরুমালা করহ রোপণ।
রবি অস্তে মেঘশ্রেণী সম—
উড়াও বিবিধ বর্ণে পতাকা সুন্দর,
পুষ্পহারে বেড় রাজধানী। [মন্ত্রীর প্র
দেব বৈশ্বানর,
তব বরে পীতাম্বরে পাব দরশন॥

তোমার রক্ষার ভার মাহিষ্মতী পুরী।
আমি হীনমতি করি হে মিনতি,
আসিবেন পরম অতিথি পুরে,
সেবার না হয় ত্রুটি।

অগ্নি। বড় ভাগ্য ভূপাল তোমার।
ঈশ্বর পূজায় কোন বিঘ্ন নাহি হবে।

(বিদূষকের প্রবেশ)

নীল। সখা, সফল জীবন মম,
পাব আজ কৃষ্ণ-দরশন।

বিদূ। যা হোক্ খুব চুটিয়ে বর দিয়েছ দেবতা! বাস্তবৃক্ষটা পর্য্যন্ত রাখলে না! এখন যান্, আর কোন ভাগ্যবান্ রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন। জামাই-আদরে দিনকতক খান, শেষটা একদিন ভোরে উঠে কল্পতরু হয়ে বর দেবেন। মুরলীধর এ পুরে না পদার্পণ ক'রে যদি দেবলোকে গিয়ে মুক্তিদান করেন, তা হ'লে লোকের বার আনা আপদ-বিপদ কেটে যায়। বিপদ্ভ[illegible]! ক[illegible]তা হ'লে যে লোকের বংশ থাকবে [illegible]চোর ননী খাবেন কোথা[illegible] পুত্রবধূ[illegible] অমনি অ[illegible]ছিলেম, ভাবলেম, অনেক দিনের আলাপ, একবার ব'লে যাই।

নীল। সে কি, কোথায় যাবে?

বিদূ। যেখানে লোকালয় আছে, যেখানে সৌখীন জামাতা কল্পতরু হন নাই, যে রাজ্যে মহারাজ মধুর হরিনাম ব'লতে শেখেন নাই, আর ব্রজের গোপালও উঁকি ঝুঁকি মারে নাই।

অগ্নি। ব্রাহ্মণ, তোমার নিন্দা নয়, স্তুতি; তুমি যথার্থ হরিভক্ত। হরি যে মুক্তিদাতা, তুমিই বুঝেছ।

বিদূ। ও-টুকু বুঝেছি বটে, কিন্তু ভক্ত হ'ন আপনার শ্বশুর মশা'য়, আপনার তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলে ভক্ত হ'য়ে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করুন! যার বড় বুকের পাটা, তিনিই গিয়ে ভক্ত হোন, আমার অত সখ নেই। বিপদ-ভঞ্জন তো নন, বিপদের ভার ঢেলে দেন।

নীল। ছি সখা, তুমি এমন কথা বল?

বিদূ। আরে বলি সাধে? এ যে চাক্ষুষ! বিপদভঞ্জন আঠার দিন ঘোড়ার লাগাম ধ'রে ঘুরলেন—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী কাত! মাহিষ্মতী পুরী প্রবেশ কল্লেন—যুধি-ষ্ঠিরের মোক্ষলাভ, রাণী পাগল, আর মহারাজকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি, হাজার হাজার বিধবা অগ্নি ছুঁয়ে শুদ্ধ হ'লো! তফাতে তফাতে থেকেই এই, এবার রাজগৃহে পদার্পণ! বৈকুণ্ঠে লক্ষ লক্ষ ঘোড়াকে লাগাম পরাচ্ছে আর কি, ঝাঁকে ঝাঁকে রথ নেবে এলো ব'লে।

অগ্নি। আর ঠাকুর, যদি হরি এসে পড়ে?

বিদূ। তাতে কাণ খাড়া রেখেছি। শ্রীমধুসূদন নগর-দ্বারে এলেই অন্ততঃ দুশো ব্যাটা চেঁচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মরত; কম ত কম দু' পাঁচ হাজার রথের চাকায় বৈকুণ্ঠলাভ করত। আর চারদিকে উঠ্তো "বল হরি—হরি বোল"—যেন দু'লাখ মড়া বেরিয়েছে। দেবতা, বড় মিছে বল নি, যেন রথের গুম-গুমনি অওয়াজ আস্‌ছে! আমি ত সটকাই। রাজা, আমার বাঁচবার আশা রইল, হরি-দর্শনের পর যদি টেঁকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

[illegible] এ ব্রাহ্মণের যথার্থ বিশ্বাস, হরিনামে মুক্তি—
[illegible]না।
[illegible]। এ দ্বিজরাজের চরণ-ধূলি আমি প্রার্থী।

(জনার প্রবেশ)

জনা। আনন্দ-উৎসব
দেখিলাম নগরে রাজন্!
মহোৎসব মহা আয়োজন
কার অভ্যর্থনা হেতু?
বৈরী যিনি আসিছে কি প্রবীর কুমার?
কিম্বা রাজা সাজিছে বাহিনী
পুত্র-নাশ প্রতিবিধিৎসিতে?
পুত্রঘাতী অরাতি অর্জ্জুনে
বাঁধিয়া কি আনিতেছে সেনাপতি তব?
পরাজিত পাণ্ডব কি
ফিরিল হস্তিনা মুখে?
কহ, কেন নানা বর্ণ উড়িছে পতাকা,
নগর কুসুম-মালী?
নব রাজ্য ক'রেছ কি অধিকার?
কিম্বা উন্মত্তের প্রায়
শৃঙ্খল পরিয়া পায় বিষম উল্লাস!

ধন্য ধন্য মহারাজ,
দাসত্বে আনন্দ তব বহু!
রাখিলে ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি অতুল জগতে,
পুত্র-ঘাতী বিপক্ষের দাস!
ধন্য ধন্য প্রাণের মমতা,
ধন্য ধন্য জীবন-প্রয়াস!
অমরত্ব পাবে বুঝি এড়াইলে রণ?
চল রণে ক্ষত্রিয়-বিক্রমে,
বীর-দম্ভে ধর ধনু,
আনি রথ স্বহস্তে সাজায়ে,
ঘোর রবে বাজায়ে দুন্দুভি,
আজ্ঞা দেহ সাজাতে বাহিনী।
চল চল বিলম্ব কি হেতু?
শত্রু যদি প্রবল রাজন্,
জয় আশা না থাকে বিগ্রহে,
মাহিষ্মতী পুরী নাশ হোক শত্রু-শরে,
বীরত্ব দেখুক দেব-নরে।
মিলি বামাদলে,
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পশি
শোকানল করিব নির্ব্বাণ;
শূন্য পুরী অধিকার করুক অরাতি।
উঠ উঠ নরপতি,
পুত্রঘাতী রয়েছে জীবিত।
সাজ সাজ, বীরবীর্য্য করহ প্রকাশ।

নীল। স্থির হও রাজ্ঞি, শুন বচন আমার,
প্রাণদানে পুত্র না ফিরিবে।
আসিয়া অর্জ্জুন,
সখা-ভাবে সমাদর করিলেন মোরে;
আসিছেন পতিতপাবন,
তাপিত প্রাণের জ্বালা জানাব চরণে।

জনা। ভাল সখা মিলেছে তোমার!
জাননা কি, হীনজ্ঞানে ফাল্গুনী আসিয়ে
আতিথ্য করিল অঙ্গীকার!
যাও তবে হস্তিনানগরে—
অশ্বমেধে হইও সহায়;
তথা বহুকার্য্য আছে তব,—
ব্রাহ্মণ-ভোজনে যোগাইবে বারি,
নহে দ্বারী হ'য়ে বসিয়ে দুয়ারে,
সখ্যতার দিবে পরিচয়;
উচ্চাসনে বসিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির,
পদপ্রান্তে ব'স গিয়ে তার!
হ'তো ভাল, পারিতে যদ্যপি
আমারে লইয়ে যেতে দ্রৌপদী-সেবায়।

নীল। রাণি, শোক কর দূর,
কৃষ্ণ দরশন পাব পাণ্ডব-কৃপায়!
নরদেহ পবিত্র হইবে।

জনা। ধন্য ধন্য কৃষ্ণভক্তি তব!
কৃষ্ণভক্ত ছিল না কি শান্তনুনন্দন?
জানিত সাক্ষাৎ নারায়ণ,
জানিত নিশ্চয় পরাজয়,
তবু বীর-পণে ধরি ধনুর্ব্বাণ
[illegible] করিল সন্ধান,
মুরারি[illegible]তিজ্ঞা ভাঙ্গিল,
রথচ[illegible]
বীরবর সূর্য্যের নন্দন,
হরিপূজা ক'রেছিল পুত্রে দিয়া বলি,
হরিভক্ত কেবা তার সম?
কিন্তু সম্মুখ-সমরে, শরাসন করে
নিবারিল শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে,—
রাখিল ক্ষত্রিয়-কীর্ত্তি ভারত-সংগ্রামে।
জানিত নিশ্চয়, দিলে পরিচয়,
যুধিষ্ঠির বসাইত সিংহাসনে;
কিন্তু অরাতি-তপন,
মাতৃবাক্য করিল হেলন,
কৃষ্ণে উপেক্ষিল,
প্রাণপণে কৌরবে রাখিল।
হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।
বাঁধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সমরে।

নীল। জয় আশা নাহিক সমরে,
অকারণ প্রজা নাশ।

জনা। একা রণে চল নরনাথ,
বজ্রসম শরে বিদ্ধ নন্দনঘাতীরে।
চল চল, না লও দোসর,
আমি চালাইব হয়।
অরি যদি দুর্দ্ধর্ষ এমন,
চল যাই দুই জনে পড়ি রণস্থলে,
রহিবে সম্মান,
পুত্রশোকে পাবে পরিত্রাণ,
কীর্ত্তি-গান বিপক্ষ করিবে।

নীল। নারী হ'য়ে একি তব আচার মহিষি!
করিলেন নারায়ণ সন্ধি সংস্থাপন।

জনা। শুনেছি সকলি,
অধিক বর্ণনা নাহি আর প্রয়োজন।
সন্ধি কর, থাক সুখে পূজে জনার্দ্দনে,
পুত্র, পুত্রবধূ তব ঘুমায় শ্মশানে,
পাণ্ডবের সেবা কর নিশ্চিন্ত হইয়ে।

নীল। শান্ত হও রাণি!

জনা। শান্ত! অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি!
[illegible]
উন্মাদিনী পুত্রবধূ [illegible]।
শান্ত?—শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা?
ধরা যদি পশে রসাতলে,
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহ-তারা,
নিভে দিনকর,—
প্রবল আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি,
জলে যদি ক্ষীরোদ অনলে,
অষ্ট বজ্র চলে,
বিশ্ব চূর্ণ পরমাণুরূপে,
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা!
যথা পুত্রঘাতী অরাতির পূজা,
হেন পাপস্থানে কদাচ না রব।
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইব অরির শোণিতে।
দেখিবে জগতে
পুত্রশোকাতুরা নারী ভীষণা কেমন!
সিংহিনীর দন্ত কাড়ি লব,
ফণিনীর গরল হরিব,
শোক-বলে বজ্র অগ্নি নেব আকর্ষিয়ে!
আরে রে অর্জ্জুন,
আরে পুত্রঘাতী কপট ফাল্গুনী,
আরে বীর-গর্ব্বে গর্ব্বী ধনঞ্জয়,
দেখি কে রাখে তোমায়—
কৃষ্ণ সখা কেমনে নিস্তারে!
দুস্তর এ প্রতিহিংসানল—
দেখি তোরে কে তারে পামর!
যাই, রাজা, কাল বয়ে যায়,
প্রতিবিধিৎসার কাল বহে;
চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।

[প্রস্থান।

অগ্নি। উন্মাদিনী বিভীষণা পুত্রশোকে!

নীল। বৈশ্বানর, ফিরাও রাজ্ঞীরে।

অগ্নি। কার সাধ্য ফিরায় বামারে!
ধায় নারী পুত্রশোকে,
২য় [illegible] শোকানল না হবে শীতল
তাই [illegible] থাকিতে শরীরে।
[illegible] হরি ধ্বনি শুনি পুরে,
বুঝি,
পবিত্র এ পুরী মুরারির আগমনে!
চল, নৃপ, কৃষ্ণদরশনে।

নীল। হরি হরি দীনবন্ধু তাপিত-আশ্রয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ

বালকগণ

বালকগণ।— (গীত)

কীর্ত্তন—লোফা।

হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায়, রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতূহলে, ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে॥

প'ড়ে প'ড়ে যায়, ধুলা লাগে গায়, আবার উঠে আবার পলায়।
মুছায়ে আঁচলে, রাণী কোলে তোলে, ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায়॥
দিনে দিনে বাড়ে, হামা দেওয়া ছাড়ে, মাকে ধ'রে গোপাল দাঁড়ায়।
কোল পাতে রাণী, ক্রমে নীলমণি, চ'লে চ'লে কোলে ঝাঁপায়॥
ক্রমেতে বাড়িল, গোঠেতে চলিল, গোপের বালক চরায় ধেনু।
বনের মালায়, রাখাল সাজায়, মজায় গোপী বাজায় বেণু॥
কার বা মাখন, কার হরে মন, মদনমোহন বসনচোরা।
প্রেমের ডোরে কিশোর চোরে, বাঁধ্‌বি যদি আয় গো তোরা॥

(একদিকে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি এবং অপরদিকে নীলধ্বজ ইত্যাদির প্রবেশ)

নীল। তাপহারী ভবের কাণ্ডারী,
গোলোকবিহারী,
রাঙ্গা পায় রাখ হে তাপিতে।
দীনগতি পাণ্ডব-সারথি,
বিশ্বপতি নিত্য-নিরঞ্জন,
হের অভাজনে করুণা-নয়নে।
গোপিনীরঞ্জন, মুরলীবদন,
বনমালী, হৃদয়ের কালী কর দূর—
দীননাথ,দীনে কর ত্রাণ!

শ্রীকৃষ্ণ। মতিমান্! কি হেতু মিনতি?
অর্জ্জুনের সখা তুমি সখা হে আমার,
দেহ সখা আলিঙ্গন।

নীল। বংশীধর, কৃতার্থ কিঙ্কর!

শ্রীকৃষ্ণ। চল রাজা, চল তব গৃহে,
হইয়াছে ক্ষুধার সময়।
কি কহ হে বৃকোদর?
জ্বলিছে জঠরানল,
চল যাই রাজপুরে হইব শীতল।
জানি তব ক্ষুধা নাহি সহে।

ভীম। দামোদর, ধরি ব্রহ্মাণ্ড উদরে
তবু ক্ষুধানল জলে তব;
গোপিনীর ননী কর চুরি,
কহ, বৃকোদর ক্ষুধায় কাতর!
রাজা, দামোদরে তুষ্ট কর আগে,
নহে—
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়ে মিষ্টান্ন করিবে চুরি।

নীল। মধ্যম পাণ্ডব,
বহুভাগ্যে পাইয়াছি তব দরশন।

শ্রীকৃষ্ণ। চল রাজা, মিষ্টভাষে তুষ্ট নহে ভীম,
দিবে চল মিষ্টান্নের কাঁড়ি।

বালকগণ।— (গীত)

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা।

ঘরে কি নাইক ননী—
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস নীলমণি?
ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা ব'লে ডেকরে আমায়,
সইবে কেন পরে, কত কথা ব'লে যায়;
ওরে, পথে জুজু আছে ব'সে, যেওনা যাদুমণি!
খেতে ব'সে ছড়িয়ে ফেলে দাও,
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে, কইরে যাদু খাও,
মন্দ বলে তবু কেন পরের বাড়ী যাও?
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী!

[সকলের প্র

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

(জনার প্রবেশ)

জনা। দূরে—দূরে—ভীষণ প্রান্তরে—
মরুভূমে—দুরন্ত শ্মশানে—
হেথা তোর নাহি স্থান।
দুর্গম কান্তারে, তুষার-মাঝারে,
পর্ব্বতশিখরে চল।
চল পাপ-রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল, পুত্রশোকাতুরা —
চল, বালুময় বেলায় বসিয়ে
দেখিবি বাড়বানল।
চল, যথা আগ্নেয় ভূধর,

নিরন্তর গভীর হুঙ্কারে
উগারে অনলরাশি।
চল, যথা বাসুকির শ্বাসে
দগ্ধ দিগ্‌দিগন্তর।
চল, যথা ঘোর তমোমাঝে,
খেলে নীল প্রলয়-অনল
লক্‌লকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা।
দূরে—দূরে—
হেথা তোর নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুরা!

(স্বাহার প্রবেশ)

স্বাহা। মা, কোথায় যাও—কোথায় যাও! আমায় কি দোষে মাতৃহীনা কর?

জনা। কে রাক্ষসী মা বলিস মোরে?
মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার,
পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে,—
ফুরায়েছে মা বলা আমার।
দূরে—দূরে—
দিক-অন্তে নিশার আলয় যথা,
[illegible] প্রলয় হুঙ্কার
উঠিতেছে [illegible]
নাহি যথা সৃষ্টির অঙ্কুর,
দৃষ্টিহীন দিবাকর!
যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান—
যথা জড়জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত—
ঘোর ধূমমাঝে,
চলে প্রলয়-জীমূতশ্রেণী,
বজ্র অগ্নিধারা ঝরে!
যথা ঘোর হাহাকার, পিনাকটঙ্কার—
করি স্থান পান শূল করে মহারুদ্র ধায়,
যথা,
আভাহীন বহ্নি জলে ঈশানের ভালে
প্রলয়বিষাণ নাদে!
দূরে—দূরে—চল ত্বরা পুত্রশোকাতুরা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর-মধ্যস্থ শুষ্ক অশ্বত্থতল

(দুইজন পাইকের প্রবেশ)

১ম পাইক। আজ যে আর ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুট্‌তে পারি, কিছুতেই না; চূড়োতোলা মোওা করেছিল—যেন ভীমের গদা।

২য় পাইক। আমি ত ভাই, একটু ঘুমুই!

১ম পাইক। ঘুমুবি কি, শাঁকের আওয়াজে কাণ ফাটুবে, এই আওয়াজ উঠ্‌লো ব'লে,এখনি ঘোড়া ছাড়বে; পাইকের বাঁচন কোন কালেই নেই। যুদ্ধ হ'ল ত আগে খাড়া হ, সন্ধি হ'ল ত চিঠি নিয়ে চল, আর তা নইলে মর বাঁচ—ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছোট।

২য় পাইক। যা বল্‌লে! ভাগ্যি রাজপুত্র ম'লো, তাই দু'দিন জিরিয়ে নিলেম দাদা, শুন্‌ছি না কি নীলধ্বজ রাজা ঘোড়ার সঙ্গে যাবে?

১ম পাইক। সখ হ'য়েছে চলুক, ঘোড়ার পেছনে যাওয়া কেমন মজা, একবার দেখে নিক্। হাঁরে, তুই কি বেকুব, এখানে এলি শুতে, এ ডাইনিখেগো গাছতলাটায়! মাগীর কি নিশ্বাসের ঝাঁজ,এত বড় অশ্বত্থ গাছটা একেবারে পুড়িয়ে দিলে!

২য় পাইক। সে নাকি রাণী?

১ম পাইক। রাণী হ'লে কি হয়, তারে ডাইনে পেয়েছে; না ভাই, গা ছম্ ছম্ ক'র্‌ছে, আমি চল্লেম।

২য় পাইক। আর আমি কি না রইলেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিদূষক ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

বিদূ। বাম্‌নি—বাম্‌নি, এইখানটায় আয়, ডাইনীর ভয়ে এখানটায় মধুর নাম কিছু কম হয়।

ব্রাহ্মণী। ও মা, এ ডাইনিখেগো গাছ-তলাটায় বস্‌ব কি গো?

বিদূ। আরে ডাইনিখেগো নয় রে মাগী, ডাইনি-

থেগো নয়, এইখানে পাণ্ডবের শিবির ছিল; বোধ হয়, শ্রীমধুসূদন মাঝে মাঝে এর তলায় এসে ব'স্‌তেন। তুই দেখ্‌ছিস্ কি—বাস্তুবৃক্ষও থাকবে না।

ব্রাহ্মণী। দেখ্‌ দেখি মিন্‌সে এইখানে নিয়ে এলো, ঘর-দোর কিছু গোছান হ'ল না।

বিদূ। সেও উঁকি মেরে দেখ্‌—এতক্ষণ ধূ ধূ ক'রে জলছে।

ব্রাহ্মণী। ও মা, মিন্সে বলে কিগো!

বিদূ। আর বলে কি, কি! রণরঘু রাজপুরে উঠেছেন।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, তুমি দিনরাত কৃষ্ণনিন্দা কর কেন বলত?

বিদূ। বুঝতে পারি নে, তোর মত সূক্ষ্মবুদ্ধি নেই বলে। আরে মাগী, এই যে রাজবাড়ীতে হাহাকার উঠে গেল, দেখ্‌লিনি? নামের গুণে ঐটুকু, এবার স্বয়ং উদয়!

ব্রাহ্মণী। চোখে কাপড় বাঁধ কেন?

বিদূ। থুসী, তোর কি? ওরে বাপ্‌রে—ঐ ঐরাবৎ-ধ্বনি উঠেছে! (কর্ণ চাপিয়া) একি কাণে আঙ্গুলে শানে!

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁগা, চোখে কাপড় বেঁধে ব'সলে কেন?

বিদূ। তোমার বঙ্কিম-নয়নের জালায়।

ব্রাহ্মণী। আমার আবার বঙ্কিম নয়ন কি?

বিদূ। তোমার নয়—তোমার নয়, তোমার ও গরুর মত চোখ কি আর আমি দেখিনি। ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বঙ্কিম-নয়ন, মুরলীবয়ান।

ব্রাহ্মণী। ওঃ হরি তোমায় দেখা দেবার জন্যে অম্‌নি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! মিন্‌সের বাহাত্তুরে ধরেছে।

বিদূ। আরে থাম্ থাম্, ও নাম করিস নে,—ও নাম করিস নে! ওরে জানিস্ নে জানিস্ নে,—ডাক্‌লেই এসে উঁকি মারে, তোরে কৃপা কল্লেই বা আমায় রেঁধে দেয় কে, আমায় কৃপা কল্লেই বা তুই দাঁড়াস্ কোথা?

ব্রাহ্মণী। হতচ্ছাড়া মিন্‌সের আক্কেল শোন, যেন হরিকৃপা অমনি ছড়াছড়ি যাচ্ছে!

বিদূ। তুই কি বুঝবি বল্! মুরারি অবতার হ'য়ে এসেছেন, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে কৃপা ছড়াচ্ছেন, আর নগর ভেঙ্গে মরুভূমি কচ্ছেন। ওরে কেউ এড়াবে না রে কেউ এড়াবে না, তবে আগু আর পাছু। চতুর্ভুজ না [illegible] ছাড়ছেন না, তা বুঝেছি; তবে র'য়ে ব'সে একটু [illegible] গজায়, তারই চেষ্টা ক'রছি।

ব্রাহ্মণী। চতুর্ভুজ হবেন, উনি ভুলে মুখে কৃ[illegible] আনেন না, উনি চতুর্ভুজ হবেন! যোগীঋষিরা [illegible] পাতা খেয়ে, ধ্যান ক'রে কিছু ক'রতে পারেন না, [illegible] উনি বৈকুণ্ঠে যাবেন!

বিদূ। আরে রেখে দে তোর জপ, ও নামের [illegible] জানিস্ নে।

ব্রাহ্মণী। তা তোমার কি, তুমি ত ভুলেও [illegible] কর না।

বিদূ। আরে ঝকমারি ক'রে ফেলেছি বই [illegible] তোর মনে নেই, সেই যে দিন ব্রাহ্মণভোজনের [illegible] মোণ্ডা তুলে রাখলি, আমায় খেতে দিলি নি, আমি [illegible] খেদে ডেকেছিলুম,—"দয়াময় হরি, একবার দেখা [illegible] বাম্‌নীর হাতের থাড়ু খোলো।" সেই অবধি [illegible] গা ছমছমানি একদিনের তরে যায় নি।

ব্রাহ্মণী। উনি একদিন হরি ডেকেছেন, ডেকে [illegible] চল্লেন! চল্ মিন্‌সে, ঘরে চল, ন্যাকাম [illegible]

বিদূ। তবে [illegible] গিয়ে এ[illegible] ডাকগে যা,—যা থাকে কুলকপালে, না হয় রেঁধে খা[illegible]

ব্রাহ্মণী। ও গো, দেখ দেখ, গাছটা গজিয়ে উঠ[illegible]

বিদূ। তোর কথা আমি শুনে চোখ খুলি! [illegible] শিবির না হয় উঠেছে, আর ঐ যে মধুর রব এখান [illegible] আসছে, গাছ ত গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে[illegible]

ব্রাহ্মণী। ও গো, চোখের কাপড়ই খোলনা[illegible] সত্যি সত্যি নূতন পাতা গজাচ্ছে! এ গাছে উপ[illegible] আছে, পালিয়ে এস!

বিদূ। সত্যি না কি?

ব্রাহ্মণী। আরে চোখের কাপড় খুলে দেখ না [illegible]

বিদূ। আচ্ছা দেখ্‌ছি, তুই এদিকে ওদিকে উঁকি [illegible] কেউ কোথাও নেই ত?

ব্রাহ্মণী। কে আবার তোমার এ ভুতুড়ে গা[illegible] আসবে?

বিদূ। কে আর বুঝতে পাচ্ছিস নে?

ব্রাহ্মণী। বুঝতে পেরেছি, যে তোমার ঘাড় [illegible]

বিদূ। এতক্ষণে তোর আক্কেল জন্মাল। গাছের পাতা অমন গজায়; তুই এখানে চেপে ব'স না। শুনছিস নে—চারিদিকে বেজায় গোলমাল।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

ও বম্‌নী, দেখ্ দেখ্, কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদূ। ভয় দেখা—ভয় দেখা, সরে পড়ুক। নিদেন দু'বার গাছতলায় ব'সে হাই তুলে নাম ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণ। আপনি কে ম'শায় ?

বিদূ। আপনি কে, আগে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

বিদূ। আর আমি অন্ধ কন্ধকাটা।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায়, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আপনার বাস কি এই নগরে ?

বিদূ। পূর্ব্বে ছিল, এখন অশ্বত্থতলায় এসে বাসা করেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ম'শায়, যদি কৃপা ক'রে আমায় কিছু খেতে দেন।

বিদূ। [illegible] তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বুড়ো হ'লে, তবু একটু আক্কেল হ'ল না! [illegible] নাম ক'রে ঐ বেজায় গর্জ্জন উঠ্‌ছে! ঠাকুর স্বয়ং পুরে, যদি ভালাই চাও, নদী থেকে দু' আঁজলা জল খেয়ে পগার পার হও। নইলে বৈকুণ্ঠের হাত থেকে শিবের বাবা তোমায় ছাড়্‌তে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, বৈকুণ্ঠে যেতে কার অসাধ বল! তুমি কি বৈকুণ্ঠে যেতে চাওনা ?

বিদূ। একদম না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন ?

বিদূ। তোমার মতন অত সৌখিন নই। তা সখ থাকে, নগরে গিয়ে সেঁধোন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। চোখে কাপড় বেঁধেছেন কেন ?

বিদূ। চোখের ব্যামো হ'য়েছে। আর কি কি জিজ্ঞাসা ক'রবে, খপ্ খপ্ ক'রে জিজ্ঞাসা কর, জবাব দিই, শুনে ঠাণ্ডা হ'য়ে স'রে পড়।

ব্রাহ্মণী। ও গো ঠাকুর, ও মিন্‌সের কথা শোন কেন, পাছে শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে ওকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে চোখে কাপড় বেঁধে আছে। ক্ষেপেছে গো ক্ষেপেছে! ওকে আমি কোন মতে ঘরে নিয়ে যেতে পাচ্ছি নে।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যি ঠাকুর, তুমি কৃষ্ণদর্শনের ভয়ে পালিয়ে এসেছ ? তুমি এমন কি পুণ্য করেছ যে কৃষ্ণ দর্শন পাবে ?

বিদূ। ঝক্‌মারি করেছি গো—ঝকমারি করেছি, নইলে এ ভুতুড়ে গাছতলায় এসে ব'সেছি।

ব্রাহ্মণী। উনি কবে একদিন হরিনাম করেছিলেন, তাই হরি এসে ওঁকে চতুর্ভুজ ক'রবেন, ন্যাকা মিন্‌সে!

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ ঠাকুর, একবার হরিনাম ক'র্‌লে কি চতুর্ভুজ হয় ?

বিদূ। তবে খোল খাড় যা—থাকে কপালে, দিক হরি দেখা !

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সাম্‌নে দাঁড়ায়, তা হ'লে তুমি কি কর ?

বিদূ। গুটি গুটি গে রথে চড়ি, আর কি করি!

শ্রীকৃষ্ণ। আর হরি যদি এসে থাকে ?

বিদূ। কই—কোন্ দিকে! বাম্‌নী, চোখে কাপড় দে—চোখে কাপড় দে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, সত্যই আমি একবার ডাক্‌লে থাকতে পারি নে।

বিদূ। তবে এসেছ ?

ব্রাহ্মণী। না গো না, ও একজন বুড়ো বামুন।

বিদূ। হাঁ, আমি বুঝে নিয়েছি; বাম্‌নী বুঝিস্ নে, ও কখন্ বুড়ো, কখন্ ছোঁড়া, তার কিছু ঠিকানা নেই।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন ?

বিদূ। যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ্ বল্‌ছি, যেথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধ'রে এসে সাম্‌নে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুল্‌ছি নি! যদি দেখা দেবে,—বাঁশী ধ'রে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সাম্‌নে দাঁড়াও, আমি চোখের কাপড় খুলছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেকদিন, সে রূপ কি ক'রে ধ'রব ?

বিদূ। চেপে যাও না, যে না জানে, তার কাছে

ভিরকুটী ক'রো। পাণ্ডবেরও ঘোড়া হাঁকাও, আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাকা জানি। তা না হ'লে বেদ মিথ্যা হবে। ভাবছ বুঝি বোকা বামুন খবর রাখে না।? খবর না রাখ্‌লে তোমায় অত ভয় করতেম না।

শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি ; দেখ, তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বত্থ-দেহ পল্লবিত হয়েছে! তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাস ধন্য!

বিদূ। ধন্য ধন্যই তো ক'চ্ছ, যা বল্লুম, তা কর না, তা নইলে আমি চোখ খুল্‌ছি নে কালাচাঁদ! ঐ যে বুড়ো থুথ্‌ড়ে বৃষকেতুখেগো রূপে এসে দেখা দেবে, তাতে আমি রাজী নই। মুরলীধর হও তো হও, নইলে সোজা পথ আছে—চ'লে যাও। আর চতুর্ভুজ কর, তার আর চারা কি, কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্‌ছি নে।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, দেখ।

(কুঞ্জকাননে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

বিদূ। ওরে বাম্‌নী, দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌! এখন গোলকেই যাই, আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই।

উভয়ে। জয় রাধে, জয় রাধারঞ্জন!

গোপিনীগণ।— (গীত)

দেশঝিল্লা—দাদ্‌রা

সই লো ওই গোপীর মনচোরা।
বামে রাই কাঁচাসোণা প্রেমে বিভোরা॥
ছোটে বাণ কুটিল নয়নে,
জরজর দেখ্‌ লো দু'জনে,
মনহরা ওই ঈষৎ হাসি চন্দ্র বদনে ;—
ব্রজের এই রসের খেলা প্রেমিক-প্রাণভরা॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটীর কক্ষ

অগ্নি ও নীলধ্বজ

অগ্নি। বহুদিন তবাশ্রয়ে ছিলাম রাজন্,
পুত্র সম করিয়াছ স্নেহ,
মনের আনন্দে, নৃপ, বঞ্চিলাম পুরে।
এবে পূর্ণ নির্ণীত সময়,
যেতে হবে নিজ ধামে,—
তাই চাই বিদায় রাজন!
পূর্ণ মনস্কাম তব নরনাথ,
রমানাথ রেখেছেন পায়,
সফল কৃপায় তাঁর দাসের বচন।
এবে যদি থাকে কোন অন্য প্রয়োজন
আজ্ঞা কর, নৃপবর, করিব সাধন।

নীল। কৃপায় তোমার বৈশ্বানর,
তব বরে পেয়েছি পরম নিধি ঘরে।
ধন্য মাহিষ্মতী পুরী,
ধন্য মম পিতৃদেবগণ,
ধন্য প্রজা, ধন্য—পাখী শাখী
জীবজন্তু পতঙ্গনিচয়,
পরম পুরুষে হেরি পূরেছে বাসনা।
নাহি আর অপর কামনা ;
এক খেদ আছে মম হৃদে,
রাজ্যে মম গোবিন্দের পদার্পণে
কি কারণে নিরানন্দ হ'ল পুরী!
সন্দেহভঞ্জন মোর কর কৃপা[illegible]র।

অগ্নি। অপার কৃপার খেলা বুঝ নরপতি,—
যার যেই পথে রতি,
সে পথে শ্রীপতি তারে দেন পদাশ্রয়।
দেখ প্রবীর কুমার
যাইতে গৌরব-পথে করিল বাসনা,
পূর্ণ মনস্কাম,
বীর নাম ব্যাপিল ভুবনে।
বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের শক্তি না হইল,
ন্যায়-যুদ্ধে বধিতে কুমারে।
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে
অসি করে পড়িল সম্মুখ-রণে।
মৃত্যুকালে উদয় শ্রীহরি,
সেইক্ষণে শিবত্ব লভিল।
শরীর-ধারণে
মৃত্যু আছে নাহিক সংশয় ;
কিন্তু কীর্ত্তি হেন বিরল ধরায়।

সতীত্ব সমান নিধি নাহি রমণীর,
পুত্রবধূ তব পতিগতপ্রাণা
পতির হৃদয়ে শুয়ে পরাণ ত্যজিল ;
স্বামী সনে
সাদরে চলিয়া গেল কৈলাস-ভবনে।
ছলে কৃষ্ণ ভুলাইলা তায়
অস্ত্রধনু করি দান,—
সে হেতু ব্রজেন্দ্র বাঁধা তার।
অবারিত গোলকের দ্বার,
ইচ্ছামত রাসলীলা হেরিবে গোলোকে—
শঙ্কর বিভোর যেই-রসে।

নীল। কহ, অগ্নি, অভাগিনী জনা
গোবিন্দ পদারবিন্দ কেন না পাইল ?
শোকাকুলা, ত্যজি গেল গৃহবাস,
হতাশ বহিছে শ্বাস আঁধার ধরণী !
পুত্রহীনা উন্মাদিনী ধনী
স্মরি পুত্রে একাকিনী ভ্রমে বনপথে ;
রাণী হ'য়ে কাঙ্গালিনী !

অগ্নি। [illegible]বতী,
পুত্রবধূ
গঙ্গা-উপাসিনা [illegible]ত,
গঙ্গায় ঢালিতে কায় ছিল সাধ মনে,
ধাইতেছে উন্মাদিনী গঙ্গাদরশনে ;
গঙ্গার কিঙ্কর
নিরন্তর ভ্রমে তার সনে,
সাবধানে বিঘ্ন করে দূর।
ধরা শূন্য পুত্রশোকে,
সকাতরে গঙ্গা ব'লে ডাকে,
সদয়া অভয়া
ব্যাকুলা তাপিতে নিতে কোলে।
তরঙ্গিনী বাঁশরীবয়ান
ভক্তে মোক্ষ প্রদানিতে।
যার যেই ভাব—লাভ তার সেইমত ;
বিশ্বরূপ সেইরূপে সদয় তাহায়।
অচলা শ্রীকৃষ্ণে মতি যাচিলে রাজন্
বাঞ্ছা তব রাজীবচরণ,
বুঝ, ভূপ, বিচারিয়া মনে,
অচলা কি কৃষ্ণে মতি কভু রহে তার,
দারা পুত্র যার নিয়ত সম্মুখে ফেরে ?
এবে শোকে, তাপে, আনন্দে, উৎসবে,
শ্রীপতির শ্রীপাদকমলে
নিয়ত ধাইবে মতি।
দেহ বিদায় রাজন্ !

নীল। বুঝেও না বুঝে মন, শুন বৈশ্বানর,
পুত্রশোক নাহি হয় নিবারণ।
কঠিন বেদনা কভু কি ভুলিবে মন !
আছে স্বাহা আঁধার ঘরের দীপ সম ;
তারে লয়ে যাবে, পুরী হবে অন্ধকার।

অগ্নি। আর কেন বাড়াও মমতা ?
পেয়েছ পরম নিধি
আদরে হৃদয়ে তারে ধর,
অন্যে কেন মনে দেহ স্থান ?
করি আশীর্ব্বাদ,
জ্ঞানদৃষ্টি দানে নারায়ণ
তাপ তব করুন মোচন ;
বিশ্বময় গোপিনীমোহন হের।

(স্বাহার প্রবেশ)

স্বাহা। পাদপদ্ম স্পর্শে, পিতা, দুহিতা তোমার।
পতি চান ল'য়ে যেতে নিজ নিকেতনে,
সঁপিয়াছ যাঁর করে যাব তাঁর সনে—
তাই চাই চরণে বিদায়।
কন্যা জ্ঞানহীনা করিয়াছি কত দোষ,
মার্জ্জনা ক'রেছ নিজগুণে।
বুদ্ধি-দোষে বোষভাষ কহিয়াছি নানা,
সেবার হ'য়েছে ত্রুটি,
কৃপায় সকলি ক্ষমিয়াছ তনয়ায় ;
কর আশীর্ব্বাদ, তাত,
হই যেন পতি-সোহাগিনী,
পতির সেবায় অলস না হই কভু ;
ভুল না গো কন্যা তব জননীবিহীনা !

নীল। পতিগৃহে যাও, গুণবতি,
ছেদি হৃদয়বন্ধন

বিদায় দিতেছি তোরে ;
বাছা, কে আছে আমার আর তোমা বিনা ?
তোমা বিনা সংসার আঁধার হবে মম !
সুখে থাক, মনে রেখ অভাগা জনকে,
পতির সেবায় রত রহ মা নিয়ত।
শুন, বৈশ্বানর,
সঁপি কন্যারে তোমার করে,—
থাকিলে মহিষী পুরে,
ভাসি আঁখিনীরে,
করে করে অর্পিত নন্দিনী ;
কেঁদে কত কহিত তোমায়
আদরে রাখিতে সুতা।
কথা না জুয়ায় মম,
দেখ', রেখ পায় দাসীরে তোমার।

স্বাহা। পিতা, কত দিনে আর
পাদপদ্ম হেরিব তোমার ?
কাঁদে প্রাণ ছেড়ে যেতে পুরী।
কত কথা উঠে মনে আজি,—
পড়ে মনে বালিকা-বয়সে খেলা,
পড়ে মনে জননীর কোল,
পড়ে মনে অঙ্গুলী ধরিয়ে তব,
ধীরে ধীরে উদ্যান-ভ্রমণ,
পড়ে মনে কুসুমচয়ন,
প্রবীরে পড়ে গো মনে ;
পড়ে মনে জননীর বিষণ্ণ বয়ান !
না জানি কেমনে ত্যজিয়ে তোমায়
পর-গৃহে রব ;
কতদিনে বন্দিব চরণ পুনঃ।

নীল। বুঝি এই শেষ দেখা।
বজ্রাহত তরু সম জনক রে তোর,
দগ্ধ যত আশার পল্লব,
ফুরায়েছে সকলি সংসারে,
দগ্ধকায়ে আছে মাত্র প্রাণ !
যাও, বৎসে, যাও,
দিছি তোরে যার করে,
আদরে সে ভুলায়ে রাখিবে।
তুমি তার জীবন-সঙ্গিনী,
যত্ন অতি তোমা প্রতি,
যাও সতি,
পতিসনে বঞ্চহ কুশলে।

অগ্নি। বিদায় রাজন্ !

স্বাহা। তনয়া মেলানি মাগে।

[স্বাহা ও অগ্নির প্রস্থান।

নীল। শান্তি দেহ সনাতন,
শান্ত কর এ অশান্ত প্রাণ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বন-পথ

(গঙ্গারক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম রক্ষক। বরাতের [illegible]ার আর মায়ের চরো কেমন মজা ক'রে লোকের ঘাড় ভাঙছে।

২য় রক্ষক। কেউ ঘাড় ভাঙছে, কেউ পগারে তু[illegible] নে আছাড় খাচ্ছে, আর এই তোমরা চল মাগীরে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে।

১ম রক্ষক। কি সমাচার—ঘোড়া চুরি কর, তবু ছুটো ঘোড়ার ঘাড় মট্‌কাতে পেলে বাঁচতুম্, তা না, সেই বামুনের সঙ্গে সমস্ত রাত ঘোরো, নন্দী ভায়া এলেন তেড়ে।

২য় রক্ষক। এবারে মাকে স্পষ্ট ক'রে ব'লব, ঘাড় মটকাতে দাও, আর না দাও, অমন একটা বেথাপ্পা মাগীরে আগ্‌লে আগ্‌লে বেড়াতে পারব না।

১ম রক্ষক। মাগী খালি পথই চলবে—পথই চলবে; মরবার নাম নাই গা !

২য় রক্ষক। আর দেখ্‌ছিস, ধানকাণা মাগী—কাঁটাবন পেলেত আর এদিক্ ওদিক্ হেলবে না ! ওঁর বাঘ তাড়াও, ওঁর ভালুক তাড়াও, আর এদিকে গণ্ডা গণ্ডা গঙ্গাযাত্রী চ'লেছে। হায়, অজ্ঞান হ'য়ে সব শ্বাস টানছে, আছাড় খা

দিতে পাই, একবার চোখের দেখাও দেখ্‌তে পেলেম না গা!

১ম রক্ষক। তা কি কর্‌বে ভাই—বরাত—বরাত! আমি পথে যাই আর গাছের ডালটা মানুষের গলা মনে ক'রে এক একবার টিপে ধরি!

২য় রক্ষক। আরে দূর ছাই, তাতে কি সুখ হয়! সে গলা ঘড়ঘড়ানি নেই, সে খিঁচুনি নেই, সে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে শ্বাস টানা নেই।

১ম রক্ষক। কি কর্‌বে দাদা—মনের দুঃখ মনে মার।

২য় রক্ষক। এ ক'দিন শুন্‌ছি ভারি জরবিকার হচ্ছে, একদিনেই গঙ্গাযাত্রা ক'র্‌ছে।

১ম রক্ষক। আর বলিস্ নে দাদা—আর বলিস্ নে, প্রাণ আমার ফেটে গেল।

২য় রক্ষক। আর আবাগের বেটী ত সোজা পথে চলবে না! দুটো একটা এড়াটে ফেড়াটে যদি পাওয়া যেত, অম্‌নি রাস্তায় রাস্তায় সেরে যেতুম। বাঘিনীর মত মাগীর বেত-বনেই আমোদ! পা কেটে রক্ত প'ড়ছে, কাঁটায় গা দিয়ে রক্ত ঝ'র্‌ছে, তবু কি সোজা পথে যাচ্ছে!

১ম রক্ষক। পুত্রবধূ মর্‌বেও না, কাউকে আমোদ কর্‌তেও দেবে না।

২য় রক্ষক। লক্ষ্মীছাড়া পথে একটা শ্মশানও নেই যে, মড়ার মুখ দেখে ঠাণ্ডা হই।

১ম রক্ষক। এমন কি বরাত করেছ দাদা!

২য় রক্ষক। ওই নাও, ওই মাঠে গিয়ে পড়্‌লো, দুটো গাছের ডাল মট্‌কে মোচড়াবে, তার যো রাখ্‌লে না।

১ম রক্ষক। ওরে, ঐ পেছনে লোকের সাড়া শুন্‌ছি, কারুকে বাঘে খাবে না!

২য় রক্ষক। বাঘে খায়, তোমার আমার কি বল! ঐ দেখ, মাগী হন্ হন্ করে চলেছে। ওরে, ওদিকে নজর রাখ, পেছনে একটু নজর রাখ, যদি দৈবি কেউ এ পথে আসে, আমি দুটো তিনটে বেত-আচড়া সাপ ঝুল্‌ছে দেখেছিলুম।

১ম রক্ষক। সাপ ঝোলাস্ এখন, ঐ মাগী ওদিকে উধাও হলো!

২য় রক্ষক। ওরে তাই ত রে,—চল্ চল্।

১ম রক্ষক। আরে দূর, ও কি কাঁটাবনের মায়া ছাড়তে পারে! ঐ দেখ—ও দিকে আবার ঘুরে আসচে।

২য় রক্ষক। ওরে চল্ চল্—ভাল্লুক তাড়াই গে চল, ও দিকটে ভারি ভাল্লুকের উৎপাত। ভাল এক কাজ পেয়েছি, কোথায় ভাল্লুকে বুক চিরে মেরে ফেলবে দেখব,—তা নয়, ভাল্লুক—তাড়া।

১ম রক্ষক। বরাত দাদা বরাত—কি ক'রবে বল!

[উভয়ের প্রস্থান।

(জনার প্রবেশ)

জনা। হুহুঙ্কারে দীর্ঘশ্বাস ছাড় সমীরণ,
ঘোর ঘন,
গভীর গর্জ্জনে কর ধারা বরিষণ।
মরেছে প্রবীর,
শোক-অশ্রু ঢালে নাহি কেহ!
অনল কেবল,
শোক নাই জনার হৃদয়ে।
তিমির-বসনে বজ্র-অগ্নি আভরণে
সাজ নিশা ভয়ঙ্করী,
হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম।
ঘন-বক্ষে যেন ক্ষণপ্রভা,
অস্ত্রাঘাত কুমারের অঙ্গে যত
আছে থরে থরে হৃদয় মাঝারে,
হেরে জনা,—আর কেহ নাহি দেখে।
ভীষণ শ্মশানভূমি নিবিড় আঁধারে,
পুত্র, পুত্রবধূ মম লোটায় যথায়!
ঘোর তমাবৃত বিকট শ্মশান
জনার অন্তরে,—
দেখে জনা কেহ নাহি দেখে আর।
জলে তায় প্রতিহিংসানল!
মুষল-ধারায়
শত্রুর শোণিত বিনা নির্ব্বাণ না হবে,
সে আগুন কভু না নিভিবে,
যতদিন রবে জনা ধরাতলে।
ভস্মীভূত হয়েছে সকলি,
জলে স্মৃতি ভস্ম নাহি হয়।
নিশীথিনী

চামুণ্ডারূপিণী যথা আঁধার বসনে,
তাপধূমে চামুণ্ডারূপিণী জনা—
শত্রু-বক্ষ-রুধির-লোলুপা !
হুহুঙ্কারে হাঁক সমীরণ,
কঠোর কুলিশ পড়' উচ্চবৃক্ষচূড়ে,
জালো আলো দেখাতে আঁধার,
নিবিড় আঁধার প্রকৃতি বেড়িয়া রহ,
ঘোর তমঃ—
জনার হৃদয় মগ্ন যে তম-মাঝারে ।

(উলুকের প্রবেশ)

উলুক। জনা, জনা, দিদি !
জনা। দাবানল জ্বাল বনস্থলী,
দেখি দেখি কত তাপ তাহে ;
জলে ঘোর প্রতিহিংসানল,
দেখি দেখি কত তাপ দাবানলে ।

উলুক। জনা, দিদি, একাকিনী এ ঘোর বনে কেন উন্মাদিনী হ'য়ে বেড়াচ্চ ? গৃহে চল ।

জনা। কে তুমি ?
উলুক। তোমার সহোদর—চিন্‌তে পাচ্ছ না ?
জনা। সহোদর ? ব'ধেছ কি পাণ্ডব অর্জ্জুনে ?
পাণ্ডব-শোনিতে
বাছার কি করেছ তর্পণ ?
শকুনি গৃধিনী বজ্র-ওষ্ঠে
করিছে কি পাণ্ডবের চক্ষু উৎপাটন ?
অরি-মুণ্ড ল'য়ে
রণস্থলে গেণ্ডুয়া কি খেলায় পিশাচ ?
শত্রু-মেদে কায়া পুষ্টি ক'রেছে মেদিনী ?
শত্রু-অস্থি-মালা প'রেছে কি রণভূমি ?
সহোদর !—
সহোদর যদি, ত্বরা দেহ সমাচার,
নিষ্পাণ্ডবা ধরা তব শরে ?
উলুক। শুন ভগ্নি ! অজেয় পাণ্ডব,
পাণ্ডব সহায় চক্রধারী,
পাণ্ডব-বিজয় নরে না সম্ভবে কভু !
তাই রাজা শান্ত করি মন,
ক্ষান্ত দিয়া রণ.
পাণ্ডব-সখার পদে নেছেন শরণ ।
হ'য়ে গেছে, যা ছিল কপালে ;
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি !
চল ঘরে.—বনে কেন ভ্রম একাকিনী ?
ধৈর্য্য ধর—শোক পরিহর,
এস ঘরে, শোকে নাহি ফিরিবে কুমার ।
জনা। কোথা ঘর ?—
যথা পাণ্ডব-কিঙ্কর উচ্চ জয়-রবে
পাণ্ডবের প্রভুত্ব প্রচারে ?
যথা পুত্রঘাতী সিংহাসন' পরে ?
বার বার শুনিয়াছি অজেয় পাণ্ডব,
সে কথা শুনা'তে কেন অরণ্যে এসেছ ?
ঘরে যাব ?—কোথা ঘর ?
ম'রেছে প্রবীর, কে আছে আমার,—
শূন্যাকার, চারিদিকে ঘোর হাহাকার !
শুন, হাহা রবে হাঁকে সমীরণ !
শুন, হাহা রবে কুলিশ নিশ্বাস !
হাহা রবে বা[illegible] গর্জ্জন শুন !
উঠে হাহাকার,
অন্য রব নাহি কিছু আর !
হাহাকার-পূর্ণ দিশা !
হাহাকার জনার হৃদয়ে ।
উলুক। জান না কি সংসার অসার,
গোবিন্দের পাদপদ্ম সার !
শমনের কঠিন দুয়ার
শোকে কি খুলিবে ?
কুমার কি ফিরিবে তোমার ?
জনা। জানি আমি সমুদায়,
কিন্তু তুমি জান কি মায়ের প্রাণ ?
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধরে,
সেই দিন হ'তে
দিন দিন গাঁথা রহে স্মৃতি-মাঝে ;
জাগে মার মনে—
নিরাশ্রয় শিশু
কোলে শুয়ে করে স্তন-পান ;

জাগে মার মনে—
খুলে দু'টী প্রফুল্ল নয়ন
মার মুখ চেয়ে বিধু-মুখে মৃদুহাসি ;
জাগে মার মনে—
আধভাষে মাতৃ-সম্ভাষণ,
চুম্বন-গ্রহণ-আশে লহর তুলিয়ে
ঘন ঘন চাহে শিশু,
মার মনে জাগে নিরন্তর।
করিলে তাড়না,
ক্ষুদ্র করে নয়ন মুছিয়ে
ডরে হেরে মায়ের বদন,
জাগে সে নয়ন মনে।
ধূলায় ধূসর—
ক্ষুধা পেলে মা ব'লে বালক ধেয়ে আসে।
জান কি মায়ের মন ?
অসহায়, শত্রু-অস্ত্র-ঘায়
কুমার লোটায় বিকট শ্মশানভূমে !
হত পুত্র, শত্রুর কৌশলে,
পতিপ্রাণা পুত্রবধূ লুটায় ধরায়.
মা হ'য়ে এ স্বচক্ষে দেখেছি !
জান না, ধর নি গর্ভে তারে,
জান না—জান না,—
কি বেদনা বেজে আছে বুকে।

উলুক। উন্মাদিনী-বেশে
ভ্রমি একাকিনী অরণ্য-মাঝারে
বেদনা কি হবে দূর ?
পুত্রহন্তা শত্রু তাহে যন্ত্রণা কি পাবে ?
পুত্রবধ-প্রতিশোধ হবে কি, ভগিনি,
হইলে অরণ্যবাসী ?
তবে,
কি কারণে অভাগিনী ভ্রম এ দশায় ?

জনা। প্রতিশোধ নাহি হবে ?
তবে পাপ প্রাণ কি কারণে রাখি—
প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাইতে।
নাহি শোক, নাহিক মমতা,
প্রতিহিংসানল শুধু জলে,
ধূধূ ধূধূ চিতানল সম জলে—
গ্রাসিবারে পুত্রহন্তা অরাতি অর্জ্জুনে,
মেলি শত করাল রসনা !
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা,
মার প্রাণে প্রতিহিংসা জলে,
পুত্রঘাতী পাবে না নিস্তার,
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জলে !

উলুক। শোন শোন, কোথা যাও ?

জনা। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা জলে।

[জনা ও তৎপশ্চাৎ উলুকের প্রস্থান।

(গঙ্গা-রক্ষকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম রক্ষক। আবার চল্, কোন্ দিকে গেল দেখি। বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, বিছে—সব তাড়াতে তাড়াতে যাই।

২য় রক্ষক। ওরে ওই দেখ্, মা শতমুখী হ'য়ে ধেয়ে আস্‌ছে।

(জনার পুনঃ প্রবেশ)

জনা। এলে কি মা কল-নিনাদিনি
অভাগিনী নিতে কোলে ?
দেখ, দেখ, পুত্রশোকাতুরা
দুহিতা তোমার তারা !
দেখ মাগো আঁধার সংসার,
কেহ নাহি আর ;
তাই রণস্থলে পুত্রে ফেলে
তোর কোলে জুড়াতে এসেছি।
দেখ মাগো, পশি অন্তঃস্থলে,
নিদারুণ হুতাশন জলে,
কত তাপ বাড়ব অনলে,
দাবানলে তাপ কিবা !
কত তাপ সহস্র তপনে !
ঈশানের ভালে বহ্নি—তাহে তাপ কিবা !
তাপহরা ! হর এ দারুণ জ্বালা।
ওই শুন, শুন গো জননি !
তরু, গুল্ম, অশরীরী প্রাণী
সবে কহে, ওই—ওই—অভাগিনী

শক্রশরে পুত্রহারা।
শূন্যে শুন উঠিতেছে ধ্বনি,
ওই ওই অভাগিনী পুত্রহারা।
পুত্রহারা পুত্রহারা রব
শুন চারিদিকে,—
এ রব শুনিতে নারি আর!
শুয়ে তোর কোলে—
শীতল সলিলে নিশ্চিন্ত ঘুমা'ব মা গো,
ভবে ভ্রমি ক্লান্ত তোর সুতা।
ওই ওই হৈ হৈ রবে
চিতানলসম স্মৃতি জ্বলে—
দুলাল অঙ্কিত তায়!
ভাগীরথি! তোর জলে নিবাইতে স্মৃতি,
এড়াইতে দারুণ জীবন-তাপ,
এসেছি মা! বঞ্চনা করো না,
নন্দিনীরে নে গো কোলে!

(গঙ্গাজলে ঝম্পপ্রদান)

(গঙ্গার উত্থান)

গঙ্গা। আরে রে অর্জ্জুন,
কত সব তোর অত্যাচার!
কপট সমরে
বধেছিলি নন্দনে আমার—
পিতৃগুরু পিতামহে,
তাহে তোরে করিয়াছি ক্ষমা।
ব্যথা দেছ ভক্তের হৃদয়ে,
আর তোর নাহিক নিস্তার,
শঙ্কর রক্ষিতে তোরে নারিবে পামর!
জাহ্নবীর কোপানলে
অচিরে পাইবি প্রতিফল!
শোকানলে দগ্ধ জনা নন্দিনী আমার—
সে অনল দেছে মোর বুকে।
ভক্ত-পুত্রে ক'রেছ নিধন,
নিজ পুত্র শরে মুণ্ড লুটাবে ধরায়,
দেখি তোরে কেমনে রাখেন চক্রপাণি!
আরে রে ফাল্গুনি,
বার বার আমারে ছলনা!
যাও শূল, মহেশের কর ত্যজি
বভ্রুবাহনের তূণে ব'সো বাণরূপে,
চামুণ্ডার খড়্গ, যাও যাও মণিপুরে,—
ক'রে এস অর্জ্জুনের রক্তপান!
যাও চক্র, ত্যজি চক্রধরে
মণিপুরে অস্ত্রাগারে রহ,
কর গিয়ে অর্জ্জুনে নিধন।
শক্তি, পাশ, দণ্ড আদি দেব-প্রহরণ,—
বভ্রুবাহনের তূণে করহ প্রবেশ,
বধ বধ দুরন্ত অর্জ্জুনে।
দেছে জনা তাপানল বুকে,
অর্জ্জুন-শোণিতে কর শীতল আমায়।

(অন্তর্দ্ধান)

(শ্রীকৃষ্ণ ও নীলধ্বজের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। জেনো বীর, প্রপঞ্চ সকলি;
মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত লয়ে,
ভাঙ্গে গড়ে ইচ্ছামত তার।
করি দেব-দৃষ্টি দান

ক্রোড়-অঙ্ক

(কৈলাস—নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা)

হের মতিমান!
ওই পুত্র, পুত্রবধূ তব
ভীষণ তুষারাবৃত কৈলাস-শিখরে
বিল্বদলে জবাফুলে
পূজিছে পার্ব্বতী-হরে;
নাহি মনে মর্ত্ত্যের বারতা।
হের দুগ্ধময়ী সলিল মাঝারে
মকরবাহিনী ভাগীরথী;

হের জনা প্রসন্নবদনা।
চামর ঢুলায় পাশে,
নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী।
প্রপঞ্চ বুঝিয়ে ভূপ, মন কর স্থির।

(জনৈক ভৈরবের প্রবেশ)

ভৈরব।— (গীত)

গান্ধারী টোড়ী—ধামার।

ধবল তুষার জিনি সিত শুভ্রকলেবর।
কনকবরণী সনে নেহার হে দিগম্বর॥
ফণিমালা মণিমালা, ঝলকে উজ্জ্বল আলা,
রাজীবচরণ দোলে, ক্ষরে তাহে রবিকর॥
ত্রুক্ষময়ী বারি-মাঝে, মকর-বাহিনী রাজে,
নলিনী-ভূষিতা বামা হের বরাভয়কর॥

নীল। অজ্ঞান-তিমির-বিনাশন,
জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন!

যবনিক

হারানিধি

(সামাজিক নাটক)

[২৪শে ভাদ্র, ১২৯৬ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

—:•:—

স্মরণোপহার

(প্রথম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত)

প্রকাশ্য নাট্যমন্দিরের সংস্থাপনা হইতে যে নটকুলভূষণ অমৃতায়মান সরস বচনচ্ছটায় রসজ্ঞ শ্রোতৃবর্গকে অপরিমে আনন্দ প্রদান করিয়াছেন—যে রসভাব-বিশারদ রঙ্গভূমি-সমুজ্জ্বল নাট্যশাস্ত্র-কুশল অভিনেতার বিচিত্র হাবভাব-বিলাসে দর্শকমণ্ডলী অমৃত-হ্রদে নিমগ্ন হইতেন—যাঁহার অমৃতময় ছবি অদ্যাপি রসগ্রাহী দর্শক-হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—যাঁহা জীবন-নাটকের শোচনীয় যবনিকা পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেও চিরপরিচিত অভিনয়-পারিপাট্য এই নাটকের অঘোরে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ **বেল বাবু** বা স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে **'হারানিধি'** গ্রন্থরচয়িতার অনুমত্যানুসারে উপহার প্রদত্ত হইল।

২রা জ্যৈষ্ঠ; ১২৯৭ সাল,
কলিকাতা।

প্রকাশক।

———•———

নাটকের পাত্র-পাত্রিগণ

(পুরুষ)

মোহিনীমোহন	...	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
হরিশ	...	গৃহস্থ ভদ্রলোক।
নীলমাধব	...	ঐ পুত্র।
অঘোর	...	ঐ জামাতা।
নব	...	ঐ সম্পর্কীয় ভ্রাতা।
গুণনিধি	...	মোহিনীর সরকার।
ধরণী বাবু	...	ডাক্তার।
তেজচন্দ্র বাহাদুর	...	গোহিরপুরের জমীদার।
ভৈরব (লোক বলিয়া উল্লিখিত)		ঐ মুন্সী।
ব্রজেন্দ্রচন্দ্র	...	উকীল।
ধনীরাম	...	মোহিনীর দরওয়ান।
সোনাউল্লা	...	পাহারাওয়ালা।

বেলিফ, জমাদার, চাপরাসী, পাহারাওয়ালাগণ, মুটে, মাতালগণ, গাড়োয়ান, চোপদার, পাইকগণ ইত্যাদি।

———

(স্ত্রী)

হৈমবতী	...	হরিশের স্ত্রী।
সুশীলা	...	ঐ কন্যা।
কমলা	...	মোহিনীর স্ত্রী।
হেমাঙ্গিনী	...	ঐ কন্যা।
কাদম্বিনী	...	ঐ রক্ষিতা বেশ্যা।

প্রথম অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের বৈঠকখানা

হরিশ ও মোহিনীমোহন।

হরিশ। ওহে, এত চিঠি লিখলুম, তার ত তুমি একখানা জবাব দিলে না; আজ সাতদিন আফিস কামাই ক'রে ঘুরছি, তাও ত দেখা ক'র্‌তে পারলুম না।

মোহিনী। চিঠির জবাব দিব কি, ভাই? একদিন ত এক জায়গায় ছিলুম না; আজ এখানে, কাল সেখানে, এই ক'রেই বেড়িয়েছি, তার পর ইভ্‌নিংপার্টি (Evening party), লিভিং (Levee)এই সব ক'রেই ঘুর্‌ছি।

হরিশ। তা ঘুরেচ—ঘুরেচ; এখন আমার সর্ব্বনাশ! আজ নিলেম, আজ না টাকা দিলে বাড়ী-বাগান বিক্রী হ'য়ে যাবে।

মোহিনী। সে জন্যে ভাবনা নেই—সে জন্যে ভাবনা নেই।

হরিশ। ভাবনা নেই কি হে? এই Advertisement দেখ না; এতক্ষণ বোধ হয় বিক্রী হ'য়ে গেল!

মোহিনী। সে কি আর আমি দেখি নি?

হরিশ। তবে ব'ল্‌চ, ভাবনা নেই?

মোহিনী। আমি সে ডেকে রেখেছি; ভাবনা কি?

হরিশ। সত্যি না কি?

মোহিনী। সত্যি বই কি; তোমার বিষয় ছেড়ে দিতে পারি?

হরিশ। কত টাকায় ডাক্‌লে?

মোহিনী। সাত হাজার; আরও কিছু পড়'বে।

হরিশ। আর বাকি স্থদ সমেত যে প্রায় বার হাজার হ'য়েছে।

মোহিনী। তার জন্যে তোমার ভাবনা নেই; আমি বাকি ক্লেম্ (Claim) ও কিনে রাখ্‌ব।

হরিশ। যা হয়, ভাই, শীগ্‌গির শীগ্‌গির কর। যদি মাইনে সিজ (Seized) করে, তা হ'লে আমি ছাপোষা লোক—মারা যাব। তোমার মতন ত তালুক নেই মুলুক নেই, ওই মাইনেটী ভরসা।

মোহিনী। তা সিজ ক'র্‌লেই বা; ইন্‌সল্‌ভেণ্ট (Insolvent) যাবে, তা ভাবনা কি?

হরিশ। বেশ ব'লেছ! অপমানকে অপমান, আর চাক্‌রিটীর দফা গয়া! আমার আর বছর দুই হ'লে ওয়ান্ থার্ড (One thrid) পেন্সন্ হয়।

মোহিনী। কি হবে আর পেন্সনে? আমার সংসারে সেঁধোও, বিষয়-আশয় সব দেখ শোন; আমি ত আর এক্‌লা সব পেরে উঠি নি।

হরিশ। তাই তখন তোমার পরামর্শ নেব; এখন আমি নিশ্চিন্ত হলুম্।

মোহিনী। তা তুমি স্বচ্ছন্দে মাসেক ছ'মাস বাস করগে যাও। আমি পূজার পর নইলে বোধ করি আস্তাবল বাড়ী সুরু ক'র্‌তে পার্‌ব না; ইংরেজটোলার বাড়ীখানা তৈয়ের ক'রতে প্রায় লাখ টাকা প'ড়ল।

হরিশ। মাসেক ছ'মাস বাস ক'র্‌ব কি হে?

মোহিনী। তোমার সঙ্গে ত আর অন্য ভাব নয়? একটা ভাড়া লেখাপড়া ক'রে এক বৎসর থাক্‌তে চাও, তাই; আমার তাতে অমত নেই।

হরিশ। মোহিনি, ঠাট্টা ক'র্‌ছ না কি?

মোহিনী। এর্ আর ঠাট্টা বুঝ্‌লে কোন্‌খানটা? বাড়ী কিনেছি, তুমি থাক্‌তে চাচ্ছ, ভাড়া লেখাপড়া ক'রে দেবে, এ আর ঠাট্টা কি?

হরিশ। বুঝেছি, বুঝেছি; তাই তখন হবে।

মোহিনী। কিছুই বোঝ নি; তুমি এখনও ঠাট্টা বিবেচনা ক'র্‌ছ। তোমার মনে হচ্ছে না—মনে ক'রে দেখ দেখি—বছর পাঁচ সাত আগে তোমার ভদ্রাসনটুকু চেয়েছিলুম কি না? তখন তুমি ইংরেজী মেজাজ ক'রে কাণ মলে দিতে এসেছিলে! তোমরা ত কেউ ভালমানষিতে শোন না।

হরিশ। তুমি কি ব'ল্‌ছ? এ কি আমার দেনায় বিকুলো?

মোহিনী। তবে কি আমার দেনায়?

হরিশ। অঁ্যা!

মোহিনী। অঁ্যা কি? বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? তবে তুমি বড়লোককে চেন না।

হরিশ। মোহিনি, কি ব'ল্‌ছ? তুমি আমায় ব'ল্‌লে যে, "আমার কিস্তির টাকার অভাব হ'চ্ছে।"

মোহিনী। ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? সেই কথা ত তুলছি; শোন,—আমি তোমায় বলেছিলুম যে কিস্তির আটক হ'চ্চে, হাজার দশেক টাকা ধার ক'র্‌তে হবে; কেমন?

হরিশ। তাই ত।

মোহিনী। তার পর তোমায় বলি যে, ধনেন্দ্র গুঁইয়ের কাছে টাকা আন্‌তে আমার লজ্জা করে; গুণনিধি আমার হ'য়ে ধার ক'র্‌বে।

হরিশ। এ ত তুমিও জান, আমিও জানি; এ সব কথা কেন?

মোহিনী। ও কথা আমার দরকার নেই; তুমি ও কথা তুলবে ব'লে ব'ল্‌চি। তোমায় জামিন হ'তে ব'লেছিলুম বটে?

হরিশ। তার পর কি হ'ল, শুনি।

মোহিনী। তুমি বন্ধুত্বের খাতিরে জামিন হ'লে।

হরিশ। তার পর, সেই জামিনের দায়ে বাড়ী বিক্রী হ'য়ে গিয়েছে, তুমি কিনেছ, ভেঙে আস্তাবল ক'র্‌বে; কেমন?

মোহিনী। এইবার তুমি বুঝেছ। তোমার ঠেঁয়ে বাড়ীটুকু চেয়েছিলুম; তুমি কাণ মোলে দিতে এলে! সে ঘা আমার অন্তরে অন্তরে আছে। তুমি গেরস্তমানুষ, অত তেজ কেন? বড়লোক চাচ্ছে, দর দাম ক'রে সস্তা-মস্তায় ছেড়ে দাও; তা হ'লে ত আর এ সব কৌশল ক'র্‌তে হয় না। তা নয়, তুমি একবারে বেঁকে ব'স্‌লে! পৈতৃক ভিটে, ভদ্রাসন বাড়ী,—কত ফ্যারেক্কাই তুল্‌লে! আমার গাড়ীর দরকার হ'লে এক পো পথ লোক গিয়ে আস্তাবলে খপর দেবে; আর তুমি বাড়ী, বাগান বাড়ীর সাম্‌নে ব'সে ভোগ ক'রবে! আন, নাও, খাও;— দশহাজার টাকার জন্যে যার ভদ্রাসন বিকোয়, তা'র এত তেজ কেন?

হরিশ। মোহিনি, তুমি কি সত্যি আমার এই সর্ব্বনাশ ক'রবে?

মোহিনী। সর্ব্বনাশ কিসের? আমার সম্পত্যি হ... না; সম্পত্যি ক'র্‌ব না?

হরিশ। হাঁ হে, তুমি কি সব ভুলে গেলে? তুমি সাঁতার দিতে দিতে জলে ডুবে যাও, আমি আপনার প্রাণের মায়া না ক'রে তোমায় বাঁচাই, তোমার মা'র গহনা চুরি করেছিলে, তোমার বাপ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, আমি তোমায় মুখের খাবার খাওয়াই; তোমার ব... হবে ব'লে বিছানা ছেড়ে দিয়ে মাদুরে শুই; হাড়ীপাড়ায় দাঙ্গা ক'রেছিলে, তোমায় বাঁচাবার জন্য হাড়ীর লাঠী খেয়ে ছ'মাস শয্যাগত হই; এখনও আমার গায়ে লাঠীর দাগ আছে। আমি বিশ্বাস ক'রে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, আর তুমি গলায় ছুরী দিচ্চ?

মোহিনী। কে বলে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ? তুমি মূর্খ, তুমি কথামালাও পড় নি। বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল, সারস বা'র করেছিল; তুমি কি জান না, সারস বাঘের মুখ থেকে মুখ বা'র ক'রে এনেছিল, ঐ ঢের? গরিব লোকের আর কাজ কি? বড়লোকের জন্য মাথা দেবে, বড়লোকের জন্য মেয়েমানুষ যোগা'বে, কুকুরের মত ছুটী খাবে, আর থাক্‌বে।

হরিশ। উঃ! ভগবান, এত দূর?

মোহিনী। সকলে 'বাবু' 'বাবু' বলে, উনি 'মোহিনী' 'মোহিনী' বলেন; বন্ধুত্ব জাহির করেন! আরে মূর্খ, তুই এ জানিস্ নি যে, গেরস্তমানুষ আবার বড়লোকের বন্ধু কি? কেউ আত্মীয় হন, কেউ হাই ধরেন, কেউ 'ক্ষণজন্মা' বলেন,—আমি মনে মনে হাসি! থাক্ কুকুর বেটারা; পাঁচটা জানোয়ার পুষি নি! পাঁচটা আসবাব্ রাখি নি?

হরিশ। মোহিনি!

মোহিনী। এখনও মোহিনি! সরকারী চাক্‌রীটি আছে, তাই?

হরিশ। আচ্ছা, মোহিনী বাবু, তোমার কি লোক-ভয় নেই, ধর্ম্মভয় নেই, মনুষ্যত্ব নেই? এই সম্পত্তি কি তুমি চিরকাল ভোগ ক'র্‌বে? একদিন ছেড়ে যেতে হবে তা জান? ঈশ্বর তোমায় কি ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন এই ক'র্‌তে? আমি ছাপোষা গেরস্ত, আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছ!

মোহিনী। কা'র সর্ব্বনাশ হয়, কে মরে, কা'র আ...

জোটে না, তা ধ'র্‌তে গেলে বড়লোকের বিষয় রক্ষা করা হয় না। তোমরা কি কুকুর, বেরাল, শুওর, গাধা খেতে পেলে কি না, দেখ? অত দূর কাজ নেই,—তোমাদের বাড়ীর চাকর, তার ব্যারাম-আরাম বোঝ, তার সময়-অসময় বোঝ? তোমার চাকর-দাসী ছাপোষা ব'ল্লে কি তোমরা মাইনে বাড়িয়ে দাও? মুটে—যে মোট মাথায় ক'রে আসে, তা'র সঙ্গে যে এক পয়সার জন্যে ঝগড়া কর; তখন লোকভয় কর না, তখন ধর্ম্মভয় কর না? তোমায় এত কথা বোঝানর আবশ্যক কি, তা জান? প্রথম ত তুমি যোগ্য লোক; তোমায় আমার সংসারে কাজ ক'র্‌তে হবে; তাতে যত বন্ধুত্ব ক'র্‌তে পার, যত কম মাইনেয় থাক্‌তে পার। ঠিক বোঝ; তুমিও যেমন কম মাইনের চাকর খোঁজ, আমিও তাই চাই। আর দ্বিতীয়ই বল, আর প্রথমই বল, 'মোহিনী' ব'লে যে গদীতে এসে ঠেস মেরে ব'স্‌তে, একঘর লোক—কিছু সমিহ ক'রতে না—ডাক্‌লেই 'হুজুর' ব'লে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে; সেই জন্যই আমার বাকি 'ক্লেম' কিনে লওয়া। এখন রেগেছ, রাগ; কাল সকালে এসে ব'ল, কবে থেকে আমার চাক্‌রী নেবে।

হরিশ। যদি খেতে না পাই, যদি পরিবারবর্গ অনাহারে মরে, যদি খণ্ড খণ্ড ক'রে কেউ কাটে, তবু কি তুই মনে ক'রেছিস্, তোর চাক্‌রী আমি গ্রহণ ক'র্‌ব?

মোহিনী। ব'লে যাও ব'লে যাও; মুখে বলা, কাজে করা, অনেক তফাৎ। যেমন বলেছিলে, "আমি প্রাণান্তেও ভদ্রাসন দেব না", আবার কায়দায় প'ড়ে দিলে, তেম্‌নি কায়দায় প'ড়ে চাক্‌রী স্বীকার ক'র্‌তে হবে। আমি এক-দিন সময় দিলুম; বিবেচনা কর। বন্ধু মানুষটা, attachment বা'র ক'রে আর যেন বাড়াবাড়ি ক'র্‌তে হয় না; মাইনে সিজ্‌ ক'র্‌লেই ত দাঁত ছির্‌কুটে প'ড়্‌তে হবে। কি ক'র্‌বে? যেমন সময়, তেমনি চ'ল্‌তে হয়; উপায় ত নেই। আমরা বড়লোক, এ রকম না ক'রলে চ'ল্‌বে কিসে, বল? গাড়ী রাখ্‌তে হবে, ঘোড়া রাখ্‌তে হবে, বাগান রাখ্‌তে হবে, রাস্তা ঘাট হাঁসপাতালের চাঁদা দিতে হবে, ভোজ দিতে হবে, পার্টি দিতে হবে। বড়লোকের ত আর অন্য রোজগার নেই; ওই আমাদের রোজগার।

হরিশ। তুমি কি বড়লোক? বড়লোক ব'লে পরিচয় দিও না, বড়লোকের কলঙ্ক ক'র না। অনেক ধনাঢ্য প্রাতঃস্মরণীয়,—তাঁ'দের ধন দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য; তাঁ'দের নাম ক'র্‌লে দিন ভাল যায়; তাঁ'দের দানে দেশ অদৈন্য,—তাঁদের বড়লোক বলি; তুমি বড়লোকের চণ্ডাল।

মোহিনী। হাঁ, হাঁ, আছে বটে—আছে বটে; তুমি যে রকম ব'ল্‌চ, দু'ট একটা আহাম্মক আছে বটে; সে রকম আহাম্মক কি তোমাদের ভেতরও নেই? তাও আছে; পরোপকার—পরোপকার এক ঢেউ। বাগাড়ম্বর বিস্তর হ'য়েছে; বল্লুম, বাড়ীতে স্থির হ'য়ে ব'সগে, ব'সে বোঝগে। শুনেছি, তোমরা গেরস্তলোক, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছু কর না; সব দিক বুঝে-সুঝে দেখ; কেন বর্‌বাদ যাবে? ভাড়া লিখে না দিতে চাও, আমার আস্তাবল বাড়ীর ওপর দু'ট ঘর আছে, থাকগে; আর ভাড়া লিখে দাও, স্বচ্ছন্দে বছর খানেক ভোগ কর। কাজে রিজাইন্ (resign) দিয়ে আমার কাজে ভর্ত্তি হও; বড় হিল্লে ছেড়ো না; তোমার আমি ভাল ক'র্‌ব। কেন চাক্‌রী-বাক্‌রী খুইয়ে পথের ভিখারী হবে? মোসাহেবেরা বলে, 'বড়মাছের কাঁটাটাও ভাল'। বুঝেছ, আমি তোমার ভাল ক'র্‌ব।

হরিশ। যথেষ্ট হ'য়েছে। [প্রস্থান।

মোহিনী। এরে দেখ্‌ছি, খেলিয়ে তুল্‌তে হবে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

অঘোর ও নব।

অঘোর। কেন, বাবা, আর আমার সঙ্গে লাগ কেন, বাবা? তোমাদের জামাই ত সাফ্‌ মরে গিয়েছে; ফের আমায় টানাটানি কেন, বাবা? বাঁধিয়ে দিতে হয়, দাও; না হয়, তুমিও পথ দেখ, আমিও পথ দেখি।

নব। আহা, কি হ'য়েচে, আমায় বল না।

অঘোর। বাবা, অত ফুরসৎ নেই; চার্ দিকে লাল-পাগড়ী ঘুর্‌ছে, আমারও প্রাণটা ঘেমে লাল হ'চ্ছে; আর, তুমিও "জামাই বাবু" ব'লে সম্বোধন আরম্ভ ক'রেচ! যখন জামাই বাবু কাবু হ'য়ে হাবুডুবু খাবে, তুমি কি তখন ঠেকাবে?

নব। বল না, কি হ'য়েচে; যদি কিছু উপায় থাকে, করি।

অঘোর। নাচার, বাবা; পরিষ্কার জেনে রাখ, কিছু উপায় নেই।

নব। তুমিও পরিষ্কার জেনে রাখ, আমি না ব'ল্‌লে ছাড়চি নি।

অঘোর। এও ত নাচার! আচ্ছা বাবা, চট্‌পট শুনে নাও। এণ্ট্রেন্সে ফেল্ হ'য়ে ত পড়াশুনা ছাড়ি।

নব। তার পর ত সংমার বাক্স চুরি ক'রে পালাও।

অঘোর। বাঃ! বাঃ! তুমি বড় জবর শ্রোতা; অনেকটা এগিয়ে দিলে।—তার পর, একেবারে আগরায় গিয়ে সদারং বর্দ্ধণ ডাক্তার—টুপি মাথায়, বাব্‌রি চুল, মাথার মাঝখান কামান। এক দিন দেখি যে খামোকা বরাৎ ফির্‌লো। সুশীল ভদ্র তার স্ত্রীকে হাওয়া খাওয়াতে এনেছেন, কল্‌কেতায় চিকিৎসা ক'রে কিছু হয় নি, উপযুক্ত ডাক্তার দেখে আমার ডাক প'ড়্‌লো,—আমিও এসে নাড়ী ধ'রলুম। বিধুমুখীর পেট উঁচু, মুখে কাপড় ঢাকা; শুন্‌লেম, বড় জ্বর হয়; ক্যালোমেল প্রভৃতি ভাল ভাল ওষুধ ব্যবস্থা ক'রলুম; দু'বেলা যাতায়াত; চার টাকা ক'রে ফি, আর পাল্কিভাড়া; ডাক্‌তে হয় না, আপনি হাজির হই।

নব। তুমি নাম ভাঁড়ালে কেন?

অঘোর। শুধু ত সংমার চুরি না; দাঁ'দের ত'বিল ভাঙা, দু'ট একটা ঘড়ি মেরামৎ ক'রে দেব ব'লে বিক্রমপুর পাঠান, এমনি সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণ। তার পর, যা ব'লছিলুম,—দু'বেলা আপনি গিয়ে হাজির হই; পেসেণ্ট কুলবধূ, হাতটি বা'র ক'রে দেন; লজ্জাশীলা জিবটি বা'র করেন না, আমারও তাদৃশ দরকার হয় না। এক দিন সন্ধ্যার পর গিয়ে দেখি—পেসেণ্টের হাতখানি একটু শক্ত আর ঠাণ্ডা; আর, বাড়ীতে জনপ্রাণী নেই, সমস্ত নীরব! ক্রমে একটু এদিক ওদিক আওয়াজ আস্‌তে লাগল; দেখি, বাড়ীর সদরে কনষ্টেবল সাহেব; আর না, এক দিক দে জান্‌লা ভেঙ্গে সট্‌কে পড়লুম; বাড়ীতেও গেলুম না; তখন আমার হুঁশ এয়েছে; আঁচ ক'র্‌লুম, এক বেটীকে গর্ভস্রাব ক'র্‌তে এনে-ছিল, মারা গিয়েছে। তার পর, একখানা খপরের কাগজে দেখি, আর সদারং বর্দ্ধণ নেই, অন্নপ্রাশনের নাম বেরি-য়েছে!—অঘোর মিত্র এলায়েস্ সদারং বর্দ্ধণ একজন গেরোস্তর মেয়েকে—কে তার ঠিকানা নেই—বা'র ক'রে এনে পেটে-পোয়ে খুন ক'রেছে।

নব। তার পর?

অঘোর। তার পর অঘোর মিত্র ম'ল।

নব। ম'লে কি?

অঘোর। মলুম বই কি। পুলিস তত্ত্ব ক'রে দেখ-লেন—বা তত্ত্ব না পেয়েই দেখুন—যে অঘোর মিত্র ম'রেছে। কাগজওয়ালার সংবাদ ভুল হবার যো নেই; তাঁরা বিশেষ সূত্রে অবগত হ'য়েছেন যে, অঘোর এলায়েস্ (alias) সদারং রাত দুপুরে জলে ঝাঁপ দেয়। সেই পেণ্টুলেন, চাপকান, টুপি,—সদারং এর চেয়ে একটু রোগা, একটু ঢেঙ্গা, মুখখানা মাছে খেয়ে ফেলেছে,—লাস নিয়ে পুলিস হাজির করেছে; সুতরাং সে অঘোর মিত্র এলায়েস্ সদারং; তবে, জলে ডুবে একটু ঢেঙ্গা ও রোগা হ'য়ে প'ড়েছে! অঘোর মিত্রকে পাওয়া চাই; সাত সাতটা খুন হ'য়েছে, তার তদ্বির হয় নি; এ খুনের তদ্বির না হ'লে ইনেস্‌পেক্‌টারের কর্ম্ম যায়।

নব। তবে ত সে চুকেই গিয়েছে; আর গা ঢাকা হ'য়ে র'য়েছ কেন?

অঘোর। রোগে! দুঃখে সুখে এক রকম দিন কেটে যাচ্ছে; ঝোল্‌বার বড় সক্ নেই। ধরা প'ড়লে অঘোর মিত্র বাঁচবে আর ঝুল্‌বে; ইনেস্‌পেক্‌টারের চাকরী যাবে; আর, কাগজওয়ালারা লিখ্‌বে,—"আমরা তখনই সন্দেহ করেছিলুম যে, অঘোর মিত্র মরে নি," ব্যস্; হিসাব নিকেশ কৈফিয়ৎ কেটে ঠিক! ছেড়ে দাও, বাবা; চুপিচুপি তোমাদের মেয়েকে মাছ-ভাত খাইও; আমিও আপনার পথ দেখি।

নব। আচ্ছা, সে মেয়েমানুষটা কে, সন্ধান পেয়েছ?

অঘোর। কেন, বাবা, আর বাড়াবাড়ি? আমার

না ঝুলিয়ে ছাড়্বে না? ঘুণাক্ষরে কথা যদি জান্তে রে, অমনি আমি বেঁচে উ'ঠব, আর চার্দিকে পুলিস জবে।

নব। সে কি?

অঘোর। আর যেতে দাও না, বাবা, আপনা আপনি।

নব। তুমি আমায় লুকুচ্চ কেন? আমি কি তোমার রু?

অঘোর। আচ্ছা, বাবা, বল্ছি। তোমাদের মেয়ের াছের মুড়োর জোগাড় হ'য়েছে; আমার মুড়ীটী ঝুলিও া। শুনেছ ত আমায় ডাক্তে গিয়েছিল স্থশীল ভদ্র; লকেতায় এসে দেখি, তিনি গুণনিধি সরকার—মোহিনী াবুর পেয়ারের মোসাহেব; তাঁ'রে দেখেই বুঝ্লুম্ যে, তিনি আমার চেয়েও গুণনিধি! মোহিনীবাবু তাঁর াজের গর্ভসঞ্চার ক'রে জমাখরচ হিসাবে মুদ্দোর্ আমার নামে জমা দিয়েছিলেন।

নব। তা, তুমি কেন পুলিসে ধরা দিয়ে এই সব ব'ল্লে না।

অঘোর। বেশ ব'লেছ! আচ্ছা সাফাই গাচ্ছি! তোমাদের পাড়ার লোক; তোম্রাও কোন্ না শুনেছ যে, ভাজকে বৃন্দাবনে রেখে এসেছিলেন; সেইখানে বৃন্দাবন-ধাম প্রাপ্ত হন?

নব। তা ত শুনেছি।

অঘোর। বিশ্বাস ক'রেছেন?

নব। তা যেমন শুন্লেম।

অঘোর। আপনার সরল প্রাণ, সরল বিশ্বাস ক'রেছেন, কেউ কেউ কুটীল লোক আছে—তারা ব'লে,—'ভাজকে নিয়ে আর এক কাজে সরেছিলেন'; তার পর, গুণনিধিকেও দেখ্লুম—বাবুর সরকারে চাক্রী ক'র্ছেন; হাল সব মালুম হ'য়ে গেল।

নব। এখানে গুণনিধির সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল, তোমায় চিন্তে পার্লে না?

অঘোর। তফাৎ থেকে দর্শন ক'রেছিলুম।

নব। এ সব খপর পেলে কোথা?

অঘোর। কলকেতায় এসে বাবুর বাড়ীর গয়লানীর খোলার ঘরে আড্ডা নিয়েছিলুম; সেই মাগীর ঠেঙেই শুনলুম যে, ভাজের একটু পেট উচু হ'তে, নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন; খাস মোসাহেবও সঙ্গে ছিলেন; আঁচ ক'রে বুঝলুম, ব্যাপারটা এই। এখন ত বেশ একটী রূপকথা শুনলে; কিছু বক্শীস্ টক্শীস্ হুকুম হবে?

নব। বাবাজী, আমার ট্যাঁকও তোমার মত দরাজ! সাত সম্পর্কে টেনে-টুনে ভাই হয়; তাঁর অন্ন মারি, আর প'ড়ে ঘুমুই; বিশেষের ভিতর, আজও হাতটানটা ধরে নি। তা, তুমি কেন আমাদের বাড়ী এসে লুকিয়ে থাক না?

অঘোর। বড্ড বল্লে! কথার ভাব আছে। মোহিনী বাবু কি গুণনিধি যদি ঘুণাক্ষরে টের পা'ন—সদারং ডাক্তার হেথা জামাইরূপে অবস্থান ক'র্ছেন, দু'পয়সা খরচ ক'রে একখানি চিঠি ডিটেক্টীভ্ পুলিসকে দেবেন?

নব। কেন, তার ত কাজ হ'য়ে গিয়েছে; আর তোমায় পুলিসে দেবে কেন?

অঘোর। কি জান, সজ্জন লোক সমাজের হিতার্থে খুনীকে ফাঁসী দিয়ে থাকে, এই এক কথা। আর, যদি কোন রকমে আমি সন্ধান ক'রে ধ'র্তে পারি, সেও ত একটা আপদ বটে। আমায় ঝোলাতে পার্লে ও খাতাটা ক্লোজ্ হ'য়ে থ'কে। আমার প্রাণে নানান গায়; মহাশয়ও আমার মত হাঙ্গামে প'ড়লে ওই রকমই গাইতেন; বড় এক্ষণে শ্বশুর বাড়ীর তোয়াক্কা রাখ্তেন না।

নব। তা, এখন কোথায় থাক্বে?

অঘোর। কেন, বাবা, আমি মরেছি, আর তোমার ঠাঁই-ঠিকেনার দরকার কি? তোমায় ভেঙে চুরে আমি কোন কথা বল্তুম না; বল্লুম কেন,তা জান? শুন্তে পাই, শ্বশুর মশাই না কি ওখানে আনাগোনা করেন; তা, একটু সাবধানে যেন যান আসেন। তাঁর উপর খুনী নাম না চাপুক, জাল জালিয়াতটা চাপ্তে পারে।

নব। তোমার হাতে পয়সা কড়ি আছে?

অঘোর। তা হ'লে, বাবা, তোমার কাছে হাত পাতি? তার জন্যে বড় ভাবি নি; কাণা টানা যা হয় সেজে একটা পথের সম্বল ক'র্তে পার্লে হয়। তার পর দেশহিতৈষী হ'য়ে কালিমবাজারে গিয়ে পড়্ব, শতাবধি টাকা হাত ক'র্তে পার্লেই সাফ্ নাগপুরে গিয়ে পড়ছি। এখন পস্তাচ্ছি; চুরী-চামারী না ক'রে, একটা দেশহিতৈষী হ'তে পারলে চ'লত। তা, 'গতস্য শোচনা নাস্তি;" যা

হ'বার হ'য়ে গিয়েছে। শ্বশুর মশাই, বিদায় হই!

নব। আচ্ছা, তুমি ঠিকানা না বল, কাল্‌কে এমনি সময় হাবড়ার পোলের কাছে দেখা ক'র; আমি তোমার শ্বশুরকে ব'লে কিছু আন্‌ব।

অঘোর। না, বাবা, প'চ কাণ ক'র না; আমার টাকা চাই নি।

নব। আচ্ছা, বাবাজী, একটা কথা আমার রাখ—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একদিন দেখা কর। তুমি জান না, তার কি অবস্থা;—মাটীতে শোয়, দিনান্তে একবার ছটাক খানেক যব হোক, চাল হোক চোনা দিয়ে, একটু ঘির ছিটে দিয়ে,একটু দুধ দিয়ে ফুটিয়ে নেয়; হাত দিয়ে খায় না; উপুড় হ'য়ে যে ক' গ্রাস খেতে পারে। তোমায় আর কিছু বলি নি; তুমি দেখা দিয়ে—তুমি বেঁচে আছ, সে জানতে পারুক; একটা স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা হোক।

অঘোর। তুমিই কেন ব'ল না; আমার দেখা দেওয়া মিছে—আমায় সে চিনতে পার্‌বে না। বে হ'য়ে জোর দিন পোনের ঘর করেছে; তা তৃতীয় প্রহরে মদ-ভাঙ খেয়ে গিয়ে প'ড়তুম, ভোর না হ'তে হ'তে স'র্‌তুম;—বাবাকে শুধু জানান যে, রাত্তিরে বাড়ী এসেছি।

নব। খুব চিন্‌তে পার্‌বে; তুমি একখানা ফটোগ্রাফ্‌ দিয়েছিলে, জান?

অঘোর। আমার কোন পুরুষে ফটোগ্রাফ্‌ দেয় নি, তবে, আমার ফটোগ্রাফ্‌ আমার ঘরে ছিল, সেইখানা যদি নিয়ে এসে থাকে।

নব। আহা, কি হতভাগিনী! এমন পতিব্রতারও এমন দশা হয়? শুন্‌তে পাই, সেই ফটোগ্রাফ্‌খানি বুকে ক'রে রাত্তিরে শুয়ে থাকে।

অঘোর। কি জান, বাবা, গেরো ত আর এক রকম নয়; তিনি ফটোগ্রাফ্‌ নিয়ে থাকুন, আমি স'র্‌লুম।

[প্রস্থান।

নব। শোন না, শোন না— [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

মোহিনী ও কাদম্বিনী।

মোহিনী। তুই যদি এখান থেকে না যা'স, তো[মার] ভাল হবে না।

কাদ। আমি অবলা; তুমি কি আমায় এই ক'র্‌তে মজালে?

মোহিনী। মজালে কি? তুই জানিস্‌ নি? তুই কি ন্যাকা? এ পথে দাঁড়ালি কেন?—আমার ত ঘরের মাগ ন'স্‌; আমার যতদিন সক্‌ ছিল, জায়গা দিয়েছিলুম; এখন অন্যত্তরে চেষ্টা দেখ্‌।

কাদ। তুমি আমায় অমন নিষ্ঠুর কথা ব'ল না, আমার প্রাণবধ ক'র না। আমি বেশ্যা হব ব'লে বেরিয়ে আসি নি; যদিচ তোমায় দেখ্‌বামাত্র ভালবেসেছিলুম, তবু আমি কুলের বা'র হ'তে সম্মত হই নি; তুমি শনিকে দিয়ে দু'মাস চিঠি পাঠিয়েছ, বাড়ীর চারদিকে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছ, কত প্রলোভন দেখিয়েছ; এখন কি সে সব ভুলে গেলে! তুমি সমস্ত রাত আমার ঘরের জান্‌লার নীচে ব'সে কাঁদ্‌তে; "গলায় ছুরি দেব, বিষ খাব",—সে সব কি ভুলে গেলে! আজ বলছ, আমি বেশ্যা! আমি বেশ্যা নই; আমি তোমায় ভালবেসে তোমার সঙ্গে এসেছিলুম। আমি বে'র রাত্রেই বিধবা হ'য়েছিলুম—স্বামী কি, তা জানি নি; তুমিই আমার স্বামী, তুমিই আমার ধ্যান জ্ঞান; তোমা ভিন্ন অপর কোন পুরুষকে স্বপ্নেও মনে স্থান দিই নি। আমি তোমার দাসী; আমায় পায়ে ঠেল না। তুমি যা ইচ্ছা ক'রে বেড়িয়েছ; আমি কখনও কিছু বলিনি, কখন কিছু বলবার ইচ্ছাও করি নি। তুমি যা'তে সুখে থাক, তাই কর; কেবল আমায় পায়ে রেখ।

মোহিনী। নে, নে; অমন ঢঙ্গের কথা আমি ঢে[র] শুনেছি।

কাদ। আমার এ ঢং নয়, আমি যথার্থই তোমা[র] জন্যে পাগল;—তোমার কথা শুন্‌লে কর্ণ শীতল হয়,

তোমায় দেখ্‌লে আমার চক্ষু পলকশূন্য হয়, তুমি স্পর্শ কর'লে আমার অঙ্গ কণ্টকিত হয়। আমি তোমার কাছে অধিক প্রার্থনা করি নি—আমি তোমার পরিবারের দাসীবৃত্তি ক'র্‌তে প্রস্তুত, আমায় বাড়ীতে দাসী রাখ; তোমার পরিবারকে বাতাস ক'রব, পা টিপ্‌ব; কেবল, তোমায় এক একবার দেখ্‌তে পাব; এ ভিন্ন অধিক আকাঙ্ক্ষা করি নি। তুমি নারী-হত্যা ক'র না।

মোহিনী। সাবাস্‌, বিবিজান! আচ্ছা বক্তৃতা ক'রেছ।

কাদ। তুমি ত নির্দ্দয় নও। দেখ, তোমার জন্যে আমার বাপের মাথা হেঁট ক'রেছি, ভাই লজ্জায় দেশত্যাগী হ'য়েছে, মা আমার শোকে প্রাণত্যাগ করেছে। আমি যে মুহূর্ত্তে তোমায় দেখেছি, সেই মুহূর্ত্তেই জীবন-যৌবন সমর্পণ ক'রেছি। যখন তুমি আমায় বাগানে রেখেছিলে, আমার মা'র অনুরোধে, আমার বাপ নিতে এসেছিল; আমায় আবার ঘরে জায়গা দিত, আবার আমি সংসারে থাক্‌তে পারতুম। কিন্তু তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার হৃদয়েশ্বর; তোমার জন্যে—সর্ব্বত্যাগ ক'রেছি, কোন সুখের আশা রাখি নি। আমায় পায়ে রাখ; স্ত্রী-হত্যা ক'র না।

মোহিনী। শোন্‌, বোঝ্‌;—আমারও বয়স হ'য়েছে, তোরও বয়স হ'য়েছে; আর এ সব ভাল দেখায় না। তুই কোথাও থাক্‌গে যা, আমি তোকে খোরাকী পাঠিয়ে দেব।

কাদ। যদি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারতুম, তা হ'লে আমি চ'লে যেতুম; আমায় দেখে তুমি অসুখী হও, আমি আর মুখ দেখাতুম না; কিন্তু প্রাণকে কোনরকমে বোঝাতে পারি নি। আমায় কুটীরে রাখ, একবেলা খেতে দাও; এক একবার দেখ্‌তে চাই; এতে কেন তুমি বঞ্চিত কর? তুমি কি সকলি ভুলে গেলে? তুমি কতবার বলেছ যে, আমা ভিন্ন জান না, অন্য স্ত্রী তোমার চক্ষে স্থান পায় না। তুমি কেন এমন নিষ্ঠুর হ'লে?

মোহিনী। দেখ্‌, অনেক হ'য়েছে—আর না। ভাল চাস্‌ ত চলে যা, নৈলে দারওয়ান দিয়ে বিদায় ক'রে দেব।

কাদ। আর তুমি দুর্ব্বাক্য ব'ল না; আমার অনেক হ'য়েছে—অনেক সহ্য ক'রেছি।

মোহিনী। দূর হ'বি, কি না?

কাদ। না, দূর ক'র না; আমি অবলা, তোমা বই জানি নি।

মোহিনী। বটেরে হারামজাদী, রোজ রোজ হ্যাকাম? ভাল কথায় শুন্‌বি নি? ধনীরাম!—

নেপথ্যে। মহারাজ!

মোহিনী। (কাদম্বিনীর প্রতি) এখনও ব'ল্‌ছি, যা, তোরে গলাধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রে দেবে।

কাদ। কোথায় যাব?

মোহিনী। যা, নিধে ঘর ভাড়া ক'রে এসেছে, সেইখানে যা। এ বাড়ী আমার দরকার প'ড়েছে; নইলে থাক্‌তিস্‌, আপত্তি ছিল না।

(ধনীরামের প্রবেশ)

ধনী। মহারাজজী!

মোহিনী। ঠিকা গাড়ী হ্যায়?

ধনী। খাড়া হ্যায় মহারাজ!

মোহিনী। (কাদম্বিনীর প্রতি) তোর বাক্স পেঁড়া কি আছে, নে। (ধনীরামের প্রতি) এস্‌কো শনি দুধওয়ালীকা ঘরমে রাখ্‌কে আও; গাড়োয়ানকো বোলো, ওস্‌কো লে যায়।

ধনী। যো হুকুম, মহারাজ! [প্রস্থান।

মোহিনী। (কাদম্বিনীর প্রতি) এই নে, এই একশো টাকার নোটখানা নে। ভাব্‌ছিস্‌ কেন? ওস্তাদ্‌ রেখে গান শিখিয়েছি, আমার কাছে ছিলি—পাঁচ ব্যাটায় লুফে নেবে। আমার কাছে পেট-ভাতায় আছিস্‌ বই ত না; তোর ভালর জন্যেই বল্‌ছি।

কাদ। আচ্ছা—চল্লুম। [প্রস্থান।

(গুণনিধির প্রবেশ)

মোহিনী। বেটী যেন ছিনে জোঁক্‌!

গুণ। ওঃ বেটীর কি মায়াকান্না!

মোহিনী। ওতে কি আমি ভুলি?

(ধনীরামের পুনঃ প্রবেশ)

ধনী। মহারাজ, বিবি চলা গিয়া!

মোহিনী। গাড়ীমে গিয়া?

ধনী। নেই, হুজুর! এই বালা ফেঁক্‌কে চলা গিয়া।

মোহিনী। আচ্ছা, যানে দেও।

[ধনীরামের প্রস্থান।

গুণ। আবার মান ক'রেছেন।

মেহিনী। নিধে, যত টাকা লাগে—আমার প্রাণ বাঁচে না—সুশীলাকে এনে দে; এই সাজান বাড়ী সুশীলা নইলে সাজ্‌বে না।

গুণ। বাবু, এ বড় মুস্কিলের কথা; টাকাতে ত হবেই না।

মোহিনী। দেখ্‌ না, প্রাতঃস্নান টান ক'র্‌তে যায় না? নিদেন জোর ক'রে এনে এখানে তোল; চার চক্ষে চাওয়াচাওয়ি হ'লে আমার হাত ছাড়ান বড় ভার। শুনেছি, ওর বাপকে বড় ভালবাসে; আমি ওর বাড়ী ছেড়ে দিতে রাজী আছি। দেখ, না, চেষ্টা দেখ্‌ না; টাকায় কি না হয়? এখন দুঃখে প'ড়্‌বে; ওর বাপের মাইনে সিজ্‌ ক'র্‌ব,ওর ভাই মেডিকেল কালেজে পড়ে—এখন কিছু আর নেই, যা জলপানি পায়। ওর মাকে টাকা ক'ব্‌লে হোক, ওর ভাইকে টাকা ক'ব্‌লে হোক্, ওই একটা নবা ব'লে ভেতুড়ে আছে—সে ব্যাটাকে দিয়ে হোক্, যেমন ক'রে হয়—দেখ্‌।

গুণ। দেখ্‌ছি; কিন্তু শনি বলে, বড় বেগোছ—রাবণের মত দশটা মাথা কেটে সোণার লঙ্কা দিলেও নয়।

মোহিনী। ও বেটী একটা কাজ ব'ল্লেই অমনি করে; বেটীকে দূর ক'রে চাল কেটে উঠিয়ে দেব; কোন কর্ম্মের নয়।

গুণ। দেখি মশাই! আপনার বরাৎ আর আমার হাতযশ।

মোহিনী। আমি চল্লুম; তুইও আয়; একটা কাজ আছে। দরওয়ান আর না কাদী বেটীকে ঢুক্‌তে দেয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

হরিশের বাটীর দরদালান

সুশীলা ও হেমাঙ্গিনী।

হেমা। দেখ্‌ দেখি সুশীলা দিদি! একটা বে
দে, ঘর ঘরকন্না করি—এই তোর ঠেঙে যা হোক্
আধটা ছড়া শিখেছি, বরকে শোনাই; ও মা, তা
থুব্‌ড়ো ক'রে ঘরে রাখ্‌বি না কি? কবে আর গিন্নি
হবো, ঘর-ঘরকন্না ক'র্‌বো?

সুশীলা। বে হ'লে তারে আদর ক'র্‌তে পার্‌বি?

হেমা। ও মা! তা পার্‌ব না? আমি খুব পু
ঘেঁসা আছি।

সুশীলা। পোড়ারমুখী, পুরুষ-ঘেঁসা আছিস্ কি
হেমা। কেন,কর্ত্তাবাবু এলে দাড়ী ধ'রে চুম খাই, বে
ব'স্‌লে বাতাস করি। আমি গান ব'ল্‌ব মনে ক'রে
তা, মা ব'লেছিল, ব'ল্‌তে নাই।

সুশীলা। কি গান ব'ল্‌বি, মনে ক'রেছিলি?

হেমা। কেন, তোমার ঠেঙে গান শিখে যাই নি

(গীত)

বাঁকা সিঁতে ছড়ি হাতে ভাতার এসেছে,
হেসে কাছে ব'সেছে।
কামিজ-আঁটা সোণার বোদাম চেনের কি বাহার,
রুমালে উড়ছে ল্যাভেণ্ডার,—
গলায় বেলের কুঁড়ীর হার!
গলা ধ'রে সোহাগ করে, নইলে কি মন রসেছে?

সুশীলা। বেশ গান ব'লেছিস; বর হ'লে বলি
হেমা। সুশীলা দিদি! তোমার বর কখন
কখন ঘর-ঘরকন্না কর?

সুশীলা। আমার দিবানিশি র'য়েছে ঘরে,
দেখ্‌বে কি পরে? হৃদ্‌কমলে সদাই
দিবানিশি আমার আমি নই,
মনে মনে কত কথা কই;
আমি সাধের ঢেউয়ে সদা ভাসি, সাধে সারা হই!

আমি সুখে কাঁদি, সাধে কত সই,
দেখ, নাই কিছু আর তার বিরহ বই !
আমার বাদ ঘুচেছে, মন বুঝেছে,
বিরহে যতন ক'রে।

হেমা। দাঁড়াত—দাঁড়াত, ছড়াটী শিখে নিই।

সুশীলা। দেবতা-বামুনের আশীর্বাদে এ ছড়া যেন আর কেউ না শিখে।

হেমা। ও মা, তুই কি হিংসুকুড়ে, ভাই! তুই খালি আপনি বরকে শোনাবি, আমার বরকে শোনাব না ?

সুশীলা। এ ছড়া কেঁদে কেঁদে ব'লতে হয়। তুমি যেন সাত জন্ম এ ছড়া না শেখ—তোমার যেন হাসিমুখে হাসি থাকে।

হেমা। হ্যাঁ, সুশীলা দিদি, তুই একদিন বর দেখালি নি গা ? হোক না, আমি কি কেড়ে নেব ? দিদি, তুমি কাঁদচ কেন ?

সুশীলা। কাঁদ্‌ব কেন ? আমার বর দেখ্‌বি ? এই দেখ্। (ফটোগ্রাফ্ প্রদর্শন)

হেমা। ও মা, সুশীলা দিদি জ্বালালে! এ কি বর না ? এ যে ছবি। না, নাঁ, দেখন্‌হাসি মেসোকে বলিস্, একটী ভাল বর এনে দেয়।

সুশীলা। ছি, দিদি, ও কথা কি ব'লতে আছে ?

হেমা। ব'লতে নেই ? আমি তা জানি নি, ভাই।

সুশীলা। আমি বিধবা মানুষ, ও কথা শুন্‌তেও নেই।

হেমা। ও মা, তুই বিধবা ? আমি বলি, তোরা কায়েৎ। তুই কি একাদশী করিস্ ? আমি, ভাই, সকালে উঠে একটু দুধ না খেলে বাঁচি নি।

সুশীলা। বালাই! মাছ-ভাত খেয়ে পাকাচুলে সিঁদুর প'রে কাটাও। তোরে আর একটা ছড়া বলি, শোন।

হেমা। যেন ভাই, বরকে ব'লতে পারি, এমনি ছড়া বল; তোমার মত একাল্‌সেঁড়ে ছড়া ব'ল না।

সুশীলা। বরকে ব'লবি বই কি ; এই শোন—
যত্নে তুলে প'রেছি চুলে, গোলাপ, বুঝ্‌ব কি বাহার !
ঐ আস্‌ছে লো ভাতার, দেখ' যেন মনে ধরে তার,
নইলে তোমায় ফেল্‌ব ছিঁড়ে, চা'ব না ক আর।
দেখি, বেলা, তোর কি মালা ; যদি ধরে সে গলা,
আমার হৃদয়মাঝে থাক্‌বি লো তোলা ;
না হ'লে তুই ফণীর হার—
মনের মতন না হ'স যদি তার।
বুঝ্‌ব, অধর, তোমার কেমন রাগ ;
যদি তার বাড়ে অনুরাগ, তোরে ক'র্‌ব লো সোহাগ ;
নইলে গরব তোমার ছার—যদি না মনে ধরে তার।

হেমা। আমি চ'ল্লুম, ভাই। কর্ত্তাবাবুর খাবার সময় হ'য়েছে ; আমায় বাতাস ক'রতে হবে। আমি সকাল থেকে এর ওর তার বাড়ী ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি।—এই, হীরে দিদির ছেলের ব্যামো হ'য়েছে, ডালিম দিয়ে এলুম ; পদ্ম মাসীকে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে এলুম—আজ দশমী, তার হাতে কিছু নেই।

সুশীলা। এস, দিদি, এস, তুমি রাজলক্ষ্মী! তুমি যেখানে যা'বে, যেন লোকের দুঃখ দূর হয়।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

(হরিশ, হৈমবতী ও নীলমাধবের প্রবেশ)

হৈম। ব'স, জিরোও, ঠাণ্ডা হও ; ব'ল এখন।

নীল। বাবা, কি অসুখ ক'রেছে ?

হরিশ। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

হৈম। বিপদে অস্থির হ'ও না ; তোমার ঠেঁঙেই শুনেছি, তা হ'লে বিপদ বাড়ে।

হরিশ। কি হ'য়েছে, জান ? আমার বাড়ী গিয়েছে, ঘর গিয়েছে, দেন্‌দার হ'য়েছি, চাকরীতে জবাব দিয়েছি।

হৈম। সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা ; কি ক'র্‌বে ? স্থির হও। সকলেরই ত বিপদ হয় ; রামচন্দ্রকে বনে যেতে হ'য়েছিল। তোমায় কি বোঝাব ? তুমি ত সকলই জান।

হরিশ। আমার এ সর্ব্বনাশ হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। আমি স্বপ্নেও জানি নি, মাগ-ছেলের হাত ধ'রে পথে দাঁড়াতে হবে ; আমি স্বপ্নেও জানিনি, দেন্‌দার হ'ব। উঃ, নরপিশাচ! এই কি সংসার ? এই কি মানুষ ? এই মানুষ কি ঈশ্বরের সৃষ্টি ? দৈত্যের কল্পনায় এ সৃষ্টি হয় না! যা'রে প্রাণ উপেক্ষা ক'রে বাঁচিয়েছি, যা'রে মুখ থেকে নিয়ে খেতে দিয়েছি, যা'র মানরক্ষার জন্য ঋণগ্রস্ত হ'য়েছি, সেই আমার বুকে দংশালে—সেই আমার স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসালে! তবে আর কা'কে বিশ্বাস ক'র্‌ব ?

নীল। বাবা, অমন ক'রেন কেন? চাকরী জবাব দিয়েছেন, ফের্ চাকরী ক'র্‌বেন।

হরিশ। পালাতে হবে—পালাতে হবে; নয়, জীবন্মৃত হ'তে হবে—ইন্‌সল্‌ভেণ্ট নিতে হবে। ইন্‌সল্‌ভেণ্টকে কে বিশ্বাস ক'রে চাকরী দেবে? লোকে হাস্‌বে, আঙুল দেখাবে—ব'ল্‌বে, "এই ব্যাকুব্ বড়মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রেছিল, বড়মানুষের খোষামোদ ক'রেছিল; উপযুক্ত শাস্তি পে'য়েছে, জীবন্মৃত হ'য়ে আছে!" আমি লোকালয়ে আর মুখ দেখাতে পা'র্‌ব? বড়মানুষের মোসাহেব, বড়মানুষের কুকুর!

নীল। বাবা, যদি সর্ব্বস্ব গিয়ে থাকে, আমি ত আছি—আমাকে ত মানুষ ক'রেছেন; এত দিন আপনি সংসারের ভার নিয়েছিলেন, এখন সংসার আমায় দিন; সুখে নির্ব্বাহ না ক'র্‌তে পারি, দুঃখে নির্ব্বাহ ক'র্‌ব। আপনার চরণে আমার মতি আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ নই; আমার চেষ্টা কখনই বিফল হবে না,—আমি পিতামাতার সেবা অবশ্যই ক'র্‌তে পা'র্‌ব; ঈশ্বর আমায় সাহায্য ক'রবেন।

হরিশ। কোথায় ঈশ্বর? ঈশ্বর থা'ক্‌লে পাষণ্ডের মস্তকে এখনও বজ্রাঘাত হয় নি—এখনও কালসর্প দংশন করে নি—এখনও তা'র বাড়ী শ্মশান হয় নি! ঈশ্বর নেই—এ দৈত্যের সংসার!

নীল। বাবা, আপনি শান্ত হ'ন। দেখুন, মা কাঁদ্‌ছেন, সুশীলা কাঁদ্‌চে, আমি উৎসাহভঙ্গ হ'চ্ছি। আপনি স্থির না হ'লে আমরা কোথায় দাঁড়াব?

হৈম। তুমি কেন ভাব্‌চ? দীন দুঃখীর ত দিন যায়; আমাদেরও দিন যাবে। কোটাঘরে থাক্‌তুম—না হয়, খোলার ঘরে থাক্‌ব, দুধভাত খেতুম—নয়, নুনভাত খা'ব; চাকর, দাসী আছে—আমি দাসী হবো। আমার সাত রাজার ধন মাণিক সোণার চাঁদ ছেলে র'য়েছে, আর আমার টাকার দরকার কি?

হরিশ। কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, তা জান?

হৈম। আমি জান্‌তে চাই নি। কিসের সর্ব্বনাশ? তুমি আছ, নীলমাধব আছে, সুশীলা আছে, তবে কিসের সর্ব্বনাশ? বালাই! শত্তুরের সর্ব্বনাশ হ'ক! তুমি বুক বাঁধ; সুদিন কুদিন আছে। আমি স্ত্রীলোক—বুক বাঁধ্‌তে পাচ্ছি; আর, তুমি স্থির হ'তে পার্‌চ না?

হরিশ। কি বিশ্বাসঘাতকতা—তুমি জান না। হায় হায়! আমি অন্ধ—আমি কারুর কথা শুনি নি। যে মোহিনীকে ঘৃণাক্ষরে নিন্দা ক'রেছে, তাকে আমি মার্‌তে গিয়েছি; যে বলেছে "বড়মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না", তাকে নির্ব্বোধ মনে ক'রেছি; বোধ করি, মোহিনী চ'লে গেলে আমি বুক পেতে দিতে পার্‌তুম। ওঃ, আজ কি সর্ব্বনাশ—কি অপমান! চক্ষু খুল্‌ল; আর উপায় নেই। নব, নব—

(নবর প্রবেশ)

নব। আজ্ঞে?

হরিশ। কে বলে, তুমি মূর্খ? তুমি বিদ্বান—তুমি পণ্ডিত—তুমি সাধু; তুমি নরচর্ম্মাবৃত পিশাচকে চিনেছিলে। তুমি আমায় জামিন্ হ'তে বারণ ক'রেছিলে—আমি তিন দিন তোমার মুখ দেখি নি; আজ আমি তার প্রতিফল পেয়েছি। ভাই রে, তুমি আমায় মাপ কর। কোথায় যা'ব? এ দুঃখ কোথায় রাখ্‌ব? গিন্নি, আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে—সপরিবারে নৌকা চ'ড়ে মাঝ গঙ্গায় নৌকা তলা ছেঁদা ক'রে দিই। আরে চণ্ডাল, আরে ক্রূর, আমার এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি—তোর কি সর্ব্বনাশ হ'বে না? তোর কি সর্ব্বনাশ হ'বে না? দেখি—দেখি—দেখি!

সুশীলা। বাবা!

হরিশ। মা, সকলে আজ পথের কাঙালী হ'য়েছি।

(যাইতে উদ্যত)

হৈম। ব'স না; কোথায় যাচ্ছ?

হরিশ। চুলোয়!

[নব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(নবর আপন মনে প্রশ্নোত্তর করণ)

প্রশ্ন। নব, দাদার তুই কে?

উত্তর। খুড়ির ভেয়ের ছেলে।

প্রশ্ন। কেমন আদরে আছিস্?

উত্তর। আহ্লাদে পুত্তুর এমন হয় না।

প্রশ্ন। দাদার কখন কিছু ক'রেছিস্?

উত্তর। হুঁ; ভাত মে'রেছি, কাপড় ছিঁড়েছি, ঘ

বৈঠকখানা জোড়া ক'রে ব'সে আছি। বাস্, বাবা, আজ থেকে ত ইস্তফা।—ওরই ভাত নেই; তোকে দেয় কে?

প্রশ্ন। এখন কি ক'র্‌বি?

উত্তর। কিছু পারি না পারি; মোহিনী বেটীর সর্ব্বনাশ ক'র্‌ব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কাদম্বিনীর বাটীর সম্মুখ

(ধনীরাম ও অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। দেখ্‌ছি বাবা, বেজায় বেপড়্‌তা; ট্যাঁকে একটী টাকা আছে। ক'ল্‌কেতায় দেখ্‌ছি, অন্ধ নাচারের তেমন সুবিধা আর নেই। এ বেটা দেখ্‌ছি, রাঁড়ের বাড়ীর দরওয়ান; অনেক বক্‌সিস্ টক্‌সিস্ পে'য়েছে; এর কাছে কিছু যোগাড় হ'বে না? আবার ওই পাহারাওয়ালা বেটা আস্‌ছে।

(পাহারাওয়ালা 'সোনাউল্লা'র প্রবেশ)

পাহা। দরওয়ানজী, দেউড়িতে তোম্, আর ঘাটীতে আমি আছি; চোরের বাবার সাধ্যি, কিছু ক'রে?

ধনী। হাঁ হাঁ! দাওাসে সিধা বানায় দেগা।

পাহা। (অঘোরের প্রতি) তোম্ কৌন্ হায়?

অঘোর। বেয়ং, বাবা। (স্বগত) এই পাহারাওয়ালা বেটা সে দিন আমায় তাড়া দি'য়েছিল।

পাহা। এহানে কাহে? চলা যাও।

অঘোর। দরওয়ানজীর কাছে এসেছি। ঠাকুরজি, প্রণাম।

ধনী। কেয়া রে?

অঘোর। ঠাকুরজি, আমার বাপের শ্রাদ্ধ ক'রেছি, একটী বামুন খাওয়াব; তা এ দেশের বামুনকে আমার শ্রদ্ধা হয় না; সব মদ খায়, রাঁড়ের বাড়ী যায়। তুমি যদি কৃপা ক'রে খাও।

ধনী। সব্ ভ্রষ্ট হায়।

অঘোর। তুমি যদি কৃপা ক'রে ডাল-রুটী পাকিয়ে খাও, আমি দেখে চক্ষু সার্থক করি।

ধনী। আচ্ছা, যাও—ঘিউ লেয়াও, আটা লেয়াও, অড়হরকি ডাল লেয়াও।

অঘোর। ঠাকুরজি; তুমি যদি পছন্দ ক'রে আপনার মতন নিয়ে এস। আহা, সৎ ব্রাহ্মণ—তুমি খেলেই আমার বাবা বৈকুণ্ঠে যাবে। এই টাকাটী নাও; আমি অতি গরিব, আমার কিছু সংস্থান নেই।

ধনী। আচ্ছা, লেয়াও—লেয়াও।

পাহা। তোম্ খুব হুঁসিয়ারী মানুষ—ঠাকুরজীর মতন বামুন পাবা না।

অঘোর। ঠাকুরজী কি আমায় পায়ে রা'খ্‌বেন?

ধনী। আচ্ছা, ঘবড়াও মৎ—ঘবড়াও মৎ। ভাই (পাহারাওয়ালার প্রতি) তোম্ দেউড়িমে বৈঠো, হাম আতা; আবি তো রোঁদকা বক্ত নেই। কুছ্ প্রসাদ লিও।

পাহা। তা, তোম্‌রা তো হামেসা খাতাই—তোম্‌রা তো হামেসা খাতাই।

[ধনীরামের প্রস্থান।

অঘোর। পাহারাওয়ালা সাহেব, ভাগ্যি তুমি ব'লে দিলে; তা নইলে তো দরওয়ানজী খেতো না।

পাহা। হাম তোম্‌রা তরফ হায়; নইলে দরওয়ানজী তোমার টাকা ছুঁতো না।

অঘোর। পাহারাওয়ালা সাহেব, তামাক নেই? দাও না, তামাক সেজে খাওয়াই।

পাহা। দেখ্‌ছি, দাঁড়াও। (দরওয়ানের ঘরে পাহারাওয়ালার গমন)

অঘোর। পাহারাওয়ালা সাহেব—পাহারাওয়ালা সাহেব, ইনেস্‌পেক্টার জমাদারেতে উদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

পাহা। আাঁ, আাঁ! কনে, কনে?

অঘোর। ওই যে মোড় ফিরলো।

পাহা। (চীৎকার করিয়া) খপর আচ্ছা হায়, খোদা বন্দ।

[প্রস্থান।

(অঘোরের ভিতরে গমন ও দরওয়ানের সিন্দুক ভাঙিয়া টাকা লওন)

অঘোর। (বাহিরে আসিয়া) যা মনে ক'রেছিলুম,

তা নয় ; তা, দশ টাকা—দশ টাকাই সই। [প্রস্থান।

(পাহারাওয়ালার পুনঃপ্রবেশ)

পাহা। হালা পাজী, থামোকা ছুট করালে, দাওয়ায় সিধে কচ্ছি।

(ধনীরামের পুনঃ প্রবেশ)

ধনী। আজ আচ্ছা ভোজন হোগা। কেঁও, ভাই, তামাকু পিতা নেই ?

পাহা। শালা কনে গেল ? একবার দাওা লাগাই। অ্যাঁ, কনে গেল, কনে গেল ?—

ধনী। (ঘরের অবস্থা দেখিয়া) আরে এ কেয়া ? হামারা সর্ব্বনাশ হুয়া ! দেও, শালা, হামারা রূপেয়া ; লেয়াও—লেয়াও—রূপেয়া লেয়াও—

পাহা। আরে, কি ব'ল্ছো ? আরে, কি ব'ল্ছো ?

ধনী। তোম্ চোট্টা হায়। (প্রহার)

পাহা। আরে জুড়ীদার—জুড়ীদার, খুন্ ক'র্লে !— [প্রস্থান।

ধনী। পাক্ড়ো শালাকো।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

কমলা ও হেমাঙ্গিনী।

কমলা। হ্যাঁরে হেমা, তুই কর্ত্তাকে একটা কথা ব'ল্‌তে পারিস্ ? দেখ্, দেখন্‌হাসিদের কর্ত্তা উঠিয়ে দেবে।

হেমা। ও মা, সর্ব্বনাশে কথা ক'স্ নি ; তা হ'লে কি আমি বাঁচ্‌ব ?

কমলা। তুই, বাছা, কর্ত্তাকে ব'ল্‌তে পারিস—ওদের থিতি যা'তে করে।

হেমা। ব'লব না ? সাতখানা ক'রে ব'ল্‌ব ; তুই যেমন !

কমলা। শোন্, শোন্,—তুই ভাল ক'রে ব'ল্‌তে পার্‌বি ? কর্ত্তা যে শোনেন, এমন বোধ হয় না।

হেমা। শুন্‌বে না ? বেটা ছেলে, দু'ট মিষ্টি ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেই শুন্‌বে।

কমলা। দেখ্, তুই ব'ল্‌লেই ব'ল্‌বে, "হাঁ, হাঁ, তাই হ'বে ;" তুই ছাড়িস্ নি ; তুই ব'ল্‌বি, দেখনহাসি মাসীর বাড়ীটুকু ছেড়ে দিতে।

হেমা। তুমি আমায় অবাক্ ক'রেছ বাছা ! বাড়ীখান কি না পাখী, যে, ধ'র্‌বে আর ছেড়ে দেবে। অনাছিষ্টি কথা ; এমন কথা কখনও শুনি নি—এই তোর ঠেঁয়ে শুন্‌ছি।

কমলা। ওরে, শোন্ ; ওদের বাড়ী ভেঙ্গে দেবে, তাড়িয়ে দেবে।

হেমা। না, মা, না ; দেখ্‌নহাসি মাসীদের বাড়ী ভাঙ্‌তে দিস্ নি, মা ; তা হ'লে আমি কেঁদে কেঁদে বাঁচবো না, মা।

কমলা। তা, বাছা, আমি কি ক'র্‌ব, বল্ ? আমি ব'ল্‌লে আমায় কাট্‌তে আস্‌বে।

হেমা। আমি যাই, কর্ত্তাবাবুকে বলিগে।

কমলা। আমার নাম করিস নি ; বল্‌বি, শশী গয়লানী তোর ঝি-সাক্ষাতে বলেছিল—তাই তুই শুনেছিস্ ; আমি ব'লেছি, খপর্‌দার বলিস্ নি।

হেমা। ও মা, সে কি গো ! কর্ত্তাবাবু গুরুলোক—মিছে কথা ক'য়ে কি এহকাল পরকাল খাবো ? এই ত বাছা, আর জন্মে কত কি ক'রেছিলুম, তাই ভুগ্‌ছি।

কমলা। না, না, আমার নাম করিস্ নি।

হেমা। আমায় তেমন আল্‌গা মেয়ে পাও নি—কচি খুকিটী পাও নি, যে, পেটের কথা ছাড়্‌ব।

কমলা। কি ব'ল্‌বি ?

হেমা। আমি ব'ল্‌ব, "কর্ত্তাবাবু, তুমি যে দেখনহাসি মাসীদের উঠিয়ে দিচ্ছ, আমার চলে কি ক'রে বল, দেখি ! সুশীলাদিদি সুন্দরী, আমিও সুন্দরী, আমাদের দু'জনে ভাবসাব আছে, আমরা আমোদ-আহ্লাদ করি, দু'জনে দুঃখের সুখের কথা কই। যে মানুষটি যায়, তেমনটি আর হয় না ; আমি অমন সুশীলাদিদিটি কোথায় পাব, বল দেখি ?" এই কর্ত্তাবাবু আস্‌ছে,—আমি বলি।

কমলা। চুপ্ কর্, আবাগী !

হেমা। চুপ্‌ ক'র্‌ব কি গো ? আমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ নেই, পষ্ট কথা ক'ব।

(মোহিনীমোহনের প্রবেশ)

মোহিনী। কি রে ক্ষেপী, কি রে ?

হেমা। কর্ত্তাবাবু, তুমি দেখ্‌নহাসি মাসীদের উঠিয়ে দিও না; আমি একটা অখদ্দে অবধ্যে প'ড়ে আছি, আমার ত তোমার মুখ চাইতে হয়। আমি নানান্ জ্বালায় ঘুরি—সুশীলাদিদির সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু একটু জুড়ুই।

মোহিনী। তোরে কে বল্লে রে ? কে বল্লে রে ?

হেমা। হুঁ! তোমার ব'লে আমি থানা পুলিস করি আর কি!

মোহিনী। (কমলাকে দেখাইয়া) এ বলেছে বুঝি ?

হেমা। হ্যাঁ, তোমায় পেটের কথা ভাঙি, তুমি মা'র সন্ধান নাও! কর্ত্তাবাবু, তোমায় ব'ল্‌ছি, বাছা, তুমি কিন্তু দেখ্‌নহাসী মাসিদের গায়ে হাতটী দিতে পার্‌বে না।

মোহিনী। না, না; কে বল্লে ? মিছে কথা; যা, শুগে যা।

হেমা। আমি যাচ্ছি; দেখো, যেন তাদের নাইতে কেশটী না ছেঁড়ে।

মোহিনী। ক্ষেপি, আমার চুম খেয়ে গেলি নি ?

হেমা। বাছা রে, যত বুড়ো হ'চ্ছি, যেন ভীমরথী হ'চ্ছে! (চুম খাইয়া) আসি, বাছা। ভাল কথা মনে—কর্ত্তাবাবু, একটা টাকা দাও; বেইবাড়ী তত্ত্ব ক'র্‌তে পাচ্ছি নি, বরক'নে ঘরে আন্‌তে পাচ্ছি নি।

মোহিনী। এই নে, এই নে; যা।

হেমা। 'যা' বাক্যি ব'লতে আছে ? বল, 'এস'।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

মোহিনী। তুমি এখন দাঁও পেয়েছ, বটে ? আমি কিছু বল্‌ছি নি; কত দূর বাড়্ তাই দেখ্‌ছি। মেয়েকে দে টাকা নে পাড়ার লোকজনকে বিলোও; আমি কি করি না করি, তার উপরও যে হাত দিচ্ছ, দেখ্‌ছি।

কমলা। আমি তো তোমার কোন কথায় থাকি নি। তোমার কিসের অভাব ? যা আছে, তুমি ভোগ কর; ওই একটা মেয়ে, শিবরাত্তিরের শল্‌তে—কখন আছে, কখন নিবে যায়। লোকের মন্নি কুড়িও না, আমার প্রাণ কাঁপ্‌তে থাকে।

মোহিনী। তুমি একজন, তোমার প্রাণ একটা! খবরদার, তোমার প্রাণ কাঁপে—দয়া হয়—মন্নিতে ভয় হয়—এ সব কথার আজ শেষ কর। তুমি কেউ নও, এই কথা জেনো; আমার মেয়ে মানুষ কর্‌বার বাঁদী;—এর অধিক আস্পর্দ্ধা কর, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবো।

কমলা। আমি তোমায় কখন কিছু বলি নি, কখন কোন অনুরোধ করি নি; আমার এই কথাটী রাখ, আর আমি কখন কিছু ব'ল্‌বো না। দেখন্‌হাসিরা বিস্তর উপকারী; আমি দেখন্‌হাসির যত্নে হেমাকে ফিরে পেয়েছি। দিনকে দিন বলে নি, রাতকে রাত বলে নি; ঘরকন্না ভাসিয়ে সে আমার হেমাকে বাঁচিয়েছে, তা'রে তুমি উদ্বাস্ত ক'র না।

মোহিনী। আর বক্তৃতা আছে, শুনি।

কমলা। দেখনহাসির নিশ্বাস প'ড়লে হাড়ে হাড়ে বিঁধ্‌বে; শুনেছি তোমরাও দু'জনে এক সঙ্গে পড়েছ, এক সঙ্গে খেলিয়েছ, এক সঙ্গে খেয়েছ, এক সঙ্গে শুয়েছ, হরিশবাবু তোমার জন্যেই জামিন হ'য়েছিলেন, তার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে ধর্ম্ম বিরূপ হবে।

মোহিনী। হুঁ, তুমি কে তা জান ?

কমলা। আমি তোমার স্ত্রী!—সহধর্ম্মিণী! যাতে তোমার ভাল, তাতে আমার ভাল; তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল; তোমার জীবনে আমার জীবন! তাই তোমায় বারণ ক'র্‌ছি।

মোহিনী। এতদূর! ম'লে সহমৃতা যাও না কি ?

কমলা। বালাই, ষাট; তুমি অক্ষয় অমর হও, আমি তোমার কোলে চোখ বুজি।

মোহিনী। তুমি কি, তা জান না ?

কমলা। আমায় বল, আমায় শিখিয়ে দাও।

মোহিনী। তুমি বাঁদী, দাসী, আস্‌বাব।

কমলা। আমি তার চেয়ে ত কখন বড় হই নি, হ'বার ইচ্ছাও করি নি। আমি তোমার বাঁদী, তাই তোমার মঙ্গল খুঁজ্‌ছি।

মোহিনী। তুমি অতি নির্ব্বোধ। তোমায় বুঝিয়ে বল্‌ছি শোন'! বল্‌বার কারণ আছে, নইলে তোমার মত নিৰ্জ্জীব পদার্থকে বোঝাবার আবশ্যক ছিল না। আমার মেয়ে তোমার হাতে মানুষ হ'চ্ছে, এই আমার বোঝাবার

দরকার; আমার মেয়ে না তোমার মত অপদার্থ হয়। দয়া, ধর্ম্ম, শাপ মন্নি,—এ সব যদি মনে ছিল, বড়লোকের ঘরে এলে কেন? তুমি ছোট ঘরের মেয়ে, বড়লোক কেমন ক'রে হয় জান না, সাত হাত মাটী কোদ্‌লাও—একটা পয়সা পাবে না, ক্রোর টাকার সম্পত্তি কি অমনি হয়? গ্রাম জালিয়ে প্রজা শাসন ক'র্‌তে হয়, গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিতে হয়, নাতোয়ানের বিষয় কেড়ে নিতে হয়,—তবে বড়লোক হয়। বিষয় হ'লে লাঠির আগায় বিষয় রক্ষা ক'র্‌তে হয়। তুমি এসব জান না; যেমন জান না, আমি জান্‌তে বলি নি—ঘরে ব'সে খাও দাও থাক, মেয়েটাকে উচ্ছন্ন দিও না, এই আমার কথা। আমি চোখ বুজ্‌লে মেয়েরই বিষয় হবে; তুমি যদি দয়া, ধর্ম্ম, শাপ, মন্নি শেখাও, তা হ'লে এই অট্টালিকা দেখ্‌ছো—ছু'দিনে মাঠ হ'বে। তুমি মনে কর,আমি মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে, গরীবের বাড়ী পাঠাই দয়া শেখাতে? তা নয়—খপরের কাগজে লিখ্‌বে যে মোহিনীবাবু সদাশয়; তাঁর কন্যা দীন-দুঃখীর বাড়ী বাড়ী গে—যার অন্ন নেই তারে অন্ন দেয়, যার বস্ত্র নেই তারে বস্ত্র দেয়, দশটা বাড়িয়ে লেখে,—এ খুন, দাগাবাজী, ঘর-জ্বালানর হজ্‌মিগুলি।

কমলা। তুমি কেন আমার সঙ্গে প্রতারণা কর? কেন আমায় দুঃখ দাও? তোমার ত সে স্বভাব নয়?

মোহিনী। তুমি ছোট লোক; এতদিন আমার সঙ্গে ঘর ক'র্‌ছো, তবু ব'ল্‌ছো, প্রতারণা ক'র্‌ছি? চক্ষের উপর যে কাজগুলো হ'য়ে গেল, তা দেখে তোমার জ্ঞান হয় নি? তোমার চক্ষের উপর বড় বৌকে বৃন্দাবনে মার্‌লুম; কি ক'রে তার বিষয় হস্তগত ক'র্‌লুম,তা তুমি দেখনি? না দেখে থাক, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, হেমাকে তুমি যা বল—তাই শেখে, কতকগুলো আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ শিখেচে, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোকভয় এ সব কথা তার মুখেও শুন্‌তে পাই। আমার একটী অনুরোধ রাখ, ব'ল্‌লে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে পার, স্বামীর একটা কথা রাখ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম—এসব যে লোকদেখানে, তাই তাকে শেখাও। যদি না শেখাও, আমার মেয়ে আমি তোমার কাছ থেকে তফাতে রাখ্‌বো।

কমলা। আমি আমার পেটের সন্তানকে এই উপদেশ দেবো?

মোহিনী। তুমি না ব'ল্‌লে, 'আমার জীবনে তোমা[র] জীবন'? যদি সত্য হয়,তা'হলে আমি যা ব'ল্‌ছি,তাই ক[...] যাক্‌,—এ কথায় সে কথায় সময় কেটে গেল, শুন্‌ছি না [...] তুমি তোমার দেখন্‌হাসিকে টাকা ধার দিয়েছ? সত্[্যি] বল্‌।

কমলা। দিইছি।

মোহিনী। কত টাকা?

কমলা। দুশো টাকা, এই মাসকাবারেই দেবে।

মোহিনী। সে মাস কাবার হ'চ্ছে না; কিছু বন্[...] রেখেছ?

কমলা। না।

মোহিনী। ছোট লোক!—সুদ কত হ'য়েছে?

কমলা। সুদের কথা কিছু হয় নি, টাকা হ'লেই দে[...] দেবে।

মোহিনী। তা বেশ! তারে বলো, যে, আমি টে[...] পেয়েছি—হয় টাকা দিগ, নয় তার গহনা দিগ, না[...] আমি গেরস্তোর মেয়ে বাছবো না, জেলে দেবো, এ[...] আমার দশ হাজার টাকা খরচ হয়, তাও স্বীকার। কা[...] যেন গহনা দেখ্‌তে পাই, নইলে টের পাবে।

কমলা। আচ্ছা, আমি কালই গহনা নিয়ে আস্‌[...] কিন্তু আমার একটী মিনতি রাখ। সর্ব্বনাশ ক'রো[...] সর্ব্বনাশ ক'রো না, মিনি অপরাধে উদ্বাস্ত ক'র না।

মোহিনী। চোপ্‌ ছুঁচো বেটী! ফের ছোট মুখে[...] কথা? যাবি তো যা, নইলে মার খাবি।

কমলা। ওগো, আমায় মার, কাট, খুন কর, [...] বাবুদের সর্ব্বনাশ ক'র না।

মোহিনী। বটে, তোর ভারি আস্পর্দ্ধা হ'[...] মেয়েটার জ্ঞান হ'য়ে অবধি তোর গায়ে হাত তুলি নি[...] না? তাই মার খাবার সক হ'য়েছে।

কমলা। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, এই ক[...] রাখ, স্ত্রীকে লোক কত কি দেয়, না হয় আমায়ই বাড়ী[...] দিলে। (পদধারণ)

মোহিনী। পা ছাড়্‌ ব'ল্‌ছি।

কমলা। আমি ছাড়্‌বো না,তুমি বলো—দেখন্‌হাসি[...] উঠিয়ে দেবে না।

মোহিনী। তবে রে হারামজাদী—(প্রহার)

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা। ও কর্ত্তাবাবু কি ক'র্‌লে, কি ক'রলে, মা ম'রে যাবে, মা ম'রে যাবে! আমায় মেরে ফেল, কর্ত্তা বাবু, আমায় মেরে ফেল।

মোহিনী। কি রে ,তুই এখনও ঘুমুস্ নি ?

হেমা। না কর্ত্তাবাবু! আমি কেঁদে কেঁদে সারা হ'চ্ছি, তুমি দেখন্ হাসি মাসীদের উঠিয়ে দেবে? আমি আর বাঁচ্‌বো না।

মোহিনী। না, না, উঠিয়ে দেব না, তুই শুবি আয়! (কমলার প্রতি) দেখ্,—তুই এই জঞ্জাল ক'রেছিস্, মেয়েটাকে শুক্ষো ঘুমুতে দিস্ নি।

হেমা। ও কর্ত্তাবাবু, মাকে আর মেরো না, কর্ত্তাবাবু! আমি তা হ'লে বাঁচবো না, কর্ত্তাবাবু! আমি তা হ'লে বাঁচবো না! আমায় তুমি মেরে ফেল কর্ত্তাবাবু! আমার বড় মন কেমন ক'র্‌ছে কর্ত্তাবাবু! আমার মা বড় দুঃখী, কর্ত্তাবাবু! তুমি তাকে মে'র না, মে'র না।

মোহিনী। না, না, তুই শুগে যা, শুগে যা, ওকে নিয়ে যা,—ওকে নিয়ে যা। যাও মা, শোও গে, আমিও ঘরে শুই গে, আমার তা নইলে অসুখ ক'র্‌বে, তোমরা শোও গে।

[প্রস্থান।

হেমা। ও মা, তুই আমার মাথা খেয়ে কেন্ এলি মা? আমি কেঁদে বাঁচ্‌বো না, মা! ও মা, তুই কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে আর কথা কস্‌নি মা, এইবার কর্ত্তাবাবু এলে তোকে লুকিয়ে রাখ্‌বো মা,—আর বেরুতে দেবো না।

কমলা। না রে না, আমায় মারে নি—শুবি আয়।

হেমা। না মা,তুই ভাঁড়াস্ নি মা, আমি দেখিছি মা, ওমা, তুই বড় দুঃখী মা!

কমলা। আমার দুঃখ কিসের লা? আমাকে ঠাট্টা ক'রে মেরেছে।

হেমা। না মা, তোকে বড্ড মেরেছে, মা তোর গতর ভেঙে দিয়েছে, মা!

কমলা। তা মেরেছে, মেরেছে, তোকে আমি মারিনি? আয় শুবি আয়।

হেমা। ও গো মা গো, তুই কেন হেথা এয়েছিলি গো? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে গো, আমার দুঃখিনী মাকে কেন কর্ত্তাবাবু মার্‌লে গো।

কমলা। আয় আয়, আবার কাল সকালে কইমাছ নিয়ে যাবি, তোর হীরে দিদির ছেলে পথ্যি ক'র্‌বে।

হেমা। আমি কোথাও যা'ব না, তোমায় আগ্‌লে ব'সে থাক্‌বো।

কমলা। তা আয়, আগ্‌লাবি আয় শুই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ

অঘোর ও নব।

অঘোর। এই যে আমার কচি শ্বশুর—বাপের ঠাকুর—তুলসীবনের বাঘ! আমি, বাবা, তোমার পেছু পেছু ধাওয়া ক'রেছিলুম।

নব। পালালে, আবার ধাওয়া ক'র্‌লে যে?

অঘোর। কি জানেন, আমি পালালুম, আপনি ধাওয়া ক'র্‌লেন, তার পর আপনি যখন স'র্‌লেন, তখন মনে ভাব্‌লুম, ভাল হলো না,অমনি অমনি ছেড়ে দেওয়াটা ভাল দেখায় না; জামাই ব'লে সম্বোধন ক'র্‌লেন, কুটুম-কুটুম্বিতে তো চাই; মশাই একবার ধাওয়া ক'র্‌লেন, আমি একবার ধাওয়া ক'রলুম।

নব। কি, ব্যাপারখানা কি?

অঘোর। প্রেমের দায়, বাবা, প্রেমের দায়! কি জানেন, মাইকেল সাহেব লিখেছিলেন,—

"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে?"

নব। ও আবাগীর ব্যাটা, তোর আমার ওপর প্রেম হলো না কি?

অঘোর। কতক আপনার ওপর, কতক আমার বিধুমুখী প্রিয়ার উপর।

নব। দূর, বেল্লিক ব্যাটা।

অঘোর। বাবা, প্রেমের ধারও ধারলে না, প্রেমের রীতও বুঝলে না। কারুর শুভ দৃষ্টিতে প্রেম জন্মায়, কারুর শুভ কর্ণে প্রেম জন্মায়! আপনার প্রমুখাৎ বিধুমুখী প্রিয়ার সংবাদ শ্রবণ মাত্র আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছে।

নব। তাই বুঝি দৌড় দিয়েছিলে?

অঘোর। বাবা, দৌড় দিয়েছিলুম সাধে? যেরূপ হৃদয়ক্ষেত্রে বাক্যরূপ লাঙ্গল দিয়ে, প্রেমরূপ বীজ বপন ক'রেছিলেম, তারি ধমকে দৌড়ে এসে আধ ঘটী জল খাই, তার পর দেখি এক প্রহরের মধ্যে প্রেমের চারা দেখা দিয়েছে।

নব। ইস্, তোমার যে ভারি বাক্যির ছটা হে?

অঘোর। প্রেম বড় সংস্কৃতভাষী, তা কি জানেন না?

নব। এখন কথাটা কি?

অঘোর। প্রেমের তুফান খেল্‌ছে, হৃদয় গুর্ গুর্ ক'র্‌ছে, বিধুমুখী প্রিয়ায় জন্যে প্রাণ আন্‌চান্ ক'র্‌ছে।

নব। ইস্ তোমার যে ভারি বাড়াবাড়ি!

অঘোর। ওই তো মশাইকে ব'ললেম, এক প্রহরে প্রেমের চারা দেখা দিলে; তার পর যখন সংবাদ পেলুম, যে মহাত্মা গুণনিধি, প্রাতঃস্মরণীয় ধনেন্দ্র, আর তস্করচূড়ামণি মোহিনীমোহন, তিনজনের শুভাশীর্ব্বাদে আমার শ্বশুরঠাকুর সংসারধর্ম্মে মুক্তিলাভ ক'রেছেন, বিষয়কর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মেছে, পৈতৃক-বাড়ী-ভারগ্রস্ত ছিলেন তা হ'তেও পরিত্রাণ লাভ ক'রেছেন, তখনি পূর্ব্বোক্ত প্রেমের চারা, একেবারে ফলে ফুলে বিকসিত হলো; সালঙ্কৃতা প্রিয়ায় সহিত আমার সাক্ষাৎ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

নব। সালঙ্কৃতা কিসে ঠাওরালে? সে বিধবা-আচারে আছে।

অঘোর। তিনি সালঙ্কৃতা হ'ন, আর যা হ'ন, তাঁর বাক্স তো সালঙ্কৃতা বটে? বের সময় শ্বশুর মশাই প্রায় হাজার বার শো টাকার অলঙ্কার প্রদান ক'রেছিলেন কি না?

নব। ও আবাগীর ব্যাটা, তুমি কি সেই বাক্স নিয়ে সরবার চেষ্টায় আছ?

অঘোর। দূতি! আমার মনোভাব যথার্থ অনুভব ক'রেছ গো।

নব। ও কাট-কুড়োনীর ছেলে, তোমায় কি আমি গহনা চুরি ক'র্‌তে নিয়ে যা'ব?

অঘোর। কেন বাবা, বেতালা গাচ্ছ কেন? আমি কোন্ এক্‌লা খেতে চাচ্ছি, তোমারও তো ট্যাঁক গড়ের মাঠ! এক্‌লা যদি খেতে চাইব তো প্রেমের কথা তোমায় ভাঙবো কেন বাবা?

নব। তুই ব্যাটা কি আমায় তোর মতন ছোট লোকের ছেলে পেলি?

অঘোর। না বাবা, তুমি মহৎলোক, তোমায় ছোট লোক ব'ল্‌তে চাই নি। বখ্‌রা না নাও, মশাইয়ের গুণ-কীর্ত্তন আজন্ম ক'রবো; আপনি উকিটে ঝুঁকিটে মেরে দেখা ক'রলে হতো, কিন্তু তাতে বিলম্ব পড়ে যাবে, চিন্‌তে পারুগ্‌ না পারুগ্‌।—

নব। তুই নিতান্ত পাষণ্ড!

অঘোর। ম'শায়ের কি মেধা চমৎকার! ঠিক ঠাউরেছেন; কিন্তু দেখ্‌ছি একটু উল্টো আঁচ ক'রেছি, ভেবেছিলুম আপনার তো অন্ন উঠ্‌লো, এখন আপনাকে দেশহিতৈষী, বা সাধু পুরুষ, কিম্বা ছোট আদালতের মোক্তার, না হয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—এমনি একটা উপায় তো ক'র্‌তে হবে।

নব। আরে আবাগীর ব্যাটা, তোর মুখে ছাই, তুই কি আমায় তেম্‌নি পেলি?

অঘোর। তবে কি বাবা ময়ূরভঞ্জের রাজা, না টীপুসুলতানের গুষ্টী হবে? সে তো বাবা সহজে হবে না, কিছু রেস্তো চাই; তাতে একটা ঘুড়ি চ'ড়তে হবে, একটা বাড়ী ভাড়া ক'রতে হবে, তার পরে তো একটা বাঙ্গাল ঠকিয়ে নিয়ে সরবে।

নব। সে কি রে ব্যাটা?

অঘোর। সে কি? এইবার বাবা আমায় খোঁকা দিয়েছ, কল্‌কেতার সহরে এত রকম জুচ্চুরি হ'চ্ছে, তার খপর রাখ না? তবে তোমার কাছে পেটের কথা খুলে কিছু ভাল করি নি। দূতি! বড় আশায় নৈরাশ

গো, ভেবেছিলুম গহনাগুলো তো বিক্রমপুর যাবেই, শ্বশুর মশাই কেন খান, খুড়শ্বশুর মশাইকে কিঙ্কিৎ দিয়ে আমি নিয়ে সরি। আহা, আমার নবীন প্রেম অঙ্কুরিত হ'য়েছিল, তাতে তুমি ঘুণ ধরালে বাবা! আচ্ছা, তোমার ভাল হোক্—রাম রাম বাবা।

নব। ওহে শোন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেসা করি।

অঘোর। পথে এস চাঁদ! সাদা কথা কও, প্রাণের ভেতর ঝাকড়দা মাকড়দা রাখ কেন বাবা?

নব। আচ্ছা, যদি কিছু টাকা পাস,—মোহিনী ব্যাটাকে জব্দ ক'র্‌তে পারিস্?

অঘোর বাবা, 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ!' তাতে আমি নেই; আমিও লাখ্‌পতির ব্যাটা, তুমিও লাখ্‌পতির ব্যাটা, তবে যদি শ্বশুর মশাই যোগ দেন, তা' হলে একহাত খেলি।

নব। আচ্ছা, তোর শাশুড়ীর ঠেঙে যদি দু' তিন শ টাকার যোগাড় ক'র্‌তে পারি?

অঘোর। গেয়ে যাও বাবা, গেয়ে যাও,—বেড়ে সুর বাগাচ্ছ।

নব। ব্যাটাকে জব্দ ক'র্‌তেই হবে।

অঘোর। আছি বাবা, তাতে একহাত আছি। আমি নেপথ্যে সঙ্গৎ ক'র্‌বো, আসরে কিন্তু তোমায় গাইতে হবে, আমি সুর-তাল বাত্‌লে দেবো।

নব। কি রকম, কি রকম?

অঘোর। হেথায় কেন বাবা? চল—কোথাও নিরিবিলি গে বসি, কেউ যদি আড়ালে আব্‌ডালে শোনে, তা' হলে কিছু বেসুর ক'রবে।

নব। আচ্ছা, তুমি কাল আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।

অঘোর। কেন বাবা, শুভকর্ম্মে বিলম্ব কেন? যদি শাশুড়ী ঠাক্‌রুণকে বাগিয়ে থাক, আজ রাতারাতিই সলা করা যাক্, এস না?

নব। আজ বড় মন খারাপ আছে, একখানা বাড়ী দেখ্‌তে হবে; দাদা ব'ল্‌ছে, আমরা আজই উঠে যাব।

অঘোর। দূর বেল্লিক ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, পাজী ব্যাটা! তোর কর্ম্ম না, তোরে তালিম দিতে পারবো না; আমার এ ধ্রুপদ গাওনা তোর বাবার সাধ্যি শেখে?

চোর ব্যাটা, তোর টপ্পা-টুপ্পি গলায় আস্‌বে। তাই তো ব'ল্‌ছি, গহনার বাক্স প্রেম ক'রে নিয়ে সরা যাক্ আয়।

নব। কেন রে ব্যাটা, গাল দিচ্ছিস্ কেন?

অঘোর। মন খারাপ কি রে ব্যাটা, মন খারাপ কি? মন খারাপ হয়, বৈরাগ্য জন্মায়—জুদো পথ দেখ; আর ফুর্ত্তি ক'রে লাগাতে পার, এস। ভে.বছিলুম তুমি পোক্ত লোক—তা নয়, তোমায় সারেগাম্ থেকে তালিম দিতে হবে।

নব। তাই তো বাবা, বেঁচে থাক বাবা, বেশ বলেছ বাবা, তোমার একশো বছর পরমাই হোক, বাবা!

অঘোর। 'এই একটা টীপ্‌নিতেই একশো বছর পরমাই বৃদ্ধি ক'র্‌লে, ক্রমে যে আমায় ত্রৈলঙ্গস্বামী ক'র্‌বে, আমার পরমায়ের গাছপাথার থই পাবে না।

নব। মোহিনী ব্যাটা যে সর্ব্বনাশ ক'রেছে, এ খপর কোথায় পেলি?

অঘোর। শনি গয়লানীর দাওয়ায় ব'সে।

নব। সেখানে যে গুণনিধি ব্যাটা যায়; তবে যে ব'লেছিলে, গুণনিধির সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে না?

অঘোর। অতো ওয়াকিব্ হাল ছিলুম না বাবা। তুমি তো দেখ্‌ছি এদিকে খুব ওয়াকিব্ হাল, রাত্তিরে জান্‌লায় টোকাটা-আস্‌টাও মার না কি?

নব। দূর, পাজী!

অঘোর। তারপর যা ব'ল্‌ছিলুম শোন,—শনির দাওয়ায় বাসা নিয়েছিলুম, অন্ধ নাচার সেজে বেরুচ্ছি, দেখি যে গুণমণি গুণনিধি উপস্থিত,—গুণের সাগর আমায় বড় ঠাওর ক'র্‌তে পার্‌লে না, তার পর ভেবে দেখ্‌লুম, সুশীল ভদ্দর ওরফে গুণনিধির সঙ্গে তো আমার একদিন বই দেখা নয়? সদারাম ডাক্তারের এক বেশ! আর এ কল্‌কেতা,—সেখানে হিন্দি কথা, আর এখানে বাঙ্গালা কথা। তার ওপর আমি মরেছি, সংবাদপত্রে ছেপেছে, তার তো ভুল হবার যো নেই! ভাব্‌লুম—র'য়ে যাই, চিন্‌তে পার্‌বে না, একটা মতলবও আছে, কথার ভাবে বুঝ্‌লুম—মোহিনী ব্যাটা গুণনিধিকে তাড়াবে, ভাব্‌লুম যদি কোন রকমে মিশে টিশে, যার লাস তার কাঁধে চালান দিতে পারি?

নব। কি ক'রে বাবা, কি ক'রে?

অঘোর। অতো ব্যস্তর কাজ নয়, বাবা! কাদায় গুণ পেতে থাকি, তার পর কি হয় দেখা যাবে। এখানে আর বাক্যব্যয় কেন? চল না—নিরিবিলি যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

হরিশ ও হৈমবতী।

হরিশ। আজই চল, এখানে আমায় সহস্র বিছেয় কামড়াচ্ছে! কত কথাই মনে হ'চ্ছে; এই ঘরে আপিস থেকে এসে আমার বাছাদের কোলে ক'রতুম; আধ' আধ' কথা কইতো, আমার কর্ণকুহর শীতল হ'তো, বোধ হ'তো আমি স্বর্গে; এই ঘরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে তোমার সঙ্গে প্রেম আলাপ ক'রেছি, সেই একদিন আর এই একদিন! যেখানে আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ মানুষ হ'য়েছেন, সেই বাড়ী আজ ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি, এর আগে আমার মৃত্যু হ'লে ভাল হ'তো! আমি স্বপ্নেও জানিনি যে, এ বাড়ী আমার নয়,চণ্ডালে অপহরণ ক'রবে! আমি মনে মনে কত আশা ভরসা করিছি, যে দিন শুনলেম সুশীলার কপালে বজ্রাঘাত হ'য়েছে, সে দিন মনে মনে ভেবেছি যে আমার নীলমাধব আছে, ভয় কি? নীলমাধব মানুষ হবে, তার ছেলে-পুলে হবে, এ ছোট বাড়ীতে আঁটবে না, বাড়ী বাড়াব, তার নক্সা ক'রে রেখেছি,—আমার সে আশা আজ ফুরুলো!

হৈম। তা কি ক'রবে সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছে, ; আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে সংসার পরীক্ষার স্থল; এতে যে চিরদিন সুদিন আশা ক'রবে, আশা নিষ্ফল হবে। সুদিনের পর কুদিন, কুদিনের পর সুদিন—পৃথিবীর এই নিয়ম। দুর্দ্দিন গিয়ে সুদিন হ'য়েছিল; দুর্দ্দিন এসেছে, আবার সুদিন হবে।

হরিশ। তুমি স্ত্রীলোক, বোঝ না। সুদিনের মূল উচ্ছেদ হ'য়েছে,—হাস্যময়ী কন্যা বিধবা, পৈতৃক বাড়ী অপহৃত, বৃত্তি নাশ, যুবাপুত্রের উৎসাহভঙ্গ; সুদিনের বীজ অঙ্কুরিত না হ'তে হ'তে দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। ঋণের দা[য়] করে জেলে নিয়ে যায়। এখন যেদিন মৃত্যু হয়, সে[ই] দিনই সুদিন। নইলে অনেক দেখ্‌তে হবে, অনে[ক] সইতে হবে।

হৈম। বালাই, তোমার নীলমাধব অক্ষয় অমর হো[ক], বাড়ী গিয়াছে যাক্, তুমি স্থির হও, তা হ'লে সক[ল] থাকবে। চাক্‌রীতে জবাব দিয়ে এসেছ, আপাতত[ঃ] গহনা বেচে চ'লবে, চাক্‌রী কি আর হবে না?

হরিশ। তোমায় কত ব'লবো, কত শুন্‌বে? [নয়] ঋণের দায় লুকিয়ে থাক্‌তে হবে, নয় ইন্‌সলভেন্ট্ যে[তে] হবে; লোকে জোচ্চোর ব'লবে, জোচ্চোরকে কে চাক[রী] দেবে? চল'—আজই পালাই, সকালে স্কুলের ছেলে[রা] আস্‌বে, কেউ স্কুলের মাইনে চাইবে, তখন তাদের [কি] ব'লবো? আহা, অমন অনাথ বালকেরা এইখান থে[কে] দুটী শাক-ভাত খেয়ে স্কুলে যেতো; কাল দেখ্‌বে তাদে[র] অন্নস্থল কই! আরে চণ্ডাল! তুই এই সর্ব্বনাশ ক'রলি! বই বগলে ক'রে ব'সে কড়ায়ের ডালের ঝোল অমৃত ব'লে খেয়ে যায়, আমায় বাপের অধিক জানে, তাদেরও সর্ব্বনাশ ক'রলুম।

হৈম। কি ক'রবে? বিধাতার বিড়ম্বনা, তোমার [ত] ইচ্ছে নয়,—

হরিশ। না, আমি আর তাদের মুখ দেখাব না, চল। আজই চল, সব বেঁধে টেঁধে নাও, আমি আজই বেরি[য়ে] যাব।

হৈম। ঠাকুরপো বাড়ী দেখ্‌তে গিয়াছে, বাড়ী দে[খে] আসুক; নইলে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো।

হরিশ। না, এখনি চল; কালীঘাটে যাই চল, যেখানে যাত্রীরা থাকে—সেইখানে থাক্‌বো। ওহো! স্ত্রী[র] গহনা বেচে উদরান্ন ক'রবো এই অদৃষ্টে ছিল? কি ক'রবো, উপায় নেই! আহা, নীলমাধব আমার কত আশা ক'রেছিল,– ডাক্তার হবো, বাড়ী ক'রবো, দশজনে[র] একজন হ'য়ে চ'লবো,—তাকে আমায় ব'লতে হবে, "আমি তোমার বাপ, আমি তোমায় পড়াতে পারবো না। তুমি কলেজ ছেড়ে মোট ব'য়ে এনে আমায় খাওয়াও"। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই, অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই! আর কিছু নয়—অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই!

হৈম। যে বিপদ উপস্থিত নাই, সে বিপদ আশঙ্কা ক'র্‌ছ কেন? নীলমাধব ব'লেছে, এইবার তার জলপানি বাড়বে, তাকে আর তোমায় দেখ্‌তে হবে না। মেয়েটা একসন্ধ্যো খায়,আমি মেয়েমানুষ—শাক-ভাত খেয়ে চ'ল্‌বে, নুন-ভাত খেয়ে চ'ল্‌বে, তোমার এত ভাবনা কিসের? বাড়ী গিয়েছে, এমন ত লোকের যায়, আপদে বিপদে যায়, কন্যাদায়ে যায়, তুমি বদ্‌খেয়ালি ক'রে ওড়াও নি, আপনার দোষে খোয়াও নি, বন্ধুর জন্যে দিয়েছ—এ তোমার মহত্বের পরিচয়; সে বিশ্বাস-ঘাতক হ'ল—তা তোমার কি? মনের দুঃখ ভগবানকে জানাও, বুক বেঁধে আবার সংসার কর, তুমি ত কাপুরুষ নও, তবে বিপদে অধৈর্য্য হ'চ্ছ কেন?

হরিশ। অধৈর্য্য হব না? আমার দোষ নয়—কার দোষ? আমার স্বর্ণপ্রতিমা পরিবার—তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল, আমার ইন্দ্রজিতের মত ছেলে—তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল, পোড়াকপালী মেয়েটা—তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল, অখদ্যে অবদ্যে ভাইটে, যে আমা বই জানে না, যে কুকুরের মতন আমার পেছনে পেছনে ফেরে—তার মুখ চাওয়া উচিত ছিল, যে অনাথ স্কুলের ছেলেরা আমার বাড়ী খেয়ে প'ড়তে যায়—তাদের মুখ চাওয়া উচিত ছিল! আমার আপনার মনুষ্যত্বের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল!—আমার দোষ নয়? আপনি 'দৈন্য-দীন' হলেম,স্ত্রীকে পথে বসালেম, মেয়েকে রাঁধুনী ক'র্‌লেম, আবার ব'ল্‌ছ, "অধৈর্য্য হ'চ্চ কেন?" কই অধৈর্য্য? আমি খুব 'ধৈর্য্য'! এখনও চণ্ডালকে গুলি করি নি, আত্মহত্যা, চুরি নি, তোমার মাথায় লাঠি মারি নি! হায় হায়—যেন ছায়াবাজী! হায় হায়, কি হলো!—নীলমাধব মানুষ হবে, আমি পেন্‌সেন্ নেব, তোমায় নিয়ে, মেয়েটাকে নিয়ে—কাশীতে গে বাস ক'রব, আমার সবদিক জল-জলাট হ'য়ে উঠল'। বেশ হ'য়েছে, নির্ব্বোধের উপযুক্ত সাজা হ'য়েছে, বড়মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের উপযুক্ত ফল পেয়েছি।

(নবর প্রবেশ)

নব, বাড়ী ঠিক ক'রেছ?

নব। আজ্ঞে থাক্‌বার মত বাড়ী একখানাও পেলুম না।

হরিশ। থাক্‌বার মতন কি? দরিদ্রের আবার থাক্‌বার মতন কি হে? খোলার ঘর, কুটীর! চল, ত'য়ের হও, এখনি বেরুবো।

নব। যে আজ্ঞা, কোথায় যাবেন?

হরিশ। কালীঘাটে, যেখানে যাত্রীরা থাকে—সেই খানেই থাকবো, কাল একটা খোলার ঘর দেখে নেব।

নব। যে আজ্ঞা চলুন, পৌছে দে আসি।

হরিশ। পৌছে দে আস্‌বে কি, তুমি কোথা থাক্‌বে?

নব। আমার বাড়ীতে।

হরিশ। তোমার বাড়ী?

নব। কেন, আমার এই বাড়ী।

হরিশ। তুমি গর্দ্দানা না খেয়ে বুঝি বেরুবে না? না বা'র ক'রে দিলে বুঝি বেরুবে না? মূর্খ!

নব। আজ্ঞে হাঁ, আমি মূর্খ নই, ফাঁকতালায় বাড়ী ভোগ ক'র্‌ব।

হরিশ। আরে গাধা,—কাল বাদে পরশু যে গলাধাক্কা দে তাড়িয়ে দেবে।

নব। কাল তাড়িয়ে দেবে ব'লে আজ কেন যাব! কাল ম'র্‌বো ব'লে আজ কেন ম'র্‌বো বলুন? আমরা যণ্ডামূর্খ—আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই। আর কে তাড়িয়ে দেবে, তার চেহারাখানাও ত দেখা চাই? সরিফসেলে বাড়ী বিক্রী দখল করা ত চাই। আমার বাড়ী, হট্ ক'রে বেরুব'?

হরিশ। আরে মূর্খ, তুই যে আমায় ভাবালি, তুই কি শেষটা জেলে যাবি?

নব। তা ম'শায়ের ভাবনা চিন্তা নেই, এত দিন আপনার ভাত খেলুম, একটু ভাবুন না।

হরিশ। তবে থাক (হৈমবতীর প্রতি) বেঁধে টেঁধে নাও।

নব। থাক্‌বো কেন? চলুন রেখে আসি।

হরিশ। গিন্নি, নাও—ত'য়ের হ'য়ে নাও।

নব। দাদা, কখন কিছু আপনাকে বলি নি, একটা কথা আপনাকে নিবেদন ক'রছি,—ফাঁকি দিয়ে বাড়ী কিনে নিয়েছে ব'লেই যে চোখ রাঙিয়ে বের ক'রে দেবে, তা কখন হবে না; সরিফের লোক এলে ব'লব, আমার বাড়ী। তারপর মকর্দ্দমা করুন যা হয় হবে। আমি স্পষ্ট ব'ল্‌ছি আপনি ব'ল্‌লেও আমি দখল ছাড়ব না; এক-মাস হোক, তারপর দখলের অর্ডার নিগ্, সরিফের লোক

আসুক। আমি মূর্খ হই, আর যা হই, কিন্তু দেখ্ছি—ভাত খেতে ব'সেছি—খাওয়া হ'লো না, জলের গেলাস তুল্ছি—হাত থেকে প'ড়ে গেল,এগুলোও হয়; আর না হয় নেই নেই, তখন পথ দেখ্বো, কিছু না পারি—আদালতে ত ব্যাপারটা কি শুনিয়ে দেব। মোহিনী বাবু যে কত সজ্জন, তা ত লোকে জান্বে। দাদা, একটা গল্প বলি শুনুন,—বড়বাজারে যারা ছুরি-কাঁচি বেচে ঠকায়, পূজোর সময় এক ভট্‌চার্যি বামুনকে ঠকিয়েছিল; সেই ভট্‌চার্যি বামুন কিছু না পেরে,রোজ সকাল বেলা খেয়ে যেতো আর চেঁচাত,—"খপরদার ছুরি-কাঁচি কেউ কিনো না, এরা জোচ্চোর; আমি ব্রাহ্মণ, আমায় ঠকিয়েছে।" শুনেছি না কি, যে জোচ্চোর ব্যাটারা ঠকিয়েছিল, তারা পায়ে ধ'রে, যা ঠকিয়েছে তার ওপর পাঁচ টাকা দে বামুনকে বিদায় ক'রেছিল। আমি কিছু পারি আর না পারি, দু'ট লোককেও যদি সতর্ক ক'র্‌তে পারি, তবু আমার মনটা ঠাণ্ডা হবে; তা এখন তাড়াতাড়ি বেরুতে চাচ্ছেন? কালকে একখানা বাড়ী টাড়ী দেখে যাবেন্।

হরিশ। না, না, কাল থাক্‌লে স্কুলের ছেলেরা খেতে আসবে, তাদের কি দেব?

নব। ম'শায়ের ত অন্য ভাবনা ঢের র'য়েছে, সে ভাবনাটা আমায় দিন।

হরিশ। না, আমি আজই যাব।

[প্রস্থান।

হৈম। ঠাকুরপো, ও থাকবে না, ওকে মিছে বোঝাচ্ছ।

নব। তা উনি কালীদর্শন ক'রে আসুন না, তোমরা থাক' না।

হৈম। সে কি ঠাকুরপো! ও যদি গাছতলায় দাঁড়ায়, আমিও গাছতলায় দাঁড়াব; ও যদি পথে পথে ফেরে, আমিও পথে পথে ফিরবো; ও যদি জলে ঝাঁপ দেয়, আমিও জলে ঝাঁপ দেব। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে নীলমাধব আমার মানুষ হ'য়েছে, মেয়েটা রাঁধুনীগিরি ক'রতে পা'রবে, আমার মান-অপমান কি? ও যেখানে, সেই আমার বাড়ী।

নব। তা বেশ ঠাউরেছ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হাবড়ার পুলের ধার।

কাদম্বিনী—অন্তরালে নীলমাধব।

কাদ। মা জাহ্নবী! তোমার শীতল বক্ষে তাপিতারে স্থান দাও! মা গো, অভাগিনীর আর পৃথিবীতে স্থান নাই! মা গো, আজ আমার সকল কথা মনে প'ড়ছে, শৈশবকাল মনে প'ড়ছে, মার স্নেহ মনে প'ড়ছে, বাপের আদর মনে প'ড়ছে, সুখের আবাস মনে পড়ছে, আর আমি অনাথা! পৃথিবীতে আপনার কেউ নেই! আরে মন, আজ তোমার সুখশয্যা কোথায়? আজ তোমার কপট প্রণয়ী কোথায়? আজ তোমার অট্টালিকা কোথায়! আজ ধরণী তোমার শয্যা, আকাশ তোমার আচ্ছাদন! মা গো, বড় আশা ক'রে তোমার কূলে এসেছি—তুমি পতিতপাবনী—এই বোধে তোমার আশ্রয় নিয়েছি, আর কেন্ বিলম্ব করি? কার দ্বারস্থ হব? কোথায় অন্নাভাবে ম'র্‌ব? আরে মন, এখনও তোর ভয়—এখনও ছা'র প্রাণের আশা করিস্? মা পতিতপাবনি! মা ভয়হরা, এই মহাপাতকীকে অভয় দাও।

নীল। (স্বগত) বাবাকে কি ক'রে শান্ত করি! আমি কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছি নি! এতদূর বিশ্বাসঘাতকও আছে! আমি বই প'ড়ে মনে ক'র্‌তুম কবি-কল্পনা! ভগবান্! এই প্রার্থনা করি যেন অধর্ম্মে মতি না হয়।

কাদ। গীত।

চরণে শরণ মাগি কিঙ্করী তোমার,
হরশির-নিবাসিনী হর দুখভার।
নাহি স্থান স্থলে জলে, এসেছি জুড়াব ব'লে,
দে জননী দে মা কোলে, কেহ নাহি আর।
প্রেমময়ী প্রেম-বারি, অকূলে অবলা নারী,
কর মা ত্রিতাপহারী, তাপিতে নিস্তার।

এই যে, মা আমায় কলকল-নাদে আশ্বাস দিচ্ছেন, এই যে সুরতরঙ্গিণী আমায় আহ্বান ক'রছেন!

নীল। (স্বগত) ভয় কি, পরমেশ্বর বল দেবেন, পরিশ্রমীকে পরমেশ্বর সাহায্য ক'রবেন।

কাদ। গীত।

ক'র না বঞ্চনা, কর মা করুণা,
অন্তিমে রাখ, মা, ও রাঙ্গাচরণে,
এসেছি আশায়, রাখ তনয়ায়,
কে রাখিবে পায় জননী বিহনে।
হর-আদরিণী, সাগর গামিনী,
হের মা, হর মা তিমির-যামিনী,
কাতর কামিনী, চাহ মা !
নিদারুণ জ্বালা সহে না মা আর,
গিরিবালা, কর দুস্তারে নিস্তার,
বহি দেহ' ভার কলঙ্ক-পাথার,
তরিব তারিণি, তনু বিসর্জ্জনে।

নীল। আহা অতি সুন্দর গান !

কাদ। আর কেন, আর দেহের মমতা কেন ? মা প্রেমময়ি, আমি প্রেমদায়ে কলঙ্কিনী ! আমার আর স্থান নাই, তুমি রাঙ্গা পদে স্থান দাও; এই অন্তিম কালে যদি একবার আমার অভাগা পিতার দর্শন পেতেম, দুখিনী মাকে দেখ্‌তেম, যদি সহোদর থ'াকতো—তা হ'লে সকলের কাছে একবার যোড়করে মার্জ্জনা চেয়ে বিদায় হ'তেম। আর কেন, মা গো,আমায় নাও !

নীল। এ কি ? তুমি জলে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছ না কি ?

কাদ। আমায় ছেড়ে দাও, কলঙ্কিনীকে স্পর্শ ক'রে কেন কলঙ্কিত হও ?

নীল। ছি, ছি, আত্মঘাতী হবে ? ভগবান কি আত্মঘাতী হ'তে জীবন দান ক'রেছেন ? আত্মঘাতী হয়ো না, অপরাধী হবে।

কাদ। কে তুমি ? কেন আমায় বাধা দিচ্ছ ? আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে দাও; এ জগতে আর আমার স্থান নাই।

নীল। জীবন বিসর্জ্জন ! এই কি তোমার প্রায়শ্চিত্ত ? যদি দুর্ম্মতিবশতঃ কিছু অন্যায় ক'রে থাক, ভগবানের কাছে মার্জ্জনা চাও ; তিনি দয়াময়, তোমায় মার্জ্জনা ক'রবেন ; পরোপকার ব্রত কর, সেই মহৎ প্রায়শ্চিত্ত ! ভগবানের আরাধনা কর, দীন দরিদ্রের সেবা কর,—মানুষমাত্রেই দুর্ব্বল ; দুর্ব্বলতা কা'র না আছে ?

কাদ। আমি কে তা জান ? আমি কলঙ্কিনী—বারবিলাসিনী ! আমি আমার দুঃখিনী জননীর বুকে বজ্রাঘাত ক'রেছি, পিতৃকুলে কালি দিয়েছি, সহোদরকে দেশত্যাগী ক'রেছি, পৃথিবীতে কোথায় স্থান পাব ? কে আমায় স্থান দেবে ? আমি যে স্থানে পদার্পণ ক'রব, সেই স্থানই কলুষিত হবে, ওই শোন ! সুরতরঙ্গিণী আমায় কলঙ্কিনী ব'লছেন।

নীল। তুমি জান না, ভগবান কলঙ্কভঞ্জন ! তিনি তাপিতের আশ্রয়, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও, দুর্ম্মতি দূর কর। এই মহারাজ্যে তোমার স্থান নেই ?—এ কথা মুখে আন ? কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সকলের স্থান আছে, আর তোমার স্থান নাই ?

কাদ। তুমি বালক, তুমি জান না ; তোমার পবিত্র মন, তাই তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। পরমেশ্বর আমার মতন পাপিনীকে স্থান দেন না।

নীল। অবশ্য স্থান দেন, এই দেখ—তাঁর দাসকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন ; তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তাঁর আদেশে তোমায় আশ্রয় দিতে এসেছি।

কাদ। তুমি কে ? তুমি কি কোন দেবতা ? আমার যে আবার জীবনে সাধ হ'চ্ছে !

নীল। আমি দেবতা নই, তোমার মতন দুর্ব্বল ; কিন্তু তোমায় আমায় এই প্রভেদ,—তুমি জগদীশ্বরকে প্রত্যয় কর'না, আমি তাঁর চরণে দৃঢ় প্রত্যয় রাখি। আমার কি দুরবস্থা তুমি জান না, আমার পিতা বিশ্বাসঘাতকের ছলে প্রতারিত হ'য়ে উদ্বাস্ত হয়েছেন ; আজ তাঁর পিতা-পিতামহের ভিটে ত্যাগ ক'রে যাবেন ; আমি বৃত্তিহীন, কাল্‌কের সংস্থান নাই, দুখিনী মার গহনা বেচে উদরান্ন ক'র্‌তে হ'বে ; বিধবা ভগ্নী, আমি সংসারের একমাত্র আশ্রয়, কিন্তু দেখ—আমি কাতর নই।

কাদ। তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ। তুমি কি মহাপাপে কখনও দগ্ধ হ'য়েছ ? তুমি কি কুলে কালী দিয়েছ ? তুমি কি চণ্ডালকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছ ? আমি দিইছি, যার জন্যে কুলে কালি দিইছি, সেই আমায় পদাঘাত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে,—তবে আমার লোকালয়ে স্থান কোথা ?—কলঙ্কিনীর স্থান কোথা ?

নীল। ভাল, যার জন্যে তুমি সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছিলে,

সেই যদি তোমায় তাড়িয়ে থাকে, তা হলে মৃত্যুতে কি প্রতিশোধ দেবে ?

কাদ। প্রতিশোধ ? প্রতিশোধ ? নূতন কথা, নূতন ভাব, আমায় ছেড়ে দাও, আমি জলে ঝাঁপ দে'ব না।

নীল। মা, তুমি আমার সঙ্গে এস।

কাদ। বাবা, তুমি কি সত্যিই কোন দেবতা ছল ক'রে এসেছ ? তোমার সঙ্গে যাব না, তুমি বালক; তোমার মাথায় বিস্তর ভার র'য়েছে. আর ভার দেব না; কিন্তু তুমি আমায় মা ব'লেছ! তুমি অভাগিনীকে 'মা' ব'লে ডেকেছ, গঙ্গাদেবী সাক্ষী,—জগৎমাতা রণে বনে দুর্গমে তোমায় রক্ষা ক'রবেন। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!!

[প্রস্থান।

নীল। অদ্ভুত চরিত্র! যাই, একবার ধরণীদের বাড়ী যাই,—হাতে টাকা থাক্‌লে কখনো 'না' ব'ল্‌বে না। মার গহনা গুলো বেচে খাব!

[প্রস্থান।

(জনৈক লোক (ভৈরব) ও অঘোরের প্রবেশ)

লোক। ম'শাই, গহিরপুরের জমীদারের ছেলে মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে এসেছে, কোথায় আছে—ম'শাই ব'লতে পারেন ?

অঘোর। সে ত জোচ্চোর।

লোক। ম'শাই, এমন কথা বলেন ?—লাখ্ টাকা তার আয়, আমাদের সাতপুরুষ তার জমীদারীতে বাস।

অঘোর। ব'লব না ?—আমার দালালী ঠকিয়ে পালাল।

লোক। কোথায় আছে, জানেন ম'শাই ?

অঘোর। যাও যাও, আমি জানি নি।

লোক। ম'শাই, অনুগ্রহ ক'রে বলুন, তাঁর মা অন্নজল পরিত্যাগ ক'রেছেন।

অঘোর। উঃ কি জমীদার গো ?—পঁচিশ টাকা দালালী বাকি, তা জুটলো না, চম্পট দিলেন। অমন জমীদারগিরি আমরাও ক'র্‌তে পারি।

লোক। ম'শাই, অনুগ্রহ ক'রে ব'লে দিন, আপনার কি পাওনা—আমি দিচ্ছি।

অঘোর। পঁচিশটে টাকা, আর কি ? এ বাবুর জুটলো না, জমীদার!

লোক। আমি দিচ্ছি ম'শাই, কোথায় আছে বলুন ?

অঘোর। এই মর্ণিং ট্রেনে, (Morning train) সোনাগাজীর মণিকে নিয়ে বেনারস যাচ্ছে।

লোক। ম'শাই, সত্যি ?

অঘোর। ভোর বেলায় গঙ্গাতীরে তোমায় মিছে কথা, যাও যাও—জোচ্চোর দেশের লোক কি না ?

লোক। কোথায় থাক্‌বে—কিছু সন্ধান জানেন ?

অঘোর। আমি জানি নি বাবা, পথ দেখ।

লোক। ম'শাই, রাগ করেন কেন ? বলুন না, এই টাকা নিন। (টাকা প্রদান)

অঘোর। সিক্‌রোলে।

লোক। ম'শাই, বড্ড উপকার ক'রলেন।

[প্রস্থান।

অঘোর। মা গঙ্গা আমার কল্পতরু! অপরাধ নিও না মা! আমার মতন অশ্বত্থে-অব্যত্থেও আদালতে তোমায় নেড়েচেড়ে পেটের ভাত ক'রে গিয়েছে, আমিও হাবাতে, তোমার কৃপায় বিক্রিং পেলুম।

(নবর প্রবেশ)

নব। কিহে, আমি তোমায় কালকে খুঁজে খুঁজে হাল্লাক। ইস্ বড় লম্বা কোঁচা ঝুলিয়েছ যে ?

অঘোর। ঝোলাবো না বাবা, তোমাদের জামাই বাবু! 'মর্ণিংওয়াকে' বেরিয়েছ না কি ? রাজনীতি টুকু আছে দেখ্‌ছি।

নব। বাবা, আমি নীলমাধবকে খুঁজ্‌তে এসেছি; তোমার ভাবখানা কি ?

অঘোর। কাল রাত্তিরটে বাবা নিদ্রা হয় নি।

নব। কেন বল' দেখি ?

অঘোর। শনিবেটীর দাওয়ায় শুয়ে একটু ধোঁয়া লেগেছে।

নব। কি রকম ?

অঘোর। সেদিন যখন তোমার মুখে প্রেয়সীর কথা শুন্‌লুম, ভাব্‌লুম—যেমন আর পাঁচ বিধুমুখী, আমার বিধুমুখীও তেম্‌নি।

নব। যেম্‌নি আর পাঁচ বিধুমুখী কি ?

অঘোর। কি জান. বাবা, বিধুমুখীদের যখন সোয়ামী মরে—তখন মাছের শোকেই হ'ক,আর সোয়ামীর শোকেই হ'ক,খানিক উপুড় হ'য়ে পড়েন, তার পর চিনির পানা মুখে দিয়ে উঠে ব'সেন, তার পর দিন দিন প্রবল শোকে ফুলতে থাকেন—

নব। ফুল্‌তে থাকে কি রে ব্যাটা ?

অঘোর। যেমন রাগে ফোলেন, তেমনি অনুরাগে ফোলেন।

নব। দূর ব্যাটা বিশ্বনিন্দুক !

অঘোর। কিন্তু শনির দাওয়ায় যা শুন্‌লুম, তাতে কিছু কোঁৎ খেলুম।

নব। পাজী বেটি বুঝি নিন্দা ক'রেছে ?

অঘোর। নিন্দেই করুক, আর সুখ্যাতিই করুক, তোমার শোন্‌বার দরকার নাই,কিন্তু শুনে আমার প্রাণটার ভিতর সমস্ত রাত তোলাপাড়া ক'র্‌ছে, যে বুঝিবা দুর্মতি ছেড়ে এই স্ত্রী নিয়ে ঘর ক'র্‌তে পারলে সুখী হ'তেম।

নব। বুঝেছি ব্যাটা পাজী ! দেখা ক'রে গহনা ঠকিয়ে নিবি, এই মতলব।

অঘোর। না বাবা, দোহাই বাবা, তা নয় ; আমি পেটের কথা তোমায় ভেঙে ব'ল্‌ছি শোন ! ব'লেছিলে যে, শাশুড়ী ঠাক্‌রুণকে হাত ক'রে টাকা শ' তিনেক আন্‌তে পারবে, আমার মনে মনে ট্যাঁক ছিল, কে বাবা ক্রোড়-পতির সঙ্গে লাগে,তোমায় বুঝিয়ে সুজিয়ে দু'জনে স'রবো ; একটা সাক্‌রেদের মতন সঙ্গে থাকবে, আর তা না রাজী হও, যা কিছু বাগাতে পারি, নিয়ে স'রবো,—কিন্তু আজ এক হাত খেল্‌বো।

নব। ইস্‌, তোর এমন মত্‌লব ?

অঘোর। ধোঁকা খেও না বাবা, আজ আমার সে মতলব নাই। ওই মোহিনী ব্যাটা আস্‌ছে, দেখ বাবা—এক চাল চালি। তুমি চট্‌ ক'রে একটা পার্ট রিহারসেল দিয়ে নাও ; আমি যেন গোহিরপুরের জমীদারের ছেলে, মা'র সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে পালিয়ে এসেছি, আর তুমি যেন আমার মেয়েমানুষ যোটাও।

নব। ছুঁচো ব্যাটা, এই কথা আমায় ব'লিস্‌ ?

অঘোর। কেন বাবা, আমিও যেমন গোহিরপুরের জমীদার; তুমিও তেমনি দালাল। দালালি না পার, আমার জমীদারীটুকু বজায় রেখে যেও, তোমার যা মুখে আসে ব'ল।

(অদূরে মোহিনীর প্রবেশ)

তুমি দশ হাজার লাগে, বিশ হাজার লাগে, গুণনিধির স্ত্রীকে যোগাড় কর।

মোহিনী। (স্বগত) এ দশ বিশ হাজার ঝাড়ে, এ লোকটা কে ? কান পেতে একটু শোনা যাগ্‌।

নব। গুণনিধির সঙ্গে যে আমাদের ঝগড়া, তারে হাত ক'র্‌বো কি ক'রে ?

অঘোর। টাকা ছাড়, টাকায় কি না হয়, চট্‌পট্‌ যোগাড় করো। মোহিনীমোহন টের পেলে মাল বেহাত হ'বে ; শুনেছি—ব্যাটা রাঘববোল—যা পায় তা আড়ে গেলে।

মোহিনী। (স্বগত) এ কে ? লোকটা দশ বিশ হাজার ঝাড়ে, দে'খছি আমায় চেনে।

অঘোর। স্থূশীলাকে আর ভাল লাগেনা, ও পুর'নো হ'য়ে গিয়েছে।

নব। চোপ্‌ ব্যাটা।

অঘোর। কেন বাবা, আমি ব'ল্‌ছি—তাতে দোষ কি ? চোপ্‌ কি ? আমি আর ওকে চাই নি।

মোহিনী। (স্বগত) বটে, এ ব্যাটা ত' খুব যোগাড়ে, গুণোব্যাটাকে বলি যে নবাকে হাত কর।

অঘোর। আমি চল্‌লুম, হাণ্ডনোট কেটে টাকা নিতে হবে, দেখি মা বেটী টাকা পাঠায় কি না ? পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাবে, তবে দেশে যাব, তা নইলে যে বেরিয়ে পড়েছি সেই, আমি চল্‌লুম। (অগ্রসর হইয়া) নব, শোন ! এই সুরে যদি গেয়ে যেতে পার, পয়লাহাত গুণনিধি ব্যাটাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি ; মোহিনী ব্যাটা তোমায় এখনি ডেকে কথা কইবে, দুটো একটা বেফাঁস ব'ল্লে চোট' না।

নব। আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

অঘোর। তবে এই দিকে এস, ভেঙ্গে বলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

মোহিনী। লোকটা কে ? বিশ পঞ্চাশ হাজারের কথা কয়, সন্ধান নিতে হচ্ছে, নবা বেটার ঠেঙেই ফুশ্‌লে সন্ধান নিচ্ছি।

(নব ও অঘোরের পুনঃপ্রবেশ)

নব। তা ম'শাইকে ব'ল্‌তে হবে না, তা ম'শাইকে ব'ল্‌তে হবে না!

অঘোর। দেখ সন্ধ্যার পর পান্নার বাড়ীতে খবর দিও।

[অঘোরের প্রস্থান।

নব। (স্বগত) যা ব'লেছে ঠিক্, আমরা কি ক'র্‌ছি ব্যাটা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে।

মোহিনী। কি নব বাবু, কি হ'চ্ছে? 'মর্নিং ওয়াক' ক'র্‌তে এসেছেন নাকি?

নব। আজ্ঞে না ম'শাই, আপনার জ্বালাতেই বেড়াচ্ছি।

মোহিনী। আঃ শুন্থন না, শুন্থন না, ও ছোকরাটি কে?

নব। কোন্ ছোক্‌রা ম'শাই?

মোহিনী। ওই যে, যার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিলে, বলুন না, ব'ল্‌তে আর দোষটা কি?

নব। কি আর ব'লব ম'শাই, ও একজন—

মোহিনী। আঃ, অত রাগ কেন হে? তোমার সঙ্গে ত ভাই আর আমার কিছু বিবাদ নাই? হরিশ বাবু কেবল তোমায় ছুটী ছুটী খেতে দিতেন বই তো নয়। আমার সংসারে এস,—খাও, দাও, গাড়ী-ঘোড়া চড়,মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি, খরচ কর। ওই ছোকরাই টাকা ছাড়্‌তে পারে, আমরা কি পারি না হে?

নব। তা মনে ক'র্‌লে আপনি কি না পারেন, আমার মতন দশটাকে প্রতিপালন ক'র্‌তে পারেন।

মোহিনী। তা আমিই কোন্ নারাজ ভাই, আমিই ত সেধে সেধে তোমার সঙ্গে কথা কইলুম, তুমিত রাগভরেই চ'লেছিলে।

নব। ম'শাই, একটু বিশেষ দরকারে যাচ্ছি, গুণনিধি বাবুর বাসায় যাব।

মোহিনী। তা যাও, তা যাও, একবার দেখা সাক্ষাৎটে হবে না? কাপ্‌তেন্‌টা হাত ক'রেছ দেখ্‌ছি, তুমিও কিছু পাও, আমিও কিছু পাই, কেন জহুরী ব্যাটারা খায়? আজ হোক্ কাল হোক্ একবার বাবুকে নিয়ে যেও না।

নব। কে বাবু ম'শাই?

মোহিনী। ওহে, আমি কি আর চিনি নি, আমা[য়] ভাঁড়াচ্ছো কেন? তুমি আমার সঙ্গে মিশো, আ[মি] তোমার ভাল ক'র্‌বো।

নব। আসি ম'শাই, আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে[া] এখন।

মোহিনী। চল না, চল না, আমি ত ওইদিকেই যাচ্ছি একসঙ্গে যাই চল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

হরিশবাবুর বহির্ব্বাটী

হরিশ, হৈমবতী ও সুশীলা।

হরিশ। পিসি; বাড়ী ছেড়ে যাওয়া বড় কষ্ট, [ব] কষ্ট,—এত কষ্ট আমি জান্‌তুম না; বড় কষ্ট, বড় কষ্ট!

(গুণনিধি, বেলিফ, পেয়াদা ইত্যাদির প্রবেশ)

গুণ। ম'শাই, অত তর'স্ত নয়, যাবেন কোথা, দে[খে] দিয়ে যান। (পেয়াদার প্রতি) এই জিনিসপত্র 'সিজ্' ক[র]।

হরিশ। সিন্ধুক সিজ্ ক'রো না,—সিন্ধুক সিজ্ ক'রো না ওতে আমার পরিবারের স্ত্রীধন আছে, আমার কে[ান] সম্পত্তি নেই।

বেলিফ্। বাবু, আমার উপর রাগ ক'রবেন না উনি যাহা দেখাইয়া দেবেন, আমি তাহা ক্রোক করি[ব] আপনার পরিবার আদালতে 'ক্লেম্' দেবেন।

গুণ। ম'শাই, সে ওয়ারিণও আস্‌ছে, ভাব্‌তে [হবে] না, গিন্নিঠাকুরুণের কাছে দু'শ টাকা ধার ক'রেছেন, [তার] নালিস আজ রুজু হবে। পরিবারের স্ত্রীধন আ[র] পিসীমার লজ্জাবস্ত্র আছে! গায়ে গু মাখ্‌লে কি [কেউ] ছাড়ে?

হরিশ। ড্যাম্, পাজী! মুখ সাম্‌লে কথা ক।

গুণ। বাবুর লম্বাই চৌড়াইটে দেখ, জল খাবার কুঁকনিটে নাই, আমিরি চাল্‌টে দেখ; এতেও দেনা শোধ যাবে না, মাগ বেচে দিতে হবে।

হরিশ। নির্ব্বোধ! প্রাণের ভয় রাখিস্‌ নি? তুই ছুঁচো, তোরে মেরে ফল নাই, এজন্যই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্‌?

বেলিফ্‌। বাবু, কেজিয়া ক'র্‌বেন না, কেজিয়া ক'র্‌বেন না; ভদ্দর মানুষ—আইনে লড়, মুখে মুখে কেন?

গুণ। বুঝ্‌ছনা সাহেব, ওর গায়ে বড় মুস্তি, ওর পরিবারেরও গায়ে বড় মুস্তি।

হরিশ। পাজী!—

(গুণনিধিকে পদাঘাত)

হৈম। ও গো তোমার পায়ে পাড়ি, ও গো তোমার পায়ে পড়ি, ঠাণ্ডা হও, ঠাণ্ডা হও।

হরিশ। হা পরমেশ্বর! এতও অদৃষ্টে লিখেছিলে, আমার কি মৃত্যু নাই!

গুণ। এই যে সব রঙ্গিণীরাও সেজে বেরিয়েছেন, এসো—দু'ট বাঁ পায়ে লাথী মার।

হরিশ। পরমেশ্বর কি নাই, পরমেশ্বর কি নাই? হায় আমি কি কাপুরুষ! আমি কি নরাধম! কুলবধূকে পথের ভিখারী ক'র্‌লেম, আমার জীবনে ধিক! কেন আর এ প্রাণ রাখি? কঠিন প্রাণ, এখনও বেরুলি নি? ওহো, এত অপমান!

হৈম। স্থির হও, স্থির হও, পরমেশ্বরকে ডাক, কি ক'রবে?

হরিশ। পরমেশ্বর কোথা? পরমেশ্বর নাই! আমার কি অপরাধে এই শাস্তি! মোহিনী অট্টালিকায়, আমার গাছতলায়ও আশ্রয় নাই—মোহিনী ক্রোড়পতি, আমার পানপাত্রও নাই!

(নীলমাধবের প্রবেশ)

নীলমাধব, আমায় বিষ এনে দে, আমি খেয়ে মরি।

নীল। বাবা, কেন অস্থির হ'চ্ছেন? ভয় কি? চলুন।

হরিশ। কোথায় যাব? আমার কোথায় স্থান? এই দেখ—ঘটী-বাটি পর্য্যন্ত 'সিজ' হ'য়েছে, সর্ব্বস্ব গিয়েছে।

নীল। ভয় কি, আমার ঠেঁয়ে টাকা আছে।

গুণ। ভয় কি, ভয় কি, মাগ আছে—কুলো ঝাড়বে, মেয়ে আছে—রোজগার ক'র্‌বে।

হরিশ। দুরাচার, দস্যুর নফর!

নীল। বাবা, ও ইতর ব্যক্তি! ওর কথায় কাণ দেবেন না।

হরিশ। বাঃ, বাঃ, আমার কি অবস্থা? সপরিবারে ভিখারী হ'লেম, সপরিবারে ভিখারী হ'লেম! আকাশ আচ্ছাদন, রাজপথে শয়ন, গঙ্গাজল ভোজন, স্ত্রী-কন্যা পথের কাঙ্গালী,—ভাল, ভাল, ভাল! আর কি কিছু দেখ্‌তে বাকী আছে? আছে, আছে, আছে; নইলে এখনও কেন বেঁচে আছি? গিন্নি, তুমি কেন বেঁচে আছ? নীলমাধব কেন বেঁচে আছে? সুশীলা কেন বেঁচে আছে? একে একে পথে প'ড়ে ম'র্‌বে, শ্যাল্‌-কুকুরে টেনে খাবে, এসব দেখ্‌তে হবে, তাই বেঁচে আছি, না?—তাই বেঁচে আছি, না?—

গুণ। ম'র্‌বে কেন, ম'র্‌বে কেন, বালাই, মাগ কুলো ঝাড়বে, মেয়ে ভৈরবী হবে, তোমার ভাবনা কিসের যাদু?

নীল। বাবা, চলুন,—ছুঁচো কিচ্‌ কিচ্‌ ক'র্‌ছে, কাণ দেবেন না; এস মা, সুশীলা এস।

হরিশ। আমার মৃত্যুই শ্রেয়, জীবনভার বহন করা অসহ্য!—পরিবারবর্গের উপায়—আমি জীবিত থেকে কি উপায় হবে? কি উপায় ক'র্‌লেম? লোকে স্ত্রীকে অলঙ্কারে ভূষিতা করে, কন্যা-পুত্রের জন্যে বিষয় রেখে যায়, আমি হতভাগা, আমার সকলি বিপরীত! স্ত্রীর অলঙ্কার, কন্যার অলঙ্কার আবদ্ধ হ'য়েছে,—কবে দেহ আবদ্ধ হয়? এই আমার চরম; এই নিমিত্ত জীবন ধারণ বিফল, খেদে আবশ্যক নাই, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিই; ফুরিয়ে যাক্‌, আর কিসের মায়া? আর কিসের মমতা?—আমি ম'লে সহায়হীন জেনে, লোকে নীলমাধবের প্রতি দয়া ক'র্‌তে পারে; আমি জীবিত থাক্‌লে, সকলে ঘৃণা ক'র্‌বে,—বড়মানুষের মোসাহেব ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বে, নির্ব্বোধ ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বে, ভিখারী ব'লে ঘৃণা ক'রবে! আর নয়, অধিক বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই। (গলায় চাদর জড়াইয়া পাক দেওন)

সুশীলা। মা, মা, দেখ— বাবা কি ক'র্‌ছেন দেখ!— দাদা, দাদা, বাবাকে ধর'।

হৈম। কি ক'রছ, কি ক'রছ, অমন ক'রছ কেন? আমরা কার মুখ চেয়ে দাঁড়াব?

গুণ। দেয়লা ক'র্‌ছে!

হৈম। কি কর, কি কর?

হরিশ। কি ক'রবো? ক'রবার কি আছে? উপায় কি আছে? উপায় থাক্‌লে ক'রতুম, নিরুপায়, একবস্ত্রে গৃহত্যাগ ক'রতে হবে; আশ্রয়শূন্য! পথে দাঁড়াতে হবে; তাই ভাবছি, তাই ভাবছি, একটা উপায় করি,—আপদের শান্তি করি। যদি তোমার ইচ্ছে থাকে, তুমি এস। যার ইচ্ছে হয়—সঙ্গে এস, মা গঙ্গা আমার আশ্রয়; আর আশ্রয় নাই; চল, গিয়ে ঝাঁপ দিই।

নীল' বাবা, কি ব'ল্‌ছেন? আপনি অধৈর্য্য হ'লে আমরা কিরূপে স্থির থাকবো? চলুন, দীন দরিদ্রেরাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

হরিশ। তারা কথনো বড় মানুষের মোসাহেবি করে নি—কালসর্পকে বন্ধু ব'লে স্থান দেয় নি, তারা কথনো প্রতারিত হয়নি, তাদের কথনো বাড়া ভাতে ছাই পড়ে নি, তারা কথনো কুলবধূকে নিয়ে রাস্তায় যায় নি, বংশের দুলাল পুত্রের মাথায় বজ্রাঘাত করে নি,তাদের সঙ্গে আমার অনেক প্রভেদ! ঘৃণ্য, দীন, নীচ, পামর, চণ্ডাল! গিন্নি, আমায় বিদায় দাও, সুশীলা, বিদায় দাও, নীলমাধব, তুমি পিতৃহীন, অনাথাদের দেখ'।

(মোহিনীমোহনের প্রবেশ)

মোহিনী। কি হে হরিশ বাবু! হাওয়া খেতে যাচ্ছ না কি?

নীল। ম'শাই, আপনার কি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই? —এই দুঃখের সময় পরিহাস ক'রতে এসেছেন?

গুণ। বাঃ, বাঃ! যেমন গাছ, তার তেম্‌নি তেউড়।

মোহিনী। কি হরিশ বাবু! ছোট খাট লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কন না নাকি?

হরিশ। পাষণ্ড! নরাধম!

মোহিনী। ভিখারী! রাস্তার কুকুর!

হরিশ। আরে দস্যু! আরে জোচ্চর! আরে চণ্ডাল! যদি প্রাণের মমতা থাকে, দূর হ।

মোহিনী। ইস্‌, হুকুম চালাচ্ছ যে?

গুণ। কার বাড়ী, কে দূর করে? এখনি মেয়ে-ছেলের হাত ধ'রে টেনে বা'র্‌ ক'র্‌বো, তা জান?

নীল। মোহিনী বাবু! মানুষ এমন নির্দ্দয়, তা আমি স্বপ্নেও জানি নি; আমার বোধ হয় আপনার মত পশুও বিরল; এক জন নির্দ্দোষী গৃহস্থের সর্ব্বনাশ ক'রেও কি আপনার তৃপ্তি লাভ হয় নি? আপনার ক্রীতদাস, কুলস্ত্রীকে দুর্ব্বাক্য ব'ল্‌ছে, তাই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছেন? বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে বন্ধুর সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, এই কি আপনার পুরুষত্ব? কুলস্ত্রীর অপমান ক'র্‌ছেন এ কি আপনার পৌরুষ, আপনি লোকালয়ে মনুষ্য ব'লে পরিচয় দেন? যথার্থ ই আপনি অদ্ভুত সৃষ্টি!

মোহিনী। কি হে নীলমাধব, কুলস্ত্রী কে? তোমার বাবা যে খুব দাঁও মেরেছে, গোহিরপুরের জমিদারের ছেলে জামাই হয়েছে যে? আমি কিছু জানি নি?

হরিশ। তবে রে পাজী! (প্রহার)

গুণ। জমাদার সাহেব, জমাদার সাহেব, খুন ক'রলে!

(জমাদার ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

জমা। বাবুর সঙ্গে হামরা আছি বুঝি জান না? চল্‌—থানামে চল্‌।

নীল। ছেড়ে দে হারামজাদ!

(জমাদারকে প্রহার)

বাবা, পালান,—বাবা, পালান, দাঁড়াবেন না।

জমা। দোনোকো থানামে লে চলো।

হৈম। মা ভগবতি, কি ক'র্‌লে! (মূর্চ্ছা)

সুশীলা। ও মা, কি হ'লো, কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

নীল। সুশীলা! ভাবিস্‌ নি, মাকে দেখিস্‌, ভিক্ষে ক'রে খাওয়াস্‌—তাতে লজ্জা নাই, আমাদের অদৃষ্টে যা আছে, হবে।

গুণ। ভিক্ষে ক'র্‌বে কেন, নতুন জামাই আছে আদর ক'রে রাখ্‌বে।

[হরিশ ও নীলমাধবকে লইয়া পাহারাওয়ালা ও জমাদারের প্রস্থান।

বেলিফ্। চাপরাসী, গাড়ীমে চিজ্ চালান দেও।

[প্রস্থান।

মোহিনী। সুন্দরি! তুমি আমায় দয়া কর, আমি তোমার জন্যেই এ সকল ক'রেছি, আমি বাড়ী ফিরিয়ে দিচ্ছি, জিনিসপত্র খোলসা ক'রে দিচ্ছি, তোমার বাপকে, ভাইকে খালাস ক'রে আন্‌ছি, তোমার পায়ের গোলাম হ'য়ে থাক্‌ছি, তুমি আমায় দয়া কর, তোমার জন্যে প্রাণ যায়।

সুশীলা। ভগবান, এও অদৃষ্টে ছিল! মা, মা, ওঠো; চণ্ডালের কাছ থেকে পালাই চল।

মোহিনী। কেন, গোহিরপুরের জমিদারকে দয়া ক'র্‌তে পার, আর আমায় পার না?

হৈম। পরমেশ্বর, কি ক'র্‌লে?—পরমেশ্বর কি ক'র্‌লে!

সুশীলা। মা, এখান থেকে শীগ্‌গির চল, চণ্ডালের হাত এড়াই চল।

গুণ। ছিল না কথা, হ'ল গাল।
আজ না হয়, হবে কাল॥

(কাদম্বিনীর প্রবেশ)

কাদ। পিশাচ, স'রে যা, তা নইলে আমি তোর চোক উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো।

গুণ। বাবু, এখানে আর বাড়াবাড়ি কাজ নেই।

মোহিনী। চলো, উকিলকে দিয়ে কেস্ সাজাতে হবে, শীগ্‌গির চল।

[মোহিনী ও গুণনিধির প্রস্থান।

কাদ। মোহিনি, আবার দেখা হবে!—(সুশীলার প্রতি) মা, তোমাদের ত আর দাঁড়াবার জায়গা নাই, কোথায় যাবে?

সুশীলা। মা, তুমি কে?

কাদ। আমি যে হই, তোমাদের কি কোথাও যাবার স্থান আছে?

সুশীলা। না, মা।

কাদ। তবে আমার সঙ্গে এস।

হৈম। কোথায় যাব মা?

কাদ। চল, একখানি কুটীর দেখে দিই গে।

হৈম। তুমি কে মা?

কাদ। আমি যে হই, পরমেশ্বর আমায় পাঠিয়েছেন, তুমি কিছু ভয় ক'র না, কিছু সন্দেহ ক'র না। আমার পরিচয় শুনবে?—আমি নীলমাধবের মা।

সুশীলা। (হৈমবতীর প্রতি) চল মা, চল, ভগবতী আপনি এসেছেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের বৈঠকখানা

মোহিনী ও গুণনিধি।

মোহিনী। শুনেছি ত বেলিফ্ ব্যাটা নীলমাধবের হ'য়ে সাক্ষী দেবে, তা'হলেই ত মকদ্দমা কাঁচ্‌লো, হর্‌শে ব্যাটা জমাদারের হাত ছাড়িয়ে পালালো কি ক'রে? ভারি বেঁচে গিয়েছি, কাণের কাছ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গিয়েছে, মনে হ'লে এখনও গা কাঁপে; আচ্ছা, গুলি বা'র ক'রে দিচ্ছি। সব থানায় তো ফটোগ্রাফ দিয়ে এসেছি।

গুণ। আজ্ঞা হাঁ, যাবে কোথা? দু'দিনেই ধরা প'ড়ে যাবে।

মোহিনী। হ্যাঁ-রে, যে কথা ব'ল্লুম—তার কি?

গুণ। কোথায় কি ম'শাই, আমার আবার স্ত্রী কোথায়? সে শনি বেটী বিষ ক'রে ব'লেছিল, তাই ম'শাই ধ'রে ব'সেছেন।

মোহিনী। দেখ্‌চিস্ ত, জিতু সরকার বাবাকে মাগ দিয়ে তালুকমুলুক ক'রে ফেলেছিল?

গুণ। আমার ত আর মাগ নাই ম'শাই, বুড়ো পিসী আছে, তাতে মন ওঠে ত এনে দিই।

মোহিনী। শোন্,—যদিও দিস্ তো তের হাজার টাকা, যা তোর নামে খরচ আছে, তা থেকে রেহাই দিই, আর কাদির দরুণ বাড়ীখানা দিই।

গুণ। ম'শাই,আপনার সে কেসো পেয়ারা না খেলেই নয় ?

মোহিনী। মুখ বদ্‌লাই চাই রে ব্যাটা, মুখ বদ্‌লাই চাই। আর বাবা,যদি না রাজী হও, আমার মন হ'য়েছে— আমি নেবই, আর তো ব্যাটাকে তের হাজার টাকার তবিল তস্রুপাতের দাবি দিয়ে জেলে দেবই।

গুণ। আমি কি ম'শাই তবিল ভেঙেছি ? মাইনে হিসাবে টাকা নিয়েছি, আর আপনার মকর্দ্দমা খরচার টাকা নিইছি, সে হিসাব দাখিল ক'রেছি, আপনি পাস ক'রেছেন।

মোহিনী। হাঁ, হাঁ, ব্যাটা, হিসেব নিকেশ কি ক'রে দিই, তা হ'লে তো' ব্যাটাদের হাতে পাব কিসে ? তুই দেখ এই স্বরূপ বাবুদের মর্টগেজ খানা রেজেষ্টারি ক'র্‌গে যা; এখন যা।

[গুণনিধির প্রস্থান।

(নবর প্রবেশ)

এস, নব বাবু! সব ঠিক ত ?

নব। আজ্ঞা, এলো ব'লে।

(অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। তেরি মেড়ুয়াবাদিকো যেঁও তেঁও।

মোহিনী। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন !

নব। আট হাজার টাকার নোট না কাট্‌লে, ইনি দেবেন না।

অঘোর। কেন বাবা, যে কথা হ'য়েছে, আমায় বোকা পেলে ? তিন হাজার ছাড়ো, দশ হাজর লিখে নাও।

মোহিনী। বাঃ দিব্যি আংটী, কত কে কিন্‌লেন ?

অঘোর। কি বাবা, গোঁড়া দেবে, বোকা পেলে ? জহরীর কাছে হাণ্ডনোট কেটে নিয়েছি বাবা; অম্‌নি ছাড়্‌বো ? আমি চল্‌লুম, এ জোচ্চুরির জায়গায় আমি ব'স্‌তে চাই নি।

নব। আরে ব'স না, ব'স না।

অঘোর। কি বাবা মেড়ুয়াবাদী, একটু মদ খাবে ? খালি আংটী বেচ্‌বে বাবা ?

নব। নাও না, এই নোটখানা সই ক'রে দাও না ?

অঘোর। তারিখের গোলমাল ক'র না, বাবা।

নব। না, না, তারিখ ঠিক আছে, এই August '88, ক'রে দিচ্ছি।

অঘোর। কি বাবা, বোকা পেলে ? এক বচ্ছর বাড়িয়ে নিচ্ছ ? '87 (1887) করো ত বাবা রাজী আছি, তা নইলে চল্লুম।

নব। '88 (1883) আবার '87 ক'র্‌ব কি ?

অঘোর। কি?

মোহিনী। নব, '87 করুন না, আজই তা হ'লে নালিশ ঠুকে দিই।

নব। বেশ, বেশ! আচ্ছা, আচ্ছা, '87 ক'রে দাও।

অঘোর। হাঁ বাবা, পথে এস বাবা, এক বছর চাপ-ছিলে বাবা, বোকা পেলে ?

নব। আচ্ছা, সই করো।

অঘোর। টাকা বা'র ক'রে দাও, বাবা; অম্‌নি সই কর্‌'বো, বোকা পেলে ?

মোহিনী। আচ্ছা, এই টাকা নাও।

অঘোর। কি বাবা, খাড়ি নোট দিচ্ছ ? ভাঙ্গানি কোথা বাবা ? বাটা দেবে? এমন ছেলে পাও নি বাবা, বোকা পেলে ?

নব। আচ্ছা, আচ্ছা, খুচ্‌রা নোটই দিচ্ছি। ব'লেছি ম'শাই, বড় নোট নেবেন না।

মোহিনী। এই নাও, আমার তিন'শ কেতা গোছান আছে।

অঘোর। চল্লুম, বাবা! নব, গুণনিধির মাগকে ধরি দাও, তাহ'লে সুশীলাকে ছেড়ে—ছেড়ে—ঠিক ব'লছি বাবা, হাঁ হাঁ— [অঘোরের প্রস্থান।

মোহিনী। ও ব্যাটা কবে বাড়ী যাবে ?

নব। কি ক'রে জান্‌ব, আপনিও ত সব সন্ধান নিয়েছেন।

মোহিনী। হাঁ, হাঁ, সন্ধান নিয়েছি—কি ক'রে জান্‌লে ?

নব। আমি ত আপনাকে নাম বলি নি, আপনি ত বলেন—তেজবাহাদুর।

মোহিনী। টেলিগ্রাফ্‌ ক'রেছিলুম হে, টেলিগ্রাফ ক'রেছিলুম, নইলে কি টাকা ছাড়ি ? আমায় টেলিগ্রাফ

ক'রেছে খুঁজে দিতে, আমি পঞ্চাশ হাজার না হাতিয়ে কিছু খপর লিখ্‌ছি নি। এদিক্‌কার কি হ'লো ?

নব। সব ঠিক।

মোহিনী। কি রকম, কি রকম ?

নব। শুদ্ধ, বাড়ীখানা, আর তার বাপের দেনাটা খোলসা ক'র্‌লেই হয়; কিন্তু এক কথা আছে, আজ ত লেখাপড়া হবে না; তা নইলে কিন্তু সে বিশ্বাস ক'রবে না, যাগ্‌ তবে দিন দুই—

মোহিনী। না, না, আমার প্রাণ যায়, সে দিন থেকে দেখে আমার মনে হ'য়েছে. আমার যদি অর্দ্ধেক বিষয় দিলেও পাই, তাতেও আমি রাজী আছি।

নব। সে রেজেষ্টারি করা লেখাপড়া না পেলে রাজী হবে না।

মোহিনী। তবে কি হবে ?

নব। দিন কতক যাক্, রেজেষ্টারি ক'রে এনে দেবেন।

মোহিনী। আমি রেজেষ্টারী ক'রে দেব, তার পর যদি ফাঁকে পড়ি ? আমি তা কারুর হাতে যাচ্ছি নি। ভাই, আর এক কাজ ক'র্‌তে হবে, আমি যদি একটা উকিলের বাড়ী থেকে একরার লিখে আনি, ঠিক্ ঠাক্ হ'লে বায়না করে, যে হরিশের সম্পত্তি আমার দেনায় বিকিয়েছে, তা'হলে সোজা কাজ হয়, আর একটা নয় রেগুলার (regular) কনভেয়্যান্স (Conveyance) আনি, জোর ক'রে রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পারবে, ; আমিও আপত্তি ক'রতে পারবো না, উকিল সাক্ষী। সেও কিছু কাঁচা কাজ নয় ? আর কন্‌ভেই (Convey) কেন ? সেই একরারই যথেষ্ট। তার উপর 'কন্‌ভে' ক'রে দিচ্ছি।

নব। তা হবে না কেন, কন্‌ভেয়্যান্সটা সুশীলার নামে ক'রবেন, বিকেলে যেন লেখাপড়া গুলো দেখ্‌তে পাই ?

মোহিনী। আচ্ছা। তবে আমি উকিলের বাড়ী চল্লুম আজই।

নব। যে আজ্ঞা।

মোহিনী। এই খানেই নিয়ে আস্‌বে ?

নব। না, আমাদের দরুণ বাড়ীতে; তা নইলে সে রাজী হবে না। ওখানে সন্ধ্যার পরে লোক চলে না. বলে—ভূতে বাসা ক'রেছে।

মোহিনী। হাঁ, হাঁ, শুন্‌ছিলুম বটে, ব্যাপারখানা কি বলো দেখি ?

নব। ও ছাই! আমরা এতদিন বাস ক'রে এলুম; বলে ঘট্ ঘট্ ক'রে চলে, ঢিল পড়ে, কোন বেটা বুঝি অন্ধকারে ভয় পেয়েছিল; তবে আসি ম'শাই।

মোহিনী। ঠিক ত ? আমি উকিলের বাড়ী যাই ?

নব। আজ্ঞে, ঠিক বই কি।

[নবর প্রস্থান।

মোহিনী। (স্বগত) আস্তাবলবাড়ীটে হ'লো না।— দেখা যাগ্‌, হাতে ত আসুগ্‌, এই যে কাদি বেটীর দলিল-গুলো কোলাট্যারেল (Collateral) সিকিউরিটি (security) ব'লে দম দিয়ে নিয়ে নিইছি, তেম্‌নি ক'রে ও-ও গেঁড়া ক'রবো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুটীর—পার্শ্বে জঙ্গল

সুশীলা ও হৈমবতী।

সুশীলা। মা, তুমি একবার ভাতে ব'স্‌বে, এস।

হৈম। না মা, আজ আমায় আর ব'লোনা মা. আমি কর্ত্তার খপর পাই নি, নীলমাধবের খপর পাই নি, তবু তোমার কথাতে কাল দুধ খেয়েছিলুম, আর পোড়ামুখে অন্ন দেবো, আমার আঁধার ঘরের মাণিক সব ছড়িয়ে দিয়েছি!

সুশীলা। মা, তুমি অমন ক'র্‌লে আমি কেমন ক'রে বুক বাঁধবো, মা, না খেয়ে কেঁদে কেঁদে কি ক'র্‌বে ? তাতে ত কিছু উপায় হবে না, মা, ইষ্টদেবতাকে ডাক।

হৈম। মা, আমি মহাপাতকী, কার পতি-পুত্রকে বিষ দিয়েছি, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি, আহা আর কি তাদের দেখ্‌তে পাব ? আর কি কর্ত্তা ফির্‌বে ? আর কি নীলমাধব মা ব'ল্‌বে ? যমদূতে ধ'রে নিয়ে

গিয়েছে! আহা কি হ'লো, কি হ'লো, পরমেশ্বর কি ক'র্‌লে?

(কাদম্বিনীর প্রবেশ)

কাদ। নীলমাধবের মা, কিছু ভে'বনা—ভেব'না।

হৈম। দিদি, তুমি আমাকে আর 'নীলমাধবের মা' ব'লে ডেক না, আমি কি তার মা?—বাছা খায় নি, যমদূতে বেঁধে নিয়ে গেল; আমি আবাগী এখনও বেঁচে আছি; এখনও আমার বুক ফেটে প্রাণ বেরুলো না, আহা! বাছার মুখ দেখ্‌লে পাষাণ ফাটে, আমার প্রাণ বেরুলো না, আমার প্রাণ বেরুলো না!

কাদ। ওগো কিছু ভয় নেই, কিছু ভয় নেই, কোন্ বড়মানুষের ছেলে উকিল কাউন্সিল দিয়েছে, তারা ব'লেছে—খালাস ক'র্‌বে। যদি মকর্দ্দমা আজ না ওঠে, তারা জামিন হ'য়ে বার ক'রে আন্‌বে। সবাই বলছে, যে সাহেব মিন্‌সে ক্রোক দিতে এসেছিল, সে ঠিক কথা ব'ল্‌লেই মকর্দ্দমা টিক্‌বে না।

হৈম। দিদি, কেন আমায় মিছে প্রবোধ দিচ্ছ, অভাগীর সন্তানের হ'য়ে কে দাঁড়াবে? অভাগীর তিনকুলে কে আছে, তা হ'লে কি বাছাকে অনাথের মত ধ'রে নিয়ে যায়।

কাদ। নীলমাধবের মা, আমি কি তোমার নীলমাধবের মা নই? আমি পর, তাই তোমার প্রত্যয় হ'চ্ছে না, বুক চিরে ত দেখাবার নয়, তা হ'লে দেখাতেম, যে নীলমাধব আমার সর্ব্বস্ব! নীলমাধবের বিপদ জেনে আমি স্থির থাকি? আমি বুক বাঁধি, তুমি কি দেখ নি যে আমি পাগলের মত বেড়িয়েছি, সমস্ত রাত ব'সে তোমার নিশ্বেস গুণেছি; তুমি বিইয়েছ, আমি পর—তাই তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না।

হৈম। না, দিদি, না, আমার ভাঙ্গা কপাল—তাই প্রাণ ধ'র্‌তে পাচ্ছি নি, আমার সোণার সংসারে আগুন দিয়েছে, তাই মন বুঝ্‌ছে না, নীলমাধব আমার না খেয়ে গিয়েছে, তাই মন বুঝ্‌ছে না, আহা দিদি! বোধ করি, কর্ত্তা এতক্ষণ গলায় দড়ি দিয়েছেন; বড় অভিমানী—কখন' কিছু ক্লেশ পান নি।

কাদ। তুমি নাও, খাও, আমি তোমায় মিছে কথা বল্‌ছি নি; নীলমাধবকে যদি না এনে দিতে পারি, তুমিও মলেই বা, আমিও মলেম বা, তাতে ক্ষতি কি!

সুশীলা। হাঁা মা, যে সাহেব ক্রোক দিতে এসেছিল, সে সাক্ষী দেবে কেন?

কাদ। আমি তার পায়ে ধ'রেছি, তার মেমের পায়ে ধ'রেছি, তারে রাজি ক'রেছি, সে ধর্ম্মভীরু লোক; ঘুষ দিতে গিয়েছিল, আমার সাম্‌নে ফিরিয়ে দিয়েছে।

সুশীলা। আবার যদি তার মন ফিরে যায়? টাকায় কি না হয়?

কাদ। না, সে ফির্‌বে না, আমার গান শুনে খুসী হ'য়েছিল, তার মেমও খুসী হ'য়েছিল, আমায় টাকা দিতে এল, আমি পায়ে জড়িয়ে ধ'র্‌লুম, ব'ল্‌লুম,—'আমার ছেলেকে ভিক্ষা দাও।—আমার মিনতি শুনে কাঁদ্‌তে লাগলো, যীশুখৃষ্টের নাম ক'রে দিব্বি ক'রেছে, সে ঠিক কথা ব'ল্‌বেই। এই নাও, মা, তোমার ঘুঁটে বেচেছি, তার দাম নাও মা,আর ঘুন্‌সির দাম নাও।

সুশীলা। ওমা এত দিচ্ছ কেন, সে দুপয়সার ঘুঁটেও হবে না, আর ঘুন্‌সি একটা এক পয়সার, তুমি এত পয়সা দিচ্ছ কেন?

কাদ। ঘরে ব'সে থাক, জিনিসের দাম তো জান না! ঘুঁটে এখন পাওয়া যায় না, সাহেবেরা সব ধোঁয়া দিয়ে বাড়ীর হাওয়া সাফ করে; আর ঘুন্‌সি ব'ল্‌ছ,—জাহাজ জাহাজ ঘুন্‌সি সব বিলাত যাচ্ছে।

সুশীলা। সত্যি?

কাদ। সত্যি না ত কি আমি ঘরে থেকে দিচ্ছি! আমার ওতে লাভ রেখে তবে তোমায় দিচ্ছি।

সুশীলা। হাঁা মা, এ আদ্‌লা পয়সা কেন? চাল লেগে র'য়েছে, ডাল লেগে র'য়েছে।

কাদ। আমি যে পয়সার ব্যবসা করি, হাঁড়ির ভেতর রেখেছিলুম, তাই চাল ডাল লেগেছে।

(নীলমাধবের প্রবেশ)

নীল। মা, মা!

হৈম। বাবা নীলমাধব, আমার আঁধার ঘরের মাণিক, আমার অন্ধের নড়ি,আমার শিবরাত্তিরের শল্‌তে!

নীল। মা, আমি আর এক মা পেয়েছি, যে মা আমায় খালাস ক'রেছে। (কাদম্বিনীর প্রতি) মা, তুমি

আমার জন্যে এত কষ্ট ক'রেছ, তুমি বেলিফের বাড়ী সন্ধান ক'রে গিয়ে তার পায়ে ধরেছ ?

হৈম। দিদি, দিদি, তুমি কে দিদি ? তুমি কি দুঃখিনীর দুঃখে কৈলাস থেকে এসেছ ?

নীল। মা, আমি দাঁড়াব না, তোমাদের একবার দেখা দিতে এসেছি, আমি বাবাকে খুঁজ্‌তে যাচ্ছি।

হৈম। সে কোথা, তাঁকে কি ছেড়ে দেয় নি ?

নীল। এইখানেই আছেন, আমি আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

হৈম। কেন এলো না, কোথাও কি লজ্জায় চলে গেল ?

সুশীলা। হাঁ মা, তুমি গরিব মানুষ ; তোমার অনেক খরচ হ'য়ে গেল, উকিল-কৌন্‌সুলিদের নাকি মুঠো মুঠো টাকা দিতে হয়, শুনেছি।

কাদ। না মা, আমি টাকা দিই নি, আমি চল্‌লুম, আমি চল্‌লুম।

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

সুশীলা। মাগী আমাদের জন্যে সর্ব্বস্ব খোওয়ালে!

(হরিশের প্রবেশ)

হরিশ। চুপ !

হৈম। তুমি কোথায় ছিলে, নীলমাধব খুঁজতে গেল।

হরিশ। চুপ ! আমায় লুকিয়ে রাখ্‌তে পার ? আমি খুন ক'রেছি, মোহিনী 'মর্ণিংওয়াক' ক'র্‌তে বেরিয়েছিল,— আমি গুলি করেছি, বোধ করি মরেছে, বোধ করি মরেছে।

হৈম। ওমা, কি সর্ব্বনাশ—ওমা, কি সর্ব্বনাশ !

হরিশ। চুপ ! আমি জমাদারের হাত ছিনিয়ে পালিয়েছিলুম, সে ওয়ারিণ (Warrant) আছে, বোধ করি, খুনিওয়ারিণ ও ঘুরছে আমি তিন দিন ঘুর্‌ছি, কোথাও যায়গা পাই নাই, কোথাও দাঁড়াতে সাহস করি নাই, বাতাস ন'ড়্‌লে বোধ হ'চ্ছে—চৌকিদার আমার পিছনে এল ; কোথাও দাঁড়াই নাই, খালি ঘুর্‌ছি, খালি ঘুরছি, একটু মুখে জল দিই নি ; খালি চৌকিদার, খালি চৌকিদার ! পিস্তল ছাড়ি নি, গুলিঠাসা আছে, যদি ধরে—গুলি ক'র্‌বো।

হৈম। ওমা কি হবে !

হরিশ। চুপ, তোমাদের ঘরের পেছনে বাঁশবনে নিরিবিলি দেখে লুকিয়েছিলুম, তোমাদের গলার সাড়া পেয়ে এসেছি, আমি কিছু খাই নি, খেতে দাও।

সুশীলা। আমি আন্‌ছি, আমি আন্‌ছি।

হরিশ। চুপ ! এখানে না, এখানে না, আমি বাঁশ বনে যাই। গিন্নি, তুমি খাবার নিয়ে এস, চুপি চুপি এস, সুশীলা পার্‌বে না, ছেলেমানুষ, লোকে দেখে ফেল্‌বে, চার্‌দিকে চৌকিদার, চারদিকে চৌকিদার ! [প্রস্থান।

হৈম। তুই ব'স, আমি খাবার দিয়ে আসি।

সুশীলা। ওমা কি হবে, কি সর্ব্বনাশ হলো !

[হৈমবতীর প্রস্থান।

(নবর প্রবেশ)

নব। সুশীলা !

সুশীলা। কাকা, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বাবা খুন ক'রেছে !

নব। চুপ কর, চুপ কর, আমি সব জানি। ওঃ ভগবান ! তোদের এই দশা ! এই নে—টাকা নে ; আমি বাড়ী ঠিক ক'রেছি, সন্ধ্যাবেলা ভিখারী মাগী তোদের সেইখানে নিয়ে যাবে।

সুশীলা। তুমি টাকা কোথা পেলে ?

নব। পেয়েছি, আমি চল্লুম।

সুশীলা। ওই মাগী, উকিলকে টাকা দিয়ে দাদাকে খালাস ক'রেছে ?

নব। না, আমি দিয়েছি।

সুশীলা। কাকা, বাবার কি হবে ?

নব। ভাবিস্ নি, সে উপায় ক'রেছি ; আমি এখন চল্লুম। [নবর প্রস্থান।

সুশীলা। ভগবান্ ! তোমার মনে যা আছে—হবে, আমি অবলা, ভেবে কি ক'র্‌বো ! ক'দিন আমার ইষ্ট-দেবতার পূজা হয় নি, আজ একবার পূজা করি। (একখানি ছবি লইয়া) প্রাণনাথ ! সঙ্গতি ছিল না, ফুলের মালা কিন্‌তে পারি নি, চক্ষের জলে মালা গেঁথেছি,—পর ! হৃদয়েশ্বর, প্রাণবল্লভ, আর দাসীকে ভুলে থেকো না, দাসী কতদিন বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌বে ? নাও নাথ, আমায় সঙ্গে নাও। প্রভু, প্রাণবল্লভ, দাসীকে কেন ভুলে আছ ? দাসী ত তোমা ভিন্ন জানে না, আর নীরব থেকো না, কথা কও, দাসীর প্রাণ শীতল কর, আমি বড় তাপিত, আমায় শীতল কর।

(নেপথ্যে জানালার পাশ হইতে অঘোর)।—

আহা, নারীরত্ন !

সুশীলা। হায় নাথ ! আমার মনে প'ড়ছে, যে দিন তোমার মুখ দেখেছিলুম, আমার কত সাধ মনে হ'য়েছিল, আজও সাধের সমুদ্র প্রাণে খেলে। হায়, মনের সাধ মনে রইলো, তোমায় সাজাব, তোমায় খাওয়াব, তোমায় শোওয়াব, তোমার সেবা ক'রব, হেসে হেসে তোমার ছেলে তোমার কোলে দেব, নিদয় বিধাতা কেন বাম হ'লে ? আহা নাথ, তুমি কোথা ?

(নেপথ্যে অঘোর।)—কি ক'র্‌বো বাবা, আমার অদৃষ্টে নাই, এ দেবলোকের জিনিস, আমার ভাগ্যে হবে কেন ! দেখা দেবো ? না বাবা, দেখা দেবো না, আমি মরেছি—সেই ভাল ; মাগীরা নাকসিটকে ব'ল্‌বে,এর ভাতারটা এই ! যদি গা ঝাড়া দিতে পারতুম, যদি মনের ময়লা তুল্‌তে পারতুম, তা'হলে একবার বুকে নিয়ে চুমো খেতুম। কাজ কি বাবা আমার সে আশায় ? স'রে পড়ি। পুলিশের হাত এড়াব, আমার মতি ফিরবে, তবে ত বাবা এ রত্ন পাব ?—সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচ্‌বে না। যেতে দাও বাবা আপ্‌না আপনি, চ'লে যাই।

সুশীলা। হায় নাথ, যখন তোমার কণ্ঠস্বর শুনতুম, আমি আত্মহারা হ'তুম ; যখন তুমি নিদ্রা যেতে, আমি অনিমিষ নেত্রে দেখ্‌তুম—যত দেখ্‌তুম,ততই সাধ বাড়তো, সে সাধ আমার ফুরোয় নি, সহস্র বৎসরে ফুরোবার নয়, মনের সাধ মনেই মিলিয়ে আছে ; সাগরের ঢেউ সাগরে মিলিয়ে আছে ! হায় নাথ,—কোথায় তুমি ?

(নেপথ্যে অঘোর।)—বুকের ভেতর ঢেউ খেল্‌ছ, খেল বাবা, আমি মুখ চেপে আছি, কিছু ব'লছি নি বাবা ! যা পাব না, যা হবে না, তার জন্যে ধুক্‌পুকনি কেন বাবা ? আমি চোট্টা, জেলে যাব, মাগ নিয়ে ঘর-ঘরকন্না কি আমার সাজে ? এ রত্ন আমার ঘরে ছিল,বিনা আলোতে ঘর আলো ক'র্‌তো ; কাদায় ছুঁড়ে ফেল্‌লুম। একবার একজামিনার সাহেবকে মনে পড়ে, যদি তিনটে নম্বর দিয়ে পাস ক'রে দিত, বোধ হয় আর এক রকম জীবন হ'তো ! হাতে পেয়ে চিন্‌তে পারি নি বাবা ! বানরের গলায় মুক্তারমালা প'ড়েছিল, দাঁতে কেটেছি।

সুশীলা। তুমি এত নিষ্ঠুর ! আর যন্ত্রণা দিও না, দাসীকে পায়ে রাখ, একটী কথা কও, একটী কথা কও ! হতভাগিনী ডাক্‌ছে, দেখা দাও, একটী কথা কও !

(নেপথ্যে অঘোর।)—সুশীলা !—

সুশীলা। একি ! প্রাণনাথ কি সদয় হ'লেন ! কথা কও, আবার কথা কও, দাসীর প্রাণ জুড়াও, কই নাথ, কই তুমি, কথা কও !—

(নেপথ্যে অঘোর।)—সুশীলা, যদি দিন পাই, দেখা হবে।

[অঘোরের প্রস্থান।

সুশীলা। এ কি !—সেই স্বর ! কেও ? মা, ... আমায় কে ডাক্‌লে ! স্বপ্ন !—নিশ্চয় স্বপ্ন ! না, না, স্বপ্ন নয়, আমার প্রাণনাথ এসেছেন,—কই, কই, কই তুমি ?—প্রাণনাথ, কই তুমি ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

গুণনিধি[illegible] সম্মুখস্থ রাস্তা

(এক হস্তে ক্যাস বাক্স ও অন্য হস্তে মোট টানিতে টানিতে গুণনিধির বাহির হওন)

গুণ। দেখি, শালা মাগ নেবে ? — থাক শ... তোমার চল্লিশ হাজারে ঘা দিচ্ছি, স্বরূপ বাবুকে মর্টগেজ ফিরিয়ে দিচ্ছি, ও মর্টগেজ ফিরে পেলে আমার ... তারা ল'ড়্‌বে, তুমি আমার কচু ক'র্‌বে।

(নবর প্রবেশ)

নব। গুণনিধি বাবু ?

গুণ। কি হে, কি হে, তুমি এমন সময় যে ?

নব। ওহে, শনিবেটী মোহিনীবাবুর বাড়ী ... ঘরে তালা দিয়ে বেরুচ্ছে, জিজ্ঞাসা ক'রলুম 'কোথা যাবি' বল্‌লে, 'মোহিনী বাবুকে খপর দে আসি, যে গুণো... আজ পালাচ্ছে।'

গুণ। অ্যাঁ, অ্যাঁ ! আমি ত পালাচ্ছি নি ! আমি ত পালাচ্ছি নি ! আমি এই মোট টা দেশে পাঠাচ্ছি।

নব। তবেই হ'য়েছে, বেটী দেখে গিয়েছে।

গুণ। বটে, বটে, তোমায় ভাই পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, শনিবেটীকে ফেরাও, দৌড়ে যাও, মোট দেখ্‌লে খামোকা সন্দেহ ক'রবে, আমি কোন দোষের দোষী নই, খামোকা সন্দেহ ক'র্‌বে।

নব। তুমি ত আর সত্যি পালাচ্ছ না, সন্দেহ ক'ল্লেই বা, ভয়টা কি?

গুণ। না ভাই, না, তুমি ফেরাও, তুমি ফেরাও, বাবু বড় খারাপ লোক, তুমি ফেরাও।

নব। আচ্ছা, আমি চ'ল্লুম।

গুণ। দাঁড়িয়ে রইলে যে হে? এই নাও টাকা নাও। [নবর প্রস্থান।
রেলে যাওয়া হবে না, নৌকো ক'রে শ্রীরামপুর অবধি যাই, আর মুটে ডাক্‌বার তর সইবে না, মোট্‌টা আপনিই ঘাটে নিয়ে যাই, ওঃ বড্ড ভারি।

(অন্ধবেশে অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, অন্ধ নাচারকে কিছু দাও।

গুণ। ওরে ওরে, এই মোট্‌টা ঘাটে দিয়ে আস্‌তে পারিস্‌?

অঘোর। পারবুনি ক্যানে?

গুণ। নে, নে, শীগ্‌গির নে, ক্যাসবাক্সটা এর সঙ্গেই দিই, আমি শুধু হাত-পায়ে তফাতে তফাতে যাই। স্থাখ্‌, এই বাক্সটা বেঁধে নে, এ বাক্সয় কিছু নাই—আহিরীটোলার ঘাটে, আহিরীটোলার ঘাটে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি; না,—ক্যাসবাক্সটা হাতে ক'রেই নিই।

অঘোর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

গুণ। আবার ব্যাটা চেঁচায়, মোট তোল্‌, আয় না ব্যাটা, শীগ্‌গির চ'লে আয় না, তুই ত আর সত্যি কাণা ন'স।

অঘোর। উঃ, বড্ডি ভারি।

গুণ। আঃ নে না, এইটুকু ধাঁ ক'রে মেরে দে না, দাঁড়া—আমি তুলে দিচ্ছি।

অঘোর। শালা বেওয়ারিস বাপের গাধা পেয়েছে।

গুণ। আয় আয়, শীগ্‌গির চ'লে আয়।

অঘোর। আনি লারবো।

গুণ। আরে দে—ব্যাটা দে—আমায় দে।

অঘোর। এই লাও, তবে লাও।

(গুণনিধির ঘাড়ে মোট ফেলিয়া দিয়া অঘোরের ক্যাসবাক্স লইয়া পলায়ন)

গুণ। ও রে বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে!—

(নীলমাধবের প্রবেশ)

নীল। বাবার সন্ধান না নিয়ে গেলে ত মার মুখে জল দিতে পারবো না; কোথায় খুঁজি? আমাদের দরুণ বাড়ীতে কি গিয়েছেন? লোকে বলে—ভূতে বাসা ক'রেছে, তিনিই বা লুকিয়ে আছেন,—না মোহিনীর এক খিড়কি, সেখানে থাক্‌বেন না; আগে এই ছোটলোক-পাড়াটা খুঁজি, শেষ সে দিকে যাব। (গুণনিধিকে দেখিয়া) কে তুমি?—কে, গুণনিধি!

গুণ। না বাবা, আমি নিধি টিধি নই, আমি পথিক।

নীল। কেন গুণনিধিবাবু, ভাঁড়াচ্ছ কেন, তোমার ভয় কি? উঠ্‌তে পারবে? ওঠ, আমায় ধ'রে উঠ।

গুণ। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আমার ক্যাসবাক্স গিয়েছে, আমায় ধ'র্‌তে পার্‌লে জেলে দেবে, আমায় ধ'র্‌তে পার্‌লে জেলে দেবে।

নীল। ভয় নাই, ভয় নাই, তুমি এস।

গুণ। কেও, নীলমাধব বাবু? তুমি আমাকে দয়া ক'রছ, আমি রাস্তায় একলা প'ড়ে আছি, আমায় গলা টিপে মার নি?

নীল। না, না, তোমার ভয় নাই, তোমার উপর আমার রাগ নাই। তুমি ওঠ, ওঠ।

গুণ। নীলমাধব বাবু! আমি চিন্‌তে পারি নি, তুমি দেবতা, আমি চিন্‌তে পারি নি,—আমি তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আমার উপর তোমার এত দয়া? আমায় মাপ কর, আমায় মাপ কর।

নীল। গুণনিধি বাবু, আমি সত্যি ব'ল্‌ছি, তোমার উপর আমার কিছু রাগ নাই, ওঠ ওঠ।

গুণ। পা ভেঙে গিয়েছে, মাথায় লেগেছে, আমি যেতে পারবো না। ধরে ধ'র্‌বে, আমি সব প্রকাশ ক'র্‌বো, জেলে যাই, যাব, শালাকে জব্দ ক'র্‌বো, শালার গুণাগুণ ঢাক পিটে দেবো।

নীল। কাকে গালাগাল দিচ্ছ? ছি!

গুণ। সেই শালাকে, মোহিনী শালাকে, শালার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পার্‌লুম না, শালার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পার্‌লুম না!

নীল। গুণনিধি বাবু, অনেক হ'য়েছে, আর কেন পরমেশ্বরের কাছে অপরাধী হও? আর কেন লোকের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে ইচ্ছা কর?

গুণ। মোহিনী ব্যাটার সর্ব্বনাশ হ'ল না? মোহিনী ব্যাটার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো, তাতে পাপ নাই, তাতে পাপ নাই।

নীল। 'পাপ নাই' এ কথা মুখে এনো না। একবার লোভের বশীভূত হ'য়ে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছ, এবার রাগের বশীভূত হ'য়ে আর একজনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চাচ্ছ? ছিঃ! ছিঃ! বয়েস হ'য়েছে, এখনও শিখ; এস, তোমায় কোলে ক'রে নিয়ে যাই, এ গলির রাস্তায় ত গাড়ী পাওয়া যাবে না।

গুণ। আমার মোট?

নীল। আচ্ছা, তুমি এইখানে থাক, আমি গাড়ী ঠিক ক'রে গাড়োয়ানকে নিয়ে আস্‌ছি, তোমার মোট নিয়ে যাবে।

গুণ। না বাবা, আমায় নিয়ে যা বাবা, দোহাই বাবা, আমার মোট থাক্‌, বাবা!

[গুণনিধিকে লইয়া নীলমাধবের প্রস্থান।

(অঘোর ও নবর প্রবেশ)

অঘোর। সাবাস্‌ বাবা, তোমায় 'ডবল্‌ প্রমোসন' দিলুম।

নব। সাহেবের পোষাক প'র্‌লি যে?

অঘোর। কীর্ত্তি ত কিছু কম হয় নি,—দরওয়ানের বাক্স ভাঙা থেকে, আর অক্ষনাচার থেকে, সমান টানে ব'য়ে আসছি। কোট-পেন্টুলুন বড় জবর পরদা বাবা! এতে অনেক দাগাবাজী ঢাকা যায়, আর ওর সঙ্গে যদি ভেরি গ্ল্যাড্‌ (very glad), ভেরি সরি (very sorry), ডোণ্ট্‌ মেন্‌সন (Don't mention)—এম্‌নি দু'চারটে বুক্‌নি ঝাড়া যায়, তা'হলে বাবাজীকে বাবাজী, তরকারিকে তরকারি! তা'হলে জুচ্চুরিও চলে—অনারেবলও (Honorable) হওয়া যায়। আপাতত, গুণো ব্যাটা যদি পুলিশে জানায় যে বাক্স চুরি গিয়েছে, তা'হলে জমাদার সাহেব বরং তার বাপকে চালান দেবেন, তবু আমার পাশে ঘেঁস্‌ছেন না।

নব। তুমি এ রাস্তায় এলে কেন, গুণো যদি ফেরে?

অঘোর। সে ফির্‌ছে না, তার জন্যে ভাবনা নাই। ভিকিরী বেটী এইখানে দেখা ক'র্‌তে ব'লেছে।

(একজন গাড়োয়ানের প্রবেশ ও মোট লইতে অগ্রসর হওন)

আরে ছোঁও মৎ, ছোঁও মৎ।

গাড়ো। কাহে সাব্‌, বাবু মোট লেনে কহা।

অঘোর। আরে উস্‌মে মুদ্দর হ্যায়।

গাড়ো। তোবা, তোবা, তোবা!

[গাড়োয়ানের প্রস্থান।

অঘোর। ধর' তো বাবা, মোট্‌টা ঠেলে রেখে যাই।

নব। কোথা ঠেলে রেখে যাবি?

অঘোর। বাঃ! এমন নৰ্দ্দামা বোজান রাস্তা, তস্করের রাজপথ র'য়েছে।

নব। ওটা কি [illegible]

অঘোর। কি আছে, খুলে দেখ্‌তে হবে, চল যাই, মাগী বুঝি আবার মহাজনের বাড়ী আট্‌কা প'ড়েছে।

নব। আচ্ছা বাবাজী! ও মাগী যে মোহিনীর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফির্‌ছে, তুমি ধ'র্‌লে কি ক'রে?

অঘোর। একদিন বেটী রাস্তায় ব'সে গাচ্ছে, লোকে চাল টাল দিচ্ছে, পয়সা টয়সা দিচ্ছে, মোহিনীর মেয়েটা একটা টাকা দিলে, বেটী যাবার সময় টাকাটা ফেলে চ'লে গেল।

নব। ভুলে গিয়েছিল।

অঘোর। দূর ব্যাটা, পাজী ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, তোকে তিন ক্লাস নাবিয়ে দেবো।

নব। কেন রে ব্যাটা, ছড়া ধ'র্‌লি কেন?

অঘোর। টাকা ভুলে গেল কি রে ব্যাটা? টাকা ভোলে কি? এ কি ইষ্টদেবতার নাম যে ভুলে গেলেই হ'লো? স'রে পড়, স'রে পড়, তোমার উপযুক্ত ভাইপো আস্‌ছে; কাজ কর্ম্ম হাতে কিছু নাই, এখনি গণ্ডগোল ক'র্‌বে; দেখ্‌ছ না, গুণনিধি ব্যাটার মোট খুঁজ্‌তে আসছে

তুমি বেরিয়ে পড়, মহাজন বাবুকে ঠিক কর গে, লেখা-পড়াটা দেখেছ ? সব ঠিক আছে ?

নব। তা আছে, ওর উকিলের বাড়ীতে আমাদের উকিল দিয়ে পড়িয়েছি, সে ব'লেছে ঠিক আছে, তুমি যাবে না ?

অঘোর। আমি একটু ভিখারী বেটীর জন্মে অপেক্ষা ক'রবো। বাবু কোথায় ? মেয়েকে সঙ্গে ক'রে ত বাগান বাড়ীতে নাব্‌লো দেখ্‌লুম।

নব। কাদির দরুণ বাড়ীতে ব'সে আছে।

অঘোর। বুঝেছি বুঝেছি, বাগানে যদি কেউ দেখা টেখা করে, দেরি টেরি পড়ুক, তুমি নাইয়ে উচ্ছুগ্‌ গু ক'রে নিয়ে এস।

নব। আচ্ছা ! চল্লুম। [প্রস্থান।

(নীলমাধব ও জনৈক মুটের প্রবেশ)

নীল। কত রকম বদমায়েস লোক থাকে দেখ, আর গাড়োয়ান বেটা আহাম্মুকের একশেষ ; ব'ল্লে মুদ্দোর তো মুদ্দোরই ; দেখ দেখি, থোঁড়া মানুষটাকে নাবিয়ে দিলে।

মুটে। হাদে, মোট কনে ?

নীল। সাহেব, এইখানে একটা মোট ছিল জান ?

অঘোর। জান্‌টে করে।

নীল। (নর্দ্দামাতে মোট দেখিয়া) এই যে, হেতায় কে সরিয়ে রাখ্‌লে ?

অঘোর। তোমারা বোনাই রাখ্‌খা।

নীল। সাহেব, গালাগাল দাও কেন ?

অঘোর। গালি ক্যা, হাম টোমারা বোনাই হ্যায়।

নীল। খপরদার, ঘুসিয়ে মুখ ভেঙে দেবো।

অঘোর। কুচ্‌পরোয়া নেই, হাম্‌কো পসন্দ নেই হ্যা, বহিনকো দোসরা খসম্ দেও।

নীল। এ কে, পাগল না কি ?

অঘোর। নেই, তোমারা বাপকো জামাই হ্যায়।

[অঘোরের প্রস্থান।

মুটে। (মোট লইয়া) উঃ ! চল গো চল, গর্দ্দানটা বেঁকে যেতে লেগেছে।

নীল। চল, চল্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের খিড়্‌কীর বাগান

কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী।

হেমা। না, না, ও গান না, সেইটী বল।

কাদ। কোন্‌টা, কাল যেটা গেয়েছিলুম ?

হেমা। না গো, না।

কাদ। পরশু যেটা গেয়েছিলুম ?

হেমা। না, না, না, সেইটী, সেই সে দিন যেটী রাস্তায় গাচ্ছিলে। তোমায় যেদিন আস্‌তে ব'ললুম, সেই যে ?

কাদ। আচ্ছা, গাচ্ছি।—

(গীত)

গোধন ফিরে, ধীরে ধীরে ধীরে, গগনে ছাইল রেণু,
(হাম্বা হাম্বা হাম্বা রবে)
ডুবিল রবি, রক্তিম ছবি, বাজিল মোহন বেণু।
আকুল বেণী, ধাইল রাণী, ঘন শ্বাস বহে তাহে,
ননী ল'য়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝরে, অনিমিখ পথ চাহে।
গোঠে গহনে,ফিরায়ে গোধনে,শ্রমবারি শ্যাম-কায়ে,
অলকা তিলকা, মলিন রেখা, শিখিপাখা দোলে বাঁয়ে।
ভ্রমর জিনি, নূপুরধ্বনি, রুণু ঝুণু রুণু বাজে,
বনমালা দোলে, বলা সাথে চলে, করে ধরি ব্রজরাজে।
রাণী কুতূহলে, নিল কোলে তুলে, মা ব'লে ডাকিল কানু,
রাখাল মিলি, দিল করতালি, নাদিল শত ধেনু।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। হেমা, তুই আয় তো মা, আমার চাবিটে ঘরে ফেলে এসেছি, খুঁজে নিয়ে আয়।

হেমা। ও মা, চাবি হারালি, কর্ত্তাবাবু যে তোকে ব'কবে।

কমলা। তুই খুঁজে আন্‌গে না।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

হ্যাঁ গা, কাল ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে রেখে দিলে, কি বল না ?

কাদ। না বাপু, আমি ভিখারী লোক, বড় লোকের ঘরের কথায় কায নেই।

কমলা। বল, বল, তোমার ভয় নেই।

কাদ। হুঁ, ভয় নেই, তুমি বাবুর কাণে তোলো, তারপর বাবু আমার গর্দ্দানা নিগ্।

কমলা। না, না, তোমার নাম ক'রবো না।

কাদ। দেখো, কাঙ্গাল মানুষের গলায় পা দিও না।

কমলা। না, না তোমার ভয় নেই।

কাদ। বাবু একজনদের মেয়ে বা'র করতে চাচ্ছেন, তারা সেই মেয়েটাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে বাবুকে বৈঠকখানায় নিয়ে যাবেন, তার পর আধমারা ক'রে, প্রাণটা যখন ধুক্ ধুক্ ক'র্‌বে, তোমাদের পাশের খালি বাড়ীতে ফেলে দিয়ে যাবে।

কমলা। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে ?

কাদ। ভিক্ষে ক'রতে গিয়ে শুন্‌লুম, তারা বলাবলি ক'চ্ছে।

কমলা। তার পর ? তার পর ?

কাদ। দেখ্‌লুম, একখানা চিঠি নিয়ে একটা লোক বেরিয়ে আসছে, তার পর তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ছি, দেখি—সেই লোকটাও তোমাদের বাড়ী ঢুক্‌লো, একটু দাঁড়ালুম, তার পর খানিক বাদে দেখি, একখানা চিঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে এল, আমার ধোঁকা হ'লো, সঙ্গ নিলুম, যেই দেখি—মিন্‌সেগুলোর হাতে চিঠিখানা দিলে, মিন্‌সেগুলো গর্জ্জাতে লাগলো, ব'ল্‌লে 'শালা ফাঁদে প'ড়েছে, কাল রাত্তিরে আসবে'।

কমলা। আজ ব'ল্‌লে, না কাল ব'ল্‌লে ? ঠিক শুনেছ, কাল ব'ললে ?

কাদ। হাঁ কাল, তারা ব'ল্‌লে 'আজ রাত্তিরটে চোক্‌-কাণ বুঝে কাটাও, কাল শালা হলোর মুখ ছেঁচ্‌বো'।

কমলা। তুমি কাল আবার খপর নিও।

কাদ। তা নেব, আর আজ যদি কিছু হয় তো তোমায় খপর দেবো।

কমলা। তুমি কেমন ক'রে আস্‌বে ? দোর যে বন্দ থাক্‌বে ?

কাদ। কেন, তুমি খিড়কির বাগানের দিকে উপরকার ঘরেই তো শোও ? আমি হরিশবাবুদের দরুণ বাড়ীর ভেতর দিয়ে এসে, এইখান দিয়ে খপর দেবো ; আমি চল্‌লুম।

কমলা। আজও কিছু নিলে না ?

কাদ। ও নিয়ে কি কর'বো ? মাসকাবারি বন্দোবস্ত করো, রোজ এসে গেয়ে যাব। [প্রস্থান।

(হেমাঙ্গিনীর পুনঃ প্রবেশ)

হেমা। মা, এই যে তোমার ঠেঁয়েই চাবি ?

কমলা। হ্যারে হাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

হেমা। দেখ দেখি, ভিখারিটা চলে গেল, আমি গান শুন্‌তে পেলুম না।

কমলা। হ্যারে হেমা, কর্ত্তা আজ তোকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন নি ?

হেমা। ও মা ভুলে গিয়েছিলুম, মা! ভুলে গিয়েছিলুম! কর্ত্তাবাবু কত কি কিনে দিয়েছে, মা।

কমলা। তার পর কোথায় গেল ?

হেমা। বাগানবাড়ীতে ব'সে রইলো।

কমলা। (স্বগত) আজ তো আর বাড়ী ফিরবে না, আমি বাগানেই যাই, সেইখানে গে বারণ করি, আমায় মারুক, কাটুক, যা করুগ্ না, রাগ ক'র্‌বে ? আজ তো নয়, কাল তো ? প্রাণ যাগ্ আর থাকুক—বারণ ক'রবো।

হেমা। কি ভাব[illegible]

কমলা। কিছু না। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

নব।

নব। এত দেরি কিসের হ'চ্ছে ?

(অঘোর ও কাদম্বিনীর প্রবেশ)

এত দেরি ক'রলে যে ?

অঘোর। আরে নাও! এই বেটীকে খুঁজে খুঁজে ষণ্ডা শালারা তো তাড়া দিলে, তার পর বেটীকে ধ'রে খুড়ো, বেটী বড় প্যাথেটিক (pathetic) ক'রে এসে বাবা, সাবাস্ ভট্‌চায্য ! আচ্ছা বক্তৃতা করে এসে খুড়ো, তোমার সঙ্গে বেটীর বে দেবো।

কাদ। দূর নচ্ছার ব্যাটা।

অঘোর। কেন বাবা, তুমিও এম্, এ, পাস,—খুড়োও এম, এ, পাস। যাও বাবা, এই দিক দিয়ে পাত্‌লা হও, তোমার ঘাটীতে আড্ডা নাও।

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

নব। কি ভাব্‌ছিস্?

অঘোর। যে উত্তম পাচক, সে মাল-মসলা না ঠিক ক'রে কি হাঁড়ী চড়ায়?

নব। আবার কি মাল-মসলা ছাড়্‌বি?

অঘোর। তুমি তো সে দরওয়ান্ ব্যাটাকে আর পাহারাওয়ালা ব্যাটাকে ঠিক ক'রেছ?

নব। হাঁ, তা ঠিক আছে।

অঘোর। আচ্ছা বাবা, পঁ্যাজ রোস্থন তোমার জেম্মা।

নব। পঁ্যাজ রোস্থন কিরে?

অঘোর। দরওয়ানজী পবিত্র রোস্থন, আর পাহারাওয়ালা সাহেব অপবিত্র পঁ্যাজ,—দু'টীকে ছাড়িয়ে ধ'রলেই মোহিনীর চোখে জল বেরুবে; গরম মসলা আমার জেম্মা, এক হুদ্দো মাতাল ব'সে মদ খাচ্ছে, পঁ্যাজ রোস্থন চুঁয়ে এলেই গরম মসলা ছাড়্‌বো, তার পর ভিখারীবেটী গাওয়া ঘি এনে সাঁত্‌লে নাবাবে।

নব। আচ্ছা! তুই বেটা কি পাজী! গরীব দরওয়ান, তার দশটা টাকা সিন্দুক ভেঙ্গে চুরি ক'র্লি?

অঘোর। তা নইলে, বাবা, লম্বা কোঁচা ঝোলাতেম কি ক'রে? আমরা শ্বশুর জামাই উভয়ে মাতব্বর।

নব। আমি মনে ক'ত্তুম, মোহিনী ব্যাটা সেয়ানা, তা নয়, ব্যাটা চট্ ক'রেই ফাঁদে প'ড়ে গিয়েছে।

অঘোর। জোচ্চোর সেয়ানা হয় রে ব্যাটা?

নব। হয় না? এই যে তুই বেটা ঘাগি।

অঘোর। সেয়ানা কিসে দেখ্‌লে? বাবা, ভদ্র লোকের ছেলে—দরওয়ানের বাক্স ভাঙ্গি, ক্যাসবাক্স রাহাজানি করি, অন্ধ নাচার সেজে পঁ্যাচার মতন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াই, সেয়ানা হলেম? না হয় এন্‌ট্রেন্স ফেল হ'য়েছিলুম, ফের একজামিন দিলে হ'তো, না হয় চাকরি ক'রলে হ'তো, সোনার চাঁদ মাগ নিয়ে ঘর-ঘরকন্না ক'রলে হতো, তা নয়—"অন্ত ভক্ষ্যো ধনুগুর্ণঃ।" সাতঘাটের পানি খেয়ে বেড়াচ্ছি, কোন ব্যাটা চিন্‌তে পারলে স্যান্‌তামো বেরিয়ে যাবে, সেয়ানা হ'লে কি বাবা দুর্গতি হয়?

(নেপথ্যে মোহিনী)। নব বাবু।

নব। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

অঘোর। (সুর করিয়া)

"রথের পাশে নাগর এসে, দাঁড়িয়ে আছে তোর আশায়।"

[অঘোরের প্রস্থান।

(মোহিনীমোহনের প্রবেশ)

মোহিনী। এই বাবা দলিল এনেছি, এখন তোমার দলিল বা'র করো।

নব। ম'শাই, বড় তো মুস্কিল দেখ্‌ছি, তেজা ব্যাটার ওপর ভারি প'ড়েছে, কিছুতেই রাজী হয় না।

মোহিনী। অ্যাঁ, জো'চ্চুরি নাকি? জো'চ্চুরি না কি?

নব। ম'শাই, ব্যস্ত হবেন না শুনুন, আমি এক কৌশল ক'রেছি, এই কাপ্তেন ব্যাটার চাদরখানা গায়ে দিয়ে আপনি শু'ন, আমি তবে কাপ্তেনব্যাটার নাম ক'রে ডেকে আন্‌ছি, তারপর যখন আলোর কাছে গিয়ে, মুখের চাপা খুলে আলাপ ক'রবে, আর আপনাকে শেখাতে হবে না।

মোহিনী। নব, তোমার আমি ভাল ক'রবো, আচ্ছা বেশ, আচ্ছা বেশ! এ একটা রোম্যান্স(Romance) হবে এখন।

নব। তবে শোন! আমি ডেকে আন্‌ছি, বেশ ক'রে মুড়ি দিন, একটু সন্দেহ হ'লে,দৌড়ে আপনাদের বাড়ী গে সেঁধুবে।

[নবর প্রস্থান।

মোহিনী। কিছু ব'ল্‌তে হবে না, কিছু ব'ল্‌তে হবে না, (চাদর মুড়ি দিয়া)উঁঃ! চাদরখানার গন্ধ দেখেছ, ব্যাটা দজ্জাল মাতাল কিনা? মদ-ভাঙ খেয়ে কোথায় পড়েছে। (নেপথ্যে মলের শব্দ) ঐ আস্‌ছে।

(নব, ধনীরাম ও মল পরিয়া পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহা। ওই হালার পুত হালা, সেই চাদর মুরি দিয়ে শুইছে; দয়রানজি, সেই চাদর—দেহিচ?

ধনী। শালা চোট্টা।

[নবর আলো লইয়া প্রস্থান।

(অঘোরের প্রবেশ ও দলিল কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান)

পাহা। হালার পুত, এহানে আইসে শুইচ ?—হালার পুত, এহানে আইসে শুইচ ?

ধনী। দেও শালা, রূপেয়া দেও। (প্রহার)

মোহিনী। ও বাবা গেলুম, ও বাবা গেলুম !—

পাহা। বাবা বাইর কচ্ছি, টাহা দেও।

(মাতালগণের প্রবেশ)

১ম মাতাল। কই বাবা, মেয়েমানুষ কই, বাবা !

(পাহারাওয়ালাকে জড়াইয়া ধরিয়া)

প্রেয়সি এখানে ?

পাহা। আরে হালার পুত কেটা রে ? ও দরওয়ানজী ! —দরওয়ানজী ! মাতোয়ালা ধরেছে,—হ্যাদে চুমো খায়।

২য় মাতাল। (দরওয়ানজীর টীকি ধরিয়া) ইস্ ! বেটী যেন ভট্‌চায্যি।

ধনী। আরে নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !

৩য় মাতাল। (মোহিনীকে ধরিয়া) প্রাণপ্রেয়সি, কাঁদ্‌ছো কেন বাবা, আমি তোমায় বর্মাটা গেলে নত গড়িয়ে দেবো।

(পাহারাওয়ালার পলায়নোদ্যোগ)

পাহা। হ্যাদে ভূতে পাইচে, ভূতে পাইচে।

১ম মাতাল। বাঙ্গাল্‌নি, যাস্ কোথা ? যাস্ কোথা ?

[পাহারাওয়ালার পলায়ন।

ধনী। আরে মাতোয়ালা হ্যায়, মাতোয়ালা হ্যায় !

২য় মাতাল। বেটী মেড়ুয়াবাদী কিনা, মাতাল নইলে পীরিত জানে ?

মোহিনী। ও বাবা, ও বাবা !—

৩য় মাতাল। কেঁদো না মণি, আমি তোমায় বেরালছানা দেবো।

ধনী। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ !

[দ্রুত প্রস্থান।

(কমলা ও হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া কাদম্বিনীর আলো হাতে প্রবেশ)

মাতালগণ। সাবাস ! সাবাস ! মালের গাঁদি লেগেছে !

১ম মাতাল। গাই-বাছুরে, গাই-বাছুরে—

(সকলের করতালি ও হাস্য।)

কমলা। কি সর্ব্বনাশ ! এ যে মাতাল ?

হেমা। কর্ত্তাবাবু ! কর্ত্তাবাবু ! একি কর্ত্তাবাবু ! কই তুমি কর্ত্তাবাবু ?—(মূর্চ্ছা)

(নীলমাধবের প্রবেশ)

নীল। কিসের গোল, বাবাকে কি ধ'রেছে ?

কমলা। বাবা নীলমাধব, রক্ষা কর।

মাতালগণ। গাই-বাছুরে, গাই-বাছুরে !—

নীল। কেরে ! চণ্ডালেরা, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিস্ ?

১ম মাতাল। দোহাই জমাদার সাহেব, মাতাল হই নি বাবা, মাতাল হই নি বাবা !—

[মাতালগণের বিক্ষিপ্তভাবে প্রস্থান।

কমলা। হেমা, হেমা, মা, মা, কি হ'লো !—

নীল। একি দেখনহাসি মা, তোম্‌রা হেথা কেন ?

কাদ। মোহিনী ! ব'লেছিলুম—দেখা হবে, এই প্রথম দেখা, আবার দেখা হবে ! যেদিন তোর সর্ব্বনাশ হবে, আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

নীল। এ সব কি, মোহিনী বাবু, এ কি ?

মোহিনী। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

নীল। হেমাঙ্গিনি, হেমাঙ্গিনি ! ভয় নেই, ওঠ, ওঠ।

হেমা। কর্ত্তাবাবু—কর্ত্তাবাবু !—

মোহিনী। এই যে মা আমি, এই যে মা আমি।

নীল। এই যে কর্ত্তাবাবু ! এই যে কর্ত্তাবাবু !

হেমা। নীলবাবু, সুশীলা দিদি কোথায় ? দেখনহাসি মাসী কোথায় ? তোমরা আমায় দেখ্‌তে এসেছ ! আমায় কে ধ'র্‌তে এসেছিল ! আমায় কে ধ'র্‌তে এসেছিল ! কর্ত্তাবাবুকে মেরেছে, কর্ত্তাবাবুকে মেরেছে, ওই আসছে ! (মূর্চ্ছা)

নীল। ভয় কি, ভয় কি, আমি সব মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

হেমা। তাড়িয়ে দিয়েছ, তাড়িয়ে দিয়েছ ?

নীল। এই দেখ, কিছু ভয় নাই, এই দেখ কর্ত্তাবাবু! এই তোমার মা, এই আমি।

মোহিনী। নীলমাধব, তোমায় কি ব'লবো. আমি নরাধম! তুমি এমন সদাশয় আমি তা জানতুম্ না, আমি তোমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছি, আবার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে এসেছিলুম, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার সাজা যথেষ্ট হ'য়েছে, আমিই আমার বুদ্ধির দোষে স্ত্রী-কন্যাকে এনে মাতালের মুখে ধ'রেছি, আমিই বুঝি আমার হেমাকে মার্‌লুম; দেখ—আমার হেমা ধূলোয় পড়ে!

নীল। মোহিনী বাবু, দুঃখ ক'র্‌বেন না, দুঃখের সময় আছে। একে বাড়ী নিয়ে যান, ভাল ডাক্তার দেখান। এর বড্ড সক্ (Shock) লেগেছে।

মোহিনী। বাবা, তুমি সঙ্গে এস, আমার হেমাকে তুমি বাঁচাও।

হেমা। ওই আস্‌ছে! ওই আস্‌ছে!

নীল। দেখনহাসি মা. কোলে ক'রে নাও।

কমলা। মা, মা, ভয় কি মা?

হেমা। ওই আস্‌ছে!

মোহিনী। আমার [illegible]লো!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহন বাবুর বাটীর ছাদ

মোহিনীমোহন ও ধরণী ডাক্তার।

মোহিনী। (স্বগত) আমায় গুপ্তশত্রুরে ছুরি মেরেছে, নীলমাধব ব্যাটাও এ ষড়যন্ত্রে আছে, নইলে এতো রাত্তিরে ও কোত্থেকে এল? ও ব্যাটা আছেই আছে, আবার ছুরি মারবার চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) ধরণীবাবু, হেমা বাঁচ্‌বে তো?

ধরণী। বহু যত্নে!

মোহিনী। তুমি বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি, বাঁচাও।

ধরণী। কি ক'রেন ম'শাই, আমি কি যত্নের ত্রুটী ক'র্‌বো?

মোহিনী। ডাক্তার বাবু! হেমা ভাল হবে, এই কথা ব'লে তুমি লাকটাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে যাও। নাও নাও, আমি তোমায় দিচ্ছি, নাও। আমি শুনেছি, তোমার সাহেবের চেয়ে তুমি এ রোগ ভাল চেন; তোমার সাহেবও আমায় ব'লেছে।

ধরণী। আপনার টাকা রাখুন, আমি আরাম ক'রে নে'ব; আমি যা বলি, আপনি ক'র্‌তে পার্‌বেন?

মোহিনী। যা বলেন, আমার গলাকেটে দেবো, আমার বিষয়-আশয় যা আছে—সব দেবো,আমার হেমাকে বাঁচাও।

ধরণী। দেখ্‌বেন, বড় কঠিন কথা, গলাকাটার চেয়েও শক্ত! আর ভাবেন তো অতি সোজা, কিছু ক'র্‌তে হয় না।

মোহিনী। কি বল? কি বল?

ধরণী। আমি ব'লবো, এখন না, একটু স্থির হ'য়ে শুন্‌তে হবে।

মোহিনী। না, তুমি বল, যা ব'লবে, ক'র্‌বো।

ধরণী। ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্তর কাজ নয়, আমার অন্য জিনিষ জোগাড় ক'র্‌তে হবে, তা পেলে আপনাকে ব'লবো।

মোহিনী। যত টাকা হয় কেন? যত টাকা হয় কেন?

ধরণী। আচ্ছা, আমি ঘুরে আসছি। [প্রস্থান।

মোহিনী। কি হবে, আমার হেমাকে কি ক'রে বাঁচাবো? আহা, বাছা আমার চোট লেগেছে শুনে দৌড়ে গিয়েছে, কি ক'রে জব্দ ক'রবো, কি ক'রে জব্দ ক'রবো, ওর বাপ ব্যাটাকে তো ধরুগ্,—নীলমাধব ব্যাটাকে কি ক'রে জব্দ ক'রবো? ব্যাটা যেন কত সাধু! যেন কিচ্ছু জানে না, মাতালদের তাড়িয়ে দিলে, হেমাকে যত্ন দেখালে, এই বেটা সব্বার চেয়ে বদ্‌মায়েস, ওই বেটা লেখাপড়া জানে, ওরই মতলবে সব হ'য়েছে,লুট ক'রবো, খুন ক'র্‌বো, রাস্তার লোক দে বলাৎকার করাবো; কাটবো, মারবো,

না হয় ফাঁসি যাব। হেমাকে কি ক'রে বাঁচাবো, হেমাকে কি ক'রে বাঁচাবো? আমার সবদিক বেপালট হ'চ্ছে, গোহিরপুরের জমিদার কি না সন্দেহ হ'চ্ছে, নালিস ক'রেছিলুম, ক'রেছিলুম, এফিডেভিটটা (Affidavit) করা ভাল হয় নি, আমার এখন বোধ হ'চ্ছে—জাল তেজচন্দ্র! মকর্দ্দামাটা যায়, সেই চোটে এফিডেভিটটা ক'রে ফেল্লুম, ভাল ক'রলুম না, আমায় দেখ্‌ছি—চারিদিকে বিপদে ঘেরেছে, স্বরূপ বাবুদের মর্টগেজখানা নিয়ে নিধে ব্যাটা পালিয়েছে, চল্লিশ হাজারে ঘা; হেমাকে আমি কি ক'রে বাঁচাবো? হেমাকে না বাঁচাতে পারলে জলে ঝাঁপ দেবো। কেও?

(ধনীরামের প্রবেশ)

ধনী। হাম ধনীরাম।

মোহিনী। এস, পাহারাওয়ালাকে এনেছ?

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহা। হাজির আছি, বাবু।

মোহিনী। আচ্ছা, নবা তোমায় ব'ল্লে যে চোর ধরিয়ে দেবো?

পাহা। জী! মুই কি ঝুট্‌ ব'লছি।

মোহিনী। দেখ দেখি, এ বুদ্ধি নবার হয়? নীলে ব্যাটা আছে। যদি হেমাকে না সাক্ষী দিতে হ'তো, আদালতে কুচ্ছো না উঠ্‌তো, নীলে ব্যাটাকে, নবা ব্যাটাকে আর কাদিবেটীকে আজই বুঝ্‌তুম; সে সব কথা উঠ্‌লে হেমা মারা যাবে, আমি বেঁধে মার খাচ্ছি। নীলমাধব কিছু ব'লেছিল?

পাহা। আজ্ঞে, যখন কাল পোড়ে দৌড় দিই, রাস্তার বিচে পুছ ক'রেছিল, 'কি, কি? কি হয়েছে'?

মোহিনী। তুমি কি ব'ললে?

পাহা। হল্লা হইচে! হল্লা হইচে!

মোহিনী। এই দেখ, ব্যাটা ওত্‌ পেতে দাঁড়িয়েছিল, আবার জিজ্ঞাসা ক'রেছে! যেন ন্যাকা, কিছু জানে না! আচ্ছা, ফের তোর সঙ্গে নীলমাধবের দেখা হ'য়েছিল?

পাহা। আজ্ঞে, হ'য়েছিল, তেনারে দেখ্‌লুম গুণনিধি বাবুরে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

মোহিনী। তুই গুণনিধি বাবুকে চিনিস্‌?

পাহা। আজ্ঞে তেনারে আর চিনি নি! সরকারবাবু।

মোহিনী। সে কোথায় আছে?

পাহা। পা ভেঙ্গে গিয়েছে, একটা খাপ্‌রেলের ঘরে রেখেছিল, ফের কাল কনে গাড়ী ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, মুই সমজ কর্‌লাম, তানারা যে বাড়ীতে থাহেন, সেই বাড়ীতে নিয়ে যাবেন।

মোহিনী। ভিখিরী বেটী মা, নবা খুড়ো, আর গুণনিধি দোস্তো, ও ব্যাটা কিছু জানে না! আমায় গালাগাল টালাগাল দিচ্ছে?

পাহা। আজ্ঞে, বল্‌ছিল।

মোহিনী। কি ব'ল্‌ছিল?

পাহা। কেউ ব'লছিল, 'দরওয়ানজীর সাত মশাইর ইস্তিরির আস্‌নেই ছিল।'

মোহিনী। আচ্ছা! পাজী ব্যাটা, আবার ঠাট্টা? আর কি ব'লছিল?

পাহা। কেউ বলছিল 'না না, ওর বেটীবে মাতোয়ালা ধর্‌ছিল'।

মোহিনী। কে ব[illegible]কে ব'লছিল? নীলে?

পাহা। আজ্ঞে, তানারা নন্‌।

ধনী। বহুৎ আদ্‌মি এস্‌মাফিক বো'লতা।

মোহিনী। উঃ! আবার পাড়ায় এই কলঙ্ক? চল্‌তো, নিধে কোথায় আমাকে দেখাবি।

ধনী। মহারাজ জি? কুচ্‌ উপায় এস্‌কা কি জিয়ে, হাম্‌কা রেণ্ডি বোল্‌কে জেঁাট পাক্‌ড়ে'থা।

পাহা। উঃ চুমো দিয়ে গালে কামড় দিল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ—পার্শ্বে রাস্তা

ধরণী ডাক্তার ও নীলমাধব।

ধরণী। তুমি সেই পা-ভাঙ্গা পেসেণ্ট (Patient) টাকে কাল হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে, আমি এক বিপদে পড়ি, খাটীয়া সব যোক্তা, দরওয়ানের খাটিয়াখানা টাকা দিয়ে

নিয়ে তবে রাখি। ওয়ার্ডে (Ward) জায়গা নেই, আউট হাউসে (Out-house) রাখ্‌তে হ'য়েছে, তোমার পেসেণ্ট (Patient) খালি দোর দিতে বলে ; বলে, "কেউ তো হেতা আস্‌বে না ?"

নীল। বাঁচবে তো ?

ধরণী। বাঁচ্‌তে পারে ; বুঝি ডাকাতি-ফাকাতিতে পা ভেঙ্গেছে ?

নীল। মা, ধরণী তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে এয়েছে, সুশীলা কোথা গা ?

(হৈমবতীর প্রবেশ)

হৈম। ধরণী! আমি বলি আর কে, ভাল আছিস্‌ ত ?

ধরণী। হাঁ ; দিদি শুনে যাও।

(সুশীলার প্রবেশ)

সুশীলা। ভাল আছ ?

ধরণী। হাঁ, একটা কথা ব'লতে এসেছি। মা, একটি লোকের প্রাণদান দিতে হ'বে।

হৈম। কি, কি, কি হ'য়েছে ?

ধরণী। হেমাঙ্গিনীকে বাঁচাতে [illegible] 'না' ব'লো না মা। নির্দ্দোষী বালিকা তোমায় মার মতন জ্ঞান করে, তুমি না দয়া ক'রলে মারা যাবে, তার আর চিকিৎসা-শাস্ত্রে ঔষধ নাই।

হৈম। না বাছা, সে বাড়ীতে আমি নীলমাধবকে পাঠাতে পা'রবো না, আমার ভাঙ্গা কপাল, কি হ'তে কি হবে বাছা!

সুশীলা। মা, দাদাকে দেখ্‌লে ভাল থাকে।

হৈম। না বাছা, আমার শক্রর পুরীতে পাঠাতে ভরসা হয় না ; একে আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে র'য়েছে, আবার কোন দিন কি হয় ?

ধরণী। আমি নীলমাধবকে যেতে ব'লছিনি, আর নীলমাধবও তোমার কথা ঠেলে য'াবে না।

হৈম। তবে কি ব'লছো ?

ধরণী। তুমি মোহিনীবাবুকে মন থেকে মাপ কর।

হৈম। বাছা, আমি কি ব'লবো ? আমার যে প্রাণ কেঁদে ওঠে, আমার স্বামী কোথায় ? সে যে না খেতে বেঁধে নিয়ে গেছে ; তারপর সে কোথায় বনের পশুর মতন

লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে সাহস করে না ; চারদিকে যমদূত ধ'রবার জন্যে ফিরছে, কখন কি হয় ; আমি পাতা ন'ড়লে চম্‌কে উঠি! বাবা, আমার যে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে!

ধরণী। মা, তোমায় যে মার অধিক জানে, মৃত্যুশয্যায়—তবু একবারও তোমাদের নাম ভোলে নি। সে দিবারাত্তির তার মাকে ব'লছে,—'মা আমার দেখনহাসি মাকে এনে দে, সুশীলা দিদিকে এনে দে—তা'হলেই আমি ভাল হবো।" মা, তোমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ব'লে কি একজন অবলা বালিকার প্রাণরক্ষা ক'র্‌বে না, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে ব'লে কি পরোপকার ক'র্‌বে না ? মা, তা হ'লে তো সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশই বটে! মানুষের যতই কষ্ট হোগ্‌, যতই বিপদ হোগ্‌, বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক্‌তে পারে, তুমি কি এই ঘোর বিপদে মধুসূদনকে ডেকে ব'লবে—তোমার মনের বেগে অবলা স্নেহময়ী বালিকার প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌লে না ? বিপদ বড় নয় মা! মহত্ত্বই বড়, বিপদের মৃত্যুর পর অধিকার নাই, মহত্ত্ব চিরদিনের সাথী। মা, তোমার উপযুক্ত কথা হয় নি।

হৈম। যদি আবার কোন বিপদে পড়ি ?

ধরণী। যে বিপদকে ভয় করে, সে পরোপকার ক'র্‌তে পারে না, যার পরোপকারের জন্য প্রাণ না নৃত্য করে, সে পরোপকার ক'র্‌তে পারে না! মা, তোমায় আমি মানবী জানি নি, অন্নপূর্ণা ব'লে জানি, ছেলেবেলায় তোমায় স্কুলের ছেলেদের পরিবেষণ ক'রতে দেখে চক্ষে জল আস্‌তো ; ভাব্‌তেম—এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি! এ আবার কি মা ? আমার সে ধ্যানের মূর্ত্তি—তাতে আঘাত ক'রো না। (সুশীলার প্রতি) দিদি, দিদি! তোমাকেও যেতে হবে, তুমি চির-সন্ন্যাসিনী, তোমার এই ব্রত।

হৈম। বাবা, আমি যাব, সুশীলাকে নিয়ে যাব ; নীলমাধব, তুমিও এস, আর তোমায় মানা ক'রবো না বাবা, তুমি আমার চক্ষু খুলে দিয়েছ ; আমি মধুসূদনকে ডাক্‌তে পারি নি, আমার মন ভারি, তাঁর চরণে উঠ্‌তে পারে না!

ধরণী। তবে পাল্কীতে এস ; নীলমাধব, চল আমরা পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে আস্‌তে গাড়ীতে যাই।

(নবর প্রবেশ)

নব। নীলমাধব, কোথা যাচ্ছ ? একটা কথা বলি।

নীল। ধরণী, এগোও, আমি যাচ্ছি।

[হৈমবতী, সুশীলা ও ধরণীর প্রস্থান।

নীল। কি কথা ?

নব। আস্‌ছি দাঁড়াও, কইগো কোথা গেলে ?

(মোহিনী ও পাহারাওয়ালার বাহির হইতে জানালা দিয়া দর্শন)

মোহিনী। ওয়ারিনখানা (Warrant) বা'র ক'রতে বড় দেরি হ'য়ে গেল। কই রে ব্যাটা, সাড়া-শব্দতো পাচ্ছি নি ? সন্ধান না পেয়েও বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌তে পাচ্ছি নি।

পাহারা। মশাই, এহানে আসুন,এহানে আসুন, কি বল্‌ছে শুনুন।

মোহিনী। চুপ !

(নব ও কাদম্বিনীর প্রবেশ)

নব। তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে ?

কাদ। আমি কাগজগুলো ভুলে এসেছিলুম, আন্‌তে গিয়েছিলুম।

নব। নীলমাধ চল, আমরা পুরাণো বাড়ীতে যাই।

নীল। কি ক'রে ?

নব। এই দেখ কৌনসুলির ওপিনিয়ন (Opinion) নিইছি, একটুকু পড়ে দেখ, বাড়ীতে গিয়ে বাড়ী দখল ক'রতে পারবো, আর ড্যামেজ (Damage) নিতে পা'র্‌বো।

নীল। একি, মোহিনী বাবুর একরার দেখ্‌ছি যে ! এ কোথায় পেলে ?

নব। আজ একমাস বাগিয়েছি, তোমায় দেখাতে পারি নি, উকিলের বাড়ীতে ছিল।

নীল। তবে কি ধরণী যা ব'লেছে সত্যি ?

নব। সত্যি বই কি, আমি তো তারে ব'লেছি, আমাদের নাম করি নি বটে, ব্যাপারটা সব ব'লেছি।

কাদ। গঙ্গাতীরের প্রতিশোধ !—গঙ্গাতীরের প্রতিশোধ ! তোমার মনে আছে ?

নীল। তোমায় আর আমি 'মা' ব'লবো না।

কাদ। কেন বাবা ! তুমিই তো আমাকে গঙ্গাতীরে প্রতিশোধের কথা ব'লেছ ?

মোহিনী। ও ব্যাটা, ধরাধরি—ন্যাকামো ! টের পেয়েছে, আমি শুন্‌ছি।

নীল। হুঁ,—আমার স্মরণ হ'লো বটে, আমি ব'লে-ছিলুম ; তা কি এই প্রতিশোধ ? হাঁ, আমি ব'লেছিলুম, কিন্তু কেমন জান ? যেমন মহারোগে একটু বিষ দিলে ঔষধের কাজ করে, তেম্‌নি তোমার প্রাণরক্ষার জন্য এই বিষময় কথা ব'লেছিলুম ; দেখ্‌ছি—সে বিষ তুমি অল্প পরিমাণে পান কর নি, আকণ্ঠ পান ক'রেছ ; তুমি কি কায ক'রেছ, বুঝ্‌তে পাচ্ছো কি ? তোমার ঠেঁয়ে শুনেছি, যে একদিন তুমি কুলমহিলার মর্য্যাদা জান্‌তে, কিন্তু কুলমহিলাকে মাতালের মধ্যে এনেছিলে। তুমিও একদিন বালিকা ছিলে, আর তোমার কৌশলে বালিকার প্রাণসংশয় ! যদি বাবাকে খুঁজ্‌তে সেখানে আমি না উপস্থিত হ'তেম, বোধ হয় মাতালদের পীড়নে তদ্দণ্ডে তার মৃত্যু হতো ; আরও কি সর্ব্বনাশের সম্ভবনা ছিল, তা তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো ! এই কি প্রতিশোধ ? যদি প্রতিশোধের ইচ্ছা ছিল, অন্য প্রতি-শোধ কি নাই ? যে তোমায় ঘৃণা ক'রে ত্যাগ ক'রেছিল, তারে তুমি জগতের [illegible] দেখাতে পার্‌তে, যে তুমি মহতের অপেক্ষাও মহৎ। শত্রুর অনিষ্টের জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ ক'রেছ, যদি ঈশ্বর-উপাসনায় সেই উদ্যোগ, সেই উৎসাহ থাক্‌তো,যদি পরোপকারে সেই উদ্যোগ থাক্‌তো,সেই উৎসাহ থাক্‌তো, তুমি দেবী হ'তে ! কিন্তু এখন তুমি কি ! যে তোমার অনিষ্ট ক'রেছিল, তাতে তোমাতে প্রভেদ কি ! অগ্র পশ্চাৎ ! তবে সর্পকে খল বলে কেন ? সর্প তার ঘাড়ে পা না দিলে দংশন করে না ; আঘাত ক'রলে দংশন করা সর্পের রীতি ; মানুষের উচ্চ রীতি হওয়া আবশ্যক। কাকা, তুমি সত্য বল, তুমি কোন্ স্ত্রীলোকের নাম ক'রে মোহিনীবাবুকে ভুলিয়ে এনেছিলে ? ব'ল্‌ছোনা ? সুশীলা কি ? ঘাড় হেঁট ক'রে আছ ! ওঃ—বুঝ্‌লেম—তোমার বাড়ী বড়, মোহিনী বাবুকে প্রতিশোধ দেওয়াই বড, নইলে বাড়ীর কন্যাকে বেশ্যা ব'লে পরিচয় দিয়েছ ! এই ক'রে বাড়ী কিনি-য়েছ, সেই বাড়ী আমায় ভোগ ক'র্‌তে ব'লছ, তোমায় আর অধিক তিরস্কার ক'র্‌বো না, তোমায় মা, বলেছি, তুমি গুরুজন ; কিন্তু জেনো, ইষ্ট অপেক্ষা বিস্তর অনিষ্ট ক'রেছ।

নব। এ না ক'র্‌লে দাদার উপায় কি ক'র্‌তুম ?

নীল। সে উপায় আমি ক'রেছি, নইলে কি বাবাকে আমি দিন-রাত্তির খুঁজ্‌ছি চৌকিদার ধরিয়ে দিতে? তা নয়,আমি আপনি গিয়ে আদালতে ব'ল্‌বো, আমি মোহিনী বাবুকে গুলি ক'রেছি।

[প্রস্থান।

মোহিনী। আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি, আমার মাথা ঘুরুছে।

কাদ। যদি নীলমাধব না 'মা' বলে, তা' হলে ডুবে ম'র্‌বো।

নব। মাথা কাটা গিয়েছে—মাথা কাটা গিয়েছে!

(নীলমাধবের পুনঃপ্রবেশ)

নীল। কাকা, কই সে এক্‌রার, দাও? আমি মোহিনী বাবুকে ফিরিয়ে দেবো।

নব। বাবা, আমি ভালর জন্যে ক'র্‌তে গিয়েছিলুম —ভালর জন্যে ক'র্‌তে গিয়েছিলুম। (এক্‌রার প্রদান)

নীল। ভাল কায করেন নি, এখন যতদূর প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব, করুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাস্তা

অঘোর।

অঘোর। বড় চুক্ হ'য়েছে, সেই সঙ্গেই একখানা এক্‌রার লিখে নিলে হ'তো,শ্বশুরের নামে খুন ক'র্‌বার যে চার্জ্জ (Charge) দিয়েছে, তা মিছে। আর তো ব্যাটাকে বাগানো যাবে না? এক উপায়, গোহিরপুরের জমিদার, সে হেতায় এলেও, মেশ্‌বার যোগাড় পাওয়া যায়; মকর্দ্দমায় আস্‌তে হবে, কিন্তু এর ভেতর যদি মোহিনী ব্যাটা রফা ক'রে ফেলে? থামোকা যেমন পাঁচশ টাকা দালালি হাতে লেগে গিয়েছিল, অম্‌নি একটা যোটাযোট হয়, তবেই সুবিধা। দেখ্‌ছি বাবা, সকল কাজে যে খোদার যোগাড় চাই।

(জনৈক লোকের (ভৈরব) প্রবেশ)

লোক। ও ম'শাই, ও ম'শাই, ভাল আছেন?

অঘোর। তুমি কি রকম লোক হে? ভদ্রলোককে চেন না, শোন না, খামোকা একটা গলাবাজী ক'র্‌ছ। কল্‌কেতার এটিকেট (Etiquette) জান? আমাদের সাহেবানা ধাত, ইন্‌ট্রোডিউস্ (Introduce) না হ'লে আমরা কথা কই না।

লোক। সে কি ম'শাই, সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো!

অঘোর। পাড়াগেঁয়ে লোক, বল্‌লে কি না, কে তুমি সাত পুরুষের কুটুম হে?

লোক। তা মশায় কটু বলেন কেন, আপনার দ্বারা উপকার পেয়েছিলুম, দেখা হ'লো—আলাপ করছি।

অঘোর। কি, কি, আপনি সেই বটে! সেই ভোরবেলা দেখা? চিন্‌তে পারি নি; মাপ ক'র্‌বেন ম'শায়, মাপ ক'র্‌বেন।

লোক। হাঁ, হাঁ, একবার দেখা, স্মরণ হয় নি, স্মরণ হয়নি, শ্রীযুত বেনারাসে যান নি,আপনার কথা প্রমাণ ষ্টেসনে গিয়েই 'ওয়েটীং রুমে' ধরেছি, তিনি বাড়ী যাবারই মতলব করেছিলেন; আর মায়ে-পোয়ে ঝগড়া, কতদিন রাগ থাকে?

অঘোর। বটে, বটে, আমার কথা কিছু হ'লো? আমার কথা কিছু হ'লো?

লোক। আজ্ঞা না, হ্যাণ্ড্‌নোট কেটেছেন, বেশ্যালয়ে গিয়েছেন, এ সব কথা কি তুল্‌তে পারি? তা দেশে গিয়ে বুঝি মা'র ঠেঁয়ে টাকাকড়ি নিয়ে হাণ্ডনোট সব চুকিয়ে দিয়েছেন।

অঘোর। বটে ম'শাই বটে, তা বেশ! তা বেশ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহাজনদের ঠেঁয়ে শুনেছি বটে, মহাজনদের ঠেঁয়ে শুনেছি বটে।

লোক। ভাল আছেন?

অঘোর। বড় ভাল ছিলুম না,এখন একটু ভাল হ'চ্ছি; আপনি আবার এখানে যে?

লোক। আরে মশাই,মোহিনীমোহন ব'লে এক ব্যাটা, শ্রীযুতের নামে জাল হ্যাণ্ড্‌নোট করে নালিশ করেছে।

অঘোর। বটে!

লোক। সে মশাই এক ফ্যাসাদ্! ব্যাটার কৌশলটা

দেখুন, শুনলেম এক টেলিগ্রাম ক'রেছে, শ্রীযুত কি রাগারাগী করে চলে এয়েছেন ; মাঠাকরুণ মনে কর্‌লেন্—বুঝি বড়লোক, আট্‌কে রেখেছে ; সাত পাঁচ মিনতি ক'রে তারে খপর পাঠিয়ে দিলেন, তাতে প্রায় একশ টাকা মাশুল পড়ে। ও মশাই, আমরাও বাড়ীতে পৌছান, আর এক উকিলের চিঠি !—যে সাতাশি('৮৭) সালে শ্রীযুত হ্যাণ্ডনোট কেটেছেন।

অঘোর। আরে কও কথা !

লোক। অম্‌নি থাড়া থাড়া শমন।

অঘোর। দেখ জুজ্জচ্চুরি ? মকর্দ্দমা হ'য়ে গিয়েছে না কি ?

লোক। আজ্ঞা না, শোনানির পূর্ব্বে এফিডেবিট (Affidavit) ক'র্‌লেম যে দলীল জাল, মকদ্দমা জাল, আর দরখাস্ত ক'র্‌লেম, যে জাল দলীল না উঠিয়ে নিতে পারেন।

অঘোর। তবে তো খুব জব্দে ফেলেছেন !

লোক। আরে মশাই, ব্যাপার কিছু বুঝ্‌তে; পাচ্ছি নি, ও ব্যাটাও এফিডেভিট ক'রেছে, যে শ্রীযুতকে চেনে ও বাড়ীতে সামনে বসে সই করেছে, এর দালাল টালাল কিছু নেই।

অঘোর। একটা মৎ ফারাক্কা ক'রেছিলেন বুঝি ?

লোক। হ্যা, বড় কৌনস্থলি দে চেম্বরে (Chamber) দরখাস্ত করেছিলেম, যে, ওর নামে শোনানির আগে পুলিস স্থট (Police-suit) হয়, দেখি যে ওর কৌন্‌স্থলি এফিডেভিট হাজির ক'রলে, আমাদের দরখাস্ত টেক্‌লো না ; শোনানি হোগ্‌, তারপর যা হয় হবে।

অঘোর। খপরদার,ব্যাটাকে ছাড়বেন না।

লোক। হ্যা মশাই, আমরা পাড়াগেয়ে লোক, কালাপানি খাওয়াব, তবে ছাড়বো।

(চোপদার ও পাইকের প্রবেশ)

তোরা কোথায় পেছিয়ে পড়েছিলি ?

চোপ। জলটল খেয়ে নিলুম।

অঘোর। দেখুন ম'শাই, আর একটা খপর দিই, ওই যে দু'ব্যাটা আস্‌ছে দেখ্‌ছেন, ও দু'ব্যাটা খুনে, বাবু বল্‌কেতা আস্‌ছেন শুনে, মোহিনী ব্যাটা ওই দু'ব্যাটাকে টাকা দিয়ে খুন ক'র্‌তে শিখিয়ে দিয়েছে। এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ওই মকর্দ্দমার জন্যে এইটে ক'রেছে।

লোক। কে ও দু'ব্যাটা ?

অঘোর। ভারি লেঠেল, এক ব্যাটা পাবনার দাঙ্গায় ছিল, এখন পাহারাওয়ালা হ'য়েছে, আর এক ব্যাটা মোহিনীর দরওয়ান, কাশীর গুণ্ডো ছিল, মোহিনী ব্যাটা বেড়াতে গিয়ে এনে ষাঁড়ের বাড়ীই রেখেছে, দেখ্‌তে রোগাপট্‌কা, ব্যাটারা ভারি লাটিবাজ।

লোক। বটে, বটে ! লাটিবাজী বার কর্‌ছি, ওরে গয়া ! ওই দু'ব্যাটা এলে বাধ্‌তো, দাঁড়া একটা ফৌজদারী বাদাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে লাঠিবাজী ? শ্রীযুতের সরকারে মুন্‌সিগিরি করে ঢের লাঠিবাজী দেখে নিলুম।

অঘোর। মশাই, আমি ব্যাটাদের বারণ ক'রেছিলুম ব'লে, আমায় দেখ্‌তে পেলেই বলে—'চোর'।

লোক। এই যে চুরি বা'র করি।

(ধনীরাম ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহারা। ওই হালার পুত হালা !

ধনী। আরে এ[illegible]মি।

পাহারা। বহুত ভদ্দর আমি পাহারাওয়ালা কাম্‌রে দেখ্‌কে লিম্বা। আমি ঠিক চিনেছি, নব হালার সাথে এই হালাকে বাড়ীর মধ্যি স্থাখ্‌ছি, হালার সেই চাদর গায়ে ছিল, দেহনা চোট্টা বল্‌লেই শিউরবে। আরে তো 'চোট্টা হ্যায় ?'

অঘোর। হুঁ, 'চোট্টাতো হ্যায়ই'।

পাহারা। এ দরওয়ানজীর বাক্সো ভাঙ্গা হ্যায় ?

অঘোর। হুঁ, বাক্সোতো ভাঙ্গাই হ্যায়। দেখ্‌ ম'শাই !

লোক। ধর্‌ ব্যাটাদের, আমার ঘড়ী ছিনিয়ে নিয়েছে ব্যাটারা গাটকাটা, নিয়ে যা থানায়।

(দরওয়ান ও পাহারাওয়ালাকে ধৃত করণ)

ধনী। আরে এ কেয়া ?

পাহারা। আরে আমি পাহারাওয়ালা, আমি পাহারাওয়ালা !

লোক। নে যা, ব্যাটাদের থানায় নিয়ে যা—এই ঘড়ি হাতে দে, আমি যাচ্ছি। (চেন সহ ঘড়ি প্রদান)

পাহারা। দোহাই বাবুজীর,দোহাই বাবুজীর।

লোক। বল্ শালারা, মোহিনী বাবু তোদের কি বলে দিয়েছে?

অঘোর। কেমন শালারা! টাকা নিয়ে গোহিরপুরের জমিদারকে খুন ক'রবে? এখন জেলে যাও, নয় কবুল দাও, যে মোহিনী বাবু তোমাদের টাকা দিতে চেয়েছিল, গোহিরপুরের জমীদারকে খুন কর্‌বার জন্যে! "দাও, কবুল দাও"। ম'শাই, এরা গরীবলোক, এদের মেরে কি হবে? একটা ফৌজদারি বাধান, মোহিনী ব্যাটার নামে একটা ফৌজদারি বাধান,এ দু'বেটাদের দিয়ে সাক্ষী দেওয়ান, "কবুল কর ব্যাটারা"—তা'হলে ছেড়ে দেবো, বল্—মোহিনী বাবু জমিদারবাবুকে খুন ক'র্‌বার জন্যে কত টাকা দিতে চেয়েছিল?

পাহারা। আজ্ঞা হুজুর! পাঁচশ টাকা।

ধনী। আরে কব?

অঘোর। এই শালা পাজী—এইশা লা পাজী!

পাহারা। হ্যা,হ্যা,দরওয়ানজী! দিতে চেয়েল বই কি?

ধনী। হ্যাঁ বাবু! হ্যাঁ বাবু!

লোক। ওরে নে যা এদের [illegible] মাদের উকিলের বাড়ী। আমি চট্ করে বাসা দে হয়ে যাচ্ছি। শ্রীযুত পৌছেছেন কি না, দেখে যাচ্ছি।

অঘোর। কেমন হালা, আর চোর বল্‌বা?

পাহারা। নাক কানে খৎ, বাবুজী! নাক কানে খৎ, আপনি জমাদারী কাম করুন।

ধনী। কেয়া বক্ত, "চোট্টা পাকড়্‌নে আয়া, চোট্টা বন্ গিয়া"?

[অঘোর ও ভৈরব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

লোক। ভারি বুদ্ধি বার ক'রেছেন,—ছুঁচো মেরে কি হ'বে? মশাই, আপনাকে শ্রীযুতের সঙ্গে দেখা ক'রতে হবে, আপনি শ্রীযুতের সংসারের বড় উপকারী।

অঘোর। দেখুন মশাই, মোহিনী কি ভদ্দর লোক!

লোক। ও আজন্ম ভদ্দর, অমন ভদ্দর আর কি আছে? শ্রীযুতের খুড়ো মহাশয় আগরা জেলায় ম্যাজিস্‌ট্রেট হয়েছিলেন, সে দিন তাঁর ঠেঁয়ে গল্প শুন্‌লুম, যে ওই ওর ভাজের—আর কি ব'লবো মশাই! তারপর পেট উঁচু হ'তে—নিয়ে গে খুন ক'রেছে; এক বেচারা নির্দ্দোষী, সদারং ডাক্তার, তার ওপরে ঝুকি পড়ে।

অঘোর। ও মা, এ সব তো আমি কিছুই জানি নি!

লোক। আপনি কোথা থেকে জান্‌বেন মশাই? আপনি ভদ্দর লোক।

অঘোর। উঃ! আশ্চয্য! আশ্চর্য্য!

লোক। মশাই, মাগীটে ওরে বাচিয়ে দিলে, নইলে বাবু চালান দিতেন।

অঘোর। কে মাগী? সে ভাজ মাগীতো ম'রে গেল শুন্‌লুম।

লোক। তাই বিবেচনা করেই তো একটা বাড়ীর মধ্যে রেখে সরে গিয়েছিল; কিন্তু সেটা মরে নি, এক দিন বেঁচেছিল।

অঘোর। এইবারে বাবা যথার্থ আশ্চর্য্য! ব'লে যান ম'শাই, ব'লে যান—

লোক। ম্যাজিস্‌ট্রেট বাবু মরবার সময় এজেহার নিতে গেলেন,—মাগী কিছুতেই কারুকে জড়ালে না, ব'ললে 'আমার অদৃষ্টে ছিল হ'য়েছে, আমি কার নামে ব'লবো? ভগবান আমায় মেরেছেন'। ভাব্‌লে—'আমি তো যাচ্ছি, আর কেন শ্বশুরের বংশটা লোপ করি!' হিন্দুর মেয়ে কি না?

অঘোর। যা হোক, সকলেরই কিছু গুণ থাকে দেখ্‌তে পাই, আমি কিন্তু "গুণাকর"।

লোক। আপনি "গুণাকরই" তো বটেন, আপনি "গুণাকরই" তো বটেন, অনুগ্রহ করে আসুন মশাই, শ্রীযুতের সঙ্গে দেখা ক'রবেন।

অঘোর। আপনি যান, আমি যাব এখন।

লোক। যদি ছুটোর পর যান তো ব্রজেন্দ্র চন্দ্রের আফিসে যাবেন। [লোকের প্রস্থান।

অঘোর। এইবার ত বুক ফুলিয়ে বেড়াও, কিন্তু মনটা তেমন ফুল্‌ছে না বাবা! খুড়োর সঙ্গে না দেখা ক'রে সুশীলার সঙ্গে দেখা ক'রছি নি,—বাবা, মাগ দেবো ব'লে-ছিলুম, তাইতে আমার মতন পাষণ্ডর মাথা হেঁট হ'চ্ছে, আর যারা বড়মানুষকে মাগ সত্যি দেয়—তারা মহাপুরুষ।

(নবর প্রবেশ)

কি বাবা, মুখ শুক্‌নো যে ?

নব। তুমি যা ব'লেছ।

অঘোর। বাবা, গুণনিধিকে যে কোলে ক'রে নিয়ে যায়, সে বোন্ দেবো ব'লে বাড়ী নেবে ? ফন্দা ক'রে কেমন কাজ গুচুলুম দেখ লে ? মোহিনী ব্যাটা তো আরও রাগুগ্, বাড়ীকে বাড়ী ফিরে পাবে, অন্ততঃ ব'লে বেড়াবে, যে, ব্যাটা মেয়ে দিতে রাজী হ'য়েছিল, লোকেও কোন্ না ব'লবে—ছুঁড়ীও রাজী ছিল, দেখ'বাবা,"সতীলক্ষ্মী"র নামে কি কালি ঢালা গেল দেখ ?

নব। তোর চোখে জল এলো যে ? আমি ও কথা বলি নি? তুই তখন আমায় থাবা দিয়ে উড়িয়ে দিলি।

অঘোর। চোখের জল দেখে জুলুম কেন বাবা ? জল তো তোমার চোখে আসে নি ? যাগ্, বাবাজী ! একটা মনের দুঃখ তোমায় বলি, এখন আমার নামে খুনি চার্জ্জ নেই ; সে কেন, কি বৃত্তান্ত, তোমায় ব'লবো ; অনায়াসে সুশীলার কাছে যেতে পারি, কিন্তু যাবার যো নেই,—মাঝে পাঁচীল উঠে গিয়েছে, বাবা, পাঁচীল উঠে গিযেছে !

নব। কেন, তোমার তো সেই আপত্তি ছিল, তা থেকে যদি কাটিয়ে থাক, কেন,দেখা কর না ?

অঘোর। ও কথা তুলো না বাবা ; তা' হলে আজই সট্‌কাব, মনে ক'রেছিলেম, শ্বশুরব্যাটার একটা হিল্লে না লাগ্‌লে সরছি নি।

নব। কেন, এর মধ্যে কি তোমার প্রাণ উদাস হ'লো ?

অঘোর। একটা রকম হ'য়েছে বই কি রে ব্যাটা, একটা রকম হ'য়েছে। খুড়ো, তুমি না ব'লেছিলে, জোচ্চোরেরা বড় সেয়ানা হয় ? কিন্তু বাবা, আমার চেয়ে যে ব্যাটা জোচ্চোর, তার তো ধ্রুবলোকের উপরে বাস। কিন্তু জোচ্চুরি ক'রে কি আদায় ক'রলুম জান ? লোকের স্বামী দাগাবাজ হয়, খুনে হয়, মোহিনীর উপর টেক্কা হয়, ধর আমার উপর যেতে পারে, কিন্তু বাবা মাগ দেখিয়ে রোজকার করে—এমন স্বামী বড় বিরল, সেই "বিরল স্বামী" হলুম বাবা ! না বাবা, আর সে প্রাণে ব্যথা দিচ্ছি নি।

নব। দেখ, তোমায় দেখ্‌তে পেলে, সে স্বর্গ পাবে, তুমি কেন মিছে ভাব্‌ছো ?

অঘোর। স্বর্গ পাবে কি ? স্বর্গেই তো সে আছে, সে আমায় দিন-রাত্তির দেখ্‌ছে, তার প্রাণে কোন অভাব নেই ; তবে মানুষের পশুত্ব ! সে দেবী—তার আবশ্যক নেই। শ্বশুর ম'শায়ের একটা ঠিকেনা ক'রতে পারলেই, বোঁ সট্‌কাচ্ছি।

নব। হ্যাঁ হে, কিছু ক'র্‌তে পার্‌লে, কিছু ক'রতে পারলে ? আমি উকিলকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম,নীলমাধব যা ব'লেছে তা হয়, 'আমি কবুল দেবো যে আমি গুলি ক'রেছি'।

অঘোর। অত সোজা উপায়টা একেবারে কেন ? একটা যোগাড় যেন লেগেছে।

নব। কিছু যোগাড় ক'রেছ ? কিছু যোগাড় ক'রেছ ?

অঘোর। আমি কে বাবা ! খোদা যোগাড়ে।

নব। কি, কি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

(মোহিনীমোহনের প্রবেশ)

মোহিনী। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি, আমার মাথা ঘুরছে ! নীলমাধব এতে নেই, না কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি, আমার ঠিক বোধ হ'চ্ছে, নবা ব্যাটাতে আর গোহিরপুরের জমিদারই হোগ, আর জালই হোগ, আমায় দেখ্‌তে পেয়ে যেমন গঙ্গার ঘাটে দমবাজী ক'রে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে কথা ব'লেছিল, আজ আমায় দেখেই যদি নীলমাধব নবাকে অমনি ক'রে ব'লে থাকে ; কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি ? এ ব্যাটা যদি ভণ্ড হয়, আমার উপর ভণ্ড,—কি স্কুলে চাঁদা দিয়ে ভণ্ডামি করি ? নীলকে দেখ্‌লে আমার মেয়েটা বড় ঠাণ্ডা থাকে, দূর হোক, ও ষড়যন্ত্রে থাকে থাকুক, ওরে ডাকাই, মেয়েটা ওকে দেখ্‌লে, যেন রোগ সেরে যায়। ডাক্তার আমায় কিন্তু ভয়ে ব'ল্‌তে পার্‌লে না,মনে মনে ইচ্ছা যে নীলমাধব আসে যায়, কিন্তু যদি আমার হেমা ভাল হয়, নীলমাধব সহস্র দোষে দোষী থাকুলেও ভুলে যাব।

হেমাকে কি আমি পাব ? চারিদিকে বিপদ! গোহির-পুরের জমিদার ব্যাটা এসেছে শুনলুম।

(নীলমাধবের প্রবেশ)

নীল। ম'শাই, এ কাগজগুলি নিন, আমাদের বাড়ী সম্বন্ধে আপনার এক্‌রার, আর কনভেয়্যান্‌স্ (Conveyence)।

মোহিনী। তুমি কোথায় পেলে ?

নীল। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না।

মোহিনী। (স্বগত) ইস্! কারে কি ঠাউরেছি, এর ষড়যন্ত্রে লাভ কি ? চণ্ডাল মন, আর অবিশ্বাস আনিস্ নি, (প্রকাশ্যে) বাবা নীলমাধব, যথার্থই কি তোমার মত মানুষ হয় ? আমি এ সম্ভব জান্‌তুম না ? আজ আমার ছেলে-বেলার কথা মনে প'ড়ছে, তোমার বাপ আমায় জল্ থেকে তোলে, আমি বাড়ী এসে বাব'কে বল্লুম, হরিশ আমায় সাঁতার দিতে নিয়ে গিয়েছিল ; গয়না চুরি করলুম, বল্লুম—হরিশের পরামর্শে, আমার জন্যে অস্থি চূর্ণ হ'য়ে গেল, বল্‌লুম সেই ঝগড়া বাধিয়েছে ; তোমার বাপ বাইরে থেকে এ সব কথা শুনে ব'ল্‌তো, "বেশ ক'রেছিস্, আমার নামে দোষ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিস্ [illegible] আমি এই সর্ব্বনাশ ক'রলুম! এই কায আমাতেই সম্ভব ; কিন্তু হরিশের ছেলে যা হওয়া উচিত, তুমি তাই।

নীল। ম'শাই, কুকার্য্য অনেকেই ক'রে থাকে, কিন্তু আপনার ন্যায় সরলপ্রাণে স্বীকার, অতি কম লোকেই করে।

মোহিনী। বাবা নীলমাধব! তুমি আমার হেমাকে দেখ্‌তে এস, বোধ করি তুমি কাছে ব'সলেই সে প্রাণদান পাবে। তোমায় একটী অনুরোধ করি, তুমি তার প্রাণ-দাও, ডাক্তার আমায় ভয়ে ব'ল্‌তে পারে নি, তার বরাবর ইচ্ছে, তুমি এস যাও, সে ঠিক ঠাউরেছে, তুমিই আমার হেমার পরম ঔষধ! বাবা, কাঙ্গালকে এই দান দাও, চণ্ডালকে এই ভিক্ষা দাও!

(ধরণীর প্রবেশ)

ধরণী। নীলমাধব, তোমার আর বা'র হয় না, সে মিনিটে মিনিটে 'নীলবাবু' 'নীলবাবু' দশবার ক'র্‌ছে।

নীল। একটা কথা আছে, একটা কথা আছে।

ধরণী। আরে নাও, রেখে দাও, কথা আছে! ম'শাই, আমি মশলা সব যোগাড় ক'রেছি, এইবার আপনি যত্ন ক'র্‌লেই হেমাঙ্গিনী বাঁচে।

মোহিনী। কি বাবা, কি বল ?

ধরণী। ব'লেছিলুম খুব শক্ত, আর খুব সোজা! প্রাণ থেকে হরিশ বাবুদের কাছে মাপ চান।

মোহিনী। ডাক্তার বাবু, হরিশ কি আমায় মাপ ক'র্‌বে ? আমার তার শাপে এই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, এই সতীলক্ষ্মীর শাপে আমার এই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে,—আমি হেমাকে হারাতে ব'সেছি! বাবা নীলমাধব, যদি জান তোমার বাপ কোথায় আছে, বল ? আমি তার পায়ে গিয়ে ধ'রবো, আর যদি শত্রুর সাম্‌নে না বল, তুমি তারে আমার হ'য়ে মিনতি ক'রে বলো, আমার সাজা হ'য়েছে, হেমা বুঝি চ'লে যায়! কিছু ভয় ক'রো না, আমি আদালতে ব'ল্‌বো, আমি ফল্‌স্ চার্জ্জ (False Charge) দিইচি।

ধরণী। আসুন, আসুন। (নীলমাধবের প্রতি) এস হে।

নীল। একটা কথা বলি,—শোন না।

ধরণী। আর নাও তোমার কথা, তোমার কথা শুনি, এস—

নীল। আরে না, না, হিতে বিপরীত হ'বে।

ধরণী। ম'শাই এগুন তো বাবুর কি বক্তৃতা আছে শুনি। তোমার বক্তৃতার জ্বালায় অস্থির!

মোহিনী। তোমরা এস বাবা।

[মোহিনীমোহনের প্রস্থান।

ধরণী। গলা সানিয়ে নাও, বক্তৃতা সুরু কর।

নীল। ওহে না, আমার আত্মীয় দ্বারা মোহিনী বাবুর বিশেষ সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

ধরণী। হিয়ার, হিয়ার, (Hear ! Hear !) ব'লে যাও ; সে তো তুমি আমার ঠেঁয়ে শুন্‌লে। তোমার খুড়ো নাম ভাঁড়ালে, আমি বুঝে নিয়েচি—কে ?

নীল। তবে আমি দেখনহাসি মাকে মুখ দেখাব কি ক'রে ? হেমাঙ্গিনী শুনেছে, আমায় দেখ্‌লে তার অসুখ বাড়বে বই কম্‌বে না।

ধরণী। ও হরি! বুঝেছি! বুঝেছি! দু'দিকেই টান, তাই ত বলি—এত লোক র'য়েছে, 'নীলবাবু' 'নীলবাবু' কেন ? তোমারও 'নীলবাবু'-রোগে ধ'রেছে, চল।

নীল। কি ব'লছো, আমি সেথায় যাই কেমন ক'রে ?

ধরণী। (হস্ত ধরিয়া) এই হাঁটী হাঁটী পা পা—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মোহিনীমোহনের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

হেমাঙ্গিনী ও কমলা।

হেমা। পেত্নীমাগী ব'লছিল—ওইখানটীতে দাঁড়িয়ে,—ওইখানটীতে ব'লছিল—মর! মর! গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌বো! মা, তুমি আর—দেখ্‌তে পাবে না, কর্ত্তাবাবু দেখ্‌তে পাবে না; বলে "মর, মর, মর"! দেখনহাসি মাসীকে দেখ্‌তে পেলুম না—সুশীলা দিদিকে দেখ্‌তে পেলুম না—তাদের কোথায় ধ'রে নিয়ে গিয়েছে,—ওই পেত্নীমাগী ধ'রে নিয়ে গিয়েছে! মা, নীলবাবু! মা, নীল বাবু? তারা আস্‌বে—তারা আস্‌বে—সেই ভূতগুলো সব আস্‌বে—নীলবাবুকে ডাক মা, নীল বাবুকে ডাক; —নইলে তোমাকেও ধ'রে নিয়ে যাবে, কর্ত্তাবাবুকেও ধ'রে নিয়ে যাবে—আমাকেও ধ'রে নিয়ে যাবে।

কমলা। বালাই, বালাই, নীলবাবু এখনি এসে মেরে তাড়িয়ে দেবে।

হেমা। আস্‌বে? নীলবাবু আস্‌বে?

কমলা। আস্‌বে বই কি।

হেমা। দেখনহাসি মাসী?

কমলা। আস্‌বে।

হেমা। সুশীলা দিদি?

কমলা। সেও আস্‌বে।

হেমা। দেখনহাসি মাসী আর কেমন ক'রে আস্‌বে? দেখনহাসি মাসীও আস্‌তে পারবে না,—সুশীলাদিদিও আস্‌তে পারবে না, তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়েছে! তাদের ধ'রে নিয়ে গিয়েছে! এলে আমার কাছে ব'সতো, আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে পারতো না! দেখ মা, মস্ত বাড়ী, বেশ বাড়ী, আমায় নিয়ে যাবে, কর্ত্তাবাবু আমায় দেখ্‌তে পাবে না, তাই নিয়ে যাবে, তোকে কাঁদাবে, কর্ত্তাবাবুকে কাঁদাবে, তাই নিয়ে যাবে; সুশীলা দিদি এলে নিয়ে যেতে পারতো না! ওমা সে ভূতগুলো আস্‌বে, ভূতগুলো আস্‌বে, নীলবাবুকে ডাক।

কমলা। বালাই, আমি মেরে তাড়িয়ে দেবো এখন।

হেমা। তুমি পার্‌বে না মা, পার্‌বে না! দেখনহাসি মাসী আসুগ্‌, সুশীলা দিদি আসুগ্‌, নীলবাবু আসুগ্‌।

(মোহিনীমোহনের প্রবেশ)

মোহিনী। এখন কেমন আছে?

কমলা। সেই সব কথা, 'দেখনহাসি মাসী'—'সুশীলা'—'নীল বাবু'।

মোহিনী। তুমি যাও, তাদের পায়ে ধর গে, আমি যেতুম, আমার কথায় আস্‌বে না, তোমার কথায় আস্‌বে, না এলে ছেড়ো না; পায়ে ধ'রে থাক্‌বে। না, আমি যাচ্ছি, নীলমাধবকে নিয়ে আমি যাচ্ছি, নীলমাধব তাদের নিয়ে আসবে।

(ধরণী ও নীলমাধবের প্রবেশ)

ধরণী। ম'শাই [illegible]

মোহিনী। ডাক্তার বাবু, তুমিও চল, নীলমাধবের মাকে ডেকে আন্‌বে চল।

ধরণী। শুনুন না, সেই পরামর্শই ক'রবো।

[ধরণী ও মোহিনীমোহনের প্রস্থান।

হেমা। মা, নীলবাবু?

নীল। এই যে আমি, এই যে আমি।

হেমা। নীল বাবু, তুমি ব'স, সে পেত্নী মাগী আস্‌তে পার্‌বে না, ভূতগুলোও আস্‌তে পারবে না, মেরে তাড়িয়ে দেবে তো?

নীল। আমি সব তাড়িয়ে দিইছি, তারা দূর হ'য়ে গিয়েছে।

কমলা। বাবা নীলমাধব! তোমার আর ছেড়ে দেবোনা, আমার হেমা না ভাল হ'লে তোমায় ছেড়ে দেবো না।

হেমা। নীল বাবু! আর আমার ভয় ক'রছে না।

(উঠিতে উদ্যত)

নীল। উঠ না, উঠ না!

হেমা। না, আমি উঠে বসি, আমার ভয় ক'রছে না

নীলবাবু! দেখনহাসি মাসী আশীর্ব্বাদ ক'রবে, সুশীলা দিদি আশীর্ব্বাদ ক'রবে, আমি ভাল হব।

কমলা। বাবা নীলমাধব, দেখনহাসি কি আস্‌বে? আমার তো বাছা মুখ নেই যে ডাক্‌তে যাই।

নীল। তাঁরা আস্‌বেন।

হেমা। সত্যি! মিছে ব'লছো না? আমি তা হ'লে ভাল হ'বো, আমাকে নিয়ে যাবে না, কর্ত্তাবাবুকেও কাঁদাবে না, মাকেও কাঁদাবে না?

(ধরণীর প্রবেশ)

ধরণী। মা, একবার এদিকে আসুন দেখি; যান্, কে এসেছে দেখুন।

[কমলার প্রস্থান।

হেমাঙ্গিনী, যদি তোমার দেখনহাসি মাসী আসেন?

হেমা। আস্‌বে?

ধরণী। অমন ব্যস্ত হও তো আস্‌বে না।

হেমা। না, না, আমি ব্যস্ত হবো না! সুশীলা দিদি আস্‌বে?

ধরণী। আস্‌বে, তারা [illegible] তুমি অমন ক'রলে আর আস্‌বে না, তারা নীচে এসেছে।

হেমা। নীলবাবু, আমায় নিয়ে চল; নীলবাবু, আমায় নিয়ে চল, আমার হাত ধ'রলেই আমি যেতে পা'রবো, আমার হাত ধ'রলেই আমি যেতে পা'রবো।

নীল। না, না, তুমি ঠাণ্ডা হও, তাঁরা এইখানেই আস্‌বেন, তাঁরা তোমাকে দেখ্‌তে এসেছেন।

হেমা। কই নীলবাবু?

নীল। তুমি শোও, তা হ'লেই আস্‌বে।

হেমা। কই?

নীল। তুমি উঠ্‌বে না?

হেমা। না।

(কমলা, হৈমবতী ও সুশীলার প্রবেশ)

ধরণী। এই তোমার সুশীলা দিদি এসেছে, এই তোমার দেখনহাসি মাসী এসেছে।

হেমা। দেখনহাসি মাসী! দেখনহাসি মাসী!

নীল। উঠ না, তা হ'লেই চ'লে যাবে।

হৈম। কি মা, কি মা?

হেমা। তুমি পায়ের ধুলো দাও, তা হ'লেই আমি ভাল হবো।

হৈম। ভাল হবে বই কি মা, ভাল হবে বই কি।

হেমা। সুশীলা দিদি, তোমরা এয়েছ? আমি ভাল হবো?

সুশীলা। কেন্ লো, ভাল হবি না তো কি! তোর কি হ'য়েছে?

হেমা। নীল বাবু, নীল বাবু! তুমি যেও না, তুমি আমার কাছে ব'সো, আবার যদি তারা আসে?

সুশীলা। ঠাট্ দেখ! আমরা এয়েছি আর কে আস্‌বে না?

হৈম। না, আস্‌বে কেন বালাই।

হেমা। তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি ব'সবো, সুশীলা দিদিকে আমি ভাল ক'রে দেখ্‌বো।

ধরণী। বসাও না, বসাও না।

[ধরণীর প্রস্থান।

হেমা। সুশীলা দিদি, তোর গলা ধ'রে একটু কাঁদবো, তুই কিছু বলবি নি?

সুশীলা। কেন্ না, কাঁদ্‌বি কেন্ না?

হেমা। না, কাঁদবো না, তুমি ছড়া বল?

সুশীলা। ব'লবো এখন, তুই ভাল হ'।

হেমা। এই দেখ আমি ভাল হ'য়েছি, আর আমার ভয় ক'র্‌ছে না!—নীলবাবু, সুশীলা দিদি যদি থাকে, তুমি চলে গেলেও ভয় ক'র্‌বে না; তুমি তো সুশীলা দিদিকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না, আবার আস্‌বে?

(ধরণী ও মোহিনীমোহনের প্রবেশ)

ধরণী। দেখুন ম'শাই, আমার ঔষধ ঠিক কি না? কি রকম দেখে গিয়েছেন, আর কি রকম দেখুন।

হেমা। কর্ত্তাবাবু, ভাল হ'য়েছি, দেখনহাসি মাসীর কোলে ব'সেছি। সুশীলা দিদির সঙ্গে কথা ক'চ্ছি, নীলবাবু রয়েছে, ভাগ্যিস্ তুমি সুশীলা দিদিদের এনেছ; নইলে তো আমায় নিয়ে যেতো। আমায় ব'লেছে দিন দিন জ'রে জ'রে যাবি, গ'লে গ'লে যাবি; আর আস্‌বে না, সব পালিয়েছে, আমি ভাল হ'য়েছি, তোমার সঙ্গে গাড়ী ক'রে বেড়াতে যাবো।

মোহিনী। দেখনহাসি, আমি কি ব'লবো, আমার কি ব'লবার আছে? মার্জ্জনা চাইবো, তার তুমি অপেক্ষা রাখ নি, তোমার পবিত্র মন, ক্রোধ স্পর্শ ক'রতে পারে না, পৃথিবীতে দেবকন্যারা বাস ক'রে, এ আমার স্বপ্নেও জ্ঞান ছিল না। যদিও আমার মত নীচ, পাপাত্মা জগতে নাই, তবু আমার ভরসা হ'চ্ছে, যখন তোমরা আমার সহায়, পরমেশ্বর আমায় মার্জ্জনা ক'রবেন। দেবকন্যার সম্মান রেখে আমায় মার্জ্জনা ক'রবে না? সুশীলা, মা, তুমি আমায় ক্ষমা ক'রেছ জানি, তবু একবার পবিত্র মুখে বল, আমি তোমার ছেলে, আমি না বুঝে অপরাধ ক'রেছি, আমি অবোধ, অজ্ঞান, অন্ধ! মা, কথা কইলে না? কথা কইলে না? ঘৃণা করো না, মা, তোমাতে তো ঘৃণা স্থান পায় না।

সুশীলা। আপনি আমার বাপের সমান।

মোহিনী। না, তোমার বাপের আমি সর্ব্বনাশ ক'রেছি, দেখি প্রাণ দিয়ে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়! দেখনহাসি, তোমায় কি স্তব ক'রবো, কি পূজা ক'রবো, তোমার পূজা আমার সাজে না, তোমার গুণগান আমার সাজে না, চণ্ডালের মুখে বেদধ্বান সাজে না! একটী মিনতি, যদি অধমকে ঘৃণা না কর, অধমকে পায়ে রাখ।

হেম। কি ব'লছেন?

মোহিনী। দেখনহাসি, আমায় বাধা দিও না, যদি আমায় চরণে রাখ, যদি আমায় ঘৃণা না কর, আমার হেমা আমার উপযুক্ত নয়, তুমি প্রাণদান দিয়ে তুমিই নাও।

কমলা। দেখনহাসি, তুমি আমায় কথা কইতে মানা ক'রেছ, আমি কথা কই নি, কিন্তু প্রাণের আবেগ আর রাখ্‌তে পাচ্ছি নি, আমায় ব'লতে পার, তোমরা কি আমাদের মতন মানুষ! না কৃপা ক'রে আমার হেমার প্রাণদান দিতে এসেছ?

হেমা। কর্ত্তাবাবু, তুমি কেঁদো না, দেখনহাসি মাসী আমায় ভালবাসে, সুশীলা দিদি ভালবাসে, নীল বাবু ভালবাসে।

ধরণী। অনেক হ'য়েছে ম'শাই, আপনারা আমার পেসেণ্টের (patient) কাছ থেকে স'রে আসুন, মা স'রে এস; শুধু দিদি থাক, আর নীলমাধব—যদি হিতে বিপরীত না হয়, থাকলেও থাকতে পারে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উকিলের আফিস

উকিল ও ধরণী।

উকিল। বলেন কি ম'শাই, এ রোম্যান্স (Romance)!

ধরণী। কিন্তু এখন বোধ হ'চ্ছে, সম্পূর্ণ শুধ্‌রেছে।

উকিল। আমার যতদূর এক্সপিরিয়েন্স্ (Experience), তাতে তো অমন লোক শোধরায় না, তবে মস্ত বিপদ হয়, কেউবা ফেরে আর—

ধরণী। আপনার এ টাকাটার ব্যাপার কি?

উকিল। ব্যাপার ওর মাতামহের প্রপারটী (Property) রিসিভারে (Receiver) যায়, আজ দি[illegible] আটেক হ'লো, রিসিভার (Receiver) খারিজ হ'য়ে[illegible] ওর মামীর [illegible] ([illegible]are) এই টাকা ডিক্লে[illegible] (Declare) হ'য়েছে, আর বাকি ওর মামীর দেইজী[illegible] পেয়েছে।

ধরণী। ওর মামী কোথায়?

উকিল। মারা গিয়েছেন, উনিই তার ওয়ারিশ[illegible] আমি ভেবেছিলুম, হরিশবাবুর মেয়েকে দিয়ে আস[illegible] তারপর যখন উনিই জীবিত, ওঁকেই দেবো।

ধরণী। দেখুন, ওই আস্‌ছে,—আপনি যেন [illegible] কথাই শোনেন নি, এমনি ভাবে ওর সঙ্গে কথা কইবে[illegible] তা না হ'লে ও পালাবে।

উকিল। কেন, টাকা নেবেন না? পালাবেন কে[illegible]

ধরণী। আছে ম'শাই আছে, ওই একটা টে[illegible] পয়েণ্ট ইন দি ম্যান (Tender point in the man)।

(অঘোরের প্রবেশ)

ম'শাই, আপনার টাকা প্রস্তুত। এই যে বাক্স এ[illegible] দেখ্‌তে পাচ্ছি?

অঘোর। ধরণী বাবু, আমি "স্বনামা পুরুষো[illegible]

শ্বশুরের নামে বিকুতে চাহ না। সে পরিচয় দেন তো, তা হ'লে সট্‌কাই।

ধরণী। মহাভারত! আপনাকে কথা দিইছি, যে আপনি না প্রকাশ ক'রতে চাইলে, প্রকাশ ক'রবো না।

অঘোর। উকিল সাহেব কি কিছু সওয়াল ক'রবেন না কি?

উকিল। আপনার নাম অঘোরবাবু?

অঘোর। আজ্ঞে কতক।

উকিল। আপনি কি বিশ্বম্ভরবাবুর পুত্র?

অঘোর। কাজেই।

উকিল। কাজেই কি ম'শাই?

অঘোর। কেউ তো ছেলে হব ব'লে তো ছেলে হয় না? তা হ'লে কি আর আমি জন্মাই!

উকিল। আমার আর বিশেষ জান্‌বার আবশ্যক নাই, ধরণীবাবু যখন আইডেণ্টিফাই (Identify) ক'রছেন, আর রিসিট (Receipt) দিয়ে টাকাটা নিচ্ছেন। ছয় হাজার টাকা দেখে নিন।

অঘোর। ম'শাই, প'ড়ে পাই চৌদ্দ আনা, আর দেখাদেখি কাজ নেই।

(তেজবাহাদুরের প্রবেশ)

তেজ। হা—হা—হা!—কি মিতে, কি মিতে, আমায় খুন ক'র্‌তে চেয়েছে? হা—হা—হা!—

অঘোর। আর তো গর্দ্দানা বেঁচে গিয়েছে, এখন সে কথা কেন?

তেজ। মিতে, তোমার খাতক সব হাজির।

অঘোর। আজ্ঞা, আর খাতক না, সব মহাজন।

তেজ। আচ্ছা ভাই, তোমার অদ্ভুত-লীলা, গর্দ্দানা নাও, গর্দ্দানা রাখ, খাতককে মহাজন কর।

(গুণনিধি, ধনিরাম ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

পাহারা। আরে সেই হালা! কি ফ্যাসাদের মধ্যি ফ্যাল্‌বে?

ধনী। দেখো ভাই, রাম কেয়া করে!

অঘোর। দরওয়ানজি! সে দিন একটা টাকা আমার বাপের শ্রাদ্ধর খেয়েছ, আজ এই নোটখানি নাও, আমার শ্রাদ্ধে খেও।

পাহারা। ওঃ! ঘোর ফ্যাসাদ বাদাবে।

ধনী। নেই মহারাজ, আপ্‌কো তাঁবেদার হ্যায়।

তেজ। হা—হা—হা, নাও নাও, তোমার কিছু ভয় নেই।

অঘোর। পাহারাওয়ালা সাহেব, জমাদার সাহেব রোঁধ ফির্‌তে এসে তোমায় এই টাকাগুলি দিয়ে গিয়েছে।

পাহারা। আজ্ঞা, হুজুরেরই খেতেছি, হুজুরেরই খেতেছি।

অঘোর। গুণনিধি বাবু, সেই 'অন্ধ নাচার' আমার কাছে এই বাক্সটী দিয়ে গিয়েছে, আপনি হাঁসপাতালে ছিলেন, খুঁজে পাইনি, তাই দিতে পারি নি। দেখুন, যেমন বাক্স তেম্‌নি আছে, আর এই টাকাক'টী আপনার ঠ্যাঙ্গের দাম নিয়ে যান, "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে"—ভাই, দেখ, যা ক'রে ফেলেছি, মাপ কর, তোমার কিছু ভয় নেই, লুকিয়ে বেড়াতে হবে না, মোহিনীবাবু তোমায় মাপ ক'রেছেন। দরওয়ানজি, পাহারাওয়ালা সাহেব, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, মনে কিছু রেখো না।

ধনী। এ বাওরা হ্যায়, দশ রুপেয়া লিয়া, শ রুপেয়া দিয়া।

পাহারা। আরে হাম্‌কো তো খামোকা পঁচাশ রুপেয়া দিইচে।

গুণ। বাবু, আপনি যে আমায় সাজা দিয়েছিলেন, তাতে আমার যথেষ্ট উপকার হ'য়েছে, আমার দুর্ম্মতি ঘুচেছে। ম'শাই, আমি মনিবের টাকা আর দলীল চুরি ক'রে পালাচ্ছিলুম। অনুগ্রহ ক'রে আপনারা মোহিনীবাবুকে দেবেন, আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাবো না।

অঘোর। মুখ দেখাও, আর না দেখাও, বাবা, টাকা নাও; নইলে ফের মোট পায়ে ফেলে দেবো। গুণনিধি বাবু, যদি তুমি টাকা না নাও, জান্‌বো—আমার উপর রাগ পড়ে নি।

[গুণনিধির টাকা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান।

উকিল। আপনি যা ব'লেছেন, মানুষটা শোধ্‌রাবার রকম দেখ্‌ছি।

অঘোর। এখন ম'শাই, আপনার সঙ্গে খাতা ক্লোজ্‌ (Close) করুন।

তেজ। আমার সঙ্গে দেনা-পাওনা কি মিতে, আমার

সঙ্গে দেনা-পাওনা কি ? আমারও কি ঠ্যাঙ্গ ভাঙ্‌বে না কি ?

অঘোর। মোহিনীবাবুর এই তিনহাজার টাকা নিন্, স্বদেতে আর মামলা খরচেতে প্রায় হাজার টাকা হ'য়েছে।

তেজ। সে কি মিতে, সে আমি ধার ক'রেছি, আমি দেবো।

অঘোর। আচ্ছা, আপনি দেন দেবেন, মিতের টাকাটা জিম্মা রাখুন, এওতো মিতের কাজ ?

তেজ। টাকা বার ক'রে নিচ্ছ যে ?

অঘোর। আরও ছোট ছোট মহাজন আছে, ম'শায়ের যেমন চারিদিকে পাওনা,আপনার মিতের তেম্‌নি চারিদিকে দেনা, আপনার জমা, আমার খরচ, আমরা দুই মিতেতে হরিহর মূর্ত্তি !

ধরণী। আরও সব ছিচ্‌কে রকম হিসেব আছে না কি ?

অঘোর। না, সে মোহিনীবাবুর টাকা থেকেই চুকিয়েছি, এ আমার শাশুড়ীর।

ধরণী। শাশুড়ীর ?

অঘোর। আমি কুলীনের ছেলে, আমার কি একটা শাশুড়ীতেই চলে ?

তেজ। কি মিতে, শাশুড়ী কেড়েছ না কি ?

অঘোর। না, সে আমায় কেড়েছে। মিতে, যা মনে কর্‌ছো, তা নয় ! "উপরি কিছু ?" সেটা বড় ছেলেবেলা থেকে নেই, তারপর "অন্নচিন্তা চমৎকারা"করেছে, তারপর মোহিনীবাবু ও আপনার কল্যাণে যখন সচ্ছল হ'লুম, তখন দেবীমূর্ত্তি দর্শন ক'রেছি।

উকিল। দেবীমূর্ত্তি কি ?

অঘোর। দেবীমূর্ত্তি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না ? যে উজ্জলমূর্ত্তি প্রাণের ঘোর তম নাশ করে, যে বিমল-প্রতিমা পাষাণ-হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি অঙ্কুরিত করে, আমার হৃদয়ে অনুতাপ আনে,—সেই দেবীকে তখন দর্শন করেছিলুম।

উকিল। Clear, clear as daylight, give me your hand, you are a changed man. আপনি যখন টাকা দিলেন, তখনও আমার সন্দেহ ছিল। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি।

তেজ। কি, কি ! কথাটা কি, দেবীমূর্ত্তি কি ?

অঘোর। বিধাতার ধ্যানের সৃষ্টি ! নন্দন-কুসুম, অকলঙ্ক-শশী সে প্রতিমার তুলনা নয়—প্রাণময়ী—প্রেমময়ী মূর্ত্তি !

তেজ। বটে মিতে,বটে—এত ! আর বলো,মাগের সঙ্গে দেখাদেখি নেই ?

উকিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে এসে কন্‌ফেস্ (Confess) ক'র্‌লেন, আমরা যদি আপনাকে পীড়ন ক'র্‌তুম ? আপনার সেই দেবী কি আস্‌তে ব'লে দিয়েছিলেন ? কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।

অঘোর। না, আমার আস্‌বার দুই উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, যখন মোহিনীবাবু আদালতে গিয়ে ব'ল্‌লেন যে তাঁর ভ্রম হ'য়েছে, হরিশবাবু তাকে গুলি করে নি, অপর লোক গুলি ক'রেছে।

উকিল। বুঝেছি, যখন দেখ্‌লেন, হরিশবাবুর against Charge withdraw হ'য়েছে, হরিশবাবু safe, আপনি যখন দেখ্‌লেন, তাঁর আর কোন বিপদ্ নেই—

অঘোর। আমি এক কথায় ব'ল্‌ছিলুম, ম'শাই দলীল লেখার মত একটু সংশোধন ক'র্‌লেন বটে ? যখন দেখ্‌লেম, এদিকে মিটে গেল, তখন ভাব্‌লুম মোহিনীবাবু যথার্থ টাকা দিয়ে কেন জাহাজ চড়েন, ভাব্‌লুম মোহিনীবাবুরও হাওয়া খাওয়াটা বন্ধ হোক্, আর জগতেরও একটু হিত হোক্।

তেজ। জগতের হিত কি মিতে ?

অঘোর। এতবড় একটা কারখানা হ'য়ে গেল, একটা লোক সাজা পাওয়া চাই, সেই মোহিনীবাবু থেকে দেখে আসুন, কি বিশ্বাসঘাতক ব্যাপারটা ? এ মামলা যদি বে-কসুর খালাস হয়, বাবা, তা'হলে তো খোদার রাজ্যে জীব থাক্‌বে না ! তাই এলুম,বলি দেখা যাগ্‌—যদি আমা হ'তে একটা হিত হয় ?

উকিল। বিউটীফুল (Beautiful) ! ঠিক বিচার ক'রেছিলেন, কোন জজ্‌কে এমন রায় দিতে দেখি নি।

অঘোর। কিন্তু তেজবাহাদুর আমার রায় আপীলে কাট্‌লেন।

তেজ। মিতে,আমি তোমায় সহজে মিতে বলি নে, আমি লোকের দোষ স্বীকার ক'র্‌তে শুনেছি, চেপে ছাপা

যেখানটা না ব'ল্লে নয় ; কিন্তু তুমি যখন অকপটে দরওয়ানের দশ টাকা চুরি পর্য্যন্ত সমস্ত ব'ল্লে, তখন আমি ভাবলুম, অতি মহৎলোক, দৈববিপাকে এই সব হ'য়েছে।

উকিল। আপনি যথার্থই মহৎ।

অঘোর। ম'শাইও যে তেজবাহাদুরের মতন ভাবুক দেখ্তে পাই!

তেজ। আবার তেজবাহাদুর? 'মিতে' না বল্লে আড়ি ক'র্বো। মিতে, তুমি মনে কিছু খুঁত্ রেখো না,মনে ক'রে দেখ,যদি তুমি জমিদার হ'তে, আর তোমার ছোট ভাই এমনি একটা খেলা ক'র্তো, তা হ'লে তোমার কাছে এলে তুমি কি তারে সাজা দিতে? না, এম্নি ক'রে কোল দিতে? (পরস্পর আলিঙ্গন)

উকিল। ম'শাই, ম'শাই, আপনি যে বলেন,মেডিক্যাল প্রফেসন্ ভেরি হার্ড (Medical profession very hard), আপনার চক্ষে জল এল যে?

ধরণী। ম'শাই, ম'শাই, আপনিও যে ব'ল্তেন, আপনারা বড় মারসিনারি (Mercenary), তবে রুমাল খুঁজ্‌ছেন যে?

অঘোর। তুমি আমায় বল্ মহৎ আর আমায় তুমি কোল দাও, আমি কিছু বিচার ক'র্তে চাই নি ভাই, তুমি আমার রায় কেটে দেবে, পাঁচজন ভদ্রলোকে বলুন, তোমার মতন মহৎ কেউ দেখেছেন?

ধরণী। ম'শাই, মোহিনীবাবু আস্‌ছেন।

(মোহিনীমোহনের প্রবেশ)

তেজ। আস্তে আজ্ঞা হয়, আপনি আমার সঙ্গে দেখা ক'র্তে চেয়েছিলেন, আমি আপনাকে ক্লেশ দিতুম না, কলিকাতায় বাসা-বাড়ীতেই থাই, আমিই আপনার বাড়ীতে অতিথি হতেম; কিন্তু আমার মিতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে আপনাকে কষ্ট দিইছি।

মোহিনী। বাবা, তুমি আমায় মাপ কর।

তেজ। ম'শাই, সে সব তো চুকে গিয়েছে, আবার ও কথা তুল্‌লে আমি লজ্জিত হবো। এই নিন, আমার মিতেকে ঋণে মুক্তি দিন।

মোহিনী। এ কি?

অঘোর। খরচা শুদ্ধ হ্যাণ্ডনোটের দাবী।

মোহিনী। বাবা, তুমি কে আমি জানি নি, কিন্তু তুমি আমার শিক্ষাদাতা; তোমা হ'তেই আমার জীবন ফিরেছে।

অঘোর। তা ওয়াজীব ব'লেছেন বটে, আপনার মেয়েটীকে যমে-মানুষে টানাটানি ক'র্‌লে, মহাশয়ের জন্যেও জাহাজে কয়লা নিয়েছিল!

মোহিনী। যথার্থই তুমি উপকারী, আমার কঠিন অন্তঃকরণ কঠিন শিক্ষা ভিন্ন কোমল হ'তো না।

অঘোর। আচ্ছা, স্বীকার পেলেম। আমার একটী উপকার করুন—ঋণে মুক্তি দিন, যদি না দেন, বুঝ্‌বো আপনি এখনও মার্জ্জনা করেন নি।

তেজ। মহাশয়,আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, আমার মিতেকে খোলসা দিন।

মোহিনী। আচ্ছা আমি নিলুম, উকিল বাবু, আমার একটা কাজ করুন, এই টাকা আপনি কোন চ্যারিটেব্‌ল পার্‌পাসে (Charitable purpose) দেবেন, আমি চল্লুম। শুনেছি হরিশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'র্বো।

ধরণী। অ্যাঁ, সত্যি না কি? চলুন, চলুন।

তেজ। আমিও দেখা ক'র্বো, আমার বাপের 'ক্লাস-ফ্রেণ্ড' ছিলেন।

[ধরণী, মোহিনীমোহন ও তেজবাহাদুরের প্রস্থান।

অঘোর। (স্বগত) এইবার সট্‌কাই। ডিক্রিরী বেটীকে টাকাক'টা দিয়ে, খুড়োর কাছে বিদায় হ'য়ে, আর একবার সুশীলাকে দেখে ভেগে পড়ি।

উকিল। ম'শাই, কি ভাবছেন?

অঘোর। ভাব্‌ছি, অঘোরের বেগে প্রস্থান।

উকিল। কোথা যান ম'শাই!—ধরণীবাবু আস্‌ছেন, তিনি আপনাকে ব'স্তে ব'লে গেলেন, দাঁড়ান না, দাঁড়ান না!—

[পশ্চাৎ প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কাদম্বিনী ও সুশীলা।

কাদ। তুমি কেঁদো না, তোমার দুঃখের দিন অবসান হ'য়েছে, ভগবতী তোমার মনস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

সুশীলা। কেন, মা, তুমি আশা দাও; আমি আশায় পাগলিনী! আমি আশায় প্রাণ ধ'রে আছি; আজও আমি একবার মনে করি নি—আমার স্বামী নেই, আজও আমি স্বামীর অকল্যাণ-ভয়ে চুলের আগায় চিরুণী ঠেকাই, আজও কপালে খড়্‌কে ক'রে সিঁদুর ছোঁয়াই, একাদশীর দিনে লুকিয়ে একটা মাছের আঁস্‌ দাঁতে কেটে ফেলে দিই, কে জানে কেন আমার মনে হয়, স্বামী আমার বেঁচে আছেন! আমার মনে হয়, সংমার তাড়নায়, বাপের অযত্নে, তিনি মরা খপর দিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছেন। মা গো, আমি মনে মনে ভাবি, আমি কি পাষাণী? স্বামী নিরুদ্দেশ! তাঁর উদ্দেশ নিলুম না, কৈকেয়ীর কথায় রঘুনাথ বনে গিয়েছিলেন, মা জানকী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আমার রঘুনাথ বনবাসী, আমি নিশ্চিন্ত আছি? একদিন আমার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি ধ্যান ক'র্‌ছি, আমার মনে হলো—যেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলুম; সর্ব্বদাই মনে হয়, তিনি আশে-পাশে আছেন, সেই দিন থেকে ভাব্‌ছি, বাবা ফিরে এলে আমি স্বামীর অন্বেষণে যাব, যদি উদ্দেশ না পাই, কেদারনাথ-দর্শন ক'রে মহাপ্রস্থান ক'র্‌বো।

কাদ। আচ্ছা, মা, তোমার কেন মনে হয়?

সুশীলা। জানি নি, আমি পোনের দিন শ্বশুর-ঘর ক'রেছি, তাইতেই একটা আশ্চর্য্য দেখেছি, আমি যখন মনে ক'র্‌তুম, আমার স্বামী আস্‌ছেন, তখনই দেখেছি, তিনি আস্‌তেন। ব'লতে পারি নি, এখনও যখন আমি ধ্যানে বসি, আমার বোধ হয়, তিনি এসেছেন, আমার ফুলের মালা প'র্‌ছেন, একদিনও মনে করি নি, যে, আমি বিধবা।

কাদ। তবে তুমি একবার খেয়ে মাটিতে শুয়ে থাক কেন?

সুশীলা। যার স্বামী কাছে নেই, তার আর আহার কি? কিন্তু তোমায় তো ব'ললুম, একাদশীর দিন যখন আমি মাছের আঁস দাঁতে কেটে ফেলে দিই, তখন আমি ধর্ম্মভয় করি নি। পতির কল্যাণ কামনা করি, মনে করি—যদি আমি যথার্থই বিধবা হই, আঁস দাঁতে কেটে না হয় নরকে যাবো, কিন্তু যদি আমার স্বামী জীবিত থাকেন, তাঁর অকল্যাণ ক'রবো? এ আমার প্রাণে সয় না!

কাদ। আচ্ছা, তুই যদি তোর স্বামীকে পাস্‌ তো তুই কি করিস্‌?

সুশীলা। কি করি, কি তোমায় ব'লবো? কি তরঙ্গ প্রাণে খেলছে, ক'টা দেখাব? আমি আপনিই জানি নি, তোমায় কি জানাব!

কাদ। একেলে ছেলে, তারা সব স্যায়না মাগ চায়, তোরে যদি পছন্দ না করে?

সুশীলা। কেন, মা, একথা ব'লছো?—কেন, মা, এ কথা ব'লছো?

কাদ। ব'লছি, তোর মনে কি ব'ল্‌ছে?

সুশীলা। মা, আমার মন পাগল; আমার মনের কথা ধরো না, কি ব'ল্‌ছো মা বল, কি ব'ল্‌ছো মা বল!

কাদ। অমন ছট্‌ফট্‌ করিস্‌ তো কিছু ব'লবো না।

সুশীলা। না মা, তুমি বল, মা তুমি বল, আমি কিছু করি নি, মা তুমি বল?

কাদ। আমি তোর জন্যে একটা বুনো পাখী ধ'রেছি, তোকে দেবো, ভাব্‌ছি যদি ছেড়ে দাও বাছা, তো বনের পাখী বনে চ'লে যাবে।

সুশীলা। মা, তুমি স্পষ্ট ক'রে বল্‌, আমার স্বামীর কি দেখা পেয়েছ? বল, বল, আমার মনের জ্বালা তুমি বোঝ না!

কাদ। আমি মনের জ্বালা বুঝি নি! আমি প্রেমের জ্বালা বুঝি নি! অমন কথা মুখে এনো না! শোন, নির্ব্বোধ মন কখন মিছে ব'ল্‌বে না।

সুশীলা। তবে কি আমার স্বামী আছেন? তোমার সঙ্গে কি দেখা হ'য়েছে?

কাদ। দেখা হ'য়েছে।

সুশীলা। আমায় দাও! আমায় দাও!

কাদ। দেখ্‌, তার মনে মনে একটা খেদ আছে; সে ভাবে যে সে বড় দুষ্কর্ম্মান্বিত, তোমার উপযুক্ত না

অমনি মনে হয়, ভালবাসায় অমনি একটা ছাই পাঁশ গড়ে, গড়ে—আর কেঁদে খুন্ হয় !

সুশীলা। তার পর মা, তার পর !

কাদ। সে তোর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায় না, যে তোকে লোকে নিন্দা ক'র্‌বে, তুই মনে ব্যথা পাবি।

সুশীলা। তাঁর নিন্দা আমি শুন্‌বো কেন ? যেখানে তাঁর নিন্দা, সে স্থান ত্যাগ ক'র্‌বো, যদি আবশ্যক হয়, প্রাণত্যাগ ক'রবো, তুমি তাঁরে আন, মা !

কাদ। আ গেল যা ! শুন্‌বি না আপনি বক্‌বি ? তোরে তো ব'ল্‌লুম, ভালবাসা হ'লে গড়ে, একটা মাঝখানে পাঁচীল তোলে।

সুশীলা। মা, তুমি বল গে, আমার বুকে শেল বিঁধে আছে, বল গে।

কাদ। আমি সে সব ব'লেছি, আমার কথায় বোঝে নি, এখন তুই আপনি বোঝাতে পারিস্ দেখ্।

সুশীলা। কই মা !—কোথায় তিনি ? কোথায় তিনি ?

কাদ। ব্যস্ত হ'লে বাছা হবে না, আমার কথা শোন ! এনে দিই ; ঐ কাপড়[illegible]নাও, ও ঘরে যাও ছাড় গে, মাথাটা আঁচড়াও, তোমার গহনার বাক্সো তো পেয়েছ, গহনাগুলি পর গে, সে এলে আর ঘোমটা টেনে ব'সে থেক না।

সুশীলা। হ্যাঁ মা, সত্যি পাব ?

কাদ। রাক্ষুসি ! তুই কি মনে ক'রেছিস্, আমার মেয়েকে সাজাব মিছিমিছি ? জামায়ের জন্যে মেয়ের আদর—মেয়ের সাজগোজ, তা জানিস্ ? আমি কি তোর তেম্‌নি মা ? যে মেয়ের মায়া ক'রে বিধবা মেয়েকে কাপড় পরাব, চুল বাঁধাব ?

সুশীলা। মা, তুমি যথার্থই আমার দুঃখ দেখে কৈলাস থেকে এসেছ ?

কাদ। যা, এই ঘরে যা।

[সুশীলার প্রস্থান।

(নবর প্রবেশ)

কাদ। কি হ'লো ?

নব। ব'ল্লে, কাপড় ছেড়ে আস্‌ছি।

কাদ। আহা, সঙ্গে ক'রে আনলে না ?

নব। হ্যাঁ, সে কি না কথার বশ, ছেলেটা সঙ্গে ক'রে আন্‌লে না ?

কাদ। সে এ বাড়ীতে আস্‌বে তো ?

নব। হ্যাঁ, তারে আমি ব'লেছি যে বাড়ীতে কেউ নেই ; বউতে আর সুশীলাতে মোহিনীবাবুর বাড়ী গিয়েছে, সে কি শোনে, বউ পাল্কী ক'রে মোহিনীবাবুর বাড়ী যাচ্ছিল, রাস্তায় দেখেছিল, তাই বিশ্বাস ক'রলে।

কাদ। ব্যাটাকে আজ খুব জব্দ ক'র্‌বো।

নব। কি রকম ? কি রকম ?

কাদ। তুমি আড়ালে থেকে দেখ না।

(সাহেবের পরিচ্ছদে অঘোরের প্রবেশ)

নব। এই যে ব্যাটা সাহেবের ছেলে।

অঘোর। এই যে ব্যাটা বাবার নাতি।

নব। কেন রে ব্যাটা, এখন আবার বহুরূপী সেজে কেন ?

অঘোর। বাবা, আমি ফাঁকা আওয়াজ দিই নি, কি জানি বাবা, শত্তুরের শিবিরে প্রবেশ ক'রবো, যদি কেউ উঁকি-ঝুঁকি টে মারে, হঠাৎ তাড়া ক'রতে পারবে না। আর রেল গাড়ীর সুবিধে, ক্রোড়পতি যাও না কেন, চাপরাসী ভায়া গলাধাক্কা দেবেনই, আর একটা কোট দেখ্‌লে বুক পেতে দিচ্ছেন, পাছে বুট্-পরা পায়ে ব্যথা লাগে।

কাদ। তুমি কোথাও যাবে না কি ?

অঘোর। হাঁ শাশুড়ী, আজ বিদায় হবো, তোমাকে নমস্কার, খুড়োকে নমস্কার ক'রে কোথাও গে ব'সবো।

কাদ। কেন, সুশীলার সঙ্গে দেখা কর না ?

অঘোর। কেন, খুড়োকে বে কর না ?

কাদ। এই কথার কি এই জবাব রে পাজী !

নব। কেন, তোর একি পাগ্‌লামো ?

অঘোর। তোম্‌রাই ঘোট খাইয়েছিলে বাবা, কিন্তু এ রত্ন আমার নয়, একরকম ধ্যানে-পূজোয় আছে, সে বেশ ! আমি কি একটা বিভ্রাট ঘটাবো ? সে হ'লো স্বর্ণপদ্ম, আমি হ'লেম কোলাব্যাং, তার অপাঙ্গের সৌরভে দশদিক আমোদ হয়, আমার গায়ের বাতাসে দেশ জ্ব'লে

যায়, সে দেবতা আর আমি পশু! সে আলো, আর আমি অন্ধকার,—মিল্‌বে কেন বাবা ?

কাদ। নব, একটু সর, আমি একটা কথা বলি।

[নবর প্রস্থান।

অঘোর। কথার আগে বাবা এই টাকা ক'টা নাও, এ বাটপাড়ীর ধন নয়, ভিক্ষে তো ক'রে থাক বাবা, না হয় জামা'য়ের ঠেঁয়েই ক'ল্লে।

কাদ। আচ্ছা, আমি তোর টাকা নিই, তুই যদি একটা জিনিস নিস্‌।

অঘোর। হাঁ, হাঁ, খুড়ো ব'ল্‌ছিল বটে, তুমি কি দিতে চেয়েছ ?

কাদ। (গীত)

যদি যত্ন কর দিই তোমার করে,
নইলে কাঁচা সোণা, চাঁদের কোনা, আদরে রাখি ঘরে।
অতুলনা আমার এ রতন,
কারুর ঘরে আছে কি এমন,
পরকে দিতে সরে না তো মন,
সাধ থাকে নাও, নয় স'রে যাও, দিতে চাই নি জোর ক'রে।

অঘোর। সাবাস্‌ বেটী, সাবাস্‌ বেটী! (সুর করিয়া)

"মাসী, অমন কথা কেন বল্লে—
নির্ব্বাণ আগুন কেন হুড়ো দিয়ে জাল্‌লে ?"

কি জিনিস দেবে দাও বাবা, চট্‌পট বেরিয়ে যাই।

কাদ। ওই যা! বুঝি এ ঘরে ফেলে এসেছি!

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

অঘোর। এই যে বাবা, বাদ্দির সেরা বাদ্দি বাজ্‌ছে, মলের আওয়াজ কোথা থেকে, কোন্‌ বীর হানা দিচ্ছে ? আমি একটু গ্রামভারি হ'য়ে বসি।

(সুসজ্জিতা সুশীলার প্রবেশ)

ইস্‌! এ-ও যে গ্রামভারি।

সুশীলা। সাহেব, কে তুমি ভদ্দর লোকের বাড়ীর ভেতর ব'সে আছ ?

অঘোর। (স্বগত) ও বাবা! এ যে দেখ্‌ছি, আমার তিনি, সেপাই ঘাটি আট্‌কেছে পালাবার যো নেই, এমন গ্রামভারি তো কখন দেখি নি।

সুশীলা। সাহেব, কথা ক'চ্ছ না যে ?

অঘোর। তুমি কি ব'ল্‌ছ বিবি ? হাম বাঙ্গালা বুঝে না।

সুশীলা। এই যে বেশ বাঙ্গলা বোঝ; ভদ্দর লোকের বাড়ীর ভেতর সেঁধিয়েছ যে ?

অঘোর। পথ ভুল্‌কে আয়া বিবি, পথ ভুলকে আয়া।

সুশীলা। পথ ভুলে অন্দরমহলে সেঁধিয়েছ ?

অঘোর। হাম রাস্তাবন্দী-সাহেব হ্যায়, ঘর জরিপ করনে আয়া

সুশীলা। না, তোমার কি কুমতলব আছে।

অঘোর। কুচ নেই বিবি, কুচ নেই! হাম যা'টা, হাম যা'টা।

সুশীলা। যাবে কোথা ? (পথরোধ করিয়া), দাঁড়াও পাহারাওয়ালা ডাক্‌ছি, তুমি চোর।

অঘোর। (স্বগত) ইস্‌! বাবা নিগম না জেনে ব্যূহ ভেদ ক'রে ভাল করি নি। (প্রকাশ্যে) নেই বিবি, হাম্‌কো ছোড় দেও, এই কানমলা হ্যায়, নাকমলা হ্যায়, হাম এ তরফ নেই আওয়েগা, একদম কলকেতা ছোড়কে চলা যাতা।

সুশীলা। ইস্‌! কি [illegible]া ব'লছ ? হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই আর কি, তুমি কি ক'র্‌তে এসেছ, বল ?

অঘোর। তোমরা নবাখুড়োকা বাপ্‌কা সাধি দেনে আয়া।

সুশীলা। সাহেব, তুমি সাধি ক'র্‌বে ? করতো বল ?

অঘোর। নেই বিবি, নেই, হাম চলে।

সুশীলা। দেখ, এক কাজ কর, যদি রাজী হও তো ছেড়ে দিই।

অঘোর। কেয়া বলো ?

সুশীলা। আমার তো স্বামী আসে না, মনের মতন পুরুষ পাই নি, তোমায় আমার পছন্দ হ'য়েছে, আমায় সাধি ক'র্‌বে ? হেঁট হয়ে রইলে যে ? আমার মুখ পানে চাও, পছন্দ হয় কি না বল ?

অঘোর। নেই, তোম্‌ কালা হ্যায়, হাম্‌কো পছন্দ নেই হোতা; হাম্‌কো ছোড় দেও।

সুশীলা। সেকি সাহেব ? আমি সোণার কমল, সৌরভে দেশ আমোদ করে, তা তুমি ফিরে চাচ্ছ না তো, দেখ্‌বে কি ?

অঘোর। (স্বগত) একি বাবা, সাজস না কি? (প্রকাশ্যে) তোম্ পরপুরুষসে বাত কর্‌তা, আচ্ছা নেই।

সুশীলা। পরপুরুষ আবার কোথায় সাহেব? তুমি তো ঘরের পুরুষ, ঘরে এসেছ।

অঘোর। এ সব বুরাবাত হামসে মৎ বলো, হামারা আচ্ছা মেম্ হ্যায়।

সুশীলা। কোন্ শালী তোমার মেম ছাড়তে ব'লছে, আমার সঙ্গে আলাপ কর, তোমার মেমের মতন না হ'তে পারি, তখন তুমি চ'লে যেও, নাও, ফেরো।

(গোঁপ ধরিয়া টানিতেই গোঁপ খুলিয়া যাইল)

একি সাহেব?

অঘোর। দূর হোক্, সাজস্ বাবা সাজস, আমি বুঝেছি।

সুশীলা। তুমি যে দেখ্‌ছি বাঙ্গালী, তা বেশ হ'য়েছে, আমি তোমার মতন চেহারা বড় ভালবাসি, এই দেখ অমনি চেহারা বুকে ক'রে রেখেছি।

(অঘোরকে ফটো দেখান)

অঘোর। (নিজ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া) প্রিয়ে, আমি বুঝেছি, হৃদয়েশ্বরি! হৃদয়ে এস।

(নেপথ্যে হৈমবতী)। সুশীলা!—

সুশীলা। মা এয়েছেন।

অঘোর। আমায় কোথাও লুকিয়ে রাখ, হটাৎ দেখ্‌লে ব'লবে—তোমায় ভূতে পেয়েছে।

সুশীলা। কেন, তুমি থাক না।

অঘোর। তুমি বোঝ না, বেশী আহ্লাদও ভাল নয়।

সুশীলা। তবে তুমি ওই ঘরে যাও।

[অঘোরের প্রস্থান।

(নেপথ্যে হৈমবতী)। সুশীলা!—

সুশীলা। যাই গো।

(হৈমবতী ও কাদম্বিনীর প্রবেশ)

হৈম। সত্যি না কি? কোথায় গেল?

কাদ। আমি কাপড় ছাড়িয়ে আন্‌ছি, তোমার জামাই আবার সাহেব সেজে এসেছে।

[কাদম্বিনীর প্রস্থান।

সুশীলা। ওমা, ও মা!—এই যে বাবা, এই যে বাবা!

হৈম। আহা, সুশীলা! দেখ্—মুখ দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়।

(হরিশের প্রবেশ)

সুশীলা। বাবা, তোমার আর ভয় নেই, তুমি কোথায় ছিলে? চারিদিকে সব লোক খুঁজতে গিয়েছে।

হরিশ। কেন, বাঁশবনে ছিলুম, গিন্নি তা জানে, ধরিয়ে দিতে পার নি?

হৈম। ও কি বল্‌ছো, তোমার কিছু ভয় নেই।

হরিশ। হবে।

সুশীলা। বাবা, তুমি স্নান ক'রে ফেল, কাপড় ছাড়।

হরিশ। হাঁ,—নূতন কাপড় প'র্‌বো—তুমিও প'রেছ—আমিও প'র্‌বো—তোমরা কোথা গিয়েছিলে?

হৈম। হেমাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।

হরিশ। মেয়ে নিয়ে?

হৈম। হাঁ, সুশীলা গিয়েছিল, আমি গিয়েছিলুম, নীলমাধব গিয়েছিল।

হরিশ। তোমাদের বেশ স্বচ্ছল দেখ্‌ছি—বেশ বাড়ী—বেশ কাপড়—

সুশীলা। বাবা, আমাদের পুরোণো বাড়ী ফিরে পাবো, তোমার জন্তেই মা যান নি।

হরিশ। বটে, বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে, আমার কাছে দুঃখ পেয়েছ—বাঁশবনে ছিলুম, তোমরা বেশ দোতালায়, আমি কুকুর তাড়িয়ে ভাত খেয়েছি, তোমাদের বেশ চলেছে, আমার এই ছিন্নবস্ত্র, তোমরা বেশ নূতন কাপড় প'রেছ,—বেশ হ'য়েছে, আমি খুসি হ'য়েছি।

হৈম। তিরস্কার কর, আমি তিরস্কারের উপযুক্ত বটে; আমি সে কুটীর ছেড়ে আস্‌তে চাই নি, তোমায় দেখ্‌তে পেলুম না, ঠাকুরপো জেদ্ ক'র্‌লে, ধরণী জেদ ক'র্‌লে, নীলমাধব জেদ্ ক'র্‌লে, তাই আমি এ বাড়ীতে এসেছি; আমায় যে কাপড়ে দেখেছিলে, সে কাপড় আমি ছাড়তে চাই নি, সেও তোমার মতন ছিন্ন, ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়েছি, কিন্তু ভয়ে ছেড়েছি, তোমার কল্যাণের জন্য ছেড়েছি, বিধবা-আচারে পাছে তোমার অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে ছেড়েছি।

হরিশ। বেশ! নীলমাধব ব'ল্লে—কুটীর ছেড়ে এলে, নূতন কাপড়—আপনার জেদে প'রলে; মেয়েকেও পরিয়েছ,

বেশ স্বচ্ছলে আছ—মো'হিনী ঠিক ব'লেছিল, টাকায় সব হয়।

হৈম। তুমি কি ব'লছো!—তোমার কথা শুনে গা শিউরে ওঠে।

হরিশ। কিছু না—আমি আর কি ব'লবো? যাতে তোমার মত—যাতে নীলমাধবের মত—যাতে সুশীলার মত—তাতে আমি কি ব'লবো? ব'ললেই বা তোমরা শুনবে কেন? স্বচ্ছল হয়েছ—স্বচ্ছল হয়েছ,—আমি কবে জেলে যাই, আমার মত কি?

হৈম। কি গো, কিসের মত? তোমার অমতে কি ক'রেছি?

হরিশ। ব'ল্লে না—নীলমাধবের মতে দোতালায় এসেছ, তোমার মতে কাপড় প'রেছ, নবর মতে স্বচ্ছল হ'য়েছ, সুশীলার মতে হেমাঙ্গিনীকে দেখ্‌তে গিয়েছ।

হৈম। চল, তোমার সঙ্গে কুটীরে যাই, গাছতলায় যাই।

হরিশ। কেন, আমিই বা কুটীরে যাব কেন, গাছতলায়ই বা যাই কেন? বেশ বাড়ী পেয়েছি—অন্ততঃ একদিন শুই, আমার কুটীরে আর সক নেই, গাছতলায় আর সক নেই।

সুশীলা। বাবা, বাবা, তোমার অমতে গিয়েছিলুম—ভাল করি নি, আমায় ক্ষমা কর।

হরিশ। কিসের অমত! আমি যখন জামিন হ'য়েছিলুম, তোমাদের মত চেয়েছিলুম? তোমাদের পথে দাঁড় করিয়েছি, ছেলেকে বাঁধিয়েছি, এখন তোমরা মত ক'রে যদি বাড়ীতে এসে থাক, আমি বাধা দেবো? আমি যেন কুকুর-বেড়ালের এঁটো খেয়েছি, তোম্‌রা খাবে? যাও, গিন্নিকে একটা কথা ব'লবো।

[সুশীলার প্রস্থান।

হৈম। কি ব'লবে? তুমি কেন রাগ ক'রছো? আমার তো কিছু অপরাধ নেই।

হরিশ। রাগ ক'রেছি কে ব'ল্লে? রাগ করি নি, আমার সব মনে পড়ছে—মনে পড়ছে কি জান? আমাদের বের দিন—সুশীলার ভাতের দিন—নীলমাধব হবার দিন—সুশীলা বিধবা হবার দিন—যে দিন বাঁধা যাই—যে দিন মোহিনী ব্যাটাকে গুলি করি—গাছতলায় শুয়ে কুকুরের এঁটো ভাত খাই—বাতাস ডাক্‌লে চম্‌কে উঠেছি—পাত নড়লে চম্‌কে উঠেছি—এখনও চম্‌কাচ্ছি,—সব, সব, সব, একে একে মনে পড়ছে—গুলি ক'রেছিলুম কেন জান? আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল ব'লে না—সর্ব্বনাশ ক'রেছিল ব'লে না—তুমি পথে দাঁড়িয়েছিলে ব'লে না—আমায় বাঁধিয়েছিল ব'লে না—তবে কি শুন্‌বে?

হৈম। তুমি অমন ক'র্‌ছো কেন? স্থির হও, স্নান কর, খাও দাও, তার পর শুন্‌বো।

হরিশ। আমি বেশ স্থির আছি, এক কথা ধ'রে স্থির আছি, তার আর নড় চড় নেই। গুলি ক'রেছিলুম কেন জান? সহজে নরহত্যা ক'রতে চাই নি—নরহত্যায় আমার ঘৃণা ছিল, তবে—তবে—হো—হো হো!

হৈম। কি ব'লছো বলে ফেল, মনের আগুন রেখো না!

হরিশ। ভয় নেই, এ আগুনে আর কেউ পুড়বেনা; বার ক'রবার যো নেই, আগুন শিরায় শিরায় আছে! অস্থিতে অস্থিতে আছে! মজ্জায় মজ্জায় আছে! সর্ব্ব স্থানে আছে!

হৈম। তুমি মোহিনীবাবুকে মাপ কর।

হরিশ। মাপ ক'রেছি, আর আমার কারুর উপর রাগ নেই, আপনার উপর রাগ আছে, আমার জন্মের উপর রাগ আছে। কেন মানুষ হ'য়েছিলুম, তাই ভাবছি,—শুনলে না? শুনলে না? কেন গুলি ক'রেছিলুম শুন্‌লে না? আমি পালাচ্ছি, হাঁপিয়ে একজনের কাণাচে লুকিয়েছি, অমনি শুন্‌লুম, কাণের কাছে বাজ ডাক্‌লো! এখনো মাথার ভেতর ডাক্‌ছে! কি শুন্‌লুম? "শনি, সুশীলাকে এনে দে—আমি চায়, দেবো!" বাজ ডাক্‌লো! বাজ ডাক্‌লো! মূর্চ্ছা যেতে যেতে সাম্‌লে গেলুম; তাই নরহত্যা ক'র্‌তে গিয়েছিলুম, বুঝ্‌লে? যাও, কথা হ'য়েছে।

হৈম। কোথায় যাবো? তুমি নাইবে এস।

হরিশ। না, বড্ড ঘুম পেয়েছে, বড্ড ঘুম পেয়েছে, শরীর ভাল বোধ হ'চ্ছেনা, আমি ঘুমুবো, ভাল ক'রে ঘুমুবো।

হৈম। তা শোবে এস, বিছানায় শোবে এস।

হরিশ। উহুঁ, বোঝ না, বিছানায় শুতে পারব কেন, দেড় মাস গাছতলায় শুচ্ছি, দেড় মাস গাছতলায় শুচ্ছি, সেখানে নইলে আমার ঘুম হবে না। ব'ল্লে না, মোহিনী

তোমাদের বাড়ী ফিরিয়ে দেবে? —বেশ হ'য়েছে! আমার পৈতৃক ভিটে বজায় হ'লো, টাকায় সব হয়! টাকায় সব হয়! আমি বুঝ্‌তে পারি নি, আমি বুঝ্‌তে পারি নি।

হৈম। তুমি কি কিছু সন্দেহ করেছ? তোমার কথা শুনে আমার বুক কাঁপ্‌ছে।

হরিশ। সন্দেহ কি, সন্দেহ আর নেই, তুমিই বোঝ না—কিসে সন্দেহ থাক্‌বে? আজ যে তাড়িয়ে দিলে, স্বামীকে বাঁধিয়ে দিলে, তার বাড়ীতে মেয়ে সঙ্গে ক'রে আছ? নীলমাধব বোনের হাত ধ'রে যাচ্ছে, কুটীর থেকে অট্টালিকায় উঠেছ, দেখ্‌ছি, বেশ সুখে আছ—মোহিনী বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ছিল, তাড়িয়ে দিয়েছিল, ভাব হ'য়েছে, আবার সব ক'রে দিচ্ছে! এতে সন্দেহ কি থাক্‌বে বল? চোখে দেখে সন্দেহ কি? যা চাও, তা পেয়েছ, তার আর পরোয়া কি? তুমি যা চাও—মেয়ে যা চায়—ছেলে যা চায়—যা পেয়েছ, আমি যা চাই তা পাব, যাও—আমি ঘুমুই।

হৈম। তুমি কি আমায় এত নীচ অন্তঃকরণ মনে কর? আমি যদি নীচ হই, তোমার ঔরসের ছেলে-মেয়ে নীচ নয়। তুমি কি ব'ল্‌ছো? কি কুৎসিৎ মেঘে তোমার উজ্জ্বল মন ঢাকা দিয়েছে!

হরিশ। বুঝেছি, এস, আমি ঘুমুই।

হৈম। তোমার কাছ থেকে যেতে যে আমার ভয় ক'রছে, তোমার মুখ দেখে যে আমার প্রাণ শুকুচ্ছে!

হরিশ। কিছু না, কিছু না, বড় ক্লান্তি! বড় দেহ ভার, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি, ঘুমুলে সুস্থ হব।

হৈম। তা এইখানে ঘুমোও, আমি বাতাস করি।

হরিশ। না, একে সে শ্যাল-কুকুরের রব নেই, একে সে হৈঃ-হৈঃ শব্দ নেই, একে সে আকাশ মাথায় নেই—দোতালা—তায় মানুষ কাছে, একলা ঘুমুবো, বুঝেছ? তুমি যাও, একটা কথা রাখ, আমায় ঘুমুতে দাও; যদি না যাও বল, ফের বাঁশতলায় সেঁধুই। গিন্নি, শোন। তোমার কিছু বলবার আছে? ও সব না, তুমি নীচ না—ছেলে-মেয়ে নীচ না—ও সব আমি জানি। আমার ছেলে-মেয়ে নীচ হবে কেমন ক'রে? ও সব কথা না, অন্য কিছু কথা আছে? কিছু, কিছু বলবার আছে?

হৈম। কি ব'ল্‌ছো?

হরিশ। কিছু না, আমার কিছু বলবার নেই, তুমি যাও।

হৈম। দোর দিচ্ছ কেন—দোর দিচ্ছ কেন?

হরিশ। নীলমাধব এলে দোর খুলিও, ততক্ষণ কেউ না ত্যক্ত করে।

[হৈমবতীর প্রস্থান।

(নেপথ্যে হৈমবতী)। নীলমাধব এলে পাঠিয়ে দেবো?

হরিশ। হুঁ! (স্বগত) প্রতিশোধ নেই! মোহিনীকে মারতে পারি—নীলমাধবকে মারতে পারি—সুশীলাকে মারতে পারি—গিন্নিকে মারতে পারি—তাতেও কি প্রতিশোধ হবে?—আমার এক লহমার জ্বালা কি জুড়'বে? মৃত্যু ত সুখ;—তবে নরহত্যা কেন! তবে স্ত্রীহত্যা কেন! এ জ্বালা ম'লে নিব্‌তে পারে? ম'লে না নেবে, এর চেয়ে আর বেশী কি হবে? দেহ ভার—দেহ ভার, আর সয় না, আর কোথাও যাই, আর কোথাও যাই, নরক আর কত ভয়ঙ্কর হবে? আশ্চর্য্য! এই পৃথিবীর এমন শ্যামকান্তি—এই ফলেফুলে সুশোভিত—এই সূর্য্যের দীপ্তি—এই চন্দ্রতারকার শোভা—কিন্তু এ অপেক্ষা আর নরক কোথায় সম্ভব? হৃদয়ে কোটী কোটী অগ্নি, নরকে সে অগ্নি নাই—কবি-কল্পনায় সে অগ্নি নাই,—ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সে অগ্নি নাই! পৃথিবী, যেথায় যাই—তোমা অপেক্ষা সুন্দর স্থান—কিন্তু (পদশব্দ শুনিয়া) কিছু না—মনের ভ্রম। (বন্দুক বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হওন)

(অঘোর, সুশীলা ও হৈমবতীর প্রবেশ)

(অঘোর কর্তৃক হরিশের হস্ত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লওন)

হরিশ। কে তুই?

অঘোর। আমি জামাই ভূত।

সুশীলা। বাবা, আমি অপবিত্রা ব'লে আত্মহত্যা ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলেন, আপনার সন্দেহ—আমরা মোহিনী বাবুর বাড়ী যাই,—কিন্তু বাবা, জিজ্ঞাসা করি, সে কার শিক্ষায়? কে আমার কথা ফুট্‌তে ফুট্‌তে শিখিয়েছিল—পরোপকার পরম ধর্ম্ম! কে আমায় শিখিয়েছিল, শত্রুকেও স্নেহ ক'রবে? কে আমায় শিখিয়েছিল, অনাথাকে আশ্রয় দেবে? কে আমায় শিখিয়েছিল, পরোপকারে প্রাণ বিসর্জ্জন

দেবে? শুদ্ধ কথায় নয়, কার্য্যে কে দেখিয়েছিল, পরোপকার পরমব্রত! যদি মোহিনীবাবুর বাড়ী গিয়ে থাকি, সে আপনার শিক্ষামত! এতে মাকে কেন দোষী করেন? কাকাকে কেন দোষী করেন? দাদাকে কেন দোষী করেন? নির্দ্দোষী বালিকা যদি আমায় দেখ্‌লে বাঁচে, আপনি কি সেখানে যেতে আমায় বারণ করেন? আমি ভেবেছিলুম, যদি না যাই, আপনি ঘৃণা ক'র্‌বেন, কথা ব'লবেন না,আমি সেই ভয়ে গিয়েছিলুম, বালিকার প্রাণরক্ষা ক'র্‌তে গিয়েছিলুম,—বাবা, আমি কি কলঙ্কিনী? আমার পানে চেয়ে দেখুন, আমার মুখে কি কলঙ্কের চিহ্ন?

অঘোর। ম'শাই, "মার চেয়ে যে দরদী, তাকে বলে ডান।" আমি যখন সন্দেহ ক'রছি নি, আপনি কেন সন্দেহ করেন?

হরিশ। কে, অঘোর?

অঘোর। আজ্ঞা হাঁ, সে অনেক কথা, পরে শুন্‌বেন, এঁদের সান্ত্বনা করুন, এঁরা বড় ব্যাকুল হ'য়েছেন। বাবা! এমন কমিডি (Comedy) হ'চ্ছিল, তুমি ট্রেজিডি (Tragedy) ক'রতে চাও।

হরিশ। মা, আমি বুঝ্‌তে পারিনি, আমি এ সকল কথা জানতেম না, আমি পাগল অবস্থায় কি ক'রেছি, মনে করো না। গিন্নি, আমি উন্মাদ হ'য়েছিলুম, তুমি বুঝেছ, নইলে তোমাকে সন্দেহ করি, নবকে সন্দেহ করি, নীলমাধবকে সন্দেহ করি, সুশীলাকে সন্দেহ করি?— আমি দুর্ব্বল, বিপদে কাতর হ'য়েছিলুম, কিন্তু তোমরা লোকশিক্ষা দিলে, বিপদে লোককে কিরূপ ধৈর্য্যশীল হ'তে হয়।

সুশীলা। বাবা!—

হরিশ। বাবা অঘোর, আমার কাঙ্গালের রত্ন ব'লে কি তোমার মনে ধরে নি?

হেম। বাবা, তুমি আজ সপরিবারকে জীবনদান ক'র্‌লে। আর বাবা, তোমার বাঁদিকে ছেড়ে থেকো না।

(নীলমাধব, নব, মোহিনী ও ধরণীর সহিত

কমলা ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

মোহিনী। হরিশ, তুমি কি আমায় মাপ ক'রতে পার্‌বে? ভেবে দেখ, মাপ করা তোমার বড় কথা না, তুমি বাল্যকাল থেকে আমায় মাপ ক'রে আস্‌ছো, আর একবার মাপ কর।

হরিশ। মোহিনী, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্তি হ'লো কেন? আমি কি কখন[ও] কিছু অপরাধ ক'রেছিলুম?

মোহিনী। ধন-মদ-মাত'লের আবার প্রবৃত্তি, অপ্রবৃ[ত্তি] কি? অর্থের আশ্চর্য্য মহিমা! এই অর্থকে আমি সর্ব[স্ব] জ্ঞান ক'রেছি, কি মত্ততা! কেউবা মনে ক'রতে পারে,— 'আমি অর্থহীন,অর্থ হ'লে অকাতরে দান ক'রে দেশের দুঃ[খ] নিবারণ ক'র্‌তে পারতুম,—অনাথার, বিধবার অশ্রু[জল] মোচন ক'রতে পারতুম, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিতুম, নিরাশ্রয়[কে] আশ্রয় দিতুম!' কিন্তু না—তার ভ্রম। যার অর্থ নাই,— অর্থ কি বিষময় পদার্থ—সে জানে না, অর্থে কেবল অন[র্থ] হয়, দুর্ব্বলকে আশ্রয় দেওয়া দূরে যাক্, দুর্ব্বল-পীড়ন প্র[বৃত্তি] শিক্ষা দেয়। অষ্টপ্রহর মনকে উপদেশ দেয়,—'সতীর সতী[ত্ব] নাশ কর, পরের অপহরণ কর!' এই অর্থের প্রতারণায় [যে] প্রতারিত না হয়—সে সাধু; আমি মত্ত হ'য়েছিলুম।

হরিশ। মোহিনী, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আর আবার—'বাল্যকালের বন্ধু'।

মোহিনী। না, তোমার মুখের কথা নেব না, আম[ায়] প্রমাণ দাও। সামান্য প্রমাণে শুন্‌বো না; আমি পূর্ব্বে[র] যদি তুমি নীলমাধবকে আমায় দাও, তা' হলে জান্‌বো [যে] আমরা আবার 'বাল্যবন্ধুই' বটে; আমি বিনামূল্যে নে[ব] না, আমার এই মেয়ে তোমায় দিলুম, এ অপেক্ষা অ[ধিক] ধন আর আমার নাই। দেখনহাসি, মা সুশীলা, তোম[রা] আমার হ'য়ে অনুরোধ কর, হেমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, [বে]... তোমাদের।

হরিশ। মোহিনী, আজ বড় সুখের দিন! হেমাঙ্গি[নী] মা, এদিকে এস; বাবা নীলমাধব, আমার বন্ধুর দান, ... যত্নে রেখো।

মোহিনী। বাবা নীলমাধব, এই তোমার বিবা[হের] যৌতুক। (দলীল প্রদান) তুমিই আমার অর্থের উত্ত[রা]-অধিকারী! আমার হাতে যেমন এই অর্থে অনর্থ ... ক'রেছে, তোমার হাতে মরুভূমে বারিধারার ন্যায় তাপি[ত] শীতল ক'র্‌বে।

নব। দাদা, আজ কি আমোদের দিন, আজ কি আমোদের দিন।

(কাদম্বিনীর প্রবেশ)

কাদ। মোহিনী! মোহিনী! আমি ব'লেছিলুম—আবার দেখা ক'রবো,—"যে দিন তুমি সম্পত্তিহীন হবে, সেইদিন দেখা ক'রবো।" আজ তুমি আমার ছেলেকে দিয়ে সম্পত্তিহীন হ'লে, এই আমার শেষ দেখা। হরিশবাবু জানেন না—নীলমাধব আমার ছেলে, ওরে গঙ্গাত'রে কুড়িয়ে পেয়েছি।

মোহিনী। কাদম্বিনী, তোমার কথায় বোধ হ'চ্ছে, আমায় তুমি মার্জ্জনা ক'রেছ, কিন্তু আমি তো নির্ধন হই নি, আমার সাত রাজার ধন নীলমাধবকে পেয়েছি।

অঘোর। (জনান্তিকে) খুড়ো, আমার কথা শুনলে না? তুমি বেটাই গোঁদা র'য়ে গেলে।

হেম। হ্যা লো 'বেন' বল্‌বি, না 'দেখনহাসি' বল্‌বি?

কমলা। তুই আগে তোর মিন্সের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা ঠিক কর।

সুশীলা। বরকে ছড়া ব'লতে পারবি তো?

হেমা। সুশীলা দিদি, সে ছবিখানা ভাল না, এইবার তোর ভাতার আমার পছন্দ হ'য়েছে।

অঘোর। (জনান্তিকে) নীলমাধব বাবু, বোঝ ভাই, যদি ভগ্নিপোত না পছন্দ হয়, এই বেলা ব'দ্‌লে ফেল, এই পছন্দসই ধরণীবাবু র'য়েছেন।

ধরণী। দূর শালা চ্যাটা।

অঘোর। সকলে মনে ক'রছেন চ্যাটাই বটে, কয়লা ধু'লে যায়না বাবা, কিন্তু চুরিটে-চামারিটে করছি নি! যদি না বিশ্বাস করেন, (সুশীলার প্রতি) ঐ জামিন রইলো।

মোহিনী। হরিশ, এই কি তোমার জামাই?

হরিশ। হ্যা, এই আমার **হারানিধি**।

যবনিকা।

রাবণবধ

(পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য)

[৬ই শ্রাবণ, ১২৮৮ সাল, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

"নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃ-চূড়ামণি।"

* * *

"কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি -
এ বঙ্গের অলঙ্কার !——"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

সি, এস, আই, মহোদয় শ্রীচরণেষু—

দেব !

ক্ষুদ্র যজ্ঞের ফলাফলও যজ্ঞেশ্বর হরিতে অর্পিত হয়। এ দৃশ্য-কাব্যখানি জন-পালক রাজ-করে অর্পণ করিলাম। মহাত্মন! নিজগুণে গ্রহণ করিবেন, কমল ক্ষুদ্র হইলেও ভানু-করেই বিকাশ পায়। ইতি—

কলিকাতা, বাগবাজার
১২৮৮ সাল

সেবক
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

(পুরুষ)

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, রাম, লক্ষণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, রাবণ, বিভীষণ, শুক, সারণ, মন্ত্রী, তাল, বেতাল, বানর-সৈন্যগণ, রাক্ষসসেনানায়ক, রাক্ষসদূত, রাক্ষস-সৈন্যগণ, প্রমথগণ, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

দুর্গা, কালী, সীতা, নিকষা, মন্দোদরী, সরমা, ত্রিজটা, যোগিনীগণ, অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—০::০—

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

রাবণ, নিকষা ও সেনানায়কগণ।

নিকষা। ধর বৎস,
ধর উপদেশ, রাখ বাক্য জননীর।
প্রাণ কাঁদে, তাই বলি তোরে,
কেন প্রাণ হারাও আহবে?
কর আপন কল্যাণ, রাখ জননীর মান।
ঠেকেছ, জেনেছ পুত্র-শোক,
জেনে শুনে কেন—মহাজ্ঞানী তুমি—
হান সেই শেল মায়ের হৃদয়ে!
ফিরাইয়ে দেহ ভিখারীর ধন ভিখারীরে,
রাজ-ধর্ম্ম করহ পালন।
দমিয়াছ ইন্দ্র চন্দ্র যমে কুবের বরুণে,
নহে দপী রঘুপতি—
ত্রিভুবনপতি! কি কারণে তবে
বিবাদ তাহার সনে?
উচ্চ আশা তব, নাশিবে নরককুণ্ড,
স্বর্গের সোপান গঠিবে বাসনা মনে;
তুলিয়াছ হেন উচ্চ আশা
মাতিয়া কি ছার রণে?
অধর্ম্মের জয় কভু নয়,
তাই ছার নরের সংগ্রামে
হতশ্রী এ স্বর্ণলঙ্কা!
দম দুষ্টজনে, প্রজার পালনে হও রত;
দেহ ফিরে ভিখারীরে ভিখারীর ধন।
রাবণ। মাতঃ! ক্ষমা কর মোরে।
নাশিয়াছি নিজ বুদ্ধিদোষে ইন্দ্রজিতে,
মহারথী কুম্ভকর্ণ মহাশূরে,
মহাপাশ দেবত্রাস অতিকায়,—
সে মহীরাবণ—কাঁপিত ভুবন যার ডরে।
হ'ল সর্ব্বনাশ, এবে রাজ্য আশ
করিব কি সুখে, কহ তা জননি, মোরে!
পুত্রের কল্যাণ করিতে বিধান
এসেছ জননী তুমি;
তিনলোকে, কহ মাতঃ,
লক্ষ পুত্র-শোকে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধরে?
শাসন করিব দেবরাজে পুনঃ কার তেজে,
নাহি মোর ইন্দ্রজিত,
বধিয়াছে তারে দুর্জ্জয় বানর নরে!
শূন্য নিদ্রাগার, নাহি কুম্ভকর্ণ আর,
আর কি শমন ডরিবে আমায় মাতঃ!
বীরবাহু ছিন্নবাহু সাগরের তীরে।
ত্যজি মান, এ ছার জীবন
রাখিব কি সুখে, মাতঃ!
তিনলোক-ত্রাস দুর্জ্জয় রথীন্দ্রবৃন্দ,
ছার নর বানরের রণে
ত্যজিয়াছে কলেবর,—
প্রতিশোধ নাহি দিয়ে তার,
বুজা'ব নরককুণ্ড!
স্বর্গে সুখ কি আমার চক্ষে!
পুত্রশোকে তাপিত মা আমি,
ইন্দ্রজিত পুত্র হত! তবে কি কারণে
স্বর্গের সোপান গঠিব জননি!
গ্রহ তারা নভঃস্থল—
কম্পিত শমন পুরন্দর আদি—
হেন দর্প দিব বিসর্জ্জন ভিখারীর পায়!
যবে ধরি ধনু করে,
ঘোর সিংহনাদে প্রবেশ করেছি রণে—
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি চরাচর
কে কবে হ'য়েছে স্থির?
যদি যায় প্রাণ মাতঃ! কর গো কল্যাণ,
সেই দর্পে, সেই শরাসন করে,
সেই রণক্ষেত্রে—আনন্দ যথায় মম—
হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায়!
আর বুঝা'ও না—বুঝাইলে মাতঃ!
অবুঝ-সন্তান একবার হ'ব গো জননি

যাও ফিরি নিজ গৃহে—
(সৈন্যগণের প্রতি)
বাজাও দুন্দুভি,
লঙ্কাপুরে নর-বানর-সমরে,
জীবিত যে আছে যথা সাজুক সত্বরে ;
দেখুক জগৎ—
কি হেতু রাক্ষসগণ ভুবন-বিজয়ী।
ঘুষুক ভুবন—
কি হেতু রাবণ আছিল দুর্জ্জয় হেন !
সাজ সাজ, আনরে পুষ্পক রথ।

[নিকষা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নিকষা। লক্ষ তারা নহে এক চন্দ্র সম !—
লক্ষ পুত্র হত তোর
সেই শোকে যাও যুঝিবারে,
ধরিতে না পার প্রাণ ;
লক্ষ পুত্র মাঝে তোর,
কে তোর শতাংশ ছিল গুণে !
হে বিধাতঃ ! প্রাণ কি কঠিন এত !
অভাগিনী আমি রোদন করিতে নারি,
হেরি তমোময় চারিদিক !
এত দিনে জানিনু রে হায়,
কি কারণে নিকষা রাক্ষসী আমি !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সজ্জা-ভূমি

মন্ত্রী ও সৈনিকগণ।

মন্ত্রী। সুসজ্জিত লঙ্কাপতি আসিবে এখনি—
মাত রে উল্লাসে সবে ;
বাজাও দুন্দুভি, ঘোর শৃঙ্গ ভীমরবে !

সৈন্যগণ। জয় জয় লঙ্কাপতি !

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। জিনিয়াছি এ তিন ভুবন
তোমাদের বাহুবলে ;
পুনঃ আজি রণস্থলে
দেখাও সে বীরদাপ।
শমনে দমিতে নারে কেহ ;
বীর কিন্তু নাহি তারে ডরে।
তোমাদের অস্ত্রের প্রভাবে
কে কবে হ'য়েছে স্থির ?
যদি নর বানর দুর্জ্জয়,
তথাপিও হে বীরেন্দ্রদল, আছে স্থল
প্রকাশিতে নিজ নিজ বাহুবল।
যদি সে দুর্জ্জয় রাম নাহি মানে পরাভব,
তোমাদের দুর্জ্জয় প্রতাপে,
তোমাদের নারিবে জিনিতে।
মরণ-সঙ্কল্প বীরগণে
কে কবে জিনেছে রণে ?
চল ত্বরা,
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা আছে পাতা,
হউক রাক্ষসকুল নির্ম্মূল সমরে ;
নহে পুনঃ,
ভুবনবিজয়ী দুন্দুভি নিনাদি
জয় জয় নাদে প্রবেশিব পুরে,
করি অরির শোণিতে
আত্মীয়ের প্রেতাত্মা-তর্পণ।

সৈন্যগণ। জয় জয় লঙ্কাপতি !

রাবণ। বজ্রদন্ত !
সহ গজসেনা, পূর্ব্বদ্বারে দেহ হানা।
বিশালাক্ষ, রুদ্রমুষ্টি,
ভুবনবিজয়ী বীরদ্বয়,
যাও রে পশ্চাতে তার।
উত্তরে, সত্বরে—সহ অশ্বারোহী—
অশ্বমালি, দেহ রণ, যথা ভাঙ্গি গুল্মবন
করিয়ে গর্জ্জন কেশরী আক্রমে গজে।
লম্বোদর, খরকর ! দোঁহে
হও গিয়া সহায় সমরে।
ক্ষণ প্রভামালা ! রথীন্দ্র-বেষ্টিত
ঘোর সিংহনাদে আক্রম দক্ষিণ দ্বার।
বিদ্যুজ্জিহ্বা, বিদ্যুন্মালি।

বিদ্যুতের গতি দোঁহে ধাও পাছে।
পদাতিক দলে
পশ্চিম দ্বারেতে প্রবেশিব আমি ;
সে ভিখারী,
যোগ্য অরি কি না, দেখিব পরীক্ষা করি,
বিজয়-রাক্ষসগণে বাজাও দুন্দুভি।
সৈন্যগণ। জয় লঙ্কাপতি! বিনাশিব রাঘবে সংগ্রামে।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কটাক্ষে ঈক্ষণ কর, প্রাণনাথ, দাসী প্রতি।
কোথা যাও ত্যজি পদাশ্রিতে ?
রাবণ। রাণী মন্দোদরি, নহে বীরাঙ্গনা-রীতি এই—
মন্দো। নাথ, নহি রাণী, নহি বীরাঙ্গনা ;—
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন ;
সার মাত্র তোমার চরণ-সেবা।
সতী নারী আমি, অধিক না জানি,
অধিক না চাহি আর ;
চল, বিজন বিপিনে ভিখারীর বেশে—
ত্যজিও দাসীরে সেই দিন—
যদি কভু যাচি রাজ্যসুখ।
রাবণ। সতী তুমি, পতিসেবা তব ব্রত,
তবে কি কারণে আজি নিবার আমারে ?
বহু দিন অলস এ ভুজ,
রণোল্লাস বহু দিন আছি ভুলে,
সৃজিয়াছ তুমি রণ-ক্রীড়া
তুষিতে আমার মন ;
দিবা নিশি, শয়নে স্বপনে,
রণসাধ বিনা নাহি অন্য সাধ রাণী,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন
ভ্রমিয়াছি আমি রণসাধে ;
তুল্য অরি মিলেছে ঘরের দ্বারে।
মন্দো। নাথ!
কি কারণে বিক্রমের পরিচয় আজি ?
যবে দিগ্বিজয়ে করেছ গমন,
পড়িয়া মঙ্গল সাজায়েছি স্বহস্তে তোমায়,
অশ্রুবিন্দু হের নি নয়নে!
নহে সাধারণ অরি জটাধারী রাম—
শুনেছি রাক্ষসবংশ ধ্বংসের কারণ
অবনীতে অবতীর্ণ আপনি গোলোকপতি,
নহে কার প্রাণে বানর সহায়ে
আসিত জিনিতে ইন্দ্রজিতে ?
হেরি কুম্ভকর্ণ বীরে থাকিত সমরে স্থির ?
পেয়ে সমর-আরতি দম্ভে পশিল সংগ্রামে
ভুবনবিজয়ী বীরবৃন্দ সিংহনাদে,
সুরবৃন্দ টলিল গগনে,
পদভরে নড়িল বাসুকি-শির—
কিন্তু হায় দারুণ রামের বাণ—
প্রাণ ল'য়ে কেহ না আইল ফিরে!
রণে যেই যায় আর নাহি দেখি তায়,
তাই নাথ, কাঁদে পোড়া প্রাণ!
নহি বীরাঙ্গনা আমি,
"অবোধ অধীনী নারী রাবণের দাসী"
এ হ'তে অধিক পরিচয় নাহি আর মম।
পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার, ইন্দ্রজিত,
ভুলিয়াছি সে দারুণ জ্বালা—
তোমার চরণ সেবি।
ভুবনবিজয়ী তুমি নাথ,
তব স্বেচ্ছাধিনী আমি ;
তবু কোন যাচ্ঞা ও পদে
করে নাই কভু রাণী মন্দোদরী!
ভাসি নয়নের জলে পড়ি পদতলে,
যাচি সাপিনী-রূপিণী সীতা।
রাজধর্ম্মে সুপণ্ডিত তুমি,
নাহি লাজ রমণীর যাচিতে প্রণয়,
সতীর সর্ব্বস্ব ধন পতির নিকটে।
তোমার কৃপায় লঙ্কার ঈশ্বরী আমি,
সুন্দরী রমণী
আমার সম্মুখে কি হেতু অশোক বনে ?
রাবণ। সকলি জেনেছি, সকলি বুঝেছি,
অধিক বুঝাবে কিবা রাণী মন্দোদরি!
জানিয়াছি রক্ষ-বংশ ধ্বংস এত দিনে।
কিন্তু ছার প্রাণ হেতু

মান বিসর্জ্জন কদাচন করিব না।—
দর্পে লঙ্কা ত্রিভুবন-পূজ্য, দর্পে হবে ক্ষয়,
এ কথা নিশ্চয় জানি চিরদিন আমি।
নিজ শির ছেদি নিজ করে
যাচিছু অমর বর ব্রহ্মার চরণে,
বিরিঞ্চি বঞ্চনা করিল স্বধীনে,
না দিল অমর বর;
ক্ষোভ নাহি তাহে—
মরিয়ে অমর আমি হ'ব, মন্দোদরি!
প্রকারে হইব মৃত্যুঞ্জয়। দেখিবেন
মৃত্যুঞ্জয় পদ্মযোনি কেশব বাসব
ভূচর খেচর জলচর আদি—
পুনঃ কহি, মরিয়ে হইব মৃত্যুঞ্জয়।
সতী তুমি,
যবে অনন্ত শয়নে এ দেহ হইবে শায়ী,
জুড়া'ও প্রাণের জ্বালা শুয়ে মম পাশে;
সমদর্পে জীবনে মরণে,
করিব বিহার দুই জনে!

মন্দো। হায়, অভাগিনী আমি!—

রাবণ। অভাগিনী তুমি!—
পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী নারী।
খুঁজে দেখ এ তিন ভুবন,
কেবা আছে ভাগ্যবান্ মম সম!
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে,
দিবানিশি যার গুণগান
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে,
ব্রহ্মা যারে নাহি পায় ধ্যানে,
সে অখিলপতি,
ব্রহ্মসনাতন রাজীবলোচন,
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে!
জীব মাত্র বহে দেহ ভার,
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে;
কিন্তু, হেন মৃত্যু কে কবে লভেছে ভূমণ্ডলে!
এসেছেন গোলকের পতি
সহি জঠর-যন্ত্রণা, বহি দেহ ভার,
ছার রাবণ-সংহার হেতু!
আত্মীয় স্বজন—
পড়িয়াছ যে যে কাল রণে,
অশরীরী বাক্যে সবে কর উত্তেজনা।
কভু ক'রনা ধারণা,
ভয়ে রণে ক্ষমা দিবে লঙ্কাপতি।
শুনিয়াছি—
ভৃগুরাম পরাভব রাম ভুজ-তেজে,
সে ভুবন-পূজ্য রঘুবীর
হবেন যশস্বী যুঝিয়া আমার সনে।

নেপথ্যে।—জয় জয় লঙ্কাপতি!

রাবণ। শুন সিংহনাদ! বিলম্ব সহে না আর—
বিদাও এখন,—
যদি সাধ থাকে মনে,
গোলকে পুলকে আবার মিলিব দোঁহে—
আন রথ সত্বর, সারথি!
দেখাইব বাহুবল —
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে
কোন দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর—
কিবা দর্পে যম করে ডর,
কিবা দর্পে অরুণ দুয়ারে দ্বারী,
কেন সহস্রলোচন,
সহ দেবগণ কাঁপে ডরে
শুনি রথের ঘর্ঘর ঘোর, ধনুর টঙ্কার।
হে বাহু! তুলিয়াছ কৈলাস পর্ব্বত,
আদ্যাশক্তি সহ পঞ্চানন মহাদেব
বিরাজিত যথা,—
বীর-দর্পে ধর ধনু,
যদি ছিন্ন হও রামের সমরে,
তথাপি ত্যজ না মুষ্টি।

[প্রস্থান।

মন্দো। দেব দিগম্বর! দেখ চেয়ে দাসী প্রতি,
দিয়েছিলে সকলি দাসীরে,
ল'য়েছ সকলি ফিরে,
আছে মাত্র কপালে সিন্দুর,
রেখ মনে বিশ্বনাথ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

শিবির

রাম, লক্ষণ ও বিভীষণ।

(ইন্দ্র ও ব্রহ্মার প্রবেশ)

রাম। সফল জীবন মম,
সহস্রলোচন অতিথি কুটীরে !
পদ্মযোনি, প্রণমি চরণে,
প্রণাম ব্যতীত ভিখারীর
কি আছে জগতে তব যোগ্য সৃষ্টির ঈশ্বর !

ব্রহ্মা। আপন-বিস্মৃত তুমি ব্রহ্ম সনাতন,
সে কারণ, ইন্দ্রের আদেশে
আসিয়াছি লঙ্কাপুরে।
সাজিছে রাবণ রণে ;
যেন না হও বিস্মৃত—
জনক-নন্দিনী সীতা রাবণের ঘরে,
শক্তিশেল লক্ষণের বুকে,
অলঙ্ঘ্য সাগর পরেছে বন্ধন,
প্রাণ দেছে অসংখ্য বানর 'জয়রাম' নাদে
উদ্ধারিতে সীতাদেবী,
কাঁদে গৃহে তাদের প্রেয়সী ;
ভুল না ভুল না, ত্যজ না হে ধনুর্ব্বাণ,
রাক্ষস-মায়ায়, মায়াময় !
যদি তব শরে সকরুণ স্বরে
রাবণ করে হে স্তুতি,
রেখ' মনে হে অখিলপতি,
সকাতরে ব্রহ্মা যাচে রাবণ-নিধন।
রাজীবলোচন ! দেখহে ইন্দ্রের সাজ,
নহে দেবরাজ, আজ মালাকর !
নন্দন কাননে ফুল চয়ি,
নিজ হাতে গাঁথে মালা রাবণে পরাতে।

রাম। অপরাধী হে বিরিঞ্চি !
ক'র না আমায় আর,—
কি সাধ্য আমার, ক্ষুদ্র নর আমি,
তুষিব তোমারে, দেবরাজে !
দুর্জ্জয় রাক্ষসকুল,
তবে যে স্বদলে আজ (ও) রয়েছি জীবিত,
সে কেবল তব আশীর্ব্বাদে ;
দেবের চরণ ধ্যান বিনা
নাহি অন্য বল মম,
দুর্ব্বলের বল
কি আছে এমন আর এ সংসারে।
তব অশীর্ব্বাদে,
অবশ্য নাশিব রণে লঙ্কার অধীপে।
ওহে পদ্মযোনি কমণ্ডলু-পাণি,
নিজ কার্য্য সাধিবে আপনি,
নিমিত্ত মাত্র আমি র'ব ধনুর্ব্বাণ হাতে।
ভূমণ্ডলে হেন সাধ্য কার,
হরে দেব-ভার দৈব-বল বিনা ;
দেব-কার্য্য কে পারে সাধিতে
নহে যেই দেবের আশ্রিত।
সুপ্রসন্ন হও হে নলিন,
তব বরে রাবণ দুর্জ্জয় ;
দেহ বর দাসে,
উদ্ধারি দুঃখিনী জনক-নন্দিনী সীতা।

ইন্দ্র। গর্জ্জিছে রাক্ষস-ঠাট শুন দয়াময়,
প্রলয় উথলে যেন ;
ধর ধনুর্ব্বাণ, হও আগুয়ান রণে,
বিকম্পিত বসুন্ধরা, কর তারে স্থির।

ব্রহ্মা। এবে বিদায় হইনু প্রভু !

রাম। করুন কল্যাণ, হ'ক রণজয়ী দাস।

ব্রহ্মা। স্বস্তি ! [প্রস্থান।

ইন্দ্র। ঘুচাও বাসব-ত্রাস আজিকার রণে,
ওহে পীতবাস বৈকুণ্ঠবিহারি !

[প্রস্থান।

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব। রাজীব-লোচন,
আজিকার রণে ঠেকেছি বিষম দায় !
যথা বহ্নি দহে তুলারাশি,
বাণানলে দহিছে রাক্ষস বানর দলে,
নল নীল অঙ্গদ প্রভৃতি,
বিশাল বিক্রম বীর হনুমান
অচেতন সবে দারুণ রাবণ-শরে !
হের মম বক্ষে লক্ষ বাণ,
নয়ন মেলিতে নারি,
বধির শ্রবণ শুনি ভৈরব গর্জ্জন ;
পড়িয়াছে অসংখ্য বানর
রথের ঘর্ঘর-নাদে ;
চারিদিক অন্ধকার বাণে,
বিজলী সমান চমকিছে রথখান,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
না পারি লক্ষিতে যুঝে বেটা কোথা হ'তে,
সহস্র রাবণ জ্ঞান হয় রঘুপতি !
হের রঘুবীর,
প্রলয়ের তম ঘেরিয়াছে রণস্থল;
রুদ্ধ চন্দ্র সূর্য্য পবন গমন,
কভু দীপ্ত
সে ঘোর তিমির বাণের অনলে,
কোটি বজ্রনাদে টঙ্কারে ধনুক রক্ষঃ,
কে জানিত রাবণ দুর্জ্জয় হেন !
রাম। স্থির হও মিত্রবর,
কুম্ভকর্ণে তুমি জিনিয়াছ রণে,
কি কারণে আপন-বিস্মৃত আজি !
লক্ষ্মণ। দেহ পদধূলি, প্রভু, নাশি রক্ষঃ শূরে।
রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ, কি কাজ অসাধ্য তব !
বধিয়াছ ইন্দ্রজিতে নিজ ভুজ-তেজে,
এবে বিষহীন ফণি দশানন ;
ছিল ইন্দ্রজিত দুর্দ্দম জগতে,
দেবে ভীত মানিত সতত,
শুনি যার ধনুকটঙ্কার ;
হইয়াছি সে সাগর পার তোমার সহায়ে,
এবে এ গোখুর জলে নাহি ডরি।
পড়ে মনে ভাইরে লক্ষ্মণ,
যবে মায়ামৃগ বধি ফিরি পঞ্চবটী বনে,
হেরি শূন্য নিকেতন,
'হা সীতা' বলিয়া হ'য়েছিনু অচেতন !
পড়ে মনে সীতার উদ্দেশে, কিরাতের বেশে,
নয়নসলিলে ভাসি ভ্রমণ বিপিনে !
পড়ে মনে অচেতন প্রায়,
পর্ব্বত পাষাণে, স্থাবর জঙ্গমে,
তরুগুল্মলতা আদি শুধা'য়াছি একে একে,
'কোথা মম প্রাণের পুতলি সীতা !'
পড়ে মনে পিতৃসখা জটায়ু নিধন !
পড়ে মনে ভাইরে লক্ষ্মণ,
বালির নিধন চোরাবাণে !
পড়ে মনে তারার রোদন, সাগর বন্ধন,
নাগপাশ পড়ে মনে !
পড়ে মনে ইন্দ্রজিত-শরে,
চারিধারে অচেতন বানর, কটক !
জলে হৃদি অনল সমান—
তোর বুকে শক্তিশেল !
পাইয়াছি তারে, যার তরে সহিয়াছি এত,
সেই অরি সম্মুখ সমরে ;
ভাইরে লক্ষ্মণ,
প্রাণের দোসর ভাই, দেহ ভিক্ষা,
নিভাইব দুখানল রাবণ-শোণিতে !
মিত্রবর, ফিরাও কটকে,
পর্ব্বত উপরে বসি সবে দেখ সুখে,
পতঙ্গের প্রায়,
পুড়াইব শরানলে দুষ্ট দশাননে।
করিয়াছ বহু রণ-শ্রম সবে
আমার কারণে,—
মরিয়াছে অসংখ্য বানর মোর লাগি,
তোমার আশ্রয়ে জানি নাই দুঃখ লেশ,
ক্ষত্রবংশোদ্ভব আমি,
পরীক্ষিতে বাহুবল উচিত আমার। [প্র

বিভী। সংহার মূরতি আজি ধ'রেছেন প্রভু,
রাক্ষসকুলের অরি ;
কার সাধ্য রক্ষে দশাননে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। রণভঙ্গ না দেহ বানর !
ফের ফের যুবরাজ,
এ কি লাজ, ধাইছে রাক্ষসদল
পাছু পাছু 'ধর ধর' রবে,
আমরা সকলে শ্রীরামের দাস,
কলঙ্ক রটিবে রাম নামে,
যদি মোসবারে বিমুখে সমরে
ছার লঙ্কার রাক্ষস !
দেখ চাহি
বক্ষঃস্থলে মম রুধিরপ্রবাহ,
কাতর নহিক আমি,
বীরের ভূষণ অস্ত্রলেখা,
'জয় রাম' নাদে বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে
বিনাশিব রাঘবারি,
পড়িবে রাক্ষসকুল আমার প্রতাপে
কদলী যেমতি বাতে,
চল পুনঃ 'জয় রাম' নাদে
শমন প্রতাপে পশি রণে—

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। শাখামৃগ, এখন' সমর-সাধ —
হনু। রে মূঢ়, হের মম বজ্রের নির্ম্মিত তনু
সীতার প্রসাদে, কে কবে আহবে
পরাভবে রঘুদাসে !

(রামের প্রবেশ)

রাম। ক্ষান্ত হও হনুমান,
করেছ অনেক শ্রম মোর হেতু বাছাধন,
দেখাবে রাবণে মোরে
আছিল প্রতিজ্ঞা তব,
সে প্রতিজ্ঞা তুমি ক'রেছ পালন বীরবর ;
এবে ঘুচাই মনের জ্বালা
স্বহস্তে কাটিয়া অরি-শির ;
পুরাও বাসনা, বৎস,
ক্ষমা দেহ রণে।
রাবণ। রে মূঢ় তপস্বী ভণ্ড,
এই তোর বীরপনা !
ধারণা কি মনে তোর,
বনের বানর পরাজিবে রাবণেরে ?
ভীরু তুই আছিলি পশ্চাতে !
রাম। কি কাজ হে বৃথা বাক্যব্যয়ে, লঙ্কেশ্বর !
ভুবনবিজয়ী তুমি এই দম্ভ মনে,
দেখ এবে মানবের ভুজবল ;
ছিলি লুকাইয়ে প্রাণভয়ে এত দিন,
ক্ষুদ্র জীবে পাঠায়ে সমরে ;
দেখ রে দেখ রে চেয়ে দেখরে পামর,
দেখ চেয়ে রণস্থল,
চারিদিকে আত্মীয় স্বজন তোর
শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য,
আপন লাঞ্ছনা করিয়াছি কত শত
হানি অস্ত্র হীনবীর্য্য জনে।
রাবণ। হীনবীর্য্য আমার আত্মীয় !
বিধাতা বিমুখ মোর প্রতি,
তাই তুই ভণ্ড জটাধারী
রয়েছ জীবিত আজি ;
হয় কি স্মরণ নাগপাশের বন্ধন ?
হীনবীর্য্য আত্মীয় আমার
দিয়েছিল রণে হানা !—
পড়ে কিরে মনে শক্তিশেল ?
ভৃত্যের প্রসাদে
পাইয়াছ প্রাণদান বার বার ;
ধিক্ তোরে ! নহে এতদিনে
গৃধিনী-জঠরে থাকিত তোমার চক্ষুদ্বয়।
হীনবীর্য্য কহিস্ কাহাকে মূঢ় ?

কোন রক্ষঃ-রথী
তুমি বধিয়াছ নিজ ভুজ-তেজে ?
মূঢ় ভাই মোর রাজ্যলোভী বিভীষণ
মিলিয়াছে তোর সনে,
তাই তোর এত অহঙ্কার !
কিন্তু আজ, নাহিক নিস্তার মোর হাতে।

রাম। রে পতঙ্গ, পুড়ে মর শরানলে।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রসভা

ইন্দ্র ও অপ্সরাগণ।

অপ্সরাগণের গীত।

রাগিণী দেশ তাল বারফা।

সুধা পিও পিও সখি প্রাণ ভরে,
হের ঝর ঝর মধু ঝরে।
ভাবে ঢল ঢল, চল নেচে চল,
ধর ফুলহার, পর থরে থরে।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। নাহি জানি কি সাহসে রয়েছ বাসব,
গীতনাট্য কর সবে,
সৃষ্টি নাশ হবে আজি রণে !
কোটী অক্ষৌহিণী ঠাট পড়িলে সমরে
নাচে রণস্থলে কবন্ধ,
কোটি অক্ষৌহিণী কবন্ধ নিধনে—
জয় ঘণ্টা বাজে রামের ধনুকে ;
সেই ঘণ্টারব—
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ সপ্তদিন আজি ;
জল স্থল ব্যোমদেশ বাণে আবরিত,
নাহি চলে চন্দ্র সূর্য্য,
না পারে সহিতে ভার ধরা,
রাবণে নাশিতে বিভীষণ-উপদেশে
বিশ্ব-বিনাশক শর ধ'রেছেন্ রঘুবর,
মরিবে না রাবণ সে শরে,
বিফল হবে না বাণ,
বিশ্বনাশ হইবে সত্বর !
রজোগুণে তমোগুণে,
বড়ই বিষম রঘুনাথ,
মাতি রক্ষ-রণে
ভুলেছেন আজি সৃষ্টির পালন ভার ;
হের দেখ দীপ্ত রণস্থল
প্রলয় অনলে যেন !
ধূর্জ্জটির বরে
পেয়েছে দুর্জ্জয় জাঠা দশানন,
অস্ত্র-শ্রেষ্ঠ পাশুপত হীন যার তেজে ;
বধির হইল কর্ণ অস্ত্রের আরাবে,
ত্যজেছে রাবণ জাঠা,
নাহিক সংশয় হইল প্রলয়,
ত্যজেছেন রঘুনাথ শর,
নাহি জানি কি হয় কি হয়
[illegible]-যুদ্ধে এবে ;
[illegible]ও সত্বর দেবরাজ,
নহে সহিত অমর
হবে ভস্মরাশি অস্ত্রানলে !
চেয়ে দেখ কোটি কোটি ভানু-তেজে
দীপিতেছে অস্ত্রদ্বয় !
নাহি পাবে নিস্তার শমন,
তমোগুণ প্রদীপ্ত অনলে !

সকলে। প্রলয়, প্রলয়—
মহাকাল সন্নিকট আজি !

[ব্রহ্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। রাখ মা তারিণী, প্রলয়-বারিণী,
ব্রহ্মসনাতনী জগত-জননী।
দিয়ে সৃষ্টি ভার, কর' না সংহার,
এলোকেশী উমা উমেশ-ঘরণী।
শ্যামা নিস্তারিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
বরাভয়-করা অভয়দায়িনী।
ত্রৈলোক্য-শুভদে, তার মা বরদে,
মাতঙ্গী মোক্ষদে জগতপালিনী।
কোটি ব্রহ্ম পায়, বিষ্ণু ব্যাপ্তি কায়,
দেব মৃত্যুঞ্জয় জঠর ধারিণী।

কারণ সলিলে, নিত্য সৃষ্টি লীলে,
মৃত্যুঞ্জয়-হৃদি চির বিহারিণী ॥

দৈববাণী। হর নিজ তেজ পদ্মযোনি
নহে রাবণ-নিধন
দেবের অসাধ্য জেনো স্থির,
এই মাত্র উপায় রক্ষিতে বিশ্ব।

(মহাদেবের সহিত প্রমথগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল তেওরা।

দেও দেও ডিমি ডম্বুর তাল।
দেও তাল করতাল বেতাল তাল মিলি মিলি।
শক্তির সাধন, গুণ-কীর্ত্তন গান, তোল তান,
গভীর সাগর, ভূধর কম্পিত থর থর,
ভব ভোম্ শিঙ্গা ঘোর বোলে,
ববোম্ ববোম্, বোমববোম্ বোলো গালে [illegible]লো।

ব্রহ্মা। রক্ষ বিশ্ব, বিশ্বনাথ! পালন-কারণ
জনার্দ্দন সংহার মগন আজি।

মহা। বিরিঞ্চি, বেসো না ভয়,
এস দোঁহে করি আদ্যাশক্তি উপাসনা,
সেই শক্তি-বলে এ বাণ-অনলে,
রবে রবে সৃষ্টি,
নাহি নাহি নাহিক সংশয়।

[দেও দেও ডিমি ইত্যাদি গান করিতে করিতে
সকলের প্রস্থান।

—- —

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থলের এক পার্শ্ব

হনুমান, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব ইত্যাদি।

হনু। হও স্থির কপিগণ,
নাহি ভয়, প্রভুর রক্ষিত মোরা সবে।

লক্ষ্মণ। নিশ্চয় রাবণ—নিধন হইবে রণে।

সুগ্রীব। কিন্তু বিশ্ব যাবে রসাতলে।

বিভী। রক্ষ রক্ষ ঠাকুর লক্ষ্মণ,
ছুটিতেছে শরানল চারিদিকে!

লক্ষ্মণ। কি ভয় হে রক্ষবর!
স্থির হও কপি সবে, অসংখ্য সমরে
সিংহনাদে হইয়াছ রক্ষজয়ী,
যুঝিছেন আপনি শ্রীরাম,
হেথায় নাহিক রণ,
তবে কি কারণে চঞ্চল কটক হেরি?

হনু। রক্ষা কর নিজ নিজ থানা কপিগণ,
ঠাকুর লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ করে
রক্ষিবেন মো সবারে।

বিভী। হে প্রভু, বিশ্ব-বিনাশন শেল
তুলিয়াছে হাতে দশানন,
বিশ্ব-বিনাশিনী নিস্তারিণী পূজে
পাইয়াছে অস্ত্র রক্ষঃ।

লক্ষ্মণ। চেয়ে দেখ রক্ষঃশ্রেষ্ঠ,
আপনি চামুণ্ডা দিয়াছেন খড়্গ রঘুনাথে,
খড়্গের প্রভাবে শেল ভস্মরাশি,
'জয়রাম' নাদে গর্জ্জ কপিগণ,
হের দেখ রক্ষঃ-শির পতিত ভূতলে;
জয় রাম!
এ কি, কাটা মাথা লাগে জোড়া!
কাল-চক্র শরে
অবশ্য বিনাশ হইবে দশানন;
গর্জ্জে অস্ত্র মহাকাল তেজে,
জয় রঘুপতি ভূপতিত দশানন!
বড়ই দুর্ব্বার বেটা যোঝে আর বার।

হনু। দেখুন ঠাকুর লক্ষ্মণ চেয়ে,
জ্বলে নীলানল অস্ত্রমুখে,
উভচির হয়েছে রাবণ,
জয় রঘুপতি!
এ কি, অর্দ্ধ অঙ্গ লাগে জোড়া!

সুগ্রীব। দেখ শালবৃক্ষ সম
ডান হস্ত কাটি পেড়েছেন রঘুনাথ।

বিভী। হবে না রাবণ নিধন,
দেখ হস্ত লাগিয়াছে জোড়া,
ব্রহ্মাবরে প্রকারে অমর লঙ্কেশ্বর;
পঞ্চানন আপনি আসিয়া

কুড়াইয়া হস্ত পদ শির,
মৃত্যুসঞ্জীবনী-শক্তি-তেজে দেন প্রাণ দান,
দ্বিগুণ প্রভাবে যোঝে পুনঃ দশানন।

হনু। যা থাকে অদৃষ্টে আজি
পরীক্ষিব বাহুবল, স্মরি রাম নাম,
বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে করিব রাবণ-শির চূর।

[হনুমানের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। স্থির হও স্থির হও, বীরবর,
বীর্য্য তব ব্যাপ্ত চরাচরে,
অকারণ কেন রণশ্রম !
হও কপিসেনা, আগুয়ান হও রণে,
হনুর সহায়ে,
চল পুনঃ মাতিব সমরে।

সকলে। পশিব সমরে পুনঃ, যায় যাবে প্রাণ।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল—অপর পার্শ্ব

রক্ষঃ-সৈন্যগণ।

১ম রক্ষঃ। গর্জ্জি কপিসেনা পুনঃ পশিয়াছে রণে,
শার্দ্দূল-বিক্রমে কর আক্রমণ সবে,
যেন প্রাণ ল'য়ে—
ফিরে নাহি যায় এক কপি।

২য় রক্ষঃ। হা ইন্দ্রজিত !

৩য় রক্ষঃ। হা কুম্ভকর্ণ শূর !

সকলে। জয় লঙ্কাপতি দশানন !

(রাম-সৈন্যগণের প্রবেশ)

রাম-সৈন্য। জয় রাম !

(উভয় দলের যুদ্ধ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

—০::০—

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল।

(রাম ও রাবণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

রাম। কর রে শমন দরশন—

(রাবণের মূর্চ্ছা)

এই মুখে হরিলি জানকী !
দিতেছি জীবন দান, ফিরে দেহ সীতা।
ভুবন-ঈশ্বর লঙ্কেশ্বর তুমি,
[illegible] বিবাদ তব ভিখারীর সনে ?
[illegible]কান দোষে দোষী আমি,
[illegible] প্রাণের পুতুলি সীতা
কেন রাখ বাঁধি অশোক কাননে ?
আজ্ঞা কর অনুচরে আনিতে সীতারে,
সুখে থাক লঙ্কাপুরে আশীর্ব্বাদ করি।

রাবণ। সাগর ভূধর তরুবর,
স্থাবর জঙ্গম ভুজঙ্গম বিহঙ্গম আদি
বিরাজিত প্রতি লোমকূপে,
ভৃগুপদ-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে !
নিরুপম শ্যাম-কান্তি,
শ্রীচরণে পতিতপাবনী গঙ্গা !
ওহে প্রভু দয়াময়,
কর কর অস্ত্রাঘাত,
ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু,
পুলকে গোলকে চ'লে যাই !
অনাদি তুমি হে আদি সৃষ্টির কারণ,
জনার্দ্দন পালন তোমাতে,
ভগবন্ করুণানিধান,
কর ত্রাণ অভাগা রাক্ষসে !
অন্তিমে হে অন্তক-অরি,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি !—

দেহ শ্রীচরণ ব্রহ্মরন্ধ্রে,
এ তাপিত প্রাণ
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি লয় হ'ক রাঙ্গাপদে !
পতিতপাবন তার হে পতিতে,
ভক্তি-স্তুতি-বিহীন এ মূঢ় জনে,
অগতির গতি বিশ্বপতি বিশ্বনাথ,
হে মুরারি রক্ষঃ-অরি,
দাও দাসে শ্রীচরণে স্থান !

(লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীবের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এইবার নিস্তেজ পামর,
বধুন বধুন প্রভু।
রাম। অবোধ লক্ষ্মণ,
পরম ভকত মম লঙ্কা-অধিপতি,
হায় হেরি এ দুর্গতি তার,
বিদরে তাপস-হিয়া !
লক্ষ্মণ। কেবা ভক্ত তব দয়াময় ?
এখনি পুনঃ উঠিবে রাক্ষস,
ব্রহ্ম-অস্ত্রে করুন সংহার।
রাম। জান না বিশেষ তত্ত্ব বালক লক্ষ্মণ ;
বধিলে রাবণে,
বল 'রাম'নাম কেবা লবে এ জগতে আর।
ভক্ত পিতা মাতা, ভক্ত মম প্রাণ,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
ভক্তের কোমল কায় করিয়াছি অস্ত্রাঘাত,
অস্ত্র স্পর্শ না করিব কভু ;
দারুণ প্রহারে
সহিয়াছে কত লঙ্কা-অধিকারী।
ছার রাজ্য ধন, ধিক্ ধিক্ সীতা !
হেন ভক্তে প্রহারিনু সীতা লাগি,
রটিল কলঙ্ক নামে,
এত দিনে রাম নাম উঠিল ধরাতে !
ফুটিলে কণ্টক মম ভক্তের চরণে,
শেল সম বাজে হৃদে !
ওঠ লঙ্কেশ্বর,
অক্ষয় শরীরে ভোগ কর লঙ্কাসুখ,
কাজ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে।
রাবণ। (স্বগত) শুনিয়া মিনতি
রঘুপতি ক'রেছেন দয়া ;
এ রাক্ষস-দেহ-ভার কত দিন ব'ব আর,
করি কটুবাক্যে উত্তেজিত রোষ।
(প্রকাশ্যে) রে ভণ্ড তপস্বী জটাধারী রাম !
পূজিলাম ইষ্টদেবে,
ভয়ে অস্ত্র তেয়াগিয়া জানাও মাহাত্ম্য নিজ ?
যদি তুই ব্রহ্মসনাতন,
বাকল বসন কেন তোর ?
যদি তুই রমেশ,
পামর, কিরাতের বেশে,
দেশে দেশে কি হেতু ভ্রমিস্ তুই ?
কপট তপস্বি,
আজি রক্ষা তোর নাহি মোর হাতে।
রাম। একান্ত কি ইচ্ছিলি মরণ ?
[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান .
লক্ষ্মণ। ধন্য মায়াধর নিশাচর !
পরম দয়াল রাম,
ভাগ্যে দুষ্ট সরস্বতী
বসিল আসিয়া রাবণের কণ্ঠদেশে,
নহে আজি ঘটিত বিষম ;
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ রঘুমণি
পশিতেন পুনঃ বনে,
নাহি হ'ত রাবণ সংহার,
সীতার উদ্ধার না হইত কভু।
জয় রাম—
[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির

(মন্ত্রী ও সৈন্যগণ-বেষ্টিত অচেতন রাবণ)

মন্ত্রী। উঠ উঠ লঙ্কেশ্বর,
কেন সম্মুখ সমরে অচেতন আজি !

ধর পুনঃ ধনুর্ব্বাণ,
বধিয়ে বানর নরে রাখ লঙ্কাপুরী,
মুছাও হে বিধবা-রোদন !

রাবণ। (চেতনা প্রাপ্ত হইয়া স্তব)
জয় দুর্গতি-নাশিনী, দামিনী-হাসিনী,
দুর্জ্জন-ত্রাসিনী, মুক্তকেশী।
জয় গিরীশ-নন্দিনী, গিরীশ-বন্দিনী,
গিরিশ-মোহিনী ঘোরবেশী॥
জয় ভৈরবী ভীষণা, দেবী শবাসনা,
লক লক রসনা দিগঙ্গনা।
জয় নৃমুণ্ড-মালিনী, শিশু-শশি-ভালিনী,
ত্রিশূল-চালিনী রণাঙ্গনা॥
জয় যোগিনী-সঙ্গিনী, জয় রণ-রঙ্গিণী,
ভব-ভয়-ভঙ্গিনী ভয়ঙ্করী।
জয় ভবেশ-ভামিনী, তমোময়ী কামিনী,
যামিনী-রূপিণী শুভঙ্করী॥
জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া, দেহি পদছায়া,
রক্ষ মহামায়া দীন জনে।
জয় মৃগেন্দ্র-আসনা, পূর হৃদি-বাসনা,
পদ্মাসনা, দেহি কৃপাকণা॥

(কালীর সহিত যোগিনীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

রাগিণী পাহাড়ী-পিলু—তাল খেম্‌টা।

রাঙ্গা জবা কে দিলে তোর পায় মুটো মুটো।
দে না মা সাধ হ'য়েছে, পরিয়ে দেনা মাথায় দুটো॥
মা বলে ডাক্‌বো তোরে, হাততালি দে নাচ্‌বো ঘুরে,
দেখে মা নাচবি কত, আবার বেঁধে দিবি ঝুঁটো॥

কালী। মা ভৈঃ মা ভৈঃ !
হও রণজয়ী, কি ভয় তোমার আর,
এ তিন ভুবনে আর কার প্রাণে
হবে আগুয়ান রণে তোর,
রক্ষিব সমরে আমি তোরে
হবে মৃত্যুঞ্জয় রণে ক্ষয় আজি—
যদি শূলী পশেন সংগ্রামে ;
ত্রৈলোক্য উপর হবি রাজ্যেশ্বর
পুনঃ রে ভকত মম ;
সুখে সীতা ল'য়ে কর কেলি চিরদিন।
আছি বহু দিন রণরঙ্গ ভুলে,
আজি করিব প্রলয়, হবে বিশ্বক্ষয়,
দিনু বরাভয় তোরে।
পুনঃ রণ-মাঝে দৈত্য-বিনাশিনী-সাজে
নাচিবরে তোমারে লইয়ে কোলে।

যোগিনী। মাভৈঃ মাভৈঃ !

(রাবণকে ক্রোড়ে লইয়া কালীর উপবেশন)

সকলের গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল খেম্‌টা।

কেঁদেছি আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণে।
[illegible]লে আয়রে কোলে, মুখ মুছায়ে কোলে টানে।
[illegible] অভয়ারে, আর কি রে ভয় করি কারে,
[illegible] বারে বারে, চেয়ে রব চরণ পানে॥

রাব[illegible]। মাভৈঃ মাভৈঃ !
চল পুনঃ রণে রক্ষঃসেনা,
রক্ষিবেন অ[illegible]দি শঙ্করী।

সকলে। জয় জয় ব্রহ্মময়ী শ্যামা !

[সকলের প্রস্থান।

—

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ ইত্যাদি দণ্ডায়মান।

রাম। হের মিত্র, ঘোর সিংহনাদে পুনঃ
পশিছে সমরে লঙ্কানাথ ;
বাম অঙ্গ মম, কম্পে ঘন ঘন,
ধনু-মুষ্টি নহে দৃঢ়।
তিষ্ঠ সবে সাবধানে ;
যা থাকে কপালে, হই অগ্রসর,
মরি কিংবা মারিব রাবণে।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণ। এ কি! ঘোর বিজলির ছটা
উজলিছে রক্ষঃসেনা,
নৃত্যকালী হাসি সম
নিবারি আঁধার ঘোর!
টলমল ক্ষিতি, রক্ষদল-পদ-ভরে;
কাঁপে হিয়া দুর্ দুর্,
বুঝিবা বিপদ কোন ঘটে অকস্মাৎ।
উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি বিনা মেঘে
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ;
স্তম্ভিত প্রকৃতি, স্তম্ভিত জলধি,
ঘোর তমোরাশি ঘেরিতেছে চারিদিকে;
ঘোর নাদে নিনাদিছে কেবা
কর্ণ মম বধির যে রবে;
শঙ্খের নিনাদ—রথের ঘর্ঘর—
ঘোর তূর্য্যধ্বনি দুন্দুভি আরাব—
ঘোর সিংহনাদ—অনন্ত নাগিনী-ত্রাস—
কোটি বজ্রনাদে, কোটি কোটি ধনুকটঙ্কার
অরিঘ্ন বাণের গর্জ্জন;
শুনেছি এ সব, লক্ষ লক্ষ
লক্ষ লক্ষ রক্ষ-রণে;
কিন্তু কভু হৃদিকম্প হয় নি আমার;
না জানি, কি মহাশক্তি-তেজে
তেজস্বী রাক্ষস-চমূ!
স্থির-নহে প্রাণ মম ডরে।

(রামের প্রবেশ)

রাম। যাও ফিরে, যাওরে লক্ষ্মণ অযোধ্যায়,
সঙ্গে লও মিত্র বিভীষণে;
কিষ্কিন্ধ্যায় পলাও সুগ্রীব মিতা;
পর্ব্বত পাষাণ ত্যজি হনুমান দেহ রড়,
নাহিক নিস্তার কারো;
আপনি মা নিস্তারিণী, সংহাররূপিণী বেশে,
নাচিছেন রণমাঝে—
ডাকিনী হাকিনী সাথে!
কে পাবে উদ্ধার আ'জ তারার সমরে,
মৃত্যুঞ্জয় যার পদ-ভরে অচেতন!
হের দেখ,
তিমির-রূপিণী নাচিতেছে,
দুলায়ে ভীষণা, বিস্তার রসনা;
ধক্ ধক্ জলিতেছে, মহা বহ্নি ভালে!
পলাও সত্বর, আমি একেশ্বর রহি রণে,
করালবদনী পদে, অর্পিব এ পোড়া প্রাণ।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। রণ ত্যজি রঘুমণি, পালাও সত্বর,
কেন পুড়ে মর, পতঙ্গের প্রায়,
চামুণ্ডার খড়্গ-অগ্নি-তেজে।

[সকলের প্রস্থান।

(কতিপয় রাক্ষস ও যোগিনীর প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল দং।

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না,
হৃদয় খুলে ডাক্ মা ব'লে, পূরবে মনের বাসনা।
মা ব'লে ডাক্‌লে পরে, তাপিত প্রাণে বারি ঝরে,
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে, ডাক্‌ছে রে ভাই শোন না॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও অন্যান্য নায়কগণ দণ্ডায়মান।

রাম। শত জন্মে শুধিতে নারিব
তব ভ্রাতৃ-প্রেম-ঋণ,
জন্মের মতন করি আলিঙ্গন তোরে;
আমা বিনা হনু, কিছু নাহি জানে
এ সংসারে আর, লহ সঙ্গে তারে;
তোমবারে প্রাণদান দেছে বার বার
রেখো মনে।
হনুমান, নাহি অন্য সাধ-তব মনে;
আমার কারণ,

করিয়াছ বহু শ্রম বাছাধন,
প্রাণ কাঁদে হনু, তোর তরে,
কি দিয়ে শুধিব তোর ধার !
আছিল বাসনা, মিত্র বিভীষণ !
স্বর্ণ-লঙ্কা-সিংহাসনে হেরিব তোমায় ;
কিন্তু হায় ! বিধাতা বিমুখ,
সাধে বাদ সাধিলেন তারা ;
নাহি জানি, জননীর পায়,
কোন্ অপরাধে অপরাধী দাস।
যাও ফিরি
কিষ্কিন্ধ্যানগরে, কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর,
বিশৃঙ্খল নব রাজ্য তব ;
কভু মিতা ব'লে, ক'র মনে অভাগায়,
পুত্র সম পালিহ অঙ্গদে।
নির্লজ্জ আমি,
তেঁই হে অঙ্গদ যুবরাজ, সম্ভাষি তোমায় ;
যে গুণ তোমার, কি সাধ্য আমার বাখানিতে !
পিতৃ-অরির সাহায্যে
প্রাণপণে করেছ সমর।
কহিও সুগ্রীব মিতা নেতৃপতিগণে,
রহিলাম ঋণী আমি সবার নিকটে ;
সবে সহাস্য বদনে, দেহ বিদায় আমায়,
সাগর-সলিলে ত্যজিব তাপিত প্রাণ !

বিভীষণ। হে প্রভু, নাহি মম ত্রিজগতে স্থান,
এ তিন ভুবনে—
নাহি স্থান রাবণের অগোচর ;
শরণ ল'য়েছি পদে, কেন তবে ত্যজ দয়াময় !

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা অপেক্ষায়, আছি দাঁড়াইয়া রঘুমণি !
নমি বিশ্বামিত্র গুরুর চরণে,
পশিব সমরে প্রভু ;
ব্রহ্ম-অস্ত্র দিয়াছেন গুরু দান,
স্থাবর জঙ্গম, দেব নর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
সৃষ্ট বস্তু যা আছে সংসারে,
এখনি দহিব আমি অস্ত্র-অগ্নিতেজে।
এত দিনে জানিলাম স্থির—
নাহি ধর্ম্ম, নাহি কর্ম্ম, নাহি বেদ-বিধি,
নহে কেন—
দুরন্ত রাবণে—পরম অধর্ম্মাচারী—
কাত্যায়নী দিলেন আশ্রয় ?
তব শ্রীচরণ ধ্যান-জ্ঞান,
অন্য কিছু নাহি জানি,
তবে কি কারণে, এ নিষ্ঠুর ব্যথা
দিতেছেন প্রভু হৃদে ?
পাইলে তোমার পদ ধূলি,
নাহি ডরি কাত্যায়নী,
নাহি ডরি শূলী পঞ্চাননে !

হনু। ঠাকুর লক্ষ্মণ !
আমিও যাইব রণে তোমার পশ্চাতে।

নেপথ্যে।—"জয় লঙ্কাপতি" !

লক্ষ্মণ। রাক্ষসের সিংহনাদ,
[illegible] সহে প্রাণে রঘুবীর !
([illegible]ক শর যোজনা করিয়া)
[illegible] রঘুবীর,
জয় জয় বিশ্বামিত্র মুনির প্রধান !

রাম। কি কর লক্ষ্মণ ভাই !
ক্ষুদ্র নরে কভু
নাহি পারে বুঝিতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।
কি কাজ সাধিবা ভাই, নাশিয়া সংসার ?
নাশিবে আমারে—যার তরে
বনবাসী তুমি রাজ্য পরিহরি ;
নাশিবা জানকী—
শক্তিশেল হৃদে ধ'রেছিলে যার তরে ;
বিনাশিবে পবননন্দন হনু—
বার বার, প্রাণ দান মোরা
পাইয়াছি যাহার প্রসাদে ;
ভস্ম হবে অযোধ্যানগরী,—
সর্ব্বনাশ কর কি কারণ ?
হেররে তূণীরে মম, কালসর্পাকৃতি শর,
শূলচক্র পাশ দণ্ড আদি
মহা অস্ত্র, কি আছে জগতে,
বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ড-প্রভাবে ;
কিন্তু তথাপিও নারি বিনাশিতে দশাননে !

তারার চরণে, ভক্তি-অস্ত্র বিনে,
কি পারে বিন্ধিতে আর !
হের দূরে, জলে পদতলে
মৃত্যুঞ্জয়-নাশিনী অনল !

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। কি হেতু এ ভাব সবাকার,
এখনও নাহি দেখি পূজা-আয়োজন ?
রাম। কহ বিধি, কোন্ বিধিমতে,
অম্বিকা-অর্চ্চনা করিব হে এ অকালে ?
করিয়াছি স্থির, এ শরীর,
সাগর-সলিলে দিব বিসর্জ্জন।
চিন্তি নানা মতে, দেখিলাম,
মম ভাগ্যে দেবী-আরাধনা,
ঘটিল না এ জনমে।
করি উদ্বোধন, সুরত রাজন,
যেই দিন পূজেছিল অম্বিকা-চরণ,
সে দিন নাহিক আর,
অত্র যোগ যত, হইয়াছে গত,
ক্রমে ক্রমে, শুক্ল ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
তবে হায় অম্বিকা অর্চ্চনা—
কি রূপে সম্ভবে বিধি ?
তেঁই চাই ত্যজিতে পরাণ।
ব্রহ্মা। শুন প্রভু রাম গুণধাম,
ব্যাঘাত না হবে,—
আমি বিধি, দিতেছি এ বিধি,
কল্য কর উদ্বোধন, জাগাইতে মহাশক্তি ;
তব প্রতি তুষ্টা দয়াময়ী,
সে হেতু ছলনা,
লইতে রাজীব-পদে, রাজীবলোচন,
রাজীব-অঞ্জলি তব করে।
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
কর আয়োজন শীঘ্র,
বিল্বাধিবাসনে স্থাপনা করহ ঘট।
মহামায়া ক'রেছেন মায়া,
যাহার প্রভাবে, অন্ধ দশানন
সমরে না দিবে হানা।
অর্চ্চনায় হবে না ব্যাঘাত।
রাম। শুনিলে বিধান মিত্রবর,
শুনিলে লক্ষ্মণ,
শুনেছ হে পবনকুমার, দেই ভার,
ভুবনের সার, যেখানে আছে যে ফুল,
আন তুলি ;
সফল জনম, কর বাছাধন,
তুলি নিজ করে, দেবীর পূজার ফুল।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল

রক্ষঃ-সৈন্যগণ।

১ম-সৈন্য। নাহি জানি কি হেতু অলস দশানন,
আ'জও অরিদল, বেড়িয়া রয়েছে লঙ্কা।
যদি কালী দিয়েছেন কুল,
কি হেতু নির্ম্মূল, নাহি করি শত্রুপুঞ্জ !
নিরুৎসাহ অরাতি এখন,
উচিত এখন আক্রমণ।
উগ্রচণ্ডা, বসিলে পুষ্পক রথে,
কি আছে জগতে, নাহি হবে পরমাণু,
যবে তারা গর্জ্জিবেন রুষি।
২য়-সৈন্য। পুনঃ কি ভূপতি, পশিলেন পুরে আজি ?
১ম-সৈন্য। শুনিনু সংবাদ দূতমুখে,
গিয়েছেন অশোক কাননে
জনক-নন্দিনী সম্ভাষণে।
২য়-সৈন্য। হায় মজিল সকলি,—
সাপিনী জানকী হেতু !
১ম-সৈন্য। হায় কিবা দৈব-বিড়ম্বনা !
যেই লঙ্কেশ্বর, শুনিলে সমরবার্ত্তা
সাপটি ধরিত ধনু,—
গৃহদ্বারে অরি,
তাহে আপনি সহায় ভীমা,

জ্বলিছে সতত হৃদে
ইন্দ্রজিত-হত-পুত্র-শেল !
২য়-সৈন্য। জানিনু নিশ্চয়, মজিল কনক লঙ্কা।
১ম-সৈন্য। জানিলাম স্থির,
ধার্ম্মিক ব্যতীত, ধর্ম্ম-বল নহে কারু ;
আসি হর-বরাঙ্গনা, করিয়ে ছলনা,
নিভাইলা মাতা, রাক্ষসের রোষ-অগ্নি ;
শত্রু নাহি 'নিশ্চিন্ত' সমান।
২য়-সৈন্য। চল যাই, সাবধানে রক্ষা করি থানা।

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

শিবির—দুর্গোৎসব

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, অঙ্গদ, হনুমান, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি।

সকলের গীত

মালকোষ—আড়াঠেকা।

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়।
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গামালা রাঙ্গা গায় ॥
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি-শশী, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায় ॥
পদ্ম ভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী, ডাক্‌লে তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥

রাম। না মানে প্রত্যয় পোড়া মন,
মিত্র বিভীষণ, বিনা দরশন।
করালবদনী, সাক্ষাৎ আপনি,
বিরাজিতা রাবণের রথে ;
আমি মূঢ়মতি,
না দেখিনু জগদম্বা ঘটে অধিষ্ঠান ;
তবে মানিব কেমনে,
মম পুষ্পাঞ্জলি পড়িয়াছে রাঙ্গা পায় !
মাভৈঃ মাভৈঃ রব,
শুনেছি স্বকর্ণে আমি রাবণের রথে ;
মম দুর্গোৎসবে, কি হেতু হে তবে,
নাহি শুনি সে অভয় রব !
কেন নাহি হেরি
দশভুজা দনুজদলনী
মহিষমর্দ্দিনী অট্টহাস !
বিভী। করুণ অর্পণ নীল নলিনী,
নলিনী-লাঞ্ছিত রাঙ্গা পদে।
ফুটে পদ্ম দেবীদহে,
দেবের অগম্য স্থান রঘুবীর।
রাম। দেবের অগম্য স্থানে,
কেমনে হে মিতা, সম্ভবে নরের গতি ?
বিধান সকলি—দুষ্কর আমার ভাগ্যে।
হনু। কি চিন্তা হে রঘুবীর,
যদি পাই শ্রীচরণ-ধূলি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য এ তিন ভুবনে,
অগম্য নাহিক স্থান।
দেহ পদধূলি বনমালি,
দেবীদহে চলি যাইব এখনি,
[illegible] হে তুলি নীলোৎপল।
রাম [illegible] বৎস,
জিও চিরদিন অক্ষয় শরীরে।
ঘুষিবে তোমার নাম, জগতের প্রাণী,
যতদিন ভবে, অর্চ্চিবে মানবে,
দৈত্যবিনাশিনী মায়।
সঙ্কল্প করিয়ে—রহিনু বসিয়ে—
আন তুলি শতাষ্ট নলিনী।

(স্তব) [হনুমানের প্রস্থান।

আশ্রিতে অভয়া, দে মা পদছায়া,
আশুতোষ-জায়া, ছায়া কায়া মহামায়া।
তাপিত তনয়, চাহে গো আশ্রয়,
দেহ রণ-জয়, জয়ন্তি বিজয়া জয়া ॥
রক্ষ দক্ষবালা, কল্যাণি কমলা,
জানাই মা জ্বালা, রণজয়ী রাঙ্গা পদে।
বরদে বর দে, নিবিড় নীরদে,
জয়দে শুভদে, তার মা বিপদ-হ্রদে ॥
রক্ষ রণে রক্ষ, বিরূপাক্ষ-বক্ষ-
বিহারিণী বামা, বগলা বিমলা তারা।
জয় ভদ্রকালী, নিশানাথ-ভালী,
জয় মুণ্ডমালী, মানব-মালিন্য হরা ॥

গন্ধর্ব্বগণের গীত।

টোরী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

রাখ মা রাখ মা, রমা রণরঙ্গিনী,
উমেশ হৃদয়-বাস, দিগবাস-অঙ্গিনী।
বরদে-বর দে শ্যামা, বিপদবারিণি বামা,
শুভদে শিবসঙ্গিনী, অশিব-ভয়-ভঙ্গিনী॥

(নীলপদ্ম লইয়া হনুমানের প্রবেশ)

রাম। এস বৎস, পবন-তনয়,—
এস হে রাঘব-সখা!

(নীলপদ্ম লইয়া স্তব)

রুদ্রবেশী, ব্যোমকেশী, অট্টহাসি ভীষণা।
দৈত্যহন্ত্রা, রক্তদন্তা, লিহি লোহ রসনা॥
উগ্র তুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডঘাতী চণ্ডীকে।
ফেরুরোল, গণ্ডগোল, ফল্ল ফণি মণ্ডিকে
লিহি লিহি, হিহি হিহি, ভীম ভাষ ভা
বিশ্ব কাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড, দণ্ডপাণি ত্রাসিনী॥
লম্ফ ঝম্প, শূরকম্প, দৈত্য দম্ভ বারিণী।
চন্দ্রভালী নৃত্যকালী, খড়্গা শূল ধারিণী॥
ঝক্ ঝক্, ধক্ ধক্, অগ্নি ভালে ভৈরবী।
কোটী রবি, বহ্নি ছবি, বিরূপাক্ষ কৈরবী॥
ধেই ধেই, থেই থেই, ভূত প্রেত ডাকিনী।
মত্ত রঙ্গে, নৃত্য সঙ্গে, ঘোর ডাকে হাঁকিনী॥
মুণ্ড হস্তে, ছিন্ন মস্তে, মুণ্ডমালা দলনা।
শবারূঢ়া, ব্যোম চূড়া,:ধূম্র নেত্র ললনা॥
রক্তমগ্না, রক্তলগ্না, দেবী রক্তদন্তিকে।
রক্তপান, রক্তদান, রক্তবীজ হন্তিকে॥
সর্ব্বনাশী, সর্ব্বগ্রাসী, শক্তি শিবা শঙ্করী।
জয়ং দেহি, জয়ং দেহি, দেহি মে ভয়ঙ্করী॥
একি, কোথা এক নীলোৎপল আর!

হনু। প্রভু, শতাষ্ট গণেছে দাস।

রাম। তবে কোথা হারা'ল নলিনী?
যাও পুনঃ দেবীদহে,
আন এক পদ্ম আর।

হনু। প্রভু, পরাৎপর, ভুবনের সার,
দেবীদহে নাহি পদ্ম আর।

বুঝি বনমালি, ছলিতে তোমারে কালী,
হ'য়েছেন নীলোৎপল।

রাম। ভাল, বুঝিব ছলনা,—
মোরে নীলোৎপল আঁখি,
সংসারে সকলে বলে;
আন রে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ,
এক আঁখি দেবী-পদতলে,
অর্পিব এখনি ভাই,
সংকল্প না হবে ভঙ্গ,
দেখি রঙ্গ রণ-রঙ্গিনীর,
কত দুঃখ দেন আর।

(স্তব)

নমস্তে বরদে, রাখ রাঙ্গা পদে,
তাপিতে, তারিণী তারা।
শিবে শুভঙ্করী, শুভ দে শঙ্করী,
পরাৎপরা সারাৎসারা॥
শ্রীপদ নলিনী, বিপদ দলনী,
রাখ মা রাজীব পদে।
প'ড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
তার মা দুস্তর হ্রদে॥
ইচ্ছাময়ী শ্যামা, কল্পতরু বামা,
কমলা কমল-আঁখি।
কাতর কিঙ্কর, বরাভয় কর
লুকালি—কাতরে ডাকি॥
দুর্গে দুর্গ-অরি, দেবী দিগম্বরী,
হর-রমা এলোকেশী।
দুস্তর সমর, পাইয়াছি ডর,
সুহাসিনী ঘোর বেশী॥
দিও না যন্ত্রণা, হর বরাঙ্গনা,
কেন মা ছলনা দাসে।
নলিন-নয়না, কর মা করুণা,
নলিন-নয়ন ভাষে॥
পাষাণ-নন্দিনী, জননী পাষাণী,
পাষাণী পাষাণ-প্রাণ।
নীলোৎপল আঁখি, নে, মা, পদে রাখি,
কর মা করুণা দান॥

দুর্গা। কি কর, কি কর দয়াময় !
ওহে গোলকবিহারী,
দেখ স্মরি পূর্ব্বের বারতা,—
আছিল রাবণ তব দ্বারী ;
উদ্ধারিতে নিজ দাসে,
অবতীর্ণ হ'য়েছ ভূতলে ;
কার পূজা কর তুমি,
কি প্রভেদ তোমায় আমায় !
তবে যে পূজেছ মোরে,
সে কেবল করিতে প্রচার,
আপন মহিমা ভবে।
পরমা প্রকৃতি, তোমার জানকী ;
হেন সাধ্য কিবা ধরে দশানন,
হরিতে তাহারে, রঘুবীর ?
অন্নপূর্ণা রূপে, নিত্য নিশিযোগে,
ঘুমাইলে চেড়িদল,
পশিয়া অশোক বনে,
পরমান্নে ভুঞ্জাই সীতায়।
ছাড়িনু লঙ্কা, ছাড়িনু রাবণে ;
মম বরে নাশ তারে, হে রাবণ-অরি।
দুষ্ট চেড়িগণে যত মেরেছে সীতায়,
হের সে সকল চিহ্ন মম কায়,
আর আমি না পারি সহিতে সে তাড়না।

(অপ্সরাগণের প্রবেশ)

সকলের গীত।

টোড়ী---ঢিমেতেতালা।

জয় হর-হৃদি নিবাসিনী, মা শমন-ত্রাসিনী।
নিবিড় নিরুপমা, তমোরূপা ভীষণা,
ঈশানী ঈশ্বরী, ঈশান-আসনা,
ললকে চপলা পদে, ভীম-ভাষ ভাষিণী।

চতুর্থ অঙ্ক

—০::০—

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

(রাবণ, মন্দোদরী, শুক, সারণ ইত্যাদি।

মন্দো। বীরকার্য্য ভুলি কি হেতু হে লঙ্কেশ্বর,
ত্যজি রণস্থল, এ অলস ভাব,
চারি দিন আজি ?
আপনি শঙ্করী সহায় তোমার রথে,
[illegible]নি রঘুনাথে, কি হেতু না দেহ রণ ?
[illegible]য় নিরুপায় যবে,
[illegible]শলে সংগ্রামে তুমি,
না শুনি নিষেধ বাণী কারো ;
বীরাঙ্গনা করে উত্তেজনা তোমা,
দেহ চারি দ্বারে হানা,
ঝঞ্ঝনা সম অস্ত্রবলে,
বিনাশ সম্মুখ-অরি।
সারণ। হে লঙ্কাপতি,
এ মিনতি মোসবার তব পদে,
কেন নব ভাব, হে ভূপাল তব ?
শুনি রণের সংবাদ,
কভু অবসাদ জন্মে নাই তব মনে।
গর্জ্জে নর-বানরীয় চমূ লঙ্কাদ্বারে,
মহেশ্বরী সহায় তোমার,
দম এ দুরন্ত রিপু, দানব-দলনী-বলে ;
নহে দেহ আজ্ঞা মোসবারে,
স্মরি জগৎ-ঈশ্বরী,
জয় কালী রবে পশি রণে।
রাবণ। নির্ব্বোধ তোমরা সবে,
বোধহীনা নারী মন্দোদরী।
ফুরায় বিবাদ, নাশিলে শ্রীরামে আজি ;

কিন্তু পেয়েছি যে দুঃখ,
সমুচিত প্রতিশোধ তার দিব আমি ;
সীতা ল'য়ে কোলে,
সম্মুখে তাহার, করিব বিহার,
তবে শোক নিভিবে আমার।

মন্দো। বোধহীনা আমি !
ভেবেছ কি মনে, সুবোধ লঙ্কার ভূপ,
দুর্ব্বল তাড়নে হইবেন প্রীত
দীন-জন-গতি জগদম্বে ?
জানিনু—নিশ্চয় লঙ্কার ক্ষয় !
অকারণে কেন এখানে রহিব আমি ;
যাও তুমি অশোক কাননে,
পশি দেবাগারে আমি,
পূজি দিগম্বরে তোমার মঙ্গল হেতু ;
সতী নারী অধিক কি পারে আর।
ধন্য তব বিলাস-বাসনা !
ইন্দ্রজিত অনন্ত-শয়নে,
সীতার লালসা আজো জাগে তব মনে !
কে রক্ষিতে পারে তারে হায়,
বিধি বাদী যার প্রতি !
(নেপথ্যে।—"জয় রাম" !)
শুন পুনঃ বানরের সিংহনাদ !
ভক্ত বিনা কে রাখিতে পারে,
ভক্তাধীনা ভগবতী !—
বুঝি কৃপাময়ী, ক'রেছেন কৃপা,
কাতর রাঘবে আজি ;
নহে চারি দ্বারে অকস্মাৎ,
কি হেতু, ভূপতি, গর্জ্জিছে বিকট ঠাট ?
অহঙ্কারে গেলে ছারে খারে !

[প্রস্থান।

রাবণ। হে শুক সারণ, কর অন্বেষণ,
নিরানন্দ বৈরীবৃন্দ,
কি হেতু গর্জ্জিল অকস্মাৎ ?
আদ্যাশক্তি তুষ্টা মম স্তবে,
তবে কি শক্তি-প্রভাবে,
আসিছে রাঘব, পুনঃ পশিতে আহবে ?
হও সুসজ্জিত নেতৃবৃন্দ,
আক্রমণ করিব এখনি।

[প্রস্থান।

সারণ। পরম মায়াবী রঘুপতি,
ব্রহ্মা আদি দেবতা সহায় তা'র ;
নিশ্চয় কি মায়ার প্রভাবে,
ভুলায়েছে আজি মহামায়া ;
যা হোক্ তা হোক্ ভালে,
প্রাণপণে যুঝিব রাজার পক্ষে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অশোক কানন

সীতা ও সরমা।

সীতা। শুন লো, সরমে, প্রাণ-সই,
ঘোর নিশাকালে, ঘুমাইলে চেড়িদল,
কে রমণী নলিনী-নিন্দিত-পাণি,
বীণা-ধ্বনি-বিনিন্দিত বাণী,
বসিয়ে শিয়রে, কন বিধুমুখী,
"আমি রে জননী তোর !"
পরমান্ন দেন মুখে,
তেঁই লো সজনি, নিরাহারে বাঁচে প্রাণ।
কয়দিন রণের বারতা নাহি শুনি ;
কেহ কহে দুর্ব্বাদল-শ্যাম,
পরাভূত রাবণের রণে ;
কেহ বলে দনুজদলনী
দিয়াছেন আশ্রয় রাবণে,
মানুষ-পরাণে কি পারে করিতে রাম।
প্রত্যয় না মানি তাহে কভু ;
কভু কি সম্ভবে,
জগদম্বা ত্যজিবেন তনয়ারে,
দীনদয়াময়ী নামে রটিবে কলঙ্ক তাঁর ?
কাঁদি দিবানিশি আমি অরিপুরে,
স্মরি দুর্গ-অরি পদযুগ !
ইন্দ্রজিত হত যেই দিনে,
এসেছিল মোরে কাটিতে রাবণ ;

সে অবধি দিন কত আসে নাই মূঢ়।
ক্রমে দিন চারি, নিত্য আসে মম পাশে;
শুধায় শোণিত মম,
হেরিলে তাহার ছায়া,
মহামায়া-পদ করি ধ্যান;
পুনঃ আসে পুনঃ যায় ফিরে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। চন্দ্রাননি, এখন' ভজহ মোরে।
সতী নারী সাধে সদা পতির কল্যাণ;
না ভজিলে মোরে, পতিতপাবনী-বরে,
পতি তব পড়িবে সমরে আজি।
কর আলিঙ্গন দান,
চাহ যদি পতির কল্যাণ;
নাহি তব পতির শকতি আর,
বিনাশিতে লঙ্কাপতি;
হৈমবতী সহায় আমার,
বলে নি কি চেড়ীগণে?
তোষ সংগোপনে মোর মন,
চাহ যদি পতি-দরশন।

সীতা। ও রে মূঢ়মতি,
নাহি কি রে সতী তোর ঘরে,
ছলে কভু ভুলে সতী নারী?
বোধহীন তুমি, তাই ভাব মনে,
ত্যজিয়ে সীতায়—দুঃখিনী—
জননী তার অসিতবরণী,
সাপক্ষ হবেন তোর?
সতীর আদর্শ দক্ষসুতা!
(নেপথ্যে—"জয়রাম!")

রাবণ। পুনঃ কি ভিখারী রাম পশিল সমরে?
যে হয় সে হোক্ আজি,
যাব পুনঃ রণস্থলে,
বিলম্বে নাহিক কাজ।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। মজিল সকলি লঙ্কাপতি,
অশুদ্ধ হ'য়েছে চণ্ডী।

রাবণ। কি কহিলি, মূঢ় দূত,
শতধা বিদীর্ণ এখন' হ'ল না মুণ্ড তোর!
বৃহস্পতি করে চণ্ডী পাঠ।

দূত। হায় লঙ্কাপতি!
শমন সমান অরি বীর হনুমান,
পশি পূজাগৃহে কাড়িয়া ল'য়েছে পুঁথি,
প্রথম মাহাত্ম্য তিন শ্লোক
পুঁছিয়াছে মূঢ়মতি।
স্বচক্ষে দেখেছি রক্ষোনাথ,
ঘট হ'তে উঠে তেজোরাশি
ধাইল উত্তর মুখে,
ব্যোম্ ব্যোম্ রবে বেষ্টিত পিশাচদলে
ভূতনাথ শূন্যে কৈল দেবী-আরাধনা,
তাথেই তাথেই নাচিল ডাকিনীগণে;
... প্রাচীর হ'তে,
... শিবির সমুজ্জ্বল চরণ-প্রভায়।

রা... ভাল, না চাহি সাহায্য কারো,
(স্বগত) ব্রহ্মা-বরে মম মৃত্যুশর মম ঘরে,
দেবের অবধ্য জনে
কি করিতে পারে নরে?
(প্রকাশ্যে) বাজাও দুন্দুভি,
সাজি চতুরঙ্গে রণরঙ্গে মাতিব সত্বর।
[দূত ও রাবণের প্রস্থান।

সরমা। চল আজি মম পুরে দেবি,
চেড়ীদল বিকল সকলে
অশুভ বারতা শুনি;
বুঝি এতদিনে বিপদবারিণী
বারিল বিপদ তব।
দৈববলে আছিল অজেয় লঙ্কাপতি,
এবে দেব বাম তার প্রতি,
অবশ্য হইবে ক্ষয় রামের সংগ্রামে।
ঘুচিল কুদিন তব,
সুদিন আগত বিধুমুখি।

সীতা। চল লো সজনি, চল যাই তব পুরে;
নাহি জীব আর,

পুনঃ যদি আইসে দশানন
ভেটিতে আমায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখ

ত্রিজটা ও বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশে হনুমান।

হনু। খেয়ে পূজোর কলা গণ্ডা গণ্ডা,
তুই বেটী হ'য়েছিস ষণ্ডা,
উগ্রচণ্ডা বাকি্য বেটী ছাড়তো।
দোরে ছিল চাঁপদেড়ে,
বামুন দেখে দেছে ছেড়ে,
বেটী এলি থোবনা নেড়ে,
ত্রিজটা। বুড়োর ভেলা বাড়তো।
দাঁড়া লাগাই তোরে তিন সোঁটা,
কপালে কেটেছিস্ ফোঁটা,
মাথায় তোর তরমুজের বোঁটা
উপড়ে নেব টেনে।
ভাল চাস্ তো সর বেহায়া,
নইলে এখনি দেব হায়া,
হনু। তুই বেটী তো আচ্ছা ভ্যান্ ভেনে!
গাইতে এলুম রাজার জয়,
ফিরতে বলিস্ ফিরি না হয়,
আক্কেল দেবো রাজার কাছে ব'লে।
ত্রিজটা। ভাল চাস্ তো সর বুড়ো,
নইলে এখনি খাবি হুড়ো,
যেমন এয়েছিস্ তেমনি যা তো চ'লে।
হনু। উঃ! বেটীর কিবা বাঁকা ঠাম,
রঙ্ যেন পাকা জাম,
বুকের উপর দুলছে দুটো কদু।
ত্রিজটা। তো বেটার কি রূপের ছটা,
ঘোড়া সরু পেট্‌টী মোটা,
বাকির মধ্যে লেজ নাইকো শুদু।
হনু। বেটীর নাকের কিবা খাঁজ,
চলে যায় তিন খানা জাহাজ,
অমন মুখে পড়ে না বাজ,
আমায় বলিস্ বুড়ো।
ত্রিজটা। আমরি কি ভঙ্গিমা,
তোমার রূপের নাইকো সীমা,
চাকা মুখে জেলে দেব নুড়ো।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কি হেতু, ত্রিজটে, দুয়ারে এ গণ্ডগোল?
হনু। আসিয়াছি, রাণী মন্দোদরী,
রাজার কল্যাণ হেতু;
গণনা-শাস্ত্রেতে বড়ই পণ্ডিত আমি;
দুলায়ে দু'বাহু, মেলিয়ে বদন রাহু,
ঘাগী মাগী করিছে বিবাদ।
মন্দো। কে তুমি হে দ্বিজবর?
হনু। যোগী আমি, ছিনু এতদিন যোগে,
লঙ্কার দুর্যোগ জানি নাই সে কারণে;
অকস্মাৎ টলিল আসন,—
চাহিনু নয়ন মেলি,
দেখিলাম গণনায় লঙ্কার দুর্গতি যত,
দুষ্ট গ্রহ-কোপে অনিষ্ট ঘটেছে পুরে;
কর আয়োজন রাণী,
গ্রহশান্তি করি গাহিব রাজার জয়।
মন্দো। এস তবে মন্দির ভিতরে, দ্বিজবর!

(মন্দোদরী ও হনুমানের মন্দির-মধ্যে গমন)

ত্রিজটা। কোথা থেকে এলো কাপ,
আমার বুকে ল'াগছে হাঁপ,
ধ্যানে ছিলেন সর্ব্বনাশীর বেটা।
এটা সেটা কথা ক'য়ে,
রাণীর দিলে মন ভুলিয়ে,
আমি হ'লে লাগাতেম বিশ ঝাঁটা। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-অভ্যন্তর

মন্দোদরী ও হনুমান।

হনু। গ্রহশান্তি কিবা প্রয়োজন আর;
দেখিনু গণিয়ে,

শত রামে কি করিতে পারে ?
জয় লঙ্কেশ্বর ! বিদায় হইনু আমি।

মন্দো। একি দ্বিজবর !
করিলাম আয়োজন গ্রহশান্তি হেতু,
তবে ফিরে যাও কি কারণ ?

হনু। গ্রহশান্তি নাহি প্রয়োজন,
স্মরণ হইল এবে,
আছে মৃত্যুশর তব ঘরে,
অস্ত্র অস্ত্রে নাহিক রাজার ক্ষয়,
তবে আর কি ভয় রাঘবে ?

মন্দো। বুঝিলাম সুপণ্ডিত তুমি দ্বিজ ;
ডরি বিভীষণে,
কি জানি সে যদি দেয় এ সন্ধান ক'য়ে।

হনু। ক'র না ছলনা, মন্দোদরী,
রাখিয়াছ অস্ত্র ল'য়ে তুমি
ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে ;
সে তত্ত্ব কেমনে জানিবে গো বিভীষণ ;
তবে যদি শঙ্কা হয় চিতে,
কহ মোরে কোথা আছে বাণ,
করিব চেতনা মন্ত্র-বলে ;
আপনি শমন
মরিবে পরশে তার মন্ত্রের প্রভাবে।

মন্দো। রাখিয়াছি অস্ত্র সংগোপনে ;
কিন্তু ডরি দেখাইতে স্থান—

হনু। ভাল ভাল,
হউক রাজার জয়, চলিলাম তবে।

মন্দো। ত্যজ রোষ, দ্বিজবর,
অবোধ রমণী আমি ;
কর অস্ত্র-পূজা,
আছে অস্ত্র স্তম্ভের ভিতর।

হনু। নাহি প্রয়োজন তায়,
তবু পূজি তব অনুরোধে,
যাও রাণী,
স্বহস্তে আন গে তুলি অতসী কুসুম।
[মন্দোদরীর প্রস্থান।

হনু। (স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া বাণ গ্রহণ)
কে বোঝে নারীর রীতি !
ছিল অস্ত্র ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে,
দিল তুলি অরাতির করে ;
জয় রাম ! [প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

—০::০—

প্রথম দৃশ্য

শিবির

লক্ষ্মণ ও বিভীষণ।

বিভী। সাধিনু কঠোর তপ ভাই তিন জনে,
তুষ্ট হ'লেন পদ্মযোনি,
চাহিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী,
'তথাস্তু' বলিল ব্রহ্মা,
বর শুনি শপি অনুমানি
করিলাম মিনতি চরণে ;
তেঁই পুনঃ করিল বিধান বিধি,
ছয় মাসান্তর জাগরণ একদিন,
অকালে ভাঙ্গিলে নিদ্রা মরণ সে দিনে ;
ভয়ে নিরুপায়ে
অকালে জাগালে দশানন,
তেঁই শূর পড়িল রামের শরে,
নহে তার রণে ছিল না নিস্তার কারো।
চতুর্ম্মুখ সদয় হইয়া দাসে,
দিলেন অমর বর।
চাহিল অমর বর ভাই লঙ্কেশ্বর,
কমণ্ডলু-পাণি না দিল সে বর তারে,
কিন্তু বীর প্রকারে অমর ;
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
লাগিয়াছে যোড়া
ছিন্ন হস্ত-পদ-শির রণে ;

বিধি-দত্ত মৃত্যুবাণ বিনা
না মরিবে অন্য শরে।

লক্ষ্মণ। তুমিও হে রক্ষোত্তম!
নাহি জান কোথা সেই বাণ,
কেমনে সন্ধান তার পাবে হনুমান?
দেখি বিঘ্ন সীতার উদ্ধারে পদে পদে।

বিভী। হের দূরে বীরমণি,
গর্জ্জিছে রাক্ষস-ঠাট,
'ধর ধর' ডাকে সবে,—
ভঙ্গীয়ান কপিসেনা।

লক্ষ্মণ। সত্য রক্ষোবর,
প্রবল হ'ল কি অরি রামের সমরে!
চল দোঁহে যাই, শীঘ্র পশি রণস্থলে।

বিভী। লঙ্ঘিতে রামের আজ্ঞা
না হয় উচিত, বীরবর!
তিষ্ঠ শূর,
যতক্ষণ নাহি আইসে হনু।

লক্ষ্মণ। শুন শুন হাহাকার রবে
নাদিছে বানর-সেনা,
ছোট নহে কাজ,
হের সুগ্রীব আপনি পলায় সমর ত্যজি,
না পারি রহিতে আর,
রহ অস্ত্র-প্রতীক্ষায় তুমি—

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। আনিয়াছি অস্ত্র, বীরবর!

সকলে। জয় রাম!

লক্ষ্মণ। চল শীঘ্র রণস্থলে রাঘব-বান্ধব;
নহি পঞ্চানন আমি,
কি সাধ্য আমার
বর্ণিতে তোমার গুণ, ভীমবাহু!
চল শীঘ্র বিলম্ব না সহে—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। চল শীঘ্র বীরমণি,
অচেতন রাম রঘুমণি—
দারুণ রাক্ষস-শরে;
পলায় বানর-সেনা,
পাছে পাছে ধাইছে রাক্ষস,
নাহি জানি এতক্ষণ কি হয় সংগ্রামে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

রাম, রাবণ ও উভয় পক্ষের সৈন্যগণ।

রাবণ। এই শক্তি ধর ভুজে!
চাহ ক্ষমা,
নহে রক্ষা নাহি তোর রণে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কেন অন্য মন রণে, রঘুবীর!
লহ রাবণের মৃত্যুতীর,
আনিয়াছে হনুমান,
প্রতিজ্ঞাপালন কর, নারায়ণ,
বধিয়ে দুর্ম্মদ রিপু।
(রাবণের প্রতি)
ত্যজ অহঙ্কার, ত্যজ সিংহনাদ,
তোর মৃত্যুশর—
হের রে পামর মোর হাতে।

রাবণ। কি? মিথ্যা কথা!

লক্ষ্মণ। নহে মিথ্যা বাণী,
হের মৃত্যু নিকট তোমার।

(রামচন্দ্রকে বাণ প্রদান)

রাবণ। রাণী মন্দোদরি, তুমিও হ'য়েছ অরি!
রণে ক্ষমা দেহ রে রাক্ষস!

(রামচন্দ্রের বাণে রাবণের পতন)

সকলে। জয় রাম!

(স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

রাম। সাবধান কপিসেনা,
কেহ নাহি স্পর্শ লঙ্কেশ্বরে;
না পলাও রক্ষঃসেনা,
ত্যজ অস্ত্র দানিনু অভয়।

বিভী। ভাই নহি, আমি রে চণ্ডাল—
তেঁই তব মরণ-সন্ধান—
কহিনু অরির কানে!
ওঠ ভাই, ধর পুনঃ ধনু,
বিনাশ সম্মুখ-অরি।
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন উদিবে জগতে,
রহিবে অখ্যাতি মম;
জলিবে স্মৃতি চিতানল সম হৃদে;
ধর্ম্ম-অনুরোধে করিনু অধর্ম্ম, মূঢ় আমি,
কর্ব্বুর-সংসার সংহার কারণ,
ধ'রেছিল গর্ভে মোরে নিকষা জননী!
হা ভ্রাতঃ! হা ভুবন-বিজয়ি!
দমি পুরন্দরে প্রাণ দিলে নরের সমরে?

রাবণ। ভাই বিভীষণ!
দারুণ প্রহারে বিকল শরীর মম,
না কাঁদ আমার লাগি,
জীবনে-মরণে সম দর্পে কাটাইনু আমি;
ডাকি আন হেথা মিতা তব,
এ অন্তিমে,
হেরিব পরম রিপু পরম ঈশ্বরে,
তোমার প্রসাদে ভাই;
পবিত্র রাক্ষসকুল তোমার জনমে!

রাম। চল রে লক্ষ্মণ ভাই রাবণ-সমীপে,
আছে যুদ্ধ-রীতি হেন,
যবে নিপীড়িত অরি,
বীর ভুলে বৈরি ভাব;
বিশেষতঃ বীর লঙ্কেশ্বর,
ত্রিভুবনে ছিল রাজা,
রাজনীতি উচিত শিখিতে তার ঠাঁই।
হ'রেছিল জনকনন্দিনী,
বুঝে দেখ মনে, কভু নহে সামান্য রাবণ,
প্রাণ দিল পণ-রক্ষা হেতু।

লক্ষ্মণ। হে প্রভু! হে রঘুকুল-গর্ব্ব!
হে অনাথ-বান্ধব! যথা যাবে তুমি,
যাব আমি তোমার পশ্চাতে ছায়া সম।

বিভী। হের লঙ্কানাথ,
এসেছেন রঘুনাথ ভেটিতে তোমায়।

রাবণ। দেহ দয়াময় শ্রীচরণ শিরে,
যতক্ষণ পাপদেহে রহে প্রাণ,
রহ, প্রভু, আমার নিকটে;
ভক্তিস্তুতি নাহি জানি, মূঢ়মতি আমি,
নিজ গুণে কর হে করুণা,
অরিরূপী করুণানিদান!

রাম। ধন্য বীর তুমি ত্রিভুবন-মাঝে;
জয়-পরাজয় নহে আয়ত্ত অধীন,
কিন্তু বীরধর্ম্ম নাহি ভুলে বীর;
নিঃসহায় তুমি বীরবর,
যুঝিয়াছ একেশ্বর;
দেব-অবতার বীরবৃন্দ সাপক্ষ আমার,
ক[illegible]ত তোমার দাপে;
ত[illegible]দেহ দেহগত প্রাণী,
[illegible] কে কবে এ ভবে,
ত্যজিয়াছে দেহ সম্মুখ-সমরে,
তোমা হেন বীরদাপে!
লহ পদধূলি, বাঞ্ছা যদি তব চিতে,
দিতেছি হে তব ইচ্ছামতে!
এক ভিক্ষা দেহ লঙ্কেশ্বর,
রাজ-কার্য্যে সুপণ্ডিত তুমি,
রাজপুত্র আমি,
কিন্তু কিশোরে হে বনচারী,
কহ উপদেশ কথা,
ঘুচুক মালিন্য মোর তোমার প্রসাদে।

রাবণ। হে অখিল-পতি! অপার মহিমা তব,
তেঁই চাহ উপদেশ রাক্ষসের ঠাঁই;
সত্য রঘুনাথ,
ভাগ্যবান আমি কে করিবে অস্বীকার?
আপনি অখিলপতি
আসিয়াছ রাজনীতি শিক্ষা হেতু
আমার সদনে;—
এ চরম কালে,
পাইনু পরম ছাত্র পরম ঈশ্বর!

কহি শুন যথা জ্ঞান তোমার সদনে,—
"'সুকর্ম্মে কর' না হেলা, কুকর্ম্মে বিলম্ব শ্রেয়ঃ",
এ নীতি নীতির সার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,
দণ্ডিবারে দণ্ডপাণি দিনু হানা ;—
হেরিনু নরককুণ্ড, শঙ্কার আবাস-স্থান,
ছায়া-কায়া প্রাণী ভ্রমিছে অসংখ্য তথা,
গণ্ডগোল, বিলাপের রোল চারিদিকে,
আভাহীন বহ্নিতাপ, না বহে পবন,
নিরুপম তমাচ্ছন্ন দিক্ ;
ঘোর ঘনঘটা,
নীল বিজলির ছটা রহি রহি,
বজ্রনাদে বধির শ্রবণ,
সে ঘোর আরাব ভেদি
হাহাকার-ধ্বনি পশিল শ্রবণে ;
ভেবেছিনু বুজাইব কুণ্ড,
ঘুচাইব পাপীর যন্ত্রণা ;
গড়িব স্বর্গের সিঁড়ি ;
সিঞ্চি লবণ-সমুদ্র-নীর,
ক্ষীরপূর্ণ করিব সাগর ;
কিন্তু আজ কাল করি
রহিল মনের সাধ মনে, —
বাধিল সমর অতঃপর ;
স্বর্পণখা-উপদেশে আনিনু সীতায়,
বিলম্ব না কৈনু তায়,
সেহার দুর্গতি তার বিষময় ফল !
জড়িত রসনা, না সরে বচন আর—
সম্মুখে দাঁড়াও প্রভু !—
ধনেশ্বর, লহ ফিরি রথ তব—
দেখরে দেখরে রথ,
সারথি মুরলিধারী শ্যাম,
বংশীরবে করে আবাহন ;
কার এ সুন্দর পুরী,
শতলঙ্কাপুরী লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যে যার !
আনন্দ ! আনন্দ অপার ! এ পুর আমার,
আনন্দের ধাম নাচিছে আনন্দময় !

বিভী। সে আনন্দধাম কভু না হেরিব আমি !
রাম। না কর আক্ষেপ, মিত্রবর ;
তোমায় আমায় নাহি ভেদ,
সর্ব্বস্থানে জীবনে মরণে,
চিরানন্দে বক্ষে সাধুজন ;
নাহি প্রয়োজন, মিত্রবর,
রহিয়ে এ স্থানে,
উদ্দীপন হবে শোক
দেখিয়ে জ্যেষ্ঠের দশা।
বিভী। দেহ আজ্ঞা, ক্ষণকাল রহি এই স্থানে,
বহুযত্নে পুত্র সম পলিয়াছিলেন ভাই,
সাধু আমি,
শোধ দিনু তার,বধিয়া রাজায় !
ক্ষম রঘুমণি,
কঠোর নয়নে এক বিন্দু অশ্রুবারি !
দেহ আজ্ঞা প্রভু,
করি রাজার সৎকার বিধিমতে।
রাম। তব যোগ্য বাক্য, মিত্রবর !
দেহ আজ্ঞা রক্ষোগণে আনিতে চন্দনকাষ্ঠ ;
ভাণ্ডারের ধন,
অকাতরে দীনজনে কর বিতরণ।
[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। হায় নাথ, কোথা গেলে ত্যজিয়ে আমায় !
ছিনু ভুবনের রাণী,
সাজাইলে পতি-পুত্র-হীনা অনাথিনী ;
কোন্ অপরাধে ঠেলিলে হে পায় !
কি দোষে ক'রেছ রোষ, গুণমণি,
ধূলায় শুয়েছ আজি !
শূন্য স্বর্ণপুরী, শূন্য পারিজাত-শয্যা তব !
উঠ নাথ,
চাহ ফিরে বারেক অধিনী-পানে ;
চেয়ে দেখ চারিদিকে অরি ;
করে হাহাকার তবাশ্রিত প্রজাগণ ;
সুসজ্জিত রথ তব,

পুনঃ ধব ধন্থ, বিনাশ বানর-নরে।
করিলে কঠোর তপ স্বহস্তে ছেদিয়া শির,
এই কি হে তার পরিণাম!
শঙ্কর-শঙ্করী ত্যজিল তোমারে
এ বিপত্তি কালে!
কেন বা আনিলে এ কালসাপিনী সীতা!
বীরভূমি লঙ্কা বীরহীনা,
হে বিধি,
কি দোষে সাধিলে হেন বাদ!
উঠ নাথ, তোষ পুনঃ মধুর বচনে,
কাঁদিছে চরণে রাণী মন্দোদরী।

বিভী। বুদ্ধিমতী সতী নারী তুমি,
কি বুঝাব আমি হে তোমায়!
নয়ন-সলিলে কভু নাহি ফিরে
গত জীবজন;
ভাগ্যবান পতি তব,
পড়ি সম্মুখ-সমরে—
গেছে চলি বৈকুণ্ঠ ভুবনে!

মন্দো। বল বিভীষণ,
এ সংসারে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধরে,
নেহারি,
রাবণ সমান স্বামী ধূলায় শায়িত!
হাহারবে কাঁদ লঙ্কাপুরি,
খসিল তোমার চূড়া!
গগন বিদারি বিলাপ হে রক্ষোবৃন্দ,
কর্ব্বুর-গৌরব ঘুচিল রে এত দিনে!
ছিল লঙ্কা সংসারের সার,
এবে ছারখার, র বণ বিহনে!
নিতান্ত পাষাণী আমি,
নহে ভুবনবিজয়ী স্বামী ভূপতিত,
এখন' র'য়েছে দেহে প্রাণ!
কার কাছে জানাব মনের জ্বালা,
নাহি স্বামী, কোথায় করিব অভিমান,
ফুরাল সকলি এত দিনে!
কহ বিভীষণ, কোথা সে রাঘব,
বারেক হেরিব আমি পতিঘাতী-অরি!
শুনেছি হে তিনি দয়াময়;
ছিল পতি মম বৈরী তাঁর;
কিন্তু কোন্ অপরাধে,
অপরাধী শ্রীচরণে রাণী মন্দোদরী?
কোন্ দোষে দোষী লঙ্কার সুন্দরী যত?
ওই শুন ঘরে ঘরে বিলাপের রোল,
কাঁদে পতি-পুত্র-হীনা নারী;
বারেক শুধাব রামে,
কেন হেন বজ্রাঘাত অবলার হৃদে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির

রাম ও লক্ষ্মণ।

রাম। [illegible]গ্যহীন মম সম কেবা এ ভুবনে!
অযোধ্যার পতি
পিতা ত্যজিলেন মোর শোকে প্রাণ;
স্বর্ণকান্তি তুমিরে লক্ষ্মণ,
ইন্দ্রাসন-যোগ্য ভাই,
বনচারী আমার কারণে;
সতী নারী জানকী সুন্দরী,
স্বহস্তে সঁপিনু ভাই রাক্ষসের করে
মরিল জটায়ু পক্ষী-রাজ পিতৃসখা
আমা হেতু;
করিলাম বালির নিধন,
কিষ্কিন্ধ্যা পূরিনু হাহারবে;
উদ্ভব সগর-বংশে,
সে সাগরে পর'নু শৃঙ্খল;
স্বর্ণলঙ্কাপুরী শ্মশান সমান মম শরে,
দেখ চারিদিকে ভূপতিত
ভুবন-বিজয়ী রথী;
পর্ব্বত-আকার কপি,
হাতে লয়ে পর্ব্বত-পাষাণ,
লম্বমান ধরণী শয়নে;

শৃগাল-কুক্কুর-রোল,
কঠোর চঞ্চুর ধ্বনি গৃধিনীর,
শুন কান দিয়া, বিনাইয়া কাঁদে বামাকুল,
পতি-পুত্র-শোকে তাপিত অবলা-প্রাণ !
যাও ফিরি অযোধ্যানগরে ভাই,
বনচারী রব চিরদিন,
ব্রহ্মচর্য্য উচিত আমার,
খণ্ডাইতে মহাপাপ !

লক্ষ্মণ। রঘুমণি, কর দয়া পদাশ্রিত জনে,
শুনি তব বিলাপ বচন,
জীবন ধরিতে নারি !

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

রাম। দেখ দেখ জানকী আমার,
আপনি এসেছে হেথা ;
'জন্ম-এয়ো' হও গুণবতী—
কহ কে তুমি সুন্দরী,
অবিরল নয়নের বারি, মুকুতার সারি,
ঝরে কুরঙ্গ-নয়নে কি কারণে ?

মন্দো। শুন মম পরিচয় রঘুমণি !
দানবসম্ভবা আমি ;
কভু কি শুনেছ, রাম,
ভুবনবিজয়ী ময়দানব নাম ?—
তাহার নন্দিনী দাসী,
যার মহা শেলে টলিল ভুবন,
অচেতন ঠাকুর লক্ষ্মণ ;
দশানন স্বামী মম,
ছিল মম ইন্দ্রজিত সুত,
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
মম পতি-পুত্র-ভুজ তেজ ;
এবে অনাথিনী,
পতিঘাতী-অরির সম্মুখে।
ভাল, শোক নাহি তায় ;
কিন্তু এই খেদ রহিল হে মনে,
পাতিয়ে ছলনা, ভুলায়ে ললনা,
হরিলে পতির মৃত্যু-বাণ ;
ভগবান করুণা-নিধান তুমি,
স্বর্ণ-চূড়া সম পতি মম
ভূপতিত তব শরে,
পুনঃ ছল পাতি রঘুমণি,
দিলে 'জন্ম-এয়ো' বর ;
থরে থরে বিঁধে আছে বুকে,
দিয়েছ যতেক জ্বালা ;
সহেছি সকল, সহিব সকল,
সহিয়াছি ইন্দ্রজিত-হত-শোক !
কিন্তু নারী আমি, অধিক কি পারি আর,
রটাইব ভবে মিথ্যাবাদী রঘুমণি !

রাম। কেন লজ্জা দেহ, বিধুমুখি !
সতী তুমি,
'এয়ো' রবে চিরদিন নিজ পুণ্য-ফলে,
সতীর প্রসাদে,
মিথ্যা না হইবে মম বাণী ;
রাবণের চিতা,
কভু না নিভিবে, সুলোচনে !
স্মরিলে তোমার নাম প্রাতে,
পাপহীন হবে নর।
যাওরে লক্ষ্মণ ভাই,
কহ কপিগণে আনিবারে চতুর্দ্দোল ;
গৃহে যাও রাণী মন্দোদরী,—
ভাগ্যহীন আমি,
আমারে না বল মন্দ বোল ;
বুঝে দেখ মনে, বিধির নির্ব্বন্ধ সব,
নিমিত্তের ভাগী মাত্র আমি,
ক'র না আমায় অপরাধী।

[মন্দোদরীর প্রস্থান।

চল সবে সাগরের কূলে,
দেখি গিয়ে রাজার সৎকার,
বীর-শ্রেষ্ঠ দশানন !

লক্ষ্মণ। যদি আজ্ঞা হয় দাসে,
প্রেরি দূত আনিতে সীতায়।

রাম। যথা ইচ্ছা কর ভাই, অনর্থের মূল সীতা !

[সকলের প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ।

বিভীষণ, হনুমান, সৈন্যগণ ও চতুর্দ্দোলে সীতা।

বিভী। দুই ধারে রহ সবে, মধ্যে দেহ পথ,
আসিছেন সীতাদেবী,
জনম সফল হবে হেরি মা জানকী!

হনু। দেখরে দেখরে কপিগণ,
যার তরে ক'রেছ দুষ্কর রণ,
মা জানকী দেখ আঁখি মেলি।
কর সবে সার্থক জীবন,
রবে না শমন-ডর!

(সৈন্যগণের গীত)

যোগিয়া—একতালা।

আর কারে কর শঙ্কা, বাজাও বাজাও ডঙ্কা,
বাজাও দুন্দুভি ভেরী ভেদিয়া গগন।
ফুলের সৌরভ ধায়, ফুল বরষিয়ে যায়,
ফুল-যান, ফুল্ল প্রাণ, ফুলে বিমোহন।
জয় মা জানকী সতী, জয় জয় রঘুপতি,
জয় অগতির গতি ভুবন পাবন!
ঘুচিল ঘুচিল ভয়, গাও সবে জয় জয়,
শ্রীরাম জয়রাম নাম ডাক ত্রিভুবন।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবির

রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান ইত্যাদি।

লক্ষ্মণ। রঘুবীর, বুঝি আসিছেন সীতাদেবী—

রাম। আসুক্ জানকী, নাহি মম প্রয়োজন।

(সীতার প্রবেশ)

শুন শুন জনক-নন্দিনি!
রঘু-বধূ তুমি,
করিলাম দুষ্কর সমর,
রাখিতে বংশের মান;
ছিলে দশমাস রাক্ষসের ;—
অযোধ্যা নগরে,
না পারিব লইতে তোমারে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।
যথা ইচ্ছা করহ গমন ;—
যাও তব জনক-সদনে, ইচ্ছা যদি,
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে সুগ্রীবের ঘরে,
থাক গিয়ে যদি সাধ মনে,
কিম্বা রহ লঙ্কাপুরে, যথা-ইচ্ছা তব।

সীতা। এই কি লিখেছ ভালে, রে দারুণ বিধি!
হে নাথ! এ পদাশ্রিত জনে,
কি কারণে ঠেল পায়?
জাগরণে শয়নে স্বপনে,
রাম নাম বিনা, কভু নাহি জানে দাসী ;
[illegible]নি!
[illegible]সাধ মনে হইতে তোমার রাণী,
[illegible] নাহি সিংহাসন,
মাত্র আকিঞ্চন, সেবিব রাজীব-পদ,
তাহে নাথ ক'র না বঞ্চনা।
কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে?
কহ অধিনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি?
সতী নারী আমি, কহি চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী করি,
সাক্ষী মম দিবস-শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়,
সাক্ষী আপাদ-মস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন,
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর,
ঝরিতেছে অবিরল,—
সাক্ষী পবন-নন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ,
সাক্ষী নাথ তোমার অন্তর!
তবে যদি,
নিতান্ত ঠেলিলে পদে, রাজীবলোচন,
নাহি খেদ আর,
পাইয়াছি পতি-দরশন!

আজ্ঞা দেহ অনুচরে সাজাইতে চিতা,
হ'য়ে হর্ষযুতা,
ত্যজি দেহ স্বামীর সম্মুখে।
বাছা হনুমান, আমি রে জননী তোর ;
ত্যজিলেন স্বামী,
চাব কার মুখপানে আর ?
তুমি রে সন্তান মোর,
সাজাইয়া দেহ চিতা,
দেব নর দেখুক সাক্ষাতে,
সতী নারী না ডরে অনলে।

হনু। সম্বর রোদন, মাতা,
আছে পুত্র তব,
কিবা ভয় জননী, তোমার !
বনবাসী পুত্র তোর সীতা,
কুটীরে আদরে তোরে রাখিবে জননী
ত্যজ শোক জনক-দুহিতা !

রাম। সতী নারী যদি তুমি,
সতীত্ব-প্রভাব তব দেখাও ভুবনে।
কর রে লক্ষ্মণ চিতা আয়োজন।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

হনু। ঝাঁপ দিব সাগর-সলিলে
ত্যজিব এ পাপ-তনু !

সীতা। স্থির হও বাছাধন ;
সতী আমি
কি সাধ্য অনল পারে পরশিতে মোরে !
বিদ্যমান দেখাব সবারে,
অনল শীতল সতী-তেজে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। করিয়াছি চিতা আয়োজন,
সাগরের কূলে প্রভু।

সীতা। কেনরে লক্ষ্মণ, তুমি না সম্ভাষ ে৹ারে ?

লক্ষ্মণ। জ্যেষ্ঠ-অনুগামী মাতঃ !
(স্বগত) কেন মা গো সুমিত্রা জননী,
দিয়েছিলে গর্ভে স্থান !
কেন রে দারুণ বিধি, সাধিলি এ বাদ !
ধিক্ ধিক্ জন্ম মম, ধিক্ ধনুর্ব্বাণে—
ধিক্ রে লক্ষ্মণ নামে !
বড় সাধ ছিল মনে,
বসিবেন রাম সিংহাসনে,
বামে দেবী জনক-নন্দিনী,
সফল করিব জন্ম ছত্র ধরি শিরে !
সেই আশে বঞ্চিলাম বনে,
অকাতরে অনাহারে অনিদ্রায়,
করিনু দুষ্কর রণ,
ধরিলাম শক্তি-শেল বুকে ;
হায় সকলি বিফল !
স্বহস্তে রচিনু আমি জানকীর চিতা !
নাহি জানি,
কোন্ দোষে দোষী দাস প্রভুর চরণে,
কি কারণে হেন বজ্রাঘাত, হায় হায় !

সীতা। চল হনুমান,
চল কপিগণ সাগরের তীরে,
পুত্র হেন মানি তোমা সবে,
দেখাইব সতীত্ব-প্রভাব।

[হনুমান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হনু। যদি অগ্নি-কুণ্ডে আজি পুড়ে সীতা দেবী,
অগ্নি নাম রাখিব না আর ;
উপাড়িব চন্দ্র সূর্য্য নভঃস্থল,
সৃষ্টি আজ দিব রসাতল !
না রাখিব দেবতার নাম,
যদি পতিপ্রাণা জনক-নন্দিনী
প্রাণ ত্যজে দারুণ অনলে। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ইত্যাদি।

(চিতা প্রজ্জলিত)

সীতা। সাক্ষী হও জগত-জননী তারা,
সাক্ষী হও দেব পঞ্চানন,

সাক্ষী হও পদ্মযোনি,
সাক্ষী হও,
পুরন্দর সনে দেবতা তেত্রিশ কোটি,
সাক্ষী হও,
ভূচর খেচর দেব যক্ষ নর,
বিদ্যাধর অষ্টবসু দিক্‌পাল আদি ;
রামের চরণ বিনা,
অন্য কভু যদি মনে পেয়ে থাকে স্থান,
ভস্ম হ'ক এ পাপ শরীর ;
নহে যেন,
না স্পর্শে অনল মোরে, কর আশীর্ব্বাদ।
রক্ষ নিস্তারিণী !
নমি মহা-গুরু-শ্রীরাম-চরণে।

(সীতার অগ্নি প্রবেশ)

রাম। হা সীতা ! হা ননীর পুতলি !
(মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। ওঠ ওঠ রাজীবলোচন,
না পারি বুঝিতে তব মায়া, মায়াময় !
সীতার বর্জ্জন, আপনি করিলে প্রভু—

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ ! আনি দেহ সীতা মোরে,
ধিক্ ধিক্ ! জন্ম রাজকুলে,
কলঙ্কে সতত ডর ;
কলঙ্কের ভয়ে,
ত্যজিলাম প্রাণের বণিতা সীতা !
চলে গেলে জানকী আমার,
কুশাঙ্কুর বিধিত চরণে,
দেখিতাম ফিরে ফিরে তিলে শতবার !
দেখ চেয়ে,
পর্ব্বত প্রমাণ বহ্নি গর্জ্জে নভঃস্থলে
আর কি পাব রে,
কুসুম-নির্ম্মিতা জানকী আমার ভাই !
হা সীতা ! হা জানকী আমার
আরে:আরে দারুণ অনল,
এত বল তোর বুকে—
হারানিধি হরিলি আমার ?
ফিরে দেহ সীতা মোর,
দেহ মম হৃদয়-রতন,
রামের সর্ব্বস্ব ধন ফিরে দে অনল !
দেখ নাই লঙ্কার দুর্গতি,—
এত দর্প তোর, উত্তর না দেহ মোরে ?
আনরে লক্ষ্মণ, আন ধনুর্ব্বাণ,
অনন্ত সলিলে সৃষ্টি ডুবাব এখনি।

(সীতাকে লইয়া ব্রহ্মা ও অগ্নির চিতা হইতে উত্থান)

ব্রহ্মা। [illegible]হেতু হে রোষ চিন্তামণি !
[illegible]জানি কিসের রোদন ;
[illegible]ন ব্রহ্মা নারি বুঝিবারে তব লীলা,
ধন্য মায়া, মায়াময়,
মায়ায় বিস্মৃত আছ সব !
পরমা প্রকৃতি ভস্ম হইবে অনলে,
তাই চাহ নাশিতে অনল !

রাম। দেব !
পাইলাম সীতা পুনঃ তোমার কৃপায়।
ধন্য নারী-কুলে তুমি সতী,
কীর্ত্তি তব গাহিবে জগত,
দেখিলেন বংশের নিদান সূর্য্যদেব,
সতীত্ব মহিমা তব !
রাম নাম হইল উজ্জ্বল,
সীতারাম-সম্মিলনে।

সকলে। জয় সীতারাম !!

যবনিকা

বাসর

(আর্য্যরাজ-মহিমা-কীর্ত্তিত গীত-প্রধান নাটক)

[১১ই পৌষ, ১৩১২ [illegible]ল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বিক্রমাদিত্য	—	—	উজ্জয়িনীর রাজা।
মন্ত্রী	—	—	ঐ মন্ত্রী।
গঙ্গাধর	—	—	দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুপদ	—	—	গঙ্গাধরের পুত্র।
শূরধ্বজ	—	—	চিত্রকুটের রাজা।
অধ্যাপক	—	—	ঐ রাজকন্যার শিক্ষক।
জগন্নাথ	—	—	অধ্যাপকের দৌহিত্র।

বিধাতাপুরুষ, পুরোহিত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নবরত্ন, ইতর-জাতীয় পুরুষ, সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়, ষষ্ঠিদেবীর শিশুগণ, বালকগণ, বাদ্যকারগণ, ভারবাহকগণ, ব্যাধগণ, প্রতিবাসীগণ, সৈন্যগণ, হিজড়াগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

রাণী	—	—	রাজা শূরধ্বজের স্ত্রী।
বিম্বাবতী	—	—	ঐ কন্যা।
ব্রাহ্মণী	—	—	গঙ্গাধরের স্ত্রী
সুমতি	—	—	বিষ্ণুপদের স্ত্রী।

সরস্বতী, ষষ্ঠিদেবী, পুরোহিত-পত্নী, অধ্যাপক-পত্নী, সূতিকার ঝি, জনৈক স্ত্রীলোক, ইতরজাতীয় স্ত্রী, সরস্বতী-সঙ্গিনীগণ, বিম্বাবতীর সখি-গণ, পল্লীবাসিনীগণ, ব্যাধপত্নীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য। • চিহ্নিত গীতগুলি অভিনয়কালীন পরিত্যক্ত হয়।

প্রস্তাবনা

—::•::—

দৃশ্য – ভারত-মানচিত্র

(সমবেত সঙ্গীত)

জয় জয় ভারতজননী।
হিমাঙ্গ-কূজিত, ষড়ঋতু-শোভিত, ধ্বনিত বেদগীত, ধরিত্রী-মুকুটমণি॥
রত্ন-আকর ফেনিল নীলসাগর-বিধৌত-চরণ,
মলয়া চঞ্চল তরুরাজি অঞ্চল, বিচিত্র ফুলদল-ভূষণ ;
ক্ষীরধার তব পয়োধর-নিঃসৃত,
পবিত্র স্রোত শত বক্ষে প্রবাহিত,
যুক্ত মুক্তধারে ত্রিবেণী, যজ্ঞসূত্রোপম গঙ্গা সুরধুনী॥
স্বর্ণশস্যপ্রসূ শ্যামলা, বিন্ধ্যাচলশ্রেণী মেখলা,
কীর্ত্তিমালিনী, ধর্ম্মভালিনী, যজ্ঞধূম-কুন্তলা ;
শক্তিদাত্রী, বীরধাত্রী, শুভ্র হিমাদ্রি-কিরীটিনী॥
জ্বাল ধূপ দীপ, কর অর্ঘ প্রদান,
সমস্বরে তোলো মঙ্গলতান,—
কর শঙ্খধ্বনি, ভারত নন্দন-নন্দিনী,
উঠ গভীর জয়-রবে প্রতিধ্বনি॥
ভক্তি-কুসুম কর অর্পণ চরণে,
জয় মা, জয় মা, বল সবে সঘনে,
দূরিত পাপ, দূরিত তাপ,
আর্য্যরাজ পুনঃ আর্য্য-সিংহাসনে ;
প্রসীদ মাতঃ, সুদিন আগত,
বিগত নিবিড় তমসা রজনী॥

প্রথম অঙ্ক

—::•::—

প্রথম দৃশ্য

পল্লী-পথ

সন্ন্যাসীবেশে বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

বিক্রম। মন্ত্রী, আশ্চর্য্য দেখ, ভারত কিরূপ দুর্দ্দশাপন্ন রাজধানী হ'তে একদিনের মাত্র পথ এসেছি, এখানকা সাধারণ লোকে জানে না যে, কে তাদের রাজা। পু পুনঃ রাজা পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে ; আজ একজাতীয় শক রাজ কাল এক জাতীয় শক রাজা, মধ্যে কয়দিন হিন্দুরাজ প্রজা[illegible] উপর নিয়তই দৌরাত্ম্য—করবৃদ্ধি। কিন্তু রা কে, [illegible]রুষগণ কে, তারা অবগত নয়।

[illegible]। মহারাজ, সত্যই আশ্চর্য্য! মহারাজে রাজ্যাভিষেকে নগরে উপর্য্যুপরি সপ্তাহ আনন্দ-স্রো প্রবাহিত, কিন্তু রাজধানীরও সমস্ত ইতরলোক অব নয়, যে অনার্য্য শক পরিবর্ত্তে, আর্য্যরাজা তাঁদে সিংহাসনে।

বিক্রম। মন্ত্রী, এর কারণ আমার অনুমান হয়, শক অধিকারে—শক, হূন বা অপরাপর বিদেশীয় অধিকা বিদেশী লোকই রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হ'য়েছিল, সেই প্রজারা রাজকার্য্যের কোন সংবাদই অবগত ছিল না কর প্রদান ক'র্‌তো, জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারে এই জন্য বহু পীড়িত হ'য়েও নীরবে সকলই সহ্য ক'রে।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিচিত্র এই—সিংহাসনে হ'য়ে, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে, রাজদণ্ড করে ল'য়ে, প্রজার যে রাজার মঙ্গল, এ কথা কিরূপে বিস্মৃত হতো! কি বিস্মৃত হতো, যে ভগবান্ প্রজাপালনের নিমিত্ত সিং প্রদান ক'রেছেন, প্রজাপীড়নের নিমিত্ত নয়! কি বিস্মৃত হতো, যে রাজ্যের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃ উন্নতিতে রাজার উন্নতি, প্রজার অভাব মোচনে কোষের অভাব মোচন হয়, এ সকল রাজনীতি কি তাদের অগোচর ছিল।

বিক্রম। মন্ত্রী, তারা বিদেশী। তাদের ধারণা ছিল যে, বাহুবলে রাজ্য অধিকার ক'রেছে, ঈশ্বর-কৃপায় নয়; তাদের ধারণা ছিল, লুণ্ঠনের নিমিত্ত তারা আগত, পালনের নিমিত্ত নয়; তাদের ধারণা ছিল, প্রজা-শোষণ করাই তাদের মঙ্গল, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে নয়। পরদেশ হ'তে অর্থ ল'য়ে স্বদেশের পুষ্টিসাধন ক'রবে, পরদেশের শিল্প-বাণিজ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্য স্থাপন ক'রবে,—এই তাদের সঙ্কল্প। বিজিত রাজ্যের প্রজা ক্রীতদাস, তাদের সেবা ক'রবে, অপর কার্য্যে সে প্রজার অধিকার কি? এই নিমিত্ত তদ্দেশীয় কর্ম্মচারীরা রাজকার্য্য সম্পন্ন ক'রতো। তাদের রাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি নয়, এই নিমিত্ত তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে, বিজিত রাজ্যের প্রজা বিনষ্ট হ'লে, যে স্বার্থের জন্য প্রজা পীড়ন ক'রছে, সেই স্বার্থেরই ব্যাঘাত। বাণিজ্যাদি নষ্ট হ'লে প্রজা ধনহীন হবে, কি লুণ্ঠন ক'রবে? দারুণ পীড়নে ধ্বংস হ'লে, [illegible] তাদের দাসত্ব ক'রবে? প্রজারা রাজভক্ত হ'লে, তাদে[illegible] অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তাদের শত্রুদমন ক'রবে, এ সকল [illegible] রাজ-নীতি, তাদের রাজনীতির অন্তর্গত নয়। আর্য্য ও অনার্য্য রাজার প্রভেদ এই।

মন্ত্রী। মহারাজ, যথার্থ আজ্ঞা ক'রেছেন।

বিক্রম। এখন দেখ, শক-বিরুদ্ধে রণশ্রমে আমাদের শ্রম অবসান হয় নাই। রাজ্যে সমস্তই বিশৃঙ্খল। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য লুপ্ত প্রায়, আর্য্যশাস্ত্র, আর্য্যশিক্ষায় উৎসাহ নাই; বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার সহিত শকভাষা মিশ্রিত, সকলেই বিপরীত নিয়মে পরিচালিত। আমরা যেন দেখি, ক্ষেত্র সকল শস্যশীর্ষে তরঙ্গায়িত, শিল্পীগণ রাজপ্রসাদ লাভের প্রত্যাশায় পরস্পর প্রতিযোগিতায় দিবারাত্র উৎসাহিত, যেন দূর অনার্য্য-দেশে আমাদের শিল্পী-বিনির্ম্মিত বস্ত্রাবরণ, উচ্চ শিল্প-কৌশলে আদরে গৃহীত হয়। পুনর্ব্বার প্রভাত-সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা-নিনাদে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়, যেন বেদমন্ত্র পাঠে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান দ্বারা মঙ্গল ধূমে দিক্ আচ্ছন্ন করে, যেন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা অমিশ্র স্রোতে প্রবাহিত হয়, আর্য্যভূমি যেন পুনরায় আর্য্য-শ্রী ধারণ করে।

মন্ত্রী। মহারাজের সাধু কামনা অসম্পূর্ণ থাকবে না।

(পুঁথি-কক্ষে বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

ঝাড়বো চাটি পণ্ডিতের মাথায়,—
ছেড়ে ছুটোছুটী দৌড়াদৌড়ী, প'ড়বো? এত নাইক দায়!
একবার ম'লে হয় বাবা, দেখে নিই বাবা,—
মার কথাতে প'ড়তে যাব, নই এমন হাবা!
করি পুঁথি ফাঁৎরা ফাঁক্,
মজা মেরে বেড়াই ভাই দিন রাত,
গিলে খাবার খাবার ভাত;
ছেড়ে উল্‌টো লাথি, ভাঙ্গবো ছাতি, যে বেটা পড়াতে চায়।

[বালকগণের প্রস্থান।

বিক্রম। বালকদের কি উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখ! বিদ্যালয়ে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার সহিত বালকগণের নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা অগ্রেই কর্ত্তব্য।

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

দেখ দেখ, ঐ স্ত্রীলোক রোদন ক'রচে কেন? (অগ্রসর হইয়া) বাছা তুমি কাঁদচো কেন?

স্ত্রীলোক। আর কি ব'লবো বাবা! মেয়েটার সাত দিন জ্বর। কাল ক'বরেজ ডেকেছিলুম, ঘটী-বাটী বেচে কাল দর্শনী দিয়েছি আর ঔষধ এনেছি। আজ তাঁর কাছে গেলুম, তিনি এলেন না, ঔষধ দিলেন না। কি ক'রবো, বিনা ঔষধপত্রেই মেয়েটী মারা যাবে।

মন্ত্রী। তুমি কেঁদো না, এই অর্থ গ্রহণ করো, তোমার কন্যার চিকিৎসা ক'রো।

স্ত্রীলোক। বাবা, তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের অর্থ নেব কেন?

বিক্রম। তুমি গ্রহণ করো, এতে দোষ হবে না। আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, তোমার কন্যা আরোগ্য লাভ ক'রবে। সন্ন্যাসীর দান অগ্রাহ্য ক'রো না। (অর্থ প্রদান)

স্ত্রীলোক। বাবা, ধর্ম্মে পতিত হবো না তো?

বিক্রম। না। তুমি শীঘ্র কবিরাজের স্থানে গমন করো।

স্ত্রীলোক। বাবা, তোমরা কি রাম-লক্ষ্মণ, দীনের দুঃখ মোচন ক'রতে বেরিয়েছ!

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, দেখ আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব দেখ। এখনো দীনের আবাসে ধর্ম্ম অবস্থান ক'চ্ছেন। কিন্তু আর্য্যনিয়ম আর কবিরাজদের মধ্যে নাই। শক-নিয়মে জীবন-প্রদায়িনী বিদ্যা ব্যবসায়ে পরিণত। মন্ত্রী, সমস্ত ভারতভূমে যা'তে আর্য্য-নিয়ম পুনঃস্থাপিত হয়, সে নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দেখ দেখ—কে এ ব্রাহ্মণ! অতি বিষণ্ণ, যেন দুঃখ-ভারে অবসন্ন হ'য়েছে।

(গঙ্গাধর ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

মন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি বিষণ্ণ কেন?

গঙ্গা। আর বাবা, কি ব'লবো বলো!

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, সমস্ত বৃত্তান্ত বল, তোমার দুঃখের অবসান হবে। প্রণাম ক'রো না, আমাদের দ্বাদশবর্ষ প্রণাম গ্রহণে নিষেধ।

গঙ্গা। বাবা, দুঃখের কথা কি শুন্‌বে? আমার আবার পুত্র সন্তান হ'য়েছে!

বিক্রম। ঠাকুর, তোমার কি এরূপ অবস্থা যে সন্তান প্রতিপালনে অক্ষম, সেই নিমিত্ত পুত্রের জন্মে বিষণ্ণ হ'য়েছ?

গঙ্গা। না বাবা, যদিচ আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যথাসাধ্য সন্তান প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নই।

বিক্রম। পুত্রমুখদর্শন বহুপুণ্যে হয়, তবে কেন নিরানন্দ?

গঙ্গা। বাবা, আমার পুত্রমুখ দর্শন বহু পাপের ফল। ক্রমে ক্রমে চারিটি পুত্র যমকে দিয়েছি। এটি পঞ্চম, এর অগ্রজদের যে দশা হ'য়েছে, এরও সেই দশা হবে।

বিক্রম। ঠাকুর, তুমি গ্রহশান্তি ক'রেছ?

গঙ্গা। যথাসাধ্য ক'রেছি।

বিক্রম। কোন কি অনিয়ম হয়?

গঙ্গা। আমি ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা ক'রে থাকি, পরিহাসস্থলেও মিথ্যা কথা কই না, যথানীতি আর্য্যনিয়ম পালন করি। কিন্তু কি ফল হবে! অকালমৃত্যুর কারণ —রাজার পাপ!

বিক্রম। তুমি রাজাকে এ সংবাদ দিয়েছিলে?

গঙ্গা। রাজাকে সংবাদ দিয়ে কি হবে? শক রাজা! বর্ব্বর শক, হুন, ম্লেচ্ছ, এ সব রাজারা কি অকালমৃত্যু নিবারণ ক'রবে? দুর্ভিক্ষ নিবারণ ক'র্‌বে? জলকষ্ট নিবারণ ক'রবে? আমাদের মহাপাপ, তাই পাপ রাজার রাজ্যে বাস ক'চ্ছি। ভারতের কি সে দিন আছে, যে অনাবৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হবে; অকালমৃত্যু নিবারণের নিমিত্ত যজ্ঞধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হবে; ভারতের কি সে দিন!

মন্ত্রী। সে কি ঠাকুর, তুমি কি কোন সংবাদ রাখ না? অনার্য্য শক পরাজিত হ'য়েছে, বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে।

গঙ্গা। কি সংবাদ রাখ্‌বো বল? রাজায়-প্রজায় কর নেওয়া-দেওয়া সম্বন্ধ; আর কি সংবাদ আছে যে সংবাদ রাখ্‌বো। আর্য্য রাজা হ'তো, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিয়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হ'তো, রাজ্যের মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি থাক্‌তো, রাজা কুটীরে কুটিরে ভ্রমণ ক'রে প্রজার দুঃখ অনুসন্ধান ক'রতো, তা হ'লে সংবাদ পেতেম।

মন্ত্রী। ঠাকুর, এখন আর শক রাজা নয়।

গঙ্গা। শক রাজা না হন, তার মাসতুতো ভাই ঠাঁই এসে রাজা হ'য়েছেন। ভারতবাসীর যে দুঃখ—সেই দুঃখ!

মন্ত্রী। ঠাকুর, সংবাদ শোনো,—আর্য্যকুলোদ্ভব মহারাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে, প্রজার কোন কষ্ট থাক্‌বে না।

গঙ্গা। সে বুঝ্‌তেই পেরেছি। যদি আর্য্যবংশীয় রাজা হতেন, তা হ'লে আমার পুত্রগণের অকাল-মরণ তাঁর অগোচর থাক্‌তো না। তিনি ছদ্মবেশে আমার কুটীরে এসে সংবাদ নিতেন।

বিক্রম। আমি নিশ্চয় জানি, রাজা নানাস্থানে ছদ্মবেশে ভ্রমণ ক'র্‌ছেন।—আমরাও রাজ্যে আর্য্যধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হয়,—এই নিমিত্ত ভ্রমণ ক'র্‌ছি। তোমার পুত্রের কত বয়স?

গঙ্গা। আর বয়স কি—কাল ষেটারা পূজা।

বিক্রম। তবে ঠাকুর, তুমি ষষ্ঠিপূজার আয়োজন করো।

গঙ্গা। আর আয়োজন কি ক'রবো। আমি দরিদ্র, সেরূপ দক্ষিণা দিতে পারি না, পুরোহিত ঠাকুর আস্‌বেন কি না জানি না। আর ভাব্‌ছি, ষেটেরা পূজা ক'রে কি করবো! চারটির বেলা তো ক'রে দেখ্‌লুম, মা ষষ্ঠী তো মুখ তুলে চান না।

মন্ত্রী। না ঠাকুর, তোমার নিয়ম পালন করা উচিত। পণ্ডিতেরা ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রেখে কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করেন।

গঙ্গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, যথাকথা ব'লেছেন—যথাকথা বলেছেন! ভাব্‌ছি পুরুতঠাকুর কি আস্‌বেন? তাঁদের এখন বড় বড় থাঁই, বড় বড় যজমান হ'য়েছে।

মন্ত্রী। সে কি, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

গঙ্গা। বাবা, তোম্‌রা সন্ন্যাসী, কোন নির্জ্জন গুহায় ব'সে তপ করো, সকল সংবাদ তো রাখ না। অনার্য্য শক-প্রভাবে ব্রাহ্মণ নষ্ট হ'তে আরম্ভ হয়েছে,—ব্রাহ্মণ আর অল্পে সন্তুষ্ট নয়। যদি ব্রাহ্মণ না নষ্ট হ'তো, তা হ'লে কি রাজ্যে শক রাজা হয়? ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হ'য়েই সকল নষ্ট হ'য়েছে। তা কালের কুটিল গতি কে নিবারণ ক'র্‌বে!

মন্ত্রী। ঠাকুর, তুমি সংবাদ দাও, তিনি না পৌরহিত্য করেন, অপর ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমরা এনে দেবো।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি ধাত্রীকে দিয়ে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

বিক্রম। কি অরিষ্টে তোমার পুত্র নাশ হয়, আমি দেবদেবীর কৃপায় অবগত হ'য়ে, কাল সন্ধ্যার পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বো, আর সে অরিষ্টমোচনের-যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌বো, কৃতকার্য্য হব সন্দেহ নাই। তুমি চিন্তা ত্যাগ করো; তোমার পত্নীও অবশ্য চিন্তান্বিতা, তাঁরেও আশ্বস্তা করো।

গঙ্গা। বাবা, বাবা, আমার পুত্র কি রক্ষা পাবে?

বিক্রম। কেন চিন্তা ক'রছেন, দৈবানুকূল্যে সকলই হয়। যান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

[গঙ্গাধরের প্রস্থান।

মন্ত্রী, আমার পুত্র সন্তান হ'লে যেরূপ উৎসব হ'তো, এ ব্রাহ্মণবাড়ী সেইরূপ উৎসবের আয়োজন করো। বাদ্যকার, হিজড়া প্রভৃতিকে সংবাদ দাও, ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে এসে আনন্দ করে। অগ্রে সকলকে তাদের আশাতীত অর্থ দিও, নচেৎ তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে যেতে সমত হবে না। ষষ্ঠী-পূজার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করো। ব্রাহ্মণের নিকট আমরা কে, যেন প্রকাশ না পায়।

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হবে। (স্বগত) দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহসা বাদ্যকার প্রভৃতিকে দেখে বিস্মিত হবেই, নিশ্চয় তাড়াবার চেষ্টা ক'রবে। তাদের এম্‌নি ক'রে শিক্ষা দিতে হবে, যে ব্রাহ্মণ তাড়ালেও তারা গীতবাদ্যে ক্ষান্ত না হয়। নিকটেই বাদ্যকারের আলয় দেখে এসেছি, অগ্রে তাদের সংবাদ দিই।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিক্রম। ব্রাহ্মণকে তো আশ্বাসিত ক'র্‌লেম, এখন এ দায়ে কিরূপে উদ্ধার হবো! ব্রাহ্মণের সন্তান না রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে শাপগ্রস্ত হ'ব। ভগবতী ষষ্ঠিদেবী ব্যতীত এর আর কিছু উপায় দেখিনে। আমি নির্জ্জনে একবার মার স্মরণ করিগে। এই অকালমৃত্যুর যদি প্রতীকার ক'র্‌তে না পারি,—আমার আর্য্যবংশে জন্ম বিফল, আর্য্য-সিংহাসনে উপবেশন বিফল, আর্য্য-মুকুট ধারণ বিফল;—প্রাণত্যাগ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত নাই। মার শরণাপন্ন হই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাধরের বাটীর প্রাঙ্গণ।

গঙ্গাধর ও সূতিকার ঝি।

গঙ্গা। যা মা যা, একবার পুরুতঠাকুরকে ব'লে আয়, যে কাল ষেটেরা পূজা ক'র্‌তে হবে।

ঝি। না, আমি যেতে পার্‌বো নি, মাগী লাকনাড়া দেই, সইতে লার্‌বো। মিন্সে কি জানে নেই যে, থকা হইছে। যে দিন থকা হয়, তার পর-দিনকেই আমি আঁতুড় থেটে লাইতে যাচ্ছিনু, ভাব্‌নু, পুরুত-বাড়ী খবর দেই। মাগী অম্‌নি হাঁকারে এলো। বলে,—"বড় বিয়ে, তার দু'পায়ে আলতা।"

গঙ্গা। তুই তো খবর দিয়ে আয়, আমাদের কাজ তো করি।

ঝি। সে যাবো এখন গো—যাবো এখন। আমি এত বেলায় যেতে পারবো নি। আমায় এখন ছেলেকে তাপ দিতে আছে। কাট আনিগে।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। কর্জ্জ তো না ক'রলে নয়, যেমন ক'রে হোক ষষ্ঠিপূজার নিয়ম রক্ষা তো ক'র্‌তে হবে। ষষ্ঠী-মার্কণ্ডের জোড় সাড়ীতেই যা হাতে আছে—সব ফুরোবে। ষোড়শ

মাতৃকা পূজায় সতরখানি সাড়ীর বদলে তো একখানা সাড়ী দেওয়া চাই। তৈল, হরিদ্রা, তাম্বুল, গুবাক, তিল, যব, সর্ষপ,—উনকুটী চৌষট্টি সবই তো চাই, নইলে পুরুতঠাকুর অগ্নিমূর্ত্তি হবেন। এ ক'মাসই টানাটানি যাচ্ছে, এখন তো টোলের তেমন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ নাই।

(বাদ্যকারগণের প্রবেশ ও বাদ্যকরণ)

ওরে, এ বাড়ীনয়– এ বাড়ী নয়।

বাদ্য। ঠাকুর, আমরা দম্ খাবো নি। সে হুঁস ক'রে দিয়েছে, তুমি ব'লবে,—"এ বাড়ী নয়'। ওরে বাজা—বাজা—

(বাদ্য ও নৃত্য-গীত)

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।

গঙ্গা। তোর নন্দরাণীর গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ রে বেটা! বেরো এখন।

বাদ্য। তা ঠাকুর, এখন বেরুচ্ছি নি, আমরা এখন ভোরপাটি লাচ্‌বো গাইবো! আমাদের ও পাড়ায় জাত-ভাইদের খবর দি'ছি, তারাও এই লাচ্‌তে আসছে।

গঙ্গা। বেরো বেটা, মস্‌করা পেয়েছ?

বাদ্য। মস্‌করা তো হবেই—সে ব'লেছে, তুমি খুব ঝাঁজ্‌বে।

(বাদ্য ও নৃত্য-গীত)

ঘর আলো এ কালো মাণিক, কোথায় রাণী পেলে॥

গঙ্গা। ওরে কে– কে? কে তোদের পাঠিয়েছে?

বাদ্য। ঠাকুর, যেন চেন নি যেন! লাও—লাও, তুমি ঝাঁজো—আমরা ছেলের কল্যাণ গাই। শুনেছি—শুনেছি—তুমি যত ঝাঁজবে ছেলের, তত পরমাই বাড়্‌বে। ওরে বাজা—

নৃত্য-গীত।

কেলে সোণার হেরে চাঁদবদন,
শুনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,
ঘরে যেতে সরে না আর মন;

গঙ্গা। ওরে থাম বেটা—থাম্, এ বাড়ী নয় রে বেটা—এ বাড়ী নয়, নেচে কি কর্‌বি বেটা—একটা কাণা কড়িও পাবিনি যে রে বেটা!

নৃত্য-গীত।

ওরে নন্দরাণীর কোলে কেলে ছেলে।
ঘর-আলো এ কালো মাণিক, কোথায় রাণী পেলে॥
কেলে সোণার হেরে চাঁদবদন,
শুনে ক্ষীর ঝরে লো সই ফেরে না নয়ন,
ঘরে যেতে সরে না আর মন;
শুয়ে মায়ের কোলে যেন বলে,
"তুলে আমায় নাও না কোলে"।
নয়ন মেলে মুখ পানে চায়, মা ব'লে যেন খেলে॥

গঙ্গা। হ্যাঁ বাবা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমি তো কিছু দিতে পার্‌বো না, আমার উপর এ উপদ্রব কেন ক'চ্ছ বাবা!

বাদ্য। ঠাকুর, আমরা হদিস পেয়েছি—হদিস পেয়েছি—এই লাও আবার ঝাঁজো, ঐ হিজ্‌ড়েরা আসছে, ওদের সঙ্গে আবার আমরা লাচ্‌বো। সাতদিন সাতরাত্রি ঘুমুবে তা মনে করো নি, আমরা একশো ঘর ঢুলি আছি, সব ছু'ঘড়ি ক'রে লেচে যাবো।

গঙ্গা। বাবা, তোমাদের সঙ্গে কি দুষমণি ক'রেছি বাবা [illegible]আমায় কি বাস্তছাড়া ক'র্‌বে?

(হিজড়াগণের প্রবেশ)

হিজড়া। বালাই—বালাই, খকা বেঁচে থাক—খকা বেঁচে থাক! [হিজড়াগণের নৃত্য-গীত পশ্চাতে বাদ্যকারগণের বাদ্য ও নৃত্যকরণ।]

গীত।

পাঁচপোয়াতির আশীষ নিয়ে খোকা আছে ভালো।
খোকা কোল করেছে আলো, মায়ের কোল করেছে আলো।

গঙ্গা। ও বাছা—ও বাছা, শোনো না—শোনো না, আমার কথাটা বুঝে, তারপর যত পারো নাচগান ক'রো। এই তো বাড়ী-ঘর-দোর দেখ্‌ছ, এ বাড়ীতে কি বিদায় পাবে যে ঝাঁক বেঁধে এসেছ?

হিজড়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এইটে ছেলের বাপটা! ও মানা করতে থাকবে—মানা কর্‌তে থাক্‌বে। আমরা গান ধরি, মানা করো ঠাকুর—মানা করো।

গঙ্গা। আচ্ছা বাবা,—তবে খুব গাও বাবা—খুব গাও। ও ঢুলির পো, তোমার গানটা আমায় শেখাও, আমিও তোমাদের সঙ্গে চেঁচাই।

বাদ্য। দেখ্‌ছিস—দেখ্‌ছিস, ঠিক ব'লে দিয়ে ছিল, শুধু ঝাঁজ্‌বে নি—কত রকম কর্‌বে!

(ব্রাহ্মণের অবাক হইয়া উপবেশন)

গীত।

পাঁচ পোয়াতির আশীষ নিয়ে খোকা আছে ভালো।
খোকা কোল করেছে আলো, মায়ের কোল করেছে আলো ॥
চেয়ে দেখ্ সোণার চাঁদে, দেয়লা করে হাসে কাঁদে,
খোকা খেল করে, মায়ের দেল ভরে, খোকা খেল করে কত ছাঁদে ;
নিতে বালাই বালাই হিজড়া এলো, জোড়া জোড়া টাকা ফ্যালো,
খোকাকে যে খোঁড়ে, তার মুখখানা হোক কালো,
তার মুয়ে আগুন জ্বালো ॥

গঙ্গা। এইবার বাবা, আমি বাড়ী ছেড়ে চল্লুন।

(পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া সূতিকার ঝিয়ের প্রবেশ।

ঝি। (প্রণাম করিয়া) বাবা, আশীর্ব্বাদ করো।

গঙ্গা। কে মা মহিষমর্দ্দিনী এলে—তুমিও কি নাচ্‌বে না কি ?

ঝি। না বাবা, এইবের পুরুত-বাড়ী খপর দিতে যাচ্ছি।

গঙ্গা। কে, আঁতুড়ের ঝি ! হ্যারে, তুই এ সব কোথা পেলি ?

ঝি। আর কেন ঢাকছো বাবা—গাঁ-ময় কথা ..টেছে বাবা, যকের দৌলত পেয়ছ বাবা। ছেলের কল্যাণে দু-হাতে বিলুচ্ছো, মুখে ব'লতে নেই ব'লে বলছো নি। আমি পুরুত বাড়ী চল্লুম।

[প্রস্থান।

(দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ভারবাহকগণের প্রবেশ)

১ম বাহক। ওগো ষেটারা পূজোর সামগ্রী-পত্র কোথা রাখবো গো ?

গঙ্গা। কোন্ বাড়ীতে এসেছ তা ঠিক জানো ? গঙ্গাধর শর্ম্মার বাড়ী এসেছ ঠিক জানো ? এই বাড়ী—ঠিক জানো ?

২য় বাহক। ঠাকুর খুব মস্‌করা করে—খুব মস্‌করা করে ! কোথায় রাখবো ঠাকুর বলো।

গঙ্গা। বাবা, আর তো আমার বলাবলির ভেতর নাই। তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো।

(একজন স্ত্রীলোকের সোণার বট লইয়া প্রবেশ)

স্ত্রীলোক। আয় রে সব আয়—আমি সব রাখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, এই ষষ্ঠীর সোনার বটগাছ কেমন হয়েছে বল ? কেমন মানিকের ফলগুলি ফলেছে বল ?

গঙ্গা। না-ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি। সন্ন্যাসীও মিছে, এরা সবও মিছে, খুব অঘোরে নিদ্রা এসেছে। এই যে দাঁড়িয়ে রয়েছি ?—নিদ্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছি ! এই যে চেয়ে রয়েছি—ঘুমচোখে চেয়ে আছি ! —এ যে জাগবার জো নাই দেখ্‌ছি। ও বাবা স্বপ্নের ঢুলী, স্বপ্নের ঢোল তো খুব জোরে বাজাও, স্বপ্নের দু' ফোঁটা সর্ষের তেল আমার চোখে দাও তো—ঘুম ভাঙ্গাই।

বাদ্য। ঠাকুর খুব মস্‌করাবাজ !

(সন্ন্যাসিবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (বাদ্যকার প্রভৃতির প্রতি) তোমরা এখন যাও, ঐ মাঠে আটচালা বেঁধেছি, গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করগে। (হিজড়াদের প্রতি) তোমরাও যাও বাছা, ব্রাহ্মণবাড়ীর প্রসাদ পেয়ে যেও। কাপড়ের গাদা রয়েছে, যার যা পছন্দ নিয়ে যাও। আর তোমাদের যে যেখানে আছে খবর দাও, রোজ যেন এম্‌নি আনন্দ হয়।

[বাদ্যকার, হিজড়া প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

গঙ্গা। আপনি এসে তো উদয় হয়েছেন, আপনার সে গুরুজি কোথায় ?

মন্ত্রী। তিনি আসনে আছেন।

গঙ্গা। এক্ষণে আমার উপায় কি বল ? আমার ছেলে তো তিনি রক্ষা ক'রবেন, এখন আমায় তুমি রক্ষা করো।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, কি হ'য়েছে ?

গঙ্গা। আর কি হ'তে বল ? বামুনের ছেলে, আস্তাকুড় হাট্‌কালে তবে খুসী হবে ? কি কীর্ত্তিটা সব হ'চ্ছে ? আমি ঘুমিয়েছি—কি জেগেছি—কি ক্ষেপেছি—এই একটা ঠিক ক'রে ব'লে, যেখানে তোমার ইচ্ছা গমন করো। আর তোমার এই সোণার বট, মাণিকের ফল সব সরিয়ে ফেল।

মন্ত্রী। ঠাকুর, কি কথা ব'লছ ?

গঙ্গা। বাবা, বল্‌বার কথা আর কি আছে ? আমার বাড়ীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদ্যি, ঝাঁকে ঝাঁকে হিজড়ে, ভারে ভারে সব সামগ্রী, সোনার বটগাছ, মাণিকের ফল, না ক্ষেপ্‌লে তো এ সব হয় না !

মন্ত্রী। ঠাকুর, সন্দিহান হয়ো না। আমার গুরুদেব

অসামান্য ব্যক্তি, তাঁরই কৃপায় এ সব মাঙ্গলিক আয়োজন হয়েছে; আপনি চিন্তা দূর করুন। আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, দেব-কৃপায় অসম্ভব কি? স্থির হোন, স্থির হ'য়ে সমস্ত আয়োজন করুন।

গঙ্গা। অ্যাঁ—অ্যাঁ, সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন—সত্যই কি অদৃষ্ট প্রসন্ন!

মন্ত্রী। প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছেন। যান, ব্রাহ্মণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করান। নিষেধ করবেন, সন্ন্যাসীকে না প্রণাম করেন, আপনি জানেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ কা'রো প্রণাম গ্রহণ ক'র্‌বেন না। কিছু চিন্তা ক'র্‌বেন না, সকল শুভ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তে ষষ্ঠীতলা।

(পদ্মপুষ্প সংগ্রহ করিয়া দুইজন ইতরজাতীয় স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ)

উভয়ের গীত।

পু। এ ফোটা ফুলের মতন লো তোর মুখখানা।
স্ত্রী। রাখ্ তোর মন ভোলান, কদর তোর আছে জানা॥
পু। ভেকো হয়ে মুখ পানে তোর সদাই লো তাকাই,
স্ত্রী। পথের মাঝে কি করে ছাই, ছাথ্ দিনি বালাই;
পু। ভেসে যাই সুখসাগরে তোর হাসি দেখে,
স্ত্রী। ঢের জানি তোর ন্যাকাপনা, দে মেনে রেখে;
উভয়ে। তোর কখন হাসি কখন ফাঁসি, পিরীতটে তোর দোটানা॥

পুরুষ। ওরে, একটা ফুল—এক টাকা দেবে ব'লেছে।

স্ত্রী। গাঁয়ে এম্‌নি দুটো একটা ষষ্ঠীপূজো হয়, তা হ'লে ভোর বছর খাট্‌তে হয় নি।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। হ্যাঁ বাপু, এ বনে ষষ্ঠীতলা কতদূর?

পুরুষ। এঁজ্ঞে, এই বটগাছটী দেখ্‌ছেন, এইটাকেই ষষ্ঠীতলা বলে। দেখ্‌ছেন নি, ঐ সিন্দুর লেপা রয়েছে।

বিক্রম। আচ্ছা বাবা, তোমরা এসো,—এই মোহরটী নিয়ে যাও।

পুরুষ। হ্যাগা, এটী দিলে না কি?

বিক্রম। হ্যাঁ বাবা।

পুরুষ। হ্যাগা, তোম্‌রা কি লোক গো—কি জাত গো?

স্ত্রী। আয়—আয়, তোকে তো বল্‌ছ, ওরা যক। তুই চ'লে আয়—চ'লে আয়, এখানে আর থেকে কাজ নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিক্রম। মা গণেশজননী, তুমি ষষ্ঠীরূপে সন্তান পালন করো, বড় দায়ে তোমার শরণাপন্ন হ'য়েছি, রাঙ্গাপায়ে সন্তানকে স্থান দাও, নচেৎ মা, সকলই নষ্ট হয়। নারায়ণী, জগৎপালিনী, জগদ্ধাত্রী, সৃষ্টি-প্রকাশিনী জননি! আর্য্য-কুলের মর্য্যাদা রক্ষা করো। ব্রাহ্মণ আমার কথায় আশ্বাসিত, আমি রাজকর্ত্তব্য স্মরণ ক'রে আশ্বাস প্রদান ক'রেছি। মা, যখন রাজ্য প্রদান ক'রেছ, রাজ্যে অকাল-মৃত্যু নিবারণ করো, নচেৎ মা তোমার সম্মুখে জীবন বিসর্জ্জন দেবো। ব্রাহ্মণের যদি আশ্বাস ভঙ্গ হয়, করুণাময়ী; পুণ্যময়ী ভারতভূমির আর্য্য-গৌরব বিনষ্ট হবে, রাজধর্ম্ম লোপ হবে। দেবী, করুণাময়ী, দীন সন্তানকে করুণা করো।

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্॥
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥
জয় জয় জগন্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

পটপরিবর্ত্তন

(শিশুগণবেষ্টিতা ষষ্ঠীর আবির্ভাব)

গীত।

কেঁদে শিশু আসে অবনী
রাখেন পায়ে স্নেহময়ী ষষ্ঠী জননী॥
অনাথ নিরাশ্রয়, পদে পদে ভয়,
অসময়ে সদয়া মা অভয়া বরাননী॥
হেরে মায়ের বিচিত্র অকল,
শিশু হেসে ঢল ঢল,
ছলে মা, না দেখা দিলে কেঁদে হয় বিকল;
হেসে কেঁদে বাড়ে কায়া, খেলেন তাই সনাতনী।

ষষ্ঠী। বৎস, তুমি আমার নিকট কেন এসেছ, আমা হ'তে ব্রাহ্মণের কি উপায় হবে? পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত আমার অধিকার; আমি পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত লালন-পালন করি। পঞ্চবর্ষের পর ব্রাহ্মণের পুত্রহানি হয়।

বিক্রম। তবে, মা, কি উপায় হবে?

ষষ্ঠী। তুমি কল্য রাত্রে সূতিকাগারের দ্বারে জাগ্রত থেকো। বিধাতাপুরুষ পুত্রের ললাটে জীবনের ফলাফল লিখ্‌বেন; কি অরিষ্ট, তাঁর নিকট অবগত হ'তে পার্‌বে।

বিক্রম। মা, আমি সামান্য ব্যক্তি, দেব-দর্শন কিরূপে পাবো?

ষষ্ঠী। তুমি তেজস্বী রাজচক্রবর্ত্তী, তুমি দ্বারদেশে থাক্‌তে বিধাতাপুরুষ তোমায় লঙ্ঘন ক'রে গৃহে প্রবেশ ক'রতে পার্‌বেন না। আমার বরে তুমি তাঁর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দর্শন ক'র্‌বে।

বিক্রম। বিধাতাপুরুষ যদি অরিষ্টই লেখেন, সে অরিষ্ট কিরূপে খণ্ডন ক'র্‌বো? শাস্ত্রে বলে, বিধিলিপি খণ্ডন হয় না।

ষষ্ঠী। তুমি বিধাতার নিকট জিজ্ঞাসা ক'রো, কিরূপে তা খণ্ডন হবে। তিনি যদি কোন উপায় না করেন, ব্রাহ্মণের সন্তান যদি সত্যই কালগ্রাসে পতিত হয়, তুমি সে মৃতশরীর দগ্ধ ক'র্‌তে দিও না। কপালমোচন দেবদেব মহাদেবের কৃপায় তুমি তারে পুনর্জ্জীবিত ক'র্‌তে সক্ষম হবে।

বিক্রম। মা, একটা সংশয় মোচন করুন্। শাস্ত্রে বলে, যথানিয়মে যদি পুত্র পালিত হয়, যথানিয়মে যদি পুত্রের সমস্ত দৈবকার্য্য সম্পন্ন হয়, তা হ'লে অকালমৃত্যু হয় না। এ ব্রাহ্মণ দেখলেম ধর্ম্মনিষ্ঠ, তবে কেন তার এরূপ অনিষ্ট হ'চ্ছে?

ষষ্ঠী। বৎস, এখন কি যথানিয়মে কোন কার্য্য হয়! দৈবকার্য্য কে ক'র্‌বে? ব্রাহ্মণ অতি বিরল,—অধিকাংশই লোভী, শ্রমকাতর, অনাচারী, তাদের দ্বারা দৈবকার্য্য কিরূপে হবে? আমার পূজাই ভারতবর্ষে প্রায় লোপ হলো। নিষ্ঠাচার হ'য়ে, উপবাসী থেকে, পূজা করে, এমন ব্রাহ্মণ কয়জন আছে? বৎস, শাস্ত্র মিথ্যা নয়, মানুষই মিথ্যাবাদী। অনাচারে দেবকার্য্য কিরূপে সম্ভব? একটী সদ্‌ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান ক'রে, আমার পূজা সমাধা করো। আমার পূজার ত্রুটিতে আমি কুপিত হই না, আমার পালন ভার, আমি পালন করি, কিন্তু ধর্ম্ম কুপিত হয়।

বিক্রম। জয় মা সৃষ্টিপালিনী নারায়নী!

(ষষ্ঠীর অন্তর্ধ্যান)

মা'র বরে অবশ্যই কৃতকার্য্য হবো।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

পুরোহিতের বাটী।

পুরোহিত ও পুরোহিত-পত্নী।

পুরো। হেউ, আজ মৎস্যের ঝোল অতি উত্তম রন্ধন ক'রেছ। আজ আর তাম্বূল চর্ব্বণ ক'র্‌বো না।

পত্নী। কেন গা, এত রস কেন? ঐ গঙ্গাধর বামুনের বাড়ী যাবে বুঝি?

পুরো। হ্যাঁ, একবার যেতে হবে বই কি?

পত্নী। কেন, কেউ খবর দিয়েছে না কি?

পুরো। আরে সেই ছেলে হবার পরদিন দাই মাগী তোর সাম্‌নেই তো খবর দিয়ে গেল। আজ আবার ভোরে এক বেটা ব'লে গেল। আজ কর্ম্মভোগ আছে, কি ক'র্‌বো।

পত্নী। তোমার সখ! তাঁতী বউ বলে গেল, নূতন তাঁত ক'রেছে, তাতে একটা ফোঁটা দেবে, তা হ'লেই নূতন তাঁতের ধুতিচাদর পেতে, তা মনে ধ'র্‌লো না। দশকড়া দক্ষিণে পাবেন, সেইখানে যাবেন। খবরদার মিন্সে, যেতে পাবি নি। বড় বড় ক'রে ব'কে সমস্ত রাত ঘুমুবে না, খালি নস্যি নেবে, আর নাক ঝাড়্‌বে, আর আমি শুদ্ধ ঘুমুতে পার্‌বো না।

পুরো। সে বেটা যখন ভোরে খবর দিতে এসেছিল, তুই কেন আমায় ডেকে দিলি? কোন বল্লি নি, যে বাড়ী নাই।

পত্নী। ও মা, সেই হোমরা-চোমরা মিন্সে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে খবর দিতে এসেছিল? আমি কি অত জানি! আমি মনে ক'র্‌লুম, কোন বড়মানুষ লোক বুঝি কি ব'ল্‌তে এসেছে।

পুরো। তবে ছাখ, ভূতোকে দিয়ে ব'লে পাঠা, আমার পেটের পীড়া হ'য়েছে।

পত্নী। ভূতো এখন কোথা খেল্‌তে গেছে। না গেলেই হলো, অত খবর পাঠাতে হবে না।

পুরো। আঃ, যা ব'লেছ, যেতে গা সরে না। সংক্ষেপে যে ক্রিয়া সার্‌বো, তার জো নাই, খুঁটিয়ে সব মন্ত্র আওড়াতে হবে। আরে বেটা মন্ত্র পড়বো কি, দক্ষিণে দেখেই গায়ে জ্বর আসে।

পত্নী। তাঁতী বউয়ের বাড়ী যাও না? আজ্‌কের বাজারে দেশী তাঁতের ধুতি চাঁদর দিতে চাচ্ছে, তা মন উঠ্‌ছে না। সব বামুন যজমান ক'রেছেন। ও বছর থেকে একটা নং চেয়ে আস্‌ছি, তা আজও মুরোদ হলো না।

পুরো। আরে নাও নাও, জোলার দান কি গ্রহণ ক'র্‌তে পারি? তা হ'লে জাতে ঠেল্‌বে।

পত্নী। তোমার এক কথা, কত লোক রাত্রে লুকিয়ে নিয়ে এলো। তাদের জাতে ঠেল্‌লে না?

পুরো। তাদের সব বড় বড় যজমান, তাদের জাতে ঠেল্‌বে কে? আমি গেলে, এখন তারাই আমায় জাতে ঠেল্‌বে।

পত্নী। ও'তাঁতী বউ ব'লেছে, কারুকে ব'ল্‌বে না।

পুরো। ব'ল্‌বে না, দোর থেকে বেরুতে না বেরুতে ঢাক পিটুবে।

পত্নী। তবে যাও, দশ কড়া কাণা কড়ি গুণে নিয়ে এসো।

পুরো। ঐ এক বালাই! মড়াঞ্চে পোয়াতির পো, ওর আবার কল্যাণ কি? ঐ ছাখ, আবার দাই মাগী ডাক্‌তে আস্‌ছে।

পত্নী। মর মিন্সে, বাহাত্তুরে হ'য়েছে! অমন গয়না-গাঁটী কাপড়চোপড় প'রে গঙ্গাধরের বাড়ী থেকে ডাক্‌তে আস্‌ছে!

পুরো। ওরে হ্যাঁরে হ্যাঁ, সেই মাগী। ওদের এমন কাপড়-চোপড় গয়না-গাঁটি আছে।

(সূতিকার ঝিয়ের প্রবেশ)

গীত।

যদি যকের ছেলে হয় ঘরে ঘরে।
নিত্যি পরি নূতন সাড়ী, কইনি কথা গুমরে॥
খোকা থাক্ বেঁচে, আমি রেখেছি এঁচে,
খোকার ভাতে গয়নাগাঁটী নে যাব বেছে;
আঁতুড়ের ঝি, ব'লবে কে কি, আনবো নেবো জোর করে।
মিন্সে কত মুখনাড়া দেয়, দেখ্‌বো এখন তাই,
এক কথা কয়,—দশ কথা শোনাই;
মান ক'রে, আড়ঘোম্‌টা টেনে, বা'রকে চ'লে যাই;
আর না কি স'য়ে থাকি, শাসিয়ে রাখি গা-জোরে॥

পুরো। ও বাছা, তুমি ডাক্‌তে এসেছ? আমার তো বাছা বড় পেটের পীড়া, এই আবার পেট কুন্-কুন ক'রে আস্‌ছে।

ঝি। ওগো, পেট কুন্থতে হবে নি গো—পেট কুন্থতে হবে নি! আজ যা পাবে দশ বছর চাল কিন্‌তে হবে নি, দশ বছর কাপড় কিন্‌তে হবে নি, আর মোহরের ভাঁই দক্ষিণে পাবে।

পত্নী। শোন্ বাহাত্তুরে মিন্সে! তোর পেট কুন্থচ্চে, আজ ম'লেও তোমায় যেতে হবে। হাঁরে আঁতুড়ের ঝি, কোথায়—কোথায়? কোন্ বড়লোকের আঁতুড়ে সেঁধিয়েছিস্?

ঝি। আর কোথায় যাব গো, ঐ গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী আঁতুড়ে আছি।

পুরো। ঐ শোন্ মাগী শোন্! এখন পেট কুন্থবে কি না বল?

ঝি। ওগো শোনো, আর পেট কুনিয়ে কাজ নি। এখন কি আর সে গঙ্গাধর ঠাকুর আছে? যকের ধন পেয়ে ফেঁপে উঠেছে! এই দেখ না, আমায় এই সোনা-দানা, এই কাপড় দিয়েছে।

পত্নী। সে কি লো—সে কি লো, সত্যি না কি?

পুরো। ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি বুঝি?

ঝি। আর বুঝ্‌বে কি? কাল ছ' মিন্সে যক এলো, ঘড়া ঘড়া মোহর ঢাল্‌তেছে, আর যে পাচ্চে কুড়ুচ্চে। নাচ্চে, গাচ্চে, ঢুল্‌কি বাজাচ্চে, আর মুটো মুটো টাকা পাচ্চে।

পত্নী। তা যকে টাকা দিচ্ছে কেন বল্ তো?

ঝি। দেখ, সাত কাণ ক'রো নি, যক শুনলে আমায় আস্ত রাখ্‌বে নি। আমি বামুনের ছেলেকে তাপ সেঁক দিয়ে পেছু ফিরে শুয়েছি, ঘুমে থেকে উঠে দেখি,

যে আর সে বামুনের ছেলে নেই, যকের ছেলে খেল্‌চে।

পষ্ঠী। সে কি লো?

ঝি। হ্যাঁ গো—ওরা জাতহরণী, জান নি? জাত-হরণীতে ছেলে বদ্‌লে নে যায়।

পুরো। আরে সত্যি না কি?

ঝি। আরে চলো কেন্না, দেখ্‌বে। ষষ্ঠী পূজোর সোনার বটগাছ ক'রেছে, তাতে মাণিকের ফল ঝুলছে; ষষ্ঠী-মার্কণ্ডের বারানসী কাপড়ে—দু'টো পাহাড় হয়; দক্ষিণে সাত ঘড়া মোহর।

পষ্ঠী। ও মিন্সে, চল—চল, আর দেরী করিস্ নি।

পুরো। বামনি—বামনি, আমায় ধরে নে চল্, আমার গা টল্‌ছে। ওরে আবাগী—সোনার বটগাছ—সোনার বটগাছ, তা'তে আবার মাণিকের ফল ঝুল্‌ছে!

পষ্ঠী। হ্যাঁ গা—এবার নত দেবে তো?

পুরো। ও আবাগী! দেবো—দেবো, চোখে—কাণে—ঠোঁটে—নাকে যত পারিস্ পরিস্।

ঝি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বল্‌তে ভুলন্থ,—ষষ্ঠীর গয়নার ডাঁই ক'রেছে, দু' ঝোড়া নত রেখেছে।

পষ্ঠী। ও মিন্সে—ও মিন্সে, আমায় ধর—আমারও গা টলছে।

ঝি। ওগো, ধরাধরি ক'রে এসো গো—ধরাধরি ক'রে এসো।

তিনজনের গীত। *

পুরো। ধর্‌না আমায় পড়ি যে চ'লে॥
পষ্ঠী। আমার ভারি ঘোর লেগেছে, গা মাথা টলে।
ঝি। অম্‌নি গা টলে, ট'লে ট'লে এসেছি চ'লে॥
পষ্ঠী। দেখ্‌তে পাইনে পথ, ওরে ঝোড়া ঝোড়া নৎ,
পুরো। সোনার বটে, মাণিকের ফল, মোহরের পর্ব্বত,
ঝি। এসো দু'পা পথ, ঝরছে নোলা, মোণ্ডামুচি গিল্‌বে গে কৎ কৎ;
সকলে। চলে যায় মজায় মজায়, যকের পুজো রোজ হ'লে॥

[তিনজনের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ

নারীগণ।

১ম নারী। ওলো, চল—চল, গঙ্গাধর ঠাকুরের বাড়ী চল, যকের ষষ্ঠীপুজো দেখ্‌বি চল।

সকলের গীত।

শুন্‌ছি না কি যকের ছেলে মোহর ছুদ তোলে।
হাস্‌লে মোহর, কাঁদ্‌লে মোহর, মোহর নাকি গায়ে চলে॥
গড়ায় মোহরের ঘড়া, পড়ে মোহরের ঝোড়া, আঁতুড়ে মোহরের ছড়া,
তোড়া তোড়া মোহর নাকি আঁতুড়ের চালে ঝোলে॥
মেজেতে মোহর পাতা, মোহর গাঁথা ছেলের কাঁথা,
পুড়িয়ে মোহর কাজল পরায়, মোহরের কাজলনতা;
খাচ্ছে মোহর, মাখ্‌ছে মোহর, মোহরের বাতি জ্বলে॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গঙ্গাধরের বাটী

বিক্রমাদিত্য, মন্ত্রী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

বিক্রম। কি মহাশয়, আপনার পূজা কি সমাপ্ত হ'য়েছে?

ব্রাহ্মণ। না, আমার ভ্রম হ'চ্ছে, কোন্ বাটীতে এসেছি! আপনি ব'লেছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূজা ক'র্‌তে হবে, কিন্তু এ তো দেখ্‌ছি কোন রাজচক্রবর্ত্তীর পূজা। তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছি, আপনি কার পূজার জন্য আমায় আহ্বান ক'রেছেন?

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, এ দরিদ্রের কুটীর দেখ্‌ছেন না?

ব্রাহ্মণ। কিন্তু এ রাজসিক উদ্‌যোগ কিরূপে হ'লো? আমি সমস্ত অবগত না হ'য়ে ক্রিয়ায় নিযুক্ত হ'তে পারি না।

মন্ত্রী। কেন ঠাকুর, আপনার এতে ক্ষতি কি? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে এরূপ আয়োজন ক'রে থাকেন, মহাশয়েরই তো বিশেষ প্রাপ্য হবে।

ব্রাহ্মণ। তুমি কে হে? আমি ব্রাহ্মণ, আমায় প্রলোভিত কর্‌বার চেষ্টা করো? যদি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি

আয়োজন ক'রে থাকেন, তা' হলে এ ব্রাহ্মণের গুরু-পুরোহিতের এ সকল প্রাপ্য, আমি এ সকল গ্রহণ ক'র্‌বো না।

মন্ত্রী। এঁর পুরোহিত তো পূজা কর্‌বার উপযুক্ত নন। অভুক্ত হ'য়ে পূজা ক'র্‌তে হয়, ইনি ভুক্ত।

ব্রাহ্মণ। এমন স্থলে আমি প্রতিনিধি মাত্র।

বিক্রম। প্রতিনিধিরও তো প্রাপ্য আছে।

ব্রাহ্মণ। অবশ্য, যা তিনি স্বেচ্ছায় দেবেন, কিন্তু এ স্থলে আমি তাও গ্রহণ ক'র্‌তে অক্ষম। আমি প্রতিশ্রুত, কেবল মাত্র হরিতকী গ্রহণ ক'রে, ব্রাহ্মণের কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌বো।

বিক্রম। কেন ব্রাহ্মণ, আপনার তো নিতান্ত দীন অবস্থা। একটী মাত্র ভগ্ন কুটীর, এ সকলের অংশ গ্রহণ ক'র্‌লে আপনার সঙ্কুলান হবে, তবে কেন অসম্মত হ'চ্ছেন?

ব্রাহ্মণ। বাপু, তুমি যে আমায় প্রলোভিত ক'চ্ছ, এরূপ বোধ হয় না। ব্রাহ্মণের আচার তুমি অবগত নও। ব্রাহ্মণের জীবন ধারণ, কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত, সঙ্কুলান-ভার ঈশ্বরের। ঈশ্বর-কৃপায় আমার সঙ্কুলান হয়, আমার অপর উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই।

বিক্রম। আচ্ছা ঠাকুর, তবে হরিতকীই গ্রহণ ক'র্‌বেন। এক্ষণে যান, পূজা সম্পন্ন করুন।

ব্রাহ্মণ। উত্তম—উত্তম। বুঝ্‌লেম—বুঝ্‌লেম, আপনি বিচক্ষণ—আপনি বিচক্ষণ; আমায় পরীক্ষা ক'র্‌ছিলেন—আমায় পরীক্ষা ক'র্‌ছিলেন! অন্যায় আদেশ কেন ক'র্‌বেন? তবে চল্লেম, পূজা আরম্ভ করিগে।

বিক্রম। যে আজ্ঞে।

[নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ ব্রাহ্মণকে কোথায় পেলেন?

বিক্রম। প্রাতে এঁর অনুসরণ ক'রেছিলেম। দেখ্‌লেম, প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন ক'রে ভিক্ষায় বেরুলেন। তিনটী মাত্র ব্রাহ্মণ-গৃহ ভ্রমণ ক'র্‌লেন। সে সব গৃহস্বামীরা সপরিবারে আহুত হ'য়ে এখানে উপস্থিত, সুতরাং ভিক্ষা পেলেন না! কুটীরে ফিরে এসে, নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হলেন। আমি সেই সময়েই এঁকে পূজা কর্‌বার নিমিত্ত ব্রতী ক'রেছি।

মন্ত্রী। মহারাজ, এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রভাবেই আজও আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মলোপ হয় নাই।

বিক্রম। মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ কিরূপ পূজা করে—দেখ্‌তে আমার বড় কৌতূহল হ'চ্ছে আমি পূজা-স্থানে চল্লেম।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

(পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

পুরো। কে কোথা গো, আমরা এলেম।

পত্নী। দেখ্‌ছিস্—দেখ্‌ছিস্—বাড়ী কেমন সাজিয়েছে দেখ্‌ছিস্?

পুরো। সাজাবে না, যকের পূজো! চুপ, ঐ যক বেটা বুঝি রয়েছে।

মন্ত্রী। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়!

পুরো। পূজার লগ্নবিচার ক'র্‌তে বিলম্ব হলো, অনেক অঙ্ক পেতে শুভলগ্ন নির্ণীত হ'য়েছে। উপযুক্ত সময়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

মন্ত্রী। (পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুর, উপবাসী আছেন না কি?

পুরো। থাক্‌বো না বাবা! যজমানের পুত্রের কল্যাণ চাই নে? আমরা কি সে ব্রাহ্মণ, যে মাছ-ভাত খেয়ে পূজো ক'র্‌বো?

মন্ত্রী। তা তো হবে না। আমাদের ষষ্ঠী পূজা না খেয়ে হবে না। মাছের ঝোল ভাত, রান্না আছে, খেয়ে চলুন।

পত্নী। ও বাবা যক, কেন মিন্সের ঢং শোন! আমি কি যকের নিয়ম জানি নি? আমি সকালে ওরে মাছ-ভাত খাইয়েছি।

পুরো। অ্যাঁ, আজ খেয়েছি না কি—আজ খেয়েছি না কি!

পত্নী। মর মিন্সে, গপ্‌ গপ্‌ ক'রে গিল্লি নি? পান না খেয়ে মুখ পুড়িয়ে এসেছেন? যকের পূজো, মচ্‌ মচ্‌ ক'রে পান চিবোবে, তবে যকের ষষ্ঠী পূজো হবে—কেমন বাবা যক?

মন্ত্রী। আর এই বিধানটী জানো না মা, ঘুমুতে ঘুমুতে আমাদের পূজা ক'র্‌তে হয়।

পত্নী। জানি বই কি বাছা—জানি বই কি! মিন্সেকে বল্লুম, কম্বলখানা নিয়ে চল্—যকের পূজো, শুয়ে শুয়ে পূজো ক'র্‌তে হবে।

পুরো। বাবা, আমার ভূমিশয্যায় নিদ্রা হয়—ভূমিশয্যায় নিদ্রা হয়।

(বিক্রমাদিত্য ও গঙ্গাধরের প্রবেশ)

বিক্রম। আজ সূতিকাগারের দ্বারে আমি শয়ন করবো—কেমন আপনি সম্মত তো ?

ব্রাহ্মণ। বাবা, নিন্দা হবে না তো—নিন্দা হবে না তো ?

বিক্রম। নিন্দা কিসের ?—সন্ন্যাসীর কোন স্থানে গমনের নিষেধ নাই।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বাবা, নিন্দা না হ'লেই হলো—নিন্দা না হ'লেই হ'লো। তুমি মহাপুরুষ, তা বুঝতে পেরেছি! ব্রাহ্মণী বলছিলো—ব্রাহ্মণী বলছিলো, তাই কথাটা বল্লেম।

মন্ত্রী। প্রভু, ইনি মাছ-ভাত খেয়ে এসেছেন, শুয়ে শুয়ে ঘেটেরা পূজা করবেন।

বিক্রম। কই, ইনি তো উপবাসী দেখছি!

পত্নী। ও বাবা যক, আমি মাছ-ভাত খাইয়ে এনেছি, তবে আর বলছি কি ?

পুরো। তাম্বুল চর্ব্বন করি নাই—তাম্বুল চর্ব্বণ করি নাই, তাই মুখ শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে।

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, তুমি আহার ক'রে পূজা করতে এসেছ! এই কি তোমার পৌরোহিত্য ? আমি এখন বুঝ্‌লেম, কেন ব্রাহ্মণের পুত্র রক্ষা পায় না। যাও, তোমার পূজা করবার প্রয়োজন নাই। তুমি এরূপ ব্রাহ্মণ, রাজা বিক্রমাদিত্য জান্‌লে, তাঁর রাজ্যে স্থান পেতে না।

পত্নী। ও সর্ব্বনাশীর বেটা, একদিন উপোস করতে পার না ? ও বাবা যক, কি হবে বাবা, আমার নতের যে বড় সখ বাবা!

বিক্রম। চিন্তা নাই।

মন্ত্রী। আপনি নিদ্রাপটু, ভূমিশয্যায় নিদ্রা যেতে পারেন, অত ক্লেশের প্রয়োজন নাই, গৃহে গিয়ে শয্যায় শয়ন করুন! নিষ্ঠাবান উপবাসী ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা হ'চ্ছে।

পুরো। কি পুরোহিত বর্জ্জন—পুরোহিত বর্জ্জন ?

বিক্রম। পুর-হিত বর্জ্জন হচ্চে কই—পুর-অহিত বর্জ্জন হচ্ছে। তা তোমার চিন্তা নাই, পূজা অন্তে তোমার যা প্রাপ্য, তোমার গৃহে প্রেরিত হবে।

পুরো। প্রতিনিধির সঙ্গে দশ আনা ছয় আনা বখ্‌রা।

বিক্রম। যাও ঠাকুর, তা অপেক্ষা অধিক পাবে, ব্রাহ্মণ তোমার ন্যায় লোভী নন।

পত্নী। তা এখন আমরা নেই বাড়ী গেলুম, খোকাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে, সব শেষেই যাবো।

পুরো। হাঁ, হাঁ।

বিক্রম। কেন ক্লেশ করবেন, গৃহে যান। ঠাকুর, আর কদাচ এমন গর্হিত কার্য্য করো না।

মন্ত্রী। এখন শক রাজা নয়, আর্য্য রাজা। তোমার ব্যবহার রাজার নিকট প্রকাশ হ'লে, রাজনীতি-অনুসারে দণ্ডনীয় হবে।

পুরো। কেন বল্‌ দেখি মাগী, বিষ্ঠা রন্ধন করেছিলি ?

পত্নী। তুই গিল্লি কেন রে মিন্সে ?

[পুরোহিত ও তৎপত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। (মন্ত্রীর প্রতি) যারা পূজা দেখতে এসেছেন, তাঁদের বিদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে ?

গঙ্গা। হাঁ বাবা, ঐ যে তারা আনন্দ ক'রে আস্‌ছেন।

বিক্রম। তবে বোধ হয় পূজা সমাপ্ত হয়েছে। চলুন, আমরা যাই। (মন্ত্রীর প্রতি) তুমি আশ্রমে সংবাদ দাওগে, আজ রাত্রে আমি এই স্থানেই অবস্থান করবো।

[সকলের প্রস্থান।

(পল্লিবাসিনীগণের প্রবেশ)

গীত। *

থাকুক ছেলে মায়ের কোল জুড়ে।
মায়ের কোল আলো ক'রে, খেলে ছেলে আঁতুড়ে ॥
মাথার কেশ যত, ছেলের পেরমাই হোক্‌ তত,
দিন দিন গড়ুক বাছা নোর ভাঁটার মত ;
ষষ্ঠীর দাস ষেঠের বাছার আলাই বালাই যাক্‌ পুড়ে ॥
কমলা সদয় হ'য়ে, এসেছেন বাছার পয়ে,
মায়ের কৃপায় যে যত চায়, নিয়ে যায় ব'য়ে ;
হেঁসে মা ব'সেছেন ঘরে, হাঁসছে তাই দীনের কুঁড়ে ॥

[প্রস্থান।

—— —

সপ্তম দৃশ্য

স্থতিকা-গৃহ।

গৃহমধ্যে গঙ্গাধর-পত্নী ও দ্বারদেশে বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। মা, আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে নিদ্রা যান, আমি আপনার সন্তান, ষেটারা পূজার নিয়ম পালন ক'রে জাগরিত থাকবো।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার সন্তান রক্ষা পাবে তো?

বিক্রম। অবশ্যই মা ষষ্ঠীর কৃপায় রক্ষা হবে। আপনি গৃহ-দ্বার আবরণ করুন্। (ব্রাহ্মণীর দ্বার অবরোধ করণ) রজনী গভীরা, জনরব বিলুপ্ত, নিদ্রার অঙ্কে জীবকুল মগ্ন, কেবল হিংস্রক পশু জাগ্রত। এক একবার পেচকের শব্দ মাত্র—অপর শব্দ শুব্ধ। শুনেছিলেম, বিধাতাপুরুষের আগমনের পূর্ব্বে স্থতিকাগারে যারা জাগ্রত থাকে, তারা নিদ্রিত হয়। কি আশ্চর্য্য, আমারও নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে! বোধ হয়, বিধাতাপুরুষ আগতপ্রায়। ঐ যে ধীরে ধীরে কে পুরুষ আস্‌ছে! জয় মা ষষ্ঠীদেবী! চিনেছি, উনিই বিধাতা-পুরুষ! ফিরে গেলেন যে—ঐ আবার আস্‌ছেন।

(বিধাতা-পুরুষের প্রবেশ)

বিধাতা। মহারাজ, পথ দেন।

বিক্রম। আপনি কে?

বিধাতা। আমি বিধাতা-পুরুষ, সন্তানের ভাগ্যলিপি লিখতে এসেছি।

বিক্রম। ভগবান্, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। কি লিখবেন, যদি কৃপায় আজ্ঞা করেন।

বিধাতা। এখন আমি অবগত নই, আমার অপরিবর্ত্তনশীল লৌহলেখনীতে **অদৃষ্ট কারণে** কি লিপিবদ্ধ হবে, তা আমার অগোচর।

বিক্রম। ভগবান্, কিরূপ আজ্ঞা করছেন? আপনিই অদৃষ্টের কর্ত্তা! অদৃষ্ট কারণ শ্রীমুখে কি শুনলেম? কৃপা ক'রে আমায় যদি বোঝান। অদৃষ্টের কর্ত্তা বিধাতা, বিধাতার নিকট অদৃষ্ট কি?

বিধাতা। মহারাজ! মায়াপ্রভাবে কলেবর ধারণ, দেব-কলেবরেও মায়ার প্রভাব! কি কর্ম্মসূত্রে কি কার্য্য সম্পন্ন হয়, তা মহামায়ার মায়ায় আবৃত। জান্‌বেন,—সে সমস্ত বিধাতারও গোচর নয়। সময় ব'য়ে যাচ্ছে, পথ দেন।

বিক্রম। ভগবান্, আমি কি নিমিত্ত হেথায় উপস্থিত, তা আপনার অগোচর নয়। আমার প্রার্থনা,—এই জাত-সন্তানের ললাটে কি লিপিবদ্ধ কর্‌বেন, আমার নিকট জ্ঞাপন করেন।

বিধাতা। মহারাজ, আপনি ষষ্ঠীদেবীর প্রিয়। আমি অঙ্গীকার কর্‌লেম,—এই বালকের অদৃষ্ট আপনার নিকট প্রকাশ ক'র্‌বো। পথ মুক্ত করুন।

বিক্রম। যে আজ্ঞে!

(বিধাতা-পুরুষের গৃহ প্রবেশ)

কি আশ্চর্য্য! মায়ার অদ্ভুত প্রভাব;—বিধাতারও অজ্ঞেয়। আমরা ক্ষুদ্র মানব। মহামায়া, তোমায় নমস্কার!

(বিধাতা-পুরুষের পুনঃপ্রবেশ)

বিধাতা। মহারাজ, পথ ছাড়ুন।

বিক্রম। কি লিখলেন, আজ্ঞা করুন।

বিধাতা। এই বালক অতি সুবোধ, নিষ্ঠাবান ও শাস্ত্রজ্ঞ হবে, কিন্তু বিবাহের রাত্রে ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হবে।

বিক্রম। ভগবান্, এ দাসের উপায় কি? আমি রাজা, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁর পুত্রের অকালমৃত্যু নিবারণ কর্‌বো—প্রতিশ্রুত। আপনার দর্শন লাভ ক'রেও যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে অক্ষম হই, মৃত্যু ভিন্ন অপর প্রায়শ্চিত্ত আর আমার নাই। করুণাময়, দাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষে উপায় বিধান করুন।

বিধাতা। এই লৌহনির্ম্মিত লেখনীর লিপি কখনও খণ্ডন হবে না; বিবাহ-রাত্রে ব্রাহ্মণপুত্রের কালবর্ষন হবেই। তবে সে সময় যদি কেউ কপালমোচন মহাদেবের কৃপায় এই শ্লোক আবৃত্তি করতে পারে, ব্রাহ্মণসন্তান পুনর্জ্জীবিত হবে। ষষ্ঠীদেবীর আজ্ঞায় এই ভূর্জ্জপত্রে লিখে এনেছি, গ্রহণ করো। (ভূর্জ্জপত্র প্রদান)

বিক্রম। ভগবান্, প্রণাম। কৃতার্থ হলেম।

[বিধাতা-পুরুষের প্রস্থান।

(শ্লোক পাঠ)—

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখো ন পুনঃ প্রয়াতি ॥ *

অতি যত্নে শ্লোক রক্ষা কর্‌তে হবে, কি জানি যদি বিস্মৃত হই। প্রভাত নিকট।

ব্রাহ্মণী। (সূতিকা-গৃহ হইতে) বাবা, আছেন কি? আমার সন্তানের কি উপায় হবে?

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন, নিশ্চয় হবে।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার ক'র্‌লে।

(গঙ্গাধরের প্রবেশ)

গঙ্গা। বাবা, কার্য্যসিদ্ধ হয়েছে?

বিক্রম। হাঁ, কিন্তু এক কথা—এই সন্তানের বিবাহের দিন আমায় সংবাদ দেবেন।

গঙ্গা। আপনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, আপনার তত্ত্ব কোথায় পাবো?

বিক্রম। রাজাকে সংবাদ দিলেই আমাকে সংবাদ দেওয়া হবে।

গঙ্গা। আপনি কে?

বিক্রম। দেখছেন তো সন্ন্যাসী।

গঙ্গা। পূর্ব্বাশ্রমে আপনি কি ক্ষত্রিয় ছিলেন? অনবনত মস্তক, প্রশান্ত ললাট, বিশাল বাহু, নয়নকোণে বীরব্যঞ্জক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধর, শত্রু-ভীতিকর প্রশস্ত বক্ষ, বিশাল বাহু, করে অস্ত্রধারণের চিহ্ন, ধনুর্জ্যা-ঘর্ষণচিহ্ন—ব্রাহ্মণের পুষ্পচয়নোপযোগী কোমল হস্ত নয়,—সগর্ব্ব পদবিক্ষেপ, সমস্তই বীরপুরুষের লক্ষণ—এ সমস্তই তো ক্ষত্রিয়ের পরিচয়!

বিক্রম। আপনার অনুমান সত্য হ'তে পারে।

গঙ্গা। যখন আমায় নমস্কার ক'র্‌তে নিবারণ করেছিলেন, তখন আমি অবসন্ন ছিলেম, স্বরূপ বুঝ্‌তে পারি নাই। সন্ন্যাসীর ব্রাহ্মণের নমস্কার গ্রহণে কোন সময়েই নিষেধ নাই, তখন আমার এ অনুমিত হয় নাই। শাস্ত্রে, রাজচক্রবর্ত্তীর যে সব লক্ষণ—আপনার ললাটে, অঙ্গে—সে সমস্তই প্রকাশিত। ষষ্ঠীপূজায় যা আয়োজন হয়েছে, রাজচক্রবর্ত্তী ভিন্ন কারো দ্বারা এরূপ আয়োজন সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারণা করবেন না। বলুন—আপনি কে?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই বিক্রমাদিত্য।

গঙ্গা। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! ভারতে সুদিন উদয়, আর্য্যরাজা আবার ভারত-সিংহাসনে। আদিত্য-প্রতাপ বিক্রমাদিত্য উদয়। ভারতে নিশ্চয় অকালমৃত্যু রহিত হবে। মহারাজ দীনের কুটীরে দীনের ন্যায় অবস্থান করেছেন। জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয়! এসো, কে কোথায় আছ, দীনের কুটীরে রাজদর্শন ক'রে কৃতার্থ হও। বল, জয় বিক্রমাদিত্যের জয়!

(পল্লীস্থ স্ত্রী-পুরুষগণের প্রবেশ)

সকলে। জয় বিক্রমাদিত্যের জয়!

গীত।

ভুবন-পূজ্য আর্য্যরাজ্য শৌর্য্য-বীর্য্য-ভূষণ,
পুণ্যক্ষেত্র একচ্ছত্র ধন্য আর্য্য-আসন;
বিক্রমাদিত্য নৃপতি।
মেঘমাল সরস বরষে ক্ষেত্র-শস্যশালিনী,
ধীর পবনে দুলিছে কুসুম সরসী সরোজ-মালিনী;
রাজ্যেলক্ষ্মী-সরস্বতী॥
উথলিত পূত বেদধ্বনি, প্রভাত-সন্ধ্যা-গগনে,
স্বর্ণবর্ণ অনলশিখা আহুতি হবি-গ্রহণে;
ভারতে শান্তি বসতি।
দুর্জ্জনগণ শমন দণ্ড নরবর কর-চালনে,
দয়াধার বহে শতধারে, প্রজাপুঞ্জ পালনে;
উদিত আদিত্য জ্যোতি॥

---

* লব্ধব্য যে ফল নর পাইবে নিশ্চয়।
নিবারণে দেবতার সাধ্য তাহা নয়॥
সে হেতু না করি ক্ষোভ না মানি বিস্ময়।
ললাট-লিখন কভু অন্যথা না হয়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উজ্জয়িনী—বিক্রমাদিত্যের উদ্যান।

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

(ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীগণের প্রবেশ)

গীত।

স্ত্রী-পুরুষগণ।—

পরি লতাপাতা বনে ফুল তুলি।
বনে মন খুসী কেমন, তাই বনে বুলি॥

স্ত্রীগণ।—

পাতা ফুঁড়ে সুরজ আসে, চিকি মিকি খেলে ঘাসে,
ঘাস যেন হাঁসে;
ঘাসের ফুল খেলে ছুলি ছুলি॥

পুরুষগণ।—

ডালে যে চিড়িয়া ডাকে, সাতনলায় ধরি তাকে,
গুল্তি ঝাড়ি ময়ূরের ঝাঁকে;
বাঘা ভাল, ঘারে তীর তাগি, ওমনি হয় দাগী,

স্ত্রী-পুরুষগণ।—

গিয়ে তেড়ে, হেমড়ে প'ড়ে, মিলে-মাগী ছাল খুলি॥

১ম ব্যাধ। কি রাজা, আবার কি জানোয়ার মার্‌বার হুকুম দিবি বল? বাঘের তো ঝাড় মেরেছি, এবার কি ভাল মার্‌বার হুকুম হবে?

মন্ত্রী। তোরা সব বাঘ মেরেছিস্? বনে আর তো বাঘ নাই?

২য় ব্যাধ। যদি বিশ কোশের বিচে একটা বাঘের ডাক কেউ শোনে, আমার নাকটা উৎরে নিস।

মন্ত্রী। কিন্তু আজ যদি সহরে বাঘ আসে?

১ম ব্যাধ। বিধাতা-পুরুষকে বাঘ গড়্‌তে হবে, তবে বাঘ আস্‌বে, নইলে বাঘের মুখ কেউ দেখবে না।

বিক্রম। আর বিধাতাই যদি বাঘ গ'ড়ে পাঠায়, তোরা মার্‌তে পার্‌বি?

১ম ব্যাধ। বিধাতার বাবা বাঘ হ'লে মার্‌বো!

বিক্রম। আচ্ছা যা যে বাড়ীতে আমার সৈন্যেরা পাহারা দিচ্ছে, সেই বাড়ীতে খুব সতর্ক হ'য়ে থাক। আজ যদি কেউ বাঘ দেখতে না পায় কিম্বা যদি বাঘ এলে, সেই বাঘ তোরা মার্‌তে পারিস্, তা হ'লে আর তোদের ব্যাধের কাজ কর্‌তে হবে না।

১ম ব্যাধ-প। তুই তো বড় রাজাটারে! শিকার কর্‌বে না তো কি কাম কর্‌বো? শিকার না খেল্‌লে আমরা বাঁচি?

বিক্রম। আচ্ছা, তোরা যে যা চাস্—পাবি।

১ম ব্যাধ। এ কথাটা ভাল। ঐ বাড়ীখানা আমাদের দিবি?

বিক্রম। দেবো।

২য় ব্যাধ-প। বাড়ী নিয়ে কি কর্‌বি মিন্সে? রাণীর মত গয়না নেব।

বিক্রম। সাতদিন যে যা গয়না চাস্—দেবো। যা, খুব সতর্ক হ'য়ে থাক্‌গে যা।

২য় ব্যাধ। ভালো—ভালো!

সকলে। জয় রাজাটার জয়—জয় রাজাটার জয়!

বিক্রম। মন্ত্রী, এদের নিয়ে যাও। এরা যেন বাসর ঘর বেষ্টন ক'রে থাকে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[ব্যাধগণকে লইয়া মন্ত্রীর প্রস্থান।

(নবরত্ন—কালিদাস, বররুচি, অমরসিংহ, বরাহমিহির, ধন্বন্তরি, শঙ্কু, ক্ষপণক, বেতালভট্ট ও ঘটকর্পরের প্রবেশ)

বিক্রম। আস্‌তে আজ্ঞা হয়। (বরাহমিহিরের প্রতি) পণ্ডিতবর, সেই কন্যার জন্মপত্রিকা কিছু নির্ণয় ক'রে দেখলেন?

বরাহমিহির। মহারাজ, অতি কঠিন সমস্যা! যদি জ্যোতিষ সত্য হয়, আর এই জন্মপত্রিকায় কোন দোষ না থাকে, এ কন্যা বিবাহের রাত্রে বিধবা হবে। কিন্তু এ কন্যা সতী, কোষ্ঠীর ফল দেখছি, পাঁচটী পুত্রের জননী হবে। এর মীমাংসা ক'র্‌তে দরিদ্র ব্রাহ্মণ অক্ষম।

বিক্রম। আপনারা কি বলেন—এ সমস্যা কিছু পূরণ কর্‌তে পারেন?

বররুচি। প্রস্তর সলিলে ভাসে, গ্রহ নিভে নীলাকাশে,
মৃত যদি সঞ্জীবিত হয়।
তবে, নৃপ, গণনায় জন্মায় প্রত্যয়।

কালিদাস ব্যতীত সকলে। কবিবর ভবভূতি যথার্থ বলেছেন,—এ সমস্যা আমাদের দ্বারা পূরণ হয় না।

বিক্রম। কবিবর কালিদাস কি বলেন?

কালি। রামেশ্বর শিব বলে, শিলা ভেসেছিল জলে,
প্রলয়ে গ্রহের জ্যোতি নিভিবে নিশ্চয়।
মৃত সঞ্জীবিত হয়, কথা অসম্ভব নয়,
কপাল-মোচন নাম দেব-মৃত্যুঞ্জয়॥
ধর্ম্মে যার সদা মতি, কৃপাবান পশুপতি,
পূর্ণকাম শিব নাম শিব শিবময়।
যম যাঁর পদাশ্রিত, মৃত হবে সঞ্জীবিত
কৃপায় তাঁহার, ইথে আছে কি বিস্ময়॥

বরাহমিহির। সাধু! সাধু! মহারাজ, মীমাংসা হয়েছে। বিবাহরাত্রে এর পতির প্রাণনাশ হবে নিশ্চয়, কিন্তু কোন রাজচক্রবর্ত্তীর তপোবলে, দেবদেব কপাল-মোচনের কৃপায়, এঁর পতি পুনর্জ্জীবিত হবে। বৃহস্পতির শুভভাবে আমার সম্পূর্ণ অনুমিত হ'চ্ছে।

ক্ষপণক। মহারাজ, কন্যার বিষয় কেন এত তত্ত্ব কচ্ছেন? আমি বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে এ কথা জিজ্ঞাসু নই।

বিক্রম। এক ব্রাহ্মণের চারিটী পুত্রের অকাল-মৃত্যু হয়। যখন পঞ্চম সন্তান জন্মায়, আমি সূতিকাগারের দ্বারদেশে ষেটেরা পূজার দিন অবস্থান ক'রে, বিধাতা-পুরুষের দ্বারা জাতকের ললাট-লিপি অবগত হই। বিধি-লিপি এই যে, বিবাহের দিন বাসরে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হবে। কিন্তু আমা দ্বারা সঞ্জীবিত হওয়া সম্ভব—ভাগ্যবলে ষষ্ঠীদেবীর নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয়েছি। অদ্য এই কন্যার সহিত এই ব্রাহ্মণ-কুমারের বিবাহ। সেই নিমিত্তই, এই জন্মপত্রিকার ফল জান্‌বার ইচ্ছা করেছি।

ক্ষপণক। মহারাজ, এই ব্রাহ্মণপুত্রকে যে রাজচক্রবর্ত্তী পুনর্জ্জীবিত কর্‌বেন, তিনি যে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য, এ আমার অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ, বিধিলিপি খণ্ডনের নিমিত্ত যে ব্যাধের দ্বারা ব্যাঘ্র বিনাশ করেছেন, এটী যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। হিংসার দ্বারা মঙ্গলকার্য্য সম্পাদিত কর্‌বার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয়। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম!' যথাজ্ঞান নিবেদন কর্‌লেম।

বরাহমিহির। প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

(গঙ্গাধরের প্রবেশ)

বিক্রম। যা বিধি হয় করুন, আমায় এখনি যেতে হবে।

গঙ্গা। মহারাজ আসুন, বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে।

বিক্রম। আপনি অগ্রসর হোন, আমি এখনি যাচ্ছি। বাসরে কারো যেন গমন-অধিকার না থাকে। সভা ভঙ্গ হোক্। আপনারাও প্রস্তুত হোন, বিবাহস্থলে উপস্থিত থাক্‌বেন।

[নবরত্নের প্রস্থান।

বিধিলিপি যদি মিথ্যা না হয়, বিধাতার বাক্যও মিথ্যা নয়। সেই শ্লোক আবৃত্তিতে ব্রাহ্মণকুমার অবশ্যই পুনর্জ্জীবিত হবে। "লব্ধব্যমর্থং লভতে"—চিন্তার কারণ কি? শ্লোক বিস্মৃত হই,—সম্পূটে বিধাতাপ্রদত্ত লিপি যত্নে স্থাপিত আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলবন।

সরস্বতী ও সঙ্গিনীগণ।

সঙ্গিনীগণের গীত।

শুভ্রবরণা, শশিশেখরা, শ্বেত-সরোজবাসিনী।
দিব্যাম্বরা বিমল-কমলকামিনী, বিভাষিনী॥
বিদ্যাদাত্রী বিদ্যা-প্রার্থী-হৃদি-শতদল-আসিনী,
বীণাবর-রঞ্জিত-কর, সঞ্জিত-বিধুহাসিনী॥
বাগ্‌বাণী, বেদপাণি, বেদধ্বনি-ভাষিনী,
বাদ্যগান তানমান, বন্দিনী বিলাসিনী,
জ্ঞানোজ্জ্বল ত্রিনয়ন স্থল, অজ্ঞান-তমঃ-নাশিনী।
চরণ অমল কিরণদানে মুদিত-চিত-বিকাশিনী॥

(বিধাতার প্রবেশ)

সর। পিতা, এতদিনে কি কন্যাকে মনে পড়েছে?

বিধাতা। আরে নাও—নাও বাছা—সে সব কথা হবে, বড় বিপদ!

সর। সে কি? আপনি বিধিদাতা, আপনার বিপদ?

বিধাতা। আরে বাছা, জেনে শুনে তুমি যদি অমন করো, দাঁড়াই কোথায়? জান না কি—"মহামায়ার ফাঁদে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাঁধা প'ড়ে কাঁদে!" এখন তুমি না মুখ রাখলে তো বিধিলিপি খণ্ডন হয়।

সর। সে কি পিতা! বিধিলিপি কি খণ্ডন হয়?

বিধাতা। আরে ষষ্ঠী বেটীর বরে তারই তো জোগাড় দেখছি!

সর। সে কি?

বিধাতা। আর সে কি! এক ব্রাহ্মণের ছেলের অদৃষ্টলিপি লিখে এই ফ্যাসাদ!

সর। এ কিরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন?

বিধাতা। আর গ্রহের কথা বল কেন? আমি ছেলেটার অদৃষ্ট লিখতে যাচ্ছি, দেখি আবাগের বেটা বিক্রমাদিত্য সূতিকাগারের দ্বারদেশে শুয়ে। বেটা আমার জন্য ওত পেতে ছিল, ষষ্ঠীর বরে চিনে ফেল্‌লে! দোর ছাড়ে না, এ দিকে সময় বয়ে যায়, ঠাকুরুণের কৃপাপাত্র—লঙ্ঘন ক'রে যেতে পারি না। ব্যাটা নাছোড়, কি লিখবো ব্যাটাকে বল্‌তে হবে। কি করি মা—স্বীকার পেলেম।

সর। কি লিখলেন?

বিধাতা। লিখলেম, ছেলেটাকে বের রাত্রে বাসর ঘরে বাঘে খাবে।

সব। আহা, পিতা, কেন এমন লিখলেন?—আপনার দয়া হ'লো না?

বিধাতা। তুমি জেনে শুনে হ্যাকা হও, তোমায় আর কি বলবো! আমি তো কলম টানি—কর্ম্মফলে হাত চলে— আমার কি দোষ বল?

সর। তা একটু সাম্‌লে লিখতে তো হয়।

বিধাতা। সাম্‌লাবো! তবে এখন অসামাল কিসে?

সর। তারে বাঘে খেয়েছে?

বিধাতা। বাঘে খেয়েছে! বাঘের বংশ নিপাত হয়েছে! বিক্রমাদিত্য বেটা শিকারী দিয়ে সব বাঘ মেরেছে! সৃষ্টিরক্ষার জন্য এক জোড়া বাঘ নিয়ে নিবিড় পর্ব্বত-গুহায় রেখে দিয়েছি।

সর। তবে আর কি—তাকে দিয়েই বামুনের ছেলেকে খাওয়াও না?

বিধাতা। হ্যাগা, তুমি এই দুঃখের সময় নানা ফেরাক্কা তুল্‌ছ? আর কি বলবো বল! আবাগের বেটা রাজা কি বাসরে বাঘ যাবার যো রেখেছে? পাথরের বাড়ী করেছে, তারই ভেতর বাসর; চারদিকে পিপ্‌ড়ের মত পাহারা; শিকারী বেটারা ধনুকে তীর জুড়ে ব'সে আছে, পাখীটী ওড়বার যো নাই; আর ঐ রাজাটা অস্ত্র নিয়ে বাসরের দোরে পাহারা দিচ্ছে। এখন কি করি?

সর। আপনিই কেন অলক্ষিতে বাসরে প্রবেশ ক'রে বাঘ হ'য়ে তারে বধ করুন না!

বিধাতা। আরে এ দিকেও কলম ভেলেছি! তাইতেই প্যাচে পড়েছি, নইলে কেমন রাজার বেটা রাজা দেখতেম, ছাদ ভেদ ক'রে প্রবেশ কর্‌তেম। এ তো আর সাম্‌নে দিয়ে যেতেম না, যে ষষ্ঠীর বরে দেখবেন।

সর। আবার কি কলম ভেলেছেন?

বিধাতা। বালতি-বাম্‌নি-বেটী কন্যার অদৃষ্টে লিখেছি, যে তার দোষে তার পতির মৃত্যু হবে। এখন তার দোষ না পেলে তো বাঘ হ'য়ে মার্‌তে পারি না।

সর। আমায় কি কর্‌তে বলেন?

বিধাতা। মা, তুমি দুষ্টা-সরস্বতীরূপে বাসরে কন্যার কণ্ঠে ব'সে বরকে জিজ্ঞাসা করাও—'বাঘ কিরূপ'? আর বরের বুদ্ধিভ্রংশ ক'রে, তার দ্বারা ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চিত্রিত করাও। আমি সেই অঙ্কিত ব্যাঘ্রে আবির্ভাব হ'য়ে ব্রাহ্মণবালকরে বধ কর্‌বো।

সর। বাবা, বড় নিষ্ঠুর কর্ম্ম! বিনা অপরাধে কিরূপে এ কার্য্য করবো?

বিধাতা। কেন—অপরাধ বর্ত্তে নাই? বরের জীবনরক্ষার নিমিত্ত রাজার দ্বারা ব্যাঘ্রকুল বিনষ্ট হয়েছে! হিংসার ফলে প্রতিহিংসা, সেই প্রতিহিংসায় বিপ্রপুত্র নাশ হবে।

সর। পিতা, আপনি বিধি দিচ্ছেন—আমার দোষ নাই!

বিধাতা। বিধি দেবো না তো কি কলমটা ভাঙ্‌তে বলো? ফলাফল না লিখে কি সৃষ্টিটা নাশ করতে বলো!

সর। পিতা, এবার থেকে একটু সাম্‌লে লিখো! কচি মেয়ে বিধবা করা, একটী ছেলে মার কোল থেকে কেড়ে নেওয়া, বুড়ো বাপকে কাঁদিয়ে উপযুক্ত ছেলেটীরে সরিয়ে দেওয়া, ও সব গুলো আর লিখো না।

বিধাতা। তবে রে আবাগের বেটী, দোষ চাপাচ্ছো আমার ঘাড়ে! কুমতি দিয়ে পাপ করাবে তুমি, আর দোষ দিচ্ছ আমায়! নাও, নাও—সময় হয়েছে, শীঘ্র এসো। একবার ষষ্ঠী বেটীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, সে বেটী আবার না রুষ্টা হয়।

[বিধাতার প্রস্থান।

১মা সঙ্গিনী। দেবী, অতি নিষ্ঠুর কার্য্য!

সর। শুন্‌লে তো স্বয়ং বিধাতা কর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ। কর্ম্ম-সূত্রে আমিও বাধ্য; সকলই মহামায়ার প্রভাব!

সঙ্গিনীগণের গীত।*

খেল' মা ভাল খেলা ভুলিয়ে রাখ' মোহিনী।
ছায়া কি কায়া তুমি অনাদি-প্রবাহিনী॥
মা তোমার অসীমপথে, বিহার কর' সময়-রথে,
ছায়ায় কায়া গড়েছ মা ভ্রমের জগতে;
আলো কি তুমি তম, অনিল অনল ধরা ব্যোম,
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালপুরী, তুমি ছায়িনী॥
কে তোমায় চিন্‌তে পারে,
যে বলে পারে, সেই তো নারে,
এই দেখি, এই হও মা লুকি মোহের আঁধারে;
মা তোমার মোহের ফাঁদে, ধর্‌লে আকার প'ড়ে কাঁদে,
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত মা অনন্ত-মোহিনী॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। চল—দ্রুতপদে চল—বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। মহারাজের আদেশ, আমাদেরও বিবাহবাড়ী বেষ্টন ক'রে থাক্‌তে হবে।

(নেপথ্যে ভেরী নিনাদ)

২য় সৈন্য। চল—চল, ঐ ভেরী নিনাদ হচ্ছে।

সকলের গীত।

চিরপবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র কীর্ত্তিমালী ভুবনে।
রব গভীর আর্য্যভেরী কম্পিত অরি শ্রবণে॥
দাম্ভিক-দম বীরদম্ভ, ধ্বনিত দূর গগনে,
ধ্বজ বিশাল জয় গৌরব—সঞ্চালিত পবনে;
(নমি) স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি চরণে—
চলে চঞ্চল পদে আর্য্যসেনা, তূর্য্যনাদ সঘনে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বাসর-গৃহ।

গৃহে পাত্র-পাত্রী—দ্বারে বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। আমার স্বয়ং বাসর-গৃহে থাকা উচিত ছিল। অলক্ষিতে যেন দেব-সমাগম অনুমান হ'চ্ছে। হোক্ বিধিলিপি! প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ, চতুর্দ্দিকে সতর্ক প্রহরী, দ্বারদেশ স্বয়ং রক্ষা কচ্ছি,—ব্যাঘ্র কখনই প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু,—বরকন্যা পরস্পর আলাপ কচ্ছে।

সুমতি। তুমি চেঁচিয়ে বলো, আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

বিষ্ণু। রাজা দোরে রয়েছেন, কথা শুন্‌তে পাবেন।

কন্যা। তার পর—

বর। কোন রকমে আমায় বাঘে না আক্রমণ কর্‌তে পারে, সেই জন্যই এই প্রস্তরের বাড়ী, চতুর্দ্দিকে প্রহরী, অন্য কারোর উপর ভার না দিয়ে, রাজাও তাই স্বয়ং দ্বার রক্ষা কচ্ছেন।

সুমতি। হ্যাঁগা—বাঘ কি রকম?

বর। আজ ও সব কথা থাক্, আমার নাম কর্‌লে ভয় হয়।

সুমতি। বল্‌লে তো বাঘ বনে থাকে, তোমার এখানে এত ভয় কিসের?

বর। না—না, আমার কেমন বুক কাঁপে।

সুমতি। নাও—বলো।

বর। বাঘ বড় ভয়ানক! দেখতে কি রকম জানো, বেরালের মত।

সুমতি। ওমা—এরই এত ভয়! বেরালে কি কর্‌বে গো?

বিষ্ণু। না—না, বেরাল কেন? বেরাল ছোট, সেগুলো বড়—সে ভয়ঙ্কর!

সুমতি। কত বড়ই বেরাল!

বিষ্ণু। বেরালের ছোট মুখ—সে বৃহৎ মুখ! বৃহৎ দন্ত—বৃহৎ চক্ষু—যেন দব্ দব্ ক'রে জ্বলছে!

সুমতি। হ'লেই বা বৃহৎ চক্ষু—আমি এক চড়ে মেরে ফেল্‌তে পারি।

বিষ্ণু। মেরে ফেল্‌তে আর পার না, মুখ দেখলে দাঁতকপাটী যাও।

সুমতি। সে তোমাদের দেশে বেরাল দেখলে দাঁতকপাটী যায়। আমি অমন খেতে খেতে কত বেরালের মুখ ছেঁচে দিয়েছি।

বিষ্ণু। মুখ ছেঁচবে? তবে দেখবে কেমন মুখ;—এই তোমায় দেখাচ্ছি, কাজলনতাখানা দাও।—(গৃহের দেওয়ালে ব্যাঘ্র চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়া) এই ল্যাঙটা—এই চারটী পা এই থাবাগুলি—এই ধড়—

সুমতি। তবে যে বল্‌ছো—বেরাল?

বিষ্ণু। বেরালের মত রকম না?

সুমতি। আমি বুঝ্‌তে পারি নি।

বিষ্ণু। ন্যাকা! এই দেখ—মুখ দেখ, এই একটী একটী দাঁত, এই চোখ, এই মুখের হাঁড়োল—(চিত্রিত ব্যাঘ্র সজীব হইয়া বিকটনাদে বিষ্ণুপদকে আক্রমণ করিল) মহারাজ, রক্ষা করো—(বিষ্ণুপদের পতন ও ব্যাঘ্রের অন্তর্ধান)

সুমতি। ওগো সর্ব্বনাশ হলো—সর্ব্বনাশ হলো!

বিক্রম। এ কি ব্যাঘ্রের নিনাদ!

নেপথ্যে। বাঘ এয়েছে—বাঘ এয়েছে!

বিক্রম। (বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া) কই কোথা ব্যাঘ্র?—এ কি ব্রাহ্মণকুমার মৃত! এই যে রক্তধারা, মস্তকে ব্যাঘ্র-নখ-চিহ্ন!

(গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী, মন্ত্রী ও নবরত্নের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। কি হলো—কি হলো?

গঙ্গা। আর কি হলো! ব্রাহ্মণী স্থির হও—বিধিলিপি পূর্ণ হয়েছে—দেখছো না, বাছার মস্তকে ব্যাঘ্রের নখচিহ্ন!

বিক্রম। (সুমতির প্রতি) মা, বলো—ব্যাঘ্র কোথা গেলো? রোদন সম্বরণ করো বলো, তোমার স্বামীর মৃত্যু কিরূপে হলো?

সুমতি। মহারাজ, অভাগীর ভাগ্যদোষে, এই চিত্রিত ব্যাঘ্র সজীব হ'য়ে আমার স্বামীকে আক্রমণ করেছে।

বিক্রম। বুঝ্‌লেম, বিধাতার ছলনা:—কিন্তু তোমারই প্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে আমি পুনর্জ্জীবিত করবো। এ কি! শ্লোক বিস্মৃত হলেম না কি? এই যে সম্পুট-মধ্যে শ্লোক লেখা আছে। (পরিচ্ছদ হইতে সম্পুটস্থ জীর্ণ ভূর্জ্জপত্র বাহির করিয়া) এ কি, ভূর্জ্জপত্র কীট দ্বারা বিনষ্ট! কেবল 'লব্ধব্য' এই কথাটী নষ্ট হয় নাই। মা জগদ্ধাত্রী, তোমার মনে এই ছিল মা, আমার মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ করলে, রাজা হ'য়ে অকালমৃত্যু নিবারণ করতে পারলেম না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস দিয়ে নিরাশ করলেম!

গঙ্গা। মহারাজ, ক্ষুব্ধ হবেন না। আমার অদৃষ্টফল, আপনার ত্রুটি হয় নাই। দৈবলিপি পূর্ণ হলো! নচেৎ চিত্রিত ব্যাঘ্র কি সজীব হয়!

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য!

ব্রাহ্মণী। বাবা কোথায় গেলে— দুখিনী মাকে ফেলে কোথায় গেলে? হায় অভাগা, অভাগিনীর জঠরে কেন আসিস্? রাক্ষসীর নিকট কেন আসিস্? সন্তানঘাতিনীকে কেন মা বলিস? কি হলো—কি হলো, ওরে বড় আশার বড় সাধ ক'রে যে তোর বিবাহ দিয়েছি, বড় সাধ ক'রে বউ এনেছি। বাবা, ওঠো, চাঁদমুখে একবার মা বলো; তুমি তো সুবোধ, আমি ডাকলে যেথায় থাকো, মা ব'লে ছুটে এসো, আজ কেন উত্তর দিচ্ছ না?

সুমতি। মা—মা, কেন কালসাপিনীকে ঘরে এনেছিলে? আমিই বাঘ দেখতে চেয়েছিলুম, তাই এই সর্ব্বনাশ হলো! উনি নিষেধ করেছিলেন, স্বামীর নিষেধ শুনি নাই। আমি মহাপাতকিনী, আমার বুদ্ধির দোষেই সর্ব্বনাশ হ'লো!

গঙ্গা। হা দুরাদৃষ্ট! বড় আশা করেছিলেম।

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমিই আশায় নিরাশ করেছি। আমার কথামত সকল কার্য্যই করেছেন, আর একটী কথা রক্ষা করুন্। আমি সমস্ত অবস্থা বুঝেছি, আমার পাপেই এই সর্ব্বনাশ! পণ্ডিতবর ক্ষপণক, বুঝ্‌লেম 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম!' আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। আমি ব্যাঘ্র হিংসা করেছিলেম, সেই হিংসা-কীট, সঞ্জীবনী-মন্ত্র-লিখিত পত্র রেণুবৎ ক'রেছে। পশু হিংসা না ক'রে, হোমাদি কার্য্য আমার উচিত ছিল। ভীষকরত্ন ধন্বন্তরি, দেখুন আপনার

চিকিৎসা-প্রভাবে এই ব্রাহ্মণকুমার কি সঞ্জীবিত হ'তে পারে ?

ধন্বন্তরি। না মহারাজ, ঔষধ-প্রভাবে মৃত সঞ্জীবিত হয় না। ব্যাঘ্র-নখাঘাতে মস্তিষ্ক ভেদ হয়েছে, আমার দ্বারা উপায় হবে না।

বিক্রম। নবরত্নই উপস্থিত আছেন, এই 'লব্ধব্য' শ্লোক পূরণ করতে আপনাদের মধ্যে কেহ কি সক্ষম ? পণ্ডিতবর বররুচি কি বলেন ?

বররুচি। মহারাজ, এ শ্লোক পূরণে আমি সক্ষম নই। এ শ্লোক পূরণ আমার অধিকার-বহির্ভূত।

বিক্রম। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ শ্লোক পূরণে সক্ষম থাকেন, আমায় এই মহাদায় হ'তে উদ্ধার করুন। কবিবর কালিদাস, লোকে আপনাকে বাগ্‌দেবীর বরপুত্র ব'লে ব্যাখ্যা করে, আপনিও নীরব দেখছি।

কালিদাস। মহারাজ যে সময়ে 'লব্ধব্য' উচ্চারণ করেছেন, সেই সময় হ'তেই, আমি শ্লোক পূরণের চেষ্টা কর্‌ছি। কিন্তু আমার শক্তি জড়িত, দেবী বাগ্‌বাণী এ স্থলে আমার প্রতি প্রসন্না ন'ন। আমার একমাত্র অনুমান, সরস্বতী-অংশে কোন রমণী ভিন্ন, এ শ্লোক পূর্ণ হবে না।

বেতাল। মহারাজ, বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এ শ্লোক পূরণ হবে না।

বরাহমিহির। কবিবর কালিদাস যেরূপ আজ্ঞা করলেন, আমার গণনায়ও সেইরূপ সিদ্ধান্ত। কোন রাজকন্যার দ্বারা এই শ্লোক পূরণ হবে।

গঙ্গা। মহারাজ, বৃথা প্রয়াস কেন পাচ্ছেন ? আমার দুর্ভাগ্য, আপনি কিরূপে খণ্ডন কর্‌বেন ?

বিক্রম। ব্রাহ্মণ, আমায় এক ভিক্ষা দেন। যদি আমার ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম হয়, যদি পূর্ব্ব-পুরুষগণের কুসন্তান আমি না হই, যদি আমার তর্পণ পিতৃলোকের গ্রাহ্য হয়, আমি আপনার মৃতসন্তান ল'য়ে যাই, সঞ্জীবিত ক'রে এনে দেব ;—ততদিন শ্রাদ্ধাদি কোন কার্য্য সম্পন্ন না হয়। বিধাতা-পুরুষ, বুঝেছি, তোমারই ছল, তোমার লিপি পূর্ণ হয়েছে ! কিন্তু এখন আমি পরীক্ষা করবো, যে ভগবান কপালমোচন আর্য্য-ভূমিতে বিরাজিত কি না ? ব্রাহ্মণ, মা ব্রাহ্মণপত্নী, জননী ব্রাহ্মণ-পুত্রবধূ, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন —আমি কৃতকার্য্য হবো।

গঙ্গা। মহারাজ, মৃত্যুমুখ হ'তে কেউ কখনো প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, অহেতুক কেন ক্লেশ স্বীকার করবেন ?

বিক্রম। দ্বিজোত্তম, শক-কলুষিত আর্য্য-ভূমে আমি নরপতি, এই নিমিত্ত আমার কথায় অবিশ্বাস কচ্ছেন, এই নিমিত্ত পূর্ব্বতন রাজ-কীর্ত্তি বিস্মৃত হচ্ছেন, এই নিমিত্ত আমি শপথ-পালনে অক্ষম হবো,—এইরূপ বিবেচনা কচ্ছেন, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ আমার ফলবতী হবে না—বৃথা ক্লেশ পাবো—আশঙ্কা কচ্ছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, এখনও পবিত্র আর্য্য-ভূমির পবিত্র আচরণ বিলুপ্ত নয়, এখনও পূতসলিলা সুরধুনী আর্য্য-ভূমে প্রবাহিতা, এখনও হিমাদ্রি, কৈলাসশেখর শিরে ধারণ ক'রে আছেন, এখনও তীর্থস্থান মাহাত্ম্য-শূন্য নয়, এখনও আপনার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আর্য্য-ভূমিতে বেদধ্বনি কচ্ছেন ;—আমিও আর্য্য-সন্তান ব'লে আত্মশ্লাঘা করি, আর্য্য-পিতৃ-পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ ক'রে তাঁদের পদানুসরণ কর্‌বো আশা করি, তাঁদের জলপিণ্ডাদি দান আকাঙ্ক্ষা করি ; আমিও পূর্ব্বতন আর্য্য-রাজগণের ন্যায় ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে ধারণ, মুকুট ধারণ অপেক্ষা গৌরবব্যঞ্জক বিবেচনা করি, শকের কুৎসিত কীর্ত্তির কুৎসিত ফল সমূলে উচ্ছেদ কর্‌বো—ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করি। দ্বিজোত্তম, আমার কার্য্যে সাহায্য প্রদান করুন, আমার উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করুন, রাজার কর্ত্তব্যকার্য্যসাধনে সুযোগ দেন। আমি উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী, আমায় বিমুখ কর্‌বেন না। যদি করেন, এই দণ্ডে, যে অসি ব্রাহ্মণ-কুমারকে রক্ষা কর্‌তে অসমর্থ, সেই অসি দ্বারা হৃদয় দ্বিখণ্ড কর্‌বো, ছার প্রাণের আর প্রয়োজন বিবেচনা কর্‌বো না ! আজ্ঞা দেন, নচেৎ আপনার সম্মুখে আত্মঘাতী হবো !

গঙ্গা। মহারাজ, স্থির হোন, আমি সম্মত।

বিক্রম। আপনার পত্নী ও পুত্রবধূকে ল'য়ে যান। দেবী জগদ্ধাত্রীর কৃপায় আপনার পুত্রকে জীবিতাবস্থায় এনে আপনাদের ক্রোড়ে অর্পণ কর্‌বো।

ব্রাহ্মণী। মহারাজ, আমার যে ঘরশূন্য হ'লো !

বিক্রম। মা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কলঙ্ক অবশ্যই মোচন হবে, আপনার পুত্র পুনর্জ্জীবিত হবে। ব্রাহ্মণ, এঁদের এ স্থান হ'তে ল'য়ে যান।

সুমতি। মহারাজ, আমার কলঙ্ক কিসে মোচন হবে? আমি যে পতিঘাতিনী!

বিক্রম। মা, শোকার্ত্ত শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত থাকো। তোমার ললাটের সিন্দুর মলিন হয় নাই। তোমার এয়োস্ত্র-প্রভাবে তোমার মৃতপতি জীবিত হবে। যাও মা, এ স্থানে থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণী। কি হলো—কি হলো! বাছাকে কি আমি যমকে দিতে স্বহস্তে সাজিয়ে দিলুম! বাবা, ওঠো, তোমা বিনা আর যে আমার কেউ নাই, আমি শূন্য ঘরে কি ক'রে থাক্‌বো?

গঙ্গা। স্থির হও—স্থির হও! রাজ-আজ্ঞা আমাদের পালন করা কর্ত্তব্য। চলো, বৃথা রোদনের ফল নাই।

[গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। পণ্ডিতবর বেতালভট্ট, আপনি যথার্থ গণনা করেছেন; প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শ্লোক পূরণ হবে না। আপনারা আসুন; মন্ত্রী, অপেক্ষা করো।

[নবরত্নের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, আজ হ'তে রাজ্যভার তোমার, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ এই মুকুট ধারণ করো, আর আমার নামাঙ্কিত এই রাজ-অঙ্গুরী গ্রহণ করো,। নবরত্নের সহিত পরামর্শ ক'রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'রো। যদি ব্রাহ্মণ-কুমারকে পুনর্জ্জীবিত কর্‌তে পারি, প্রত্যাগমন করবো।

মন্ত্রী। মহারাজ, হস্তীর ভার মূষিক কেমন ক'রে বহন কর্‌বে?

বিক্রম। মন্ত্রী, আমার শপথ শুনেছ, আর উপায় নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ মুকুট আমার মস্তকে শোভা পাবে না। অনুমতি করুন, মুকুট সিংহাসনে স্থাপন ক'রে, মন্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করি।

বিক্রম। তোমার রাজভক্তিতে তৃপ্ত হলেম। ধন্বন্তরি যে তৈল প্রস্তুত করেছিলেন, তদ্দ্বারা মৃত-শরীর বিনষ্ট হয় না। সেই তৈল, আর একটী ঢোলক ল'য়ে অদূরে বটবৃক্ষ-তলে এসো। আমি এই মৃতদেহ তৈলাক্ত ক'রে, ঢোলকের মধ্যে আবৃত রেখে বহন ক'র্‌বো।

মন্ত্রী। মহারাজ, মিশরদেশীয় তৈল পরীক্ষিত; সে তৈলপ্রভাবে মিশরবাসিগণ তাদের সামাজিক রীতি-নীতি অনুসারে, আত্মীয়ের মৃতশরীর রক্ষা করে। সে তৈল পরীক্ষিত, সেই তৈল ব্যবহার তো যুক্তিযুক্ত? রাজ-আজ্ঞায় সে তৈল ক্রয় করা হ'য়েছে, কিরূপ অনুমতি করেন?

বিক্রম। ভীষকরত্ন ধন্বন্তরিই তৈল প্রয়োজন। মিশরদেশীয় তৈলপ্রভাবে অঙ্গের অস্থি, মাংস, ত্বক প্রভৃতি রক্ষিত হয়, কিন্তু উদরস্থ নাড়ী ও মজ্জা রক্ষিত হয় না। ধন্বন্তরির প্রস্তুত তৈলের প্রতি সংশয় করা উচিত নয়। তিনি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে তৈল প্রস্তুত করেছেন, সে তৈল অবশ্য ফলপ্রদ। সর্ব্বাপেক্ষা মন্ত্রী, মা ষষ্ঠীর কৃপার উপর আমার সমস্ত নির্ভর। তাঁরই আদেশ অনুসারে, দেবদেব কপালমোচনের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেম। এখন বাবার মনে যা আছে হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, হীনের ন্যায় কুৎসিত ঢোলক বহন ক'র্‌বেন?

বিক্রম। ঢোলক বহন ক'র্‌বো—দুই কারণে। প্রথমতঃ, ঢোলকের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণকুমারের দেহ রক্ষিত হ'লে, বায়ু প্রবেশ ক'রে দেহ নষ্ট করতে পার্‌বে না। দ্বিতীয়তঃ, ঢোলক বাদ্য ক'রে "লক্কব্য" নাম উচ্চারণ কর্‌বো, শব্দে লোক আকর্ষিত হবে; কেহ যদি শ্লোক পূরণ কর্‌তে পারে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কোথায় গমন কর্‌বেন?

বিক্রম। জানি না। ব্রাহ্মণ-অস্থি দ্বাদশ বৎসর বহন কর্‌বো। যদি সত্যই শক-প্রভাবে কপালমোচন মহাদেব ভারত হ'তে অন্তর্হিত না হ'য়ে থাকেন, ব্রাহ্মণকুমারকে পুনর্জ্জীবিত কর্‌বো, নচেৎ জীবন বিসর্জ্জন দেব।

[বিষ্ণুপদের দেহ লইয়া বিক্রমাদিত্য ও পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রস্থান।

(সুমতির পুনঃ প্রবেশ)

সুমতি। এই যে নাথের পাদুকা রয়েছে, এই পাদুকা আমার সম্বল। রাজ-আজ্ঞা হেলন কর্‌বো না, এই পাদুকা পূজা ক'রে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত কর্‌বো। কে যেন আমায় বল্‌ছে, আমি বিধবা নই—সধবা। এই পাদুকা ল'য়ে সধবার আচারে আমার পতির কল্যাণ কর্‌বো। সতীপুর-নিবাসিনী সতীরাণী দক্ষসুতা-সঙ্গিনী সতী-সীমন্তিনী আমার সীমন্তের সিন্দুর রক্ষা করো। শুনেছি, সতীর

প্রভাবে সাবিত্রী দেবীর মৃতপতি পুনর্জ্জীবিত হয়েছে। সতীর পদ-ধ্যানে যেন আমার সধবার আচার বিফল না হয়। মা সুমতি-সুমতিদাত্রী! আমার কুমতিতে পতির অকল্যাণ হ'য়েছে। লজ্জা রাখ মা,—আমি অনাথিনী পতিহারা! অন্তর্যামিনি, আমার অন্তরের ব্যথা বোঝো!

গীত। *

কলঙ্কিনী পতিঘাতিনী।
ধরণী ধরে কি হেন মতিহীনা অভাগিনী॥
শমনে ডাকিয়ে ঘরে, পতিরে দিয়েছি ধ'রে,
সিন্দূর মুছেছি শিরে নিজ করে, সীমন্তিনি!
মৃতপতি, পতিব্রতা পেয়েছ সাবিত্রী মাতা,
এসো সতী, হর ব্যথা, দাসী পতি-ভিখারিনী॥

(পাদুকা বক্ষে লইয়া ধ্যানমগ্না)

(সতীরাণী ও সতীসঙ্গিনীগণের শূন্যে আবির্ভাব)

সতী সঙ্গিনীগণের গীত।

হয়ো না বিষাদিনী, ফিরে পাবে মৃতপতি।
সদয়া তোমার প্রতি পতিপ্রাণা ভগবতী॥
সতী রাণী শিবজায়া, রাখ্‌বেন তোমার পতির কায়া,
সতীর ব্যথায় ব্যথিত মাতা, উদয় দক্ষসুতা সতী॥
শমন কি শক্তি ধরে, তোমার পতির জীবন হরে,
কপালিনীর বরে সদয় কপালমোচন পশুপতি॥

——

তৃতীয় অঙ্ক

—॰::॰—

প্রথম দৃশ্য

চিত্রকূট রাজ-প্রাসাদ—বিম্বাবতীর পাঠাগার।

অধ্যাপক ও জগন্নাথ।

জগ। দাদা, এখানে তুমি আমায় এক দিনও আনো নি। রাজসভায় নিয়ে গিয়েছিলে, সে খুব সাজান বটে, কিন্তু এর কাছে লাগে না।

অধ্যা। নে, এখানে বর্ব্বরতা করিস্ নে।

জগ। তোমার সব কথাতেই দাব্‌ড়ি, আমি দিদিমাকে তাই বলেছিলেম যে, আমি দাদার সঙ্গে যাবো না।

অধ্যা। মূর্খ, চুপ কর্‌বি?

জগ। হাঁ—হাঁ, আমায় মুখ্যু মুখ্যু করো, কিন্তু কত কবিতা শিখেছি জানো? একটা কবিতা রচনা করেছিলেম, কবিতাটা ভুলে যাচ্ছি, তার ভাব যদি শোনো—তুমি হাঁ ক'রে থাক্‌বে। ভাব শোনো,—'হে চন্দ্রবদনী, তোমার মুখ-সুধা ক্ষরে ক্ষীরোদ-সমুদ্র তরঙ্গিত হ'য়ে, তন্মধ্যে পূর্ণচন্দ্র প্রবেশ করেছিলেন।' হুঁ হুঁ—কালিদাসের বাবাও এ ভাব আন্‌তে পার্‌বে না।

অধ্যা। দাদা, রাজ-আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছি, যে ডালে দাঁড়িয়ে আছ, সে ডালটী কেটো না। নাতবউ হ'লে যত কবিতা পারো, রচনা ক'রো। তোমায় স্বেচ্ছায় হেথা আন্‌তেম না,—রাজকন্যা নিত্য অনুরোধ করেন, তাই তোমায় সঙ্গে এনেছি। ক্ষণকাল একটু শান্ত হও, চিরদিনের অন্নস্থান ঘুচিও না।

জগ। দাদা, কবিতা নইলে জগন্নাথ এক দণ্ড থাক্‌তে পারে না, আমার পেট ফুল্‌চে।

অধ্যা। গৃহে গিয়ে তৈল-বারি লেপন ক'রো; শান্ত হও।

জগ। আমি তো দিদিমাকে বলি, তোমার সাম্‌নে আমোদ কর্‌বার যো নাই।

অধ্যা। দাদা, এখান হ'তে গিয়ে যত পারো, আনন্দ ক'রো। আমি প্রবাসে চল্লেম, আর তো নিষেধ করতে আস্‌বো না! তবে এইটী ক'রো, ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ক'রো না।

জগ। দাদা, তুমি মিছিমিছি আমায় বকো, এই তে আমার বড় ব্যাজার ধরে। তোমার ঐ ন্যায়ের কিচ্‌কিচি আমার ভাল লাগে? আমি তোমার পাঠ-ঘরের ধার দিয়ে চলি? কারোকে শেখাচ্ছো 'স্ববর্ণে নাক দীর্ঘ', কারো সঙ্গে ক'র্‌ছ—'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল'; দুটো একটা কবিতা শেখাতে, তা' হলে সেখানে ব'স্‌তেম। আমার কবির প্রাণ!

অধ্যা। ভায়া, এ ভ্রম তো অনেকবার স্বীকার পেয়েছি।

(বিম্বাবতী ও সখিগণের প্রবেশ)

চুপ্ কর।

সখিগণের গীত।

থাকে হায় মাধুরী কোথায় ?
ধরি ধরি ধরতে নারি, এই আসে এই কোথায় যায়॥
থাকে স্পর্শে কি ধরে, কিবা আলোয় বিহরে,
রসে ভাসে কিবা ফেরে সৌরভের ভরে ;
গোধূলি কি থাকে উষায়, রবি শশী তারার বিভায়,
কখন হেসে ফুলে বসে, কখন খেলে মেঘমালায়॥

বিম্বা। গুরুদেব, আজ একটী নূতন শিবের গান শিক্ষা দেন।

অধ্যা। মা, কিছুদিন তোমাকে নূতন পাঠ দিতে পারবো না। মহারাজ তাঁর রাজ্যের সমস্ত চতুষ্পাঠি পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করছেন। রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের সভায় শীঘ্রই ছাত্রদের পরীক্ষা হবে, সেই নিমিত্ত ছাত্রগণকে পরীক্ষা ক'রে নানাস্থান ভ্রমণ করবো। অপর ব্যক্তিকে তোমার শিক্ষার ভার দিয়ে যেতেম, কিন্তু তোমরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা, তোমাদের পাঠ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান করবার সময় পেলেম না। তোমরা পরস্পর আলোচনা ক'রো।

বিম্বা। যে আজ্ঞে। ইনি কে ?

অধ্যা। মা, এইটী আমার গলগ্রহ! জান তো আমি পুত্রহীন। একমাত্র কন্যা—এই পুত্রটী প্রসব ক'রে—পরলোক গমন করেছে। নিতান্ত মেধাহীন ; নানাপ্রকার চেষ্টায় শিক্ষিত করতে পারি নাই। তোমরা নিত্য এরে দেখবার জন্য অনুরোধ করো, কিন্তু আনি নাই, তার কারণ—তোমাদের নিকট কি চপলতা ক'রবে!

জগ। দেখ' দাদাম'শায়, দিদিমার সাক্ষাতে যা বলো, তা বলো। তুমি কি বলছো?—আমি এদের কবিতা পড়াতে পারি।

অধ্যা। তা দাদা, স্থির হও। (বিম্বাবতীর প্রতি) দেখলে মা, এই জন্য সঙ্গে নিয়ে আসি নে। কাল তোমরা নিতান্তই প্রতিশ্রুত ক'রে লয়েছ, তাই এনেছি। আমি চল্লেম।

বিম্বা। প্রণাম।

অধ্যা। চির-সুখিনী হও। আয় জগন্নাথ।

জগ। দেখ গা, দাদাম'শায়ের কথা শুনো না, ওঁর ঐ কিচিমিচি ব্যাকরণ না শিখলে আর পণ্ডিত হয় না। আমার কবিতায় খুব অধিকার, আমার নাম জগন্নাথ কবিরত্ন ; আমি পরিচয় দেবো।

অধ্যা। নে-নে, আর পরিচয় দেয় না ; পরিচয় পেয়েছে। আয় আমার প্রবাস যাবার উদ্যোগ ক'রে দিবি চল।

জগ। আমি তোমার তল্পি বাঁধতে পারবো না।

অধ্যা। মা, একটী কথা,—সে'বার প্রবাসে গিয়েছিলেম, তুমি নিত্যই রত্নাদি নানাবিধ দ্রব্য গৃহিণীর নিকট প্রেরণ করতে। তা মা, আমি টুলো ব্রাহ্মণ, সে সব রত্নাদি রাখবার স্থান কোথায় ? রাজ-কৃপায় আমার কোন অভাব নাই।

বিম্বা। কেন প্রভু, গুরুপত্নীর নিকট যৎকিঞ্চিৎ পাঠাতে নিষেধ কচ্ছেন কেন ?

অধ্যা। মা, তুমি তো শাস্ত্র জানো, ব্রাহ্মণের লোভ হওয়া উচিত নয়। তুমি যা দিতে ইচ্ছা করো, বাবা উমানাথের পূজায় দিও, তাতেই জানবে, আমার গ্রহণ করা হবে, তাতেই আমার তৃপ্তি লাভ হবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। একেই মা ধনাকাঙ্খা প্রবল, বাল্যাবধি সে আকাঙ্খা দমনের চেষ্টা করি, বৃদ্ধকালে সে জঞ্জাল যেন না উপস্থিত হয়। বিশেষ ছাত্রদের পরিমিতাচারী হওয়া উচিত, তোমার দানে নিত্য চোব্যচোষ্য ভোজনে, পাঠে অলস হবে। (জগন্নাথের প্রতি) এসো ভাই এসো, আমার যাত্রার সময় উপস্থিত।

[জগন্নাথের জোরে হাত ধরিয়া অধ্যাপকের গমনোদ্যোগ।

জগ। (বিম্বাবতীর প্রতি সঙ্কেতে) আমি আসছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

১মা সখী। ও যাবার সময় কি ইঙ্গিত ক'রে গেল? ও কি বর্ব্বর না কি ?

বিম্বা। বিকলমস্তিষ্ক। নচেৎ গুরুদেব ওঁরে শিক্ষা দিতে পারেন নাই!

১মা সখী। আচ্ছা সখি, এ ক'দিন তুমি কি ভাব?

বিম্বা। ছাখ্ ভাই! পিতা, মাতার সঙ্গে আমার বিবাহের পরামর্শ করছেন, অন্তরাল হ'তে শুনলেম। কিন্তু যে সকল রাজাদের কথা বলছিলেন, তাদের গুণের পরিচয়

শুনে আমার হৃদ্‌কম্প হলো। বুঝলেম—একমাত্র বিক্রমাদিত্যই অদ্ভুত গুণসম্পন্ন। পিতার ইচ্ছা, বিক্রমাদিত্য আমায় গ্রহণ করেন। কিন্তু পিতার আশঙ্কা যে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, পিতা করপ্রদ রাজা, হয় তো তিনি আমার পাণিগ্রহণ কর্‌তে সম্মত হবেন না।

২য়া সখী। ও মা, এমন ভাবনাও শুনি নাই!

বিম্বা। সখি, কি বলছ? চিরদিন যার দাসী হ'য়ে থাক্‌বো, সে যদি বর্ব্বর হয়, এ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা স্ত্রীলোকের আর কি আছে? যত রাজার কথা শুন্‌লেম, সকলে কেবল আমোদপ্রিয়, মৃগয়াপ্রিয়, কেউ বা শকবিদ্যায় কতক পারদর্শী, একমাত্র বিক্রমাদিত্যই ভক্তির উপযুক্ত।

১মা সখী। তা তুমি অত ভাবছ কেন? তোমার রূপ-গুণের পরিচয় পেলে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য মুগ্ধ হবেন, কখনই তোমার পাণিগ্রহণে অসম্মত হবেন না।

বিম্বা। তুমি কি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিচয় জান না?

১মা সখী। জানি, কিন্তু তোমায়ও প্রত্যক্ষ কর্‌ছি। শুনেছি, তাঁর নবরত্নের সভা, কিন্তু এরূপ নারীরত্ন যে তাঁর গৃহে নাই, এ কথা নিশ্চয়।

বিম্বা। গুরুদেব বলেন, আজকের তিথিতে উমানাথের পূজার বড় মাহাত্ম্য।

২য়া সখী। হ্যাঁ, আজ পূজা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। পূজা ক'র্‌বে?

বিম্বা। বেশ তো।

(জগন্নাথের পুনঃপ্রবেশ)

জগ। দেখ, আমার কথার ঠিক আছে কি না দেখ। আমি ইসারা ক'রে ব'লে গেলুম আস্‌ছি, এই এসেছি।

১মা সখী। তা আপনার কথা কি মিথ্যা হয়?

জগ। আমি রোক্ ক'রে এসেছি। দাদাম'শায় ব'লে গেলেন, আমি মূর্খ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে পরিচয় দেবো যে, আমি কত বড় কবি। দাদা ম'শায়ের কি জানো, কটমট শাস্ত্র পড়িয়ে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, কাব্যরস আস্বাদন কর্‌তে পারেন না। যতদিন তিনি প্রবাসে থাকেন, ততদিন আমি তোমাদের কবিতা শিক্ষা দেবো। তিনি ফিরে এলে, তোমরা কবিতা রচনা ক'রে তাঁকে শোনাবে, তিনি অম্‌নি তাক্ হ'য়ে যাবেন;—তখন বুঝবেন, জগন্নাথ কবিরত্ন কত বড় দিগ্‌গজ শর্ম্মা!

১মা সখী। বটে বটে!

জগ। এখন তো দাদা ম'শায় চ'লে গেছেন, এখন তো এসে ব্যাঘাত দিতে পার্‌বেন না, আর হাত ধ'রে টেনে হিড় হিড় ক'রে নিয়ে যেতেও পার্‌বেন না। আমি হাত ছাড়াতে পার্‌তেম, বুড়ো মানুষ বলে কিছু বল্লুম না—এখন আমার কবিতার ছটা একবার শোনো—

মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়,
কুচকুম্ভ হেরে তোর।
বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ,
করাল বেণীর তাপে—

উহুঁ 'তোর' সঙ্গে মিল হলো না;—

গর্জ্জন, গর্জ্জন, ফোঁস, ফোঁস—'অজগর'!

এইবার মিল হয়েছে।—

মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়,
কুচকুম্ভ হেরে তোর।
বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ,
অজগর॥

একটা কথা কম হ'চ্ছে।—

মৈনাক শিখর, ক'সে দিল রড়
কুচকুম্ভ হেরে তোর।
বনে ময়াল সাপ, ছাড়ে গিয়ে হাঁপ,
ফোঁস ফোঁস অজগর॥

এইবার ঠিক হয়েছে। তার পর—

তোর নিতম্ব বিশাল।

'শাল' এর সঙ্গে মিল দিতে হবে—

তমাল কি তাল॥

এমনি নিতম্ব গুরু—

না, ও যে 'ভুরু'র সঙ্গে মিল হবে; হয়েছে—

নিতম্ব গুরু, রামধনু ভুরু,

'চরু' কথাটা দিতে পার্‌লে অনুপ্রাসের ছটা হতো—

ক্ষীণ কটি কেশরী গর্জ্জন।

দ্যাখো, এ সকল উপমা আমার আপনা হ'তে ওঠে!

১মা সখী। চমৎকার—চমৎকার!

জগ।—

চমৎকার মুক্তারহার
শুক্তির জঠরে যেমন।
তেম্‌নি চন্দ্রবদনী
তোমাদের দন্তগুলন॥

ভাব কি বুঝ্‌লে বল দেখি?

১মা সখী। ও সব ভাব কি আমরা বুঝতে পারি?

জগ। তোমরা কি? কার সাধ্য বোঝে! কবিতা যদি বোঝা গেল, তার নাম কি কবিতা? শুধু সরস অনুপ্রাসের ছটা, আর শব্দের ঘোর ঘটা চল্‌বে,—যেমন ঝমর ঝমর, ভ্রমর ভ্রমর, কোমর কোমর, তবে তো করিতা!

১মা সখী। আপনি খুব কবি—খুব কবি!

জগ। আর সঙ্গীতেও সেইরূপ। একটা শুন্‌বে না কি? হ্যাঁ—

অ্যা—সা—
লুম তা ধুম গুড়ুম গুম
নি ধা সা নিঁ পা—

ওর নাম আলাপ। বিদ্যা দা—দা—দামিনী—

২য়া সখী। এ বুঝি ধ্রুপদ?

জগ। হাঁ অর্থাৎ ধ্রুবপদ। এই পদ—দা—দা—পদ অর্থাৎ পায়চালি করুচে। (পায়চালি করণ)

২য়া সখী। হাঁ ঠাকুর, খেয়াল কি রকম?

জগ।—

ফুলধনু—এ ধনু—সে ধনু
রুণু—রুণু—রুণু—
এ ধনু—এ ধনু—এ ধনু
ফুলধনু—ফুলধনু—
কোদণ্ড ধনু—কোদণ্ড ধনু—
ধনু—ধনু—তীর—কটাক্ষ—
ও—ও—ও—

দেখ, এ সকল ভারি অঙ্গের গান। তোমাদের টপ্পা শিক্ষা দেবো।

সা দে হোঁ তু দি তু দি—মুদিনী—
এ সব শেখো, শিক্ষা দিতেই এসেছি।

বিদ্যা। ঠাকুর, আজকে আমরা শিবপূজায় যাবো। কাল হ'তে আমরা আপনার কাছে পাঠ গ্রহণ করবো।

জগ। বেশ তো—বেশ তো—চল না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই।

বিদ্যা। আজ আর কেন যাবেন, কাল আপনাকে প্রণামী দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ কর্‌বো। আজ এখন আসুন, প্রণাম।

জগ। আজই কেন দাও না—আজই কেন দাও না!

২য়া সখী। শুদ্ধাচারে প্রণাম কর্‌বো।

বিদ্যা। আপনি আসুন।

জগ। চল্লেম—চল্লেম; তোমাদের নিকট হ'তে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

১মা সখী। কি কর্‌বেন, প্রহরীরা রাজকন্যাকে নিতে আস্‌বে, আপনাকে চেনে না, আর তারা বিদেশী লোক, কথাও বোঝে না, যদি চোর ব'লে ধ'রে ফেলে? আমাদের কথায় ছেড়ে দেবে না।

জগ। অ্যাঁ। সত্যি নাকি—সত্যি নাকি!—তবে আসি। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) কল্য যেন এরূপ ব্যাঘাত না থাকে।

২য়া সখী। না, মহারাজকে আমরা ব'লে রাখ্‌বো, তিনি প্রহরীদের হুকুম দেবেন, কাল আর তারা কিছু বল্‌বে না। যান—যান—তাদের আস্‌বার সময় হলো।

জগ। বেরোবার সময় তো কিছু বল্‌বে না?

১মা সখী। না, সে ভয় নাই, আপনি আসুন।

জগ। তবে চল্লুম—চল্লুম।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

বিদ্যা। কি উৎপাত!

২য়া সখী। সখি, বরের ভাবনা ভাবছিলে, এই তো হর-পূজা না কর্‌তেই বর দেখছি।

বিদ্যা। ওর চরিত্র ভাল নয়, ওকে আর আসতে দেওয়া হবে না। কাল প্রণামী পাঠিয়ে দিয়ে আসতে বারণ ক'রে দেবো। ওর মুখের ভাব দেখেছিস? হাঁ ক'রে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রইলো।

১মা সখী। দেখ্‌বো না কেন, গা'বার সময় কত চোখ ঠেরে ভঙ্গী কর্‌লে, কত ভাগ্যে এমন কবি-গুরু পাওয়া যায়!

বিশ্বা। যা বল্‌লি।

পথিগণের গীত।

ভাল জুটেছে গুরু।
ফচ্‌কে মাণিক, মুচ্‌কে হাসে, কুঁচকে ছ'ভুরু।
রসের সাগর রসেতে টস্‌ টস্‌,
রস বেয়ে যায় ছ'কস,
কথায় কথায় ঝ'রে পড়ে রস;
ছবড়ি দাঁতে রসের মাতে কস ধরেছে ছ'পুরু।
বিল্লা এক ভুঁড়ি, পেটে কাটে বুড়্‌বুড়ি,
ধোপার বাড়ী মেলে না জুড়ি;
বাঁধা ছিল, ছাড়া পেয়ে চরা করেছে সুরু।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিত্রকূট—শিবমন্দিরের সম্মুখস্থ পথ।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। নানা স্থান ভ্রমণ কর্‌লেম, কিন্তু কই—কৃতকার্য্য তো হলেম না। দিবারাত্রি 'লক্কব্য—লক্কব্য' বল্‌ছি, কিন্তু কেউ তো এই 'লক্কব্য' শ্লোক পূরণ ক'র্‌তে পার্‌লে না। যদি পরমায়ু প্রদানের শক্তি থাক্‌তো, আমি এই দণ্ডে প্রদান কর্‌তেম। না, এখন মরণ কামনা কর্‌বো না। দ্বাদশ বৎসর পদব্রজে ভ্রমণ করি; যদি মনোরথ পূর্ণ না হয়, বিপ্রকুমারের সৎকার ক'রে, অগ্নিতে প্রবেশ কর্‌বো। ভগবান্, কেন আমায় রাজসিংহাসন প্রদান করেছ! বিভীষণের দিব্য কি আমা হ'তে প্রমাণ হবে! তিনি, 'কলির রাজা হবেন' কি আমায় লক্ষ্য ক'রে দিব্য করেছিলেন! রাজ্যলাভ কি পাপসঞ্চয় কর্‌বার জন্য হয়েছে। রাজার তো কোন কর্ত্তব্য কার্য্যই কর্‌তে পার্‌লেম না। শকদলিত রাজ্যে ধর্ম্মলুপ্ত, কর্ম্মলুপ্ত, বাণিজ্যলুপ্ত, শিল্পলুপ্ত, কৃষিলুপ্ত, বিপ্রকুমারের অকালমৃত্যু!

(সন্ন্যাসী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

গীত।

ভস্মভূষিত সিত-কলেবর,
সিত-বিভাসিত হসিত অধর,
সিত কুণ্ডল দল দুল শ্রবণ।
শুভ্র আয়ুধধর, শুভ্র বৃষভ' পর,
সিত-কপাল করতল শোভন।
গঙ্গা-ফেণ-সিত, জটা-বিলম্বিত,
শেখর শিশুশশী-সিত কিরণ।
শিব শুভ্রবর, ভব-পাপ-হর,
কুরু ভব-বন্ধন মোচন।

সন্ন্যাসী। দেখ, আমি যেন দেখছি, যে বাবা নর-কলেবর ধারণ ক'রে, এই ভাবে দেব-ভাষায় নিজ স্তুতিগান কর্‌ছেন।

১ম-শিষ্য। (স্বগত) দেখ গাঁজাখুরি! (প্রকাশ্যে) প্রভু. আজ্ঞা কর্‌ছিলেন, মহাদেব সকলই পারেন, কিন্তু সংশয় হচ্ছে, অসম্ভব কিরূপে সম্ভব হবে?

সন্ন্যাসী। কি অসম্ভব—একটা বল?

১ম শিষ্য। ধরুন, যা হয় একটা অসম্ভব।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, তোমার হ'য়েই আমি একটা অসম্ভব কল্পনা কর্‌ছি; ধরো, রাজা বিক্রমাদিত্য ঢুলী হ'য়ে এইখানে উপস্থিত হয়েছে।

২য় শিষ্য। ঐ দেখুন প্রভু, একটা ঢুলী দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসী। সহসা যদি ঐ ঢুলী, রাজা বিক্রমাদিত্য হয়, এ একটা অসম্ভব।

২য় শিষ্য। (সহাস্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্ন্যাসী। এই মুহূর্ত্তেই এই অসম্ভব—সম্ভব হ'তে পারে।

১ম শিষ্য। না গুরুদেব, এ ঠিক অসম্ভব নয়। হয় তো ঐ রাজা বিক্রমাদিত্য, ছদ্মবেশে ঢুলী হ'য়ে রয়েছে।

সন্ন্যাসী। আরও অসম্ভব কল্পনা করি। বাবার পুরোহিতের মুখে শুন্‌লেম, রাজকন্যা আজ পূজা করতে আসবে; ধরো, ঐ ঢুলীর গলায় যদি রাজার সেই কন্যা বরমাল্য প্রদান করে?

১ম শিষ্য। এও অসম্ভব নয়। কল্পনা কর্‌লেই হয়, এই ঢুলী রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজকন্যা ওঁর প্রার্থী—বরমাল্য দিয়েছে।

সন্ন্যাসী। তারপর শোনো;—কন্যা একটী শ্লোক বল্‌লে, সেই শ্লোক একটী মন্ত্র হলো, সেই মন্ত্রে মরা মানুষ বাঁচলো,—এটী অসম্ভব জ্ঞান করো? আমি কিছুই বিস্মিত হবো না, যদি এই যে অসম্ভব কল্পনা কর্‌লেম, এই স্থানে

পূর্ণ হয়। বাপু, শিক্ষার আর আমার কাছে অধিক কিছু নাই, জেনো—সকলের মূল—বিশ্বাস। আমি চল্লেম।

২য় শিষ্য। কখন দর্শন পাবো ?

সন্ন্যাসী। ইচ্ছা হ'লেই পাবে। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) বাবা, কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চ ? তোমার কর্ত্তব্য করো, কর্ত্তব্য কার্য্য করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। কেমন জান ? রাজকর্ত্তব্য দোষীর প্রতি দণ্ড বিধান করা—ব্রাহ্মণ হ'লেও তার প্রতি উচিত বিধান করা—কৌশল দ্বারা কৌশল নিবারণ করা। এইখানে থাকো, ঢোল বাজাও, বাবাকে শোনাও।

[প্রস্থান।

বিক্রম। (স্বগত) কে এ সন্ন্যাসী, আমায় এইখানে থাক্‌তে আদেশ দিয়ে আশ্বাস প্রদান করলেন ? রাজ-কর্ত্তব্যের কথা কি বল্লেন ?

১ম শিষ্য। কি এক বেটা বুজরুকের পেছনে ঘুরছিস আর আমাকেও ঘোরাচ্ছিস্ ? ও বেটা আবার সোণা করতে জানে ! ও বেটার সব কথাতেই এক 'বিশ্বাস' !

২য় শিষ্য। নারে—ও দম্‌বাজি খেলছে,—এই দাঁড়া না, ভুগিয়ে আদায় করছি।

১ম শিষ্য। আরে তুই যেমন খেপেছিস্ ? বেটা বলে, গাঁজা খাই নি, কিন্তু আমাদের চেয়েও গাঁজাখোর। গাঁজাখুরি ঝাড়্‌লে দেখেছিস্ ? রাজা বিক্রমাদিত্য এসে দাঁড়িয়ে আছেন, রাজকন্যা এসে মালা দেবে, শ্লোক বল্‌বে, মন্ত্র হ'বে, মরা মানুষ বাঁচ্‌বে !

২য় শিষ্য। তুই তো আমায় নিয়ে এসেছিলি। বল্লি, —উমানাথের মন্দিরে মস্ত কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, হরিতাল ভস্ম করতে জানে, সোণা করতে জানে।

১ম শিষ্য। আমি তো ভাই যেদিন থেকে ওর মুখে 'বিশ্বাস' শুনেছি, সেই দিন থেকে বল্‌ছি, 'চলো—সরে পড়ি।' এ বেটার সঙ্গে ঘুরে কি কম লোকসান করেছি ?

২য় শিষ্য। শোন্ না—এক কৌটা হরিতাল ভস্ম ওর কাছে আছে, আমি নিরিবিলি খেতে দেখেছি।

১ম শিষ্য। তুমিই ঠাওর রেখেছ, আমি বুঝি ঠাওর রাখিনি ? সে বুঝি হরিতাল ভস্ম ?—জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ !

২য় শিষ্য। আঃ ছ্যাঃ ! তবে বেরিয়ে পড়ি চ'।— (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) কি বল হে বিক্রমাদিত্য ?

বিক্রম। লক্ষ্য !

১ম শিষ্য। রাজকন্যা তোমায় বরমাল্য দিতে আস্‌ছে।

বিক্রম। লক্ষ্য !

২য় শিষ্য। দেখ্, কাশীধামে গিয়েছিলেম, সেখানে এই পাগ্‌লাকে দেখেছি।

১ম শিষ্য। আমিও সেতুবন্ধ রামেশ্বরে ওকে দেখেছি।

২য় শিষ্য। আচ্ছা, তুমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চ কেন ? তোমার বাড়ী কোথায় ?

বিক্রম। সেই সেথায়।

১ম শিষ্য। তোমার কে আছে ?

বিক্রম। লক্ষ্য—লক্ষ্য ! (স্বগত) বাবা, তুমি সন্ন্যাসীর বেশে আশ্বাস প্রদান করেছ, তুমি সন্ন্যাসীর বেশে এই স্থানে থাক্‌বার আদেশ প্রদান করেছ, তুমিই মৃত সঞ্জীবিত হবে, আজ্ঞা করেছ, আমার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হবে। পূজার ফুল সংগ্রহ ক'রে আনি, রাজকন্যাকে দেবো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

২য় শিষ্য। উন্মাদ—পাগল !

১ম শিষ্য। নে, তামাসা রাখ, এখন কি কর্‌বি বল ! এ বেটার সঙ্গে তো ঘুরে ঘুরে ক'দিন মাটী হলো।

২য় শিষ্য। একটা ফন্ তো কিছু করতে হবে ?

১ম শিষ্য। রাজকন্যা পূজা করতে আস্‌বে শুনছি, এখান থেকে কিছু ঠকিয়ে নিলে হ'তো না।

২য় শিষ্য। নারে, ধরা পড়ে যেতে হবে। চল—পালাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উমানাথের মন্দির।

বিম্বাবতী ও সখিগণের প্রবেশ।

সখিগণের গীত

মরি মরি কেরে বালিকে।
বিভূতি-বিভূষণা সোণার চাঁপার কলিকে।
ভেসে যায় নয়ন-জলে, বববোম্ সদাই বলে,
বেলপাতা দেয় বাবার মাথায়, গঙ্গাজল ঢালে;
কে ক্ষেপা মেয়ে, আছে স'য়ে, আগুন জ্বেলে চৌদিকে।
ক্ষেপী পূজে দিগম্বর, ডাকে কোথায় আছ হর,
যোগিনী যোগাসনে, মাগে যোগীবর;
ছিল গৌরীবালা, ভেবে ভোলা হৃদয়-তাপে কালীকে।

১মা সখী। হ্যাঁ লো, প্রহরীদের মন্দিরের বাইরে রেখে এলি কেন?

বিম্বা। এ দেবস্থান, হেথায় আমরা রাজকন্যা নই। বাবার স্থানে দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত সমান, হেথায় প্রহরীর প্রয়োজন কি? বাবাই আমাদের রক্ষক।

(ফুল লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য!

বিম্বা। এ কে লো?

১মা সখী। দেখ্, বুঝি তোর বরাতে বিক্রমাদিত্য এলো!

বিম্বা। কেন, তোর বরাতেও তো হ'তে পারে।

১মা সখী। আমি তো বিক্রমাদিত্যের জন্য হেদুই নি।

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। আহা দিব্যি ফুলগুলি, বেচে না? বাবার পূজার উপযুক্ত ফুল!

২য়া সখী। ও ঢুলী—ও ঢুলী, এই ফুলগুলি আমাদের দেবে?

বিক্রম। তোম্রা বাবার পূজা করবে ব'লেই তো ফুল এনেছি। এই নাও—এই নাও।

বিম্বা। কি নেবে?

বিক্রম। কি, বাবার পূজার ফুলের দাম নেব? লব্ধব্য—লব্ধব্য!

বিম্বা। তুমি কে?

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। কোথায় থাকো?

বিক্রম। লব্ধব্য!

২য়া সখী। কুমারী, ঠাউরে কি দেখ্‌ছ—ও একটা পাগল।

বিম্বা। কি আশ্চর্য্য, এমন রূপবান্ পুরুষ তো আমি কখনো দেখি নি। রাজা বিক্রমাদিত্য যে এ অপেক্ষা অধিক রূপবান, আমার কল্পনা হয় না।

১মা সখী। না! বাবা উমানাথ তোমার পূজার আগেই বিক্রমাদিত্যকে এনে দিয়েছে।

বিম্বা। সখি, পরিহাস রাখো। কোন উচ্চ কুলোদ্ভব, তার আর সন্দেহ নাই, দৈববিড়ম্বনায় এ দশা হয়েছে। বার বার 'লব্ধব্য - লব্ধব্য' কি বল্‌চে? লব্ধব্য শব্দের অর্থ— অদৃষ্টে যা ফল আছে। এ কি কোন লব্ধব্য ফলে বঞ্চিত হ'য়ে 'লব্ধব্য লব্ধব্য' কর্‌ছে? পূজা-অন্তে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি—দেখ্‌বো। রাজ-বৈদ্যকে দেখাবো, যদি কোন উপায় হয়।

১মা সখী। সত্য কুমারী, রূপবান পুরুষ বটে! (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? রাজকুমারী বল্‌ছেন, তোমায় নিয়ে যত্ন ক'রে রাখবেন।

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। তোমার কোন কি উৎকট মনোবেদনা আছে? তুমি 'লব্ধব্য' কি বল?

বিক্রম। লব্ধব্য!

বিম্বা। তুমি কি কোন মনস্কামনা ক'রে বাবার নিকট এসেছ? স্বরূপ উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি তো আমাদের কথা বুঝতে পাচ্ছ।

বিক্রম। পূজা দেখবো—লব্ধব্য।

বিম্বা। আচ্ছা পূজা করি, তুমি ব'সো।

১মা সখী। দেখ—শোনো,—ইনি রাজকন্যা, তোমার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে, আমাদের না বলো, এঁর নিকট বল্লে, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

বিক্রম। তাইতে এসেছি—লব্ধব্য।

১মা সখী। শোনো, তোমার কাছে এসেছে।

বিশ্বা। যদি আমাদের সঙ্গে যাও, তা হ'লে তুমি যা চাবে, দেবো।

বিক্রম। যা চাই, টের পাবে—লক্কব্য।

বিশ্বা। (স্বগত) পাগল কি না—আমার সন্দেহ হ'চ্ছে। বোধ হয়, কি মানস ক'রে বাবার নিকট এসেছে। (প্রকাশ্যে) আয় ভাই, পূজা করি।

(সকলের মহাদেবের স্তব-গান)

জলধর জিনি জটাজাল গঙ্গাজল ধবল।
বিষমোজ্জল ত্রিনয়ন জ্বল, চন্দ্রভাল বিমল॥
অহিদাম দলমলদল, চল চল রজ অচল,
ফণা-ফর ফণি-মণ্ডিত-কণ্ঠ-নীল গরল,
অম্বর দিগ বরভয়-হর-কর লোহিত কমল;
উমেশ ঈশ আশুতোষ কুরু মানস সফল॥

বিশ্বা। কই, তোরা বাবার কাছে কামনা কর্‌লি নি?

১মা সখী। কামনা করেছি। কামনা এই—মহারাজ বিক্রমাদিত্য তোমার পতি হোন, আমরা তোমাদের দু'জনের সেবা করি। পরস্পর এই কামনা ক'রে আমরা এসেছি। তুমি নির্জ্জনে পূজা করো, আমরা আস্‌ছি।

বিশ্বা। সখি, আমার একটী কামনা ছিলো, দু'টী কামনা হলো। যেন রাজা বিক্রমাদিত্য আমার পতি হন, আর তোরা যেন আমার সপত্নী হোস্‌। যেমন ভগ্নীর মত আছি, তেমন ভগ্নীর মতন চিরদিন থাক্‌বো।

১মা সখী। ওঃ! আমাদের শুদ্ধ বর জোটাতে এসেছ? চল্‌ ভাই, উনি সম্বন্ধ করুন্‌।

[সখিগণের প্রস্থান।

বিশ্বা। বাবা উমানাথ, আমার পূজা গ্রহণ করো। আমার মনস্কামনা পূর্ণ করো। দেবদেব, তুমি শচীকে ইন্দ্র দিয়েছ, লক্ষ্মীকে বিষ্ণু দিয়েছ, আমারও মনোমত বর দাও,—এই বিল্বদল গ্রহণ করো, রাজা বিক্রমাদিত্য যেন আমার স্বামী হন। [শিবলিঙ্গোপরি বিল্বপত্র প্রদান ও পত্রের নিম্নে পতন।

বিক্রম। (শিবলিঙ্গ হইতে বিল্বপত্র পড়িতে দেখিয়া) তথাস্তু!

বিশ্বা। এ কি! শুনেছি, কলিতে বালক আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়। বাবা কি এই পাগলের মুখে আমায় বর দিলেন? এই যে বাবার মাথায় ফুল পড়লো! তবে কি সত্যই বাবা কৃপা ক'র্‌লেন!

বিক্রম। বাবা কৃপা কর্‌বেন না! তবে কি কর্‌তে এসেছি। লক্কব্য—লক্কব্য।

বিশ্বা। পাগল, তোর মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

ইনি আবার কি কর্‌তে এলেন?

জগ। হাঃ—হাঃ—হাঃ! ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়েছি। (বিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া) এ কে? কে রে বেল্লিক, দূর হ!

বিশ্বা। ওকে কিছু বল্‌বেন না—ওকে কিছু বল্‌বেন না।

জগ। ও থাক্‌লে যে আমার কার্য্য হবে না।

বিশ্বা। কেন হবেনা—ও পাগল, ও কোন কথাই বোঝে না।

জগ। কেমন রে, কোন কথাই বুঝিস্‌ না তো?

বিক্রম। লক্কব্য।

জগ। শোন্‌—শোন্‌, আমি যা এই নবযুবতীকে বল্‌বো, তা তো বুঝতে পারবি না?

বিক্রম। লক্কব্য।

বিশ্বা। ও কিছুই বোঝে না, কি বলবেন—বলুন।

জগ। ভাল তবে শোনো, এইবার তো শুভাচারে আছ, আমাকে যে প্রণামী দেবে বলেছিলে?

বিশ্বা। কি চান—বলুন?

জগ। যত রত্ন আছে, তার যে সেরা রত্ন—তাই চাই। প্রতিজ্ঞা করো—দেবে?

বিশ্বা। কি রত্ন—বলুন? আমার নিকট সে রত্ন থাক্‌লে কিরূপে দেব?

জগ। তুমি অনায়াসেই দিতে পার্‌বে।

বিশ্বা। এমন কি রত্ন—বলুনই না?

জগ। আগে তুমি এই ব্রাহ্মণের সম্মুখে—বাবার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করো।

বিশ্বা। আচ্ছা, যদি আমার অসাধ্য না হয়, প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম।

জগ। যদি সাধ্য হয়, দেবে?

বিশ্বা। দেবো।

বিক্রম। যদি বাবা না বিরূপ হন।

বিশ্বা। (স্বগত) পাগল যথার্থ বলেছে।

জগ। দেবে বলো ?

বিশ্বা। হাঁা, যদি বাবা না প্রতিরোধ করেন।

জগ। বাবা প্রতিরোধ করেন, সে আমি বুঝ্‌বো, তোমার দোষ থাক্‌বে না, বলো—দেবে ?

বিশ্বা। দেবো।

জগ। এই প্রতিজ্ঞা করলে ?

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, কেন বার বার বল্‌ছো—আমি প্রতিশ্রুত।

জগ। আমায় বর-মালা প্রদান করো।

বিশ্বা। ঠাকুর, কি বল্‌ছ ? পিতা জানলে সর্ব্বনাশ হবে। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা।

জগ। কেন, বুড়ো ব'লে গিয়েছে ব'লে আমি সত্যসত্য কি মূর্খ ? ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণে বিবাহ করবার অধিকার আছে।

বিশ্বা। কিন্তু পিতা জান্‌লে কি বল্‌বেন ?

জগ। কেন ভাবছো, বিবাহ হ'লে তো আর ফিরবে না! আমি খুব রসিক, আমার সহিত দিবারাত্র—কাব্যালাপে পরমসুখে কাটবে।

বিশ্বা। বাবা উমানাথ, কি সঙ্কটে ফেল্‌লে! আমি যে তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেম! বাবা, আশা দিয়ে নিরাশ করলে! তোমার পুষ্প পেয়ে ভেবেছিলেম, বিক্রমাদিত্য স্বামী হবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলেম! যদি প্রতিজ্ঞা পালন করি, পিতার কোপে হয় তো ব্রহ্মহত্যা হবে; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রলে নরকস্থ হ'তে হবে। বাবা উমানাথ, এ সঙ্কটে তুমি উদ্ধার করো!

জগ। বুড়োর কথায় তোমার মন চটে আছে, বুঝতে পাচ্ছি। একদিন আমার রসিকতা স্থির হ'য়ে শুন্‌লেই মুগ্ধ হ'য়ে যাবে,—তখন আমায় বল্‌বে—'ঠাকুর, কৃপা ক'রে আমায় চরণে স্থান দিয়ে বেশ করেছ!'

বিশ্বা। তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, রাজকোপে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা। রাজা কারও কথা শুন্‌বেন না। এক গুরুদেবের কথা মানেন। তিনি ফিরে আসুন, তিনি মহারাজকে বোঝালে যেরূপ হয় হবে।

জগ। সে বুড়ো রাজী হবে না, আমায় বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবে, আমি তাকে জানি। হুঁ হুঁ, আমি ফাঁকে পড়বার ছেলে নয়। তুমি ফাঁকি দিচ্ছ। প্রতিজ্ঞা করেছ—প্রতিজ্ঞা করেছ! গোপনে মালা দিলে রাজা কি ক'রে টের পাবে ?

বিশ্বা। গোপনে কি ক'রে মালা দেবো ? এখনি সখীরা আস্‌বে।

জগ। তার কি কাটান মন্ত্র নেই ? তবে শোনো—আজ রাত্রে শুভলগ্ন আছে। আমি দুই প্রহর রাত্রিতে এসে মন্দিরে প্রবেশ করবো, তুমি গোপনে এসে বরমালা দিও। তারপর ভট্‌চায্‌ এলে রাজাকে বোঝাবে।

বিক্রম। আচ্ছা ঠাকুর যদি ভুলে যায়, মন্দিরে না আসে, তা হ'লে তুমি কাকে বে ক'রবে ? তোমার প্রতিজ্ঞা কি ক'রে থাকবে ? বলো,—'ঠাকুর, তুমি যদি মন্দিরে থাকো, তবেই আমার প্রতিজ্ঞা, না থাক্‌লে নয়।'

জগ। পাগলা, কি বলছিস্‌ ?

বিক্রম। লক্ষব্য।

বিশ্বা। (স্বগত) পাগলকে কি মহাদেব শিখিয়ে দিচ্ছেন!

বিক্রম। হুঁ—হুঁ,—লক্ষব্য।

বিশ্বা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! পাগল যা বল্‌ছে, তাই বলি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর, আজ রাত্রে যদি তুমি মন্দিরে উপস্থিত থাকো, তা হ'লে বিবাহ করবো, নচেৎ আর আমি প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ নই।

জগ। হাঁ—হাঁা, তাই—তাই। থাকবো না—সুসজ্জিত হ'য়ে, অলকাতিলকা কেটে এসে, রাজহংস যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে;—চাতকের স্থলে রাজহংস কেন বল্লুম জানো ? চাতক হলো ক্ষুদ্র পাখী, তেমন শোভাযুক্ত নয়। আমি এরূপ সজ্জা করবো যে শোভা দেখেই মুগ্ধ হবে।

বিশ্বা। না না, ঠাকুর, অন্ধকারেই থেকো, নইলে কেউ দেখে ফেল্‌বে।

জগ। হুঁ—হুঁ, অন্ধকারে থাকবো না তো কি আলো জেলে ব'সে থাক্‌বো ? আমার কি ভয় নাই! তবে আমি চল্লুম, নটবর বেশ ধারণ করি গে।

বিশ্বা। কিন্তু ঠাকুর, যেন মন্দিরে উপস্থিত থেকো,

নইলে আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকবো না; দেখো যেন মালা নিয়ে না ফিরি।

জগ। যদি না থাকি, তা হ'লে এই পাগলা হ্যাটার গলায় মালা দিও।

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য। (স্বগত) রাজকুমারী আমার প্রার্থী হয়েছেন, বাবার মস্তক হ'তেও ফুল প'ড়েছে, কিন্তু এই পাষণ্ড এঁরে মজাবার প্রয়াস পাচ্ছে, এর উদ্দেশ্য বিফল করা রাজকর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী বোধ হয়, এই পাষণ্ড ব্রাহ্মণের কথাই ইঙ্গিতে আমায় ব'লে দিয়েছেন,—তবে কেন সন্দিহান হ'চ্ছি।

জগ। তবে চল্লুম—চল্লুম, কথা তো রইলো?

বিম্বা। কিন্তু ঠাকুর, যতদিন না গুরুদেব ফিরে আসেন, এ কথা প্রকাশ করো না, তা হ'লে তোমার প্রাণ-বধ হ'বার সম্ভাবনা।

জগ। না—না, অত কাঁচা পাও নি। কেমন বুদ্ধি! কেমন বাগিয়ে তোমায় প্রতিজ্ঞা ক'রে নিয়েছি! চল্লুম—চল্লুম!

[জগন্নাথের প্রস্থান।

বিম্বা। এ কি! বাবার মাথার ফুল পড়লো!—তা কি বিফল হলো? অদৃষ্ট খণ্ডন কে করবে! কেমন লব্ধব্য?

বিক্রম। কেন—বাবা।

বিম্বা। (স্বগত) এ পাগলা কি বলে! সখীরা আসছে, কারেও কিছু প্রকাশ করা হবে না। রাত্রে কি ক'রে আসবো? মাকে বলবো, আজ রাত্রে নিশা-পূজা করবো মানস করেছি। তারপর প্রহরীদের যেমন মন্দিরের বাইরে রেখেছি, সেইরূপ রেখে এসে মালা দিয়ে যাবো। গুরুদেব এসে যা হয় করবেন।

বিক্রম। ভাবছো কেন গো—বাবার কথা মিছা হয়? তবে তুমি এত শাস্ত্র পড়লে কি? আমি—পাগল মানুষ—বিশ্বাস করি, আর তুমি বিশ্বাস করো না? লব্ধব্য—লব্ধব্য!

বিম্বা। (স্বগত) কে এ পাগল! এর কথায় যে প্রাণ শীতল হয়। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বিক্রম। যাবো, বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবো। একটা সিন্দুক আমাকে দেবে?

বিম্বা। দেবো। সিন্দুক কি ক'রবে?

বিক্রম। ঢোল রাখবো। বেশ ভাল সিন্দুক?

বিম্বা। আচ্ছা দেব—চলো। (উমানাথের প্রতি) বাবা, তোমার মনে যা আছে, তাই হবে।

গীত।

অপরাধী বুঝি চরণে।
কলঙ্কিনী মনে মনে হ'তে হলো জীবনে॥
বরি হেন হীনপতি, মনে কিসে রব সতী,
পতিপদে মতিগতি রাখিব হে কেমনে॥
হ'লে কলুষিত মন, দিব প্রাণ বিসর্জ্জন,
বরিব, রাখিব পণ তব পদ শরণে॥
শিরে গঙ্গা তরঙ্গিণী, পূজে তারে কলঙ্কিণী,
কারে কবে অভাগিনী, ব্যথা রবে মনে মনে॥

[বিক্রমাদিত্যকে লইয়া বিম্বাবতীর প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অধ্যাপকের বাটী।

সজ্জিত জগন্নাথ।

জগ। এই তো সুন্দর অলকাতিলকা হয়েছে। নয়ন দু'টী একটু ছোট—তা ভঙ্গী করলেই সুন্দর হবে। তাহ'লে জিহ্বা জড়িত হওয়ায় শীষ দেওয়াটা ভাল হয় না। শীষটা নাগরালির একটা প্রধান লক্ষণ! বংশীধারীর যেমন বংশী ছিল, কলিতে তেমনি শীষ! ওঃ টিকীটা বড় বেখাপ্পা করেছে, রাজ-জামাতা হ'লেই অগ্রে টিকী কর্ত্তন, তখন কোন্ বেটা কি বলে! কাপড়খানা একটু খাটো—হোক শ্রীকৃষ্ণ যে ধড়া প'রে বেড়াতেন।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। ওগো, আমি এয়েছি।

জগ। কেন রে বেটা—কেন রে?

বিক্রম। রাজকন্যা পাঠিয়ে দিলে।

জগ। কেন—কেন, কি বলেছে?

বিক্রম। তুমি কিসে যাবে?

জগ। কেন রে বেটা—পদব্রজে যাবো।

বিক্রম। যে প্রহরীরা রাজকন্যার সঙ্গে আসবে, তারা যে চোর ব'লে ধরবে।

জগ। অ্যাঁ, তবে কিসে যাবো—তবে কিসে যাবো ?

বিক্রম। আমায় তাই বল্লে।

জগ। কি বল্লে—কি বল্লে ?

বিক্রম। বল্লে— ঠাকুরকে মাথায় ক'রে নিয়ে আয়।

জগ। মাথায় ক'রে গেলে তো প্রহরীরা দেখ্‌তে পাবে।

বিক্রম। না গো—সিন্দুক পাঠিয়ে দিয়েছে, এই সিন্দুক মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো।

জগ। তোরে প্রহরীরা কিছু বল্‌বে না ?

বিক্রম। আমি যে চাকর হয়েছি।

জগ। কই সিন্দুক কই ?

বিক্রম। এই যে এনেছি।

জগ। রাজার বাড়ীর সিন্দুক বটে! ওরে, সিন্দুকের ভেতর যাবো, হাঁপাবো যে ?

বিক্রম। সিন্দুকে ছেঁদা ক'রে দিয়েছে ;—আর এইটুকু যাবে বই তো নয় ?

জগ। হ্যাঁ রে—আমার চেহারাটা কেমন হ'য়েছে ?

বিক্রম। ভাল নয়।

জগ। অ্যাঁ, বেটা তোর পছন্দ নাই!

বিক্রম। তারা চূড়ো পাঠিয়ে দিয়েছে।

জগ। অ্যাঁ, সত্যি না কি—সত্যি না কি ?

বিক্রম। এই দেখ না ?—এই ধড়া পাঠিয়ে দিয়েছে, এই বাঁশী পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আমায় সাজিয়ে দিতে বলেছে!

জগ। তুই বেটা আমায় সাজাবি কি ?

বিক্রম। আমায় সাজাতে শিখিয়ে দিয়েছে।

জগ। তবে ব্যাটা সাজা!

(বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক জগন্নাথের রাখালবেশে সজ্জিত হওন)

বিক্রম। ওগো, তোমার দিদি-মা আস্‌ছে।

জগ। ওরে বেটা কি সাজালি, দিদি-মা দেখে কি বলবে ?

বিক্রম। কি আর ব'ল্‌বে, তুমি হামা টান্‌তে থাক্‌বে, ব'ল্‌বে গোপাল-ভাব।

জগ। বেশ বলেছিস্ বেটা—বেশ বলেছিস্।

(অধ্যাপক-পত্নীর প্রবেশ)

অধ্যা-পত্নী। জগন্নাথ,—ওমা—এ কি!

বিক্রম। (জনান্তিকে) হামা টানো—হামা টানো।

অধ্যা-পত্নী। হ্যাঁ রে—এ কি করেছিস্ ?

বিক্রম। (জনান্তিকে) ননী চাও, মাখন চাও—হামা টান্‌তে থাকো।

জগ। (হামা টানিয়া) ননী দে—

অধ্যা-পত্নী। নে—নে—ননী খাস্ এখন। ছোঁড়ার রোজ রোজ এক একটা নূতন ঢং!

জগ। আজ আমার কৃষ্ণ-ভাব—নটবর-ভাব!

বিক্রম। (জনান্তিকে) পায়ের উপর পা দিয়ে দাঁড়াও, বাঁশী ধ'রে 'আবা' 'আবা' করো।

জগ। (মুখে হাত দিয়ে) আবা—আবা।

অধ্যা-পত্নী। শোন্ এখন, ছাত্রেরা ন্যায়রত্নর মেয়ের বে'তে কন্যা-যাত্র গেছে। আমিও সেথায় যাচ্ছি, ভারি লগ্নে বে', খাওন-দাওন করতে ভোর হ'য়ে যাবে। তুই কোথা নিমন্ত্রণে যাবি বল্‌লি, পারিস্ তো সকাল সকাল ফিরিস্, নইলে ভাল ক'রে দোরতাড়া দিয়ে যাস্।

জগ। যাও—যাও, খুব রাজী আছি—খুব রাজী আছি।

অধ্যা-পত্নী। এ মন্সেকে আবার কোথা থেকে এনেছিস্ ?

জগ। কেন ? এ আমার ছিদেম সখা।

অধ্যা-পত্নী। তা গরু চরাও—আমি চল্লুম।

[অধ্যাপক-পত্নীর প্রস্থান।

বিক্রম। ওগো, ঐ আরতির শাঁক বাজছে, পুরুত-ঠাকুর পুজো ক'রে চ'লে যাবে।

জগ। বটে—বটে, তবে আমি সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করি।

বিক্রম। তা করো।

(সিন্দুক-মধ্যে জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। আচ্ছা, তুই আস্তে আস্তে তোল্।

বিক্রম। দাঁড়াও, তালা বন্ধ করি। (তথা করণ)

জগ। তোল্—

বিক্রম। এই তুল্‌চি।

জগ। ওরে বেটা, কোথা যাচ্ছিস্—কোথা যাচ্ছিস ?

বিক্রম। চেঁচিও না। আমি দেখে আসি, তারা এলো না কি। ঠিক সময়ে নিয়ে যাবো।

জগ। তবে এখন খুলে দে—তবে এখন খুলে দে। ওরে বাবারে কে আছিস রে? ওরে বাবারে আজকে টোলে যে কেউ নেই রে!

বিক্রম। (স্বগত) না বড় চীৎকার কর্‌চে। আজ বড় সুলগ্ন, বিবাহের সংখ্যা অধিক, রাস্তায় বড় লোক সমাগম, এখানে কেউ শুন্‌তে পাবে, আমি রন্ধনশালায় রেখে চাবি দিয়ে যাই।

জগ। খুলে দে বাপ—আমায় খুলে দে।

বিক্রম। চল না গো—এই মাথায় ক'রে নিয়ে যাই।

[সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য *

পথ।

(নারীগণের প্রবেশ)

গীত।

আজ যদি না পোহায় নিশি, সাধ মেটাই জেগে বাসর।
বর এসেছে সারি সারি ছড়াছড়ি বাসর ঘর॥
নিত্যি থাকি কত স'য়ে, পেট ফোলে—না কথা ক'য়ে,
ভাতার দেখে ঘোমটা দিয়ে স'রে যাই, যেন সে পর॥
হাসি যদি দেখেন মুখে, শেল বাজে শাশুড়ীর বুকে,
নাক নাড়া দেন পড়্‌সী ডেকে, ননদ ছুঁড়ী তার উপর॥
হেসে হেসে ঠসক্ ক'রে, কর্‌বো সোহাগ রসের ভরে,
সোহাগের বাসর ঘরে, আজ রেতে, পর নয় তো বর॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

উমানাথের মন্দির।

বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। বাবা দেখো, বড় আশা করেছি, নিরাশ না হই। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, বালিকা পুত্রবধূটী আমার আশ্বাসে আশ্বাসিত হ'য়ে, জীবন ধারণ কচ্ছে। কপালমোচন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো!

(বিদ্যাবতীর প্রবেশ)

বিদ্যা। (স্বগত) এই যে উপস্থিত হয়েছেন। টোপর বোধ হচ্ছে না? (প্রকাশ্যে) আপনি এসেছেন?

বিক্রম। হুঁ।

বিদ্যা। মালা নেন—(মাল্য প্রদান)

বিক্রম। লব্ধব্য।

বিদ্যা। এ কে—লব্ধব্য! তুমি হেতায়?

বিক্রম। হ্যাঁ।

বিদ্যা। লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্ত।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥

বিক্রম। লব্ধব্য—লব্ধব্য—

[বিক্রমাদিত্যের বেগে প্রস্থান।

বিদ্যা। কে এ পাগল?—এ কি বেশধারী? আমি তো এর গলায় মালা দিয়ে ক্ষুব্ধ নই! আমার হৃদয়ে যেন মহাদেব বল্‌চেন, 'এই তোর স্বামী'। 'লব্ধব্য' কি আমার হৃদয় অধিকার করেছিল? আমার যেন আনন্দ হ'চ্ছে—এই আমার স্বামী। একেই যত্ন কর্‌বো, এ বাবা উমানাথের দান, আমার মাথার মণি! গুরুদেব এলে সকল অবস্থা তাঁর নিকট প্রকাশ কর্‌বো। মহারাজ আমায় ত্যাগ করেন, পাগলকে নিয়ে ভিখারিণী হবো। কোথায় গেল—কোথায় গেল? (নেপথ্যে ঢোলের শব্দ) এখানেই কোথায় আছে, গৃহে নিয়ে যাই। আনন্দে আমার মন পরিপ্লুত হ'চ্ছে। এ কি, আমার মন—আমি আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

গীত। *

কেমন এ মন কে জানে।
তন্ত্রিত যন্ত্রিত চিত কিবা অজানিত তানে॥
মাধুরী উজান চলে, হৃদয় হিল্লোলে দোলে,
ভুবনে মাধুরী উথলে;—
ভাসাইয়ে কুলমান, ভেসেছে পাগলপ্রাণ,
অবশে পাগল সনে ভেসেছে মাধুরী টানে॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গঙ্গাধরের বাটী।

গঙ্গাধর ও গঙ্গাধর-পত্নী।

ব্রাহ্মণী। কই, আজও তো আমার বাছা ফিরে এল না? আজও যে আমার ঘর অন্ধকার রইলো?—তবে কেন এখনও প্রাণ গেল না? তবে কেন এখনো আশাপথ চেয়ে রয়েছি? আর কি আমার বাছাকে পাবো না?

গঙ্গা। ব্রাহ্মণী, কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জেনে শুনে তবু তো আশা বিসর্জ্জন দিতে পারছি না। জানি, শমনের মুখ হ'তে কেউ কখনও ফিরিয়ে আনতে পারে না! তবু কেন রাজার কথায় প্রত্যয় ক'রে প্রাণধারণ ক'রে আছি। কই মরবার সাধ তো এখনও হয় না।

ব্রাহ্মণী। পোড়া প্রাণে দেহের মমতা বড়! নইলে কেন জীবন ধারণ ক'রছি, কেন মুখে অন্ন দিচ্ছি? কেন অনশন ব্রত করি নি? আর বৃথা আশা—সংসারে আর প্রয়োজন কি? এ যে আমার শ্মশান জ্ঞান হচ্ছে! আর কেন ঘরে রয়েছ? চলো বউমাকে ওঁর বাপের বাড়ী রেখে আমরা কোন বিজন স্থানে বাস করি;—এ যন্ত্রণা আর কতদিন সহ্য করবো!

গঙ্গা। সবই সত্য, তবু আমি আশা বিসর্জ্জন দিতে পাচ্ছি নে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে, বাবা আমার আসছে, প্রতি পদশব্দে মনে হয়, সে বুঝি আমার এলো; —রোজ প্রাতে উঠে মনে হয়, বাছা আমার এয়েছে।

ব্রাহ্মণী। মিথ্যা—মিথ্যা—সবই মিথ্যা! আমাদের অদৃষ্টে দেবতা মিথ্যা, হোম মিথ্যা, পাথরের বাড়ী মিথ্যা, রাজার আশ্বাস-বচন মিথ্যা, রাজার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা! মিথ্যা জন্মগ্রহণ ক'রেছিলুম—সকলি মিথ্যা হলো! আর আশা ধ'রে থেকো না, চলো—আজই বিদায় হই।

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি। বাবা, অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়েছে, আসুন, আপনাকে স্নান করিয়ে দিই। আপনার আহার না হ'লে মা তো আহারে বসবেন না। মা, তুমি ওঁকে আজ্ঞা দিতে বলো, আমি ওঁকে স্নান করিয়ে দিই।

ব্রাহ্মণী। মা, তুমি বালিকা, কেন বৃথা ক্লেশ করো, তোমায় দেখে শতগুণে শোক উথ্‌লে ওঠে। কেরে অভাগিনী! নইলে অভাগিনীর ঘরে কেন এসেছিস্? আহা! মা, কেন ক্লেশ কচ্ছ? তোমার কোমল শরীর, কত সয়? আমি পাষাণী, আমার সকল সহ্য হয়!

সুমতি। বাবা, মা, আমায় দেখে স্থির হ'ন। আমি তোমাদের কন্যা, আমি কোথায় দাঁড়াবো? আমায় কে দেখ্‌বে? মা, আমার অন্তর বল্‌ছে আমি কখনও বিধবা হবো না, ছার বিধবা-জীবন কখনও বহন করবো না! রাজা বিক্রমাদিত্য বলেছেন, আমার ললাটের সিন্দূর মলিন হয় নাই। আমি নিত্য সীমন্তে সিন্দূর দিই। আমার স্বামী মূর্চ্ছিত, তাঁর অমঙ্গল হয় নাই, তা হ'লে আমি অন্তরে বুঝতে পারতেম, ধার্ম্মিক রাজা কখনও অনাচার দেখতেন না, আমায় বল্‌তেন—'বিধবার আচার করো'। মা, তুমিও ওঠো। বাবাকে স্নান করিয়ে দিই, উনি পূজা করুন, তারপর তুমি স্নান করো। বাবা আজ্ঞা করুন, নৈলে অন্ন স্পর্শ করতে পারবো না।

গঙ্গা। ও মা—মা, তোর কথায় মন যে বড় আশ্বাসিত হয়, আর কতদিন আশা ধ'রে থাক্‌বো!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ, আমি আপনাদের সন্তান। রাজার আমার প্রতি আদেশ, যতদিন না তিনি ফিরে আসেন, আপনাদের না ক্লেশ হয়। দাস-দাসী নিযুক্ত ক'রতে আপনারা নিষেধ করেছেন, তাই পারি নাই। আপনাদের ক্লেশ হ'লে রাজার নিকট অপরাধী হবো।

গঙ্গা। রাজ-কৃপায় আমার কোনও অভাব নেই, কিন্তু তত্রাচ দেখুন, আমার পুরী অন্ধকার।

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমার যে সকলি শূন্য হ'য়ে রয়েছে, সে নাই, আমি যে সব শূন্যময় দেখ্‌ছি! আমার যে সব মনে পড়্‌ছে! এইখানে হামা দিত, ওইখানে হাঁটতে হাঁটতে প'ড়ে গিয়েছিল, এইখানে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আস্‌তো, পাঠশালা হ'তে এইখানে দাঁড়িয়ে মা ব'লে ডাক্‌তো, ওইখানে বর সাজিয়েছি, এইখানে দাঁড়িয়ে বিদায় দিয়েছি, আর তো বাছা এলো না! পাষাণে নির্ম্মিত, তাই এত তাপে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয় নাই। বাবা, আমি যে, উপযুক্ত ছেলে বাসরে যমকে দিয়েছি।

মন্ত্রী। মা, কেন শোকাচ্ছন্ন হ'চ্ছেন ? ব্রাহ্মণ, আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, রাজা বিক্রমাদিত্য মিথ্যাবাদী নয়। যদি উপায় না থাক্‌তো, তিনি বৃথা আশ্বাস দিতেন না।

গঙ্গা। বাবা, আমি কি ভাগ্যহীন ! পুত্রহীন হয়েছি, বালিকা পুত্রবধূ দিবারাত্র আমাদের জন্য ক্লেশ কর্‌ছে,—রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমার অদৃষ্ট-দোষে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছেন ;—আমার ন্যায় হতভাগ্য ভারতে আর দ্বিতীয় নাই !

(সিন্দুক লইয়া বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

বিক্রম। না ব্রাহ্মণ, তুমি ভাগ্যবান,—তোমার ভাগ্যে আমি ভাগ্যবান ! আমার সকল কথাই পালন ক'রেছ ;—আমার শেষ কথা এই,—তোমার পুত্রবধূকে বাসরের বেশে ভূষিত করো, আর তোমার ব্রাহ্মণী যে বেশে পুত্র—পুত্রবধূকে বরণ করেন, সেই বেশে মাঙ্গলিক সামগ্রী ল'য়ে আসুন।

গঙ্গাধর ও ব্রাহ্মণী। বাবা—বাবা,—আমার পুত্র কোথায় ?

বিক্রম। মা, এখনি পাবেন। ব্রাহ্মণ, আপনি বিজ্ঞ, কুটীল লোকের জিহ্বা অতি বিষাক্ত। আমি সকলের সম্মুখে প্রমাণ কর্‌বো, যে তোমার সেই মৃতপুত্রই জীবিত হয়েছে। আমি যেরূপ বল্লেম, করুন। ব্রাহ্মণীকে পুত্রবধূ সুসজ্জিত ক'রে আনতে বলুন।

গঙ্গা। যাও ব্রাহ্মণী, রাজ-আজ্ঞা পালনীয়। রাজার আশ্বাসে জীবন ধারণ ক'রে আছি, এখনই সকল আশা পূর্ণ হবে, নয় নৈরাশ্য-সাগরে ঝাঁপ দেব।

সুমতি। এস মা, রাজা কখনই মিথ্যাবাদী নন।

[ব্রাহ্মণী ও সুমতির প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, তোমায় পত্রে যেরূপ আদেশ করেছি, বোধ হয় সেইরূপ করেছ ?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ, গ্রামের সকলকে সংবাদ দিয়েছি; বিশেষ বিবাহ রাত্রে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই আগতপ্রায়।

(প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ)

বিক্রম। (ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সিন্দুক হইতে বাহিরে আনিয়া) সকলে দেখুন, এই সেই ব্রাহ্মণকুমার কি না ?

সকলে। হ্যাঁ মহারাজ !

গঙ্গা। মহারাজ—এ যে মৃতপুত্র !

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন্।

(শ্লোক পাঠ)

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ
দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখো ন পুনঃ প্রয়াতি ॥

বিষ্ণুপদ। মহারাজ, রক্ষা করুন্ !

বিক্রম। ভয় কি ?

(ব্রাহ্মণী ও তৎপশ্চাতে সুমতির প্রবেশ)

ব্রাহ্মণী। বাবা—বাবা ! (বিষ্ণুপদকে জড়াইয়া ধরণ)

বিক্রম। মা, তোমার পুত্র-পুত্রবধূ বরণ ক'রে ঘরে তোল'।

গঙ্গা। মহারাজ বিক্রমাদিত্য, আমি অজ্ঞান ব্রাহ্মণ; বলেছিলাম, রাজার পাপে, আমার পুত্রগণের অকালমৃত্যু হয়েছে। আমি তখন জানি না যে, আর্য্যকুলতিলক রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে, ইতিপূর্ব্বেও জানি না, যে আর্য্যরাজাগণের ঈদৃশী মহিমা ! রাজ্যেশ্বর যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তার প্রমাণ একমাত্র মহারাজ ! মৃতপুত্র সঞ্জীবিত করেছেন।—সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি কর ! জয় আর্য্যরাজের জয় ! জয় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জয় !!

সকলে। জয় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের জয় !

বিক্রম। তোমরা আমার জয় গান ক'রো না। জননী, আর্য্যধাত্রী পুণ্যবতী ভারতমাতার জয় গান করো, আমি তোমাদের সেই জয়-গানে যোগদান করি। আবার আর্য্যধামে আর্য্য রীতি-নীতি প্রচার হোক্, জননীর পুণ্যবলে আর্য্যভূপতিগণ প্রজাপালনে সক্ষম হোক্। জয় ভারতের জয় !

সকলে। জয় ভারতের জয় !

গীত।

জয় জয় ভারতমাত জয়া, মা শ্যামা ভগবতী !
দেখ' মা থাকে যেন তোমার পদে মতি-গতি।

জননী ভুবনমোহিনী, তীর্থকায়া কীর্ত্তিদায়িনী,
বাল্মিকী ব্যাস গায় মা তোমার পুরাকাহিনী,
সাম গানে তপোবনে নিত্য তোমার আরতি।
কর মা নরত্ব প্রদান, দেমা শক্তি মাতৃভক্তি, করি গুণগান,
গগনে সমীরণে উঠুক ঐক্যতান ;
শুনি আর্য্য ভেরি, কাঁপুক অরি, পূজ্য বীর-প্রসূতী।

চতুর্থ অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান

সুসজ্জিত বিক্রমাদিত্যের চিত্রপট স্থাপিত।

বিম্বাবতীর সখিগণ।

গীত।

দেখ্‌বো কেমন করে লো গুমোর।
যেখানে মন টানে সই, কই থাকে আর নারীর জোর।
যারে প্রাণ বিলিয়ে দেছে, যেচে কাছে সে এসেছে,
ওলট-পালট কি হয় কি হয়, ভয় ঘুচে গেছে ;
ছবি সরম ঢাকা, প্রাণে আঁকা, ভাঙ্গবে গুমরের কদর।
কথা কবে ছবি নীরবে, মনের আটক তখন কি রবে,
বিভোর আঁখি মনের কথা নীরবে কবে ;
হলা কার থাকে লো আর, অনুরাগে যে বিভোর॥

১মা সখী। বিক্রমাদিত্যের ছবি তুই কোথায় পেলি ?

২য়া সখী। ঘটক এনেছে, আমি রাণী-মা'র কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

১মা সখী। রাজকুমারী ছবি দেখেছে ?

২য়া সখী। দেখ্‌বে না কেন লো ?—আমি ছবি এনে দেখাতে গেলেম, ঢং ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

১মা সখী। হ্যাঁ ভাই, এখন বিক্রমাদিত্যের কথা তুল্লে বেজার হয় কেন বল্ দেখি ?

২য়া সখী। ওলো আমাদের কাছে চাপা দেয়।

শিবপূজা ক'রে এসে বুলি ধরেছে দেখিস্ নি—'আমি বে' কর্‌বো না।'

১মা সখী। বোধ হয় মনে করে, যে আমাদের বল্লে বুঝি মহাদেবের বর বিফল হবে। সুস্বপ্নের কথা প্রকাশ করে না জানিস্ নি ? ঐ রাজকুমারী আস্‌ছে, আমরা স'রে থাকি আয়। এই সাজান বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখে কি করে—আড়াল থেকে দেখি।

২য়া সখী। কই সে লেখা কাগজখানা উপরে মেরে দিলি নি ?—"প্রাণেশ্বরী, দেখ—আমি বিক্রমাদিত্য, তোমার আশায় উপস্থিত হয়েছি, আমায় বরমাল্য দাও।"

১মা সখী। এই যে লো ছবির মাথার উপর রয়েছে। ঐ আস্‌ছে লো—আস্‌ছে, সরে আয়।

[সখিগণের প্রস্থান।

(বিম্বাবতীর প্রবেশ)

বিম্বা। এ কার ছবি ? বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের ছবি। সখী এই ছবিই আমায় দেখাতে এসেছিল বটে। এই যে পরিহাস ক'রে লিখেছে, "বরমাল্য দাও।" সখীরা তো জানে না যে, পাগল আমায় পাগল ক'রে পালিয়েছে। শুন্‌ছি রাজা বিক্রমাদিত্য, আমায় বিবাহ কর্‌তে আস্‌বেন। কি সর্ব্বনাশ হ'লো! পিতাকে কি বলবো ? আর উপায় নাই, সকল কথা প্রকাশ ক'র্‌বো। লক্ষ্যের গলায় মালা দেওয়া অবধি কায়মনোবাক্যে তার দাসী হয়েছি। তার গলায় মালা দেওয়া দুরদৃষ্ট বোধ হয় নাই, সৌভাগ্য মনে হয়েছে। যতই সে মুখ মনে পড়ে, ততই মনে হয়, আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! যতই তার শিব-ভক্তি স্মরণ হয়, ততই ভাবি, সে থাক্‌লে তাকে নিয়ে পরম সুখী হতেম।

১মা সখী। (অন্তরাল হইতে) ওলো ছবির দিক থেকে ফিরে ব'সে রইলো যে ?

২য়া সখী। (অন্তরাল হইতে) বোধ হয়, আমরা রয়েছি—টের পেয়েছে। চল আমরা যাই, ততক্ষণ ফুল তুলি গে। ও একলা ব'সে ঠাট্ করুগ।

বিম্বা। সেই পাগলের মুখে যে জ্যোতি দেখেছিলেম, সে জ্যোতিতে পাগলকে মলিনবেশে যে সুন্দর দেখেছিলেম, বোধ হয় সে সৌন্দর্য্যের সহিত রাজভূষায় বিক্রমাদিত্যেরও তুলনা হয় না। সে পাগল যদি ফিরে আসে, রাজ-সংসার

পরিত্যাগ ক'রে, তার সঙ্গে কুটীর-বাসিনী হ'য়েও, তার পদসেবা কর্‌তে পার্‌লে পরম সুখে থাক্‌তেম। পাগলের কি শিব-ভক্তি! তার মুখে এমন শিবের কথা শুনেছিলেম, যে মনে হয়েছিল, এ পাগল নয়, নিশ্চয় শিবের বরপুত্র।

গীত

এ সময়ে সে আছে কোথায়।
পাগলে পাগল ক'রে চলে গেছে ঠেলে পায়॥
পাগলেরি অভিলাষী, পাগলের আশে ভাসি,
হইতে কুটীরবাসী, তারি সনে প্রাণ চায়॥
জীবন-যৌবন-মান, চরণে করেছি দান,
ত্যজি কুল-অভিমান, বিমোহিত চিত ধায়॥
আমোদে বিষাদ-মাখা, মনে মন আছে ঢাকা,
সতী-হৃদে পতি আঁকা, সে ছবি কি মোছা যায়॥

(সখিগণের প্রবেশ)

বিম্বা। হাঁা লো, তোরা কোথা গিয়েছিলি?

১মা সখী। কেন, তোমার ইষ্ট-দেবতার পূজার ফুল আন্‌তে গিয়েছিলেম।

বিম্বা। সে কি লো?

২য়া সখী। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?—এ কি দেখ না?

বিম্বা। কি দেখ্‌বো, বিক্রমাদিত্যের ছবি! সখি, তোমায় বার বার মিনতি কচ্ছি, আর ও কথা ব'লো না।

২য়া সখী। হাঁা লো—আমাদের সঙ্গে আর কেন ঠাট কচ্ছিস্? সে দিন আমাদের ব'লে ক'য়ে বর নিতে গেলি, তার পর থেকে বিক্রমাদিত্যের কথা তুল্লে বেজার হ'স! মনে কর্‌ছ—আমাদের কাছে প্রকাশ ক'র্‌লে সুস্বপ্ন ফল্‌বে না; ফলেছে লো—ফলেছে!

সখিগণের গীত।

বিমলা রাজবালা হর পূজে পেয়েছে বর।
ফুটলে কলি আসে অলি সৌরভে সে পায় খবর॥
মন টানে যায় যেখানে, মনের টানে সে তা জানে,
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে, পার হ'য়ে গিরি-সাগর॥
হ'য়ে সই পিপাসিনী, বারি চায় চাতকিনী,
শুনে গগনে তার করুণবাণী, উদয় নবীন জলধর॥

১মা সখী। তুমি কি ভাব্‌ছ, আম্‌রা মিথ্যা বল্‌ছি? যার চিন্তায় দিন দিন মলিন হ'চ্ছ, আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে হাসি নাই, সে নিধি তোমার হাতে না এলে কি আমরা পরিহাস কর্‌তেম?

বিম্বা। কি হয়েছে বল্ তো?

২য়া সখী। এখন পথে এসো।

বিম্বা। কেন—কি হ'য়েছে?

১মা সখী। ওলো বলিস্ নে এখন আমরা গুমোর করি আয়?

বিম্বা। বল—বল, কি হ'য়েছে?

২য়া সখী। এখন সাদা পথে চলো—অত ঢং কর্‌ছিলে কিসের?

বিম্বা। না—না, বলো—বলো।

১মা সখী। রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে মহারাজ ঘটক পাঠিয়েছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য বলেছেন, 'আমার সৌভাগ্য, আমিও তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ জন্য দূত প্রেরণ কর্‌ছিলেম। যখন আপনি সম্বন্ধ এনেছেন, আমি স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হব।' বোধ হয়, আজই উপস্থিত হবেন। এ ছবি আমরা কোথায় পেলেম? মহারাজ আপনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঐ দেখ, মহারাজ ও রাণী-মা আস্‌ছেন, ওঁদের কাছে শোনো।

(রাজা শূরধ্বজ ও রাণীর প্রবেশ)

শূর। মা, এতদিনে তোমাদের শিবপূজা করা সার্থক হ'লো। রাজা বিক্রমাদিত্য তোমার পাণি-গ্রহণের জন্য এসেছেন। উদ্যানবাটীতে তাঁর স্থান দিয়েছি। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলেন, 'যদি আপনার কন্যা আমায় মনোনীত করেন, তবেই পাণি-গ্রহণ কর্‌বো; আর যদি আমায় মনোনীত না করেন, তা হ'লে কি ক'রে বিবাহ হবে?' আমি কথা শুনে হেসে উঠ্‌লেম; আমি বল্লুম,—'আমি জানি—তার মনোনীত'। মহারাজ বিক্রমাদিত্য আহ্লাদের সহিত উত্তর ক'র্‌লেন,—'তবে মহারাজ, বিবাহের উদ্যোগ করুন্।' তুইও বাছা,—এতদিন লেখা-পড়া শিখালেম,—রাজাকে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে, একটী কবিতা লেখ্। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তুই কবিতা রচনায় অতিশয় সুনিপুণা! একি গো, তুই এই আহ্লাদের সংবাদে মাথা হেঁট ক'রে রইলি যে!

রাণী। মাথা হেঁট কর্‌বে না? আমি বল্লুম, তোমায় আস্‌তে হবে না, আমি গিয়ে সব বল্‌ছি। মাথা হেঁট করবে না তো কি? তুমি যেমন আহ্লাদে নাচ্চো, ওঁ তেম্‌নি তোমার সাম্‌নে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌বে বুঝি?

দেখ্ছো, রাজা বিক্রমাদিত্যের ছবি ফুল দিয়ে সুসজ্জিত ক'রে রেখেছে।

শূর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, পেটের ছেলে—পেটের ছেলে, তুমিও যে আমিও সে, তা আর লজ্জা কি—তা আর লজ্জা কি, তা আমি চল্লুম—তা আমি চল্লুম! মা, সুন্দর ক'রে কবিতাটী লিখো। রাজ-সভায় কালিদাস, বররুচি প্রভৃতি বড় বড় কবি আছেন, যেন তাঁরা প্রশংসা করেন।

রাণী। হ্যাঁ গা—তুমি যাও না গা।

শূর। এই যাচ্ছি—যাচ্ছি, রাজা মেয়েকে শিব-মন্দিরে ছদ্মবেশে দেখেছেন, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

রাণী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হ'য়েছেন—হ'য়েছেন, তুমি যাও।

শূর। রাজ্ঞী, বড় আনন্দ—বড় আনন্দ! রাজা বিক্রমাদিত্য জামাতা হবে! (সখিগণের প্রতি) মা, এইবার তোমাদের নৈপুণ্য বুঝবো, দেখবো কন্যাকে কেমন সুসজ্জিত করো।

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

রাণী। দেখ্ মা, রাজা কবিতা লিখ্তে বলুন। তুই বিবাহের পর যা হয় করিস্। বিদ্যাই শেখো—আর যাই ক'রো—পুরুষকে কবিতা লেখা আমাদের পক্ষে বাচালতা! সে কি—তুই কাঁদ্ছিস কেন?

বিদ্যা। মা,--

রাণী। কি রে, কি হ'য়েছে বল্ না। চুপ ক'রে রইলি কেন? আয়, আমার ঘরে আয়।

[বিদ্যাবতীকে লইয়া প্রস্থান।

১মা সখী। দেখ্ছিস ভাই, ঢং দেখ্ছিস?

২য়া সখী। না ভাই, ঢং নয়, আমি কিছু বুঝ্তে পাচ্ছি নে।

১মা সখী। তুই আবার আর এক নেকী, বুঝ্তে পাচ্চেন না! আনন্দ-অশ্রু।

২য়া সখী। না ভাই, তা নয়।

১মা সখী। তবে কি, তোমার কথাটা শুনি?

২য়া সখী। ন্যাখ্ ভাই, সেই যে 'লক্কব্য' পাগ্লা এসেছিল, তার ঢোলের এক পিঠ ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই ছেঁড়া ঢোলটা যত্ন ক'রে নিয়ে এসেছে; নিয়ে শয্যা-গৃহে রেখেছে। দিনের বেলায় লুকিয়ে রাখে, রাত্রে সেই ঢোলটা সুসজ্জিত ক'রে, শয্যায় নিয়ে শোয়; আমি এক দিন দেখেছি।

১মা সখী। তোর এক কথা! সে রাজার মেয়ে, কি একদিন কি খেয়াল চেপেছিলো।

২য়া সখী। আচ্ছা, বিক্রমাদিত্যের ছবি, এমন ক'রে সুসজ্জিত ক'রে রাখ্লুম, সে দিক পানে পেছু ফিরে কি ভাব্তে লাগ্লো?

১মা সখী। তোরে তো বল্লুম, আমরা অন্তরালে ছিলেম, টের পেয়েছিল। হ্যাঁ রে, নারী হ'য়ে নারীর ছল জানিস নি? এখন চল, ভাল ক'রে রাজকন্যাকে সাজিয়ে দিইগে চল।

সখিগণের গীত।*

নারী হ'য়ে বুঝ্লি নি লো নারীর ছল।
শরমের মরম কথা গোপন কিসে রাখ্বে বল?
সঁপেছে জীবন যারে, অভিমান দিতে নারে,
নইলে কি মান রাখ্তে পারে, পুরুষ তো সই নয় সরল।
নারী কি ছল সাধে শেখে, ছল ক'রে মন বুঝে দেখে,
মনে মন রাখে ঢেকে, ছল বিনা নাই নারীর বল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অধ্যাপকের বাটী

অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নী।

অধ্যাপক-পত্নী। আমি বিবাহ-বাড়ী যাবার সময় ব'লে গেলেম, যে ছাত্রেরা নিমন্ত্রণে গেছে, আমিও বাড়ীতে থাক্বো না, তুইও যদি বেরিয়ে যাস্, ভাল ক'রে দোর-টোর বন্ধ ক'রে যাস। ছোঁড়া চুড়ো প'রে, ধড়া প'রে হামা টান্তে টান্তে এসে বল্লে, 'ননী দে।' আমি ভাব্লুম, আমি দিদিমা ব'লে বুঝি আমার সঙ্গে তামাসা কচ্ছে; বে'-বাড়ী চ'লে গেলেম। ভোরে ফিরে এসে দেখি, ছাত্রেরা সব ধ'রে রয়েছে, আর উন্মাদ পাগল, ধেই ধেই ক'রে নাচ্চে, আর ব'ল্ছে,—'লক্কব্য—লক্কব্য!'

অধ্যা। কোথায় গেল?

অধ্যা পত্নী। ঐ যে আস্ছে।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। রাধে—রাধে, তুমি কি বংশী-ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছ না? এখনো কেন মালা দিতে আস্‌ছো না?

অধ্যা। এই যে দেখ্‌ছি কবিরত্ন প্রেমের তুফান তুলেছেন, তোমার এতটা প্রেম উথ্‌লে উঠ্‌লো কিসে?

জগ। দাদা, প্রাণ গেল—প্রাণ গেল! রাজকন্যা—রাজকন্যা! ওরে বেটা লব্ধব্য—ওরে বেটা লব্ধব্য!

অধ্যা। ও আবাগীর পুত, রাজকন্যা—রাজকন্যা কি বল্‌ছিস?

পত্নী। হ্যাঁ গো, একবার বলে রাজার জামাই, একবার বলে 'লব্ধব্য'।

অধ্যা। আর দেখ্‌ছ কি! আরে বেল্লিক, কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ ধর্‌লো কেন?

জগ। আমায় বরমাল্য দিয়েছে। আবা—আবা ধবলি, তাক্‌তা থৈ থৈ! ঐ লব্ধব্য—ঐ লব্ধব্য!

অধ্যা। কি তোর গুষ্টির মাথা আমায় ভেঙ্গে বল্‌তে পারিস? একটু স্থির হ'না, কি হয়েছে বল্ না?

পত্নী। আহা ওকে আর মুখ ঝাম্‌টা কেন দিচ্ছ বল? বাছাকে বুঝি কে কি গুণগান করেছে!

অধ্যা। আর গুণগান কর্‌তে হয় না, ওঁরই গুণে থৈ পায় না। সে রাত্রে কি কোথাও গিয়েছিল?

পত্নী। বলেছিল তো যাবো।

জগ। দাদা, রাজকন্যা—রাজকন্যা! প্যারী—প্যারী, কোথায় গেলে—কোথায় গেলে? আমি যাব কি ক'রে, প্রহরীরা চোর ব'লে ধর্‌বে। লব্ধব্য—লব্ধব্য। কি হলো—কি হলো! রাধে—রাধে, দেখে যাও—আমি ধূলায় লোটাচ্ছি।

অধ্যা। কোন্ রাজকন্যা?

জগ। কেন এই রাজকন্যা! বরমাল্য—বরমাল্য, প্রণামী—প্রণামী, শিবের কাছে প্রতিশ্রুত—শিবের কাছে প্রতিশ্রুত। দাদা, আমার রাধা কোথায়, আমার প্যারী কোথায়, আমার চন্দ্রাবলী কোথায়, আমার ললিতা কোথায়? দেখ দেখ, লব্ধব্য—লব্ধব্য, আমায় বেঁধে ফেল্‌বে—সিন্দুকে পূরবে, আমি যাবো না, ধ'রে ফেল্‌বে।

পত্নী। হ্যাঁ গা, এ কি বাই?

অধ্যা। ঢেঁকী বাই! সে দিন রাজকন্যার নিকট ল'য়ে গিয়ে সর্ব্বনাশ করেছি, তাদের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে উন্মাদগ্রস্ত হয়েছে।

জগ। দাদা—দাদা, রাজার জামাই—রাজার জামাই, না না, লব্ধব্য—লব্ধব্য।

অধ্যা। হ্যাঁ রে 'লব্ধব্য' কি? রাজকন্যা তোর 'লব্ধব্য' কি? ছেঁড়া চেটায় শুয়ে, এ কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছিস? স্থির হ'না।

জগ। প্রাণ যে ধৈরজ মানে না গো!

অধ্যা। জগন্নাথ, একটু ধৈর্য্য ধরো আর কর্‌বে কি? এখন চল্লেম; রাজা ধূলো পায়েই যেতে আদেশ দিয়েছেন। রাজবৈদ্যকে আনি, যদি কিছু উপায় হয়।

জগ। যেয়ো না—যেয়ো না, বুক ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! রাজ-জামাতা—রাজ-জামাতা!

পত্নী। ভাই, তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ-জামাতা কেন বল্‌ছ? রাজা শুন্‌লে কি বল্‌বেন!

জগ। না না—লব্ধব্য—লব্ধব্য।

[জগন্নাথের প্রস্থান।

অধ্যা। কোথায় গেল—কোথায় গেল?

পত্নী। কোথাও যাবে না, চুপ ক'রে রান্নাঘরের এক কোণে গিয়ে ব'সে থাক্‌বে।

অধ্যা। যাক্, এখন রাজবাড়ী হ'তে আসি।

পত্নী। আমি মিষ্টি ক'রে জিজ্ঞাসা করি, 'কেন অমন কচ্ছিস?' তা বলে কি জানো—'দিদিমা, পাগ্‌লামি কচ্ছি সাধে! রাজকন্যাকে বে' কর্‌তে গিয়েছিলেম,—রাজা জান্‌তে পার্‌লে আমায় মেরে ফেল্‌বে।' একি বাই?

অধ্যা। কুসন্তান, ত্যাগ করাই উচিত ছিল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর

শূরধ্বজ।

শূর। রাজা বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর হবো! কি আনন্দ—কি আনন্দ!

(রাণীর প্রবেশ)

এই যে রাজ্ঞী, এসো—এসো! দেখ, আমার অত ধর্ম্মের

মহারাজ যে সন্তুষ্ট, সে কথা কি ব'লবো! নগরসজ্জা দেখে আনন্দ করেছেন, উদ্যানবাটী দেখে আনন্দ করেছেন, আর যখন গিয়ে বল্লেম, আমার কন্যা কবিতা প্রেরণ করবে, তখন আর আনন্দের পরিসীমা রইলো না! মহারাজ বলেন—

রাণী। স্থির হও,—কথা শোনো!

শূর। আর শোনাশুনি কি? কল্যই বিবাহের আয়োজন! আমি পণ্ডিত মহাশয়কে আস্তে বলেছি। তিনি কি কি মাঙ্গলিক কার্য্য করতে হয়, করুন্। আর দেখ—নগর যে সুসজ্জিত করবো, তা আমার মনেই আছে, মর্ত্ত্যে অলকা-ভুবন করবো, আর রাজদানে, রাজ্যে দরিদ্র রাখবো না।

রাণী। মহারাজ, সর্ব্বনাশ!

শূর। রেখে দাও সর্ব্বনাশ! ভাণ্ডার লুটিয়ে দেবো, কেবল তোমার আর আমার পরিধান-বস্ত্র রাখ্‌বো, আর সব দান কর্ব্বো। একি যে সে আনন্দের কথা!

রাণী। মহারাজ, শোনো।

শূর। শুনবো কি—শুন্‌বো কি? রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর।

রাণী। এ দিকে মহা বিপদ উপস্থিত!

শূর। কি—কি, বিপদ কি?

রাণী। মহারাজ, স্থির হও।

শূর। কি—কি, স্থির হবো কি? কি বিপদ বলো না?

রাণী। তোমার কন্যা বিবাহিতা।

শূর। রাজ্ঞী, আনন্দের সময় কি পরিহাস করো?

রাণী। মহারাজ, কন্যার সম্বন্ধে কি এরূপ পরিহাস করা যায়?

শূর। তবে কি—তবে কি বল্‌ছ?

রাণী। সত্যই বিবাহিতা।

শূর। অ্যাঁ—অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ!—বিক্রমাদিত্য বিবাহ করতে নগরে অতিথি। কন্যা কুলে কলঙ্ক দিয়ে গোপনে বিবাহ করেছে? কি হবে! উমানাথ কি বিষম সঙ্কটে ফেল্‌লেন! আমি সমাজে কি ক'রে মুখ দেখাবো! এর অগ্রে আমার মৃত্যু কেন হলো না? কি হলো—কি সর্ব্বনাশ! রাজগৃহে এরূপ কলঙ্কের কারণ কে? তার এখনই প্রাণবধ করবো, তার মৃতদেহের সহিত কুল-কলঙ্কিনী কন্যাকে দগ্ধ করবো। কি হলো—কি সর্ব্বনাশ হলো! রাজ্ঞি, সত্য বল্‌ছো, এখনো আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। সমস্ত ঘটনা বলো।

রাণী। মহারাজ, একজন পাগল "লক্কব্য" ব'লে ঘুরে বেড়াতো, তারই গলায় কন্যা মালা দিয়েছে।

শূর। একি! একি রহস্য—একি পরিহাস! এ অসম্ভব কথা কেন বল্‌ছ?

রাণী। মহারাজ, কোন পাষণ্ড ব্রাহ্মণের ছলে, কন্যা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'য়ে, শিব-মন্দিরে তারে বিবাহ করতে যায়। সে ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে সে স্থলে এক পাগল উপস্থিত ছিলো, তারই গলায় মালা প্রদান ক'রেছে।

শূর। সে ব্রাহ্মণ কে? সে পাগল কোথায়?

রাণী। সে পাগল নিরুদ্দেশ। তোমার নাম ক'রে, তার অনুসন্ধান করতে মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছি।

শূর। সে কপট ব্রাহ্মণ কে? বল—বল? কে সে ব্রাহ্মণ-কুলাধম দেখি।

রাণী। মহারাজ, শান্ত হোন, যেই হোক্—সে ব্রাহ্মণ।

শূর। হোক ব্রাহ্মণ, তার প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান ক'র্‌বো। বল—বল—সে কে?

(অধ্যাপকের প্রবেশ)

ঠাকুর, এসেছেন—আর কি দেখ্‌ছেন, সর্ব্বনাশ!

অধ্যা। মহারাজ, কি হয়েছে?

শূর। আর কি হবে,—আমার কুল গেল, মান গেল, রাজা বিক্রমাদিত্যের কোপে বা সর্ব্বস্ব যায়।

অধ্যা। কেন মহারাজ, সহসা এমন কি ঘটনা উপস্থিত হলো?

শূর। এই রাজ্ঞীর নিকট শুনুন, একটা পাগলের গলায় আমার কন্যা বর-মাল্য দিয়েছে।

অধ্যা। সে পাগল কোথায়?

শূর। নিরুদ্দেশ।

অধ্যা। (স্বগত) যা ভেবেছি তাই,। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, কোন বিশেষ রহস্য আছে।

শূর। আর রহস্য কি, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কোপে আমার সর্ব্বনাশ!

অধ্যা। সে চিন্তা করবেন না, ঘটনা যদি সত্য হয়, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ অবুঝ ন'ন, যে যুবতী কন্যার চপলতার নিমিত্ত আপনাকে দোষী করবেন। কি ঘটনা যদি আমার নিকট বর্ণনা করেন, প্রতিকারের মন্ত্রণা করা যায়।

শূর। এই শুনুন, রাণীর নিকট শুনুন, যাঁর সুলক্ষণা কন্যা, তাঁর নিকট শুনুন।

রাণী। কোন এক ব্রাহ্মণকুমার, আমার কন্যার নিকট প্রণামী গ্রহণচ্ছলে প্রতিশ্রুত ক'রে লন, যে শিব-মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে, আমার কন্যা তাঁর গলে বরমাল্য প্রদান করে।

অধ্যা। (স্বগত) দেখ—দেখ, ভেড়ের কাজ দেখ! (প্রকাশ্যে) তার পর মা—তার পর?

রাণী। তার পর শুন্‌লেম—অন্ধকার মন্দিরে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর পরিবর্ত্তে 'লব্ধব্য' নামে একজন উন্মাদ সেথায় ছিল, ভ্রমবশতঃ বিম্বাবতী তাঁরই গলে বরমাল্য প্রদান করে। মালা দেবার পরই সে 'লব্ধব্য' পলায়ন করেছে।

অধ্যা। (স্বগত) ঐ আবাগের ব্যাটাই লব্ধব্য সেজেছিল। ভাব্‌লে যদি—কন্যা রাজার নিকট প্রকাশ করে, দণ্ড পাবে, কে না কে 'লব্ধব্য'—তার তত্ত্ব হবে না। ঠিক ঠাউরেছি, ঐ অকালকুষ্মাণ্ডই বটে।

শূর। আর কি ভাব্‌ছেন? ভেবে কি কূল-কিনারা আছে?

অধ্যা। সে লব্ধব্য কোথায়?

রাণী। তার আর উদ্দেশ নাই।

অধ্যা। বিশেষ তত্ত্ব লওয়া হয়েছে কি?

রাণী। কন্যা—গোপনে বিস্তর অর্থ পুরস্কার দিয়ে, লোক দ্বারা অনেক অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু পায় নাই। মন্ত্রীও অনুসন্ধান কচ্ছে।

শূর। আর কি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? রাজচক্রবর্ত্তীর কোপে আমারই সমূলে বিনাশ।

অধ্যা। মহারাজ, রাজা বিক্রমাদিত্য রাজচক্রবর্ত্তী সত্য, কিন্তু যদি সে 'লব্ধব্য' ব্রাহ্মণ হয়, আর তাঁকে যদি আপনার কন্যা বরমাল্য প্রদান ক'রে থাকেন, তাতে আপনার কুল-গৌরব ব্যতীত কলঙ্ক নাই।

শূর। ব্রাহ্মণ কোথায়?—পাগল—পাগল!

অধ্যা। মহারাজ, বিশেষ তত্ত্ব তো কিছু অবগত হওয়া যায় নাই। রাজকন্যা দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে, হয় তো কোন ব্যক্তি পাগলের ভাণ ক'রে বরমাল্য গ্রহণ করেছিল, এক্ষণে রাজভয়ে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ ক'রে গোপনে অবস্থান কচ্ছে।

রাণী। শুন্‌লেম, সে একজন ঢুলী।

শূর। ওরে কি সর্ব্বনাশ হ'লো—কি সর্ব্বনাশ হ'লো! ঢুলীর গলায় বরমাল্য দিলে! ঢুলী জামাই, মুচী বেয়াই, ম্যাথ্‌রাণী বেয়ান! এত দুর্গতি আমার অদৃষ্টে ছিল!

অধ্যা। মহারাজ, স্থির হোন। রাজ্ঞী, বিনা কারণে এ সব তত্ত্ব লই নাই। এ পাগল ব্রাহ্মণকুমার হওয়াই সম্ভব।

শূর। সে কিরূপ? সে লব্ধব্যকে কি আপনি জানেন? সে কি ব্রাহ্মণ?

অধ্যা। মহারাজের নিকট সবিশেষ বল্‌তে পারলেম না, সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণ।

শূর। তিনি না হয় ব্রাহ্মণ হ'লেন,—এখন বিক্রমাদিত্যের কোপে কি ক'রে নিস্তার পাই? তিনি বিবাহের লগ্ন স্থির করতে বল্‌ছেন।

অধ্যা। আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হ'য়ে যেরূপ কর্ত্তব্য, করবো। মহারাজও তাঁর নিকট গমন করতে প্রস্তুত হোন। আমি বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন করেছি সংবাদ পেলে, মহারাজ গিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবেন। কন্যাকে সঙ্গে ল'য়ে যাবেন। কোন চিন্তা নাই, —আমি ব্রাহ্মণ, আশ্বাস দিচ্ছি।

শূর। সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো! মহানন্দে—নিরানন্দ! অমৃতে—হলাহল!

অধ্যা। মহারাজ, এরূপ উদ্বিগ্ন হ'লে কোন ফলই হবে না, স্থির হোন। যদি ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সত্যই বিবাহ হ'য়ে থাকে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এরূপ নীচচেতা নন যে, আপনার কোন অনিষ্ট করবেন। (স্বগত) আমার মাথাতেই কলঙ্কের বোঝা উঠ্‌লো, আর দুখিনী রাজকুমারীরই দুর্ভাগ্য! আহা! অবলার যে সর্ব্বনাশ হ'ল। নইলে রাজদণ্ডে এই ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ককে দণ্ডিত করতেম। যাই, স্বরূপ অবস্থা অবগত হ'য়ে, বিক্রমাদিত্যকে আবেদন

করি, স্বয়ং পাষণ্ডকে ল'য়ে তথায় উপস্থিত হই। বিক্রমাদিত্যের দ্বারা কদাচ অন্যায় বিচার হবে না।

রাণী। প্রভু, কি হবে?

অধ্যা। মা, স্থির হও। মহারাজ, চিন্তার কোন কারণ নাই।

[অধ্যাপকের প্রস্থান।

শূর। ভট্টাচার্য্য বল্লেন, চিন্তার কোনও কারণ নাই। চিন্তার সাগর—কোন দিকে কূল নাই!

রাণী। মহারাজ, আপনার শ্রীমুখেই শুনেছি, অদৃষ্ট লঙ্ঘন হয় না। যা অদৃষ্টে ছিল হ'য়েছে, তবে কেন এরূপ চঞ্চল হচ্ছেন? শান্ত হোন।

শূর। আমার অদৃষ্টে এরূপ হ'বে, আমি এ স্বপ্নেও জানি নে। রাজ্ঞী, কত সাধ করেছি, বড় আশায় নিরাশ হলেম! ভেবেছিলেম, ভারতবর্ষে সর্ব্ব-প্রধান করপ্রদ রাজা হবো, ভেবেছিলেম, বিম্বাবতী বিক্রমাদিত্যের মহিষী হবে, ভেবেছিলেম, গৌরবের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ কর্‌বো, সবই বিফল! এখন রাজ-কোপে নিস্তার কিরূপে পাবো, তার উপায় দেখি না।

রাণী। অধ্যাপক অবশ্যই কিছু স্থির করেছেন।

শূর। স্থির করেছেন আমার মাথা আর মুণ্ডু! ওঃ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কি সামান্য অপমান হবে! সে অপরাধ কি মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাণী। যা হবার হ'বে, অধ্যাপক যেরূপ বল্লেন, ক'রো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান-বাটী

বিক্রমাদিত্য ও মন্ত্রী।

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকন্যা কিরূপ সতী পরীক্ষা কর্‌বো। 'লব্ধব্য' জ্ঞানে আমায় বরমাল্য দিয়েছে। সে কথা গোপন রেখে যদি আমায় বিবাহ কর্‌তে চায়, অবশ্য রাজ-অন্তঃপুরে গ্রহণ কর্‌তে আমি বাধ্য, কিন্তু তিনি বিশুদ্ধচিত্ত নন, এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, অধ্যাপকের দৌহিত্রকে কেন পরীক্ষা ক'র্‌বেন?

বিক্রম। অধ্যাপকের আবেদন-পত্রে প্রকাশ হচ্ছে, যে অধ্যাপকের সম্পূর্ণ ধারণা—তার দৌহিত্রকেই রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান করেছেন। তাঁরও সে সন্দেহ দূর হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কুলোকেরা বল্‌তে পারে যে, কন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমি অধ্যাপকের দৌহিত্র-পত্নীকে গ্রহণ করেছি। সে বর্ব্বর এখন কি ব'লে শোনা যাক্‌।

মন্ত্রী। ঐ আস্‌ছে।

বিক্রম। তুমি পরীক্ষা করো।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

(অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ)

অধ্যা। মহারাজ কোথায়?

মন্ত্রী। তিনি এখনই আস্‌বেন।

অধ্যা। রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়েছেন?

মন্ত্রী। হ্যাঁ, আপনার আবেদন-পত্র রাজার নিকট পাঠ করেছি। আবেদন-পত্রে ব্যক্ত, আপনি প্রবাস হ'তে গৃহে প্রত্যাগমন ক'রে আপনার দৌহিত্রকে উন্মাদ অবস্থায় দেখ্‌লেন। এখন যে উন্মত্ত নয়, তার প্রমাণ?

অধ্যা। সে কথাও আবেদনে প্রকাশ করেছি, ভয়ে উন্মত্ততার ভাণ করেছিল। যদি কথা স্বরূপ না হতো, লোক-সমাজে কলঙ্ক-ভার গ্রহণ ক'রে, এ সমস্ত মহারাজের নিকট প্রকাশ কর্‌তেম না।

মন্ত্রী। আপনার কলঙ্ক কিসের?

অধ্যা। কলঙ্ক নয়? আমি প্রবাসে যাবার দিন দৌহিত্রকে রাজকন্যার নিকট ল'য়ে যাই। প্রবাস থেকে এসে আমিই প্রকাশ কচ্ছি যে, কৌশলে আমার দৌহিত্র রাজকন্যা বিম্বাবতীর মাল্য গ্রহণ করেছে। লোকে সহজেই সন্দেহ কর্‌তে পারে, এ সমস্তই এই বৃদ্ধ লোভী অধ্যাপকের মন্ত্রণা। কিন্তু আমার কলঙ্ক হোক, উপায় নাই। আমি এ সমস্ত প্রকাশ না কর্‌লে মহারাজ বিক্রমাদিত্য আমাদের রাজার উপর কুপিত হবেন, আমার ছাত্রীর কুলটা অপবাদ হবে, রাজকুলে কলঙ্ক থাক্‌বে, তাই ভাব্‌লেম, কলঙ্ক-পশরা আমিই মস্তকে ধারণ কর্‌বো। মন্ত্রী ম'শায়, শাস্ত্র

কখনো মিথ্যা নয়,—কুসন্তানকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য। এই পাষণ্ড দৌহিত্রকে বর্জ্জন না ক'রে এইরূপ জনসমাজে অপদস্থ হ'লেম।

মন্ত্রী। ভাল, এখন কিরূপে বুঝবো যে—উন্মাদ নয়?

অধ্যা। এই ক্ষণেই আপনার উপলব্ধি হবে যে—উন্মাদ নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। (জগন্নাথের প্রতি) স্থাখ্, কোন ভয় নাই, রাজার নিকট স্বরূপ বৃত্তান্ত বলিস্। মহারাজ অতি ধার্ম্মিক। যদি তোর কথা সত্য হয়, রাজকন্যার প্রতি কৃপা ক'রে, তোকে মার্জ্জনা ক'রবেন, আর রাজকন্যাকেও পাবি, কিন্তু মিথ্যা বল্লে রাজকোপে দণ্ডিত হবি।

জগ। না—না, তুমি রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করো, সে আমায় বরমাল্য দিতে চেয়েছিল।

মন্ত্রী। তিনি বরমাল্য দিতে চেয়েছিলেন,—তুমি মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে বরমাল্য গ্রহণ করেছিলে কি?

জগ। হাঁ্যা—না—হাঁ্যা—হাঁ্যা—

অধ্যা। ভয় কি, স্বরূপ বল। ঘটনাটা কি জানেন মন্ত্রীম'শায়, এ মূর্খ ভয়ে পাগল-বেশে তথায় উপস্থিত হয়েছিল। মাল্য প্রদানের পর আরও ভয় হলো, তাই পলায়ন করেছিল।

মন্ত্রী। এরূপ কি ম'শায়ের নিকট ব্যক্ত করেছে?

অধ্যা। ও মূর্খ, ও কি সমস্ত গুছিয়ে বল্‌তে পারে? আমি অনুমান ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, ও সমস্ত কথাতে সায় দিয়েছে।

জগ। হাঁ্যা—হাঁ্যা, আমি বোকা বামুন, সব বল্‌তে পারি নাই।

(বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ)

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক্!

জগ। (স্বগত) ও বাবা, এ সেই লক্কব্যের মত।

বিক্রম। আচ্ছা, এখন তুমি বল, কি হয়েছিল?

অধ্যা। মহারাজ, আমি নিবেদন কচ্ছি।

বিক্রম। না, ওঁর নিকট না শুন্‌লে সুবিচার হবে না, আপনি ক্ষান্ত হোন।

অধ্যা। বল্ না রে বল্ না। (স্বগত) কি বল্‌বো, তোরে দণ্ড দিলে যে রাজকুমারীর কষ্ট হবে, নচেৎ এই-ক্ষণেই তোরে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তেম। (প্রকাশ্যে) বল্—তোর গলায় মালা দিলে, তারপর কি কর্‌লে?

জগ। অ্যাঁ—অ্যাঁ, কখন?

বিক্রম। তুমি ভয়ে ছুটে পালালে?

জগ। হাঁ্যা—হাঁ্যা, মহারাজ, হ্যাঁ—হ্যাঁ।

বিক্রম। তারপর কি হলো, তারপর কোথায় গেলে?

জগ। বাড়ীতে গিয়ে শুলুম।

বিক্রম। সত্য?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমি তত্ত্ব লয়েছি, একটা সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে ছিলেন।

বিক্রম। এই তো মিথ্যা বল্‌ছ? সিন্দুকের ভেতর লুকিয়েছিলে, আর বল্‌ছ বাড়ীতে এসে শয়ন করেছ।

জগ। সিন্দুকের ভিতরে এসে শয়ন করেছিলুম।

মন্ত্রী। শুন্‌লুম, সে সিন্দুক কুলুপ-আবদ্ধ ছিল। কে বন্ধ করেছিল?

জগ। আমি করেছিলুম—আমি করেছিলুম।

বিক্রম। দেখুন ব্রাহ্মণ, কি রূপ মিথ্যাবাদী। বল্‌ছে, সিন্দুকের ভেতর শয়ন ক'রে, নিজেই কুলুপ বন্ধ করেছে।

অধ্যা। মহারাজ, রাজদর্শনে ওর মস্তিষ্ক বিকল হ'য়ে যাচ্ছে।

বিক্রম। না, ও মিথ্যা বল্‌ছে, স্বরূপ বৃত্তান্ত এখনই শুনবেন। (উচ্চকণ্ঠে) 'লক্কব্য'! 'লক্কব্য' তোমায় আবদ্ধ করেছিল।

জগ। ও বাবারে—সেই 'লক্কব্য' রে!

বিক্রম। স্বরূপ যদি না বলো, তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ড আদেশ হবে। আর সত্য বলো, মার্জ্জনা কর্‌বো।

জগ। হাঁ্যা—হ্যাঁ মহারাজ! আমি বে' কর্‌তে যাবার জন্যে সাজ্‌চি-গুজ্‌চি, লক্কব্য সিন্দুক কাঁধে ক'রে এলো, বল্লে, সিন্দুকে ক'রে রাজকন্যা যেতে বলেছে। আমায় চূড়ো পরিয়ে, ধড়া পরিয়ে সিন্দুকে সাঁদ করালে, তারপর কুলুপ দিয়ে হেঁসেল ঘরে রেখে পালালো।

বিক্রম। তুমি কিরূপে মুক্ত হ'লে?

জগ। তারপর খানিক রাত্রে এসে সিন্দুক খুলে দিলে, আমি বেরিয়ে এলুম, বল্লে, "আমি ভূত—আমি ভূত" তারপর সিন্দুকটা নিয়ে পালালো।

অধ্যা। মহারাজ, অতি ভীরু, তাই বাল্যাবধি হীন মস্তিষ্ক; রাজসমীপে ভয়ে কি আবল-তাবল ব'ক্‌ছে।

বিক্রম। না ব্রাহ্মণ, এইবার স্বরূপ বল্‌ছে। সমস্ত প্রমাণ এখনি পাবেন। মন্ত্রী, এঁদের দু'জনকে অপর স্থানে ল'য়ে গিয়ে অধ্যাপকের পরিচর্য্যায় লোক নিযুক্ত করো।

মন্ত্রী। আসুন ঠাকুর।

অধ্যা। মহারাজ, যেন সুবিচার হয়। আমাদের রাজার কোন দোষ নাই। যদি মহারাজের বিচারে কুলাঙ্গার রাজকন্যার স্বামী না হয়, এর পাপের সমুচিত দণ্ড দেবেন, ব্রাহ্মণ ব'লে মার্জ্জনা করবেন না।

বিক্রম। চিন্তা দূর করুন, কখনই অবিচার হবে না।

[মন্ত্রী, অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রস্থান।

(প্রহরীবেশে রাজ-অমাত্যের প্রবেশ)

অমাত্য। মহারাজ, রাজা শূরধ্বজ রাজ-দর্শনে আগত।

বিক্রম। সত্বর সমাদরের সহিত ল'য়ে এসো। (স্বগত) এইবার আর এক অভিনয়।

[অমাত্যের প্রস্থান।

(শূরধ্বজের প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়! আসন গ্রহণ করুন।

শূর। রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, আমি অপরাধী, আপনার সম্মুখে আসন গ্রহণের উপযুক্ত নই?

বিক্রম। সেকি কথা বল্‌ছেন—সে কি কথা বল্‌ছেন—বিবাহের দিন স্থির কি হয়েছে?

শূর। মহারাজ, অধ্যাপক কি আপনার নিকট আসেন নাই?

বিক্রম। এসেছিলেন,—তিনি এক ভণ্ড বর্ব্বর দৌহিত্রের সহিত সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

শূর। তবে কি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হন নাই?

বিক্রম। কি বৃত্তান্ত আজ্ঞা করুন।

শূর। আমার কন্যা বিবাহিতা।

বিক্রম। সে কি! আমার সহিত প্রতারণা?

শূর। আমি অপরাধী, কিন্তু আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়।

বিক্রম। তবে কিরূপ?

শূর। আমার কন্যাকে ল'য়ে এসেছি, তার নিকট শ্রবণ করুন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজা কি বলছেন শুনছো? আমার নিকট ঘটক প্রেরণ ক'রে, এখন বলছেন তাঁর কন্যা বিবাহিতা!

মন্ত্রী। সে কি মহারাজ?

শূর। আমার কন্যা উপস্থিত আছেন—শুনুন!

বিক্রম। তিনি কি সভায় আস্‌তে প্রস্তুত?

শূর। হাঁ মহারাজ, আমি নিয়ে আস্‌ছি।

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

বিক্রম। মন্ত্রী, রাজকুমারী সতী, নচেৎ অলক্ষিতে মালা দেবার কথা প্রকাশ করতেন না। আরও একটু দেখা যাক্। পরীক্ষা করা যাক্, উপস্থিত প্রলোভন কিরূপ পরিত্যাগ করেন!

(বিম্বাবতীকে লইয়া শূরধ্বজের পুনঃ প্রবেশ)

মহারাজ, আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী! বোধ হয়, আমায় এর উপযুক্ত বিবেচনা না ক'রে, এরূপ কৌশল কচ্ছেন।

শূর। মহারাজ, আপনি ন্যায়বান, ধার্ম্মিক, রাজচক্রবর্ত্তী, সমস্ত সদ্‌গুণ-বিভূষিত, আমায় বাতুল কেন কল্পনা কচ্ছেন? মহারাজকে পরিত্যাগ ক'রে অপর পাত্রে অর্পণ করবো, কদাচ কি এরূপ সম্ভব!

বিক্রম। তবে কি? মন্ত্রী, এঁদের জিজ্ঞাসা করো।

মন্ত্রী। আপনি কি বিবাহিতা?

বিম্বা। হাঁ।

বিক্রম। মন্ত্রী, জিজ্ঞাসা করো, কোন্ ভাগ্যবানকে বরণ করেছেন?

বিম্বা। মহারাজ, একজন অভাগা। কিন্তু তিনিই আমার প্রাণেশ্বর।

বিক্রম। তিনি কোথায়?

বিম্বা। মালা অর্পণের পর তিনি কোথায় চ'লে গেছেন, আর তাঁর উদ্দেশ নেই।

বিক্রম। তাঁর নাম কি?

বিম্বা। মহারাজ, তা জানি নি। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা

ক'র্‌লে বল্‌তেন, 'লক্ষব্য',—আবাস জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলতেন, 'লক্ষব্য',—তাঁর সকল কথাতেই 'লক্ষব্য'।

বিক্রম। তবে তাঁকে কোথায় পেলেন ?

বিম্বা। মহারাজ, উমানাথের মন্দিরে পূজা কর্‌তে গিয়েছিলেম, সেইখানে তাঁর দর্শন পাই।

বিক্রম। উমানাথের মন্দিরে কেন গিয়েছিলেন ?

বিম্বা। সে দিন শুভদিন, শুনেছিলেম, সে দিন পূজা কর্‌লে, বাবার কৃপায় মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

বিক্রম। কি কামনা করেছিলেন ? নীরব কি নিমিত্ত ? বোধ হয় কোন বাঞ্ছিত পাত্রের কামনা করেছিলেন ?

মন্ত্রী। প্রকাশ করুন, নচেৎ স্বরূপ অবস্থা কিরূপে প্রতীয়মান হবে ?

শূর। বল মা—বল, রাজচক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, আমি তোমার পিতা, আমার আজ্ঞা; স্বরূপ বলো, লজ্জা নাই।

বিম্বা। বাচালতা মার্জ্জনা হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের কামনা করেছিলেম।

বিক্রম। ওঃ! সেইখানেই কি অধ্যাপকের দৌহিত্রকে বিবাহ করবেন প্রতিশ্রুত হন ?

বিম্বা। হ্যাঁ মহারাজ।

বিক্রম। তার পর ?

বিম্বা। অর্দ্ধরাত্রে প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য বরমাল্য ল'য়ে উপস্থিত হই। তথায় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, অন্ধকারে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে 'লক্ষব্যের' গলায় মালা প্রদান করি।

বিক্রম। ওঃ—এ বিবাহ বিবাহই নয়। যখন আপনি শিবমন্দিরে আমার কামনা করেছিলেন, তখন আপনি আমারই পত্নী।

বিম্বা। মহারাজ, কিরূপ আজ্ঞা কচ্ছেন ? আপনি কি দ্বিচারিণীকে গ্রহণ করবেন ?

বিক্রম। আপনি নারী-রত্ন, দ্বিচারিণী কি!

বিম্বা। মহারাজ, ক্ষমা করুন। আপনি রাজচক্রবর্ত্তী, আর্য্য-কুলোদ্ভব মহাত্মা,—আর্য্যনারীর রীতিনীতি মহারাজের অগোচর নয়। আমি কায়মনোবাক্যে সেই 'লক্ষব্যের' পত্নী। আপনার পত্নী হ'বার নিমিত্ত ভারতে শত শত রমণী আমার ন্যায় শিব-পূজা কচ্ছে, কিন্তু মহারাজ, আমার স্বামী 'লক্ষব্য'—দেবদেব মহাদেব নির্দ্দিষ্ট করেছেন, নচেৎ তাঁর সম্মুখে 'লক্ষব্য'কে বরমাল্য প্রদান কর্‌তেম না। আমি আর্য্য-মহিলা, স্বামীর পদাশ্রিতা। স্বামীই আমার সর্ব্বস্ব, সতীত্ব আমার ভূষণ, পতিসেবা আমার কার্য্য। আমি পতির ক্রীতদাসী, আমি স্বাধীনা নই,—মহারাজকে গ্রহণ কিরূপে করবো ?

বিক্রম। আমি রাজা, আমি বল্‌ছি, আমায় গ্রহণে তোমার কোন দোষ হবে না।

বিম্বা। মহারাজ রাজা সত্য, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য নারীর নিকট। 'লক্ষব্য' আমার পতি, অপর পতিকে বরণ ক'র্‌তে জীবন থাক্‌তে পার্‌বো না। পিতা অজ্ঞাতে মহারাজকে আবাহন ক'রে এনেছেন। পিতাকে মহারাজ অপরাধী করবেন, সেই নিমিত্তই এই লজ্জা-সূচক বিবরণ মহারাজের নিকট ব্যক্ত কর্‌লেম।

বিক্রম। মহারাজ, আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন, আমি গ্রহণ কর্‌বো।

শূর। মহারাজ, পিতা হ'য়ে, আপনার আশ্রিত রাজা হ'য়ে, কিরূপে এই অধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হবো ?

বিক্রম। উঃ এত অপমান! কিরূপে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন কর্‌বো! মন্ত্রী, যেথায় পাও, সেই 'লক্ষব্যের' অনুসন্ধান করো, যদি পাওয়া যায়, এই কন্যার সম্মুখে তার প্রাণবধ ক'রো, এই আমার আজ্ঞা। আমি চল্লেম, রাজাকে বোঝাও, আমার বড় অপমান হবে।

[বিক্রমাদিত্যের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহারাজ, কেন অমত কচ্ছেন ? সে বিবাহ বিবাহই নয়, আপনি মহারাজকেই কন্যা সম্প্রদান করুন। পুরাণে শুন্‌তে পাই, গান্ধারী দেবীকে ছাগের সহিত বিবাহ দিয়ে, গান্ধার-রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছিলেন, তাতে শাস্ত্রে কোন দোষ হয় নাই।

শূর। মন্ত্রীবর, বিক্রমাদিত্য রাজার ক্রোধের আশঙ্কায়ও এ কার্য্য আমার দ্বারা হবে না।

বিম্বা। মন্ত্রী মহাশয়, রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতাপশালী, কিন্তু আমার তনু ত্যাগ নিবারণ কর্‌তে পার্‌বেন না। আমার সম্মতি ব্যতীত, কখনই বিবাহ হবে না।

নেপথ্যে। লক্ষব্য ধরা পড়েছে—লক্ষব্য ধরা পড়েছে।

(একদিকে 'প্রহরী'-বেশধারী দুইজন অমাত্যের সহিত 'লক্কব্য'-বেশধারী বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ও অন্য দিকে অধ্যাপক ও জগন্নাথের প্রবেশ)

বিম্বা। (বিক্রমাদিত্যের প্রতি) এই আমার প্রাণেশ্বর !

বিক্রম। লক্কব্য—লক্কব্য !

জগ। ও দাদা গেলুম—ও দাদা গেলুম, এই ব্যাটা 'লক্কব্য', আমায় আবার সিন্দুকে পুর্‌বে !

বিক্রম। লক্কব্য—লক্কব্য।

মন্ত্রী। (বিম্বাবতীর প্রতি) আপনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পরিবর্ত্তে এই নীচ ব্যক্তিকে গ্রহণ করবেন ?

বিম্বা। মন্ত্রীবর, নীচ বল্‌বেন না, ইনিই আমার ইষ্টদেবতা।

মন্ত্রী। যদি না এর পরিবর্ত্তে বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করেন, রাজ-দণ্ডে এর প্রাণদণ্ড হবে।

বিম্বা। রাজা যদি অন্যায় করেন, আর্য্যমহিলা কদাচ ধর্ম্ম বিসর্জ্জন ক'র্‌বে না। রাজার উপুর অধিকার নাই। যদি বিনা অপরাধে এঁর প্রাণদণ্ড হয়, আমি সহগমন ক'র্‌বো।

বিক্রম। লক্কব্য—লক্কব্য, আমি মর্‌তে পার্‌বো না গো! তুমি যে বর চেয়েছিলে—বিক্রমাদিত্য পতি হোক্, মহাদেব আশীর্ব্বাদ ক'রে মাথা থেকে ফুল দিয়েছিলেন। সেই যে আমি 'তথাস্তু' বল্লুম।

শূর। হে উমানাথ, আমার অদৃষ্টে এই ছিল, বর দিয়ে বিমুখ হ'লে !

অধ্যা। মহারাজ, স্থির হোন্, উমানাথের বর বিফল নয়। মন্ত্রী মহাশয়, এ লক্কব্যের পরিচয় আমি পেয়েছি।

বিক্রম। ওগো, তুমি বিক্রমাদিত্যকে বিবাহ করো না ?

বিম্বা। স্বামী, ইষ্টদেব, কিরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন ? প্রভু, জীবনে-মরণে আমি আপনার আশ্রিতা, আমায় কেন পায়ে ঠেল্‌ছেন ? আমি যে শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করেছি !

মন্ত্রী। ভণ্ড, তুই যাদুকর ; তুই এই রাজকন্যাকে যাদু করেছিস্, এই ব্রাহ্মণ-কুমারকে যাদু করেছিস্, রাজকুলে কলঙ্ক দিয়েছিস্।

জগ। হ্যাঁ মন্ত্রী ম'শায়—হ্যাঁ মন্ত্রী ম'শায়, বেটা বড় পাজী !

অধ্যা। চুপ বর্ব্বর।

মন্ত্রী। শোন্ দুরাচার, তোর এখনই প্রাণদণ্ড হবে। যদি জীবনের আশা করিস্, রাজকুমারীকে যাদু-মুক্ত কর। তোর যাদু-প্রভাবে ইনি বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ ক'রে, তোরে গ্রহণ কচ্ছেন।

বিক্রম। হ্যাঁ গা, তুমি বিক্রমাদিত্যকে চাও না ?

বিম্বা। কেন এরূপ দুর্নীত বাণী বল্‌ছেন! আপনি যে হোন, আপনার কথায় বুঝেছি, আপনি শিবভক্ত। হ'তে পারেন—আপনি পাগল, কিন্তু পাগল ভোলার পাগল! পাগল ভোলা তাঁর পদাশ্রিত গৌরীকে পদে স্থান দিয়েছেন, আপনি কেন আমার প্রতি কঠোর বাণী বল্‌ছেন ? স্বামী হ'য়ে যদি এরূপ আজ্ঞা করেন, দেবদেব মহাদেবের অমর্য্যাদা হবে, শিবরাণীর অমর্য্যাদা হবে, সতীর অমর্য্যাদা হবে, আমায় পায়ে রাখুন।

বিক্রম। কেন গো তুমি বিক্রমাদিত্যকে ত্যাগ কচ্ছ ?

বিম্বা। বার বার কেন এমন নিষ্ঠুর বাক্য বল্‌ছেন, বার বার কেন হৃদয়ে শেলাঘাত কচ্ছেন, বার বার কেন নিজ পত্নীকে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিচ্ছেন! আপনি আমায় ত্যাগ করেন করুন, কিন্তু আপনি আমার ত্যাজ্য নন্, জীবনে-মরণে ত্যজ্য নন্, আমার ইষ্টদেবতা! আমি ইষ্টদেবতার ধ্যানে, ইষ্টদেবতার পদ স্মরণ ক'রে, ছার দেহ বিসর্জ্জন দেবো, কদাচ কলঙ্কিত হবো না।

মন্ত্রী। দুরাচার, এ সমস্তই তোর যাদু-প্রভাব ;—এখনি রাজকন্যাকে যাদু-মুক্ত কর।

বিক্রম। আমি কি কর্‌বো ? এ যে বিক্রমাদিত্যকে চায় না। কেমন গা, না ?

মন্ত্রী। এখনও ছলনা ! (অসি নিষ্কাসন)

বিম্বা। মন্ত্রী মহাশয়—মন্ত্রী মহাশয়, অগ্রে আমার শিরশ্ছেদ করুন।

মন্ত্রী। কুমারী, আপনি কি ভ্রমে পতিত ? রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যকে পরিত্যাগ কচ্ছেন! ভারতের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ কচ্ছেন! ভাল তাই যেন কর্‌লেন, সম্মুখে স্বামীর প্রাণবধ, সতী হ'য়ে কিরূপে দেখ্‌ছেন ?

বিম্বা। মহাশয়, সতী-রাণী মা জানকী আমার আদর্শ।

স্বর্ণলঙ্কা রাবণের ঐশ্বর্য্য প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নাগপাশে আবদ্ধ রামচন্দ্রকে দেখে সতীত্ব বিস্মৃত হন নাই। অন্যায় করেন, আমি অবলা, আমার উপায় নাই, কিন্তু পতির অনুসরণ করা আমার সাধ্য। সতীর কর্ত্তব্য সতী জানে, সে কর্ত্তব্যের উপদেশ আপনি দেবেন না। আমার নিকট বিক্রমাদিত্যের রাজমুকুট তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, ভারতবর্ষ তুচ্ছ! যে চরণ সর্ব্বস্ব করেছি, সেই আমার সর্ব্বস্ব! মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে আমি তৃণ জ্ঞান করি।

বিক্রম। (বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া) তবে মহারাজ শূরধ্বজ, আমার অপরাধ নেই, আপনার কন্যা আমায় গ্রহণ কর্‌বেন না, আমি উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করি।

সকলে। জয় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের জয়!

বিম্বা। (স্বগত) বাবা উমানাথ, তোমার বিচিত্র লীলা!

বিক্রম। (বিম্বাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রাণেশ্বরী, শিব-বর বিফল নয়। তোমার সতীত্ব-প্রভাবে, আমি মৃত ব্রাহ্মণকুমারকে সঞ্জীবিত করেছি। বিধাতা-দত্ত 'লব্ধব্য' শ্লোক বিস্মৃত হ'য়ে, সেই শ্লোক পূরণ আশায় দেশে-দেশে ভ্রমণ কর্‌তেম। সে শ্লোক তোমা দ্বারা পূরণ হয়েছে! আদ্যোপান্ত বিবরণ তোমার নিকট বল্‌বো। জেনো, ব্রাহ্মণের নিকট তুমি আমায় ঋণে মুক্ত করেছ, জেনো সেই ঋণে আমি তোমার নিকট ঋণী! 'লব্ধব্য' রূপে তোমার নিকট থাক্‌বো প্রতিজ্ঞা করেছিলেম্, সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রবো, জীবন থাক্‌তে বিচ্ছেদ হবে না। মুখ তুলে চাও, 'লব্ধব্যের' মুখের পানে চাইতে দোষ নাই।

শূর। আমার কি ভাগ্য—কি ভাগ্য! রাজরাজেশ্বর বিক্রমাদিত্য আমার জামাতা। ওরে কে আছিস্, নগরে উৎসব ক'রতে বল। ভাণ্ডার শূন্য ক'রবো, নগরে দরিদ্র রাখ্‌বো না! হুলু-ধ্বনি দে, শঙ্খধ্বনি কর! রাজ্ঞী—রাজ্ঞী, বিক্রমাদিত্য জামাতা—বিক্রমাদিত্য জামাতা!

[শূরধ্বজের প্রস্থান।

(গঙ্গাধর, গঙ্গাধর-পত্নী, বিষ্ণুপদ ও সুমতির প্রবেশ)

গঙ্গা। মহারাজ, আমরা পুত্র-পুত্রবধূকে ল'য়ে দম্পতী-মিলন দেখ্‌তে এসেছি। মহারাজ জানেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজরাজেশ্বর, ব্রাহ্মণের অকপট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। (বিম্বাবতীর প্রতি) মা রাজরাণী, তুমি শক্তিরূপিনী—রাজশক্তি—তোমার শক্তিপ্রভাবে প্রজাপুঞ্জ পালিত হ'য়ে যেন প্রতি গৃহ আনন্দপূর্ণ হয়, যেন আর্য্যরাজ-যশোজ্যোতি শরচ্চন্দ্রের ভাতির ন্যায় ভুবনে বিভাসিত হয়।

গঙ্গা-পত্নী। মা রাজরাণী, পতির আদরিণী হও, পতিভক্তি তোমার হৃদয়ে চির বিরাজিত থাকুক;—এর অধিক আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।

বিষ্ণু। মহারাজ, মা রাজলক্ষ্মী, তোমরা এই ব্রাহ্মণের জীবন দান করেছ, এ জীবন রাজকল্যাণে চির সমর্পিত। ব্রহ্মণ্যদেব আমার সহায় হ'য়ে, তোমাদের চিরকল্যাণ সাধন করুন্!

সুমতি। মহারাজ, আমার এই সিন্দুরের কৌটা এনেছি। তোমাদের মহিমায় মৃত পতি ফিরে পেয়েছি। আমার ললাটের সিন্দুর যেমন উজ্জ্বল করেছ, মার কপালে এই সিন্দুর পরাও, দাক্ষায়ণী সতী-রাণীর কৃপায়, যেন এই সিন্দুর উষার ন্যায়, মার ললাটে দীপ্তিমান হয়। মা জান না, আমার কুমতিতে অঙ্কিত ব্যাঘ্র, সজীব হ'য়ে আমার পতিকে আক্রমণ করেছিল;—সেই মূর্চ্ছিত পতি, তোমাদের মহিমায় ফিরে পেয়েছি।

সকলে। জয় রাজদম্পতির জয়!

বিক্রম। প্রিয়ে, আজ আমরা অমূল্য যৌতুক লাভ করেছি। ব্রাহ্মণ সপরিবারে আশীর্ব্বাদ করেছেন, আমাদের মস্তকে মুকুট অপেক্ষা এ আশীর্ব্বাদ শোভাময়। ব্রাহ্মণ-পরিবার জয়-ধ্বনি করেছেন, ভারতে জয়ধ্বনি নিশ্চয় উত্থিত হবে।

বিম্বা। মহারাজ জানেন, আমি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণের চিরসেবিকা।

অধ্যা। মা, এ তোমারই উপযুক্ত কথা, আমার বিদ্যাদান সার্থক।

জগ। (স্বগত) তাই মালা দেবে পণ করেছিল, আমি ভেবে ছিলেম, আমার রসিকতায় ভুলে প্রেমে পড়েছে।

অধ্যা। বর্ব্বর, ব্রাহ্মণ-কুলাধম, রাজার নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা কর। শৃগাল হ'য়ে সিংহের দ্রব্য প্রয়াস করেছিলি !

জগ। (বিম্বাবতীর প্রতি) মা, এই কাণ মলছি, নাক মলছি। (অধ্যাপকের প্রতি) দাদা, আমার খুব আক্কেল হয়েছে।

বিক্রম। হে অধ্যাপক, আপনি কলঙ্কের ভয় করেছিলেন। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, আপনি যথার্থ সত্যানুরাগী ব্রাহ্মণ,—নিজ কলঙ্ক উপেক্ষা ক'রে, সত্য প্রচার করবার প্রয়াস পেয়েছেন;—আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা ভারতে ব্রাহ্মণের আদর্শ।

অধ্যা। মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ, বিম্বাবতী আমার ছাত্রী নয়—কন্যা। এ সংবাদ ব্রাহ্মণীকে না দিয়ে একা কত আনন্দ কর্ব্বো! মহারাজের জয় হোক্!

বিক্রম। মন্ত্রিবর, ব্রাহ্মণ-সেবায় তুমি সম্পূর্ণ পটু। এই আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ-পরিবারের পরিচর্য্যার ভার তোমায় আর অধিক কি দেব,—মনে রেখো, এঁদের কৃপায় আমি রাজকর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হয়েছি।

মন্ত্রী। আসুন, আমরা যাই, রাজদম্পতি বিশ্রাম করুন। (রাজ-দম্পতির প্রতি) মহারাজ, মহারাজ্ঞী,—আদেশমত বাচালতা-অভিনয় করেছি, মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়। মা, আমি আপনার বাচাল সন্তান।

[সকলের প্রস্থান।

(সখিগণের প্রবেশ)

১মা সখী। কি লো, লব্ধব্য ভাল—না বিক্রমাদিত্য ভাল?

২য়া সখী। কি লো—কি লো, বিক্রমাদিত্যের নাম কাণে তুলতিস নি, বিক্রমাদিত্যের ছবি দেখাতে গেলেম, ফিরে চাইলি নি, এখন যে বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে বাসর ক'রে বাঁয়ে দাঁড়িয়েছিস্? রাজাকে আমরা নেব, তুই এই 'লব্ধব্যের' ঢোল নিয়ে শুগে যা।

১মা সখী। মহারাজ, রোজ এই ঢোলটী ফুল দিয়ে সাজিয়ে, কোলে ক'রে নিয়ে শুতেন। উনি এই ঢোল নেন, আপনাকে আমরা নিয়ে বাসর করি।

বিক্রম। আমি তো তোমাদেরই, তোমাদের নিয়ে বাসর করবো ব'লেই তো এসেছি। ব্রাহ্মণ-কুমারের বাসরে ব্রাহ্মণহত্যা দেখেছিলেম, তোমাদের আশ্রয়ে এই সাধের বাসরে আমার সেই মহাপাপ মোচন হলো। আমি তোমাদের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ।

১মা সখী। মহারাজ, 'লব্ধব্য' রাজাকে বিশ্বাস কি বলুন? রাজকুমারীকে ফেলে পালান, তা আমরা কোন ছার!

২য়া সখী। আবার পালাবে কোথা লো? ধরা প'ড়েছে, বেঁধে রাখ্‌বো।

বিক্রম। আমি ত বাঁধা দিয়েছি, আর বাঁধ্‌বে কেন!

সখিগণের গীত।

পাগ্‌লি পেয়েছে পাগলে।
পূজে পাগলা হরে দেছে মালা, পাগলী পাগলের গলে॥
পাগ্‌লী-পাগল যুগলমিলন, এ কেমন পাগল করে মন,
সাম্‌লে থাকিস, দেখিস্, রাখিস, প্রহরী নয়ন;
কত ছল জানে পাগল, পাগলী নে না যায় চ'লে॥

———

যবনিকা।

‘বাসরের’ একটী পরিত্যক্ত দৃশ্য।

[গ্রন্থকার এই নাটকের জন্য একটী পল্লী-পথের দৃশ্য লিখিয়াছিলেন। অভিনয়ের সময় সংক্ষেপার্থে দৃশ্যটী রিহারস্যালকালীন পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এ নিমিত্ত নাটকেও ইহা ছাপা হয় নাই। অশিক্ষিতা গ্রাম্য রমণী-চরিত্রের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ইহাতে পরিস্ফুটিত হওয়ায়, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের শেষ বয়সের নিত্যসহচর, “গিরিশচন্দ্র” গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহা সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। “রূপ ও রঙ্গ” পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। দৃশ্যটী স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত “গিরিশ-গ্রন্থাবলী”তে পুনর্মুদ্রিত হইল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

পল্লী-পথ।

[পথি-পার্শ্বে প্রথমা রমণী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, এমন সময়ে দ্বিতীয়া রমণীর প্রবেশ।]

২য়া রমণী। ওলো কি ভাব্‌ছিস ?

১মা। আর দিদি, মনের দুঃখে ব'সে আছি। এমন হতচ্ছাড়া মিন্সের হাতে পড়েছিলুম,—একটা সাধ নেই !

২য়া। কেন-লা—কি হয়েছে ?

১মা। ছাখ্‌ ভাই, শুনছি রাজা সখ ক'রে এক বামুনের ছেলেকে বাঘে খাওয়াবে। তা সেজে-গুজে মিন্‌সেকে বল্লুম, “আমি কখনো বাঘে খাওয়া দেখিনি, আমি দেখ্‌তে যাব—নিয়ে চল।” তা—তাঁর কথা কাণে তোলা হ'ল না, চ'লে গেলেন।

২য়া। আমিও ভাই, কত সাধ ক'রেছিলুম ! আহা বামুনের ছেলেকে বাঘে খাবে, তার মা-মাগীকে গিয়ে খবর দেব, ব'লবো —“ও বামুনি ও বামুনি, তোর ছেলের খবর এয়েছে।” মাগী বল্‌বে,—“কি খবর এয়েছে মা ?” আমি বলবো,—“তোর ব্যাটাকে বাঘে খেয়েছে।” মাগী অমনি আছাড় খেয়ে পড়্‌বে,—ধরাধরি ক'রে তুল্‌বো, মুখে জল দেবো, খানিক হাত-পা ছড়িয়ে মাগীর সঙ্গে কাঁদবো। তা মিন্‌সের জ্বালায় কি কিছু হবার যো আছে ?

১মা। এই বোঝো বোন, এমন ক'রে ঘর করা যায় ? তুইও মিন্‌সের সঙ্গে যেতিস, বামুন মিন্‌সেকে ধরতিস। তা পোড়া কপাল—কথা মনে ধ'রলো না।

২য়া। মিন্‌সেগুলোর কোন সাধ নেই লো—কোন সাধ নেই !

১মা। বলবো কি বোন, এই রাজারামের মা'র রাজারাম বিদেশে চাকরী ক'রতে গিয়ে মলো। ঐ মিন্‌সেই মাগীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে আমায় খবর দিলে। আমি রাত পুইয়েছে কি না পুইয়েছে, মুখে জল দিই নি, ভোর থেকে হাটে গিয়ে ব'সে রইলুম ; মনে ক'রলুম, মাগী হাটে আস্‌বে, তখন খবর দেব। দেখ্‌লুম—মাগী আস্‌ছে ; চোখ ডব্‌ডবাচ্চি,—মনে ক'রলুম—ছুটে গিয়ে বলি। ও মা, মিন্‌সে না কোত্থেকে এসে হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে ঘরে টেনে আন্‌লে।

২য়া। বোন, সেই বরাত কি ক'রেছ যে, ব'সে গিয়ে দু'দণ্ড কাঁদ্‌বে ? বরাত বলি মিতিন গিন্নীর ! ঐ যে ভূতোর মা'র ভূতোকে যখন সাপে খেয়েছিল, তিন দিন খেয়ে-দেয়ে গিয়ে মাগীর সঙ্গে কেঁদে এলো। আর মিতিন গিন্নীর ভাতার মিতিন গিন্নীর সঙ্গে গিয়ে ভূতোর বাপের মাথায় কলসী কলসী পানা-পুকুরের জল ঢাল্‌লে, ভূতোর বাপের সেই রেতেই জ্বর হ'লো।—সাত দিন গেল কি না, বিকার হ'য়ে ম'লো।

১মা। দিদি, বল্‌তে নেই, ভূতোর বাপ যে দিন মরে, আমাদের মিন্সে বাড়ী ছিল না—হাটে গিয়েছিল। ছুটে ভূতোর মায়ের কাছে গিয়ে পড়লুম, কিন্তু দিদি, তেমন সুখ হলো না ! ব'লবো কি, মাগীর চোখে এক ফোঁটা জল নেই। কাঁদ্‌লে না কাট্‌লে না—জবুথবু হয়ে মুখ পুড়িয়ে ব'সে রইল ; আমি তবু দু'বার ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিলুম। বল্লুম—“ওরে ভূতোরে—ওরে ভূতোর বাপরে ! কোথা গেলিরে !” তা হতচ্ছাড়ি মাগী মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে রইলো।

২য়া। আমরা যে সব জানি নি। মিতিন গিন্নী হ'লো

তো দেখ্‌তিস—কেমন না কাঁদতো। ঐ যে ধাকী যখন রাঁড় হ'লো, মিতিন গিন্নী বাপের বাড়ী ছিল, একমাস পরে এলো। বাড়ীতে এসে খবর পেয়ে ধুলো পায়ে ছুটলো। দ্যাখে—ছুঁড়ী কাঁদে না, অমনি চোখ মুছতে লাগলো, আর কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো, "আহা বাছা তোর কপালে এত ছিল গা, এই কচি বয়সে রাঁড় হলি! আহা জামাই তো নয়—যেন চাঁদ; মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি কইতো, যেন মধু ঢেলে দিত! জামাইএর মতন জামাই, গাঁয়ের সেরা জামাই ছিল—" ঐ গোটাকতক ফোঁসফুঁ দিয়ে নিঃশ্বেস ফেলে দু'কথা না ব'লতে ব'লতে ছুঁড়ী অম্‌নি বুক চাপ্‌ড়ে আছাড় খেয়ে প'ড়লো। মাগী ধ'র্‌লে—মুখে জল দিলে; তারপর বাড়ীতে এসে পা ধুলে।

(মিতিন গিন্নীর প্রবেশ)

এই আস্‌ছে—জিজ্ঞেস কর।

১মা। মিন্সের জ্বালায় আমরা কি পাঁচটা দেখেছি শুনেছি যে শিখ্‌বো। মিতিন গিন্নী কম তো কম একশোটা মরা খবর দিয়েছে।

মিতিন। ওলো আর দেখ্‌ছিস কি—দেখ্‌ছিস কি, —ভাতার পুত সামলা। কালুরায়, দখিণ রায়—এক ঝাঁক উড়ো বাঘ ছেড়েছে। ছেলে-পুলে দেখ্‌ছে, আর জোয়ান বেটা ছেলে দেখ্‌ছে, ছোঁ মেরে নে ডালে ব'সে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্চে।

২য়া। ও মা—বসে কি গো—বলে কি গো!—কাদের ছেলে ধ'রে নিয়ে গেল গো?

মিতিন। কার ছেলে তা কি চিনি? তাহ'লে কি আর হেথায় থাকি,—এতক্ষণ তার মার কাছে কাঁদ্‌তে যেতুম।

(একজন পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ। ও মিতিন—ও মিতিন, চলো চলো—বাঘের বিয়ে দেখ্‌বে চলো।

মিতিন। বাঘের বিয়ে কি?

পুরুষ। কেন—আমাদের হরে দেখে এলো। রাজা বাঘের বিয়ে দেবে। তবে আর পাথরের বাড়ী করেছে কি ক'রতে—জান না? এতক্ষণ বাঘ টোপর মাথায় দিয়ে চতুর্দ্দোলায় উঠ্‌লো। খুব ধুমের বিয়ে। চলগো চলো—দেখে আসি।

১মা। ও মা বাঘের বিয়ে! আমি বলি বাঘে খাওয়াতে বামুনের ছেলে এনেছে।

২য়া। ওলো, লুকো—লুকো—সান্ত্রী আস্‌ছে।

পুরুষ। তা ভয় কি, এ তো রাজা বিক্রমাদিত্যের সান্ত্রী। এ তো আর শক রাজার সান্ত্রী নয় যে ধ'রে জাত খাবে।

মিতিন। ধ্যাঁ সান্ত্রী কোথায়? মড়ারা আমায় দেখ্‌লেই ধ'র্‌বে, আমায় দেখ্‌লেই ধ'র্‌বে।

পুরুষ। হ্যাঁ ধ'র্‌বে,—বুড়ো হ'য়ে রূপ উথ্‌লে প'ড়চে কি না!

মিতিন। ও মা, কোথা লুকোবো, কোথা লুকোবো—

পুরুষ। ভয় কি গো—ভয় কি!

[স্ত্রীগণের প্রস্থান।

সান্ত্রীরা ধ'র্‌বে কি, রেতের বেলায় সাম্‌নে দেখ্‌লেই তাদের দাঁতকপাটি লাগ্‌বে। [প্রস্থান।

নন্দদুলাল

(পৌরাণিক ব্যঙ্গ গীতি-নাট্য)

১। জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব…(১ম অঙ্ক)
২। শ্রীকৃষ্ণের অন্ন-ভিক্ষা … (২য় অঙ্ক)
৩। কৃষ্ণ-কালী … … (৩য় অঙ্ক)

[১লা ভাদ্র, ১৩০৭ সাল, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

কংস, পারিষদ, বসুদেব, নন্দ, উপানন্দ, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম, সুবল, আয়ান, বসুদাম, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, গোপগণ, রাখালবালকগণ, দরওয়ানদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

যোগমায়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্বপ্ন, দেবকী, যশোদা, রোহিণী, বিষ্ণুপ্রাণা, রাধিকা, বিশাখা, বৃন্দা, ললিতা, জটিলা, কুটিলা, দেবীগণ, ব্রাহ্মণীগণ, গোপিনীগণ ইত্যাদি।

হিজড়াগণ

জন্মাষ্টমী

—:॰:—

প্রস্তাবনা

গীত।

জয় মুরারি, ভূভার-হারী,
নিত্য নবলীলা, নবরূপধারী ;
জয় জগদীশ হরে।
মীন-কূর্ম্ম-বরাহরূপ-ধর,
নৃসিংহ, বামন, রাম ক্ষত্রহর,
নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
হলধর বলরাম,
হিংসাবারণ-নারায়ণ,
কল্কি কলুষ-নাশকারী।
জয় জগদীশ হরে।

প্রথম অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

যমুনা

যোগমায়া, নিদ্রা, তন্দ্রা ও স্বপ্ন।

যোগ। বিষ্ণুর আদেশে আমি অংশে নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছি। কারাগারে দেবকী-জঠরে নারায়ণও অবতার হয়েছেন। যশোদা আমার মায়ায় আচ্ছন্না আছেন, আমায় যে প্রসব করেছেন, তা তিনি জানেন না। পুত্ররূপী নারায়ণ ল'য়ে বসুদেব যমুনাপারে আস্‌বেন। নারায়ণকে যশোদার কোলে স্থাপন ক'রে,—আমায় ল'য়ে কংসের করে অর্পণ করবে। যোগনিদ্রা, তোমার প্রতি আমার আদেশ এই,—এই সকল ঘটনা যেন নর-চক্ষের অতীত হয়, যেন গোপ-গোপী কাহারও নয়নপথে বসুদেব না পতিত হয়। তোমাদের প্রভাবে গোকুল আচ্ছন্ন আছে। যদবধি আমার নিকট আদেশ না পাও,—তদবধি যেরূপ গোকুল আচ্ছন্ন আছে, যেন সেরূপ থাকে। যশোদার নিকট হ'তে বসুদেব আমায় ল'য়ে যমুনা পার হ'য়ে গেলে, তবে যেন গোকুলবাসিগণ সচেতন হয়।

নিদ্রা। মা, যেরূপ অনুমতি, সেরূপ হবে। তন্দ্রা-স্বপ্নবেষ্টিতা হ'য়ে,—আমি গোকুলে কেলি কচ্ছি। ঘোর নিদ্রায় গোকুল অভিভূত। মা, দেবকার্য্য সহজেই সম্পন্ন হবে। কিন্তু মা, জান্‌তে ইচ্ছা হয়—তোমাদের এরূপ দেহ ধারণের কারণ কি?

যোগ। পৃথিবী দনুজভারে ভারাক্রান্তা হ'য়ে,—গোরূপ ধারণক'রে, ব্রহ্মার নিকট নিজ দুঃখ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা দেবগণ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে,—ক্ষীরোদ-তীরে অনন্ত-শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর স্তব করেন, দেবগণের স্তবে তুষ্ট ভগবান পৃথিবীর ভার-মোচনে অবতার হবেন স্বীকার করেন,—আর আমায়ও অবতীর্ণা হ'তে বলেন। চল,—ওই বসুদেব আস্‌ছেন। অনন্তদেব, ফণা বিস্তার দ্বারা শিশুরূপী পরমাত্মাকে বারিধারা হ'তে আচ্ছন্ন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছেন। [যোগমায়ার প্রস্থান।

(নিদ্রা, তন্দ্রা ও স্বপ্নের গীত)

সকলে।— নাচি শতদল'পরে ধীরে।
নিদ্রা।— ধীরে নরে অলসে অবশে ডোবে অচেতন নীরে॥
তন্দ্রা।— আগে আগে আগে, নয়ন রাগে, সোহাগে করি কেলি,
স্বপ্ন।— বিবিধ বসনে, কুসুম কাকনে সাজি নর সনে খেলি ;
সকলে।— জীবন-স্রোত প্রবাহিত সম, বিষম রঙ্গ তাহে,
সেই সেই সেই, সেই আর নেই, বিভ্রমে মন ধাবে ;
ত্যজিলে রঙ্গ, সে ভ্রম-ভঙ্গ, জ্ঞান-জ্যোতি ধীরে ফিরে॥

[সকলের প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের প্রবেশ)

বসু। বারিধারা ঘোরতর, কম্পমান ধরাধর,
যমুনা সাগর সম বহে!
উথলিত এ দুস্তার, কেমনে হইব পার,
ঘূর্ণমান—মতি স্থির নহে।
কঠোর কর্কশ নাদে, গর্জ্জে বজ্র নানা ছাঁদে,
দামিনী দলকি ঘোর আঁধার মাতায়,
বায়ু-রবে দিক পূর্ণ, উচ্চ-শাখি-শির চূর্ণ,
কাঁদিয়ে গর্জ্জিয়ে বায়ু ধায়!
এ কেমন নাহি জানি, মিথ্যা কিবা দৈববাণী,
পার হব যমুনা কেমনে?
উদয় হৃদয়ে ভয়, পুত্র কন্যা বিনিময়,
কিরূপে করিব হায় নন্দের ভবনে!

এ কি আশ্চর্য্য! অনায়াসে শিবা পার হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি। তবে আমি পার হ'তে পার্ব্বো না কেন? ওই পথে আমিও পার হই। এইতো প্লাবনবৎ চতুর্দ্দিকে ঘোরতর বারিধারা-বরিষণ,—কিন্তু বারিবিন্দু আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'চ্চে না। যেন ছত্রবৎ উর্দ্ধে কে আমায় আচ্ছাদন ক'রে রেখেছে। হায় হায়—কি হ'ল—কি হ'ল,—অকূল পারাবারে পুত্র বিসর্জ্জন দিলেম!

দৈববাণী। ভেব না ভেব না তুমি সুমতি সুজন।
পাইবে নন্দন, ধীর! ত্যজ শোক মন॥
বিষ্ণু-পদ-স্পর্শ করে যমুনা কামনা।
ভক্তাধীন ভগবান্ পূরান বাসনা॥

বসু। এই যে পেয়েছি! আহা, কে অভাগা এসেছিস্? এমন অভাগার কাছে এসেছিলি যে, কারাগারেও তোরে স্থান দিতে পারলেম না! পিতা হয়ে পরের ঘরে রাখ্‌তে এলেম! কি ব'লে তোর গর্ভধারিণীকে প্রবোধ দেব জানি না। এবার যশোদার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চলেছি, দৈববাণী যদি সত্য হয়,—তার সুকুমারী কন্যা ল'য়ে কংস-করে অর্পণ কর্‌তে হবে। কি দুর্দ্দৈব—কি দুর্দ্দৈব! আমার অদৃষ্টে— ভগবান্, এত লিখেছিলে!

[বসুদেবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কংসালয়—কারাগার-সম্মুখ।

(দরওয়ান ও দরওয়ানীর প্রবেশ ও গীত)

স্ত্রী।— যব রোদিয়া ছেলিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ, মর নিদ্ গেলো।
মে ওজারি জন্‌মে সারা রাতি, কাহে বেইমান তুনা এ্যালো॥

পুরুষ।— তর্ তর্ তর্, ঝর ঝর ঝর পানি বর্ষে,
ঘর্‌সে ক্যায়সে নিকাসে,—

স্ত্রী।— তু পাজী ভারি, একেলি ক্যায়সে ওজারি,
আবি আয়ি যো হোগিয়া ফর্সা,

উভয়ে।— নেহি কেজিয়াসে কাম্, ভালা চ্যালো চ্যালো॥

(দ্বিতীয় দরওয়ানের প্রবেশ)

২য় দর। কেয়া মিতিনি আগেয়ি? বড়া ফুর্ত্তিকা রাত। আজ ফিন্ ল্যাড়কা পটক্ যাইয়ে। বসুদেব রোয়েগা,—দেবকী রোয়েগি।

স্ত্রী। আরে কেয়া খপর—কেয়া খপর?

২য় দর। আরে ক্যা কহো, দেবকীকা কাল্ রাত্‌মে একঠো লেড়্‌কী ভয়া।

১ম দর। তোম্‌কো তো বাতায়া—ও ট্যাঁ-ট্যাঁ রোদিয়া।

২য় দর। আরে তোম্‌তো ভাই বহুৎ নিদ্ গিয়া। খপরদারিমে রহে কোন্?

১ম দর। আরে ভাই, ফূর্ত্তিসে নিদ্ গিয়া। মহারাজজী ওই ল্যাড়্‌কাকো পটক্ দেগা; শিরপর ঘুমায়েগা, ট্যাঁ-ট্যাঁ রোয়েগা, যেসা খঞ্জনিকা আওয়াজ দেগা। দেবকী বসুদেব মুরছ্ খাকে গিরেগা। আদ্‌মী লোক মুমে পানি দেগা! উঠেগা, ছাতি পিটেগা,—ফিন্ মুরছ্ যাগা,—ফিন্ উঠেগা—ফিন্ পড়েগা,—কেত্তা মজা হোগা, ওই ফূর্ত্তিসে নিদ্ গিয়া।

২য় দর। আগর্ কয়েদী ভাগ্ যাতা।

১ম দর। আরে এত্তা আঁধিয়া রাৎমে কৈ বাহার জানে সেকে।

স্ত্রী। যেস্‌কা জান্‌মে প্রীত হায় ওহি সেকে,—যো তোমরে মাফিক্ বেইমান্, না? ওহি সেকে! যো দোস্তি জানে ওহি সেকে,—যেস্‌কা কলিজামে রস খেলে, ওহি সেকে।

১ম দর। আরে তু-তো বড় রসিকা। তু কাহে নেহি আয়ি?

স্ত্রী। শুন—নিমকহারাম কি বাৎ? একেলি হাম আয়েগি! মরদ্ আর নেহি মিলে—না? যা,—তোর্ দেল্ বিগ্‌ড়া দিয়া,—হাম চ্যলে।

১ম দর। আরে যা,—ধাম্‌পাল রেণ্ডী হামারা বহুৎ মিলেগা!

২য় দর। শালী রেণ্ডী নেহি—যেসা কুত্তীগির।

১ম দর। সাচ্ বোলা ভাই!

স্ত্রী। ক্যায়া খুবসুরৎ মরদ!—হনুমানজী নেহার ছোড়কে আয়া।

১ম দর। তুম্‌কা মাফিক তো রাবণকা বহিন নেহি।

স্ত্রী। তেরা এত্তা গুমোর!—হাম চ্যলে।

২য় দর। কুচ বলো মাৎ,—তেরা শনি ছুটা।

[দরওয়ানীর প্রস্থান।

জনম্‌মে এত্তা নিদ্ হাম কভি নেহি গিয়া! এত্তা বাদ্‌রভি কভি নেহি দেখা,—ক্যা আঁধি আগেয়ি!

১ম দর। আরে ল্যাড়কাকো রোনা; শোনা, খোদা কিও,—হুজুরমে খপর দেও। নিদিয়াকো ভারমে গির পড়া! যেসা পানি বর্ষা, ওইসা নিদ্ হামারা উপর খা গিয়া। খপর দিয়া,—ল্যাড়কা পয়দা ত' ভয়া।

২য় দর। হুজুরমে খপর গিয়া লেড়কী পয়দা হৈ। আভি বসুদেবজীকো ছাত্তিপর হাম দেখা, বাহার্‌মে হাওয়া খিলাতা রহা; পিছে দেবকীজিকো ঘর্‌মে ঘুস্ গিয়া!

১ম দর। আরে লেড়কী কিয়া! ল্যাড়কা হোনেকা তো বাৎ থা।

২য় দর। আরে বাৎতো থা।

১ম দর। আরে ঠিক বাৎ থা।

২য় দর। হাম ক্যায়া করে,—হামারা ক্যায়া কসুর!

১ম দর। আরে মহারাজজী খ্যাপ্পা হোগা।

২য় দর। হামারা ত ভাই কসুর নেহি, যো একঠো ল্যাড়কা পয়দা ক'রে বদল দে। তোম্‌রা মস্তানীকো কহো, একঠো ল্যাড়কা পয়দা করে। খুব জবরদস্তি রেণ্ডী মিলা। —মহারাজ আতেহে।

(পারিষদ সহ কংসের প্রবেশ)

কংস। এত দিনে নিশ্চিন্ত হ'ব।

পারি। আজ্ঞে তা ঠিক হবেন।

কংস। কেন বুঝেছ তো?

পারি। আজ্ঞে, কেন—বুঝেছি।

কংস। ওহে, আছাড়—আছাড়।

পারি। আজ্ঞে আছাড়—আছাড়!

কংস। শানের উপর।

পারি। আজ্ঞে, শানের উপর।

কংস। কি বল দেখি,—বড় মজা!

পারি। আজ্ঞে কি বল্‌চি,—বড় মজা!

কংস। বুঝেছ?

পারি। আজ্ঞে বুঝেছি।

কংস। না,—বুঝতে পারনি।

পারি। আজ্ঞে না, বুঝতে পারিনি।

কংস। বুঝলে কিনা,—দেবকীর—

পারি। আজ্ঞে বুঝলুম কিনা,—দেবকীর—

কংস। অষ্টম গর্ভের ছেলে,—বুঝ্‌লে?

পারি। আজ্ঞে, অষ্টম গর্ভের ছেলে বুঝ্‌লুম।

কংস। শানে আছাড় দেব।

পারি। আজ্ঞে দেবেনই তো—দেবেনই তো। এইতো, এইতো বাৎতো! মরদকি বাৎ তো হাতিকি দাঁত,—অষ্টম গর্ভের ছেলে!—আছাড় খেয়ে কুপোকাৎ!

কংস। এতক্ষণে তুমি বুঝ্‌লে।

পারি। আজ্ঞে হাঁ, বুঝ্‌লুম।

কংস। এতক্ষণ বুঝতে পারনি?

পারি। আজ্ঞে না, পারিনি—পারিনি।

কংস। অষ্টম গর্ভের ছেলে মেরে, তবে আজ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুবো।

পারি। আজ্ঞে হাঁ ঘুমুবেন—খুব ঘুমুবেন,—নাক ডাকিয়ে ঘুমুবেন,—সর্ষের তেল ঢেলে ঘুমুবেন।

২য় দর। জয় মহারাজকী জয়!

কংস। ওরে ওরে একটা ল্যাড়কা হয়েছে নয়? যেন একটা দানার বাচ্ছা, নয়?

২য় দর। নেই মহারাজ,—একঠো লেড়কী হুয়া,—যে সা দানিকা বাচ্ছি!

কংস। লেড়কী কিরে ব্যাটা,—ল্যাড়কা হুয়া।

পারি। চোপ্‌ ব্যাটা, পাজী ব্যাটা, মুখ সাম্‌লে কথা ক ব্যাটা! নচ্ছার ব্যাটা, বল ব্যাটা,—লেড়্‌কা হুয়া বল ব্যাটা!

২য় দর। যো হুকুম মহারাজ!

পারি। বল ব্যাটা, ল্যাড়কা হুয়া বল্‌ ব্যাটা!

২য় দর। হুজুর!

কংস। হুজুর কিরে ব্যাটা! ল্যাড়কা হয়েছে কি লেড়কী হয়েছে, ঠিক ক'রে বল্‌ বেটা।

২য় দর। লেড়কী মাফিক ল্যাড়কা হুয়া মহারাজ!

পারি। ফের ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, গর্দ্দান যাবে ব্যাটা! বল্‌ ব্যাটা,—ল্যাড়কা হুয়া বল্‌ ব্যাটা!

২য় দর। হুজুর!

কংস। হ্যাঁরে, লেড়কী কি বল্‌ছিস্‌? অষ্টম গর্ভে যে ল্যাড়কা হবে। নারদ ঋষি বলেছে,—একথা কি মিছে?

পারি। হাঁ অবিশ্যি হোগা, আলবাৎ হোগা,—অষ্টম গর্ভে ল্যাড়কা হোগা।

২য় দর। জী মহারাজ!

কংস। তুই দেখেছিস্‌?

২য় দর। মহারাজ!

কংস। কি দেখেছিস্‌?

২য় দর। বসুদেবকা ছাত্তি'পর দেখা।

কংস। কি দেখেছিস্‌? লেড়কী না ল্যাড়কা?

২য় দর। মহারাজ যে সা হুকুম দি জিয়ে।

কংস। তুই কি দেখেছিস্‌—তাই বল?

২য় দর। মহারাজ! লেড়কী কি মাফিক দেখা,—লেকেন ল্যাড়কাই হোগা!

পারি। আলবাৎ হোগা!

কংস। না—না বয়স্য,—কথাটা ভাল নয়। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। অষ্টম গর্ভে পুত্র-সন্তান হবে,—এইরূপ তো দৈববাণী শুনেছি।

পারি। শুনেছেনই তো—শুনেছেনই তো—অবিশ্যি শুন্‌বেন।

কংস। তবে এখন?

পারি। তাইতো এখন?

কংস। চল, দেখিগে ব্যাপারখানা কি!

পারি। দেখ্‌বেনইতো—অবিশ্যি দেখবেন,—চলুন দেখিগে। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগার

(দেবকীর গীত)

নিদয় বিধাতা তোমার এই ছিল কি মনে মনে।
পাষাণী জননী আমি, সন্তানে স'পি শমনে॥
প্রসবিনু সুকুমার,
রূপে আলো কারাগার,
এখনো আছে জীবন, বিলাইয়ে এ রতনে॥
ঘোর ধারা-বরিষণ,
ঘন ঘন ভূকম্পন,
বিসর্জ্জি হৃদয়-নিধি, এ দুর্যোগে পতিসনে॥

দেবকী। হায় হায়, আমার ন্যায় অভাগিনী কি ভূমণ্ডলে আর কেউ জন্মগ্রহণ ক'রেছে! বাঘিনী—সিংহিনী,—আপন সন্তান রক্ষা করে! আমি আপনার সন্তানকে বার বার শমন-করে অর্পণ করি! ধিক্, অদৃষ্টকে ধিক্!—জন্ম-জন্মান্তরে কত অধর্ম্ম করেছি, কার অন্নে ছাই দিয়েছি, কার পুত্রের মুখে বিষ দিয়েছি,—সাপিনী হয়ে কার হৃদয়ে দংশন করেছি,—নইলে কেন এ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বো? আমার আলো করা ধন বিলিয়ে দিলেম। দৈববাণী শুনেছিলেম, পুত্র আমার নারায়ণ। আহা! বাছা আমার অনাথ। মা হ'য়ে ঘোর দুর্য্যোগে সদ্যোজাত শিশুকে যমুনা-পারে পাঠালেম! হায়—হায়! প্রাণ এত কঠিন, এখনও বেরুল'না।

(কন্যা লইয়া বসুদেবের প্রবেশ)

বসু। দেবকি—দেবকি! সন্তানকে নিরাপদে নন্দালয়ে রেখে এলেম বটে, কিন্তু আমার এ কি বিপদ্ হ'ল! আহা, দেখ—দেখ,—অভাগিনী যশোদা-নন্দিনীর মুখপানে দেখ! আমি বুকে করে এনেছি, আমার তাপিত প্রাণ জুড়িয়েছে,—এ কমল-কলি, কেমন ক'রে কংস-করে অর্পণ কর্‌বো? আহা! অভাগিনী যশোদার হৃদয়-বৃন্ত হ'তে এ কমলকলি ছিন্ন ক'রে এনেছি।—অসুর-করে এ কলিকা দলিত হবে!

(বসুদেবের গীত)

ভুবনমোহিনী, নেহার নন্দিনী, শমনে স'পিব কেমনে।
মুখপানে চায়, হৃদয় গলায়, মৃদু হাসি শশী-আননে॥
মরি মরি মরি, পরের ঝিয়ারী, তাই বিলাইব হীন প্রাণ ধরি,
ছি ছি একি একি, এ মুখ নিরখি, এ প্রাণ পাষাণ দেব বলিদান,
রব কেমনে হেমাঙ্গিনী তনয়ারতন বিহনে॥

দেবকী। আহা মরি মরি,—মুখ দেখে আমার স্তনে ক্ষীর ঝরচে! আহা! কেন নাথ, একে কেন নিয়ে এলে? ক্রোধে কংস আমাদের বধ কর্‌তো, সেও ছিল ভাল। আহা পরের বাছাকে কেন নিয়ে এলে?

বসু। দেবকি, দেব-মায়া কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। যেমন কারাগারে প্রহরীগণকে অভিভূত দেখেছিলেম, সেইরূপ যমুনা পার হ'য়ে গোকুলে গিয়ে দেখি, শবের ন্যায় সবে নিদ্রিত। যেমন আমার করস্পর্শে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল, সেইরূপ আমার করস্পর্শে নন্দালয়ের দ্বারও খুলে গেল। কোন বাধা নাই,—সূতিকাগারে প্রবেশ কর্‌লেম,—কে যেন আমায় পথ দেখায়ে নে গেল। আমি পুত্রকে যশোদার ক্রোড়ে অর্পণ ক'রে ভাব্‌লেম, ফিরে যাই,—পুত্র-কন্যা যশোদার ক্রোড়েই থাকুক। অকস্মাৎ দৈববাণী হ'লো, "কন্যাটীকে ল'য়ে যাও। উনি যোগমায়া,—কংসের সাধ্য কি ওঁকে বধ করে? দেবকার্য্য,—দেববাক্য অবহেলা ক'র না।" কন্যাটীও মৃদু হেসে—বাহু প্রসারণ ক'রে, যেন আমাকে কোলে নিতে ইঙ্গিত কর্‌লে। আমি তাই নিয়ে এলেম।

দেবকী। আরে—আরে অভাগিনী! এ সর্পের বিবরে কেন এলি মা? ওরে তোর মুখ দেখে আমি যে

পুত্রশোক ভুলে যাই। বাছারে! কেন এলি? তোর চাঁদমুখ দেখে যে আমি আত্মহারা হয়েছি। কি হ'ল—কি হ'ল! মধুসূদন! বিপদে ত্রাণ কর—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

(পারিষদসহ কংসের প্রবেশ)

কংস। তবে রে সর্ব্বনাশী! ছেলে বিয়িয়ে মেয়ে করেছ? ভোজবাজী শিখেছ? অষ্টম গর্ভে ছেলে হবে,—তুমি মিছিমিছি মেয়ে বিয়িয়েছ? দে, তোর ছেলে কোথা দে।

দেবকী। দাদা, এইতো কন্যা দেখ্‌তে পাচ্ছ।

কংস। পাচ্ছি—পাচ্ছি; এখন ছেলে বের কর, নইলে এখনি তোরে বধ ক'র্‌বো।

পারি। মহারাজ, আগে মেয়েটাকে আছড়ান্,—তার পর কথা। তার পর ভগ্নীপতিকে মার্‌বেন। তার পর কারাগারে আগুন ধরিয়ে দেবেন। ব্যস, আপদের শান্তি!

কংস। আচ্ছা, বেশ কথা,—দে তোর মেয়ে দে।

দেবকী। দাদা,—অষ্টমগর্ভের পুত্র হ'তেই তোমার ভয়,—এটী কন্যা, এ হ'তে তো তোমার কোন আশঙ্কা নাই,—তবে একে কেন বধ কর্‌বে? অকারণ নারীহত্যা, শিশুহত্যা কেন কর,—অকারণ কেন মহাপাপে লিপ্ত হও? দাদা, একবার করুণা-কটাক্ষে দেখ,—ভুবনমোহিনী হেমাঙ্গিনী নন্দিনী, দেখ, তোমার মুখপানে চেয়ে হাস্‌ছে দেখ! আমার সন্তান তোমারও সন্তান,—সন্তান হত্যা কেন কর?

কংস। কেন করি?—আমার যম তুমি বিওবে,—আর আমি ছেড়ে দেব? ভগ্নিগিরী ফলাতে এসেছেন! আমি কালসাপ দুধ দে পুষ্‌বো নয়? দে মেয়ে দে। (বলপূর্ব্বক গ্রহণ) আয়—আয়—সঙ্গে আয়, কেমন আছ্‌ড়ে মারি দেখ্‌বি আয়।

দেবকী। দাদা—দাদা,—কি কর, কি কর? কেন সর্ব্বনাশ কর?—কৃপা ক'রে সন্তানটীকে ভিক্ষা দাও। কন্যা হ'তে তোমার কোন ভয় নাই।

কংস। তুই কি জান্‌বি,—সাপের চেয়ে সাপিনীর বিষ বড়।

বসু। দেবকি, বৃথা কেন অনুরোধ ক'চ্ছ?—কংসরাজ কি মানা শুন্‌বেন?

কংস। শুন্‌বো না! এসো—এসো,—দেখ্‌বে এসো,—মেয়েটীকে একটু খাঁটী দুধ খাইয়ে, তোমাদের কোলে দেব। এ কাল-সাপিনী, আমি চিনেছি।

পারি। চিনেছেনই তো, চিন্‌বেনই তো, কালসাপিনী তো! দেখ্‌বেন যেন কামড়ায় না,—আলগোছে আছাড় দেবেন।

কংস। আয় তোরা আয়।

[বলপূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকীকে আকর্ষণ করিয়া কংসের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বধ্যভূমি

কংস, পারিষদ, বসুদেব, দেবকী ও অনুচরবর্গ।

কংস। আজ হ'তে আমি নিরাপদে রাজ্যভোগ কর্ব্বো। আজ হ'তে আমি শত্রুহীন। এই দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান,—এর নিপাতে আমার শত্রুক্ষয় হবে। সকলে জয়ধ্বনি কর।

সকলে। জয় মহারাজ কংসের জয়!

দৈববাণী। দুষ্ট কংস দৈত্যের ক্ষয়!

কংস। কে—কে এ কথা বল্‌লে? প্রহরী! এখনি ধৃত ক'রে বধ কর।

প্রহরী। কৈ মহারাজ! কারেও তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

কংস। এ কি দৈববাণী! বয়স্য, আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে।

পারি। হবেই তো।

কংস। আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণমান,—চতুর্দ্দিকে যেন আমায় যমদূতে ঘেরেছে।

পারি। ঘেরবেই তো। ও যমের চারা, মেয়ে কোলে ক'রে রয়েছেন,—শানে আছাড় লাগান,—রক্তের ফিন্‌কি দেখে যমদূত ছুটে পালাবে।

কংস। ঠিক বলেছ,—এই আমার শত্রু নিপাত করি!

[শিলায় নিক্ষেপ ও পক্ষী হইয়া কন্যার আকাশে উড্ডীন।

দৈববাণী। আরে মূঢ়,—অকারণে আমায় বধ করতে চাস্? তোরে যে বধ করবে, সে গোকুলে বর্দ্ধিত হচ্ছে।

কংস। অ্যাঁ—অ্যাঁ! এ কি হ'ল!—এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল! একি সর্ব্বনাশ হ'ল! গোকুলে বাড়ছে—ও কে ও—ও কে ও? ও কে গদা নিয়ে মারতে আস্‌ছে? ও কি ও? চতুর্দ্দিকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, এখনি আমায় বধ ক'রবে! কোথায় যাব,—কোথা গেলে রক্ষা পাব? আমায় মের না—আমায় মের' না। [প্রস্থান।

পারি। বাপ্‌—বাপ্‌! মেয়ে চিল হয়ে উড়লো! আমাদেরও বরাত পুড়লো। সাবাস্ সাবাস্,—দেবকীর গর্ভকে সাবাস্,—চিলকে মেয়ে সাজালে বাবা! কি কারিকুরী! আর বাহাদুরীতে কাজ নাই, সরি। দেবকি,—বসুদেব! তোমাদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ করি। [প্রস্থান।

প্রহরীগণ। বাপ্‌রে—বাপ্‌রে! কে ঘাড়ে ধ'রে পিঠে কীল মারে রে! পালা—পালা!

[দেবকী ও বসুদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(শূন্যে অষ্টভুজা মূর্ত্তির আবির্ভাব ও দেবদেবীগণের গীত)

যোগমায়া যশোদা-দুলালী শঙ্করী-রূপ ধারণা।
অষ্টভুজা অট্টহাসি ধরণী-ভার-হরণা॥
শিশু-বিনাশ-বারণ-কারণ,
সর্ব্বেশ্বরী শরীর ধারণ,
পুলকিত ত্রিভুবন;
বিশ্বরূপা বিশ্বেশ্বরী,
কামনা পূর মা নানা রূপ ধরি,
বাসনাময়ী আদি বাসনা পূরাও ভকত-বাসনা॥

নন্দোৎসব

পঞ্চম দৃশ্য

নন্দালয়

(হিজড়াগণের গীত)

কেলে গোপাল দোলে কোলে।
কেলে ছেলে আলো দিচ্ছে ঢেলে॥
হিজড়া নেবে ছেলের বালাই বালাই,
জীও খোকা কালী মায়ীর দোহাই;
নেব জোড়া টাকা, নেব জোড়া শাড়ী,
না পেলে হিজড়া ফিরবে না বাড়ী;
খোকা নিয়ে বুকে, চাঁদ-মুখটী দেখে,
লাখে লাখে চুমো দে কেলে-চাঁদের মুখে,
মার কোল জুড়ে খেল্‌বে কেলে ছেলে॥

১ম হি। ভাগ্যবতী যশোমতী! এমন ছেলে কোলে পেলে, দেখলে আঁখি ভোলে। কেলে চাঁদ যেন খেলে! নন্দরাজ, হিজড়া বিদায় দে,—দে—দে—টাকা ঢেলে দে। শাড়ী দে—কাপড় দে—যশোমতীর গহনা দে,—তবে হিজড়া বিদায় হবে,—নয়তো নাচ্‌বে, গাইবে—হিজড়া যাবে না।

নন্দ। উপানন্দ, ভাণ্ডার ভেঙ্গে দাও,—যে যা চায়,—দাও। দু'হাতে বিলাও। রোহিণী দিদি—রোহিণী দিদি! আর এক বার ছেলেটীকে নিয়ে এসো! উপানন্দ ডাকলে,—আমি ভাল ক'রে দেখ্‌তে পেলেম না। হ'লই বা সূতিকাগার, দাও—একবার ছেলেকে কোলে দাও। আমি না হয় নেয়ে আস্‌বো। দাও, দাও—রোহিণী দিদি, ছেলেকে একবার কোলে দাও। আমার চোক-জুড়ানো ধন কোলে দাও। উপানন্দ—উপানন্দ! আর কি বল্‌বো?

উপা। দাদা, এমন সুন্দর শিশুতো কখনও দেখিনি। দাদা, শুনছো—চতুর্দ্দিকে যেন সঙ্গীতধ্বনি হ'চ্ছে। কোকিল ঝঙ্কার কচ্চে—ফুলকুল আমোদে ঢ'লে পড়েছে! গোকুল আজ আনন্দময়—গোকুলে আজ চাঁদ উদয় হয়েছে!

২য় হি। আরে হিজড়া বিদায় কর। যেমন কেলে সোণা পেলে, তেমন হিজ্‌ড়েকে সোণা ঢেলে দে।

উপা। আয়, আয়,—তোরা যা চাস্, তা ঢেলে দিচ্ছি।

[উপানন্দ ও হিজড়াগণের প্রস্থান।

নন্দ। দিদি, ঐ গোকুলবাসীরা আনন্দে নৃত্য ক'রতে ক'রতে সব আসছে। আজ কি আনন্দ—কি আনন্দ!

রোহিণী। নন্দরাজ! আজ আমার নয়ন সার্থক হ'ল, জীবন সার্থক হ'ল, যশোদার কোলে গোপাল দেখে আমার প্রাণ জুড়াল!

(গোপ-গোপিনীগণের প্রবেশ)

১ম গোপ। নন্দরাজের ঘরে গোকুলচন্দ্র উদয় হয়েছে!

গোকুলবাসী, নাচো—গাও, আমোদ কর। আজ মা যশোমতী পুত্রবতী!

১ম গোপিনী। আ মর মিন্‌সে! চল্‌তে পারে না;—আয় আয় দেখ্‌বি আয়,—নন্দের গোপাল দেখ্‌বি আয়,—নয়ন জুড়োবে। আমি সাতবার দেখেছি, তবু ফিরে ফিরে দেখ্‌তে আস্‌ছি। চাঁদরে চাঁদ,—বুকে রাখ্‌লে বুক জুড়োবে।

(গোপ-গোপিনীগণের গীত)

দৈ ঢেলে দে হলুদে গুলে।
আমোদের ঢেউ উঠেছে গোকুলে॥
নন্দঘোষের ঘর করে আলো,
দেখ দেখ কে কাল এলো,—
যশোমতীর কোল জোড়া হলো;
গোকুলবাসী সবাই মিলে, নাচি আয় কুতূহলে,
নন্দের গোপাল থাকুক কুশলে;
দেখ্‌বে কে কালনিধি, দেখলে যাই আপন ভুলে॥

———

শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

নন্দের বাড়ী।

(রাখালবালকগণের গীত)

আয় রে গোপাল সকাল হয়েছে।
আয় রে আয় বাজিয়ে বেণু আয় নেচে নেচে॥
আকুল ধেনু তোরে না দেখে,
নীরবে চায় উঁচু মুখে,
হাম্বা রবে তোরে ওই ডাকে,
ছুটোছুটী গোঠের খেলা কালতো বাকী রয়েছে॥

শ্রীদাম। মা! তোর গোপালকে পাঠিয়ে দে,—কাল্‌কের খেলা বাকী আছে। গোঠে গিয়ে তোর গোপালকে নিয়ে খেল্‌বো মা! তোর গোপাল রাখালের প্রাণ! দে মা, দে,—তোর গোপালকে পাঠিয়ে দে।

যশোদা। না বাবা, আজ আমি গোপালকে পাঠাব না। নিষ্ঠুর কংসের চর নানা বেশ ধ'রে আমার গোপালের অকল্যাণের জন্য ফির্‌ছে। বাছারে, আমার গোপালকে পাঠিয়ে দিয়ে, পথ-পানে চেয়ে থাকি।

শ্রীদাম। মা, তুমি ভেবো না, গোপালকে পাঠিয়ে দাও। গোপালকে না দেখ্‌লে,—গোপালের বেণু না শুনলে, ধেনু বনে যাবে না,—রাখালের খেলা হবে না। তোর কানাই বলাই না গেলে,—কার গলায় কদম্বমালা দেব মা? মা যশোমতি! তুই ভাবিসনি মা,—দেব-দেবীরা তোর গোপালকে রক্ষা করে;—গোপালের কাছে আসে।

যশোদা। সে কি—সে কি? কে আসেরে? দুষ্ট কংসের চর মায়া ক'রে আসে, আমি কখনও পাঠাব না।

শ্রীদাম। না মা, কংসের চর নয় মা। তাঁরা দেবতা, কানাই আমায় ব'লেছে মা,—তাঁদের রূপে বন আলো করে। কেউ মা ঐরাবতে আসে,—কেউ রথে চ'ড়ে আসে,—কেউ বৃষ বাহন, কেউ সিংহবাহিনী। মা,—যে বৃষ চ'ড়ে আসে, তার বলাই দাদার মত বেশ শিঙ্গে আছে,—"বব বোম্‌—বব বোম্‌" গাল বাজায়! মা, দশভূজা কে রমণী জানিনি,—রূপের ছটায় যেন অরুণ উদয় হয়। সে তোর গোপালকে কোলে নিয়ে স্তনপান করায়। মা, তুই ভাবিসনি,—তুই তোর গোপালকে যেতে দে।

শ্রীকৃষ্ণ। মা, তুই যেতে দে মা! নইলে মা, খেলা হবে না। কাল বলাই দাদা হারিয়ে দিয়েছে মা,—আজ আমি তাকে হারাব। মা, ছেড়ে দে মা! আমি বেলা না যেতে যেতে ফিরে আস্‌বো।

নেপথ্যে। কানাই, কানাই! গোঠে যাবি আয়,—বেলা হয়েছে। কানাই, আয়—

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

ফুকারে রাখাল কানু কানু বলি, ছোড়ি দেগো মাই।
কানু কানু বোলে শিঙ্গা ফুকারি, আসিবে দাদা বলাই॥

গোঠে খেলিব রাখাল সনে,
বন ফল কত তুলিব গহনে,
বেণু বাজায়ে নাচিয়ে নাচিয়ে, বনে বনে কত ধাই ॥
হুড়ো-হুড়ি কত সবে মিলি জুলি,
গগনে উঠিবে ঘন করতালি,
নাচি নাচি ফিরিবে গোধন গোঠে মাঠে বুলি,
গোঠে মাঠে মাগো ফিরাতে ধেনু গোপবালক যাই ॥

(নেপথ্যে শিঙ্গার ধ্বনি)

যশোদা। গোপাল, আর আমি তোরে ঘরে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বো না। ঐ শিঙ্গে বাজিয়ে বলা এলো। বাবা, দূর-বনে যেও না,—কারুর সঙ্গে বাদ ক'র না, ধটীতে ক্ষীর-নবনী বেঁধে দিয়েছি, ক্ষুধা পেলে খেও ;—রোদে ছুটোছুটি ক'র না, ছায়ায় ব'সে থেকো।

(যশোদার গীত)

হারে রে রে বলার শিঙ্গা ডাক্‌ছে তোরে।
বলাতো মানবে না কথা, নিয়ে যাবে তোকে ধ'রে ॥
বলার কথা ঠেল্‌তে নারি, তোরি বলাই তুইতো তারি,
জোর ক'রে বল্ রাখতে কি পারি,
মার কথা করো না হেলা, দূর-বনে ক'রো না খেলা,
শুন নীলমণি,—
কাছে থেকো, যেন বেণুরব শুনি,—
এলে বলা, তোরে তারে সঁপে দিই করে করে ॥

(বলরামের প্রবেশ)

বল। মা, তোমার গোপালকে এখনো গোষ্ঠে পাঠাও নি? আমি বলা,—তোমার পাগলা ছেলে,—তোমার গোপালকে কি ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে মা ?

যশোদা। বলাই—বাপধন! আমার অঞ্চলের নিধি তোর হাতে সঁপে দিচ্ছি। দেখিস্ বাপ, কাঙ্গালিনীকে আবার ফিরিয়ে দিস্। বাপ্‌রে, আমার কানাইকে গোঠে পাঠাতে সন্দ হয়। নিত্য নিত্য অসুরের দৌরাত্ম্যে গোকুল আকুল। বাপ্‌রে, গোপাল গোঠে গেলে আমি দশদিক্ শূন্য দেখি, আমি ঘন ঘন সূর্য্যের পানে চাই ; স্তব করি,—শীঘ্র অস্ত যাও,—আর আমার গোপাল ফিরে আসবে। একদণ্ড গোপালকে না দেখ্‌লে আমার প্রাণ কেমন করে! বলাই, তোর হাতে আমার গোপালকে সঁপে দিচ্ছি।

বল। মা যশোমতি, বলা থাক্‌তে তোমার ভয় কি মা ?

শ্রীকৃষ্ণ। মা, তবে আসি ?

যশোদা। বাবা, আমি পথপানে চেয়ে রইলেম!

[প্রস্থান।

(রাখালবালকগণের গীত)

ছুটোছুটী খেল্‌বো ঘোড়ার দুটী।
যে হারিবে তার চড়বো ঘাড়ে, ধোরে ঝুঁটী।
ভাটায় ভাটায় ঠুকোঠুকি,
গাছের আড়ে লুকোলুকি,
শোন্ তোরে বলি, খেল্‌বো দোলাদুলি,
নয়তো বল খেল্‌বো চোক-ফুটো-ফুটী,
নেচে ছুট্‌লো ধেনু, চল পাশে ছুটি ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

গোপ ও গোপিনী।

গোপ। মাগী কি আর থাকতে পারে? কৃষ্ণের মুখ না দেখ্‌লে ওর প্রাণ ধড়ফড় করে। রাধার মত কুলের বার হ'ল বলে।

গোপিনী। ও কালাকে না দেখ্‌লে কি থাক্‌তে পারে? মিন্‌সেকে বারণ ক'রে পাল্লেম না।

গোপ। এই পথে কানাই যাবে, মাগী যেন মেরে আছে।

গোপিনী। তবে রে মিন্‌সে! গাই দোয়া ছেড়ে এখানে এসেছ ?

গোপ। তবে রে মাগী, কুট্‌নো কোটা ছেড়ে কালা দেখ্‌তে এসেছ ?

গোপিনী। এসেছি, খুব করেছি, তোর কি!

গোপ। আমি এসেছি, খুব করেছি, তোর কি!

গোপিনী। ভাল চাস্‌তো মিনসে—ঘরে ফিরে যা!

গোপ। আর তুমি কি কর্ব্বে, কালাচাঁদকে ধ'র্‌বে ?

গোপিনী। আমি এসেছি—দুটো শাক তুল্‌বো,—তুলে সর্‌সরী কর্ব্বো। তুই কেন এলি মিন্‌সে?

গোপ। আমি এসেছি দুটো ঘাস ছিঁড়্‌বো; গাভিন গাইকে খাওয়াবো। তুই কেন এলি মাগী?

গোপিনী। আমি এসেছি কৃষ্ণ দেখ্‌তে। তুই আমার কি কর্ব্বি? মিন্‌সে ভাল চাস্‌তো ঘরে যা। গাই দু'গে,—নইলে ভাতের বদলে উনুনের পাঁশ বেড়ে দেবো।

গোপ। মাগী, তোরই দু'টো চোক্ আছে—আমার তো চোক্ নেই,—কৃষ্ণ দেখ্‌তে সাধ নেই?

গোপী। পোড়া কপাল—আমি কৃষ্ণ দেখ্‌তে আসিনি—আমি আমার কাজে এসেছি। তুই মিন্‌সে আপ্‌নার কাজ ছেড়ে মাঠে মাঠে ফিরিস্ কেন বল্‌তো?

গোপ। তুমি কি কাজে এসেছ আমার বুকের ধন!—কৃষ্ণ দেখ্‌তে—না আর কি কত্তে এসেছ?

উভয়ের গীত।

গোপ।— তুই কেন এলি?
গোপী।— তুই কেন এলি?
উভয়ে।— বুঝি নন্দের কালা তোর দেখ্‌তে সাধ।
গোপ।— তোর তো সে সাধ,
গোপী।— তোর তো সে সাধ,
উভয়ে।— সাধে কেন তবে সাধিস্ বাদ॥
গোপ।— দেখ্‌লে নন্দের কালা যাবি রান্না ভুলে,
গোপী।— যাবি নি তুই তো আর ঘরে মূলে,
গোপ।— তোরে করি মানা, যেন কালার রূপে মজ'না,
গোপী।— তোরে করি মানা যেন কালার পিছু পিছু ফির না,
উভয়ে।— শোন্ তোরে বলি, শোন্ তোরে বলি,
দেখ্‌লে কালাচাঁদ ঘটবে প্রমাদ॥

তৃতীয় দৃশ্য

গোষ্ঠ

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ।

শ্রীদাম। ছাখ্, ছাখ্—কানাই ছাখ্, বলাই দাদা মধুপানে মত্ত হয়ে, আপনার ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া কচ্চে ছাখ্।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা কি কচ্চো?

বল। ছাখ্ দেখি! এ কে এল বল দেখি? এ আমার সঙ্গ ছাড়ে না। এগুলে এগোয়, পেছুলে পেছোয়!

শ্রীকৃষ্ণ। ও যে তোমার ছায়া!

বল। না, তুই জানিস্ নি! ও ছল ক'রে বলাই সেজে এসেছে। (ছায়ার প্রতি) বল্ তুই এগুবি—না পেছুবি? এই আমি এগিয়ে চল্লেম, খপরদার এগুস্‌নি! হ্যা দেখ্, আবার এগোয়! আমি এই দাঁড়ালেম;—তুইও দাঁড়ালি! আমি এই পেছুলুম,—তুইও পেছুলি! আচ্ছা দেখি, এই আমি বস্‌লেম। কানাই, এরে তাড়িয়ে দে ভাই! ব্রজে আবার বলাই--আমি সইতে পারবো না। দে—দে কানু এরে তাড়িয়ে দে। বেণু বাজাস্‌নি—বেণু শুন্‌লে যাবে না! ঐ ছাখ্ আমি উঠেছি—উঠেছে। আমি ছুটে ছুটে ওকে নাকাল কর্ব্বো; দেখি আমি কত দৌড়তে পারি, ও কত দৌড়তে পারে। তুই—কেরে বলাই! তোর মুখে ছাই।

(বলরামের গীত)

কে কে রে, কে রে, কে-কে—কে-কে কে রে আর কে রে বলা এলি।
কানু বলি বাজাই শিঙ্গা, সে শিঙ্গা কোথায় পেলি?
মোর পারা হেরি তুই আপনাহারা, কানু নেহি তেরা কানু মেরা,
যারে যারে যা পালারে পালা,
ব্রজের বলাই আমা বিনা নাই,
ভাল যদি চাও, ব্রজে ছেড়ে যাও, নহে এখনি মার খেলি।

শ্রীকৃষ্ণ। ছায়া হ'তে সংসার ফুটেছে, আবার ছায়ায় ডুবে যাবে। মহামায়া ছায়ারূপিণী,—ঘোরা অজ্ঞান রজনীতে জীব নিদ্রিত হ'য়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছে। এ ছায়ারূপা মহামায়ার প্রভাবে দেহধারীমাত্রেই আবদ্ধ। জ্ঞানালোক ভিন্ন দিবা প্রকাশ পাবে না;—এ ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ হবে না। হৃদ-পদ্মে ভক্তি বিকাশ হ'লে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাবে, নচেৎ এই চির-অন্ধকার থাক্‌বে।

শ্রীদাম। আয় ভাই, চোক-ফোটাফুটি খেলি।

সুবল। কে চোর হবে?

শ্রীদাম। আয়,—রাম-দুই-সারে তিন করি আয়; যে চোর হবে, তারই চোখে কাপড় বাঁধ্‌বো।

সকলে। এই সুবল চোর হয়েছে—সুবোল চোর হয়েছে। ওর চোখে কাপড় বাঁধ!

(তদ্রূপ করণ)

বসুদাম। (মাথায় টোকা দিয়া) বল্ দেখি কে?

সুবল। তুই!

বসু। ছুয়ো পারলে না!

সুবল। তবে গোপাল মেরেছে।

কৃষ্ণ। না ভাই, আমি তো মারি নাই।

সকলে। ছুয়ো বল্‌তে পার্‌লে না!

সুবল। না ভাই, তবে আমি এ খেলা খেল্‌বো না।

বসু। দেখ্‌ ভাই—কৈঁইচে দেখ্‌ ভাই। চোর হয়ে খেল্‌বে না।

সুবল। কেন ভাই, তোরা ধরা দিবিনি, আমি খেল্‌বো না।

বসু। তবে লুকোচুরি খেলি আয়। তুই খুঁজে বার কর।

সুবল। আচ্ছা—তাতে আমি রাজী আছি।

বসু। কে বুড়ী হবে ভাই?

কৃষ্ণ। আমি হব ভাই!

বসু। না ভাই, তোকে খেল্‌তে হবে, তুই কেন বুড়ী হবি ভাই?

বল। জানিস্ নি শ্রীদাম, ভবে এসে চোরের মত সকলেই বাঁধা আছে। যে কানাইকে ছোঁয়, তারই বন্ধন খোলে। অনন্তকালে সে আর চোর হয় না। নইলে চোরের মত সকলেই বাঁধা থাকবে।

বসু। কেন ভাই, আমাদিকে তো কেউ বাঁধে নাই!

বল। তুই জানিস্ নি ভাই! এ মহামায়ার মহাপাশের বন্ধন,—এ বন্ধন কেউ দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু নাকফোঁড়া বলদের মত যে দিকে নিয়ে ঘোরাচ্চে, সেই দিকে ঘোরে। কানাইকে ছুঁলে, নাকের দড়ী কেটে যায়, আর তাকে কেউ ঘোরাতে পারে না,—ভবের ঘোর তার একেবারে কাটে।

বসু। তবে ভাই কানাই!—তুই বুড়ী হ'।

(কৃষ্ণ ও বলরাম ব্যতীত সকলের লুক্কায়িত হওন)

সুবল। ভাই কানাই, তুই ভাই একজনকে ধরিয়ে দে। আমি আর চোর হ'তে পারি নি,—আমি ভাই বড় হাঁপিয়েছি।

শ্রীদাম। এখনও হয়নি, হ'লে টু দেব। বলাই দাদা, লুকোও না!

বল। (ছায়ার প্রতি) ত্থাখ্‌—এক কিলে তোর বলাইগিরী বার কর্ব্বো। ব্রজে আমি বলাই—আর কে বলাই এলি? এখনো যাবিতো যা। এখনো গেলি নি?

শ্রীদাম। (বলাইয়ের প্রতি) তবে ভাই, আমি লুকোই, তুমি ভাই চোর হবে।

বল। কি, আমি চোর হব? আমার কানুগত প্রাণ, কানু আমার ধ্যান-জ্ঞান, ভবের ঘোরে কি আমায় আচ্ছন্ন কর্ব্বে? আমি কিসে চোর হব? আমায় চোর করে কে? আমি যে কানাইকে হৃদে ধ'রে রেখেছি।

শ্রীদাম। টু—হয়েছে!

সুবল। (কৃষ্ণের প্রতি) ভাই, কোথায় কে লুকিয়েছে—ব'লে দে। আমি ভাই—ওদের মত ছুটতে পারি নি।

কৃষ্ণ। ত্থাখ্‌, বলাই দাদা গাছের আড়ালে বিভোর হ'য়ে ব'সে আছে, তুই গিয়ে ওকে ছোঁ।

সুবল। না ভাই, ছিদেমের উপর আমার আড়ি, ছিদেম কোথা, বলে দে।

কৃষ্ণ। ঐ তমালগাছটার আড়ালে আছে।

[সুবলের ধরিবার চেষ্টা ও রাখালগণের পলায়ন।

বসু। বলাই দাদা—বলাই দাদা! এইবার গিয়ে বুড়ী ছোঁ। সুবল ওদিকে গেছে।

বল। না, আমি যাব না, আমি একে না তাড়িয়ে যাব না।

সুবল। বলাই দাদা, তোমায় ছুঁই।

বল। ওটাকে ছোঁ—ওটাকে চোর কর। আমি কদম গাছে বেঁধে শিঙ্গের বাড়ি খুব ঠুক্‌বো।

কৃষ্ণ। দাদা, এ মায়ার সংসারে কি ছায়ার আবরণ দূর হবে? বার বার তো দেহ ধ'রে আস্‌ছো, কিন্তু কৈ, ছায়া তো দূর হয় না।

বল। এ তোর ছল, এ তোর কৌশল! তুই একে তাড়াবি তো তাড়া, নইলে আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া কর্ব্বো। ত্থাখ্‌—তোরা সবাই মিলে বল, এ ছায়ার আবরণ আর রাখ্‌বো না, নইলে কেলোর সঙ্গে বোঝা পারা।

(সকলের গীত)

ঘুচিয়ে দে ছায়ার আবরণ,
নহে বোঝা-বুঝি তোর সনে।
অঘোরে কত দিন আর কাটবে জাগা স্বপনে।

এখনো কি হয়নি মনোমত,
চোক বেঁধে আর ঘোরাবি কত,
শুনিস্ নি কোন কথা ডাকিরে যত ;
ভালা খেলা শিখেছরে মরি প্রাণের ঝলনে ॥

সুবল। আর ভাই, খেল্‌বো না, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

শ্রীদাম। সত্যি ভাই, আমারও বড় ক্ষিদে পেয়েছে। তোরও মুখ শুকিয়ে গেছে ; বলাই দাদারও মুখ শুকিয়ে গেছে।

কৃষ্ণ। তাইতো দাদা, কোথায় কি পাই ? এ বনে তো ফল নাই, শুধু ফুল ফুটে রয়েছে।

বল। হ্যাঁরে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্ন তুই দিস, তুই অন্ন কোথা পাবি—আমি বলে দেব ?

কৃষ্ণ। দেখ দাদা, নগরের ব্রাহ্মণেরা আঙ্গিরস যজ্ঞ ক'চ্চে। ওরা আমাদের দু'টী অন্ন দেবে না ?

বল। সে তুই জানিস্, আমি কি ব'লবো ? কে তোরে অন্ন দেবার সাধ ক'রেছে, তা আমি কি জানি ? তোর ভক্তের খেলা, এ খেলা কে বুঝ্‌বে বল ?

কৃষ্ণ। ছাখ্ ভাই, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ ক'চ্চে, তাদের কাছে গিয়ে দুটী অন্ন চেয়ে আন্।

বসু। কি বল্‌বো ?

বল। বল্‌বি—যার ধ্যান ক'চ্চ, যার জন্যে যজ্ঞ ক'চ্চ,—সেই যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণ তোমাদের কাছে অন্ন ভিক্ষা চেয়েছে। অন্ন দাও, যজ্ঞ পূর্ণ কর, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অধিকারী হও।

কৃষ্ণ। না না, বলিস্ তোমাদের রাম-কৃষ্ণ এসেছে, দুটী অন্ন দাও। বলিস্, বড় ক্ষুধায় আকুল হ'য়েছে।

রাখালগণ। তবে চল্ ভাই, আমরা যাই।

[রাখালগণের প্রস্থান।

বল। হ্যাঁরে কৃষ্ণ, কে ভাগ্যবান্ তোরে অন্ন দান ক'র্‌বেন ?

কৃষ্ণ। দাদা, দ্বিজাঙ্গনারা, আমাগতপ্রাণা। দিবা-রাত্র আমার ধ্যানে নিমগ্না। দাদা, আমি তাদের জন্য বড় ব্যাকুল। আজ আমি তাদের জন্য এই দূর-বনে এসেছি। হে অনন্তদেব ! অনন্তকাল আমি সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীদের নিকট বাঁধা থাক্‌বো। দাদা, ভবের বন্ধন ঘুচিয়ে চির-দিন আমি বাঁধা, তাই আমার বন্ধন আর ঘুচ্‌বে না। এসো দাদা, ওই তমালবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে বসিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাধিকা ও ললিতার প্রবেশ)

রাধিকা। কৈ সই ! শ্যাম কৈ ? শ্যাম তো হেথা নেই ?

ললিতা। হ্যালা, শ্যাম দেখে কি তোর সাধ মিট্‌লো না ? ছাখ্ দেখি—কি কাজ ক'র্‌লি ? কুলের কামিনী—দূর গহন-বনে চলে এলি ! সেতো তোরে চায় না, তবে কেন তুই তার জন্য মজেছিস ?

(রাধিকার গীত)

নিতি নূতন ভাব বদনে বিকাশে,
হাসি কিরণরাশি মানস সকাশে,
হেরি নয়ন বিভোল সই।
অনঙ্গ তরঙ্গ, রমণী-মান-ভঙ্গ,
ত্রিভঙ্গ অনঙ্গমোহন-রঞ্জন
না হেরি নয়নে আকুল হোই ॥
মোহন মুরলী বাদন,
গগন গহন ছাদন,
তান-তরঙ্গে, যমুনা নব ন-রঙ্গে,
ব্রজকুল আকুল, পাখী পাখীকুল,
মধুর তান শুনে পশে—চঞ্চল হোই।

ললিতা। আর সই, হা হতাশ ক'রে কি কর্ব্বে ? এ বনে তো কালা নাই। চতুরের প্রেমে পড়ে তুই কেন আপনার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি ? সে কারও নয়, সে চতুরালী জানে, প্রেম জানে না, পীরিতের ধার রাখালে কি ধারে ?

(ললিতার গীত)

তুঁহু সরলা নেহি বুঝ চতুরালী।
নিঠুর কপট শঠ বনমালী ॥
পিরীতি ফুল কাহে দেহ ডালী,
সার ভেল কলঙ্ক কালি,
না জানে পীরিতি-রীতি—রাখালী জানে,
বাঁশরী নিদান সখি, নাহি ধর কাণে ;
সুর কার তরে ?—নেহি চাহে তোরে,
শ্যাম-পিরীতি, বুঝ সখি রীতি,
কুলমান লাজ জলাঞ্জলি থালি।

রাধিকা। চল সই, ঐ দেখ গোধন চরছে, কালা হেথা কোথায় লুকিয়ে আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

যজ্ঞালয়

ন্যায়রত্ন, তর্কালঙ্কার, বাচস্পতি, শিরোমণি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ)

ন্যায়। নে নে—তুই বাচস্পতি খুড়োকে পুঁথি দে, তোর ব্যাকরণ-বোধ নাই, তোর মুখে আবৃত্তিই হয় না, তুই আবার পুঁথি ধর্‌বি ?

তর্ক। কি বল্লি পাষণ্ড! আমি ব্যাকরণ জানি নি ? কিলিয়ে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব জানিস্ ? আমি ঢের বাচস্পতি দেখেছি! দেখি—দেখি, কে আমার আসনে এসে বসে!—এতে যজ্ঞ হয় হোক্ আর না হোক্।

বাচ। ওহে, চঞ্চল হয়ো না, চঞ্চল হয়ো না। বেদ-বিধিমত উচ্চারণ আবশ্যক। বিদ্যা চাই হে—বিদ্যা চাই। ধর্ম্ম-নিষ্ঠা চাই।

তর্ক। আর তোমার বিদ্যা জানা গেছে হে—জানা গেছে। তুমি পিতৃশ্রাদ্ধে মনসার ভাসান পড়াও। তোমার বিদ্যাও জানা গেছে—ধর্ম্মনিষ্ঠাও জানা গেছে।

বাচ। কি বল্লি ?—তোর মত জ্যান্ত শামুক নিয়ে আমি তো শালগ্রাম করি নি! সে দিন তুই ভৈরব ছত্রীদের বাড়ী জ্যান্ত শামুক নিয়ে শালগ্রাম ক'রে সিংহাসনে বসিয়েছিলি।

ন্যায়। সে কিরূপ খুড়ো—সে কিরূপ ?

বাচ। আরে তা জান না বুঝি, ও পচা পুকুর হ'তে একটা শামুক তুলে নে ছত্রীদের বাড়ী যায়। সে শামুক-রাজ, জল আর ফুল পেয়ে চল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে। সে দিন ওরা ওটাকে খুনই ক'রে ফেল্‌তো, আমি যাই ছিলেম, তাই রক্ষে।

তর্ক। আমি তো আর শৌচের জল দেয়ালের গায়ে ঢেলে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করি না, আর মাছ-ভাত খেয়েও চণ্ডী পাঠ ক'র্‌তে যাই না।

বাচ। হ্যা ছাখ, মুখ সাম্‌লে কথা ক। আমি মাছ-ভাত খাই, কিন্তু তোর জ্বালায় পুকুরে গুগ্‌লী থাক্‌বার যো নাই।

বিদ্যা। আরে কলহ রাখ, কলহ রাখ। হোমের সময় অতীত হয়।

(রাখাল-বালকগণের প্রবেশ ও গীত)

ক্ষুধায় আকুল কানাই বলাই অন্ন দুটী চায়।
অন্ন নিতে এসেছি হেথায় ॥
এ বনে নাইকো বন-ফল,
তাই ক্ষুধাতে বিকল,
জ্বলেছে জঠর-অনল,
দিয়ে অন্ন জল, জঠর-অনল কর সুশীতল ;
দেখ্‌বে এসো, কানাই বলাই দাঁড়িয়ে আছে পায় পায়।

বাচ। এঁরা আবার কারা এলেন দেখ, আজ যজ্ঞে মহা বিঘ্ন দেখ্‌ছি! তোমরা কারা হে বাপু ?

শ্রীদাম। আজ্ঞে আমরা রাখাল।

বাচ। তা বেশ্।

শ্রীদাম। ঠাকুর, কানাই-বলাই দুটি অন্ন যেচে পাঠিয়েছেন।

বাচ। খুব ক'রেছেন।

শ্রীদাম। তবে দেন—দুটী অন্ন দেন।

বাচ। তাঁরা কে মাতব্বর বল্‌তো ?

শ্রীদাম। ঠাকুর, কানাই আমাদের রাখাল-রাজা। বলাই দাদা ব'লে দিয়েছেন ত, যাঁর উদ্দেশ্যে ধ্যান কচ্চো, যাঁর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কচ্চো, সেই যজ্ঞেশ্বর আমাদের কানাই। কানাই বলেছে, বলাই দাদা অনন্তদেব।

বাচ। বুঝ্‌লেম। তোমার রাখালরাজ অন্ন চেয়েছেন। তোমরা গোনাগুষ্টী খাবে। গরুর জাব কেটে নে যেতে বলেন নি ? বিচিলি কেটে খোল মেখে মাথায় ক'রে নিয়ে সব পৌছে দি।

শ্রীদাম। ঠাকুর! তা তো কৈ কিছু বলেন নি।

বাচ। বাপের ঠাকুর আমার, ঐটুকু মাপ করেছেন দেখ্‌চি।

শ্রীদাম। ঠাকুর, দুটী অন্ন-ব্যঞ্জন দেবেন কি ?

বাচ। দেব না!—গোয়ালার ব্যাটা!—খোদার নিধি!—যজ্ঞেশ্বর চেয়ে পাঠিয়েছেন! এই যোড়শোপচার

সাজিয়ে মাথায় ক'রে নে পৌছে দিচ্ছি, তোমরা একটু এগোও।

শিরো। বাচস্পত্ দা, কাদের সঙ্গে কথা কচ্ছো?—এরা কারা?

বাচ। এরা গোয়ালা ঠাকুরের সন্তান। এঁদের আবার রাখালরাজ আছেন। ওঁদের গোয়ালা কানাই যজ্ঞেশ্বর, ওঁরা যজ্ঞের অগ্রভাগ চান। আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার ক'রতে এসেছেন।

শিরো। ও সেই নন্দের ব্যাটা, বৃন্দাবনের ননীচোরা ধন; জান্‌লে বাচস্পত্ দা? অমন বাধেয়ে আর দুটি নেই। মাগীদের কাপড় চুরী করে নিয়ে পালায়। বাজারে লুটপাট ক'রে ফল-মূল কেড়ে খায়। যে ননী-ছানা বেচতে যায়, তার আর নিস্তার নেই। দ'য়ের ভাঁড় দেখ্‌লেই ভেঙ্গে দেয়। বেরো ব্যাটারা—বেরো।

শ্রীদাম। ঠাকুর, দুটী অন্ন দেবে না? আমরা ক্ষুধায় বড় ব্যাকুল হয়েছি।

বাচ। এগিয়ে গিয়ে গাছতলায় একটু জিরোও না, ভারে ভারে অন্ন-ব্যঞ্জন পৌছে দিচ্ছি, খাবায় খাবায় খাবে! আর দু'গামলা জাবও কেটে নিয়ে যাচ্ছি,—গোধনেরা চর্ব্বণ কর্বে।

শ্রীদাম। ঠাকুর, রাম-কৃষ্ণকে অন্ন দেবে না?

বাচ। দেব বৈ কি! ব্রাহ্মণ-যজ্ঞে গোয়ালা ঠাকুরের বাছা আগে না খেলে কি আর যজ্ঞ হবে?

শ্রীদাম। ঠাকুর, তোমরা জাননা, কানাই আমাদের যজ্ঞেশ্বর।

বাচ। আহা! তা আর জানি না? একটু গাছ-তলায় গিয়ে ঘুমোও গে।

সুবল। ও ভাই, এরা দেবে না।

বাচ। এর ভেতর তোমার কিছু আক্কেল আছে। এমনও বেল্লিক হয় রে? কে তোদের রাম-কেষ্টা?

সুবল। গর্গ মুনি 'কৃষ্ণ' নাম দিয়ে ব'লেছেন, ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; বলভদ্র সাক্ষাৎ অনন্তদেব। আপনারা ব্রাহ্মণ—জ্ঞানী, আপনারা কি আর জানেন না?

বাচ। অত জ্ঞান জন্মায় নি বাপধন! নন্দের ব্যাটা নারায়ণ,—ব্রাহ্মণের ছেলে, কি ক'রে আর ব'ল্‌বো বল? শাস্ত্র পড়েছি, বেদ অধ্যয়ন করেছি!

শিরো। বাচস্পত্ দা! তুমি কি পাগল হ'লে? তুমি ঐ বেল্লিক ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে বকাবকী কচ্ছো?

বাচ। আরে ভায়া! জাননা, ও এক ঢেউ উঠেছে—নন্দের ব্যাটা নারায়ণ! ছোঁড়া না কি নানান্ ভেল্কী জানে শুনেছি। ভেল্কী দেখায় আর মেয়ে ভুলিয়ে ননী খায়! আর 'বলা' ব'লে কে এক ব্যাটা আছে, সে ব্যাটা মাতালের ইষ্ট,—মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে দিবারাত্র চল্‌ছে। ব্যাটারা সব চোরের দল। তা দেখ বাপু—ও রাখাল-রাজার সখা! এক কাজ কর, শুভ কর—শ্রীদুর্গা ব'লে শুভ কর। এ বামুনবাড়ী, এখানে আর কি হাতাবে বল? বড় একটা সুবিধে হবে না।

সুবল। ঠাকুর, আমরা রাখাল, আমাদের কেন কটু বল্‌চেন? কৃষ্ণনিন্দা কেন ক'রছেন?

বাচ। বাপু, সকল সময় কি বুদ্ধির ঠিক থাকে? যা দেখ, পায় পায় স'রে পড়।

শ্রীদাম। ঠাকুর, দুটী অন্ন দেবেন না?

বাচ। বাপু, এ কথাটী তো অনেকক্ষণ বুঝেছ। গোয়ালা-ঠাকুরের প্রসাদ ক'রে কি খাব? কোনো হাড়ী-মুচির বাড়ীতে বে-থা হয়, সেখানে গিয়ে ঠাকুরগিরী জানিও।

শ্রীদাম। তবে ঠাকুর, আসি।

বাচ। বাপধন আমার, এসো।

[রাখালগণের প্রস্থান।

ন্যায়। তুই যে বড় লম্বা লম্বা ব'ল্‌ছিস্?

তর্কা। তুই পাষণ্ড ষণ্ডামার্ক! বিদ্যে থাকে তো হোম ক'রতে বোস্।

ন্যায়। তোর যজ্ঞে আমি নিষ্ঠীবন ত্যাগ ক'রে যাই। আমি এস্থানে থাক্‌তে চাই না; এ বেল্লিকের স্থান।

তর্কা। দেখ্ ন্যায়রত্ন! মুখ সাম্‌লে কথা কোস্।

ন্যায়। তবে রে পাজী! যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমি তন্ত্র-মন্ত্র জানি না?

তর্কা। আয় তোকে দেখি—পাছাড় লড়ি আয়!

ন্যায়। আয়—আয়!

বাচ। আরে, কি কর—কি কর? যজ্ঞভঙ্গ হয় যে?

ন্যায়। গোল্লায় যাক্।

তর্কা। আরে টিকি ছাড়—টিকি ছাড়, নইলে এক কিলে তোর দফা সার্‌বো।

বিষ্ণু। কি! তুই তর্কালঙ্কারের গায়ে হাত দিস্‌?

[হুড়াহুড়ি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাচস্পতির বাটীর প্রাঙ্গণ

বিষ্ণুপ্রাণা।

(গীত)

ধেয়ানে দেখিনু মোহন-মুরতি তিরপিত নহে আঁখি।
নীল-সরোজে, মৃণাল ভুজে, হৃদি-পরে বাঁধি রাখি॥
মিলায়ে অধরে, অধরে অধরে,
ভাসিব বিলাস সাধ সাগরে,
রাখিব ধ'রে জোরে, দিব না তারে কারে ;
অনিমিখ আঁখি, বিরলে নিরখি,
অঞ্চলে রাখি ঢাকি॥

(রাখালবালকগণের প্রবেশ)

সুবল। ভাই, আমি তো আর ক্ষিদেয় কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। কানাই বল্লে—তাই ফিরে এলেম। বামুন-ঠাক্‌রুণরা কি অন্ন দেবে? আর যদি ঐ ধেড়ে বামুনটা দেখ্‌তে পায়, তা হ'লেই ফেরে ফেল্‌বে।

শ্রীদাম। মা ব'লে গিয়ে দাঁড়াইগে চল। বামুন-ঠাক্‌রুণরা দয়াবতী, ক্ষুধার্ত্ত শুন্‌লে অবিশ্যি অন্ন দেবে। মা—মা!—

(জনৈক ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

বিষ্ণু। কে বাবা তোম্‌রা?

শ্রীদাম। মা, আমরা রাখালবালক। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠে এসেছিলেম। গোঠে-মাঠে ফিরে তোমাদের রাম-কৃষ্ণ ক্ষুধায় আকুল। আমাদেরও ক্ষিদে পেয়েছে মা! রাম-কৃষ্ণকে দুটী অন্ন দেবে?

বিষ্ণু। কেরে?—আমার রাম-কৃষ্ণ এসেছে? অন্ন চাচ্চে? কোথায় আমার রাম-কৃষ্ণ?

ব্রাহ্মণী। এসো বাবা এসো! তোমরা আগে আগে পথ দেখিয়ে চল, আমরা অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে আস্‌চি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। প্রভু! এত দিনে জান্‌লেম, তুমি দয়াময়। নিত্য অন্ন তোমাকে নিবেদন ক'রে দিয়ে চক্ষে ধারা বয়। মন-পূজায় প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সাক্ষাৎ রাম-কৃষ্ণকে অন্ন দেব, কত যুগযুগান্তর কঠোর তপ ক'রেছি, তাই রাম-কৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছেন।

সুবল। দেখ্‌লি ভাই, বামুনঠাক্‌রুনরা কেমন দয়াবতী! আর সেই দুর্ম্মুখো বামুনটার মুখ মনে প'ড়্‌লে বুক কাঁপে।

(ব্রাহ্মণীগণের প্রবেশ)

গীত।

আয় লো সাজিয়ে থালা, কুলবালা,
ত্বরাত্বরি আয় লো সবাই।
আয় লো আয় প্রাণসজনি, দেখ্‌বি যদি ব্রজের কানাই।
মনোসাধ পূরবে সখি,
আয় লো আয় শ্যাম নিরখি,
হের্‌বো কানুর ঈষৎ হাসি খঞ্জন-আঁখি ;
হেলা পাখা রাধা আঁকা,
বাঁশী-করে দাঁড়িয়ে যে বাঁকা,
গায় রাধা নামে সাধা বাঁশী—কোথা প্রেমময়ী রাই।

[বিষ্ণুপ্রাণা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(বাচস্পতির প্রবেশ)

বাচ। বলি কোথায়? নবরঙ্গিণী, কোথায় চলেছ! বলি শ্যামরায় দেখ্‌তে চলেছ নাকি, বামুন ঠাক্‌রুন! প্রেমময়ী রাধে কদ্দিন হ'লে? শুনেছি, রাধার কুঞ্জ আছে, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ আছে, আর নব-নাগরী বামুনঠাক্‌রুণরা নূতন কুঞ্জ ক'র্‌বেন। বলি—অন্ন-ব্যঞ্জন ল'য়ে কোথায় গমন হ'চ্চে শুনি?

বিষ্ণু। প্রভু, আমি কৃষ্ণ-দর্শনে যাচ্ছি, আমায় বাধা দিও না। কৃষ্ণ আমার প্রাণ, আমি আমার প্রাণ ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও,—বাধা দিও না, নইলে স্ত্রী-হত্যা হবে।

বাচ। ঘরে একটু গিয়ে ব'সো না, আমি বরং রাজার কাছ থেকে রথ সাজিয়ে আন্‌ছি, সেই রথে তোমায় চড়িয়ে তোমার নাগর কাফের কাছে নিয়ে যাব। গোল্লায় গেলি—গোল্লায় গেলি? শেষটা ভ্রষ্টা হ'লি?

বিষ্ণু। ছি ছি, কি কথা বল্‌ছো? আমি জগৎপতির

পূজা ক'রতে যাব, তুমি আমায় ভ্রষ্টা বল? তুমি কি চক্ষু থাকতে অন্ধ? কি শাস্ত্র পড়েছ? রাম-কৃষ্ণকে যদি চেন না, তবে কি চিনেছ? তুমি স্বামী, তোমায় অধিক কি বল্‌বো, কৃষ্ণ-নামে তোমার প্রাণ আকৃষ্ট হয় না, তবে তোমার তপ বিফল, জপ বিফল, তোমার যাগ-যজ্ঞ সকলই বিফল।

বাচ। মরি মরি মরি! আমার প্রেমময়ী প্রেম ব্যাখ্যা ক'চ্চেন! রসময়ী রসে ভরাট, কৃষ্ণ-রস উথ্‌লে পড়ছে। বেহায়ি! তোর লজ্জা করে না?

বিষ্ণু। লজ্জা, ভয়, মান, মর্য্যাদা আমি সকলই কৃষ্ণপদে অর্পণ করেছি; কৃষ্ণের চরণে আমার দেহ, প্রাণ, মন অর্পিত। আমার আর আমি নই, আমার আর লজ্জা-ভয় কি? আমি কাঙ্গালিনী, শ্যামপ্রেম-ভিখারিণী, কাঙ্গালিনীর আর লজ্জা কিসে? আমায় ছেড়ে দাও। কেন আর স্ত্রী-হত্যা কর? আমি কৃষ্ণ-দর্শনে যাচ্ছি। আমায় আশায় নিরাশ করো না।

বাচ। রাখ্‌ নেকী! শীতে আর পীরিতে মানুষ মরে না।

বিষ্ণু। আমায় ছেড়ে দাও! আমার প্রাণ বড় আকুল হ'চ্ছে, আমার কণ্ঠাগত প্রাণ হ'য়েছে।

বাচ। এই যে তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে যাই। (বৃক্ষের সহিত বন্ধন) এই খানে ধ্যানে কৃষ্ণ দর্শন কর। দেখি, আর রসরঙ্গিনীরা কোথায় গেলেন? দেখি, ন্যায়রত্ন খুড়োকে গিয়ে বলি। [প্রস্থান।

বিষ্ণু। হে দীননাথ! হে অনাথবন্ধু! অনাথিনীকে পায়ে ঠেল্লে? আমার যে বড় সাধ, তোমায় দর্শন করি। বাঞ্ছাকল্পতরু! আমায় কেন বঞ্চিত কর? আমি অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে এনেছি, এ অন্ন আমি কাকে দেব? তোমায় না দেখ্‌তে পেয়ে আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রবো? হে নাথ! অবলার শিরে কেন বজ্রাঘাত কর? কত সইবো? তোমার বিরহে জরজর হয়েছি। আর যে বিরহ সয় না।

(গীত)

দাও হে দেখা যায় বুঝি এ প্রাণ।
নয় ব'লে আর কত সহে, নহি ত পাষাণ॥
পতি মম হ'য়ে অরি,
রাখিয়াছে বন্দী করি,
জগৎপতি তোমারে স্মরি,
নারী আমি যেতে নারি, এসো এসো হৃদ্‌-বিহারী,
এ ঘোর দুরূহ বন্ধনে কাতরে কর ত্রাণ॥

চল প্রাণ! কৃষ্ণ-দরশনে চল।

(মৃত্যু)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ

ন্যায়রত্ন, বাচস্পতি, তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাবাগীশ।

ন্যায়। অ্যাঁ! বল কি বাচস্পতি খুড়ো? আমার ঘরে শ্যাম-সোহাগিনী? আজ খুনোখুনি ক'রবো। স্ত্রী-হত্যা মান্‌বো না।

বাচ। আর ব'ল্‌বো কি? ঢ'লে ঢ'লে প'ড়ে, প্রেমের ঘোরে বিভোর হ'য়ে সব চল্‌চে। আমার মাগীকে আমি গাছে বেঁধে রেখেছি। ফিরে গিয়ে জল-বিছুটী দিয়ে শাসিত কর্ব্বো। এখন চল, শ্যামরায়ের কাণ ধ'রে ঘোড়-দৌড় ক'রবে চল।

বিদ্যা। আরে বলিস্‌ কিরে? আমার ঘরে শ্যাম-সোহাগিনী? আমি বিদ্যাবাগীশ, আমি বাঘের বাচ্ছা, আমার ঘরে ঘোগের বাসা?

তর্কা। দাদা, ওদের ওপর রাগ করো না। সেই গোয়ালা ব্যাটা ভেল্কী জানে। ও রাখাল ব্যাটাদের ঠেঙ্গে ধুলোপড়া দিয়েছিল। এই 'কেনো' আর 'বলা' দু'ব্যাটাকে বেঁধে নিয়ে কংসরাজার সভায় যাই চল।

ন্যায়। অ্যাঁ।—আমার ঘরে শ্যামসোহাগিনী? আমার ব্রাহ্মণী, গোয়ালিনী রাধার মত হ'ল? এঁ্যা! কি সর্ব্বনেশে কথা! এঁ্যা! কি সর্ব্বনেশে কথা!

তর্কা। দাদা! রাগারাগি করো না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে নিয়ে এসো, নইলে জাত যাবে! ওই গোয়ালিনীদের মত কেলে ছোঁড়ার পেছু পেছু ফিরবে। ঘরে টিক্‌বে না, ভুলিয়ে ভালিয়ে বাম্‌নীদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আর ঐ রাখাল ছোঁড়াদের আচ্ছা করে বিতিয়ে দাও।

বিছা। হামকো নেহি জান্‌তো, রাখালগিরী হামারা ঘরমে? খুনোখুনি করেগা। হাঁ, আমি বিছেবাগীশ, বাঘ হ'য়ে কাম্‌ড়ায় গা। রাখালের ঘাড়ের রক্ত খাগা। বাম্‌নীকো খুন করেগা। আজ দেখ্‌ লেগা, দেখ্‌ লেগা।

সকলে। দেখ্‌ লেগা, দেখ্‌ লেগা।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গোষ্ঠ

কৃষ্ণ ও বলরাম।

বল। কানাই, দেখ্‌ দেখ, উন্মাদিনীর ন্যায় কে রমণী? ছিন্নবেশা, আলুলায়িত কেশা, অঞ্চল ধুলায় লুণ্ঠিতা, অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে ধেয়ে আস্‌ছে। চক্ষু পলকহীন, দেহ ছায়াহীন, এ কি কোন দেবী? দেখ্‌ দেখ্‌, কে এ পাগলিনী?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা, ব্রাহ্মণী আমাগতা প্রাণ। ও আমার কাছে আস্‌ছিল, ওর স্বামী ওকে আস্‌তে দেয় নি, বন্ধন ক'রে রেখেছিল। আমার বিরহে প্রাণত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মশরীরে আমার কাছে আস্‌ছে।

বল। হাঁরে কানাই! তুই কি নিষ্ঠুর, তোর বিরহযন্ত্রণায় ব্রাহ্মণী প্রাণত্যাগ করেছে, তুই কোন উপায় করিস্‌ নি? তুই গিয়ে কেন একবার দেখা করিস্‌ নি? তা হ'লে তো ব্রাহ্মণীর এ দশা হত না।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা, ব্রাহ্মণী আমাগতা প্রাণ, কিন্তু কর্ম্মক্ষয় ব্যতীত আমায় কেউ পায় না। জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত পাপ-পুণ্য দুইই ছিল। দুয়েরই ফলভোগ ব্যতীত জীবের মুক্তি হয় না। আমার নাম স্মরণ ক'রেছে, আমি ওকে মুক্তি অপেক্ষা সারবস্তু দিয়েছি। ব্রাহ্মণী আজ ভক্তিময়ী সূক্ষ্মদেহধারিণী।

বল। ওর পাপ-পুণ্য ক্ষয় হ'লো কিসে?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার স্মরণ, মনন, ধ্যানে যে আনন্দ, সেই আনন্দ উপভোগে ওর পুণ্যক্ষয় হয়েছে, আর আমার বিরহ-তাপে পাপ দগ্ধ হয়েছে, এখন এই ব্রাহ্মণী ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতা, আমার পরম প্রেমের অধিকারিণী।

(বিষ্ণুপ্রাণার প্রবেশ)

বিষ্ণু। ধর ধর, পূজা ধর, হৃদ্‌-বিহারী হৃদয়েশ্বর! দাসীকে পায়ে রাখ। এত দিনে নাথ সদয় হ'লে! দাও দাও, আমার মস্তকে শ্রীচরণ দাও! আমার প্রাণ জুড়াও! বীর বলাই, তোমার কানাইকে আমায় দয়া ক'রতে বল?

বল। দেবি, তুমি কৃষ্ণ-প্রাণা, আমি আর কি ব'লবো?

বিষ্ণু। প্রভু, দয়াময়, সদয় হও; আমার পূজা ধর!

কৃষ্ণ। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী,—প্রাণপ্রতিমা।

বিষ্ণু। প্রভু! আবার বল, আবার বল, আমি বিভোর হ'য়ে শুনি!

(ব্রাহ্মণীগণের প্রবেশ)

১মা ব্রাহ্মণী। মরি মরি, এই যে কানাই-বলাই। দেখ দেখ, রূপে নয়ন ভোরে গেল, হৃদয় ভোরে গেল, জন্ম সফল হলো! এই নাও—অন্ন-ব্যঞ্জন নাও।

কৃষ্ণ। তোমাদের ভক্তিবারি পানে পরিতৃপ্ত হ'য়েছি, বলাই দাদা পরিতৃপ্ত, রাখালগণ পরিতৃপ্ত।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! আর ক্ষুধা নাই। তোর কি আনন্দলীলা! তোর ভক্তের সঙ্গে যে কি ভাব, তা দেবতাদেরও অগোচর।

১মা ব্রাহ্মণী। হ্যাঁলা, তোকে তো বেঁধে রাখ্‌লে দেখ্‌লেম্‌, তুই সবার আগে কি ক'রে এলি?—কোন্‌ পথ দিয়ে এলি?

বিষ্ণু। দিদি, আমি পাপদেহ ছেড়ে চ'লে এসেছি। যে দেহে আমি কৃষ্ণ-দর্শনে বঞ্চিত হলেম, সে দেহে আমার প্রয়োজন কি? আমি মৃত্তিকার শরীর ত্যাগ ক'রে দিব্য-দেহে দিব্যবস্তু গ্রহণ কত্তে এসেছি।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

বাচ। এই যে প্রেমময়ীরা সারি সারি দাঁড়িয়েছে, এ্যাঁ! তুই কি ক'রে এলি? কে তোকে খুলে দিলে?

বিষ্ণু। আমি কৃষ্ণবিরহে তনু ত্যাগ করেছি, আর তুমি আমায় ধরে রাখ্‌তে পার্ব্বে না, আমি রাঙা পায় আশ্রয় লয়েছি।

বাচ। মরি মরি, কি অপূর্ব্ব মাধুরী! এ সত্যই কি নরদেহধারী গোলকবিহারী হরি? সত্যই কি অনন্তদেব

ধরাতলে বিরাজমান? সত্য—সত্য, আমার অন্তর বোল্‌ছে সত্য। গায়ত্রী দেবী হৃদয়ে বল্‌ছে, সত্য। দশদিশি আনন্দধ্বনি ক'রে ব'ল্‌ছে, সত্য। তরু, লতা, ফুল, বিহঙ্গরাজি ব'ল্‌ছে, সত্য। পবন, তপন, গহন, কানন ব'ল্‌ছে, সত্য। লীলাময়—নরদেহ-ধারী—ভূ-ভার-হারী! আমি অজ্ঞান, বিদ্যাদম্ভে অন্ধ হ'য়ে তোমাকে কটু বলেছি, তুমি পতিত-পাবন, পতিতকে পায়ে স্থান দাও। বলাই—বলাই—অনন্তদেব! তোমার অন্ত আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি ক'রে পাব! প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর। পতিতকে পদে স্থান দাও।

(গীত)

নবীন জলধর মান-বিভঞ্জন।
নয়ন কিরণরাজী অরুণ-গঞ্জন।
চারু চিকুর শিখিপাখা শোভা,
শ্রীমুখমণ্ডল ছানিত প্রভা,
ঝলমল কুণ্ডল অনঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গ ঢল ঢল,
পীতধটী-বেষ্টিত কটি,
চরণজ্যোতি নাশে অজ্ঞান-অঞ্জন।

———

(ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণের গীত)

পুরুষ।— অজ্ঞান-আঁধার-হরণ হে।
স্ত্রী।— প্রেমিক সরোজ হৃদি আসন হে।
পুরুষ।— জয় মুরারি,
স্ত্রী।— বনবিহারী,
পুরুষ।— কলুষভঞ্জন,
স্ত্রী।— রমণীরঞ্জন,
পুরুষ।— গিরিধারী,
স্ত্রী।— বনহারী,
পুরুষ।— দৈত্যমর্দ্দন ভুবনছাদন হে।
স্ত্রী।— কুঞ্জে গমন মোহন বাঁশরী-বাদন হে।
পুরুষ।— দুষ্ট-ধৃষ্টদল-ত্রাসন হে,
স্ত্রী।— রমানাথ রাধাভূষণ হে।

———

কৃষ্ণকালী

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

আয়ানের বাটীর পার্শ্বস্থ কানন

রাধা ও সখিগণ।

(সখিগণের গীত)

চল চল ব্রজের বালা ফুল তোলার ছলে।
বল ক'রে সই আন্‌বো ধোরে, দেখা তার পেলে।
অবলা ভুলিয়ে যেন না যায় আর চলে;
বল্‌বো ওহে মনোচোরা,
এবার পেয়েছি ধরা,
বুঝ্‌বো লো তার চতুরালী নারীর মনহরা,
জোর ক'রে তায় বল্‌বো দুটো দেখ্‌বো সে শঠ কি বলে,—
তার চতুরালী ব্রজে কি চলে।

রাধা। বল বল বল, প্রাণস্বজনি,
কোন্ বনে যাবে সই?
বিশাখা। কুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে, ঢুঁরিব কালারে,
এস এস রসময়ী।
রাধা। কপটে কেমনে, ধরিব স্বজনি,
শঠ নট মনোচোর?
বিশাখা। কোথা সে পালাবে, ভুবন বেড়িবে,
গোপিকা প্রেমেরই ডোর!
রাধা। কি বল না জানি, রাখালে স্বজনি,
ধারে কি প্রেমের ধার?
জানে সে কেবল, চরাতে গোধন,
জ্বালাতে প্রাণ রাধার!
বৃন্দা। ভেব না ভেব না, এসো না এসো না,
কালা এনে দিব তোরে।
বৃথা দোষ কেন, দাও প্রাণসখি,—
প্রেম কে শিখেলো জোরে?
ললিতা। পীরিতি জানে না, তারে প্রাণ দিলি,
কেমন পীরিতি এ লো?

শ্যামের পীরিতে মজেনি স্বজনি,
ব্রজে আছে হেন কে লো ?
যোগ মেনে সই, শ্যামের পীরিতে,
মজেছে কে তোর মত ?

রাধা। শ্যাম-কাঙ্গালিনী, নহ কি স্বজনি,
মিছে মোরে বল কত !

ললিতা। সত্যি সখি, তোর পীরিতে নূতন রীতি।

রাধা। পীরিতি নয় ত নূতন, যে পীরিতি, সেই পীরিতি। পীরিতির এইতো রীতি।—যে পীরিতি করে, সেই ত মজে, কি পুরোনো নূতন বল; পীরিতি নিত্যি নূতন, নূতন রসে ঢল ঢল।

বৃন্দা। হ্যাঁ লো, তোর পীরিত এত ?

রাধা। এক মুখে সই বল্‌বো কত ?

(রাধিকার গীত)

পীরিতি-নগরে, বসতি স্বজনি, পীরিতে গঠিত অঙ্গ।
দিবানিশি সই, হৃদে প্রবাহিত পীরিতেরই তরঙ্গ॥
পীরিতি নয়নে, পীরিতি বদনে, পীরিতি প্রাণে মনে,
মজিব ভজিব, জ্বলিব স্বজনি, পীরিতি সুখ দহনে;
শ্যামের পীরিতি, নাহি জান রীতি, বিমোহিত অনঙ্গ,
ওলো রসবতি, শ্যামের পীরিতি, অনঙ্গ মান-ভঙ্গ॥

[সকলের প্রস্থান।

(জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

জটিলা। হ্যাঁলো—হ্যাঁলো, ফুলের সাজি হাতে ক'রে, সখীর দলে চ'লে চ'লে বউ ছুঁড়ী কোথা গেল বল্‌তো ?

কুটিলা। জল আন্‌তে পাঠাও, ফুল তুল্‌তে পাঠাও, ফ'ল্‌বে তার ফল তো ? এই নেচে নেচে বাঁশী বাজিয়ে গেল।

জটিলা। ওলো—কে লো ? কে লো ?

কুটিলা। আ মলো, মরণ আর কি! ন্যাকা মাগী ! নন্দের কালা, আর কে ?

জটিলা। ও মা ! অবাক ক'রেছে ! এমন কে কোথায় আর দেখেছে ! ও মা ! কুলের বউ, কিছুতো বল্‌বে না কেউ ? ঐ নন্দের কালার বাঁশী কেউ ভেঙ্গে দেয় না ?

কুটিলা। মর মাগী ! তোরে যমে নেয় না ! বাঁশীর কি দোষ ? তোমার বউয়ের যে রস, কালার পীরিতে টস্ টস্। আমি কি আর বাঁশী শুনি নি ?—আম সতী সাবিত্রী, ফিরেও চাই নি। নন্দের কালা মরে যদি, তা হলে ফিরেও এক ফোঁটা জল দিতে যাই নি।

জটিলা। হ্যাঁলো, তবে কোথা গেল ?

কুটিলা। যেখানে নাগর সাঁসালো—রসালো।

জটিলা। আর তো শাসিত না ক'র্‌লে নয়, কোন্ দিন কুলে কালি দেবে।

কুটিলা। শাসিত কি ক'রে কর্ব্বে ? তোমার ব্যাটা কি তোমার কথা শুন্‌বে ?

জটিলা। সন্ধান ক'রে দেখ্, আজ হাতে হাতে ধরিয়ে দেব।

কুটিলা। সন্ধান কর্ব্বো ?—তোর ব্যাটা কি বিশ্বাস কর্ব্বে ? আমি কেবল গাল খেয়ে মর্ব্বো। আমি হার মেনেছি ব'লে ব'লে, যেন কে দিয়েছে কাণে সীসে ঢেলে। বলে ব্রজের মাঝে সতা, কমলিনী রাই, ছি ছি, ঘেন্নার কথা, এমন কথায় কি থাক্‌তে আছে ছাই !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কুটিলে, তোমার মুখখানি বেশ ঢল্‌ঢলে।

কুটিলা। ওমা ! একি বালাই—একি বালাই !

কৃষ্ণ। জটিলে, তুমি স'রে যাও ! কুটিলে, একবার বদন তুলে চাও !

কুটিলা। গোল্লায় যাও—গোল্লায় যাও !

কৃষ্ণ। দেখ, তোমায় না দেখ্‌লে বাঁচিনে, তাই খুঁজে খুঁজে এসেছি।

কুটিলা। ওমা ! ছাখ, এ কি বলে গো! এর দেখ্‌ছি যে ভারী বাড়াবাড়ি। এর দেখ্‌ছি বুকের পাটা খুব বেশী।

কৃষ্ণ। এই দেখ, তোমার পায়ে রাখ্‌ছি বাঁশী। একবার ফিরে চাও রূপসী।

কুটিলা। মা—মা ! আন্‌তো মুড়ো ঝাঁ্যাটা।

কৃষ্ণ। কুটিলে, তোমার প্রেমে এত কাঁটা ?

কুটিলা। ওগো ! একি ল্যাটা !

জটিলা। তবে রে কালামুখো নন্দের ব্যাটা ! ঝাঁটার চোটে পিটে তোর কর্ব্বো গোটা !

কৃষ্ণ। আমি কিন্তু পড়ে থাক্‌বো কুটিলের পায়।

জটিলা। ওলো তুই স'রে আয়,—ও লোক ভাল নয়; স'রে আয়।

কৃষ্ণ। বিধুমুখি, পায়ে ঠেল্‌লে ?

জটিলা। আ মর কচুপোড়া খেলে!

কৃষ্ণ। তবে আস্তে আস্তে যাই চলে।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

কুটিলা। দমবাজী ক'র্তে এসেছিল, এখন রাধার কাছে গেল। আয় আয় সন্ধান নিয়ে, দাদার কাছে বল্‌বো গিয়ে।

জটিলা। না লো যাস্ নি, ও ছোঁড়া বড় মন্দ।

কুটিলা। আ—মর! ব্রজের মাঝে আমি সতী, আমায় কচ্চেন সন্দ। এইবার ঠিক রাধিকাকে নিয়ে কুঞ্জে যাবে। আমি কুটিলে, আমার চোখে এড়ান পাবে? তুই দাদাকে ডেকে আন্, দেখ্‌বো কত পীরিতের কান,—হাতে দই, পাতে দই, আরনা বলে কৈ কৈ?

জটিলা। তুই ডেকে আন, আমি গুড়ি গুড়ি যাচ্ছি, সন্ধান নিচ্চি; তার পর নাককাণ কেটে অমন পোড়া-কাটকে যমুনা পার ক'চ্চি।

কুটিলা। তুই বুড়ী—যাবি গুড়ি গুড়ি, ওরা ছুঁড়ী। আবার এই কেলে ছোঁড়া—কোথা চলে যাবে দিয়ে তুড়ি। তুই ওদের নাগাল পাবি বুড়ি থুথ্‌ড়ি? ঐ দাদা আস্‌চে, তুই কি দাদাকে বোঝাতে পার্ব্বি? আমিও হার মেনেছি, তুইও হার্‌বি।

জটিলা। পার্ব্বো না? না বোঝে, ওর রাধা নিয়ে থাকুক্, ঘর-দোর ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাব। ওমা! কলঙ্কিনীর হাতের রান্না খাব? গলায় দড়ী—গলায় দড়ী। দড়ী কিন্‌তে কি আর জুটবে না কড়ি? যমুনায় গিয়ে ডুব্‌বো, আজ বুঝ্‌বো, রাধারই একদিন কি আমারই একদিন! ও মা! কুলের বউ, নাগর নিয়ে নাচ্‌বে ধিন্ ধিন্!

(আয়ানের প্রবেশ)

কুটিলা। দাদা এসেছ, বেশ ক'রেছ।

আয়ান। বেশ কর্ব্বো নাতো কি? তুই বলিস্ কি?

জটিলা। তবে ঘরে চল, রাধা ভাত বেড়ে দিক্, গপাগপ গেলো।

আয়ান। ওরে, তোরা অমন কচ্চিস্ কেন? মাথা খেয়ে বল্‌না কথাটা কি?

কুটিলা। তোমার রাধা ঘরে নাই, বাঁশী ডেকেছে পি-পি।

আয়ান। দেখ্, তুই মুখ সাম্‌লে কথা কোস্! তুই রোজ রাধার উপর ঠেস্ দিয়ে কথা বলিস্। ভাল চাস্‌তো সাম্‌লে বলিস্। শ্যামাপূজোর ফুল তুল্‌তে যাবে, কাল আমায় বলেছে। ফুল তুল্‌তে গেছে, মায়ে-ঝিয়ে উঠ্‌ছো নেচে।

কুটিলা। শ্যামাপূজোর ফুল তোলা, না শ্যামের কোলে দোল দোলা! একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মেটালে হয় ভাল; কুঞ্জবনে একবার দেখ্‌বে চলো। সঙ্গিনী রঙ্গিণী মিলে কেলি হচ্চে; আর চারদিকে তোমার শ্যামাপূজোর ফুল ঝরছে।

আয়ান। দেখ্, যদি দেখাতে না পারিস্, যদি তোর মিথ্যেকথা হয়, মাথা ভাঙ্‌বো হাঁতাল ঠেঙ্গায়!

কুটিলা। একবার দেখে ত্রিভঙ্গিমে, তার পর দিও মাথা ভেঙ্গে! বাঁশী বাজবে রাধার নামে, তোমার রাধা দাঁড়িয়ে কালার বামে। তোমার দেখ্‌লে নয়ন জুড়োবে, তার পর তোমায় মা ব'লে মাথা ভাঙ্‌বে।

আয়ান। তবে চল,— রাধার এত ছল,—আজ বুঝে নেব।

কুটিলা। শেষটা রাখ্‌তে পার; রাধার কথায় না ভোলো, তা হলে ভাল। একা রাধা নয়, তার সঙ্গে আবার চিকণ কালো।

জটিলা। হাঁরে, তুই কি ব্যাটা ছেলে? তোর নাই না পেলে বউটা কি এমন করে?

আয়ান। এই ছাখ্ মরে,—এই দেখ্ মরে! দেখাতে পারিস্ তো দেখাবি আয়, নইলে এই লাঠীতে মা-বেটীকে দেব সেরে। বেটী যদি মরে, শুদ্ধ হব তেরাত্রির শ্রাদ্ধ ক'রে।

কুটিলা। আর যদি দেখাতে পারি?

আয়ান। আগে দেখ্‌বো কেমন পারী! একদিন আমারই কি তারই।

গীত।

আয়ান।— ঘুরিয়ে হাঁতাল ঠেঙ্গা দেব ঝেড়ে।
কুটিলা।— মেরো পায়ের গোছে।
আয়ান।— কেডিয়ে দেব ঝেড়ে, ফেলবো পেড়ে।
জটিলা।— যেন থাকে বেঁচে।

আয়ান।— এত্না ভালাকি, হাম সে চালাকী,
আর ঠেকা-ঠেকি, জাঁক ক'রে লাঠী ঠুকি;
রোজ রোজ এত্তা ফাঁকী,
হাম লোক আর কেত্তা চালাকী দেখি।
জটিলা।— প'ড়োনা খুনের প্যাঁচে ॥
আয়ান।— নইতো ভেড়ের ভেড়ে, আমি ষণ্ডা এঁড়ে।
কুটিলা।— না মরে মেরো এঁচে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জ

রাধিকা ও সখিগণ।

রাধা। সই, কৈ আমার কালা কৈ? কৃষ্ণ তো কুঞ্জে নাই! সই, শ্যাম আমার কৈ? জল আনা ছল, ফুল তোলা ছল, সকলি আমার বিফল হ'লো, কালাচাঁদ আমার তো কুঞ্জে নাই? সই, এত জলি, তবু তারে ভুলবো মনে ক'র্লে জগৎ আঁধার দেখি! সই, ভুল্‌তে চাইনি, জ'ল্‌তে চাই। এ কি হ'লো, আমার সুধার আশায় গরল উঠ্‌লো।

গীত।

সই, সাধে হৃদে আগুন জ্বেলেছি।
আদর ক'রে কালসাপিনী বুকে নিয়ে খেলেছি ॥
নাহি জানি সুধার আশা,
পিয়াসে চাই পিয়াসা,
জ্বলে মরি তবু করি শ্যাম-প্রেমের আশা,
বিরহে যতন ক'রে, আশা জলে ফেলেছি ॥

বিশাখা। সই, কমল ফুট্‌লে মধুকর দূরে থাকে না। কুঞ্জবনে কমলিনী ফুটেছে, সৌরভে কাল-ভ্রমর এলো বলে! সই, তুইও তার জন্যে যেমন ভাবিস্‌, সেও তোর জন্যে তেমনি ব্যাকুল। আমি সুবলের মুখে শুনেছি, সে চাঁপাফুল দেখে তোর বর্ণ মনে ক'রে ঢ'লে পড়ে। চাঁদ হেরে চক্ষের জলে ভেসে যায়। রাই, এক হাতে তালি বাজে না। রসিকে অরসিকে কখন মেলে না। তুমি ভেবো না, তোমার কালা এলো বলে।

ললিতা। ওলো, তুই হাল্‌কা হ'য়েই সব মজালি। পুরুষের কাছে আল্‌গা হ'লেই সেই পেয়ে বসে। সে আস্‌বেই আস্‌বে। আজ তারে একটু শিখিয়ে দিস্‌। একটু মুখ ঢেকে বসিস্‌, কথা ক'স্‌নি। স্থাখ্‌, সহজে রত্ন পেলে তার যত্ন থাকে না। তুই তারে দেখ্‌লেই ম'রে যাস্‌, সেও পেয়ে বসে।

রাধা। তোদের কথা শুনে আমার মনে হয়, আমি মান করি, কিন্তু আমার মান তো নাই। আমার মান অভিমান তার পায়ে দিয়েছি। সে কাছে আস্‌বে, আমি কেমন ক'রে মুখ ঢেকে থাক্‌বো? সে কথা কইবে, আমি কথা না ক'য়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো? সে সাধ্‌বে, আমি কেমন ক'রে প্রাণ বাঁধবো। আমি যার মানে মানী, তার উপর মান কি সাজে সই?

বিশাখা। দেখ্‌ ভাই, আমিও কালাকে ভালবাসি। তাকে দেখ্‌তে ভালবাসি। সাধ হয় যে, তার পায়ে লোটাই। কিন্তু সে কাছে এলে মনে হয়, ধিক্‌—নারীর জন্মই ধিক্‌! সে আমায় যখন চায় না, আমি কেন তাকে চাই? একবার মনে হয়, সে কথা না কইলে আমি কেন কথা কইবো? সে না সাধ্‌লে আমি কেন সাধ্‌বো? হ্যালো! এ সাধ কি তোর হয় না?

রাধা। ওলো, আমি আত্মহারা, আমি যে সব ভুলে যাই।

বিশাখা। না ভাই, আজ তাকে একটু শিখিয়ে দে।

ললিতা। ছি,— ছি! তোর পীরিতে ছি! একেবারে আল্‌গা হলি না? পীরিতের প্রধান অঙ্গ মান, নইলে নারীর মান থাকে না;—সখি, তুমি এ কথা কি জেনেও জান না?

রাধা। জানি সই! কিন্তু পারি কৈ? সে কি এত নিষ্ঠুর, এখনও এলো না? যা হবার হবে, তবে সই আর তার সঙ্গে কথা কব না। ছি—ছি! বার বার কেন মান খোয়াব?

ললিতা। সই, ঐ কালা আস্‌ছে।

রাধা। আসুক, আর আমার গঞ্জনা-লাঞ্ছনা সয় না।

ললিতা। দেখিস্‌, সাম্‌লে থাকিস্‌, যেন ছুনোকার পা দিস্‌ নি।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, রাধে, প্রাণময়ি প্রেমময়ি রাধে!

(সখিগণের গীত)

কালাচাঁদ লাজ কি হলো না।
পেয়ে অবলা বালা এত ছলনা।
তোমার তরে কুঞ্জে ফিরে,
ভাসে রাই নয়ন-নীরে,
শয়নে স্বপনে রাই সদাই শিহরে ;
বিরহে জরজর,
কালী সোণার কলেবর,
ছল জানে না কমলিনী সরলা ললনা,
কালো তার সকল কালো, কিছু ভাল না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন কেন, মান কেন রাই? আমি তো তোমার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে ফির্‌ছি। শত শতবার বাঁশী বাজিয়ে তোমাকে ডাক্‌ছি। তোমার জন্য আয়ানের দ্বারে শতবার গিয়েছি। তোমার সন্ধান পাই নি, আমি বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্ছি। রাধে! আমায় চরণে স্থান দাও, কথা কও। তোমায় না দেখে আমার পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়। রাখালের প্রাণে কেন শেল হেনেছ, অঞ্চলে কেন চন্দ্রানন ঝেঁপেছ?

(কৃষ্ণের গীত)

ওহে প্রেমময়ি,
অঞ্চলে ঢেক না হে বদন।
বুঝিনা মনোবেদনা, জানি না হবে এমন॥
কি মম মনোবেদনা, রাই কেন জেনে জান না,
দিবা-নিশি তব সাধনা,
বুঝে কি তোর মন বোঝে না,
প্যারী লো তোর মান সাজে না,
দিও না যন্ত্রণা, করো না গঞ্জনা,
সয়েছি হে সহে যত, তবু কি হ'ল না তোর মনের মতন॥

রাধা। কালাচাঁদ, মান কি আমার সাজে?
বন-মাঝে বাজাও বাঁশী, হৃদয়-মাঝে বাজে!
দেখ্‌তে সাধ, কেমন তোমার মোহন বাঁশরী,
কেমনে বাজে বাঁশী হৃদয়-সাধ যায় ভরি!
শিখ্‌তে সাধ মোহন বাঁশীর নাদ,
সাধে সাধ সেধো না হে শিখাও কালাচাঁদ!
না জানি মোহন বাঁশী কি ফাঁসী জানে,
যে নাদে কুলাঙ্গনা ভাসিয়ে দেয় মানে!
কুলমান ভেসে যায় হে যে বাঁশরী রবে,
শিখ্‌লে বাঁশী, তোমায় বেঁধে রাখ্‌বে হে তবে!
তোমার মোহন বাঁশী মনোমোহিনী স্বর,
স্বরে প্রাণ উদাসিনী ভাসিয়ে দিছি ঘর।
গহন গগন, পবন তপন, বাঁশরী রবে উদাসী,
বাজাতে শিখ্‌বো হে শ্যাম, দাও তোমার বাঁশী।
(বাঁশী কাড়িয়া লওন)

(গীত)

রাধা। মোহন বাঁশরী কি গুণ জানে।
রবে জলাঞ্জলি কুল মানে॥
কৃষ্ণ। তব বিরহ বাঁশরী সহিতে নারে,
'রাধা রাধা' বলি সদা ফুকারে ;
রাধা। রাধা ব'লে বাঁশী যেন বাজে না বাজে না,
ননদিনী তাপিনী কত সহি যাতনা, করো মানা ;
কৃষ্ণ। রাধা নাম করে মুরলী কামনা,
রাধা। কর মানা,
কৃষ্ণ। মানা মানে না,
উভয়ে। একি একি প্রেমে মানা কি মানে॥

ললিতা। রাই, আর তোর কথার ছলায় কাজ নেই। একবার তুই বামে দাঁড়া, দেখে আমরা নয়ন সার্থক করি।

রাধা। ছি ছি, সই! তুই কি বলিস্‌?

ললিতা। অত কাজ নাই, আয় ভাই—একবার চক্ষু জুড়াই, সখি-ভাবে মাধবকে দেখে প্রাণ জুড়াই।

(গীত)

দেখ্‌লো মাধবী সই মাধবের বামে,
নয়নে খর শর রাই হানে প্রাণে।
শ্যাম তো যেমন তেমন,
বাণ হানে কুটিল নয়ন,
এ রণে বোঝাবুঝি দেখ্‌বো লো কেমন,
নীরদে সৌদামিনী
তমাল বেড়ে হেমাঙ্গিনী
কুঞ্জবন আমোদিনী এ যুগল ঠামে॥

রাধা। সই—সই! তোরা স'রে যা। ঐ দেখ, শমন সমান আয়ান আসছে। পাপিনী শাশুড়ী, সাপিনী ননদিনী—ঐ দেখ, কুঞ্জে প্রবেশ কর্‌লে। সই, তোরা স'রে যা, আমার অদৃষ্টে যা আছে, হবে।

ললিতা। তোরে ছেড়ে আমরা স'রে যাব? রাইরে, এমন বজ্রাঘাত কেন করিস? কালাচাঁদ তোর কাছে, আমরা কালার সখী। যাঁর নাম নিলে বিপদভঞ্জন হয়, সেই বিপদভঞ্জন তোরে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে। সই, আমাদের আর ভয় কি? শত আয়ান এসে আমাদের আর কি কর্ব্বে? জটিলা কুটিলা এসে জটিল-বুদ্ধিতে আপনারাই জড়িয়ে প'ড়বে। কলঙ্কভঞ্জন, আজ রাধার কলঙ্কভঞ্জন কর। মধুসূদন, আজ বিপদে শ্রীরাধায় পায়ে রাখ।

রাধা।— (গীত)

দেখ রাখ ওহে শ্যাম!
শুন ঘন-গর্জ্জন, আয়ান দুর্জ্জন,
আসে সত্বরে দম্ভ-ভরে—
শমন সমান, বধিতে এ প্রাণ,
রাখ বিপদে শ্রীপদে গুণধাম!
কুটিল কুটিলা মতি, জটিল জটিলা অতি,
পথ দেখায়ে, আসিছে ধেয়ে ধেয়ে,
রোষবশে আলুথালু কেশপাশে
লুণ্ঠিত অঞ্চল, শ্বাসে শ্বসে গরল,
রোষ-রঞ্জিত আয়ান বদনে,
হের হে বিপদ মর্দ্দন—
হে হৃদি রঞ্জন, কলঙ্ক-ভঞ্জন,
বিধি মোরে বাম, না পূরিল কাম,
ভয়ে হৃন্তর কাঁপে অবিরাম!

কৃষ্ণ। প্রেমময়ি রাধে, তুমি কেন চিন্তা কচ্চো? তোমার চন্দ্রবয়ান মলিন ক'রো না। শত আয়ানে তোমার ভয় কি? আজ কুঞ্জবনে আয়ান তোমার পূজা কর্ব্বে। প্রাণেশ্বরি, ভেবো না। জটিলা যতই জটিলা হোক্, কুটিলা যতই কুটিলা হোক্, জটিলতা-কুটিলতা আমি সুদর্শনে ছেদন করি। প্যারি—হৃদয়েশ্বরি, দুর্জ্জন আয়ানকে তোমার ভয় কি?

(গীত)

ভেবো না ভেবো না কমলিনী তুঁহু মম হৃদি-সরোবর-নলিনী,
হয়ো না হয়ো না মলিনী।
বাঁশরী হইবে করে অসি, অধরে অট্টহাসি দিক্ প্রকাশি,
নরকরকিঙ্কিণী কটি সুশোভিনী,
হের বরাঙ্গনা ঘোরা রণরঙ্গনা কাননে সাজিব নৃমুণ্ডমালিনী।

(জটিলা, কুটিলা ও আয়ানের প্রবেশ)

কুটিলা। দাদা, দেখ না—দেখ না, ঐ রসময়ী রাই শ্যামপ্রেমে ঢল ঢল, দেখ না। ঐ রঙ্গিণী সঙ্গিনী শ্যাম-কাঙ্গালিনী সব দেখ না; তুমি বল না, যে আমি ননদী, আমি মিছে কথা কই?

জটিলা। তুই বলিস না—আমি বউকাট্‌কী? এই চক্ষের উপর দেখ্। তোমার রাধা শ্যাম-প্রেমের রসময়ী! আজ কুলের কালী ঘোচা, আজ খুব শাসিত কর্! ওমা, ঘরে পরে লাঞ্ছনা আর সয় না!

কুটিলা। আ মর মুখপুড়ী! বক্‌ছিস্ কেন? আমার দাদা দেখুক্। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচুক, দেখুক্ ওর রাই কেমন সতী।

আয়ান। আজ দেখে নেবো—দেখে নেবো। আজ হাঁতাল ঠেঙ্গা কেতিয়ে ঝাড়বো। রাধি—খাঁদী, বাঁদী! আর তোমার কথার ফাঁদে পা দিই! আজ হাতে হাতে ধরেছি, আর যাবি কোথা? সব তো সত্যিকথা, কুটিলা তো ঠিক বলে। তুই আমার ঘরণী, তোকে ভুলিয়ে আন্‌লে নন্দের ছেলে! তোরেও সার্‌বো আর রাখালীও বার কর্ব্বো।

(শ্রীকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ)

বিশাখা। চুপ কর, চুপ কর। কালীপূজার ব্যাঘাত করো না।

আয়ান। কালীপূজো কি রে?

বিশাখা। দেখ্‌ছো না, রণ-রঙ্গিনী শ্যামা কুঞ্জবনে বিহার ক'চ্চেন?

কুটিলা। ওমা—শ্যাম যে শ্যামা হ'য়েছে গো!

জটিলা। আর বলিস্‌নে বাছা! আমার মাথা ক'চ্চে ভোঁ ভোঁ!

কুটিলা। ও মা, এ কি হ'লো!

জটিলা। আমার ঘাম বেরুচ্চে গল্‌গল! আয়ান এখনি হাঁতাল ঠেঙ্গা ঝাড়্‌বে, আর মায়ে-ঝীয়ে বনের ভেতর পাড়্‌বে।

কুটিলা। ও মা, একি হলো!

জটিলা। আর কি হলো, কপাল ফাটলো!

আয়ান। রাধে—রাধে!

রাধা। শ্যামাপূজার ব্যাঘাত করো না, আমি ধ্যানে আছি।

কুটিলা। ও মা! একি ভোজবাজী—আমি গিছি গিছি!

আয়ান। দাঁড়াও, তোমায় তিন শোঁটা লাগাচ্ছি।

রাধা। স'রে যাও, স'রে যাও, আমি শ্যামাপূজা ক'চ্ছি। ব্যাঘাত ক'রো না, আমার ধ্যান ভেঙ্গে যাবে।

আয়ান। দেখ রূপসী প্রাণপ্রেয়সী, তুমি ক'সে ধ্যান কর। আমি প্রণাম ক'রে চ'লে যাই। আজ এই বেটীকে আর এই ছুঁড়ীকে—ছুটোকে ক'সে শোঁটা লাগাই।

কুটিলা। ও মা, চল—পালাই পালাই! নন্দের ব্যাটা অনেক ছল জানে।

জটিলা। বুড়োবয়সে না অপঘাতে মরি! এখন বাঁচ্‌লে হয় প্রাণে প্রাণে।

আয়ান। মা ব্রহ্মময়ী, ত্রিতাপহারিণী তারিণী—
শব-শিবাসনা দনুজ-দলনা।
ঈশ্বরী উমা উমেশ-ললনা॥
চরণাম্বুজদামিনীপ্রভা।
সাধক-হৃদয় শ্যামা মনোলোভা॥
অসিকরা, চাহ করুণা-নয়নে।
আয়ানে রেখ মা, রাজীব-চরণে॥

রাধে, তুমি আমার কুললক্ষ্মী! আমি অজ্ঞান, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। জটিলা-কুটিলা, তোমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক অর্পণ করে। শ্রীমতী আমার অকলঙ্ক শশী! তুমি কাননে নির্জ্জনে মা ত্রিলোকেশ্বরীর পূজা কর। ভুবনমোহিনী—ব্রজ-আমোদিনি, আয়ানের নয়নানন্দ-দায়িনি! জটিলা-মন্ত্রে, কুটিলা-তন্ত্রে আমি তোমায় সন্দেহ করেছিলেম, আমায় মার্জ্জনা কর।

বিশাখা। পূজার ব্যাঘাত হ'চ্চে, কৃপা ক'রে আপনারা স্থানান্তরে যান।

কুটিলা। মা, প্রাণ বড় ধন, যেদিকে পথ পাস্, পালা—আমিও সট্‌কালুম।

জটিলা। বাবা রে! এখনি হ্যাতাল ঠেঙ্গা ঝাড়্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

আয়ান। রাধে—রাধে! মা রণরঙ্গিণীকে ব'লো, আমায় মার্জ্জনা করেন।

বিশাখা। তোমার ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৃহে যাও। রাধা এখন ধ্যানে আছে, পূজা সাঙ্গ ক'রে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বে।

আয়ান। মা অভয়ে, অভয় দাও,—আমি বড় অপরাধী!

বিশাখা। যাও—যাও, গৃহে যাও, পূজার ব্যাঘাত ক'রো না।

[আয়ানের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক) শ্রীরাধে, এখনো কি তোমার ধ্যানভঙ্গ হলো না?

রাধা। শ্যামের ধ্যান কি আমার শতজন্মে ভঙ্গ হবে?

কৃষ্ণ। আর কেন ভাণ? হৃদয়েশ্বরি, আমার হৃদয়ে এসো। তোমার কলঙ্কভঞ্জন হ'য়েছে।

রাধা। আমি তাতে সুখী নই। শ্যামকলঙ্কিনী নামের চেয়ে আমার প্রিয় নাম আর নাই।

কৃষ্ণ। প্রাণেশ্বরি, এসো, তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই।

রাধা। আমার হৃদয়ের কুসুমাঞ্জলি ল'য়ে তবে পুষ্পাঞ্জলি দিও। শ্যাম হে, তুমি কি জাননা, তুমি রাধার সর্ব্বস্বধন?

বিশাখা। নে লো নে, হাত ধ'রে টানাটানি ক'চ্চে, ওঁর আর মন ওঠে না।

রাধা। সখি, তোদের কথাতো ছাড়্‌তে পারবো না।

বিশাখা। ওঁর তো মন নয়, উনি শুধু আমাদের কথায় উঠে দাঁড়াচ্ছেন। নে ভাই—তাই সই! একবার বামে দাঁড়া, আমরা দেখে জুড়ুই।

(যুগল-মূর্ত্তি)

(সখিগণের গীত)

যুগল চাঁদ হের পঙ্কজোপরে।
শতদলে শত চাঁদ বিহরে।
কান্তি পঙ্কজ মুখ সুধাকর,
চাঁদে-চাঁদে সুধা পিয়ে আঁখি চকোর;
ভাব হেরি সই আপন পাসরি,
প্রেমিক প্রেমিকা খেলা, হৃদয়-বিভোলা,
চাঁদে চাঁদে কুমুদিনী চিকুরে,
কৌমুদী হৃদয়-আঁধার হরে।

———

যবনিকা।

শান্তি

(বুয়র-সমর-সংক্রান্ত রূপক)

[২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯ সাল, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

পুরুষ

বৃটিশ-রাজমন্ত্রী।
লর্ড কিচ্‌নার—বৃটিশ-সেনাপতি।
ডিলেরী—বুয়র-নায়ক।
ডিউয়েট—(ঐ)
দূত, বুয়রগণ ও কাফ্রিগণ।

স্ত্রী

বুয়র-রাজলক্ষ্মী।
শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবী।
বুয়র-রমণীগণ ও কাফ্রিরমণীগণ।

প্রথম দৃশ্য

আফ্রিকা-প্রান্তর।

(চিন্তামগ্না বুয়র-রাজলক্ষ্মী আসীনা ও বুয়র-রমণীগণ)

বুয়র-রমণীগণ।— গীত।

মাগো, ঘুমায়োনা আর।
ওই শোন উঠে হাহাকার।
বিচূর্ণ নগর, জনশূন্যঘর,
না শোভে প্রান্তরে শস্য-শীর্ষ-হার।
দিক ধূমাকীর্ণ, হৃদি ভয়পূর্ণ,
বজ্রনাদে ঘোর কামান ঝঙ্কার।
বিহীন অশন, বিহীন বসন,
বিষাদমগন সবে শবাকার।
ঘোর রণনাদে মিলে আর্ত্তনাদ,
অবিশ্রান্ত চলে বিষম বিবাদ,
বলবান অরি নাহি অবসাদ,
শঙ্কায় শুকায়ে গেছে অশ্রুধার।

বুয়র-রমণী। মাগো, পূর্ব্ব-পুরুষদের আবাসস্থান ত্যাগ ক'রে, শ্বাপদসঙ্কুল-বনপ্রদেশে দীনবেশে, স্বামী-পুত্র সহ এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেম। মনে মনে আশা ছিল, হেতায় আর বিবাদ-বিসম্বাদ থাক্‌বে না, মৃগয়ায়, কৃষিকার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ হবে ; কিন্তু মা, এখন সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। শোন মা, রাজ্যময় হাহাকার শব্দ শোন, মুহুর্মুহু তোপ-ধ্বনি শোন। আর্ত্তনাদ, রণ-কোলাহল অবিশ্রান্ত প্রবাহিত, উর্ব্বরা ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত,

বনরাজী নগর আক্রমণ করচে! অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, সদাই সশঙ্কিত। কিরাতের মত তোমার আশ্রিত বুয়রেরা দিবানিশি মহা আতঙ্কে ভ্রমণ করচে। বলবান বিপক্ষ, কখন আক্রমণ করে, কখন আবদ্ধ করে, কখন প্রাণ সংহার করে, সদাই এই চিন্তা! পতি-পুত্রহীনা রমণীর রোদনরোল কাননে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে পরিব্যাপ্ত,—মা রাজলক্ষ্মী, সদয়া হও, ঘোর সঙ্কটে নিষ্কৃতি দাও!

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। বৎসে, আমি কি উপায় কর্ব্বো? এ নিভৃত প্রদেশে সমরানল কে প্রজ্জ্বলিত ক'রলে? দাম্ভিক ক্রিয়ার আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টায় বৃটিশ সিংহকে কোপাবিষ্ট ক'রেছে, মন্দমতি বোঝে নাই যে, 'মোজুবার' যুদ্ধে যদিও ইংরাজ পরাজিত হয়েছিল, যদিচ ইংরাজ বদান্যতাবশতঃ সে সময় সন্ধি স্থাপন ক'রেছিল, হীনবুদ্ধি ক্রিঘার বোঝে নাই যে, ইংরাজ দয়াগুণে যা'তে নূতন বুয়র জাতির বাল্যাবস্থায় উচ্ছেদ না হয়, সেই জন্যে যুদ্ধে ক্ষমা দেয়, দুর্ব্বলতা বশতঃ নয়—বীরত্বসূচক ঔদার্য্যগুণে। সেই ক্রিঘারের কথায় ও ইংরাজ রাজশ্রী-দ্বেষী অপরজাতীয় হীন ব্যক্তির উত্তেজনায় তোমাদের স্বামীপুত্র উৎসাহিত হ'য়ে, বিপুল এংলো-স্যাক্সন জাতিকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রেছে। এ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম এরূপ শ্রীভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কি সম্ভব! এখনও যদি সমূলে উচ্ছেদ হ'তে না চাও, ক্ষমাপ্রার্থনা কর। দয়াশীল সপ্তম এডওয়ার্ড অচিরে রাজ্যাভিষিক্ত হবেন, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর কৃপায় দগ্ধ বুয়র-দেশে শান্তি স্থাপিত হবে। এ সুযোগ উপেক্ষা ক'রলে আর উপায় নাই। তোমাদের স্বামী-পুত্রেরা বীর্য্যবান বটে, কিন্তু কেবল বীর্য্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। অর্থ নাই, সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, আহার নাই, প্রবল প্রতাপশালী ইংরাজের সহিত কিরূপে আর যুদ্ধ কর্ব্বে? যুদ্ধে ক্ষমা দাও, অর্দ্ধ পৃথিবী সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনের নিকট মস্তক অবনত কর্ব্বে,—তোমরাও স্বীকৃত হও, সকলই থাকবে, পুনরায় ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হবে, পুনরায় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হবে, পুনরায় নিঃসঙ্কুচিত হৃদয়ে, নিজ নিজ আবাসে, ইংরাজের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারবে। আর বিলম্ব করো না, কদাচ এ সুযোগ উপেক্ষা করো না।

বুয়র-রমণী। মা, কি উপায় কর্ব্বো?

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। ইংরাজ প্রতিনিধি লর্ড কিচ্‌নারের নিকট প্রার্থনা কর,—রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে। এসো, আমরা সকলে শান্তিদেবীর উপাসনা করি, অবশ্যই তিনি প্রসন্না হবেন।

গীত।

করুণানয়না, কর কৃপাদান, রণ-হুতাশন কর মা নির্ব্বাণ,
অশান্ত মানব, শান্ত কর প্রাণ, উরগো জননি সমাজবর্দ্ধিনী।
বিকাশ মা আসি তব চারু হাসি, দেখাও মানবে শান্ত-রূপরাশি,
বিমল কিরণে ভ্রান্তি যাক্ ভাসি, পুন ফলে-ফুলে হাসাও মেদিনী॥
শোকার্ত্ত এ ভূমি কর আমোদিনী, স্তব্ধ হোক্ রণ কঠোরনাদিনী,
অট্টালিকাশ্রেণী প'রি রাজধানী, হোক্ পুনঃ মাগো জনসোহাগিনী।
অসি রাখি কোষে পানপাত্র ধরি, ভ্রাতৃভাবে যেন সম্ভাষে মা অরি,
উর শুভঙ্করি, উর ত্বরাত্বরি, সঙ্কটে স্মরি মা সঙ্কটবারিণী॥

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) ওই দেখ শান্তিদেবী গগনে আবির্ভূতা, ঐ দেখ তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে আশ্বাস প্রদান কচ্ছেন! দেখ, দেখ—তিনি উত্তরাভিমুখে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট গমন ক'চ্ছেন! ভয় নাই, ভয় নাই! যাও, সকলে ঘরে ঘরে মঙ্গল গান কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বুয়র-শিবির-সম্মুখ

ডিলেরি ও ডিউয়েট।

ডিলেরি। বীরবর, কি ভাব্‌চো?

ডিউয়েট। ভাব্‌চি, মাতৃভূমি শত্রু করগত হ'বার পূর্ব্বে কিরূপে প্রাণত্যাগ কর্ব্বো? পুনঃ পুনঃ দুর্গম রণসন্ধি মধ্যে প্রবেশ ক'রেছি, যথায় তোপের গর্জ্জন, যথায় গুলি-বর্ষণ, পরমোৎসাহে সেখানে ধাবিত হয়েছি, কিন্তু হায় চতুর্দ্দিকে মাতৃভূমিবৎসল বীরপুরুষেরা বক্ষের শোণিত প্রদান ক'রচে দেখ্‌চি,—আমার কেশাগ্রও বিপক্ষ-অস্ত্র স্পর্শ করে নাই, যেন কোন কুহকবলে আমার জীবন রক্ষা হয়! হায় হায়—জন্মভূমির এ দুর্দ্দশা কতদিন দেখ্‌বো।

ডিলেরি। ভাই, আমিও ঐরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলেম, রাত্রি শেষে কোন অদ্ভুত দর্শন হ'য়েছে। শুনলেম, সহসা

নারীকণ্ঠে কে আমায় আহ্বান ক'র্‌লেন, অপূর্ব্বা রমণী,—প্রশান্ত বদনমণ্ডল—স্নেহবাক্যে আমায় সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন,—"বৎস, আর কেন? দিন দিন বীরপুত্রের বিনাশ আমি কত দেখ্‌বো, হাহাকার-ধ্বনি আর কত শুন্‌বো?" আমি করজোড়ে বল্লেম,—"মা, দাস কি উপায় কর্ব্বে?" মধুরভাষিণী উত্তর কর্‌লেন, "বৎস, উপায় আছে। অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেছ, অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় জগতে প্রদান করেছ। তোমাদের বীরত্বের প্রশংসা, ইংরাজ শতমুখে কর্‌চে। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, যেরূপ শত্রুতা করেছ, সেরূপ দৃঢ় বন্ধুতায় আবদ্ধ হও। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রদেশ তাদের সহিত একত্রে ভোগ কর,—যেরূপ শত্রু ছিলে, সেইরূপ বন্ধু হও,—নির্ব্বিঘ্নে পুরুষানুক্রমে মণিপ্রস্থতি বিশাল রাজ্যের অধিকারী হও।" আমি করযোড়ে বল্‌লেম, "মা, এ কি সত্য? চিরশত্রু ইংরাজ কি বন্ধু হবে?"

ডিউ। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি, আমাকেও দেবীমূর্ত্তি ঐরূপ আদেশ করেছেন। আমায় বলেছেন যে, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাবান; তোমরা তাঁর প্রতিনিধি লর্ড কিচনারের নিকট সন্ধি প্রার্থনা কর, সম্মানের সহিত সন্ধিস্থাপনা হবে। আমি স্বপ্নজ্ঞানে সে কথা উপেক্ষা ক'রেছি।

ডিলেরি। এস না কেন, আমরা সেই আদেশমত সন্ধির প্রস্তাব করি।

ডিউ। কিরূপ আজ্ঞা ক'চ্চেন? অধীনতা স্বীকার কর্ব্বো?

ডিলেরি। এরূপ প্রস্তাব করা কি আমা দ্বারা সম্ভব বোধ করেন?

ডিউ। তা তো নয়—তা তো নয়।

ডিলেরি। সন্ধির প্রস্তাব করা যাক, ইংরাজ কি উত্তর দেন তা শোনা যাক্। নচেৎ তো জীবন বিসর্জ্জনে আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা কৃতসঙ্কল্প।

ডিউ। উত্তম।

ডিলেরি। আসুন, উপযুক্ত পাত্র প্রেরণ করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কাফ্রি নরনারীগণের প্রবেশ)

গীত।

পুরুষগণ। পিয়ো হুঁপি পিয়ো ভোরপুর।
স্ত্রীগণ। টল্ টল্ ঢল্ ঢল্ নেশামে হো যাও চুর।
পুরুষগণ। তোড়ো তরমুজ তাজা তাজা,
স্ত্রীগণ। আধা মুখে দি যে, আধা তুনে খা যা,
পুরুষগণ। কোল্‌ড চিকিন, লেও দাঁতেসে ছিন্,
স্ত্রীগণ। ইট ইউ "হ্যাম", 'পসম্' ইট অ্যাম,
উভয়দল। পিস্ পিস পিস ওয়ার ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্,
হুররা হুররা ফর ক্লাকি মুর॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

লণ্ডন-মহাসভা

(ব্রিটিশ রাজমন্ত্রী আসীন)

রাজমন্ত্রী। লোকে কি নিমিত্ত উচ্চপদের প্রার্থনা করে? কি কাজ ক'র্‌লেম? স্বদেশবাসীর শোণিতে দূর আফ্রিকা-রাজ্য প্লাবিত,—গৃহে গৃহে শোকোচ্ছ্বাস,—কষ্টার্জ্জিত প্রজার অর্থব্যয়, নরহত্যা, বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুপীড়ন, স্বধর্ম্মী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বুয়র, দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত! এই কি আমার মন্ত্রীত্বের পরিচয়! ইতিহাসের পত্র কি এই বর্ণনায় কলঙ্কিত হবে? ক্রিঘারের দুরাকাঙ্ক্ষাচালিত বুয়র তো সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না, এরূপ বীরজাতিকে উচ্ছন্ন কর্ব্বো—এই কি যুদ্ধের পরিণাম! বীর, বীরের সমাদর করে,—দেখ্‌চি আমার দুর্ভাগ্যে সমস্ত বিপরীত ফল!—মহারাজ অচিরে অভিষিক্ত হবেন; কিন্তু রাজারাণী উভয়ে ম্রিয়মাণ; তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা—সন্ধি, কিরূপে সন্ধি হয়? যদি হীনতা স্বীকার করি, ইংরাজবিদ্বেষী জাতিরা উপহাস কর্ব্বে, কিরূপে সম্মানরক্ষা আর সন্ধিস্থাপনা হয়?

(শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবীর প্রবেশ)

গীত।

সকলে। তুমি উচ্চমতি, তব উচ্চজাতি,
উচ্চাশ্রয়ে মোরা করি সবে বাস।
এ কি বিড়ম্বনা, বিষম কামনা,
শুনি রণনাদ টুটে মন-আশ॥
বাণিজ্য। করেছ তোমরা বাণিজ্য স্থাপন,
শিল্প। তবাশ্রয়ে সুখে বঞ্চে শিল্পিগণ,
শান্তি। তব রাজ্য যথা শান্তি-নিকেতন,
কৃষি। ধন-ধান্যপূর্ণ মঙ্গল বিকাশ॥

সকলে। অভিমান বৎস, দিয়ে বিসর্জ্জন,
পাত চিরদিন শান্তির আসন,
তবে কেন আজি কামান-গর্জ্জন,
শুনি মুহুর্মুহু জন-মন-ত্রাস ॥

[প্রস্থান।

রাজমন্ত্রী। আমার জাতীয়-উচ্চপ্রকৃতি রূপ ধারণ ক'রে আমায় সঙ্গীত-ছলে উপদেশ প্রদান করলেন। এ ভ্রম নয়—সত্য। এংলো স্যাক্সন্ জাতির উপর পৃথিবীর মহৎ কার্য্যের ভার, পৃথিবীর মঙ্গল সাধন তাদের কর্ত্তব্য। এ উচ্চ ব্রতে অভিমান বিসর্জ্জন প্রয়োজন। শত্রুকে বন্ধু করাই মন্ত্রীর কার্য্য। যদি এ বীর-শত্রু বন্ধু হয়, তা হ'লে আফ্রিকা-শাসন নিতান্ত সহজ হবে। সন্ধিই সংযুক্তি। কেবলমাত্র ইংলণ্ডেশ্বরের অধীনত্ব যদি বুয়র স্বীকার করে, তাদের হস্তে সমস্ত রাজকার্য্য তাদের ইচ্ছামত প্রদান কর্ব্বো। এতে অস্বীকার হয়, সমূলে উচ্ছেদ হবে, কিন্তু আমাদের বদান্যতা জগতে প্রকাশ পাবে। সন্ধি—সন্ধি—আর যুদ্ধ নয়! সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকে যেন জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

(রাজদূতের প্রবেশ ও পত্রপ্রদান)

রাজমন্ত্রী। (পত্রপাঠ করিয়া) এই যে বুয়র, সন্ধিতে প্রস্তুত! সপ্তম এডওয়ার্ড, তোমার জয় হোক্! শান্তিদেবী তোমার চিরসঙ্গিনী হোক্। জয় মহারাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর

বুয়র স্ত্রী-পুরুষ।

(দ্বৈত গীত)

পুরুষ। ঘুমে ঘুমে জান্ হায়রান্ মেরি জানি।
স্ত্রী। ফির্ কহো কাহে ঘুমনা, তক্‌লিফ্ উঠানা,
কিস্ দেও, বুঝ্ লেও, পিস্‌কা কারবানি॥
পুরুষ। দানা ইংরাজ পিস্ কিয়া,
স্ত্রী। ঠাণ্ডা হুয়া বহুৎ মেরি হিয়া,
উভয়ে। রহা দুনো বেগানা বেগানী॥
পুরুষ। আবি আও,
স্ত্রী। ফির্ ঘর বানাও,
পুরুষ। পরোয়া কেয়া,
স্ত্রী। দুসমন্ দোস্ত হুয়া,
উভয়ে। ইমান্‌সে পিস্ হুয়া নেহি হোগা বেইমানি॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আফ্রিকা—ইংরাজ-শিবির

লর্ড কিচ্‌নার, ডিলেরি, ডিউয়েট ইত্যাদি।

কিচ্‌নার। এই সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন। এই দেখ, বিবিধ জাতি বহন ক'চ্ছে। এসো ভাই,—এসো বন্ধু, সম্মানের সহিত সিংহাসন-তলে সেলাম প্রদান করি।

ডিলেরী। লর্ড কিচ্‌নার, ইংলণ্ডেশ্বরের ক্ষমাগুণে আমরা সকলে বশীভূত। আমি আমার জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ সেই সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার ক'রলেম। আমরা যেরূপ পরস্পর শত্রু ছিলেম, সেইরূপ আজ হ'তে পরস্পরের বন্ধু।

ডিউয়েট। বীরশ্রেষ্ঠ ডিলেরি আমাদের সকলের মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন। যদি ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয়, কায়মনোবাক্যে বুয়র সে কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হবে না।

কিচ্। আমার প্রতিও রাজাদেশ এই যে, বুয়র ইংলণ্ডের বন্ধু, বুয়রের অহিত-সাধনে অন্য হ'তে কেহ কখনও সাহসী হবে না। বুয়রের প্রতি রাজার কিরূপ স্নেহ, তা বিপুল রাজ-ব্যয়ে পুনশ্চ বুয়ররাজ্য সুসজ্জিত হ'লে বুঝ্‌তে পারবে। লর্ড মেথুয়েনের প্রতি তোমাদের যে সদ্ব্যবহার, ইংলণ্ড কখনও তাহা বিস্মৃত হবে না। আর আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি যে, আর কখনও বুয়রজাতিকে কোনও কুমন্ত্রী, কুমন্ত্রণায় চালিত ক'রতে পারবে না।

সকলে। জয় রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

সমবেত-সঙ্গীত।

দয়াগুণ গাহিছে সসাগরা মেদিনী।
দূর কোলাহল—শান্তি বিরাজিনী॥
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়!

করুণা-অর্ণব, অরি হয় বান্ধব,
অতুল সৌরভ, অতুল গৌরব,
গণ্য বদান্ত, এডওয়ার্ড ধন্ত,
করুণা-প্রবাহ জনমঙ্গলবর্দ্ধিনী॥
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়!

যবনিকা

চোল-রাজ

অসমাপ্ত নাটক।

(Sign of the Cross অবলম্বনে লিখিত)

প্রথম অঙ্ক

—:०:—

প্রথম দৃশ্য

চোল-রাজ্যাধিপতি ক্রিমিকোও ও তুরিও।

ক্রিমিকোও। কি সংবাদ, তুরিও?

তুরিও। মহারাজ, চোল-রাজ্যে সকলেই মহাদেবের মহিমা স্বীকার ক'রেছে,—মহারাজের আজ্ঞামত অঙ্গীকার-পত্রে সকলেই স্বাক্ষর করেছে যে, মহাদেব সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। কেবল রামানুজ-সম্প্রদায় অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর ক'রতে চায় না। তারা বলে—"হর-হরি অভেদ।"

ক্রিমি। অকর্ম্মণ্য! সামান্য বৈষ্ণবদের দমন করে, এমন কি আমার কেউ নাই? আমার সেনার কি বাহুবল নাই? তাদের তরবারী কি তীক্ষ্ন নয়? এ রামানুজ-সম্প্রদায় আজও নির্ম্মূল হ'ল না?

তুরিও। মহারাজের আজ্ঞা ব্যতীত, মহারাজের প্রজাকে কিরূপে দমন কর্ব্বো?

ক্রিমি। আমার প্রজা কি?—তারা কি আমার দেবত্ব স্বীকার করে?

তুরিও। মহারাজ, না। রামানুজ-সম্প্রদায় মহারাজকে সামান্য জীব মনে করে।

ক্রিমি। কি, এখনও তারা জীবিত? এখনও তারা চোল-রাজ্যের পবিত্র বায়ু সেবন ক'চ্চে—এখনো তাদের ভার পৃথিবী বহন ক'চ্চে? তুরিও, রামানুজের মস্তক এখনি আমার নিকট ল'য়ে এস,—আর যে যেখানে আমার দেবত্ব অস্বীকার করে, তাদের বধ কর।

তুরিও। মহারাজ, আমার গুপ্তচরেরা বলে যে, বৈষ্ণবেরা প্রজাপ্রিয়। তাদের কৃত্রিম ভাণে ভুলে

তাদের নিরীহ বিবেচনা করে। তাদের প্রতি অত্যাচার হ'লে প্রজারা বিরূপ হবে। রামানুজসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা রোগীর সেবা করে, দরিদ্রকে অন্ন দেয়, বিপন্নকে রক্ষা করে,—এমন কি, প্রজারা রামানুজকে লক্ষ্মণের অবতার ব'লে থাকে। প্রকাশ্য বলপ্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

ক্রিমি। কি—কি? তারে লক্ষ্মণের অবতার বলে? কথা ভাল নয়—কথা ভাল নয়। নিশ্চয় বৈষ্ণবেরা আমার রাজ্য নেবার ষড়যন্ত্র ক'চ্চে,—তাই দয়া প্রকাশ ক'রে প্রজাদের হস্তগত কর্ব্বার চেষ্টা পাচ্চে। ভাল, ভাল,—আমি শীঘ্রই এদের দমন কর্ব্বো। তুমি যথার্থ বলেছ,—প্রকাশ্য বল প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তুমি আজই রাজ্যে ঘোষণা দাও যে, কাল হ'তে এক সপ্তাহ দেব-দেব মহাদেবের উৎসব হবে,—সমস্ত প্রজাদের সমক্ষে, স্বগণ ল'য়ে আমি আনন্দ কর্ব্বো।

তুরিও। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

(মদনদাসের প্রবেশ)

ক্রিমি। আজ রাত্রের নিমিত্ত নূতন ভৈরবী ক'জন এনেছিস্?

মদন। মহারাজ, বৈষ্ণবদের দৌরাত্ম্যে নূতন পাওয়া বড় মুস্কিল। তারা ঘরে ঘরে উপদেশ দিয়ে বেড়ায় যে, সতীত্ব পরম ধর্ম্ম। ভৈরব ও ভৈরবীর ভাণ শুধু ব্যভিচারের প্রশ্রয়, মঙ্গলময় শিব ব্যভিচারে কখনো তুষ্ট নন। আহাম্মুখ লোকগুলোও তাদের কথায় ভোলে।

ক্রিমি। বটে, বটে—

মদন। অর্থ দিলেও কেউ আস্‌তে চায় না। কিন্তু বৈষ্ণবদের ঘরে পরমা সুন্দরী সব ভৈরবী আছে।

ক্রিমি। বলিস কি—পরমাসুন্দরী!—যত অর্থ লাগে দিয়ে নিয়ে আয়।

মদন। মহারাজ, মার্জ্জনা করুন,—তারা সতী, অর্থের বশ নয়।

ক্রিমি। কি, অর্থের বশ নয়? স্ত্রীলোক অর্থের বশ নয়?—মিথ্যাবাদী! তুই প্রাণের ভয় রাখিস্ নে?

মদন। মহারাজ, রামানুজের বড় শাসন। আমি জোর ক'রে একটা বৈষ্ণবীকে মহারাজের জন্য ধ'রে আনছিলুম—নগরের লোক জুটে আমার প্রাণবধ কর্ব্বার উপক্রম ক'রেছিল; সে সময় যদি রামানুজ উপস্থিত না হতো, তাহলে নিশ্চয় আমায় বধ ক'র্তো। সেই ব্যাটা ব'ল্লে,—"কৃষ্ণের জীব বধ করোনা", তাই আমার রক্ষা।

ক্রিমি। আচ্ছা, তুই এখন যা। কুটীলাক্ষকে আমার কাছে ডেকে দে।

[মদনদাসের প্রস্থান।

রামানুজ প্রজাদের বশ ক'রে বোধ হয় সিংহাসন চায়। ধর্ম্ম দয়া কেবল ভাণ মাত্র। দেখ্‌চি, প্রজারা বিরূপ, বড় লোকেরা সব দাম্ভিক হয়েছে, অন্তরে আমায় ঘৃণা করে। সকলকে শাস্তি দেব। কিরূপ প্রজাশাসন ক'র্তে হয়, তা আমি জানি,—জগতে একটা কীর্ত্তি রেখে যাব। পিতা আমাকে বুদ্ধিমান ব'ল্‌তেন, শিক্ষক বলতেন,—সে বুদ্ধির পরিচয় জগৎকে শীঘ্র দেব।

(কুটীলাক্ষের প্রবেশ)

কুটীলাক্ষ। মহারাজ, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?

ক্রিমি। কুটীলাক্ষ, তোমার পূর্ব্বের বৃত্তান্ত স্মরণ আছে?

কুটী। মহারাজ, সমস্তই স্মরণ আছে।

ক্রিমি। তোমার স্মরণ আছে,—তুমি নারীহত্যা, বালকহত্যা ক'রে অলঙ্কার চুরী ক'রতে? বিচারপতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেন,—রাজকৃপায় তুমি জীবিত আছ?

কুটী। মহারাজ, দাসের বুকের অস্থিতে এসব কথা লেখা রয়েছে।

ক্রিমি। রাজপ্রসাদে যে তুমি কেবল জীবন পেয়েছ তা নয়, পুরীরক্ষকদের মধ্যে প্রধান হ'য়ে আছ।

কুটী। মহারাজের অসীম কৃপা!

ক্রিমি। তোমায় কোন কার্য্যের ভার দেবো,—পার্ব্বে?

কুটী। মহারাজের প্রসাদে অবশ্যই পার্ব্বো।

ক্রিমি। কল্য রজনীযোগে উৎসব হবে। আমি স্বয়ং উৎসবে যোগদান কর্ব্বো। নগরের সকলে আনন্দ উপভোগ কর্ব্বে। সে সময় তুমি লোকজন ল'য়ে নগরে অগ্নিপ্রদান কর্ব্বে। যারা নিবারণের জন্য চেষ্টা কর্ব্বে, তাদের বধ কর্ব্বে। রামানুজ সম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্যই অগ্নি-নির্ব্বাণের চেষ্টা পাবে। তাদের যারে পাবে—অমনি বধ

কর্ব্বে। আর যদি সেই গোলযোগের সময় কোন সুযোগে রামানুজকে বধ ক'রে তার মুণ্ড এনে আমায় দেখাতে পার, তা'হলে তোমায় রাজমন্ত্রী কর্ব্বো।

কুটী। মহারাজ নিশ্চিন্ত থাকুন,—দাসের ক্রটী হবে না।

[প্রস্থান।

(সম্বিদের প্রবেশ)

সম্বিদ। প্রভু, দেবদেব, সৃষ্টি-স্থিতি-পালন কর্ত্তা—দাসের প্রতি এত অকৃপা!

ক্রিমি। কেন, কেন—কি হ'য়েছে?

সম্বিদ। প্রভু, কাল রাত্রে আপনি কৈলাসে গিয়েছিলেন।—সেথানে কত আমোদ ক'র্‌লেন, আর আমায় ফাঁকী? আমি সকল মন্দির থেকে ভোগের অগ্রভাগ এনে ব'সে ভাব্‌চি, দেবদেবের পূজা কর্ব্বো; আপনি কিনা বলদ চ'ড়ে কৈলাসে চ'লে গেলেন!

ক্রিমি। তুই কি ক'রে জান্‌লি-তুই কি ক'রে জান্‌লি?

সম্বিদ। আপনি আমায় দিব্য চক্ষু দিয়েছেন তবে কি ক'র্‌তে? তবে কি ক'রে জান্‌লুম যে আপনি দেবদেব মহাদেব—রাজরূপে ধরণীতে লীলা ক'রতে এসেছেন? প্রভু, আর যার সঙ্গে ছলনা করেন—করুন,—আমার সঙ্গে পার্ব্বেন না।

ক্রিমি। বল্ দেখি—বল্ দেখি,—কি কচ্ছিলুম বল্ দেখি?

সম্বিদ। ষাঁড়ে চ'ড়ে প্রথমে সিঙ্গে ফুঁক্‌লেন।

ক্রিমি। কি, সিঙ্গে বাজালুম?

সম্বিদ। আজ্ঞে হাঁ, আর ঝাঁকে ঝাঁকে আলুথালুবেশা ভৈরবী সব এসে আপনার বুকে পিঠে চতুর্দ্দিকে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগ্‌লো। আর আপনি কখনো জলকেলী ক'চ্ছেন—কখনো পদ্মবনে বিহার ক'চ্চেন,—কখনো মদিরা পান ক'চ্চেন,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রভু, এত বিড়ম্বনা?

ক্রিমি। হাঁ হাঁ,-গিয়েছিলুম বটে—গিয়েছিলুম বটে!

সম্বিদ। প্রভু, আপনার ষাঁড় লেলিয়ে দিয়ে আমায় মেরে ফেলুন।—আঁ্যা—দেবদেব আমার সঙ্গে এই প্রতারণা ক'রলেন!

ক্রিমি। আচ্ছা—হ্যারে, সত্যি আমি মহাদেব?

সম্বিদ। আদত পাঁচমুখো শিব।

ক্রিমি। আচ্ছা, তবে মদ না খেলে আমার হাত কাঁপে কেন? ভৈরবীদের সঙ্গে সেরূপ বিহার ক'র্‌তে পারিনা কেন?

সম্বিদ। প্রভু, এ আর কি আমি বুঝি নে, সকলকে কি ধরা দেবেন? মৃত্যুঞ্জয়, দেবাদিদেব মহাদেব, আমায় ভোলাতে পার্ব্বেন না।

ক্রিমি। আচ্ছা, তুই ঠিক্ জানিস্—আমি মর্ব্বো না?

সম্বিদ। ঠিক।

ক্রিমি। মাঝে মাঝে কিন্তু আমার ভয় হয়, আমি স্বপ্ন দেখি, যেন যমদূত আমায় বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্চে।

সম্বিদ। আহা, কি লীলা—তবে আর আত্ম-বিস্মৃতি ব'লেছে কেন?

ক্রিমি। তুই আজ কতটা কারণ ক'রেছিস্?

সম্বিদ। আপনার যেমন আজ্ঞা,—আকণ্ঠ পান ক'রেছি। কারণ না ক'রে কারণেশ্বর! আপনার মহিমা কি ক'রে বুঝবো? প্রভু, কি ছলনা—কি ছলনা, ভৈরবী নিয়ে বিহার ক'র্‌লেন,—দাসকে সঙ্গে নিলেন না!

ক্রিমি। তুই ভাবিস্‌নে,—তুই কাল যে লীলা কৈলাসে দেখেছিস,—আজ সেই লীলা পৃথিবীতে দেখ্‌বি।

সম্বিদ। কিরূপ—কিরূপ দেব-দেব?

ক্রিমি। হ্রদের মধ্যস্থলে সুন্দর উদ্যান ভাস্‌বে,—সুরাব নির্ঝর ঝর্ ঝর্ ঝ'র্‌বে, নগ্নমূর্ত্তি স্ত্রীপুরুষে যথা ইচ্ছা আমোদ কর্ব্বে। আমি আর রাজ্ঞী—ভৈরবীগণ বেষ্টিত হ'য়ে মধ্যস্থলে সিংহাসনে ব'সবো। অনবরত নৃত্যগীত, অনবরত মদ্যপান, অনবরত বিহার চল্‌বে,—যে লজ্জা কর্ব্বে, তারে শিবদূতেরা জলে ফেলে দেবে। তুই আমার প্রিয় সেবক,—যারে ইচ্ছা তারে নিয়ে বিহার করিস্। যা, তুরিও উদ্যোগ ক'চ্চে—দেখ্‌গে; তুই যে রূপ ধ্যানে দেখেছিস্—সেইরূপ যেন ঠিক হয়।

সম্বিদ। যে আজ্ঞে—ব্যোম্—ব্যোম্ ব্যোম্! (স্বগত) কাল বেজায় মজা উড়বে,—আবার অনেক বেটার প্রাণও যাবে! ভণ্ডটা আমার কথা সত্যি বিশ্বাস করে না কি!

তোষামোদ, তুমি যে যন্ত্র,—সাক্ষাৎ মহাদেবকে ভোলান যায়, তা এ তো একটা বাঁদর!

ক্রিমি। কি ভাবছিস?

সম্বিদ। প্রভু, ভাবচি, আপনি ধুতরো ফুলের শয্যায় বিহার ক'রেছিলেন, কি কল্কে ফুলের শয্যায় বিহার ক'রেছিলেন? কি ঘেঁটু ফুলের শয্যায় বিহার ক'রেছিলেন? এখানে কিন্তু, প্রভু, হয় বেল নয় যূঁই ফুলের শয্যায় বিহার ক'র্‌তে হবে।

ক্রিমি। তাই হবে, তাই হবে।—ভক্তের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হবে।

[ব্যোম্ ব্যোম্ করিয়া সম্বিদের প্রস্থান।

দেব-অংশে শুনেছি রাজা হয়। এ কি সত্য? শেষটায় মৃত্যু যদি না থাক্‌তো, রাজার চেয়ে আর সুখ নাই।—কিন্তু মৃত্যু—মৃত্যু! এ বেটা তোষামোদ ক'রে আমায় 'মহাদেব' বলে—কি মদের ঝোঁকে সত্যই বা বলে? অনেকে ওর কথা বিশ্বাসও করে; নইলে যেখান দিয়ে যাই, প্রজারা কেন সে জায়গার ধুলো নি'য়ে যায়? সে ধুলোয় সত্যই কি রোগ ভাল হয়! হ'তে পারে,—রাজায় দেবত্ব আছে—এ তো শাস্ত্রে বলে। মৃত্যু—মৃত্যু—ঐ এক ভীষণ ভয়!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রসাদ ও মাধুরী

মাধুরী। প্রসাদ, তুমি এমন সময়ে কেন?

প্রসাদ। তোমার পিতা আমায় আস্‌তে ব'লেছেন।

মাধুরী। তুমি ব'সো, তিনি পূজা ক'চ্চেন।

প্রসাদ। তিনি তোমার কাছে আস্‌তে ব'লেছেন।

মাধুরী। কেন?

প্রসাদ। একটী কথা ব'ল্‌তে।

মাধুরী। কি বল, চুপ ক'রে রইলে কেন? কেন প্রসাদ, তুমি কথা ক'চ্চনা কেন? প্রসাদ,—প্রসাদ, তুমি বিষণ্ণ কেন?

প্রসাদ। না—না—বিষণ্ণ নই—তোমার কাছে থাক্‌লে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়—আমি সকল দুঃখ ভুলে যাই।

মাধুরী। বল—বল—কি হ'য়েছে বল? কেন—ইতস্ততঃ ক'চ্ছ কেন? এসো আমার কাছে বসো। আমি তোমার ভগ্নী, আমার কাছে বলছো না কেন?

প্রসাদ। তোমার কাছে এসেছি, একটী কথা শুনবো, একটী—একটী মাত্র।

মাধুরী। কি কথা, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, আমায় বল?

প্রসাদ। (স্বগত) বুঝিবা আমায় নৈরাশ্য-সাগরে ভাস্‌তে হয়! একি! নয়নে তো প্রণয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। বালিকার ন্যায় সরল ভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে রয়েছে। এ ভাবের প্রত্যাশায় আমি তো আসি নাই! তবে কি আমায় ভালবাসে না? মাধুরীর বুকে কি প্রণয় স্থান পায় নাই? এ কি নারী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা? আমার মনোভাব বুঝ্‌ছে না কেন? বল্‌বো—বলে কি প্রত্যাখ্যাত হব? বলি—যদি নিরাশ হই, আজীবন নিরাশা ধ'রেই থাক্‌বো।

মাধুরী। এমন কি কথা প্রসাদ,—আমার কি কথা শুনে তুমি সুখী হবে? কেন বল্‌ছো না,—কেন আমায় ব্যাকুল ক'চ্ছ?

প্রসাদ। ব্যাকুল হয়োনা, স্থির হও, শোনো। তোমার মনে পড়ে, আমরা যখন বালক বালিকা, খেলা ক'রতুম, তোমায় একটী কথা বলেছিলুম?

মাধুরী। সে অতি সুখের দিন, সেদিন আর ফির্‌বে না!

প্রসাদ। তোমার মনে আছে?

মাধুরী। মনে নাই? তুমি আমায় কত যত্ন ক'রতে, আমার জন্য ফুল তুলে আন্‌তে, আমায় পরিয়ে দিতে, দু'জনে এক সঙ্গে ব'সে পাখীর গান শুন্‌তুম, ফল পাড়্‌তুম, অরুণ-উদয় দেখ্‌তুম, চাঁদের কিরণে স্বভাবের শোভা দেখ্‌তুম।

প্রসাদ। তখন একটী কথা তোমায় বলেছিলুম।

মাধুরী। একটী কেন, কত কথা—কত গল্প তুমি ব'লেছ।

প্রসাদ। একটি আমার অন্তরের কথা তোমায় ব'লেছিলুম। সে তুমি ভুলে গেছ, কিন্তু আমার অন্তরে তা গাঁথা রয়েছে।

মাধুরী। কি কথা প্রসাদ ?

প্রসাদ। আমি অনাথ, পিতামাতার মৃত্যুর পর তোমার বাবা আমায় এনে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেছেন।

মাধুরী। সেই কথা ব'লছো ? আমার এখনও বেশ মনে আছে, তোমায় আমি খেলার সঙ্গী পেলুম, আমার যে কত আনন্দ হ'লো, তোমায় কি বল্‌বো !

প্রসাদ। কিন্তু তোমার মুখ দেখে আমার যে কি আনন্দ হ'য়েছিল, তা কি তুমি জান ? আমার মনে হলো যে পৃথিবী যেন তোমার মুখপ্রভায় আনন্দময়ী, তোমার নয়ন-জ্যোতিতে আমার অন্তঃস্থল আনন্দময় হ'লো। তোমায় দেখে আমি নূতন জীবন পেলুম, নূতন কলেবর ধারণ ক'রলুম।

মাধুরী। প্রসাদ, তোমার মতন আমার কে আছে ? তোমার যত্নে আমি গুরুদেব পদ্মমালের উপদেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার যত্নে বৈষ্ণবমহিমা আমার হৃদয়ঙ্গম হ'য়েছে,—তোমার যত্নে দেবভক্তি, পিতৃমাতৃভক্তি লাভ ক'রেছি। তুমি না আমার সহপাঠী হ'লে গুরুদেবের উপদেশ আমি বুঝ্‌তে পার্‌তুম না, বিষ্ণু উপাসনা ক'রে পরমানন্দ অনুভব কর্‌তুম না ! তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার বন্ধু—ভাই—উপদেষ্টা—আশ্রয়।

প্রসাদ। মাধুরী, তুমি কি জানো, তুমি ভিন্ন জগতে আমার কিছুই নাই ? বিদ্যা উপার্জ্জন ক'রেছি—তুমি ভালবাস্‌বে বলে, সৎকার্য্য ক'রেছি—তোমার প্রিয় হব বলে, কুসুমচয়ন করেছি—তুমি পূজা কর্ব্বে বলে। প্রত্যক্ষ তোমায় দেখ্‌তুম—ধ্যানে তোমায় দেখ্‌তুম, শয়নে স্বপনে তুমি এক মুহূর্ত্ত আমার অন্তর ছাড়া নও। তোমায় দেখে অবধি জীবন আমার এক ভাবে চলেছে। যা দেখি, যা করি, যা শুনি—সকলে—তুমি বিরাজ ক'চ্ছ।

মাধুরী। প্রসাদ, আমি তো জানি তুমি আমায় ভালবাসো।

প্রসাদ। তাই তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তাই তোমায় বাল্যকালের একটী কথা স্মরণ ক'রে দিতে এসেছি।

মাধুরী। কি বল ?

প্রসাদ। তোমার কি স্মরণ আছে, আমি তোমায় ব'লেছিলুম, তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে ?

মাধুরী। হাঁ, হাঁ, স্মরণ হ'য়েছে, সে কথা তুলো না। আমার নির্ম্মল বাল্য-স্মৃতিতে সেই একটী দাগ আছে, সে দিন তোমায় আমি বিষণ্ণ দেখেছিলুম।

প্রসাদ। কেন বিষণ্ণ হ'য়েছিলুম জান ?

মাধুরী। জানি, জানি, স্মরণ হ'য়েছে ; আর কেন তুমি সে কথা তুল্‌ছো ?

প্রসাদ। শোন, যা ব'ল্‌তে এসেছি শোন। তুমি ব'লেছিলে, তুমি বিবাহ কর্ব্বে না—তাই আমি বিষণ্ণ হয়েছিলুম। তুমি তখন বালিকা ছিলে, তুমি তখন ভালবাসা জান না, বিবাহ কারে বলে, জান না। তাই তুমি বলেছিলে, 'বিবাহ কর্ব্বো না'। কিন্তু এখন তুমি যুবতী, তুমি আপনার অন্তর জানো, আপনার হৃদয়ের কথা বুঝেছ। বিবাহ কারে বলে—জেনেছ। আজ তোমার কাছে ... পেতে আবার আমি প্রার্থনা কচ্ছি, তুমি আমায় বিবাহ কর।

মাধুরী। প্রসাদ, ওঠো, স্থির হও, শোনো। তুমি বল্‌ছো, আমি যুবতী ; কিন্তু প্রসাদ, ইষ্টদেবতার দোহাই, রামানুজ স্বামীর দোহাই, গুরুদেবের দোহাই, পিতা-মাতার দোহাই, যুবতী হ'য়ে এখনও আমি বালিকা। এখনও আমি অন্তরের কথা জানিনে। তুমি আমায় ভালবাস জানি, আমি তোমায় ভালবাসি জানি। কিন্তু বিবাহ কেন ? সে আবার কি ভালবাসা ? সে কি ... স্বামীকে কিরূপে ভালবাস্‌তে হয়, স্বামীর সঙ্গে কি ... স্বামীর কি প্রয়োজন, প্রসাদ আমি সত্য বল্‌ছি, সে ... জানিনে। আমি জানি, তুমি আমার ভাই—বন্ধু—... আত্মীয়—এতে তোমার তৃপ্তি নাই কেন ? তুমি বিবাহের কথা উল্লেখ কর কেন ? প্রসাদ, আমি ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে ব'ল্‌ছি,—তোমার প্রয়োজনে আমি এই দণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি—কিন্তু বিবাহ—এ কথায় আমার হৃদয় ... হয়, কেন—আমি জানিনে।

প্রসাদ। মাধুরি, তোমায় মিনতি করি,—আর ... দিও না। ভেবে দেখো, মনকে জিজ্ঞাসা করো,—... এই অসীম প্রেমের প্রতিদান কি হৃদয়ে তোমার ... কেবল ভাইয়ের মত—বন্ধুর মত ? আমি আজীবন ...

ক'রে কি তা হ'তে কোমল স্থান স্পর্শ ক'র্‌তে পারি নাই? তোমার নারী-জীবনের ভার কি তুমি আমায় অর্পণ ক'রতে পার না? আমি কি চিরদিন তোমার পর থাক্‌বো?

মাধুরী। কি বুঝ্‌বো, আমি বুঝিনি, বুঝ্‌তে পার্কো না—অন্তরের কোন্ কোমল স্থানের কথা বল্‌ছো, আমি তা জানিনে।

প্রসাদ। বোঝ না—আমার অদৃষ্ট! আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, সেই ভালবাসা তোমার নিকট চাচ্ছি। আমি তোমায় যে চক্ষে দেখি, সেই চক্ষে তুমি আমায় দেখ—এই চাচ্ছি। তুমি আমায় আমার মত ভালবাসবে,—যে ভালবাসা জীবনে সর্ব্বস্ব, মরণে যার অন্ত নাই,—আত্মায় আত্মায় যে ভালবাসার অবিনাশী বন্ধন—সেই ভালবাসা আমার প্রার্থনা। অনন্তকাল তুমি আমার হবে,—একটী কথা বলো—আমায় নিরাশা-সাগরে ভাসিও না।

মাধুরী। ওঃ প্রসাদ,—কি যন্ত্রণা!

প্রসাদ। কেন, যন্ত্রণা কেন?

মাধুরী। এত দিনে তুমি আমার পর হ'লে,—আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গ্‌লো।

প্রসাদ। কেন পর হব? ভেবে দেখ্‌গো আমি তোমার। বোধ হয় একথা আমি সহসা তোমার নিকট ব'লে তোমায় চঞ্চল ক'রেছি। কিন্তু তোমার মুখ দেখে, তোমার স্পর্শে আত্মহারা হ'য়ে আমার মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছি,—আমায় মার্জ্জনা কর।

মাধুরী। মার্জ্জনা? তুমি আমায় মার্জ্জনা কর,—আমারই অপরাধ।

প্রসাদ। না-না—কি অপরাধ?

মাধুরী। বোধ হয় আমার আচরণে, আমার ভাব-ভঙ্গীতে তোমার আশার উদয় হ'য়েছিল,—নচেৎ তুমি আমায় একথা ব'ল্‌তে না। আমার ভাই নাই,—আমি তোমায় ভাইয়ের মতন দেখ্‌তুম,—কিন্তু সে সুখ-স্বপ্ন আজ ফুরোলো,—আমি না জেনে কত যন্ত্রণাই তোমায় দিয়েছি।

প্রসাদ। (স্বগত) আমি কেবল দয়ার পাত্র! (প্রকাশ্যে) মাধুরি, আমি বুঝেছি—তুমি কেঁদো না,—ইচ্ছায় মন কেউ ফেরাতে পারে না—তুমিও পার্ব্বে না। আমি তোমার যোগ্য নই। তুমি বিষ্ণুসহচরী—পরম বৈষ্ণবী, আমি কেন তোমার হৃদয়ে স্থান পাব?

মাধুরী। প্রসাদ, মার্জ্জনা কর,—আমি তোমায় যন্ত্রণা দিয়েছি,—আপনি যন্ত্রণা পাচ্ছি। সে যন্ত্রণা আর বৃদ্ধি করো না। তুমি আমার পিতা, গুরু—সকলের অপেক্ষা প্রিয়,—কিন্তু কি কর্ব্বো? তুমি যে ভালবাসার কথা ব'লচো, সে ভালবাসা আমি জানিনে—আমার ভয় হয়!—বোধ হয় সে ভালবাসা কখনো জান্‌বো না। তুমিও ভুলে যাও—প্রসাদ—মিনতি ক'চ্চি—ভুলে যাও!

প্রসাদ। ভুল্‌বো? স্মৃতি থাক্‌তে কেমন ক'রে ভুলবো? তুমি কি মনে ক'চ্চ—এ ভালবাসা আমার নূতন? আমার সমস্ত জীবনে জড়িত। যদি কখনো আমার হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির উদয় হ'য়েছে—তোমার মুখ মনে প'ড়ে আমার সে প্রবৃত্তি দূর হ'য়েছে। তোমার কোমল প্রকৃতির অনুকরণ কর্ব্বো ব'লে পর-সেবায় রত হয়েছি। আমার এমন চিন্তা নাই, যাতে তুমি নাই,—এমন কার্য্য নাই—যাতে তুমি নাই, তবে কেমন ক'রে ভুল্‌বো? মাধুরি, বিদায় হলুম।

[প্রস্থান।

মাধুরী। কি হলো—কি ক'রলুম,—প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল জীবনকে কি আমি চিরদিনের মত মেঘাচ্ছন্ন ক'র্‌লুম? কিন্তু কই—প্রণয় তো আমার হৃদয়ে নাই!—হায় আমি হতভাগিনী!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মাধুরীর বাটী

গুরু পদ্মমাল এবং মাধুরীর জনক ও জননী।

পদ্মমাল। দেবি, তোমার কন্যা যখন রামগুণ গান করে, আমার মনে হয়, যেন মানব-হৃদয় নির্ম্মল করবার জন্য গোলক হ'তে প্রভু তাঁহার সহচরীকে পাঠিয়েছেন। তুমি রত্নগর্ভা—কি অমূল্য রত্নই প্রসব ক'রেছ!

মাধুরীর জনক। প্রভু, সকলই আপনার শিক্ষাগুণে; আপনার শ্রীমুখে যখন প্রভু রামানুজ স্বামীর উপদেশ শুনি—"যে, ঠাকুর লক্ষ্মণের মত বুকে শক্তিশেল ধারণ ক'রতে পারে, রামকার্য্যে ব্রতী হ'তে সেই কেবল সক্ষম"—তখন

আমার দুর্ব্বল হৃদয়েও রামকার্য্যে লক্ষ্মণের ন্যায় শক্তিশেল হৃদয়ে ধারণ ক'রতে ইচ্ছা হয়।

মাধুরীর জননী। প্রভুর উপদেশ শুনে আমার নারী-হৃদয়ে বল আসে। এই আশীর্ব্বাদ করুন, নারায়ণের কার্য্যে যেন জীবন অর্পণ ক'রতে পারি। ভাল, প্রভু, রাজপুরুষেরা রামানুজ-স্বামীর কার্য্যের কেন বিরোধী হন?

মা-জনক। প্রভু, রামানুজের কার্য্যে - কার সাধ্য বিরোধী হয়? বৈষ্ণবদের সহিষ্ণুতা প্রমাণ হ'চ্ছে। এতে স্বামিজীর উপদেশ জগতে আরও প্রচার হ'চ্ছে।

পদ্মমাল। ভগবানের আশ্চর্য্য কৃপা, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ মনুষ্য আপনার অমঙ্গল খোঁজে, কিন্তু মঙ্গলময় সেই অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত করেন। ধন্য ধন্য—প্রভুই ধন্য!

মা-জননী। প্রভু, আপনার ছাত্রী কি বলে জানেন? —"মা, রামকার্য্য সাধন ক'রতে ক'রতে জীবনান্ত কর্ব্বো —একি আমার ভাগ্যে ঘটবে?" আমি বলি, "বালাই" মাধুরী বলে,—"মা, 'বালাই' বলো না,—এই তোমার কন্যার কি আর উচ্চগতি প্রার্থনা কর?" আমি নীরব হ'য়ে আপনাকে শত ধন্যবাদ দিই,—আর অন্তর নেচে উঠে বলে,—"জয় প্রভু রামানুজের জয়!"

মা-জনক। প্রভু, আমি রামচরিত্র যতই মনে মনে চিন্তা করি, তার সার মর্ম্ম আমার জ্ঞান হয় যে, ভগবান মানব দেহ ধারণ ক'রে দেখিয়েছেন,—নরদেহে কিরূপ দুঃখ উপেক্ষা ক'রে কর্ত্তব্য সাধন ক'রতে হয়।

পদ্ম। আপনিই রাম-চরিত্র যথার্থ বুঝেছেন।

মাধুরী। গুরুদেব, আপনি বাড়ী যেতে পাবেন না। আমি রেঁধেছি,—প্রভুকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পেয়ে যাবেন। আজ প্রসাদ আসে নাই কেন? (স্বগত) সে আর আস্‌বে না—তারে আমি মর্ম্মপীড়া দিয়েছি। সে দিন পথে যাচ্ছে দেখ্‌লুম,—পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল সে—স্বর্ণকান্তি দেহ আর নাই, মনের দুঃখ মনে রেখেছে, কারো কাছে প্রকাশ করে নাই। কি কর্ব্বো, উপায় নাই,—প্রণয় আমার হৃদয়ে নাই, কি ক'রে প্রতিদান দেব!

পদ্ম। কি ভাব্‌ছ মা? একটী গান গাও—আমরা শুনি।

(মাধুরীর গীত)

(রচিত হয় নাই)

পদ্ম। একি! —অকস্মাৎ কিসের কোলাহল?

মা-জনক। তাইতো—দেখুন—দেখুন,——দ্রুতবেগে শকট ছুটে আস্‌ছে, অশ্বারোহীরা প্রাণভয়ে যেন পালিয়ে আস্‌ছে, উন্মাদের ন্যায় জনস্রোত ছুটে আস্‌ছে।

পদ্ম। দূরে অগ্নিশিখা বোধ হ'চ্ছে নয়? নিশ্চয় নগরে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হ'য়েছে। বোধ হয় জাতীয় রত্নালয়ের নিকটে। বজ্রনিনাদের ন্যায় কি এ শব্দ! শত সহস্র দাহ্যমান পদার্থ চতুর্দ্দিকে ছুটছে,—যেন কোটী কোটী আতস বাজী, ওঃ অগ্নিবর্ষণ হচ্চে!

মাধুরী। বোধ হয় কোন উচ্চ প্রাসাদ পড়ে গেল। দেখুন—দেখুন,—আসোয়ার সৈন্য ছুটেছে। নাগরিকেরা দলবদ্ধ হ'য়ে হাহাকার শব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে।

নেপথ্যে। আগুন আগুন—নগরে আগুন লেগেছে!

মাধুরী। পিতা,—গুরুদেব! দেখুন—দেখুন,—আবার এদিকে শিখা দেখা যাচ্ছে।

মা-জননী। দেখুন—ও দিকে আবার!—

মা-জনক। এদিকে আবার ঘোর শিখা!

পদ্ম। এ দৈব ঘটনা নয়, ইচ্ছা ক'রে কে এ অগ্নি প্রদান ক'রছে, নইলে চতুর্দ্দিকে এ অগ্ন্যুৎপাত হবে কেন! গুরুতর ব্যাপার, এ সময় অলসে থাকা উচিত নয়,—এ কার্য্যের সময়—বিপদ, ভয়, মৃত্যু—নগরে বিরাজিত,—ঐ স্থানেই রাম-কার্য্য, আমি যাই।

মা-জনক। রাম-কার্য্যে আমাকেও সাথী করুন।

মা-জননী। প্রভু, স্বামী,—দাসীকেও পায়ে ঠেলবেন না।

মা-জনক। এসো, সত্বর হও। (মাধুরীর প্রতি) শীঘ্র তৈল আন—পুরাতন বস্ত্র আন। অভাগাদের যদি কোনরূপ শুশ্রূষা ক'রতে পারি। এক কলসী জল ও পানপাত্র আন—

মাধুরী। মা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।

মা-জনক। না মা—বাড়ীতে কে থাক্‌বে? তুমি যুবতী, তোমার রাস্তায় যাওয়া কি উচিত? অগ্নি

ব্যক্তিদের পাঠিয়ে দিই, গৃহে থেকে তুমি তাদের শুশ্রূষা ক'রো। প্রভু, নারায়ণ, এই কন্যাকে তুমি রক্ষা ক'রো।

[মাধুরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধুরী। পিতা, মাতা, গুরুদেব,—ঘোর বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিলেন,—একমাত্র আমিই গৃহে রইলুম। কিন্তু প্রাণ আমার অধীর হ'চ্ছে! ওঃ চতুর্দ্দিকে কি ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ! ঐযে—তাঁরা উন্মত্তের ন্যায় ছুটছেন,—অগ্নি যেন তাঁদের নিকটে ধাবিত হ'য়ে আসছে—ভগবান—মঙ্গলময়—তুমি মঙ্গল বিধান কর

(বালক মথুরানাথের প্রবেশ)

মথুরা। দিদিমণি,—বড় আগুন লেগেছে।

মাধুরী। হ্যাঁ—'রাম' নাম কর।

মথুরা। না না দিদি, রাম নাম ক'রে হনুমানের ল্যাজে আগুন লেগেছিল। দিদিমণি, একটা হনুমান এসেছে নাকি?

মাধুরী। হনুমান কেন? হনুমান পরম রামভক্ত—তিনি কি লোকের মন্দ করেন? দুষ্ট লোকে আগুন দিয়েছে।

মথুরা। দিদি, তুমি জান না—ও হনুমানগুলো বড় দুষ্টু; আমাদের শস্য খেয়ে গিয়েছিল।

মাধুরী। ওঃ কি ভয়ানক অগ্নি! আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে! তাঁদের ঘোর বিপদ-সাগরে ফেলে আমি কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত রয়েছি!

মথুরা। দিদি, কি ভাব্‌ছো—আগুন নেভাবে? আমি এখনই পারি।

মাধুরী। বালক! (প্রকাশ্যে) কি ক'রে নেভাবে মথুর?

মথুরা। মুখামৃত দিয়ে। মুখামৃত কারে বলে জান দিদি?—থুথু! আমি থুথু দিয়ে কত আগুন নিভিয়েছি। তুমি শোন নাই;—হনুমানের ল্যাজের আগুন নিভে গিয়েছিল?

মাধুরী। প্রাণ ব্যাকুল হ'চ্ছে,—আর তো কোন রকমে স্থির হ'তে পাচ্ছিনে। আমি যাই, দেখি—পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন হয়—গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়—কি কর্ব্বো—নারায়ণ আমায় মার্জ্জনা কর্ব্বেন। পিতামাতা অগ্নি-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছেন,—আমি নিরাপদে আছি,—কেমন ক'রে থাকবো,—এর চেয়ে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়াই ভাল।

মথুরা। দিদিমণি, যেন বাজী হ'চ্ছে! ধোঁর ভেতর লক্ লক্ ক'রে আগুন জিব বার ক'চ্চে—যেন মেঘের ভেতর বিদ্যুৎ খেল্‌চে।

মাধুরী। তুমি ঘরের ভেতর যাও,—যতক্ষণ না আমি আসি, ততক্ষণ বেরিও না।

মথুরা। তুমি কি আগুন নেভাতে যাবে? যেও না—এইবার আমার ভয় হ'চ্ছে,—আগুনের ঝাঁজ এখানেও আস্‌চে।

মাধুরী। এসো—তোমার মার কাছে তোমায় রেখে আসি।

মথুরা। না না, তোমার কাছে থাকবো দিদিমণি—তোমার কাছে থাক্‌বো!

মাধুরী। না—না,—তোমার মার কাছে থাক্‌বে,—নইলে আমি রাগ কর্ব্বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বিলাস-কুঞ্জ

ক্রিমিকোণ্ড-মহিষী প্রেমময়ী ও চন্দনলাল।

প্রেমময়ী। আমার দুঃখ কি?

চন্দনলাল। আপনি রাজরাণী, মহারাজ আপনার ইঙ্গিতে ফেরেন। আপনার যার প্রতি কৃপা, সে রাজ-প্রসাদ লাভ করে।

প্রেম। চন্দনলাল, তুমি সত্য কি আমার দুঃখ জান না?

চন্দন। দেবি, আপনি অনুমতি দিন,—আমি গৃহে যাই।

প্রেম। সে কি! কি সর্ব্বনেশে কথা বল্‌ছো? রাজা আজ আনন্দ ক'র্ব্বেন, যে না উপস্থিত থাক্‌বে, তার জীবন সংশয় হবে। রাজা সুরাপানে অচেতন হ'লে যাও, তাতে ক্ষতি নাই। এখন যেও না, আমি মিনতি ক'চ্ছি।

চন্দন। দেবি, এ সকল আমোদ আমার বিষবৎ জ্ঞান

হয়। মরি মরি! নির্ম্মল প্রভাত বায়ু নির্ম্মল ফুলে খেলা ক'চ্ছে, নির্ম্মল অরুণ-কিরণে কুঞ্জবন উৎফুল্ল, নির্ম্মল বিহঙ্গ-স্বরলহরীতে দশদিক পরিপূর্ণ, এসময়ে এই কুৎসিৎ আনন্দ! লজ্জাহীন নর-না'রী বিবস্ত্র হ'য়ে পশুর ন্যায় আচরণ ক'চ্ছে! ছিঃ ছিঃ—এ দৃশ্য আর আমি দেখ্‌তে পারিনে!

প্রেম। চন্দন, আমার কাছে এ সাধুর ভাণ কেন? তুমি তো শুন্‌তে পাই, যুবতী নিয়ে গৃহে আমোদ কর; সেও তো দেবক্রীড়া নয়। তবে গৃহের আবরণ নয়, কুঞ্জের আবরণ,—এই প্রভেদ। তোমার—আমার কাছে যত ভাণ! তুমি আমায় দেখতে পারনা তাই, কিন্তু আমি তোমায় দেখ্‌লে আনন্দে পরিপূর্ণ হই।

চন্দন। দেবি, স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ কি পৈশাচিক ব্যাপার! আপনি মহারাজকে যা হয় মিনতি ক'রে ব'লবেন—আমার অসুখ হয়েছে। আমি আর এখানে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারছিনে।

প্রেম। তুমি কি জাননা যে, এ আনন্দে যে যোগদান না কর্ব্বে, তার প্রাণসংহার হবে? তোমার কি মনে নাই যে আর একবার এইরূপ উৎসব হয়েছিল, যারা কুৎসিৎ আমোদ ব'লে আস্‌তে চায় নাই, তাদের সকলকে রাজা বধ ক'রেছে? কেহ কেহ পীড়ার ভাণ করেছিল, কাহারও বা যথার্থ পীড়া হ'য়েছিল। কেহ নিজ শরীরে অস্ত্রাঘাত ক'রে মার্জ্জনা চেয়েচে, তথাচ নিস্তার পায় নাই? তুমি যেও না, তোমার অনিষ্ট হ'লে আমি বড় মর্ম্মপীড়া পাব, তুমি আমার মনের ভাব বুঝেও বোঝনা? তোমায় আর কি ব'ল্‌বো, তোমার গৃহে বোধ হয় দর্পণ নাই, আপনার প্রতিমূর্ত্তি কখনও দেখ নাই, তাই আমায় যন্ত্রণা দাও!—চুপ—রাজা আস্‌ছে।

(পারিষদ্-বেষ্টিত মদিরামত্ত ক্রিমিকোণ্ডের প্রবেশ)

ক্রিমিকোণ্ড। দেখ দেখ—চেয়ে দেখ,—আজ আমার আনন্দ-স্থান কৈলাসভূমির ন্যায় কেমন সুন্দর সাজিয়েছি! কৈলাসে এমনই আনন্দ ক'র্‌তুম, কেমন তুরিও?

তুরিও। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ,—এমনই আনন্দ হ'তো।

ক্রিমি। তোমার মনে আছে, তোমার মনে আছে?

তুরিও। আজ্ঞে হাঁ—আপনি ষাঁড়ে চ'ড়ে শিঙ্গে বাজাতেন।

ক্রিমি। চোপরাও—তোর গর্দ্দানা নিতে হুকুম দেব—জানিস?

তুরিও। আজ্ঞে না-না—ময়ূর চড়ে,—

ক্রিমি। চোপরাও, কিছু চ'ড়তুম না।

সখিদ। আজ্ঞে হাঁ, আমি ব'লতে পারি—চ'ড়তেন—নরনারী-কুঞ্জরে,—ভৈরবীগণ বেষ্টিত—শৃঙ্গার বেশ!

তুরিও। আনন্দে নৃত্য ক'রতেন—মদিরার ঘোরে বইতো,—আর—

ক্রিমি। হাঁ হাঁ—তুরিও—তোর মনে পড়েছে,—তুই ভুলে যাস্ কেন?

তুরিও। আজ্ঞে আনন্দে বিভোর হ'য়ে ভুলে যাচ্ছি।

ক্রিমি। আর ভুলিস্‌নে—খবরদার! যা, তোরা দু'জন ভৈরবী ডেকে আন্! সকল ভৈরব এক এক ভৈরবী দেখে নিক। মহাকাল ভৈরব আমি, আর মহাকাল ভৈরবী রাণী। চতুর্দ্দিকে ভাল ভাল ভৈরবী এসে বসুক। রাণী, তোমার সে আনন্দের কথা মনে আছে?

প্রেমময়ী। মহারাজ, আমার আনন্দ তুমি! তুমিই আমার হৃদ-পদ্মে বিরাজ ক'চ্ছ।

ক্রিমি। তোমার কত সতীন ছিল, তোমার মনে পড়ে?

প্রেম। আমার তোমায় মনে প'ড়ছে, আর কারে মনে প'ড়বে?

ক্রিমি। না না, মনে করো,—আমি মনে ক'রে দিচ্ছি, একশো এক সতীন ছিল—না না—হাজার এক—না না—লাখ লাখ স্ত্রীলোকমাত্রেই তোমার সতীন।—(চন্দনলালের প্রতি) চন্দন!

চন্দন। আজ্ঞে?

ক্রিমি। তোমার মনে আছে—তুমি মদন ছিলে?

প্রেম। (জনান্তিকে চন্দনলালকে) বল—হাঁ, বল—হাঁ।

ক্রিমি। হাঁ বুঝেছ—তাই তোমারে এত ভালবাসি। মনে করো না, তোমার বাপ আমার জন্য প্রাণ দিয়েছিল বলে, শত্রু তো আমি ফুঁ দিয়ে জয় ক'রেছি, আমার ইচ্ছায় জয় হয়েছে;—আমার ত্রিশূল পাঠিয়ে জয় ক'রেছি। তোমার বাপ-মা নাই,—তা কিছু ভেবো না। আমি

তোমার বাপ, আমিই তোমার মা। আমি একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি। তুরিও, চন্দনকে ভাল ভাল ভৈরবী এনে দে।

তুরিও। উনি তো কারু পানে চান না, এই যে কত ভাল ভাল ভৈরবী রয়েছে; ওঁর এ সব ভাল লাগে না।

ক্রিমি। না, ভাল লাগে না—আমার বুকে পঞ্চবাণ হান্‌বে ব'লে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চন্দন, দেখ্‌ছো—চতুর্দ্দিকে কেমন আমোদ চল্‌ছে?

চন্দন। মহারাজ, এ আনন্দ দর্শন তুরিওরই উপযুক্ত।

তুরিও। কেন—তুমি কি ঘৃণা কর?

চন্দন। না, আমি চিরদিন রণক্ষেত্রে থাকি,—তোমার মত পছন্দ আমি কোথায় পাব?

ক্রিমি। কি চন্দন, তোমার পছন্দ নাই? তোমার ভারি পছন্দ। তোমার বাড়ী সে দিন ভোজ চমৎকার হ'য়েছিল। চমৎকার! তোমার বাপের শোকে তোমার মা মরে গেলেন। সে দিন তাই তাঁর সঙ্গে আমোদ ক'রতে পেলুম না—কেন মলো বল দেখি?—কখনো তাঁর সঙ্গে আমোদ করি নাই—সে দিন আমোদ ক'রে নিতুম।

সম্বিদ। ছিঃ, মরে ভাল করে নাই।

ক্রিমি। চোপরাও,—মরবে—খুব কর্ব্বে,—তোর কি?

প্রেম। (জনান্তিকে চন্দনলালের প্রতি) চন্দন, স্থির হও,—অধীর হ'য়ো না।

ক্রিমি। দেখ, তবে যা মেয়েমানুষ জড় ক'রেছিলে—তারা বড় লাজুক,—দিগম্বরী হ'তে চায় না। একটু ঠাণ্ডা রকম—ঝাঁজ নাই! দেখ দেখি—দেখ দেখি,—আগুন ছুটেছে—চতুর্দ্দিকে আগুন ছুটেছে।—দেখ দেখ—চতুর্দ্দিকে দিগম্বর দিগম্বরী হ'য়ে, সব ছুটোছুটি ক'চ্চে—আগুন ছুটেছে আগুন ছুটেছে—দেখ্‌তে পাচ্ছ—দেখ্‌তে পাচ্ছ?

তুরিও। ব্যোম্—ব্যোম্!

প্রেম। চন্দন,—আমায় পান দাও! (জনান্তিকে) সাবধান হও—বিরক্ত হয়ো না।

ক্রিমি। কি মজা—কি মজা!—দেখ দেখ তুরিও—প্রাণ ভ'রে দেখ। সম্বিদ, দেখ দেখ—প্রাণ ভ'রে দেখ! আনন্দ-লহরী,—আনন্দের তুফান উঠ্‌ছে!

তুরিও ও সম্বিদ। ব্যোম্—ব্যোম্!

প্রেম। (জনান্তিকে) কি সর্ব্বনাশ—কি কর? তুমি বিরক্ত হ'চ্চ জান্‌লে, রাজা এখনি জ্বলে উঠ্‌বেন।

চন্দন। (জনান্তিকে) রাণী, কি কর্ব্বো,—এ সব অতি কুৎসিৎ দৃশ্য—আমি সহ্য ক'র্‌তে পারি না।

প্রেম। শোন—শোন,—আমি কি ক'রে সহ্য কচ্চি? লোকে জানে আমি রাণী, আমি পরম সুখী।

চন্দন। আপনার সুখের অভাব কি?

প্রেম। আবার ঐ উত্তর? তুমি অতি নির্দ্দয়, রাজা কি তোমার ন্যায় সুন্দর—তোমার ন্যায় যুবা? লোলিত অঙ্গ, সুরার প্রভাবে হাত-পা অহর্নিশি কাঁপ্‌ছে, মৃত্যুর ছায়া মুখে পড়েছে, ক্ষিপ্তের মত দৃষ্টি, লজ্জাহীন,—এর আলিঙ্গন অপেক্ষা শব-দেহ আলিঙ্গন ভাল। আমার কি দুঃখ? চন্দন, তুমি এ জান না—এই আমার আরও দুঃখ। স্থির হও, শোন—অতি সুন্দর যন্ত্র-ধ্বনি!

চন্দন। অতি সুন্দর সত্য,—কিন্তু এ স্বর্গীয় ঐক্যতান কি এই কুৎসিৎ দৃশ্যের উপযুক্ত?

প্রেম। চুপ—চুপ!—রাজা শুন্‌লে প্রমাদ হবে। তুমি কি জান না, রাজা হাস্‌লে হাস্‌তে হয়, রাজা আনন্দ ক'র্‌লে আনন্দ ক'র্‌তে হয়?

চন্দন। রাজ্ঞী, মুখের হাসি হাসা আমার অভ্যাস নয়,—আমি নট নই।

ক্রিমি। নট?—আমি নটনাথ! জান চন্দন—আমার প্রাণের চন্দন, আমি অভিনয় ক'রেছিলুম?—দেখ্‌বার জন্য চোলরাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। কেমন ক'রে দাঁড়িয়েছিলুম জান—এম্‌নি করে—(ভঙ্গী প্রদর্শন)

চন্দন। হাঁ মহারাজ—শতবার শুনেছি।

ক্রিমি। এম্‌নি ভিড় হ'য়েছিল—আমিও অভিনয় ক'রে চ'লে এলুম—আর রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে প'ড়্‌লো।

প্রেম। (জনান্তিকে) কি ক'চ্চ? কেন বিরক্ত হ'চ্চ? রাজা কারো প্রতি কদাচ সদয় হয়,—তোমার প্রতি চিরসদয়। রাজাকে শত্রু ক'রে বিপদ ডেকে এনো না।

ক্রিমি। রাণী, রাণী—তুমি কিছু মনে ক'রো না,—ঐ দেখ ভৈরবীরা আমায় পূজা ক'রতে আস্‌ছে,—আমি ওদের সঙ্গে দিগম্বর হ'য়ে নাচবো।

(ভৈরবীগণের প্রবেশ ও নৃত্য-গীত)

(গীত রচিত হয় নাই)

ক্রিমি। যাও যাও—সব চ'লে যাও,—কেউ থেকো

না,—আমি সংহার-মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছি,—ঐ যে সংহার-অগ্নি চতুর্দ্দিকে উঠ্‌ছে! করালী শত-জিহ্বায় সমস্ত ভস্ম ক'চ্চে। যাও—যাও—কেউ থেকো না—আমি সংহার-মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছি।

নেপথ্যে। সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো! নগরে আগুন লেগেছে, সব ভস্ম হলো। কি হবে—স্ত্রী-পুত্র ঘরে রেখে এসেছি,—গেল গেল—সব গেল!

সম্বির। দেব-দেব, বাঃ কি কাজই ক'চ্চেন!

ক্রিমি। দূর হ'—দূর হ'—কেউ আছে থাকিস্‌নে। সকলে দূর হও;—চন্দন, তুমি থাক; রাণী, তুমি থাক।

(কুটিলাক্ষের প্রবেশ)

চন্দন, রাণী, তোমরা ওদিকে স'রে যাও, দেখ দেখ আমার ক্রোধ-অগ্নি কত প্রবল দেখ, আজ বৈষ্ণবদের ভস্ম কর্ব্বো।

প্রেম। (জনান্তিকে চন্দনকে) এসো এসো, রাজবাড়ী প্রস্তরের, মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তর, সে স্থানে অগ্নি প্রবেশ ক'র্ব্বে না, এস এস আমার সঙ্গে এস।

ক্রিমি। বাঃ বাঃ—কোন রকমে যেন না নেভে! বৈষ্ণবেরা এ আগুন নেভাতে পার্ব্বে না তো?

কুটিলাক্ষ। মহারাজ, কার সাধ্য? আপনার কৃপায় অগ্নি শত জিহ্বা ব'ার করেছেন, উল্কার মত প্রজ্বলিত অগ্নি-খণ্ড বায়ু-সহায়ে গৃহে এসে প'ড়্‌ছে। আগুনের ভেল্কী লেগেছে—কেউ পালাচ্চে না—দাঁড়িয়ে পুড়ছে! মা ছেলেদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—আগুন এসে গায়ে পড়ছে! চতুর্দ্দিকে হাহাকার,—আর আগুনের গর্জ্জন! আত্মীয়-স্বজনের শোকে যারা পালিয়েছিল, তারা স্বেচ্ছায় গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিচ্চে! যারা আগুন নেভাবার চেষ্টা ক'চ্চে,—আমার অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ তাদের বধ ক'চ্চে। রামানুজ-সম্প্রদায় প্রাণপণে চেষ্টা ক'চ্চে,—কিন্তু কার সাধ্য উদ্ধার করে,—অনেক ব্যাটা পুড়ে মরছে!

ক্রিমি। যা যা ফিরে যা—ফিরে যা—দেখ গে যা—আমোদ ক'রগে যা। রাজ্য পুড়ে যাক্—পৃথিবী পুড়ে যাক্—নর-নারী পশুপক্ষী সব পুড়ে যাক্,—পারিস্ যদি তো তুইও পুড়ে মরগে যা,—আমার সেতার কোথায়—সেতার কোথায়? যাই—পাহাড়ে ব'সে সেতার বাজাইগে। বাঃ বাঃ কি আমোদ! দুঃখ হ'চ্চে—কাছে গিয়ে আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পাচ্চিনে, পুড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌চে দেখ্‌তে পাচ্চিনে,—আজ ভৈরব-উৎসব—ভৈরব-উৎসব—ভৈরব-উৎসব।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন

অগ্নিপ্রজ্বলিত নগরী।

[ভয়-বিহ্বল নরনারীগণ চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ আর্ত্তনাদ করিতেছে, কেহ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় ছট্‌ফট করিতেছে—সেই জনতা ভেদ করিয়া পদ্মমাল দৃঢ়বলে জনৈক ব্যক্তির হস্তধারণ করিয়া প্রবেশ করিলেন]

পদ্মমাল। কেন পুড়ে ম'রতে যাচ্ছ—কেন আত্মহত্যা কর? (সবলে আকর্ষণ)

ব্যক্তি। ছেড়ে দাও—আমায় কেন ধ'রে রাখ্‌ছ? আমার বাচ্ছারা পুড়ে ম'রেছে—আমার ঘর-দোর গিয়েছে,—আমার প্রাণে—*

পঞ্চম দৃশ্য

পথ—সম্মুখে জলন্ত ভবন।

(মাধুরী ও নগরবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের প্রবেশ)

১ম লোক। (প্রতিরোধ করিয়া) কোথায় যাচ্ছ? আগুনের ভেতর কেন ছুটছো? মা, তুমি বালিকা; যেও না। যদি আগুনের হাত থেকে নিস্তার পাও,—নরক থেকে পিশাচ এসেছে, যে কারও সাহায্য কর্ব্বে, যে আগুন নেভাবার চেষ্টা কর্ব্বে, তারেই বধ কর্ব্বে। মা তুমি যেওনা—যেওনা—পালিয়ে এস।

মাধুরী। মশায়, আমায় বাধা দেবেন না, আমার পিতা, মাতা, গুরুদেব,—আগুনের মাঝে বেড়াচ্চেন—আমায় বাধা দেবেন না, আমার তুচ্ছ প্রাণ গেলই বা।

* গ্রন্থকার এ দৃশ্যটী এই পর্য্যন্ত লিখিয়া তৎপার্শে মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—If the stage arrangement could be made, there would be a terrible pathetic scene."

২য় লোক। হাঁ হাঁ দেখেছি—দেখেছি,—বোধ হয় সেই তোমার পিতামাতা, সেই তোমার গুরু, দেখেছি দেখেছি। দু'টী দেবতা, একটী দেবী, ঘোর অগ্নিশিখার. মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অঙ্গের পরিচ্ছদ ছিঁড়ে তৈলাক্ত ক'রে, দগ্ধ ব্যক্তির ক্ষতস্থানে বেঁধে দিচ্ছে। প্রাণের মমতা ছেড়ে দগ্ধ গৃহে প্রবেশ ক'রে, গৃহ হ'তে মুমূর্ষু নর-নারী, বালক-বালিকাকে টেনে নিয়ে আসছে। কিন্তু এতক্ষণ বোধ হয় মারা পড়েছে। যারা লোকের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্চে, যারা আগুন নেভাবার চেষ্টা ক'চ্চে, পিশাচ এসে তাদের বধ ক'চ্চে।

৩য় লোক। ধরে নিয়ে এসো—ও পাগলী- কেন স্ত্রীহত্যা দেখ্‌বে!

সকলে। (সম্মুখস্থ বাটী হইতে ভীষণ অগ্নির এক খণ্ড চাপ পড়িতে দেখিয়া) বাপ্‌রে কি অগ্নিকাণ্ড!

১মা স্ত্রী। (মাধুরীকে ধাবিতা হইতে দেখিয়া) ওমা, ওখানে কোথা যাচ্ছ?—ওখানে কোথা যাচ্চ? এখনি বালি ঘাড়ে ভেঙ্গে প'ড়বে! ওমা, এসো এসো আমার কাঁধে ভর দিয়ে এসো!

(সহসা মস্তকোপরি অগ্নিখণ্ড পতনে
মাধুরী ভূপতিতা হইলেন)

মাধুরী। বাবা, মা, গুরুদেব!—রাম-কার্য্য ক'রে যদি তোমরা জীবিত থাক, দেখ রাম-কার্য্যে তোমাদের কন্যা জীবন দিয়েছে। বোধ হয় এখানে আর দেখা হবে না, গোলকে তোমাদের পাদপদ্ম বন্দনা কর্ব্বো।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। বেটীর আস্পর্দ্ধা দেখ, আগুন নেভাতে এসেছিলেন!

২য় সৈন্য। নারে—নারে—ঐ মাগীকে বাঁচাবার জন্য ঐ ভাঙ্গা বাড়ী হ'তে টেনে আন্‌ছিল, ওরই প্রাণ কে বাঁচায়—তার ঠিকানা নাই।

১ম সৈন্য। বোধ হয় এখনো ধুক-ধুক ক'চ্চে। একটা বুকে খোঁচা দিয়ে দিলে হয় না?

২য় সৈন্য। দেখ্‌ দেখি, যেন পদ্মফুলটী পড়ে রয়েছে।

১ম সৈন্য। এখনি পদ্মফুল চেপ্টে যাবে,—ঐ ছালটা টল-টল ক'চ্চে—এখনি ভেঙ্গে প'ড়বে।

২য় সৈন্য। সত্যিই তো! টেনে সরিয়ে রাখি আয়।

১ম সৈন্য। তোর সখ থাকে, সরা,—কুটিলাক্ষ জান্‌তে পার্‌লে গর্দ্দানটী যাবে।

[২য় সৈন্যের মাধুরীর সংজ্ঞাহীন দেহ পথের অপর পার্শ্বে
সংরক্ষণ এবং উভয় সৈন্যের প্রস্থান।]

(পদ্মমাল ও প্রসাদের প্রবেশ)

প্রসাদ। গুরুদেব, সর্ব্বনাশ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দাহ্যমান গৃহ হ'তে শত শত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা ক'রে পরিশেষে অগ্নিশিখায় রামকার্য্যে রামভক্ত দম্পতী প্রাণদান করেছে।

পদ্মমাল। কোথায়, দেখাবে এস। চল, আমরা তাদের দেহ ল'য়ে সৎকার করি।

প্রসাদ। প্রভু, নিষ্ঠুর অগ্নি সে সৎকার ক'রেছে।

পদ্ম। প্রভু রামানুজ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক! প্রসাদ, তুমি দেখেছ—রামচন্দ্র তাদের নিয়েছেন? তুমি দেখেছ—না অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মুমূর্ষু হ'য়ে কোথাও জীবিত আছে?

প্রসাদ। প্রভু, না। প্রভু যখন উত্তর দিকে মৃত্যু উপেক্ষা ক'রে দগ্ধ গৃহে প্রবেশ ক'রছিলেন, তখন আমি দূর হ'তে দেখ্‌লুম,—একটী স্ত্রীলোক হাহাকার ক'র্‌চে। আমার বোধ হলো, ওঁরা দু'জন তাঁরে আশ্বাসিত ক'রে নিকটস্থ প্রদীপ্ত গৃহে প্রবেশ ক'র্‌লেন, আমিও দ্রুতবেগে পশ্চাতে যাচ্ছিলুম। এমন সময়ে সেই গৃহ ভগ্ন হ'য়ে পড়লো। সেই স্ত্রীলোকের সন্তানেরা গৃহ-মধ্যে ছিল, তাদের উদ্ধারের নিমিত্ত সেই গৃহে তাঁরা প্রবেশ করেছিলেন।

পদ্ম। তবে বোধ হয়—সেখানে তাঁদের মৃতদেহ পাওয়া যেতে পারে।

প্রসাদ। না প্রভু, দারুণ অগ্নি-প্রভাবে সেখানে সকলই ভস্মসাৎ। এই দেখুন প্রভু, জানু পর্য্যন্ত দগ্ধ দেখুন! আমি অনেক অনুসন্ধান ক'রে প্রদীপ্ত অঙ্গার আর ভস্মরাশি ভিন্ন কিছুই দেখি নাই। (সহসা ভূপতিতা মাধুরীকে দেখিয়া) প্রভু প্রভু, আর এক সর্ব্বনাশ দেখুন,—মাধুরী! (পরীক্ষা করিয়া) প্রভু, শ্বাসহীন।

পদ্ম। (নিকটস্থ হইয়া) মা দয়াময়ী, তুমিও কি স্বামী রামানুজের কার্য্যে দেহ অর্পণ করেছ? কেবল আমায় এই

বৃদ্ধ শরীরে সংসারে রেখে গেলে? প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

প্রসাদ। প্রভু, একবার প্রার্থনা করুন,—আপনার কথা নারায়ণ শুন্‌বেন। প্রভু, গুরুদেব! এ কমল-কলি অকালে যেন না শুকোয়। পিতা, কৃপা ক'রে একবার প্রার্থনা করুন, এ দাসের প্রাণ ভিক্ষা দেন।

পদ্ম। প্রসাদ, মঙ্গলময় রামচন্দ্র অপেক্ষা কি আমি মাধুরীর মঙ্গল কম প্রার্থনা করি? মাধুরীর যা মঙ্গল, তিনি কি তা বিধান কর্ব্বেন না? প্রসাদ, তুমি মোহবশতঃ এ সব কথা বলচো। তুমি মোহ ত্যাগ কর, আমায় মোহে জড়িত করো না। যদি প্রভুর মাধুরীকে গোলকে ল'য়ে যেতে ইচ্ছা হয়, যদি তাঁর প্রিয় সহচরীর কার্য্য অবসান হ'য়ে থাকে, আমাকে কেন তাঁর বিরোধী হয়ে অপরাধী হ'তে বল? প্রসাদ, বৃথা মায়া ত্যাগ কর। ক্ষণিক বিচ্ছেদ! ভক্ত সংমিলন পৃথিবীতে যেমন, গোলকেও তেম্‌নি হবে। তুমি মাধুরীর নিমিত্ত ক্ষোভ করো না।

প্রসাদ। প্রভু, গুরুদেব,—মাধুরী আমার প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর। প্রভু, নারায়ণের চরণে যদি অপরাধী হই, আমার উপায় নাই, কি কর্ব্বো,—আমি মাধুরীর মাধুরী অনিমিষ নয়নে দেখি,—মাধুরীর অলকাবলীতে যদি পবন-হিল্লোল ক্রীড়া করে, আমি মনে মনে প্রার্থনা করি, যে, কৃষ্ণকেশগুচ্ছের এক গাছিও যেন অনন্ত কালের তরে নষ্ট না হয়। মাধুরী যখন আমার পানে চায়, তখন আমি মনে মনে ভাবি—সূর্য্যের দীপ্তি যদি নির্ব্বাণ হয়, তথাপি যেন মাধুরীর নয়ন-জ্যোতি উজ্জ্বল থাকে। অরুণ-আভা কাল মেঘে আচ্ছন্ন হোক, তথাপি মাধুরীর ওষ্ঠের আরক্তিম আভা চিরস্থায়ী হয়, এই আমার প্রার্থনা। আতটপূর্ণা তটিনী-অঙ্গে হিল্লোল যদি স্তম্ভিত হয়, মাধুরীর লাবণ্য অনন্তকাল যেন তরঙ্গিত হ'তে থাকে, এই আমার প্রার্থনা।

পদ্ম। ছিঃ ছিঃ উন্মাদের ন্যায় কি ব'ল্‌ছো? এতে অপরাধী হবে।

প্রসাদ। অপরাধ হয়, নরক হয়, যা হয় হোক, তবু আমার কামনা, মাধুরীর রূপ-মাধুরীর কণা মাত্র যেন বিলুপ্ত না হয়।

পদ্ম। স্থির হও, তুমি তো স্বার্থপর নও।

প্রসাদ। না প্রভু, আমি স্বার্থপর নই। কিম্বা স্বার্থপর কি না আমি জানি নি, মাধুরীর নিকট জাহ্ন পেতে আকিঞ্চন ক'রেছিলুম যে মাধুরী আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রেমের কিঞ্চিৎ প্রতিদান দাও। মাধুরীর অন্তরে সে প্রণয় নাই, অন্ততঃ আমার প্রেমের প্রতিদানের নিমিত্ত নাই, তথাপি মাধুরীর নাম আমার হৃদয় আনন্দময়ী, মাধুরীর ধ্যান আনন্দময়ী, মাধুরীর রূপ আনন্দময়ী, মাধুরীর অঙ্গসঞ্চালন আনন্দময়ী। মাধুরী—মাধুরী,—মাধুরী আমার আনন্দময়ী। আমি প্রতিদান চাই নে। মাধুরীর অতুল মাধুরী অনন্তকাল স্থায়ী হোক, আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে জীবলীলা সংবরণ করি, এই আমার প্রার্থনা। এতে আমার অপরাধ হয়, নরক হয়, আপনার চরণে ত্যাজ্য হই, যা হয় হোক, এ কামনা আমার প্রিয়, জীবন থাক্‌তে এ কামনা যাবে না।

মাধুরী। প্রসাদ—

প্রসাদ। জীবিত!

পদ্ম। মুখে জল দাও—মুখে জল দাও!

মাধুরী। প্রসাদ—প্রসাদ, তুমি কেন যন্ত্রণা পাও, কেন আমায় যন্ত্রণা দিলে? আমার যে প্রাণ প্রণয়শূন্য,—তোমায় কি প্রতিদান দেব?

প্রসাদ। গুরুদেব—গুরুদেব! আমার অন্তরের প্রার্থনা নারায়ণ শুনেছেন।

মাধুরী। তুমি কেন আমায় ডাক্‌চো? ভাই, তোমার প্রণয়ের প্রতিদান আমি দিতে পার্ব্বো না; কিন্তু দেখ, তোমায় আমি ভালবাসি। আমার পিতামাতা ডাক্‌ছেন, তবু আমি যাই নাই, তোমার সঙ্গে খেলা কর্ব্বো ব'লে র'য়েছি,—কিন্তু তোমার প্রণয়ের প্রতিদান আমি দিতে পার্ব্বো না। আমি জানি না, প্রণয়ের কথা তুমি কি বল। তোমায় অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, আমিও অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

প্রসাদ। মাধুরী, মাধুরী, এই জল খাও। স্থির হও সুস্থ হও—তুমি কথা ক'য়েচ, আমার আর কোন যন্ত্রণা নাই, আমি প্রতিদান চাইনে, তুমি আমায় ভালবাস, এই আমার যথেষ্ট। মাধুরী, চেয়ে দেখ—এই গুরুদেব রয়েছেন।

মাধুরী। গুরুদেব, আমার পিতা-মাতা কোথায়?

পদ্ম। মা, স্থির হও, আমি সকল কথা ব'লছি।

মাধুরী। তাঁরা আছেন তো?

পদ্ম। নিশ্চয় জেনো, রাম-পূজায় নিযুক্ত আছেন।

মাধুরী। গুরুদেব, আমি হেথায় কেন? আমাদের বাড়ী কি পুড়ে গেছে?

পদ্ম। না মা, চল, গৃহে ল'য়ে যাই।

মাধুরী। আমার মাথায় বেদনা কেন? অন্ধকার দেখ্‌চি কেন?

প্রসাদ। গুরুদেব, আবার মূর্চ্ছিতা!

মাধুরী। আমি কি দেখ্‌ছি—অপূর্ব্ব দৃশ্য!

প্রসাদ। প্রভু, একি প্রলাপ, না আবার চৈতন্য হ'য়েছে?

পদ্ম। না প্রলাপ নয়, ভক্তিমতী ভক্তি-চক্ষে কি দেখ্‌ছে—আমি কি ব'লবো। এস, আমরা গৃহে ল'য়ে যাই, নারায়ণের যেরূপ ইচ্ছা—তাই হবে। যদি স্বামী রামানুজের কার্য্য থাকে, অবশ্যই অচেতন-দেহে চেতনা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ-সভা

সিংহাসনে রাজা ক্রিমিকোণ্ড ও রাণী প্রেমময়ী।
তুরিও, কুটিলাক্ষ, পারিষদগণ, প্রজাগণ, কুটিলাক্ষ-শিক্ষিত কৃত্রিম বৈষ্ণবগণ, রক্ষিগণ ইত্যাদি।

কুটিলাক্ষ। প্রজাপুঞ্জ, সকলেই শোন, এ নিদারুণ পৈশাচিক অগ্নিকাণ্ড কার দ্বারা সাধিত হ'য়েছে, তা স্বকর্ণে শুনে বোঝ যে বৈষ্ণবেরা কিরূপ নারকী! এই সকল রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা যন্ত্রণায় নিজমুখে স্বীকার পেয়েছে যে রামানুজের মন্ত্রণায় গৃহে অগ্নি দেবার পরামর্শ দিয়েছে।

প্রজাগণ। কি? কি? রামানুজের সম্প্রদায় অগ্নি দেবার পরামর্শ দিয়েছে?

১ম প্রজা। কখনই না। রাজাই সর্ব্বনাশ ক'রেছে।

কুটি। যদি কারও অন্যের প্রতি সন্দেহ থাকে, সকলে মনোযোগ দিয়ে শোন,—সে সন্দেহ ভঞ্জন কর।

ক্রিমিকোণ্ড। এদের মধ্যে প্রধান কে?

কুটি। (কৃত্রিম বৈষ্ণবগণের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া) মহারাজ, এই ব্যক্তিই সর্দ্দার।

ক্রিমি। রে পামর! দণ্ডের যদি কিছু শমতা চাস্, রাজসমীপে শীঘ্র সত্য প্রকাশ কর্।

২য় প্রজা। কুটিলাক্ষ মহাশয়, রাজা দণ্ড দেবেন কি? রাজা পুরস্কার দেবেন ব'লে বৈষ্ণব সাজিয়েছেন।

কুটি। পুরস্কারই তো দেবেন। (সজ্জিত বৈষ্ণব-নেতার প্রতি জনান্তিকে) যা যা শিখিয়ে দিয়েছি,—বল্ না।

ক্রিমি। কুটিলাক্ষ, নরাধম কি বলে?

কুটি। মহারাজ, মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'চ্চে।

ক্রিমি। পামর! প্রজাপুঞ্জের সমক্ষে আদ্যোপান্ত সত্য বল্। তারপর ন্যায়ানুগত রাজকার্য্য বিধান হবে।

বৈষ্ণব-নেতা। মহারাজ, রামানুজ কর্ণাট দেশ হ'তে আমাদের প্রতি আজ্ঞা প্রদান ক'রেছিলেন যে হনুমানের উৎসব-উপলক্ষে নগরে অগ্নিপ্রদান করা হবে, সকল প্রজা যেন তাতে যোগদান করে।

তুরিও। (অন্যান্য সজ্জিত-বৈষ্ণবগণের প্রতি) কেমন, একথা সত্য?

কুটি। (অন্তরালে) বিস্তর পুরস্কার পাবি—বল্, হ্যাঁ।

বৈষ্ণবগণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুরিও। রামানুজের আজ্ঞামত কার্য্য তোমরা সকলে ক'রেছিল?

কুটিলাক্ষ। (জনান্তিকে বৈষ্ণব-নেতার প্রতি) বল্।

বৈষ্ণব-নেতা। আজ্ঞে দুর্ম্মতি বশতঃ ক'রেছি।

প্রথম প্রজা। ওঃ! বিট্‌লে বৈষ্ণবদের অসাধ্য কার্য্য নাই!

তুরিও। তবে আবার অগ্নি নির্ব্বাণ করবার চেষ্টা কেন ক'রেছিলে? বল—মহারাজের কাছে সত্য ব'লে পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত কর।

বৈষ্ণব-নেতা। মহারাজ, সে কেবল চাতুরী, জলের পরিবর্ত্তে তৈলের কলসী ঢেলেছি, উদ্ধার করবার ভাণে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাকে আগুনে ফেলে দিয়েছি,—

প্রজার মনে সন্দেহ দূর করবার জন্য কতক মুমূর্ষুকে গৃহে এনে সেবা-শুশ্রূষা ক'রেছি।

ক্রিমি। এরূপ মহাপাপ আমার কল্পনাতীত; এ মহাপাপের দণ্ড আমার রাজ-বিধিতে নাই!—অতএব আমি কি আজ্ঞা দেব?—তুরিও, রাজ্যে ঘোষণা দিয়ে সমস্ত প্রজা একত্রিত কর,—তারা যে দণ্ড বিধান কর্ত্তে চায়, সেই-ই রাজদণ্ড। রক্ষি, এদের ল'য়ে যাও।

[সজ্জিত-বৈষ্ণবগণকে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান।

প্রজাগণ, যারা উপস্থিত আছ, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। দয়াবতী রাজ্ঞীও আমার মন্তব্য শোন—

প্রজাগণ। জয় মহারাজের জয়! দৈত্যকুল ধ্বংস হোক!

ক্রিমি। তুরিও, তুমি নগরে ঘোষণা দাও, যে, এই দারুণ অগ্নিকাণ্ডে যে সকল প্রজার গৃহ দগ্ধ হ'য়েছে, তাদের পূর্ব্বগৃহ অপেক্ষা শতগুণে সুন্দর আবাস রাজ-ব্যয়ে শীঘ্র প্রস্তুত হবে। যে সকল প্রজা নিরাশ্রয় হয়েছে, তাদের যতদিন গৃহ নির্ম্মিত না হয়, ততদিন আমার প্রশস্ত উদ্যানস্থ অট্টালিকায় স্থান পাবে। যতদূর সম্ভব, প্রজার ক্ষতিপূরণ রাজ-ব্যয়ে সাধিত হোক্। আর আমি—দেবতার শত্রু, আমার শত্রু, প্রজার শত্রু, জগতের শত্রু রামানুজ-সম্প্রদায় অচিরাৎ ধ্বংস কর্ব্বো।

তুরিও। মহারাজ, ত্রিশূলাঘাতে দেবদেব যেমন অসুর বিনাশ করেন, সেইরূপ এই অসুরাংশে উদ্ভব বৈষ্ণবদের দমন করুন,—নচেৎ মঙ্গল নাই।

ক্রিমি। প্রজাদের ঘোষণা দাও, যে যাহারা আত্মীয়-বিহীন হয়েছে, তারা অচিরাৎ জান্‌তে পার্ব্বে, তাদের সেই আত্মীয়বর্গের প্রেতাত্মার তৃপ্তির নিমিত্ত কিরূপে বৈষ্ণব-শোণিতে তর্পণ করি। রাজকোপে কোন দুরাচার পশুদ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড হবে, কোন দুর্জ্জন শূলে অশেষ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ কর্ব্বে,—তৈলসিক্ত বস্ত্রমণ্ডিত সারি সারি বৈষ্ণবশ্রেণী অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে অমাবস্যা রজনী প্রভাময়ী কর্ব্বে। প্রেত-বৈষ্ণবদের নরক যন্ত্রণা পৃথিবীতেই আরম্ভ হবে।

প্রজাগণ। মহারাজের জয় হোক। বৈষ্ণবেরা নির্ম্মূল হোক—রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হোক!

ক্রিমি। যাও, সত্বর প্রজাদের শুশ্রূষায় সকলে নিযুক্ত হও। তুরিও, ক্ষণেক বিলম্ব কর,—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

[তুরিও ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রজারা সকলে কি আমায় সন্দেহ ক'চ্চে?

তুরিও। আজ্ঞে—মহারাজ, অনেকেরই নিশ্চিত ধারণা।

ক্রিমি। রাজদূতেরা প্রকাশ করেনি—যে বৈষ্ণবদের দ্বারাই এসব কার্য্য হ'য়েছে?

তুরিও। মহারাজ, অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখেছে,—যে রামানুজ সম্প্রদায় অগ্নিনির্ব্বাণের নিমিত্ত প্রাণপণ ক'রেছে। বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সাধারণের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়েছে। বৈষ্ণব-গৃহে বহু অর্দ্ধদগ্ধ মুমূর্ষু প্রজার সেবা হ'চ্চে।

ক্রিমি। এই তো বৈষ্ণবদের মুখে অনেক প্রজা শুন্‌লে যে তারাই নগর দগ্ধ ক'রেছে। এতে কি সন্দেহ দূর হবে না? যাও—তত্ত্ব কর। কিরূপ অবস্থা আমায় সংবাদ দাও। আর গুপ্তচর নিযুক্ত কর, কোথায় কে বৈষ্ণব আছে, তার অনুসন্ধান করুক। সৈন্যদের বল—বৈষ্ণবমাত্রেই রাজশত্রু। আর বিচারপতিদের ব'লে দাও—বিনা বিচারে বৈষ্ণবদের অশেষ যন্ত্রণায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেয়। (স্বগত) রামানুজ আমার প্রধান শত্রু,—সে জীবিত থাক্‌লে আমার প্রাণবধ কর্ব্বে। (প্রকাশ্যে) আর প্রধান প্রধান বৈষ্ণবদের আমার নিকট আন্‌তে ব'ল, আমি স্বয়ং তাদের দণ্ডাজ্ঞা দেব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দামিনীর বাটী

দামিনী আসীনা।

(মাতাল অবস্থায় আসবচাঁদের টলিতে টলিতে প্রবেশ।)

দামিনী। এস এস—আসবচাঁদ এস।

আসব। দিব্যি আস্‌ছিলুম,—এখন যাবার কিছু [illegible] পড়েছে।

দামিনী। কেন, কি হ'লো ?

আসব। বড় ঘরোয়া বিবাদ। ডান পা ব'ল্‌ছে—আমি পূব দিকে যাব, বাঁ পা ব'ল্‌চে—আমি পশ্চিমে গিয়ে তীর্থবাসী হব। আমি বল্‌চি—'যেতে দাও ভাই আপনা আপনি', তা অবোধ চরণ কিছুতেই প্রবোধ মান্‌বে না।

দামিনী। তা কি কর্ব্বে বল ? একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে ওদের নিয়ে এসে আমার কাছে ব'সো।

আসব। চাঁদবদনী, তা আমি যেতুম; কিন্তু তোমার মেজের পাথরগুলি আমায় টানাটানি কচ্চে,—ব'লছে—"প্রাণনাথ, এইখানে শয়ন কর।" স্নিগ্ধাঙ্গীদের উপরোধ কি ক'রে এড়াব—তাই ভাব্‌ছি।

দামিনী। কি কর্ব্বে—উপরোধ ছাড়িয়ে এস।

আসব। দেখ চাঁদবদনী, রাস্তায় অনেক কোমল-কলেবরা নুড়িগুলির উপরোধ এড়িয়ে এসেছি। আহা পায়ে পায়ে উপরোধ ক'রেছে!—"কেমন চরণ ?"—ঐ শোন, ব'লছে—"হুঁ।"

দামিনী। রাস্তার নুড়িগুলি বড় ভালবাস ?

আসব। আমি তো আমি—আমার সর্ব্বাঙ্গ ভালবাসে। একটী একটী প্রত্যক্ষ দেবী,—চ'ল্‌তে পায়ে হোঁচোট লাগেন, চিৎ হ'য়ে শুলে পিটে ফোটেন, উপুড় হ'য়ে প'ড়লে নাক ছিঁচে দেন। বহুদিন হ'তে উপাসনা ক'রে তাঁদের মহিমা আমি বুঝেছি।

দামিনী। এখানে তো আর নুড়ি নাই, চলে এস না ?

আসব। না থাকুন,—তোমার মেজের পাথরগুলি তৈলাক্ত কলেবরা; তোমার সাম্‌নেই আমায় বহুদিন আলিঙ্গন দিয়ে, কখনো বা শিরশ্চুম্বন, কখন বা নাসিকা চুম্বন ক'রে আমায় অনুরাগে আরক্ত ক'রেছেন।

দামিনী। এস। (উঠিয়া হস্তধারণ)

আসব। প্রেয়সি, আজ আমার রূপটা কিছু জবর হ'য়েছে বটে ? তা এতটা খাতিরই যখন ক'র্‌লে—সুরা দেবীর একটু অধর-সুধা দাও ?

দামিনী। শোন, তোমায় একটা কথা বলি। তোমার বন্ধু রসরাজ কি নির্দ্দয়!—ক'দিন ধ'রে ডাক্‌ছি, আমার সঙ্গে দেখা ক'চ্চে না।

আসব। কর্ত্তা কোথায় ?

দামিনী। মরুগ্‌গে—কে তার খোঁজ রাখে ? সেই ভয়ে কিনা রসরাজ দেখা ক'চ্চে না!

আসব। খোঁজ রেখো—খোঁজ রেখো—মহারাজের কৃপায় ও তাঁর শাস্ত্র-ব্যাখ্যার জোরে চোলরাজ্যে স্বামী বড় পর্দ্দা।

দামিনী। যা বলি, শোন না।

আসব। শুনে আর কি ক'র্‌বো বল,—আমার বেস্তো তো বড় জমকাল নয় ? সে দিকে শুঁড়ী ভায়াদের বিলক্ষণ কৃপা আছে; ট্যাঁক ভারি থাক্‌লেই হাল্‌কা ক'রে ছেড়ে দেয়। সুন্দরি, আমি তোমার মতনই রেস্তশূন্য রস-নাগরী। দু' একটা নাগর না হাতে লাগ্‌লে সুরাসুন্দরীর আর পূজা হয় না।

(রসরাজের প্রবেশ)

রস। দিনরাত চালাচ্ছিস্‌ বুঝি ?

আসব। ভায়া, ছেলেবেলা থেকে দিন রাত যদি কখনো ঠাওর পেয়ে থাকি, তাহলে মদের ছিটেও আমার মুখে দিও না।

দামিনী। দেখ আসবচাঁদ, রসরাজ কেমন সেজেছে দেখ ? আমি ওকে দেখ্‌তে ভালবাসি ব'লে—ওর এত গরব! দেখ—দেখ—কি সুন্দর চাহনি!

আসব। মরি মরি—টাকটী কি মনোহর!

দামিনী। দাঁড়িয়ে কেনহে—ব'সো না ?

আসব। ঝনাৎ ক'রে কিছু ছাড়ো না ?

দামিনী। বলি কেন হে—দেখাই নাই যে ?

রস। দেখ ভাই, মাপ করো,—সে দিন চন্দনলালের বাড়ী খেতে গিয়ে, জোর ক'রে কতকগুলো মদ খাইয়ে দিলে—বড় অসুখ হ'য়েছিল।

আসব। কি ভোজই দিয়েছিল,—চমৎকার মদ! দেখ সুন্দরি, ঐ চন্দন ছোঁড়াকে বাগাতে পার?—তা হ'লে এদিক ওদিক আর চাইতে হয় না,—রসরাজের নয়নবাণ আর তোমায় বেঁধে না!

দামিনী। রসরাজকে কত ভালবাসি—জান ?

আসব। তা আর জানি না! তোমার কর্ত্তার এখন হাত থাঁক্‌তি। টাকার জন্যে জহুরীরা আনাগোনা ক'চ্চে।

দামিনী। (স্বগত) এমন বালাইও ডেকে এনেছিলুম।

(প্রকাশ্যে) এই সেদিন চন্দনের বাড়ী ভাল ভাল সব সুন্দরী ছিল ?

আসব। খাসা !

রস। চন্দনটা কি বেরসিক ভাই ? ভূতেশ্বরের অমন পরমাসুন্দরী স্ত্রী, কত রকম রং-ঢং ক'রলে, ফিরেও চাইলে না ! মদেও টলে না, মেয়েমানুষেও ভোলে না।

দামিনী। তোমার মতন তো নয়, যে, নিত্যি নূতন চাই !

আসব। কি, মদে টলে না—মেয়েমানুষে ভোলে না ? দেখ, অমন আমাদেরও একদিন গিয়েছে,—মদেও টলাবে —মেয়েমানুষেও ভোলাবে। লোহার মাথা হ'লেও মদে গলাবে আর টলাবে; আর পাথরের প্রাণ হ'লেও মেয়েমানুষ তা গুঁড়ো কর্ব্বে। বয়েসটা কিছু কম হয় নাই চাঁদ ! কিন্তু আজও এমন 'সক্স' দেখি নাই, যে সুন্দরীর পদসেবা ক'র্লে না।

রস। নাঃ ও বড় বেরসিক। অমন সুন্দরী রাণী, কত রমক-সকম ক'রছে, কিন্তু ও-শোন'—শোন'—রাস্তায় গোল কিসের ? ইস্—ভারি গোল যে ?

দামিনী। এস—এস—দেখ্‌বে এস—(আসবচাঁদের প্রতি) তুমি চ'ল্‌তে পাচ্ছো না,—বসো না।

[রসরাজ ও দামিনীর প্রস্থান।

আসব। সোনারচাঁদ, আমি বাধা দেব না। রস-রাজকে তুমি যত পার, নিরিবিলি হাল্‌কা ক'রে ছাড়ো। কাল্‌কে তো সব মহাজনেরা আসবে, তা অধীনকে থলি-ঝাড়া কিছু দিও। (উঠিবার চেষ্টা করিয়া) পা থাকে বটে বাবা, কিন্তু এমন বেয়াড়া পা তো কখনো দেখি নাই। দু'পা চল্‌লেই বা !—পা তো এমন দুষ্কর্ম্ম করে। চাঁদ, মনে কর শুঁড়ীর বাড়ী যাচ্ছি।—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

(অসম্পূর্ণ)

অপ্রকাশিত কবিতা

[‘প্রতিধ্বনি’ নামক গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় কবিতা একত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ‘রাণা প্রতাপের সমাধি’ এবং ‘নিবেদন’ শীর্ষক কবিতা দুইটী স্বর্গীয় পিতৃদেবের পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়া ‘গ্রন্থাবলী’ মধ্যে নূতন সন্নিবেশিত করিলাম।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ।]

রাণাপ্রতাপের সমাধি

‘Not a drum was heard, not a funeral note.’

Charles Wolfe.

নাহি বিলাপের রোল, না বাজিল কাড়াঢোল,
অতি বেদনায় স্থির রাজপুত-বাহিনী—
রক্ত বস্ত্র রক্ত মুখে, আরক্ত নয়ন শোকে,
আরক্ত তপন হেরে বিষাদ-কাহিনী!
কেঁদে কেঁদে বহে বায় বিষাদ সঙ্গীত গায়,
বিহঙ্গ-সঙ্গীত বনে বিষাদ-লহরী,
লতিকায় বীর কায়া ঢাকিয়াছে মায়া ছায়া
অভাগিনী ভারতের আশা শূন্য করি!
ডুবিল ভারত-সূর্য্য, নিভিল ভারত-বীর্য্য,
দিল্লী-সিংহাসনে নাহি কাঁপিবে যবন!
রক্তবাসে রণ হয়, দু'নয়নে ধারা বয়—
অশ্বপৃষ্ঠে বীরবরে তোলে চারি জন!
নীরবে আত্মীয় সবে পুষ্প বরষিল শবে,
ধীরে ধীরে চলে বাজী রব নাহি আর,

ধীরে ধীরে বীরগণ, শূন্য দৃষ্টি দু'নয়ন,
আনত আননে চলে কাতার কাতার!
অধীর অজ্ঞান বাজী ছাড়াইয়া বনরাজী
ধীরে ধীরে উপনীত সমাধির স্থল,
ক্ষণ অস্ত্র বাজে হেন, কারো শ্বাস বহে যেন,
বক্ষে বদ্ধ কর, স্থির সে বীরমণ্ডল।
যতনে জ্বালিয়া চিতা, গন্ধে বন আমোদিতা,
যথাবিধি সমাধি করিল যতনে,
‘রাম নাম সত্য’ কয়, ব্যাপিল গগনময়,
স্বর্গগত আত্মা স্বর্গে হাসিল শ্রবণে!
ধীরে ধীরে ফিরে বীর, দৃঢ় পদ নহে স্থির,
শূন্য প্রাণ শূন্য কায় উড়ে যেন বায়,
শূন্য ধামে আর্দ্র বাসে ফিরে ঘরে সবে আসে,
শূন্য সিংহাসনে কেঁদে কুমারে বসায়।

—০:০—

নিবেদন

[ন্যাসান্যাল থিয়েটারে (২রা আশ্বিন, ১২৮৮ সাল) প্রথম অভিনীত ‘সীতার বনবাস’ নাটকে গিরিশচন্দ্র রামের ভূমিকা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার পর অন্যান্য থিয়েটারেও বহুবার উক্ত ভূমিকা অভিনয় করেন। সুদীর্ঘকাল পরে বার্দ্ধক্যের আরম্ভে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উক্ত ভূমিকায় পুনরায় তিনি (১৩১৭ সাল, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ) অবতীর্ণ হন। যে অভিনয় লোকে দীর্ঘকাল এমন কি তিন পুরুষ ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন, বার্দ্ধক্য ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তাহাতে পাছে রসভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন।]

পিতার স্থানীয় যাঁরা, রঙ্গালয়ে আসি তাঁরা—
কতবার এ দাসেরে দেছেন উৎসাহ,
সমান বয়স্ক জন, বান্ধব স্বজন গণ
ক'রেছেন অভিনয় দর্শনে আগ্রহ।
পুত্র সম বয়ঃক্রমে, তাঁরাও দর্শক-ক্রমে,
ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাঁরা জনক এখন,
করে-কর পুত্রসনে, এবে হেরি রঙ্গাঙ্গণে,
অবিরাম বহে মম কর্ম্মের জীবন।

হৃদে সাধ বলবান, মম উৎসাহিত প্রাণ,
করিতে দর্শকবৃন্দ-মানস রঞ্জন,—
কিন্তু এ বার্দ্ধক্যে হায়, দিন দিন ক্ষীণকায়,
বিফল প্রয়াস জন-মন-বিমোহন।
অঙ্গ নহে ইচ্ছাধীন, কণ্ঠস্বর রসহীন,
পূরাইতে মনোসাধ ঘটে বিড়ম্বনা;
ত্রুটি হবে অভিনয়ে, তাই রসভঙ্গ-ভয়ে
ক্ষণেকের তরে হয় যৌবন-কামনা;
ভরসা কেবল মম শ্রোতার মার্জ্জনা।

———

বঙ্গীয় নাট্যশালায়

নট-চূড়ামণি

স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

(নটের জীবনী ও নাট্যলীলা)

[১০ই আশ্বিন, ১৩১৫ সাল, মিনার্ভা থিয়েটার হইতে
শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত পুস্তক হইতে পুনর্মুদ্রিত।]

গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে (১৩১৫ সাল, ৩১শে ভাদ্র, বুধবার, রাত্রি ১৷৹ টার সময়) নটাগ্রগণ্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর জীবনলীলার অবসান হয়। কর্ত্তব্যবোধে আমি গত ৩রা আশ্বিন, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে এই শোক সংবাদ প্রচার করি; কিন্তু আমায় নানা প্রকারে আবদ্ধ হইয়া এই নিদারুণ সংবাদ প্রচার করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ নটরাজের বর্ণনা সময় সাপেক্ষ। বহুদিন তিনি রঙ্গালয়ে লিপ্ত, তখন রঙ্গালয়ের অবস্থা অন্য-রূপ, রঙ্গালয় গঠন করিতে তাঁহাকে বিস্তর আয়াস পাইতে হইয়াছে, রঙ্গালয় লইয়াই তাঁহার জীবন। তাঁহার প্রথম উদ্যম ও চেষ্টা বর্ণনা ব্যতীত, তিনি কি, তাহা বুঝান যায় না। বহুদিন গত হইয়াছে, অনেক ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, সুতরাং বুধবার হইতে শনিবারের ভিতর সমস্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাঁহাদের লইয়া তাঁহার কার্য্য ছিল, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কালগ্রাসে পতিত। সুদক্ষ ষ্টেজম্যানেজার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর, প্রসিদ্ধ প্রহসন-প্রণেতা ও দক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ব্যতীত বোধ হয় আর অপর কেহই জীবিত নাই। অবৈতনিক সম্প্রদায়ে যাঁহারা কয়েকদিনের জন্য যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের নামোল্লেখ তাঁহাদের অনুমতি-ভিন্ন অকর্ত্তব্য বিবেচনায় করিলাম না। ইঁহাদের নিকট ঘটনাবলী সংগ্রহ করা সুবিধা হইল না এবং যদিও সে সমস্ত ঘটনা কোনও মতে সংগ্রহ করিতে পারিতাম, তাহা বিবৃত করাও উক্ত রাত্রে অসম্ভব ছিল। সে দিন মিনার্ভায় একখানি নূতন গীতিনাট্যের অভিনয় মিউনি-সিপ্যাল আইনে তাহা ১টার মধ্যে শেষ করিতে হইবে, সুতরাং নটের যথাযোগ্য জীবন বর্ণনায় সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব হইল। *

আইনের বাধা প্রযুক্ত ও অন্যান্য কারণে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা লিখিয়াছিলাম, নিম্নে প্রকটিত হইল। কিন্তু এক্ষণে যাহা অনুরুদ্ধ হইয়া লিখিতেছি, তাহাও সময়-সাপেক্ষ, কিন্তু অনেকেরই অনুরোধ, উপস্থিত যতদূর পারি, এই নটকুলাগ্রগণ্যের বিবরণ লিখি। লিখিতেছি বটে, কিন্তু পাঠক, তাহা পূর্ণ হইবে না, এ নিমিত্ত মার্জ্জনা করিবেন।

নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

(১৩১৫ সাল, ৩রা আশ্বিন, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে দর্শক-সম্মুখে পঠিত)

দর্শক মহোদয়গণ,—

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের শেখর খসিয়াছে, অর্দ্ধেন্দুশেখর পরলোকগত। বিধাতার বিড়ম্বনায় সর্ব্বাপেক্ষা বয়োধিক

---

* মিউনিসিপ্যাল আইন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

হইয়াও আমাকেই মহারথী অভিনেতাগণের মৃত্যু উল্লেখ করিতে বার বার বাধ্য হইতে হইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের স্বর্গীয় মাতুল, বাগবাজার নিবাসী শ্যামাচরণ মুস্তফীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুস্তফী মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাটীতে নিয়োগী মহাশয়ের ও ৺দীননাথ বসু প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের উদ্যোগে একটী Morning School স্থাপিত হয়, ঐ স্কুলে বালক অর্দ্ধেন্দুকে আমি প্রথম দেখি। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে, জানুয়ারী মাসে অর্দ্ধেন্দু জন্মগ্রহণ করেন। তাহাতে নির্ণয় করা যায় যে, ৫৯ বৎসর বয়সে, নিষ্ঠুর কাল, রঙ্গালয়ের এই অমূল্য রত্ন হরণ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাঁহাকে এক অবস্থায় দেখিয়া ও প্রসিদ্ধ স্বর্গগত অভিনেতা মতিলাল সুরের তিনি সমবয়স্ক হওয়ায় আমার ধারণা ছিল, অর্দ্ধেন্দুর বয়স আরও দুই একবৎসর বেশী।* Morning Schoolএ দেখিবার পর মধ্যে কিছুদিন আর অর্দ্ধেন্দুকে দেখি নাই। তৎপরে আমার এক বন্ধু স্বর্গীয় কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বসুপাড়ার ৺দিগম্বর দে মহাশয়ের বাটীতে বাস করেন। তাঁহার অগ্রজ লোকনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। লোকনাথ নকুলে লোক, দেশবিদেশের ভাষা অনুকরণ করিতে পারিতেন। বহুদিন পরে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে আমি সেই লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমভিব্যাহারে দেখি। লোকনাথ বলিতেছেন, "বল বল—'প্যাটের যে কামর' বল্‌তো?" অর্দ্ধেন্দু পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই পংক্তিটী আবৃত্তি করেন। এই আবৃত্তিটী লোকনাথ অনুকরণ-পটু হইলেও তাঁহার অনুকরণ অপেক্ষা অর্দ্ধেন্দুশেখরের অনুকরণ অতি স্বাভাবিক শোনা গেল। স্মরণ হইতেছে যেন সে সময় ঠাকুরবাড়ীতে 'চক্ষুদান' ও 'উভয় সঙ্কটের" অভিনয় চলিতেছিল। অর্দ্ধেন্দু সেই অভিনয়ের অনুকরণ আমার বন্ধুর বাসায় আসিয়া কখন' কখন' করিতেন। "তোর লাগি ভাবি ভাবি নাভি ফুলেছে।" অর্দ্ধেন্দুর মুখনিঃসৃত এই পংক্তিটী আমার এরূপ সুন্দর লাগিয়াছিল যে তাহা উল্লেখ করায় আমার বোধ হইতেছে যেন এখনো আমি তাহা শুনিতেছি। তৎপরে বহুদিন আর অর্দ্ধেন্দু কোথায় জানিতাম না।

যখন বাগবাজারে "সধবার একাদশী" থিয়েটার সম্প্রদায়ের আক্‌ড়া বসে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেন, যে, তিনি কয়লাহাটায় "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনের অভিনয় দেখিতে গিয়া, একজন অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেতা বাগবাজারেই থাকে। আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ, অভিনেতাটীকে আনেন। দেখিলাম—আমার পূর্ব্ব-পরিচিত অর্দ্ধেন্দুশেখর।

কৃতবিদ্য বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবু, রায় বাহাদুর ৺রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্দ্ধেন্দুর "জীবন চন্দ্রের" ভূমিকা (part)। জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অর্দ্ধেন্দুকে বলেন, "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার 'সধবার একাদশীর' নূতন সংস্করণে 'অটলকে লাথি মারিয়া গমন' লিখিয়া দিব।" অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রত্যেক অভিনয়ের যদি পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে দর্শকবৃন্দ মিউনিসিপ্যাল-আইনবদ্ধ ১টা রাত্রি পর্য্যন্ত শুনিয়াও শেষ করিতে পারিবেন না। সুতরাং সে সকল বর্ণনায় আমি ক্ষান্ত রহিলাম।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, অর্দ্ধেন্দুর "জীবনচন্দ্র" দেখিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পান নাই। "লীলাবতী"তে অর্দ্ধেন্দুকে 'হরবিলাস' দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে আর প্রশংসা ধরে না। তাহার পর ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয় আরম্ভ হইল। অর্দ্ধেন্দু—গোলক বসু, উড সাহেব, একজন রায়ত ও সাবিত্রীরূপে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই বিস্ময়কর, প্রশংসায় কলিকাতা পরিপূর্ণ। আমি শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, কারণ ন্যাসান্যাল থিয়েটারের সহিত প্রথমে আমার সম্বন্ধ ছিল না। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক ও প্রহসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন

* ১২৫৮ সালের ১০ই মাঘ, বুধবারে অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম হয়।
প্রকাশক।

তপস্বিনীর 'জলধরের' অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চ-হৃদয় রাজা চন্দ্রনাথ তদ্দর্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা করা হয় না। সঙ্গীতাচার্য্য ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিতেন,—"সমজদার গুণীর গোলাম, আর গুণী বে-সমজদারের গোলাম।" গুণী অর্দ্ধেন্দুশেখর ও সহৃদয় সমজদার রাজা চন্দ্রনাথ, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার একটী প্রমাণ। ক্রমে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে "নয়শো রোপেয়া" অভিনয় হইল। যাহাদের ধারণা ছিল যে, ইংরাজি থিয়েটার ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের সম্মুখে, অর্দ্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে, 'নয়শো রোপেয়ায়' 'ছাতুলালের' ভূমিকায় এই বাবুটীর অভিনয় যাহা দেখিলাম, তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা পারে, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। আক্ষেপ—সময় নাই, প্রত্যেকটী বর্ণনা করিতে পারিলাম না। অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অনন্থকরণীয় হইত।

এতক্ষণ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু তিনি শিক্ষা প্রদানে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন, তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম সধবার একাদশীতে দরোয়ানদ্বয়কে যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেরূপ কেহ পারে বলিয়া আমার ধারণা নাই। অর্দ্ধেন্দু-শেখর মাষ্টার—এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার; প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এস্থলে বর্ণিত হইতে পারে না। তাঁহার দীক্ষার পরিচয়, সুযোগ্য ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। শুনিতে পাই, "বিশ্বকোষে" বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, "এখন বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুইটী রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে।" লেখকের মতে দুইটীর মধ্যে একটী অর্দ্ধেন্দুবাবুর রীতি। ইহাতে বোধ হয়, বিশ্বকোষের এই লেখক বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া লেখেন নাই। তিনি অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় ও দীক্ষাপ্রণালী বোঝেন নাই। অর্দ্ধেন্দুর কিরূপ শক্তি, সংক্ষেপে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

যাঁহারা Natural কথাটী কুড়াইয়া লইয়া অভিনয় সমালোচনা করেন, তাঁহারা—আমি অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কি না জানি না। যিনি পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিবেন, যে অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই,—অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা (part) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে,—দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় 'দেবকার্সন' নামক এক ইংরাজ এই উচ্চ শক্তির নিম্নস্তরস্থ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইংরাজমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুকে লোকে সাহেব বলে, তাহার কারণ—দেবকার্সন যেমন বাঙ্গালী বাবু লইয়া ঠাট্টা করিতেন, অর্দ্ধেন্দুও তেমনি পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্থাপিত ন্যাসান্যাল থিয়েটারে 'সাহেব' সাজিয়া বেয়ালা হাতে গান করিতেন,—

"হাম বড়া সার্ব্ হ্যায় দুনিয়ামে,
None can be compared হামারা সাথ।" *

ঐ অভিনয়ের পর, অর্দ্ধেন্দুকে লোকে 'সাহেব' বলিত। Album of amusement এ ইংলণ্ডের এক কলাবিদ্যা-নিপুণ ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তিনি Lecture on heads বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন। ঐ সুযোগ্য অভিনেতা কতকগুলি পিসবোর্ডে নরমুণ্ড প্রস্তুত করিয়া একা রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেন। সেই পিসবোর্ডে নির্ম্মিত মুণ্ডগুলির নানারূপ মুখভঙ্গী ছিল। তিনি এক একটী মুণ্ড লইয়া নিজে মুখভঙ্গীপূর্ব্বক সেই মুণ্ডের অনুকরণ করিতেন এবং বলিতেন এই মুণ্ড যাহার ছিল, সে এইরূপ প্রকৃতির লোক, —নিজে তিনি সেই কল্পিত প্রকৃতির অভিনয় করিতেন। দর্শকের উচ্চ হাস্যে রঙ্গমঞ্চ যেন ফাটিয়া যাইত। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁহার প্রশংসা ধরে না। এ ব্যক্তিরও

* যাঁহারা সবিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-গ্রথিত 'রঙ্গালয়ের রঙ্গ কথা' গ্রন্থে "মুক্তী সাহেবকা পাকা তামাসা" পাঠ করুন। প্রকাশক।

শক্তি অর্দ্ধেন্দুর শক্তির নিকট নিম্নস্তরের। ইংলণ্ডের John Lawrence Tool এই শক্তির পূর্ণবিকাশ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দু দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দু এই অংশে বা ঐ অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্দ্ধেন্দু বাবু চমৎকার—এই কথা।

অর্দ্ধেন্দুর এই উচ্চ প্রশংসা (প্রশংসা কেন, প্রশংসা বলিলে যেন কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি বোধ হয়) অর্দ্ধেন্দুর এই স্বরূপ বর্ণনায় কাহারও বা মনে হইতে পারে, যে এরূপ অভিনয়ে নাটক-বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। ঐরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যথন কোন স্বভাবদৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটী যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন। কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে হয়। Art gallaryতে Approaching Storm অর্থাৎ ঝড় আসিতেছে, এই নামে একখানি ছবি আছে। ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, বৃক্ষ সকল স্পন্দনহীন, পশুপক্ষী ভয়াকুল, ঝড়ের পূর্ব্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে যেখানে সেখানে চাষা, গাভী প্রভৃতি দেখা যায় না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত মেঘ ও স্পন্দনহীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে ঝড়ের আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্দ্ধেন্দু উচ্চ কলা-বিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশে চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলি কল্পিত হাবভাব দ্বারায় নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের Approaching Storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি, কিন্তু ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়; অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটক-বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপলব্ধি হয়। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অভিনয়ে 'natural' কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, তাহার দৃশ্যগুলিও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য। অঙ্কিত দৃঢ় দুর্গ—বাতাসে নড়ে, কিন্তু অভিনেতা বলিতেছে, "এই দৃঢ় দুর্গ কামানের গোলায় ভেদ করিতে পারিলাম না।" অভিনেতা তাহার শক্তির দ্বারা দর্শকের মনে প্রকৃত ঘটনায়, একজন সৈন্যাধ্যক্ষ খেদ করিয়াছে, সেই ভাব উদ্রেক করিয়া দেয়। এই পর্য্যন্ত অভিনয়ের শক্তি।

স্থূলকায় প্রবন্ধ ব্যতীত অভিনয় কি, বুঝান যায় না। আমি অর্দ্ধেন্দুর শক্তি স্পর্শ করিলাম মাত্র, সুযোগ অভাবে কিছুই পরিচয় দিতে পারিলাম না। মিনার্ভার সত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় অর্দ্ধেন্দুর স্মৃতিসভার আয়োজন করিতেছেন। যদি সুযোগ হয়, অভিনয় সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিবার প্রয়াস পাইব। মনোমোহন বাবু বলেন যে, যথন তিনি থিয়েটার-ব্যবসায়ে রোজগার করিতেছেন, যাঁহারা রঙ্গালয়ের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করা তাঁহার সম্পূর্ণ অভিলাষ। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। নিঃস্ব অভিনেতৃগণ, যাঁহারা বক্ষের শোণিত দানে রঙ্গভূমির উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য যে একজন ব্যক্তিও উদ্যোগী, ইহা অভিনেতৃগণের ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যের অভিনয়ের সহিত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ের পার্থক্য কি? তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব। লোকে "গ্যারিকের" অভিনয় দেখিয়া আসিয়া বলিত, হ্যাম্‌লেট চমৎকার হইয়াছে। এ অভিনয় একরূপ। উল্লিখিত John Lawrence Tool নামক অভিনেতার দর্শক-মনোমোহন অভিনয় অন্যরূপ। এই কলা-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতকে দেখিয়া, দর্শক সেই পণ্ডিতেরই নাম করিত; অভিনীত অংশের নাম করিত না। অর্দ্ধেন্দুর আর একটী শক্তি ছিল, অভিনয়কালীন নাটকের কথায়, নিজ মস্তিষ্ক-প্রসূত কথা উপস্থিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন; যথা মুকুল-মুঞ্জরায় "বরুণচাঁদের" ভূমিকায় বরুণচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া যথন রাজা বলিতেছে—"এ কে ভাঁড় না কি?" তথন অর্দ্ধেন্দু বরুণচাঁদ উত্তর করিল,—"মহারাজ, ভাঁড়—অত বড় নই —আমি একখানি খুরি।" ইহা নাটকের কথা নয়। কিন্তু শ্রবণমাত্র যে হাস্যের রোল উঠিল, তাহা যিনি শুনিয়াছেন—তিনিই জানেন। সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে এস্থলে অনুকরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া, তাঁহার ন্যায় ঢং করিতে

গেলে ভাঁড়াম হইয়া উঠে। অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিলাম—তাহা হাস্যরস সম্বন্ধে। গম্ভীর ভূমিকাতেও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল, কিন্তু গম্ভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্য্য ধরিতে পারিত না। অবশ্যই পরিশেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ হাস্যরসাত্মক অংশে হাসিত, করুণরসাত্মক অংশেও কাঁদিত।

সময় ফুরাইয়া আসিল, আমি বাধ্য হইয়া সমাপ্ত করিতেছি। কিন্তু একটী বক্তব্য, কাহারও কাহারও ধারণা যে আমরা উভয়ে উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্দ্ধেন্দুর একটী কথায় দূর হইবে। অর্দ্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন, যে গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে, তাহা হইলে আমি ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আর আমি যদি আগে মরি, সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই। আমরা অনেক সময়ে একত্রে ও অনেক সময়ে বিরোধী থিয়েটারে কার্য্য করিতাম। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু-গুণমুগ্ধ যিনিই থাকুন, যিনিই যত তাঁহার প্রশংসা করুন, যিনিই যত অন্তর হইতে বলুন, যে অর্দ্ধেন্দু স্বর্গগত হওয়ায় বঙ্গরঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যদি বেশী না হই, অন্ততঃ আমি তাঁহাদের সমান অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ, একথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি।

অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যু হঠাৎ, জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হয়। অর্দ্ধেন্দুভক্ত নরেন্দ্রনাথ জোর করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখেন। বুধবার অর্দ্ধেন্দুকে সকলে একটু ভাল দেখিয়াছে, আশা হইয়াছে—আরোগ্য লাভ করিবেন। বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বেনারস যাইবেন। বায়ু পরিবর্ত্তনে যাওয়া সম্বন্ধে আমার অমত ছিল।—অর্দ্ধেন্দুকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ব্যোমকেশ মিনার্ভা থিয়েটারে আসিয়াছে। আমি বাবাজীকে একরূপ ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছিলাম, যে কদাচ অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া স্থানান্তরে যাইও না। রোগী বহুদিন ভুগিলে আপনার ইচ্ছায় চলিতে চায়, তুমি সঙ্গে থাকিলেও অত্যাচার করা সম্ভব। তাহাতে ব্যোমকেশ বাবাজী উত্তর করে, যে তিনি যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাকে ফেরান আর সহজ নয়। আজ বুঝিতেছি যে সত্যই সহজ নয়। সেইদিন রাত্রি ১টার সময়, যখন এই কথা হইতেছে, তখন পথিক অজানিত পথে গমন করিয়াছেন। চিরদিন আনন্দ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, যম তাঁহাকে তাড়না করিতে পারে নাই। মৃত্যুকালে যজ্ঞোপবীত হস্তে গঙ্গাজল চাহিয়া লইয়া শাস্ত্রমতে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু এক্ষণে উচ্চস্থানবাসী, ইহজগতে আর নাই।

কেহ কেহ বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত হয়তো বলিতে পারেন যে, অর্দ্ধেন্দুবাবুর সম্বন্ধে যদি এত কথা, থিয়েটার বন্ধ দিতে পারিলেন না? যদি এরূপ কেহ থাকেন, তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার নিবেদন, যে যাঁহাদের নিকট অর্দ্ধেন্দুর নাট্যানুরাগ পরিচিত, তিনি বুঝিবেন—যদি ইহা উইল করিবার হইত, তাহা হইলে অর্দ্ধেন্দু উইল করিয়া যাইতেন, যে যেন আমার মৃত্যুর দিন অভিনয়-রজনী না হইলেও অভিনয় করা হয়। রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়, এই তাঁহার চিরকামনা ছিল। মিনার্ভা থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মানোমোহন পাড়ে ইহা জানিতেন ও সকলে অর্দ্ধেন্দুর চিরকামনা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করিয়া দেওয়ায় অভিনয় বন্ধ হইল না। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে রঙ্গালয়প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেন্দু সর্ব্বাগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাঁহার জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার কথা ছিল, রঙ্গালয়ে দীক্ষাদান তাঁহার কার্য্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, নাট্যামোদী ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য আত্মীয় ছিল না। সমাজ অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, রঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংসা করে, আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্দ্ধেন্দু রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধি দম্ভভরে পরিচয় দিতেন, আমি অভিনেতা। সে কলাবিদ্যাগর্ব্বিত—কলাবিদ্যাবিশারদ অর্দ্ধেন্দু আজ নাই!

(নিম্নাংশ পরে লিখিত)

অবশ্যই পাঠক বুঝিয়াছেন যে, অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র বর্ণনায় রঙ্গালয়ে যাঁহারা তাঁহার সহযোগী এবং

যাহাদের সংস্রবে তাঁহার অভিনয়-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহাদের নামের যোগ্য উল্লেখের স্থান পাই নাই। অর্দ্ধেন্দুর প্রতিভা কিরূপে বিকশিত, তাহাও কিছু বলি নাই। বাল্যকালে তাঁহার অনুকরণ-শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা অতি সামান্য। যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি অর্দ্ধেন্দুকে পূর্ব্বকথিত Morning Schoolএ দেখিতেন, হয় তো তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার আভাস পাইতেন। স্কুল বসিবার অগ্রে ও স্কুল ভাঙ্গিলে বালকেরা আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট কিয়দংশ নিম্নোদ্ধৃত গানটী শুনিতেন :—

Birds are free so are we,
And we live as merrily,
Merrily merrily merrily
&c. &c. &c.

সে সময় হাস্যজনক গল্পও অনুকরণ হইত। অর্দ্ধেন্দুর নিকট বালকেরা আমোদপ্রার্থী ছিল। বাল্যকালে তাঁহাকে তাঁহার পিতৃস্বসা, মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জননী, তাঁহার পাথুরিয়াঘাটা ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহনের অশেষ গুণরাশির মধ্যে নাট্যামোদে উৎসাহ প্রদানে বিশেষ অভিরুচি ছিল। রাজবাটীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া অভিনয় হইত, অর্দ্ধেন্দুর তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল। গণ্য ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণের সে সুবিধা ছিল না। মাইকেল তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভূমিকা (Preface)য় যে পূজনীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া 'নটকুলচূড়ামণি' বলিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, রাজবাটীর নাট্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। নাটকের মহলাও অর্দ্ধেন্দু ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইতেন। অনুকরণপ্রিয় অর্দ্ধেন্দু যে কেবল শুনিতেন ও দেখিতেন, তাহা নয়, বাল্যহৃদয়ে তাহা অঙ্কিত হইত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেও বহুবিবাহ নিন্দা করিয়া "নব নাটক" অভিনীত হয়; অভিনয়-পারদর্শী অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার সেই অভিনয়ের নায়ক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্দ্ধেন্দুর পক্ষে সহজ ছিল। 'বিশ্বকোষে' লিখিত আছে যে, এই অভিনয় দৃষ্টে অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। দেখিবার, জানিবার, শিখিবার আর কিছু বাকী রহিল না। এ স্থলে "বিশ্বকোষ" ভ্রান্ত।

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর "মালবিকাগ্নিমিত্র, বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল, বুঝ্‌লে কি না, মালতীমাধব, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান, রুক্মিণীহরণ, রসাবিষ্কারবৃন্দক" ও জোড়াসাঁকোর "নব নাটক" দেখিয়া যে নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা যিনি নটের শিক্ষায় কি প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন, তিনি সাদা কাগজে লিখিবেন না। নটের কার্য্য To give the airy nothing a local habitation and a name অর্থাৎ বায়ুনির্ম্মিত আকাশকুসুমকে নাম ও ধাম দেওয়া নটের কার্য্য। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহ্যিক ও আন্তরিক সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না। "বিশ্বকোষ" উল্লিখিত শিক্ষা ভিন্ন অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপর শিক্ষার নিশ্চয় প্রয়োজন হইয়াছিল। পুস্তক পাঠ বা শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে চরিত্র বর্ণনা না শুনিলে অর্দ্ধেন্দু কদাচ প্রশংসাভাজন হইতেন না; Macbethএর witch প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্য্য নহে।

শনিবার রাত্রে বলিয়াছি, "কিছু কিছু বুঝি"তে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ। উক্ত শ্লেষ প্রহসনে তাঁহার তিনটী অংশ ছিল। তাহার একটী অংশ রাজবাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রূপ। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃস্বসা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী অর্দ্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃস্বসার গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে বাগবাজারে আসিয়া 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সহিত আমার সংস্রব। বলিয়াছি, অনেক সময় একত্রে ও অনেক সময় স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতাম। যে সময়ে একত্র কার্য্য করিতাম, সে সময়ে প্রহসন ও 'নবীন তপস্বিনী' এবং 'নয়শো রোপেয়া' নাটক ভিন্ন বহুদিন অবধি সকল নাটকেই আমাদের উভয়ের ভূমিকা (part) থাকিত। সুতরাং প্রত্যেক নাটকের মহলা হইতে প্রকাশ্য অভিনয় পর্য্যন্ত দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুর শক্তি

ও শিক্ষা বুঝিবার প্রয়োজন আমার হইত। যে সম্প্রদায়ে আমরা একত্রে অভিনয় করিতাম, সে সম্প্রদায়ের সাধারণের নিকট দায়িত্ব আমারই থাকিত।

জীবনী লিখিতে গেলে, লেখকের আত্মগোপন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত আমার নাট্যজীবনের এত সংস্রব, যে, সকল স্থানে আমার পশ্চাতে থাকা অসম্ভব। অতএব যদি আত্মপ্রকাশ দেখিতে পান, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন, জানিবেন তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে হইয়াছে। যাঁহারা রঙ্গালয়ের কথা আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্দ্ধেন্দু ও আমাকে লইয়া বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের বাদানুবাদ লইয়া থাকেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই,—ও এতদিন ছিল না। কিন্তু সত্য ঘটনা লিখিতে গেলে, কাহারও বা বাদের প্রতিবাদ হইতে পারে। তিনি মার্জ্জনা করুন বা না করুন, কিন্তু সত্যপ্রিয় পাঠক বুঝিবেন, সত্য ঘটনা লিখিতে আমি বাধ্য।

"সধবার একাদশী" শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল। এ সম্প্রদায় স্থাপনে আমার একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত না, তাঁহারই অর্থব্যয়ে আক্‌ড়া খরচ চলিত। বহুদিন লীলাবতীর আক্‌ড়া চলে। প্রথমে তথায় আমার বেশী যাতায়াত ছিল না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও 'সাধারণীর' সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া "লীলাবতীর" সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগবাজারে 'লীলাবতী' বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। যদিও অন্য-রূপ কারণ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই, আমার যোগদানের স্বরূপ কারণ বলিতে আমায় বাধ্য হইতে হইয়াছে। উল্লিখিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভাশালী ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর—সমবেত হইয়া আসিয়া অর্দ্ধেন্দু আমার নিকট বলেন,—"চুঁচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?" অর্দ্ধেন্দুরই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অনুরোধ। নাট্যকার দীনবন্ধুবাবু, তাঁহাকেই বলিয়াছিলেন, "তোমরা পারিবে না।" অর্দ্ধেন্দুর এরূপ আগ্রহ কেবল যে আমাকেই লইবার জন্য ছিল, তাহা নহে। অর্থবলহীন সম্প্রদায়ে বালক সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। নগেন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দু, ধর্ম্মদাস প্রভৃতি বহু কষ্ট ও লাঘবতা স্বীকার করিয়া এই কার্য্য করিতেন। এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য আমার এই, যে 'বিশ্বকোষে' আভাস পাই, যেন এ সময় অর্দ্ধেন্দু আমার বিরোধী। না, তাহা নহে—আমরা একত্রেই উদ্যোগী। ন্যাসান্যাল থিয়েটার কি নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ বর্ণনা বক্তৃতা বা লেখায় পাই না। অর্দ্ধেন্দুর জীবনীতে তাহা আবশ্যক, এই নিমিত্ত "লীলাবতীর" প্রসঙ্গ স্থানোপযোগী। "লীলাবতী" অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধুবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, "তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না, —আমি পত্র লিখিব—"দুয়ো বঙ্কিম!" সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺কানাইলাল দে, ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন,—"আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোরা"।

আমি অর্দ্ধেন্দুর "হরবিলাসের" সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি ধর্ম্মদাসবাবুর তুলিতে অঙ্কিত, সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদার। যদিচ বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তথাপি স্থানাভাবে বহু টিকিট-প্রার্থীকে বঞ্চিত করিতে হইত। এ অবস্থায় টিকিটের দাম করা যাক, প্রস্তাব হইল; এবং এই প্রস্তাবই ন্যাসান্যাল থিয়েটার স্থাপনের ভিত্তি। কিছু-দিন পরে নীলদর্পণের রিহারস্যাল বসিল। পূর্ব্বে যাঁহারা থিয়েটার অগ্রাহ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পৃষ্ঠপোষক হইলেন। নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, —যে সকল নিয়মাবলী ব্যতীত "সধবার একাদশী" ও "লীলাবতী" সুন্দররূপে অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

নীলদর্পণের শিক্ষা-সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক শুনিতে পাই ও মুদ্রাঙ্কিত কাগজ দেখিতে পাই। সেই সব কাগজ

ও কথার বিশেষ যত্ন, যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে নীলদর্পণের রিহারস্তালে আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, কেবল অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষাতেই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আমার সংস্রব ছিল বা না ছিল, তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নীলদর্পণ-সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্দ্ধেন্দুর বিশেষ প্রশংসা হয় না। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ দুইবার অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' অভিনয় করিয়াছে। নীলদর্পণে নাটককারের কৃতিত্ব 'লীলাবতীর' অপেক্ষা অধিক হইলেও 'লীলাবতীতে' নীলদর্পণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। যাঁহারা লীলাবতী অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে চাষার শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইত, কারণ কঠিন কঠিন ভূমিকা—সাবিত্রী, উড, গোলক বসু প্রভৃতি অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'লীলাবতীতে' সম্প্রদায় যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি ভূমিকার অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। যথা 'লীলাবতীর' শ্রীনাথের পক্ষে নীলদর্পণের দাওয়ান বিশেষ কঠিন নয়। নীলদর্পণে আমার কোন সংস্রব ছিল না, ইহা প্রমাণ করিয়া যিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিশেষ প্রশংসার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইবেন না। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সহিত নীলদর্পণের শিক্ষার অংশ না হোক্, সধবার একাদশী ও লীলাবতী শিক্ষার দাবী শ্রীযুক্ত রাধামাধব করও রাখেন। নীলদর্পণ শিখাইবার অংশ অদ্যাবধি জীবিত ধর্ম্মদাসবাবু আমাকে কাগজ-কলমে দেন। নীলদর্পণ সম্প্রদায়ের অনেকেই মহেন্দ্রলাল, মতিলাল, কাপ্তেন বেল, শিবচন্দ্র প্রভৃতি আজীবন আমাকে গুরু বলিয়া গৌরব করিতেন। যাঁহার অপর প্রশংসা নাই, তাঁহার পক্ষপাতী ব্যক্তি যদি সত্যের অপলাপ করিয়া তাঁহার প্রশংসা বৃদ্ধির প্রয়াস পান, তাহাতে ফল না হোক্, কতক পরিমাণে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। 'নীলদর্পণ' লইয়া আমার সহিত অর্দ্ধেন্দুর বিবাদ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অমূলক। ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপনের কর্ত্তৃত্বভার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর ও ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্প ছিল না। নগেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের শিক্ষাও দিতেন। কতকটা ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও এ কর্ত্তৃত্বের দাবী রাখেন। তিনি এই নীলদর্পণে 'লীলাবতীর' ক্ষীরোদবাসিনী চলিয়া যাওয়ায় সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা পান ও এই তাঁহার প্রথম নাটক শিক্ষা। যে সময়ে অমৃতবাবু নীলদর্পণে যোগ দেন, সে সময়ে আমি না থাকিবার কারণ কোনও বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র। আমার রচিত গান "লুপ্তবেণী বইছে তিরোধার" তাহার প্রমাণ। গানের শেষ এই—"স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।" ন্যাসান্যাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসান্যাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য-অবস্থা ন্যাসান্যাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাসান্যাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে, যে, ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাসান্যাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ। কিন্তু সে সময় টিকিট বেচিয়া টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন দুই এক ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাঁহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাস্তবিক শত্রুতার কোন কারণ ছিল না। ন্যাসান্যাল থিয়েটারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বলিয়াছি, তখন আমার সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু যখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল। বর্ণিত মতভেদ এই সময় কিছু বিস্তৃত হইয়া বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। অর্দ্ধেন্দুকেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপত্তি করায় "ভীমসিংহ—By a distinguished amateur" প্লাকার্ডে প্রকাশিত

হয়। বর্ষা আগমনে জোড়াসাঁকোর সান্যাল বাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় ন্যাসান্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়। অর্জ্জিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাজ-সরঞ্জাম কে রাখিবে?—বিবাদ এই লইয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ নয়; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ—বক্তৃতা ও কাগজ-কলমে বহুবার প্রকাশিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন কারণই ছিল না। যে যে নাটক আমরা একত্রে অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই আমার নায়কের (hero) ভূমিকা এবং অর্দ্ধেন্দুর হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা ছিল। "নীলদর্পণ" দেখিয়া গিয়া দীনবন্ধুবাবু স্বয়ং আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের (serious part) actor যোগদান করে নাই। ভিন্ন রসের অভিনয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। অমূলক সংবাদের প্রতিবাদ অর্দ্ধেন্দুর জীবনীর উপযোগী বিবেচনায় স্বরূপ বর্ণনা করিলাম।

বিবাদ মীমাংসা হইল না, দুইটী দল হইল। দুই দলেরই ইচ্ছা মফঃস্বলে অভিনয় করে। এক দলে অর্দ্ধেন্দু আর এক দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানাস্থানে বেড়াইবার আমার শক্তি, সুযোগ ও ইচ্ছা ছিল না। ৺রাজেন্দ্রলাল নিয়োগী দ্বিতীয় দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর সেই দলে ছিলেন। যে দলে অর্দ্ধেন্দু ছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও সেই দলে। অবশেষে দলভেদের মর্ম্ম উভয়ে অস্থিতে অস্থিতে বুঝিয়াছিলেন। দলের পরিচালক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের অর্থ-পিপাসায় ন্যাসান্যাল বিভক্ত হইয়া যায়, একথা মধ্যে মধ্যে আজও আলোচিত হইয়া থাকে।

ন্যাসান্যাল থিয়েটারের পরিচয় ও অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্বের বিষয় পাঠককে কতক পরিমাণে অবগত করিয়াছি। তৎপরে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থব্যয়ে, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুরের শিল্পনিপুণতায় গড়ের মাঠে লুইস থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার উপস্থিত মিনার্ভা থিয়েটারের জমীতে প্রস্তুত হয়। প্রথম অভিনয়-রজনীতে থিয়েটার বাটীর সম্মুখভাগে হঠাৎ সামান্য আগুন ধরে, তাহাতে অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। গ্রেট ন্যাসান্যালে প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয় "সতী কি কলঙ্কিনী?" প্রারম্ভে আমার তত্ত্ব হয় নাই, ক্রমে তৎকালে প্রকাশিত অভিনয়-যোগ্য নাটকসকল পুরাতন হইয়া আসিল, তাহাতে আর অর্থাগম হয় না। আবার আমার প্রয়োজন পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকল নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয় চলিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র pantomimeয়েরও আবশ্যক হইল। একদিন এক রজনীর জন্য বুধবারে চারি পাঁচখানি প্যান্টোমাইম বিজ্ঞাপিত হইল, শনিবারে অভিনয় হইবে—কিন্তু pantomime এক খানিও প্রস্তুত নহি। শুক্রবার রাত্রি ৩টার সময় অপর পঞ্চরং গুলি এক রকম হইল, কিন্তু 'মাউসি'নামে একখানি বিজ্ঞাপিত প্রহসন লিখিবার সাবকাশ রহিল না। স্থির হইল আমি, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অভিনেত্রী শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি তিনজনে মিলিয়া অভিনয় করিব। অভিনয় হইল—অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্ব সমান প্রস্ফুটিত রহিল। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মহলা দেওয়া ব্যতীত কিরূপে ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত? পঞ্চরংই হইল, তাহারও তো মহলা দেওয়া প্রয়োজন? এরূপ বিস্ময় জন্মিতে পারে, কারণ পাঠক জানেন না যে, ন্যাসান্যাল থিয়েটার হইতেই প্রম্‌টার নামে একজন নেপথ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টারের বলেই ন্যাসান্যাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে হইত। ইহাতে রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আজও চলিতেছে। তবে অর্দ্ধেন্দুশেখরের অদ্ভুত নৈপুণ্যে সে সময়ে সকল দোষ চাপা পড়িত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে অর্দ্ধেন্দুশেখর গ্রন্থকারের কথায় যোগদান করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সাধন করিতেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই,—নাটকে জলধর কবিতা রচনা করিয়াছেন:—

"মালতী মালতী মালতী ফুল,
মজালে মজালে মজালে কুল।"

জলধর-অর্দ্ধেন্দু কবিতার এক ছত্র রচনা করিয়াছেন—

মালতী মালতী মালতী ফুল

মিল-শুদ্ধ দ্বিতীয় ছত্র আর হইয়া উঠিতেছে না—নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে, বহু কষ্টে দ্বিতীয় ছত্র রচিত হইল—

"বিঁধেছে পাপ্‌ড়িতে বোল্‌তার হুল"

কিন্তু ছত্রটী জলধরের মনোনীত হইতেছে না। কারণ 'পাপ্‌ড়ি' এ কথাটী 'বিঁধেছে'র দিকে দেওয়া যায়, কি বোল্‌তার হুলের দিকে দেওয়া যায়? এই পাপ্‌ড়ি এদিকে কি ওদিকে দেওয়া যাইবে, ইহার আলোচনা পুনঃ পুনঃ

হইতে লাগিল। পাপ্ড়িতে পাপ্ড়িতে—উহুঁ জলধরের মনোনীত হয় না। শেষে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় মনে উঠিল,—

মজালে মজালে মজালে কুল।

যখন পাপড়ি লইয়া ব্যাকুল, তখন দর্শক হাসিয়া আকুল। 'নয়শো রোপেয়ার' ছাতুলাল, সধবার একাদশীর নিমচাঁদের অনুকরণ। নিমচাঁদ মূর্খ ও গাঁজাখোর হইলে যেরূপ হওয়া সম্ভাবনা, ছাতুলাল তাই। এ গাঁজাখোর নিমচাঁদের ন্যায় হৃদয়বান ও উচিত বক্তা, নিমচাঁদের মদের গ্লাসের ন্যায় গাঁজার হুঁকো হাতে করিয়া অভিনয় করিতে হয়। অর্দ্ধেন্দু ছাতুলালের গাঁজার কল্কে হইতে হঠাৎ আগুন পড়িয়া গেল। এই—যাহার সহিত অভিনয় হইতেছিল, তাহার প্রতি ছাতুলালের তাড়না,—"হামারা পা পুড়িয়ে যাতা হ্যায়, তোম্ দেখ্তা নাই ?" তাড়িত অভিনেতা অবাক! তাহার ভূমিকায় (part) তো এরূপ কোন কথা নাই। ছাতুলালের তাড়না বাড়িল, সে পলাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া অভিনয় চলিল। এরূপ দিন দিনই উদাহরণ পাওয়া যাইত। "কৃষ্ণকুমারী"তে ধনদাসের অংশে উচ্চ হাস্যোদ্দীপক কথা কিছু নাই। অভিনয় করিতে করিতে অর্দ্ধেন্দু কিছু বিরক্ত। রঙ্গমঞ্চে বরেন্দ্রসিংহ আছে, মরুদেশের রাজার দূতের সহিত ধনদাসের বাদানুবাদ চলিতেছে, বরেন্দ্রসিংহ উভয়কে উৎসাহ দানে বাদানুবাদ বাড়াইতেছেন। ধনদাস-অর্দ্ধেন্দু দেখিলেন, তেমন হাসিতো হয় না;—আর মরুদেশের দূত কোথায় যাইবে, মাথায় দুই থাপ্পড়! মরুদেশের দূত তো রাগিয়া প্রস্থান করুন, বরেন্দ্র সিংহ অবাক্ হইয়া দাঁড়ান, জয়লাভ করিয়া ধনদান কলাপাতার ভেঁপু পোঁ করিয়া ফুঁকিয়া বিজয় ঘোষণাপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন যে এরূপ ভাল নয়। কিন্তু ধনদাসের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত, সেরূপ তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তাহাতে এ বর্ব্বরতায় চরিত্র অনুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ধনদাসের ভূমিকা বটে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু-ধনদাস, ইহা প্রকাশ পাইল। এরূপ করায় কখনও যে ক্ষতি না হইত, তাহা নয়, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু দর্শকের এতদূর প্রিয় ছিলেন, যে ক্ষতি-বৃদ্ধি গণ্য হইত না। আমোদের স্থলে আমোদই হইত।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের পর অর্দ্ধেন্দু বহু স্থান ভ্রমণ করেন। এই সময়ে বহু নাট্যসম্প্রদায় তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত হয়। নড়ালের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্প্রদায় গঠন অর্দ্ধেন্দুর এরূপ কার্য্যের শেষ।

দেশ ভ্রমণ করিয়া যে সময় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, প্রায়ই যে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত অভিনেতারা থাকিতেন, তথায় যোগদান করিতেন। যখন ৺প্রতাপচাঁদ জহরী, গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের অধিকারী হইয়া, ন্যাসান্যাল থিয়েটার নাম দিয়া আমার তত্ত্বাবধানে থিয়েটার চালান, সে সময়ে অর্দ্ধেন্দু বিদেশে। প্রতাপচাঁদকে নূতন দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দলভেদকারীর অর্থ-পিপাসায় পুরাতন দৃশ্যপট ও সাজসরঞ্জামাদি লোপ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ নট ৺মহেন্দ্রলাল বসুর পর্য্যবেক্ষণে নূতন সরঞ্জাম প্রস্তুত হইল। এই সময়ে আমি পার্কার সাহেবের অফিস পরিত্যাগ করি, এবং রঙ্গালয় আমার উপজীবিকা-স্থান হয়। তদবধি অর্থশোষকেরা দূর হইতে দেখিতেন, রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবার আর উপায় রহিল না। এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের বাহিরে যথাসাধ্য আমার বিপক্ষে শত্রুতা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। পরে নানাকারণে প্রতাপচাঁদের সহিত অবনিবনাও হওয়ায়, ৺গুর্ম্মুখ রায়ের অর্থে ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হইল। যথায় এক্ষণে কোহিনুর থিয়েটার, (বর্ত্তমান মনোমোহন থিয়েটার) ষ্টার থিয়েটার ঐস্থানে নির্ম্মিত হয়। সে সময়ে প্রতাপচাঁদ ৺কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইবার চেষ্টা করেন। অর্দ্ধেন্দুও কেদারনাথের সহিত মিলিত হন। প্রতাপচাঁদের থিয়েটার রহিল না, কেদারনাথের "ছত্রভঙ্গ" নাটক তাহার শেষ অভিনয়।

কিছুদিন পরেই ৺গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করেন। তখন থিয়েটার গুর্ম্মুখরায়ের নয়, উপস্থিত ষ্টার থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারীগণের। ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় ঢাকায় অভিনয়ার্থে গমন করিল। কেদারনাথ-পরিচালিত গোপাললাল শীলের অর্থে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্ত্তিত ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি অভিনেতাগণ-সংমিলিত এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রথম অভিনয় কেদারনাথ-বিরচিত—'পাণ্ডব-নির্ব্বাসন' নাটক। দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর গোপাললাল আমায় তাঁহার থিয়েটারে

গ্রহণ করিলেন। কেদারনাথের পরিবর্ত্তে আমায় ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেদারনাথ চলিয়া গেলেন, অর্দ্ধেন্দুও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

পরে যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্দ্ধেন্দু পুনর্ব্বার একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করেন। মিনার্ভায় প্রথম অভিনয় ম্যাক্‌বেথ—ইহাতে অর্দ্ধেন্দু Porter, Witch, Old man ও Doctor এই চারিটী অংশ গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেনে 'আবুহোসেন', মুকুল-মুঞ্জরায় 'বরুণচাঁদ', জনায় 'বিদূষক' প্রভৃতি অভিনয়-দক্ষতায় নবশ্রেণীর দর্শক চমৎকৃত ও প্রত্যেক নাট্যামোদীর মুখে অর্দ্ধেন্দুর ভূয়সী ব্যাখ্যা। জনার 'বিদূষক' দুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি স্বয়ং সত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটার চালাইবেন—এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন। কতকগুলি অভিনেতাও তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এইটী অর্দ্ধেন্দুর জীবনে একটী ভ্রম। তিনি অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটার চালাইতে হয়, তাহা জানিতেন না। যথা নূতন নাটকের অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ—যাহাতে সর্ব্বাঙ্গিন পুষ্ট হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কোন এক ক্ষুদ্র অংশ ভাল হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তাহারই জন্য বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলে বিরক্ত, ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনওরূপে শিখিতেছে না, অর্দ্ধেন্দু তাহাকে কোনরূপে শিখাইবেনই। যদি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রেরা শিক্ষিত হইয়া রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাঁহার এরূপ শিক্ষাদান প্রশংসার হইত, কিন্তু রঙ্গালয়,—কার্য্য চালাইতে হইবে, অভিনয়-রাত্রি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিখুঁত না হইলে সে অভিনেতার নিস্তার নাই। এরূপ কার্য্যের ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা বিষয়ে কার্য্যের উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, এ নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না।

কবি, নট, চিত্রকর প্রভৃতির প্রায়ই বিষয়বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিঘ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা হিসাবের এক পয়সার জন্য বাদানুবাদ করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাবধি খাতা উল্টাইয়া রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচ কমাইবার জন্য তিন দিন মস্তিষ্ক ঘামাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করে না; কিন্তু নট প্রভৃতি যাঁহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন, তাঁহাদের বিষয়কর্ম্মের ভিতর একবার আহারের চেষ্টা থাকে, তাহা ফুরাইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন, বৈষয়িক সংসর্গ তাঁহাদের একেবারেই বিরক্তিকর। অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনী ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রভাবশালী আত্মীয়ের বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াছেন, বাড়ী-ঘর, পুত্র-কলত্র কিছুরই তোয়াক্কা রাখিতেন না। আহার চলিলেই হইল, তাহার পর যাহা হউক না কেন, থিয়েটার লইয়াই আছেন। কখনও বা যত্নপূর্ব্বক কোনও শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেছেন, কখনও বা নাটকের অংশ লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, কখনও বা কোন চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছেন, কখনও বা কোথায় কিরূপ কোন্ নাটক অভিনীত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, কখনও বা কোন নাটককার, রচিত নাটক লইয়া আসিয়াছে—শুনিতেছেন, শ্রোতারা সকলে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চলিয়া গেল, অর্দ্ধেন্দু অটল ভাবে বসিয়া আছেন, হয়তো গ্রন্থকার পড়িতে ক্লান্ত কিন্তু অক্লান্ত অর্দ্ধেন্দু "পড়ে যাও ভাই!" বলিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, রঙ্গালয়ে আর কেহ কোথাও নাই, এক চেয়ারে গ্রন্থকার অন্য চেয়ারে অচল অটল অর্দ্ধেন্দু, বিরক্তির লেশমাত্র মুখে অঙ্কিত নাই। উপর্য্যুপরি সাতদিন গ্রন্থ পাঠ করিয়াও অর্দ্ধেন্দুর ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। গ্রন্থকারের পাঠ করা শেষ হইয়াছে, এইবার তাঁর বড় বিপদ। অর্দ্ধেন্দু তাহার প্রতি চরিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন, সে নিজ রচিত চরিত্র সম্বন্ধে বুঝুক না বুঝুক,

অর্দ্ধেন্দু পুঙ্খানুপুঙ্খ তাঁহার নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতেছেন। যদি কোন গ্রন্থকার দুর্দ্দৈব বশতঃ বলিত যে আমার তো এরূপ লেখা নাই, অর্দ্ধেন্দু বলিত, "খোল ভাই, তোমার খাতা খোলো।" গ্রন্থকারকে খাতা খুলিতেই হইবে, এবার তাহার আরও বিপদ, তাহার আশঙ্কা—আবার অন্যান্য স্থান খুলিতে বলিবেন, তাহা হইলে আজ আর তাহার বাড়ী ফেরা হইবেনা। যদি কেহ অর্দ্ধেন্দুকে বলিত, 'মশায়, ও সব কি শোনেন?' অর্দ্ধেন্দু গম্ভীর হইয়া বলিতেন, "আমরা না শুনিলে উহারা শিক্ষা পাইবে কোথায়?" কোন রং-ঢংয়ের কথা যে কেহ যে সময় শুনিতে চাহিত, অর্দ্ধেন্দু তখনই শুনাইতে প্রস্তুত, দ্বিতীয় বার অনুরোধ করিতে হইত না; রঙ্গরস অর্দ্ধেন্দুর জীবন ছিল। অর্দ্ধেন্দু সমাজে সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন, যথায় বসিতেন, আনন্দের স্রোত চলিত, কিন্তু রিহারস্তালে বসিলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সর্ব্বনাশ। কাহাকে শিক্ষা দিতেছেন, এমন সময় এক কোণে কেহ কাহারও নিকট একটী পান চাহিয়াছে, অর্দ্ধেন্দু অমনি সেইদিকে ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন, তাহাকে বলিলেন, "থাম, বাবুদের কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা শেষ হৌক, তাহার পর কার্য্য হইবে।" কেহ উঠিয়া গেল, পায়ের শব্দ হইয়াছে, অমনি ছাত্রকে বলিলেন, "স্থির হও, আর কে কে উঠিয়া যাইবেন যান, তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে কার্য্য আরম্ভ করি।" তাঁহার শিক্ষা প্রদানে এরূপ আগ্রহ ছিল, যে সামান্য বাধা-বিঘ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, কিন্তু যখন রিহারস্তাল ফুরাইল, অতি ক্ষুদ্র অভিনেতাও তাঁহার বন্ধু। বন্ধু-ভাবে একত্রে কথাবার্ত্তা, ভোজের আয়োজন, রন্ধনে উপদেশ প্রদান,—এইরূপে বারোমাসের মধ্যে এগার মাস কাটিয়া যাইত। অর্দ্ধেন্দুর থিয়েটারের নিয়মাবলীও কঠিন ছিল, অভিনয়ে নেপথ্যে সৈন্যগণের "আল্লা-আল্লা হো" শব্দ করিবার আবশ্যকতা। নেপথ্যে দুই একজন মাত্র 'আল্লা আল্লা হো' শব্দ করে, তাহাতে জমাট হয় না। অর্দ্ধেন্দু নিয়ম করিলেন, যখন "আল্লা আল্লা হো" করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যে যেখানে থিয়েটারে যে অবস্থায় আছ, একবার "আল্লা আল্লা হো" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই, সকলকে "আল্লা আল্লা হো" শব্দ করিতে হইবে। কেহ হুঁকা হাতে করিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিতেছে, কাহারও জলের গ্লাস হাতে, কেহ বা বেঞ্চিতে শুইয়া একটু তন্দ্রাবস্থায়, কেহ বা পাইখানায়—সেই অবস্থাতেই "আল্লা আল্লা হো" করিতে হইবে, সাহেব দিব্যি দিয়াছে।

অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অশেষ দয়া ছিল, প্রয়োজন হইলে যে স্থলে আমরা দুই টাকা যথেষ্ট মনে করিতাম, অর্দ্ধেন্দু পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ খাইতে চাহিলে যেরূপে পারেন, তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইবেন। সামাজিকতায় অর্দ্ধেন্দু আমীর অপেক্ষা আমীর ছিলেন।

অর্দ্ধেন্দুর যশ যে কেবল বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত, এরূপ নহে। ভারতবর্ষে যে স্থানে দশজন বাঙ্গালী বসিয়া নাটকের কথা হয়, সেইখানেই অর্দ্ধেন্দুর নাম প্রচার; সকলেই অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া জানেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য সেরূপ প্রসন্ন ছিল না, সে বাঙ্গলার ভাগ্য, কেবল অর্দ্ধেন্দুর ভাগ্য নয়। Variety Theatre অর্থাৎ যে স্থলে নানাবিধ রসের কৌতুক-কলাপ হইয়া থাকে, এরূপ থিয়েটারের দর্শক বাঙ্গালায় যথেষ্ট নাই। এরূপ দর্শক থাকিলে, অর্দ্ধেন্দু একক অল্প সাহায্য লইয়া 'দেবকার্সনের' ন্যায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। উপস্থিত হাবভাবের পরিবর্ত্তন করিতে অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিদ্যা-বিশারদ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীলদর্পণে 'গোলক বসুর' অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও একটু 'অর্দ্ধেন্দুরী' টিপ্‌নি আছে। চাষা হাঁ করিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটী মশা মারিল, এটী 'অর্দ্ধেন্দুরী'। 'রডা' ও 'উড' সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট। "আবুহোসেনে" সখীদের সহিত পিটবস্ত্র, ঘাগরার ঢংয়ে ছড়াইয়া সখীভাবে নৃত্য, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।" প্রহসনে গদা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া, ষ্টেজে কাহারও সাজিয়া বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে,—নাটকের কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া; 'লীলাবতীতে' হরবিলাস বসিয়া আছে, (কাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে, আমার স্মরণ হয় না) অর্দ্ধেন্দু বলিলেন,

"জমাদার সাহেব, তোমার আসামী সট্‌কেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হ'য়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক। (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব ব'সে আছেন।" এ সমস্ত কাহারও বিসদৃশ লাগিত, অপর কেহ করিলে যে বিসদৃশ হইত না, তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্ত ঢাকিয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমঞ্চই, ইহা কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। ইহা বুঝাইবার এস্থলে পুনর্ব্বার চেষ্টা পাইব,—আমরা দেখিয়াছি,—"শ্রীমন্তের মশান" যাত্রা হইতেছে, যাহারা দরোয়ান সাজিয়াছে, তাহারা "ভোঁক ব্যাটা—ভোঁক" বলিয়া হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথাটা এই, শ্রীমন্ত চণ্ডীর স্তব করিতে চাহিয়াছে, কোতোয়ালেরা বলিতেছে "ডাক বেটা, চণ্ডীকে ডাক"। শ্রোতারা হাঁসিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে লাল রুমাল জড়ান, পীড়নের কোন চিহ্নই নাই। শ্রীমন্ত গান ধরিল—"মা, কোথায় আছগো শঙ্করী! প'ড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়, বন্ধন-জালায় জলিয়া মরি।" ইহাতে শ্রোতারা অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। লাল রুমাল হাতে জড়ানোতে বন্ধন-জ্বালা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, তথাপি শত শত ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত, সঙ্গীতে শ্রীমন্তের মশান উদ্দীপন করিয়াছে; বলিতেছে, "আহা 'নোকা' কি গায়!" কিন্তু শ্রীমন্তের ভাবে বিমোহিত! অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ও সেইরূপ। "মুকুল-মুঞ্জরায়" বরুণচাঁদের অভিনয় বিশেষ মনে আছে, তাহারই দৃষ্টান্ত দিই,—বনের ভিতর বরুণচাঁদ বসিয়াছিল, মন্ত্রী আসিয়া চিনিয়াছে, বরুনচাঁদ আত্মগোপনের চেষ্টায় "আমি কেলোর মা'র কেলো" প্রভৃতি যাহা মুখে আসিল—তাহা বলিল। সকলেই দেখিতে লাগিল যে অর্দ্ধেন্দু, কিন্তু আফিংখোর বরুণচাঁদ সকলেরই মনে অঙ্কিত হইল। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দু যেন সকলকে বলিতেন—আমি অর্দ্ধেন্দু;—যে অংশ দেখিতে চাও তাহা এইরূপ, যেন দর্শকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য হইতেছে। কিন্তু দর্শক যাহা দেখিতে চান, তাহাও ঠিক দেখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুকেও দেখিতেন।

অর্দ্ধেন্দুর স্বদেশ-অনুরাগও বিশেষ পুষ্ট ছিল। "ভারত-মাতা" প্রভৃতি ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্দ্ধেন্দুর প্ররোচনায়। যে সকল পঞ্চরং অভিনয় হইত, তাহাতে বিশেষ রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তীব্র ব্যঙ্গ-শক্তিতে ঐ সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেই শ্লেষের পূর্ণ বিকাশ হইত। অর্দ্ধেন্দুর ধারণা ছিল যে, রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণা'র উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী দমিত হয়; নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য্য—দেশের কার্য্য—তাঁহার জ্ঞান ছিল। অর্দ্ধেন্দু বহু সদ্‌গুণবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহা বিকাশ হইবার এক প্রবল বাধা ছিল। যে কেহ আসিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্দ্ধেন্দুর আত্মীয় হইবার ইচ্ছা করিত, তৎক্ষণাৎ সে আত্মীয় হইতে পারিত এবং সেই শঠ যেদিকে লওয়াইবার চেষ্টা করিত, অর্দ্ধেন্দুকে সেইদিকে লইয়া যাইতে কৃতকার্য্য হইত। বলা হইয়াছে, অর্দ্ধেন্দুর অভিনেতৃগণের প্রতি বিশেষ মমতা ছিল, যাহারা অকর্ম্মণ্য, কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট ভৎসিত হইয়া অর্দ্ধেন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিন্দা রচনা করিয়া অর্দ্ধেন্দুকে শুনাইত। কর্ত্তৃপক্ষীয় হইতে অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে এ কথা উঠিয়াছে, ও কথা উঠিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ অর্দ্ধেন্দুকে অযোগ্য জ্ঞান করে, নানাবিধ নিন্দা করে, "সাহেব, আর এখানে তোমার থাকা উচিত নয়"—এইরূপে অর্দ্ধেন্দুর মনোভঙ্গ করিত। অর্দ্ধেন্দুও তাহার বিশেষ তত্ত্ব না করিয়া, সেই সকল মিথ্যাকথা প্রত্যয় করিতেন। মিথ্যা কথা বলিবারও তাহাদের কৌশল ছিল। হয়তো কার্য্যস্থলে বলা হইয়াছে, সাহেব অমন বলেন, উঁহার মতে সকল কার্য্য করা চলে না। সে অবজ্ঞা নয়, কথার উত্তরে কথা, তাহা অবজ্ঞারূপে ব্যাখ্যা করিয়া অর্দ্ধেন্দুর ক্রোধ উৎপাদন করিত এবং অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া নূতন দল বসাইবার প্রয়াস পাইত। এরূপ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। প্রতিবারই শেষে অর্দ্ধেন্দু বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল হয় নাই, আবার তাহাই হইত। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার রঙ্গমঞ্চে মিলন হওয়া অবধি ক্রমান্বয়ে সুহৃদ্‌ভেদকারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতেন না। ইহাতে বহুবিধ কষ্ট পাইয়াছেন; তাঁহার গুণবিকাশে বিস্তর বাধা হইয়াছে; কিন্তু ইহা দৈব বিড়ম্বনা। যখন শেষ অসুখের সূত্রপাত হয়, উক্তরূপ সুহৃৎ জুটিয়া মিনার্ভা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করে। কোহিনুরে গিয়া পীড়ার যতদূর সাহায্য করিতে

হয়—করিয়াছে। মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এ সুহৃৎ নিকটে ছিল। নাট্যজগতের উজ্জ্বল তারা খসিল, ঐ সকল কপটাচারীর মুখে এখন তাঁহার নিন্দা—উনি কথা শুনিতেন না, এ অত্যাচার করিয়াছেন, ও অত্যাচার করিয়াছেন।—আমি তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলি,—"বাপু, তোমাদের মঙ্গল হউক, রঙ্গালয় যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইল, তাহা তোমরা স্বপ্নেও কখন বুঝিতে পারিবে না।" 'জলধর' ও 'যোগেশ' অর্দ্ধেন্দুর শেষ অভিনয়। রঙ্গমঞ্চে বহুদিন আর "নবীন তপস্বিনীর" অভিনয় সম্ভব রহিল না।

অর্দ্ধেন্দু চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে অনেক অভিনেতা যাঁহারা তারার ন্যায় ইন্দুকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন, তাঁহারা অগ্রে গিয়াছেন। যদি এরূপ হয় যে সমব্যথী আত্মা একত্রে বাস করে, তাহা হইলে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রেও যেরূপ ছিলেন, তথায়ও সেইরূপ একত্রে আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু হেথায় "অর্দ্ধেন্দু নাই—অর্দ্ধেন্দু নাই" এই শব্দ। যিনি কখনও রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুতে তিনিও ব্যথিত। যাঁহারা তাঁহার সহযোগী, তাঁহাদের মনে দিবারাত্র উদয় হইতেছে—"অর্দ্ধেন্দু কোথায় গেল!" ভাবিতেছে—আর তাঁর দেখা পাইবে না, আর তাঁর সহিত পরামর্শ হইবে না, আর তাঁহাকে সাজঘরে যত্নের সহিত সজ্জা করিতে দেখিবে না, আর তাঁহার অলৌকিক অভিনয় শুনিবে না; সকলই ফুরাইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুর স্মরণার্থে মূর্ত্তি প্রস্তুত হোক, তাঁহার কোন প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হোক, যাহা হইবার হউক, স্মৃতিচিহ্ন দেশে দেশে থাকুক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু আর নাই, সে আর ইহ জগতের বার্ত্তা কিছুই রাখিবে না, যোগ্যস্থান লাভ করিয়াছে, অন্য কোন উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কি তাঁহার প্রিয় রঙ্গালয় ভুলিবেন? কখনও না! দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যদ্যপি তিনি ভোলেন, যতদিন বাঙ্গালায় রঙ্গালয় থাকিবে, কেহ তাঁহাকে ভুলিবে না। বঙ্গরঙ্গভূমি চিরদিন তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে। রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অমর!

পরিশিষ্ট

মিউনিসিপ্যাল আইনটী ভাল কি মন্দ, তাহা যাঁহারা আইন রচনায় বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝুন। কিন্তু যে দিন এই আইন থিয়েটারে প্রবর্ত্তিত হয়, সে দিন স্বাধীনচেতা নট, যেন এই Anglisised আইনের বন্ধন অসহ্য জ্ঞানে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। যেন গ্রন্থকারের, অভিনেতার ও দর্শকের দারুণ অসুবিধা অনুভব করিয়া এই আইনবন্ধনে কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়া কার্য্যস্থলে অবসর লইলেন। এ স্থলে পাঠক মনে না করেন, যে আমরা সমস্তরাত্রি অভিনয়ের পক্ষপাতী। আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা এই আইন প্রস্তাব করিয়াছেন, যাঁহারা এ আইনে সম্মতি দিয়াছেন, বলিয়াছেন ১টা পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট, তাঁহারা যদি বাঙ্গালী হন, হয় সে সময় সাহেবি ফ্যাসান ঘাড়ে চাপায় ভুলিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহারা বাঙ্গালী, কিম্বা বাঙ্গালা নাটকের অবস্থা ও বাঙ্গালী দর্শকের অবস্থা একেবারে জানেন না। বাঙ্গালা নাটকে পৌরাণিক বিষয় ব্যতীত যদি কোন নূতন বিষয় হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য কতকগুলি দৃশ্য রচনার প্রয়োজন, কেবল ঘাত-প্রতিঘাতের দৃশ্য রাখিলেই চলে না। সাধারণ দর্শক এত দূর উন্নত হয় নাই, যে বুঝাইবার দৃশ্য না থাকিলে তাহা বুঝিতে পারে। সমালোচকের সমালোচনা—প্রতি নাটক অভিনয়ের পরে বৃহৎ স্তম্ভপূর্ণ "বাঙ্গালায় আর এমন নাটক হয় নাই" এই পর্য্যন্ত, কি দোষ কি গুণ তাহা তাহাতে নাই। সেই সমালোচনা পাঠে পাঠকও কিছু শেখে না, কি লক্ষ্য করিবে—তাহা দর্শকও বুঝিতে পারে না;—গ্রন্থকার হয়তো একটু স্ফীত হন—এই মাত্র ফল। একেই আপনার লেখায় পক্ষপাত বশতঃ দোষ লক্ষ্য করা কঠিন, তাহার উপর সমালোচক যে কোন বিদেশী উচ্চ নাটকের কথা শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, তাহার চরিত্রের সহিত আলোচ্য নাটকের চরিত্র সমান উজ্জ্বল বলিয়া দেখিতে পান। আবার একশ্রেণীর সমালোচক কখন' কখন' দেখা দেন, তাঁহারা নাক সিঁটকাইয়া আছেন, "বাঙ্গালায় নাটক নাই, অভিনয় নাই, সকলই দোষ।"

বহু শতাব্দী স্থাপিত বিদেশী রঙ্গালয়ের সহিত অর্দ্ধশতাব্দী-অসম্পূর্ণ বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের তুলনা পূর্ব্বক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া যান। পণ্ডিতপ্রবর বুঝেন না, যে বাঙ্গালী দর্শকের জন্য বাঙ্গালা নাটক লিখিতে হইয়াছে। সেক্সপিয়রের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু বুঝেন না যে, যদি সেক্সপিয়ার স্বয়ং বাঙ্গলায় আসিয়া নাটক লেখেন, তাহা বাঙ্গালী দর্শকের বোধগম্য হইবে না। সমালোচক না হয় বুঝিয়া যাইবেন, কিন্তু অপর দর্শক তাহা পয়সা দিয়া দেখিতে আসিবে না। আমার এ কথাটী আনুমানিক নয়। যখন মিনার্ভায় "ম্যাক্‌বেথ" অভিনয় হয়, দুই চারি অভিনয়-রজনীর পর রঙ্গালয় প্রায় দর্শকশূন্য হইয়াছিল। প্রথম প্রথম যে সকল দর্শক আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আমাদের সাক্ষাতে বলেন, "আমি প্রায় দশ বৎসর থিয়েটার দেখিতেছি, কিন্তু এমন ঠকন কখনও ঠকি নাই।" তাহার পর 'আবুহোসেন' হওয়ায় অনেকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। 'মুকুল-মুঞ্জরায়' দুইবার মুকুল ও তারার পরিচয় আছে, তথাপিও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—"কই, ভাল বোঝা গেল না।" এই তো দর্শকের অবস্থা। তাহার পর অনেক দর্শকেরই শনি ও বুধবারে ৯টার পূর্ব্বে আসিবার অসুবিধা; কার্য্যস্থলে অবসর পাইয়া, আহারাদি করিয়া আসিতে গেলে ৯টার পূর্ব্বে আসা চলে না। ৯টায় অভিনয় আরম্ভ করিলে চারি ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। সেই চারি ঘণ্টার মধ্যে কনসার্টের বিরাম দিয়া পাঁচ অঙ্কের নাটক, বর্ণিত দর্শকের নিকট সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত হওয়া যে দুঃসাধ্য—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহা ইংরাজি-মেজাজ-আইনে সম্মতিদাতার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই। ষ্টার থিয়েটার, বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" নাট্যাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করে। বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর" অনেকে পাঠ করিয়া, অভিনয় দর্শন করিতে আসেন। ইহাতে বুঝাইবার দৃশ্যগুলির প্রয়োজন হয় না, তথাপি ১টার মধ্যে আনিবার জন্য নাটকের আকার ছেদ করিতে ম্যানেজার বাধ্য হইয়াছেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের জীবনীতে এ সকল উল্লেখ করিতেছি, পাঠক বিরক্ত হইবেন না। এই নটরাজের জীবনীতেই এই সকল কথা উপযোগী। তিনি জীবিত থাকিলে এই সকল কথা তাঁহারই মুখে শুনিতেন।

নাটককার ও দর্শকের অসুবিধার বিষয় বলিলাম। এই অসুবিধায় অভিনেতাও নিস্তার পায় নাই। আমি অভিনয়ের সময়-সংক্ষেপের পক্ষপাতী, কিন্তু ১টা অবধি সময় নির্ণীত হইবে, ইহা শুনিয়া প্রতিবাদ করিতে যাই। ২টা অবধি সময় স্থির হওয়া উচিত, আমি মিউনিসিপ্যাল সভায় বলি। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমার মত সংস্থাপনের চেষ্টা পাই; দৃষ্টান্ত এই—আমি তৎপূর্ব্বে ইংরাজি থিয়েটারে "Sign of the Cross" দেখিতে যাই। তাহাতে আছে, নীরোর আজ্ঞামত রঙ্গস্থল নির্ম্মাণ করিয়া দর্শকসমীপে বন্য-পশু দ্বারা একে একে ক্রিশ্চানদিগকে বধ করা হইবে। উপস্থিত নাটকে নীরোর এই আদেশমাত্র দর্শকবৃন্দ শুনিয়াছে। এই আদেশ যে কার্য্যে পরিণত হইতেছে, তাহা তূর্য্যধ্বনিতে ইংরাজ দর্শক বুঝিল। কিন্তু আমার সহিত দুই একজন অভিনেতা ছিল, তাহারা সে তূর্য্যধ্বনি কি, বুঝিতে পারিল না। শেষ দৃশ্যে নায়িকা মার্সিয়ার ধর্ম্মোপদেশে, নায়ক মার্কাস, যে ক্রিশ্চানবিরোধী ছিল, বুঝিল—ক্রিশ্চানধর্ম্ম সত্য। নায়িকা সিংহ দ্বারা বধ হইবে, নীরোর আদেশ। সিংহ-পিঞ্জর নেপথ্যে—সেই পিঞ্জর মধ্যে নায়িকা প্রবেশ করিবে,—স্ব-ইচ্ছায় নায়িকা প্রবেশ করে কিনা, তাহা দেখিতে নীরোর দূত উপস্থিত। এমন সময় মার্সিয়ার উপদেশে, মার্কাস পরিবর্ত্তিত হইয়া, মার্সিয়ার হস্তধারণ পূর্ব্বক পিঞ্জরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেবল নীরোর দূতকে বলিল—"Tell Cæsar, I am a Christian." অর্থাৎ সিজারকে বলিও আমি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। এই কথার পর বজ্র-করতালিতে যবনিকা পতিত হইল। আমি এই বিষয়টী বর্ণনা করিয়া গোমাংস-পুষ্টমস্তিষ্ক মিউনিসিপ্যাল-সভাপতিকে বলিলাম যে "Tell Cæsar, I am a Christian." কেবল এই ছত্রটী বাঙ্গালা থিয়েটারে যতদূর উৎকৃষ্ট অভিনেতা দ্বারা উচ্চারিত, হইত, তাহাতে ইংরাজি থিয়েটারে যে ফল দেখিয়াছিলাম, তাহা হইত না। সহৃদয় পাঠক, আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে আমিও একজন অভিনেতা বলিয়া কলিকাতায় পরিচিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে, কেবলমাত্র ঐ একটী পংক্তি অভিনয় করিয়া ফললাভ করিতে পারি না; এবং যদি কেহ পারেন—তিনি আমার পরিচিত নন। যথাযোগ্য হাবভাবের সহিত

যে উক্ত পংক্তিটী অভিনয় করা যায় না, ইহা বলিতেছি না। কিন্তু সকল দর্শকের তাহাতে তৃপ্তিসাধন করা উপস্থিত অবস্থায় অসাধ্য। ইহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতেছি—আমার "রাবণবধ" দর্শকের প্রিয় হইয়াছিল। এই রাবণবধে যখন রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলেন,—তখন সীতাদেবী লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—"কেনরে লক্ষ্মণ, তুমি না সম্ভাষ মোরে?" লক্ষ্মণ উত্তর দিল,—"জ্যেষ্ঠ-অনুগামী মাতঃ!" স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল লক্ষ্মণের অংশ লইয়াছিলেন। হৃদিভেদী স্বরে পংক্তিটী উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু দর্শক তাহা ধরিতে পারিল না। পররাত্রে মহেন্দ্রলালের অনুরোধে, কয়েক ছত্র স্বগত উক্তি যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।—"কেন মাগো সুমিত্রাজননী, দিয়াছিলে গর্ভে স্থান" ইত্যাদি (১৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) যেমন লক্ষ্মণের মুখে নিঃসৃত হইল, অমনি করতালিতে রঙ্গালয় কাঁপিয়া উঠিল। আমি উপরোক্তভাবে সভাপতিকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম, কিন্তু বৃথা,—আমার মত সমর্থনের জন্য আমি একা,—সভাপতি আইন করিবেনই, উত্তর করিলেন—"আপনার মতে দেখিতেছি, audienceকে বুঝাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি থিয়েটার করিলে ভাল হয়।" আমি বলিলাম, "না, আর এক ঘণ্টা সময় চাই।" উত্তর করিলেন—"৮টার সময় থিয়েটার করো।" আর তাঁর কথার উপর কথা কি! পাঠক বিরক্ত হইবেন না, এ সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা;—যদি কেহ মনে করেন, ৪ ঘণ্টা অভিনয়-উপযোগী দর্শকের মনোহারী নাটক, অযোগ্য নাট্যকার করিতে না পারেন, প্রকৃত নাট্যকার পারেন, কিন্তু সে প্রকৃত নাট্যকার তো প্রায় চল্লিশ বৎসর রঙ্গালয়ে বেড়াইয়া দেখিতে পাইলাম না।

অভিনয় ও অভিনেতা।

অভিনয় সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন, কবির ন্যায় অভিনেতা জন্মগ্রহণ করেন—শিক্ষায় গঠিত হন না। কবি ও অভিনেতার উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু কেবল উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই কবি বা অভিনেতা হওয়া যায় না। অভিনেতার অভিনয়োপযোগী আকার স্বভাবপ্রদত্ত। উপন্যাসে নায়ক বর্ণনায় দেখা যায়, নায়ক অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্ট, অনেক সময়েই দীর্ঘকায়, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধরযুক্ত, পীন বাহু, বিশাল বক্ষ ইত্যাদি। উপন্যাস-বর্ণিত নায়কের কণ্ঠস্বর পুরুষোচিত সুমিষ্ট হইলেই চলে, কিন্তু উপন্যাসের নায়ক রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উচ্চকণ্ঠ না হইলে চলিবেই না। উপন্যাসের নায়কেরও বীরকণ্ঠের আবশ্যক, কিন্তু শুধু বীরকণ্ঠ হওয়া রঙ্গমঞ্চের নায়কের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কারণ নিম্নকণ্ঠে বিরলে পরামর্শ দূরস্থ শ্রোতৃ-বর্গকে শুনাইতে হইবে, উচ্চকণ্ঠে সৈন্যকে উৎসাহ প্রদান ব্যতীত নায়িকার সহিত নায়কের মৃদু প্রেমকথা শুনিতেও দর্শক উপস্থিত থাকেন। রঙ, পরচুলা প্রভৃতির সাহায্য অভিনেতা পান বটে, কিন্তু কাঠামটা এক রকম উপযোগী না থাকিলে সুনিপুণ বহুরূপীর শিল্পেও তাঁহার নায়কত্বের অধিকার হইবে না। স্বভাব তাহাকে নট করিয়া না গড়িলে চলিবে না। কুরূপ নায়কের দৃষ্টান্ত যে নাই তাহা নয়, যথা—ভিক্টার হিউগোর "Black Dwarf of Notre Dame"এর নায়ক। বর্ণিত আছে—উক্ত নায়ক কুৎসিতের রাজা বলিয়া আমোদপ্রিয় যুবকেরা তাঁহাকে লইয়া সমারোহে রাজপথে ভ্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ নায়ক আর খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (serious part) উপযোগী আকারের যেরূপ আবশ্যক, হাস্যরসাত্মক ভূমিকায়ও সেইরূপ। তবে এ ভূমিকায় বেশকারীর নিপুণতার সাহায্য অনেক পাওয়া যায়। তথাপি মুখভঙ্গি প্রভৃতি স্বভাবদত্ত হইলে, উৎকৃষ্ট হয়। উচ্চদন্ত হাস্যরসে বিশেষ উপযোগী। যথাযোগ্য আকার কণ্ঠস্বর প্রভৃতি অভিনেতার অবশ্য প্রয়োজন বলিয়াই অনেক রঙ্গালয়-প্রবেশ-প্রার্থীর আবেদন রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ গ্রাহ্য করিতে পারেন না। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজ নিজ শিক্ষার পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা একথা বুঝেন না যে, কেবল শিক্ষিত হওয়াই যথেষ্ট নহে। কণ্ঠস্বর ও আকারাদিগত ত্রুটী অভিনেতার পক্ষে বিষম অন্তরায়। এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গের বা রাঢ় অঞ্চলের উচ্চারণ কলিকাতার রঙ্গালয় প্রবেশের একটী বিশেষ বাধা।

স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। নটের কার্য্য—"To give to airy nothings a local habitation and a name. কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আন্তরিক ও বাহ্যিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্য্য হয় না—যে ভূমিকা অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না।" *

নাট্যকার যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, নট তাহা অনন্যমন হইয়া চিন্তা করেন। সে চরিত্র যদি স্বয়ং নাটককার তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তথাপি নটের চিন্তা ফুরায় না। নাটককার যে ভাবাপন্ন হইয়া নাটক লিখিয়াছিলেন, নাটকীয় চরিত্র বুঝাইবার কালে তিনি সে ভাবাপন্ন নহেন, কিন্তু নটকে চিন্তাযোগে সেই ভাবাপন্ন হইতে হইবে। অনেক সময়ে নটকর্ত্তৃক নাটকীয় চরিত্রের অনুভূতিতে (conception) নাটক-কারকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—ভিক্টার হিউগো একখানি নাটক লিখেন। যে রঙ্গালয়ে ইহার অভিনয় হইবার কথা হইতেছিল, তাহার প্রধান অভিনেত্রীর মতে নাটকখানি ভাল হয় নাই, কিন্তু তথাপি নাটকের মহলা (rehearsal) চলিতে লাগিল। উক্ত অভিনেত্রীর ভূমিকা (part) ব্যতীত সকল ভূমিকাই

---

* মৎপ্রণীত 'বঙ্গনাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' নামক প্রবন্ধের ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীর ২৫১ পৃষ্ঠা দেখুন)

উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রী ভাবিল যে নাটকের ত কেহ নিন্দা করিবে না, আমিই নিন্দাভাজন হইব। তখন সে অভিনেত্রী নিজের ভূমিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিল। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া ভিক্টার হিউগো চমৎকৃত! তিনি দেখিলেন যে সে চরিত্র সম্বন্ধে অভিনেত্রীর কল্পনা এত উচ্চ যে তিনি স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সধবার একাদশীর 'জীবনচন্দ্রের' অভিনয় দর্শনে প্রতিভাবান নাটককার দীনবন্ধু মিত্র তদভিনেতা অর্দ্ধেন্দুকে 'আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা *"Improvement on the author"* বলিয়া যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ভিক্টার হিউগো কর্ত্তৃক উক্ত অভিনেত্রীর প্রশংসার অনুরূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী'র ভূমিকায় নটগুরু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আভাস পাওয়া যায়, যেন মধুসূদন নিজ নাটকের রচনা উক্ত নটের নিকট যাচাই করিয়া লইতেছেন।

নটের কল্পনা যে সামান্য নয়, তাহা বহুদৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যায়। নাটকের চরিত্র লইয়া নট, তচ্চরিত্র প্রস্ফুটনে কিরূপ পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে উপযুক্ত হইবে ও শিল্প দ্বারা নিজ অবয়বে কিরূপ পরিবর্ত্তনই বা আবশ্যক, তাহা দর্পণ সাহায্যে স্থির করেন। চরিত্র সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা করাতেই অভিনেতার কার্য্যের অবসান হয় না। তাঁহার অবয়ব স্বেচ্ছানুসারে চালিত হওয়া চাই। শুনা যায়, জগদ্বিখ্যাত অভিনেতা সার্ হেন্‌রি আর্‌ভিং ফরাসী মন্ত্রী 'রিশ্‌লু'র ভূমিকার অভিনয়ে রাজার সম্মুখে নিজ মৃত্যু যেন আসন্ন দেখাইতেন। কিন্তু রাজা 'রিশ্‌লু'কে মার্জ্জনা করিয়া চলিয়া যাইবার পরেই শত্রুদমনোৎসুক আরভিং-রিশ্‌লু ভীষণ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইতেন। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, ভারতের সীমান্ত যুদ্ধে (চিত্রল-সমরে) আরভিং দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিরূপে গুলির আঘাতে সতেজ সৈনিক মৃত হইয়া পড়ে। তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও সে সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই; তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল—রক্তোৎফুল্ল বীরমদোজ্জ্বল মুখমণ্ডল কি প্রকারে সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় ও তাহাতে মৃত্যুর ছায়া পতিত হয়। দেহের উপর এরূপ আধিপত্য লাভ অল্প অভ্যাসের কার্য্য নহে। কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা চরিত্রের অনুরূপ কথা কওয়া, তাহার হাবভাব আনা—নটের অতি কঠোর সাধন।

কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিক পুরুষ কথা কহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে তরবারি-মুখে ব্যূহ-রচনা চিত্রিত করিতেছে; মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলি-ভঙ্গিতে মালা গাঁথে; কেরাণী কথা কহিতে কহিতে অন্যমনে অঙ্গুলি দিয়া কি লেখে; প্রেমিক মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সুন্দর বস্তু দেখিয়া অন্যমনা হয়; বেদিয়া চলিতে চলিতে ডিগবাজী খায়, গায়ক শিস্ দেয়, বাজিয়ে অঙ্গ বাজায় —এই সকলের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য —যেন অভিনয়কালে এই সকল ভাবভঙ্গী স্বভাব-প্রসূত বলিয়া দর্শক মনে করেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গ-রঙ্গালয় হইতে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ন্যাসান্যাল থিয়েটারে ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে বরেন্দ্রসিংহের ভূমিকায় মরুদেশের রাজদূতের সহিত ধনদাসের বাদানুবাদের মাঝে দাঁড়াইয়া যখন ভূমিস্পর্শী পিধান দ্বারা ব্যূহ রচনা করেন, তখন ভাবুক দর্শক তাঁহার সে কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বেলবাবু (যিনি কাপ্তেন বেল নামে পরিচিত) "ধীবর ও দৈত্য" নামক নাটকে ধীবরের ভূমিকায়, দৈত্যকে কৌশলে পিপের মধ্যে আবার প্রবেশ করাইয়া—পিপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া—যখন তাহার উপর বসিতেন, আর দৈত্য 'আমায় খুলিয়া দাও' বলিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিত, তখন রোষাবিষ্ট বেল মস্তক চালিয়া বলিত—"কভি নেই" এবং নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তাহার জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে কি না। জেলে না হইলে এরূপ অবস্থায় জালের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখে না—দৈত্য পাছে বাহির হয়, এই ভয়েই বিব্রত থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে, সহৃদয় দর্শক বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের অভিনয়ের অনেক স্থলে প্রশংসা করিয়াছেন। কাশিমবাজারে 'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি। যখন যোগেশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে,—পথিকের নিকট মদের পয়সা প্রার্থী, স্ত্রীকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছে ও বলিয়াছে "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!"—তাহার পর ভগ্নহৃদয় ও মনে জীর্ণ 'যোগেশ' সাজিয়া যখন আমি বাহির হইয়াছিলাম ও পা টানিয়া চলিয়াছিলাম,

তখন আমার এই গমনভঙ্গী কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লক্ষ্য করেন। অভিনয়-শেষে তিনি কাশিমবাজারের ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত এক ব্যক্তির নাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি কি না? আমি 'না' উত্তর করায়, মহারাজ বলেন—"আপনার চলন ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়াছিল।" এই প্রশংসায় আমার আত্মতৃপ্তি জন্মিয়াছিল, কারণ আমি যাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা লক্ষিত হইয়াছিল।

নটের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া বড় অল্পায়াসসাধ্য নহে। যাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত ধ্যান-ধারণা-শক্তি নাই, তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশ বিড়ম্বনা। তিনি সুপাঠক হইলে যথাযোগ্য উচ্চারণের সহিত দর্শক-সমীপে নিজ ভূমিকা বুঝাইয়া পাঠ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা অভিনয় নহে। অভিনয়ের পন্থা কঠোর—কুসুমাবৃত নহে। নটের কণ্ঠস্বর লইয়া কাজ। অতএব যে কার্য্যে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, তাহা বিষবৎ পরিহার্য্য। অন্তর্দৃষ্টি করিতে হইলে অন্তর্বৃত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে, দৃষ্টিতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ ঘটে। এই বিশ্লেষণ কার্য্যে মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা বুঝিয়া আপনার মনোবৃত্তির সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হয়। ভূমিকা কোথায়ও ক্ষুণ্ণ থাকিলে তাহা অভিনয়কালে অক্ষুণ্ণ করিয়া প্রদর্শন করা যায় কি না, সে বিষয়ে নিয়ত চেষ্টা না করিলে, নট নাটককারের যোগ্য ভাবপ্রকাশক হন না—প্রকৃত বন্ধুজ্ঞানে নাটককার তাঁহাকে অভিবাদন করেন না। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাইকেল মধুসূদন রামকে ভীরুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত 'মেঘনাদ বধ' উচ্চকাব্য হইয়াও হিন্দুর নিকট দূষণীয় হইয়াছে। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'মেঘনাদ বধ' নাটকে রামের ভীরুতা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। যখন নৃমুণ্ডমালিনী রামকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন, তখন রামকে দৃপ্তস্বরে বলিতে হয়—

> "জনম রামের, রমা, রঘুরাজকুলে
> বীরেশ্বর"—ইত্যাদি।

তার পর যখন বিভীষণ বলেন—

> "দেখ
> প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
> রঘুপতি! দেখ দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
> না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে
> ভীমরূপা, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
> রক্তবীজ কুল-অরি!"

তদুত্তরে রাম উপেক্ষাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করেন—

> "দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
> রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি"—ইত্যাদি।

এই ঈষৎ হাস্যে নট প্রকাশ করিতে চাহেন যে রাবণের সহিত যুদ্ধার্থে অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়াছি—রমণীর বীরত্ব আর কি দেখিব। কিন্তু রামের ভীরু স্বভাব উক্ত কাব্যে এত স্থানে প্রকাশিত যে, তাহা ঢাকিবার জন্য নটের এ কৌশল কতদূর সফল হয়, তাহা বলা যায় না।

অনেক সময়ে নাটক প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত, নট কৌশল করিয়া নাটকীয় কথার এরূপ বিকৃত উচ্চারণ করেন যে তাহা শ্রোতার কাণে লাগে। যে অংশটী ঐরূপ বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহার প্রতি দর্শকের লক্ষ্য পড়ে। দর্শকের পক্ষে এইরূপে আকর্ষণ করিতে না পারিলে নটের কার্য্য সম্পন্ন হয় না। যেখানে নাটকের কোন পংক্তিতে একটী বিশেষ ভাব আছে, সেখানে সেই ভাবটী দর্শক যদি লক্ষ্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে নট অভিনয়ে যে প্রণালীতে চলিতেছেন, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিবেন না। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইয়াগো-(Iago)র ভূমিকা অভিনয়ে কোন নট এইরূপ অভিনয় করেন, যেন ইয়াগো বিনা কারণে, কেবল মাত্র তাহার স্বভাব দোষে ওথেলোর (Othello) অনিষ্টকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিভাবান অন্য এক নটের অভিনয়ে প্রকাশ পাইত—ইয়াগো যেন ঈর্ষ্যাবশতঃ সমস্ত অনিষ্ট করিয়াছে। ইয়াগো বলিতেছে—

> "I hate the Moor;
> And it is thought abroad
> That 'twixt my sheets'
> He has done my office:
> I know not if't be true;
> But I for mine suspicion in that kind
> Will do as if for surety.

—মুরের প্রতি আমার বিদ্বেষ; এমন একটা কথাও

আছে যে, সে আমার শয্যা কলুষিত করিয়াছে। সত্য কি না জানি না, কিন্তু এই সন্দেহের ছায়াটুকু ধ্রুব সত্য মনে করিয়াই আমি প্রতিহিংসা সাধন করিব।" ইয়াগোর এই উক্তিটুকু বলিবার কালে উল্লিখিত নট '*twixt*' (my sheets) শব্দটী ভাগ করিয়া ভুলিয়া যাইতেন এবং তৎপরিবর্ত্তে *between* উচ্চারণে ছন্দঃপতন করিয়া এই বিশেষ কথাটির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। এরূপ কৌশল সুবক্তাকেও কখন কখন করিতে হয়। যে সকল নটের কল্পনা ছিল যে, স্বভাবজাত দুর্বৃত্তি বশতঃ ইয়াগো ওথেলোর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাঁহাদের অভিনয়ে প্রকাশ পাইত, যেন ওথেলোকে যন্ত্রণা দেওয়া তাহার আমোদপ্রদ কার্য্য ছিল। যেমন নিষ্ঠুরস্বভাব ব্যক্তি কোনও প্রকার শত্রুতা না থাকিলেও পরকে দুঃখ দিয়া বা পরের দুঃখ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু ঈর্ষ্যাজনিত শত্রুতাচরণ অন্য প্রকার। কীন্ (Kean) কর্ত্তৃক এই ইয়াগো অভিনয়ে প্রকাশ পাইয়াছিল, কুটিল-স্বভাব ব্যক্তি সামান্য সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কিরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুতা সাধন করে এবং তাহার সন্দেহ-সৃষ্ট শত্রুর যন্ত্রণায় সে রোষের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ উল্লসিত হয়। ইয়াগোর উল্লিখিত দুই প্রকার অভিনয় লইয়া নানা বাদানুবাদ থাকিলেও শেষোক্ত প্রথাটী প্রতিভাবান নট কর্ত্তৃক নাটকীয় চরিত্র প্রস্ফুটনের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত।

অভিনয়কালে প্রকৃত নট কখনও অবহেলার সহিত অভিনয় করিবেন না। ভাবুক দর্শক থাকুক বা নাই থাকুক, অভিনেতার দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা উচিত। সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ছাত্রগণকে বলিতেন—"যেমন সভাই হউক, তুমি অনাস্থার সহিত গান করিও না। সে আসরে একজনও সমজদার থাকিতে পারেন—তাঁহাকে ব্যথা দিও না। সেই একজনের তৃপ্তি তোমার আশাতীত পুরস্কার জ্ঞান করিবে।" সঙ্গীতাচার্য্যের এই অমূল্য উপদেশ নটের প্রতিও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

রঙ্গালয়ে শুনা যায়, অমুক ব্যক্তি এই ভূমিকা (part) 'জালাইয়া দিয়াছে'—অর্থাৎ সে ভূমিকা ঐ ব্যক্তির দ্বারা এত উৎকৃষ্ট অভিনীত হইয়াছে যে, তাহা অন্য ব্যক্তি গ্রহণ করিলে তুলনায় তাঁহাকে অতিশয় নিন্দনীয় হইতে হইবে। ইহা নটের যোগ্য কথা নহে। যে কোন ভূমিকা যতই উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হউক না কেন, সে ভূমিকা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ প্রকৃত নটের পক্ষে নিন্দার কথা। এই নিন্দা অপেক্ষা অভিনয় করিতে গিয়া নিন্দনীয় হওয়া শ্রেয়ঃ। ভূমিকাটী সুন্দররূপে অভিনয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা নটের নিতান্ত কর্ত্তব্য। দাবা খেলোয়াড়েরা বলিয়া থাকেন —ভাবিলেই চাল বাহির হয়। আমরা নট, আমাদের কার্য্যও সেইরূপ—ভাবিলেই চাল বাহির হয়। মিস্ সিডন্স্ (Miss Siddons)এর 'লেডী ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় জগদ্বিখ্যাত। 'হ্যাজ্‌লিট'এর মমতাহীন লেখনীতেও সে অভিনয়ের সুখ্যাতি ধরে না। কুমারী সিডন্স্ দীর্ঘকায়া ছিলেন—লেডী ম্যাক্‌বেথের কঠোর অংশ অভিনয়ের উপযুক্ত করিয়াই যেন তাঁহার সে গঠন। তিনি এই ভূমিকা যে ভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে দর্শক বুঝিলেন যে লেডী ম্যাক্‌বেথ অতি উৎকট চরিত্র। তাঁহার সে অভিনয় দর্শনে বহুদিন ধরিয়া লোকের এই ধারণা ছিল যে, সে চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে আর কেহই দাঁড়াইতে পারিবেন না। ইহার পর কয়েক বৎসর রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া কুমারী সিডন্স্ যখন বৃদ্ধাবস্থায় লেডী ম্যাক্‌বেথরূপে পুনরায় দর্শকসমীপে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার যৌবনের অভিনয়ের সহিত তুলনায় হ্যাজ্‌লিট্ তাঁহার নিন্দা করেন, কিন্তু সে নিন্দাও অনেকের পক্ষে উচ্চ প্রশংসা।* মিস্ সিডন্স্এর পর অধুনা সারা বার্ণহার্ট (Sara Barnhardt —যাঁহাকে লোকে, Divine Sara বলে) লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সারার 'লেডী ম্যাক্‌বেথ' দর্শনে লেডী ম্যাক্‌বেথের চরিত্র দর্শকের মনে ভিন্নরূপ অঙ্কিত হইল। দর্শক দেখিল—যেন স্বামী-অনুরাগিনী, স্বামীর উচ্চপদাকাঙ্ক্ষিনী প্রেমিকা রমণী রঙ্গমঞ্চে বিচরণ

---

* মিস্ সিডন্স্ সম্বন্ধে এরূপ একটী গল্প আছে। লেডী ম্যাক্‌বেথ অভিনয়ের পর তিনি দর্শকবৃন্দের এতই প্রশংসাভাজন হন ও তাঁহার যশ এতই বিস্তৃত হইয়াছিল যে, একদিন তিনি সজ্জিত হইয়া যানারোহণে যখন রঙ্গালয়ে আসিতেছিলেন, তখন জনৈক বিখ্যাত চিত্রকর পথিমধ্যে তাঁহার গাড়ী থামাইলেন। তাহাতে সিডন্স্ জিজ্ঞাসা করেন—"কেন তুমি আমার গাড়ী থামাইলে, তুমি কে?" চিত্রকর উত্তর দিলেন—"আমি চিত্রকর, আপনার সজ্জিত মূর্ত্তি নিকটে দেখিবার জন্যই গাড়ী থামাইয়াছি।" মুগ্ধনেত্রে চিত্রকর সে মোহিনীমূর্ত্তি দেখিলেন;—ঈষৎ হাসিয়া অভিনেত্রী তখন রঙ্গালয়ে গেলেন।

করিতেছেন। সে স্বার্থত্যাগিনীর স্বামীর স্বার্থই স্বার্থ। স্বামীর যে উচ্চকামনা ছিল—তাহা সে জানিত; পতির আজীবনের বাসনা পূর্ণ হউক—এই উদ্দেশ্যেই সে পতিকে উত্তেজিত করিয়াছে এবং অনুতাপদগ্ধ স্বামীকে অনুতাপিনী স্বপ্নাবস্থাতেও স্নেহভরে সান্ত্বনা দিয়াছে। পতিদুঃখে দুঃখিনী উন্মাদিনী বলিতেছে—

"Fie my Lord, fie, a soldier afraid? What need we fear, who knows it, when none can call our power to account?" ছিঃ প্রভু ছিঃ—তুমি যোদ্ধা হ'য়ে ভয় পাও? যে জানে জানুক, কিসের ভয়? আমাদের শক্তির বিরোধী হ'য়ে কে দোষী ক'রতে সাহসী হবে?

পরে আবার পতিকে সান্ত্বনা দিতেছে—"I tell you yet again Banquo's buried. He cannot come out of his grave." আমি তোমায় ব'লছি—ব্যাঙ্কো কবরে—গোর থেকে উঠে আসতে পারবে না। স্বপ্নাবস্থায় এই সকল অতি মধুর সান্ত্বনাবাক্যে সারা-লেডী ম্যাক্‌বেথ বলিয়াছিলেন।

শেষে বলিতেছে—"Come, come, come, come, give me your hand, what's done, cannot be undone To bed, to bed, to bed." এসো, এসো আমার হস্তধারণ করো, যা হয়েছে—তা আর ফিরবে না—শয্যায় চলো—শয্যায় চলো।

শেষের এই স্থলে সারার অঙ্গভঙ্গীতে দর্শক দেখিত, যেন প্রেমিকা অতি যত্নে ভয়কম্পিত পতির হস্ত ধা'রণ করিয়া শয্যায় লইয়া যাইতেছে। এই উদাহরণে বুঝা যায় যে, লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকার কল্পনা উক্ত দ্বিতীয় প্রকার উচ্চ কল্পনা হইতে পারে। সিডন্‌স্ ও সারা উভয়েই প্রশংসার যোগ্য। সিডন্‌স্ লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা "জ্বালাইয়া দিয়াছে" প্রতিভাশালিনী সারা এ কথা বলেন নাই। তবে লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা লইয়া এই তর্ক চিরকালই চলিতে পারে—সেক্‌সপিয়রের স্বকৃত কল্পনা সারা সিডন্‌স্‌এর অনুরূপ?

আমাদের এদেশে 'রামলীলা'য় বৎসর বৎসর যেমন রাম লক্ষ্মণ বদল হয়, বিলাতে 'রোমিও জুলিয়েট'ও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসরই নূতন রোমিও জুলিয়েট ভূমিকায় একটি নূতন প্রকার পরিবর্ত্তন করে। এই নূতনত্ব কেবলমাত্র নটের চিন্তাশক্তিফলপ্রসূত। প্রতি বৎসরেই ওই দুই ভূমিকা "জ্বলিয়া যায়"; কিন্তু আবার প্রতি বৎসরই দর্শকজনমনোহারী নূতন অভিনয় হইয়া থাকে।

বিলাতী রঙ্গালয়ের ইতিহাসে আছে, ব্যারী নামে এক ব্যক্তি গ্যারিকের ছাত্র ছিলেন। তিনি গ্যারিকের দ্বারা এরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন যে, দর্শকবৃন্দ তাঁহাকে গ্যারিকের তুল্য অভিনেতা মনে করিতে লাগিল। প্রশংসায় গর্ব্বিত হইয়া ব্যারী গ্যারিককে ত্যাগ করিয়া গেলেন; গ্যারিক চিন্তিত, ব্যারীকে কিরূপে পরাজিত করিবেন। বহুচিন্তার ফলে তিনি শেষে ব্যারীকে পরাজিত করেন। লোকে গ্যারিকের ও ব্যারীর পার্থক্য লিয়ার (Lear)এর অভিনয়ে বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া বলিতে লাগিল—"For Barrie we have laughter, for Garrick only tears"—ব্যারীকে দেখিয়া হাসি আসে—অশ্রু কেবল গ্যারিকের জন্যই। অভিনয়ের পার্থক্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। King Learএ আছে—"That she may feel how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child." কৃতঘ্ন কন্যা Gonerilকে লক্ষ্য করিয়া Lear এই অভিসম্পাত করিতেছেন—"তাহার যেন কুসন্তান জন্মে, কৃতঘ্ন সন্তানের জ্বালা সর্পদংশন অপেক্ষা কত যে তীব্রতর, তাহা যেন সে অনুভব করিতে পারে।" গ্যারিক "That she may feel" ইত্যাদি বাক্যটী একবার থামে বলিয়া ওই পংক্তিটী পুনর্ব্বার অতি তীব্রস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, গ্যারিক ব্যারীর জয়-পরাজয় এই অভিনয় ভঙ্গীতেই দর্শক বুঝিতে পারিয়াছিল। আর একস্থলে যখন প্রান্তর মধ্যে ঝঞ্ঝাবাতাক্রান্ত লিয়ার—ভূতবৃন্দ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"I tax not you, you elements with unkindness; I never give you Kingdom, called you children, you owe me no subscrip tion."

তথায় গ্যারিকের অভিনয় এমনই হৃদয়ভেদী হইয়াছিল যে, ব্যারী গ্যারিকের পার্থক্য সম্বন্ধে দর্শকবৃন্দের পূর্ব্বোক্ত মত (For Garrick only tears) বর্ণে বর্ণে অক্ষর্ষ হইয়াছিল।

উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত ভূমিকা যে চিন্তার দ্বারা উৎকৃষ্টতর অভিনীত হইতে পারে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গরঙ্গালয় হইতেও দেওয়া যাইতেছে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহের অভিনয়ে "মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ—এখনি তাহাকে বধ করিব"—এই অংশে মানসিংহ পদটী একই স্বরে তিনবার উচ্চারিত হইত। পরবর্ত্তী অভিনেতা কর্ত্তৃক এ অংশের অভিনয় এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইল—প্রথম মানসিংহ এরূপভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যেন নামটী ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষ্কে দুঃস্বপ্নের ছায়ার ন্যায় পতিত হইল, দ্বিতীয় মানসিংহের উচ্চারণে বোধ হইল যেন সেই ছায়া কিঞ্চিৎ দীপ্তি পাইয়াছে—যেন কি দুর্ঘটনা স্মরণ হইতেছে; তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্মৃতিপটে শত্রু মানসিংহ সুস্পষ্ট দাঁড়াইল; এই শেষের মানসিংহ দেখিবামাত্র অসি মোচনপূর্ব্বক ভীমসিংহ তাহাকে বধ করিতে ছুটিল। এই ভীমসিংহের ভূমিকার আর একস্থলে রাজা ক্ষিপ্ত অবস্থায় বলিতেছেন—"কেও? মহিষী যে। তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ?" এই অংশ প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে অভিনীত হইত; পরিবর্ত্তিত অভিনয়ে কান্না ছিল না। কৃষ্ণা যেন কোথায় গিয়াছে—রাজা প্রিয় দুহিতাকে খুঁজিতেছেন, এইরূপ ভাবেই অভিনীত হয়। পরিবর্ত্তিত অভিনয় পূর্ব্বের রোদন অপেক্ষা হৃদয়ভেদী হইয়াছিল।

যখন প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটার ত্যাগ করিয়া আমি ষ্টার থিয়েটারে আসি, তখন প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে মহেন্দ্রলাল বসু মৎপ্রণীত 'সীতার বনবাস' নাটকে লক্ষ্মণের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। ষ্টারে 'সীতার বনবাস' অভিনয় আরম্ভ হইলে, অমৃতলাল মিত্র লক্ষ্মণের ভূমিকা গ্রহণ করেন। উভয়েরই অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলে অমৃতলালের অভিনয়ে একটু বিশেষ পার্থক্য দেখা গেল। লক্ষ্মণ আসিবামাত্র হঠাৎ যখন রামের মুখে শুনিলেন—"সীতা দুষ্টা নারী, তাহাকে বনে রাখিয়া আইস"—তখন অমৃতলাল-লক্ষ্মণ অমনি বসিয়া পড়িলেন; অমৃতলালের এই নূতন অভিনয়টী দর্শকের বড়ই মর্ম্মভেদী হইয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারে যখন 'মেঘনাদ বধে'র অভিনয় হইত, তখন রামের ভূমিকা মেঘনাদের তুলনায় দর্শকের চক্ষে নিকৃষ্ট বোধ হইত। কিন্তু ন্যাসান্যাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয়ে রামের ভূমিকা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও মেঘনাদের ভূমিকার প্রায় সমতুল্য হইয়াছিল।

গোপাল নামে ন্যাসান্যাল থিয়েটারের একজন অভিনেতা মাইকেলের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে গদা খানসামা সাজেন। এই খানসামা-অভিনয়কালে সিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দু তাহাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দিতেছিলেন—ইহাতে গদা চটিয়া আগুন; সে বলিল, "কর্ত্তাবাবু, তোমার কোন পুরুষে খানসামাগিরি জানে না, তুমি খানসামাগিরি আমায় কি শেখাতে এসেছ?—আমরা সাতপুরুষে খানসামা।" সে সময়ে যদি মাইকেল হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইতেন, তবে তিনি গদার মুখে এই অভিনব কথাগুলি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেন,—এ আবার কোন্ "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" অভিনয় হইতেছে! গোপালের এই গদার অভিনয় অন্য সকল গদা হইতে পৃথক হইয়াছিল এবং ইহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সকলে 'গদাগোপাল' বলিয়া ডাকিত। তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীর প্রহসনে মুন্সেফের ভূমিকা পাইয়াছিলেন। এই মুন্সেফের ভূমিকা তৎপূর্ব্বে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করিয়া "জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন" বটে, কিন্তু 'গদাগোপাল' স্বীয় নিপুণতায় এ ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুর পার্শ্বে দাঁড়াইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়েও সুধীগণ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, একই ভূমিকা শ্রেষ্ঠ অভিনেতাগণ স্ব স্ব প্রথায় সুন্দর অভিনয় করিয়া থাকেন। উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে—"অমুক অভিনেতা এই ভূমিকা জ্বালাইয়া দিয়াছে"—এরূপ কথা সমীচীন নহে।

একই ভূমিকা যে দুই ভাবে অভিনীত হইতে পারে, তাহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত 'সিডন্স্' ও 'সারা'র লেডী ম্যাক্‌বেথ। এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটী বৈদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলেন যে "To be or not to be that is the question, etc etc." হ্যামলেটের এই অংশটুকু দুই ভিন্ন রঙ্গালয়ে দুইজন ভিন্ন অভিনেতা ভিন্নরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। একজন ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে—আর একজন চিন্তামগ্ন—ধীরভাবে।

রায় মহাশয় বলেন যে, উভয় নটই কৃতী; তবে এই দুই নটের দুই প্রকার আখ্যার মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে কেন স্থির করিতে পারেন নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। হ্যামলেট সম্বন্ধে হাজ্‌লিটের "Character of Shakespear's plays" নামক প্রবন্ধে আছে এবং অধিকাংশ সমালোচকেরই মত এই যে "It is not a character marked by strength of will or even of passion, but by refinement of thought and sentiment," অর্থাৎ এই চরিত্রে ইচ্ছা-শক্তির বল বা মনোবৃত্তির বেগ নাই। মার্জ্জিত ভাব ও চিন্তাই ইহার বিশেষত্ব। সুতরাং এই চরিত্র বিশ্লেষণের সার্থকতা—"To be or not to be etc."—এই স্বগত উক্তিতে যেরূপ পরিস্ফুট, অন্য স্থলে সেরূপ নহে। হ্যাম্‌লেট বলিতেছে—'জীবন ধারণ কিম্বা বিসর্জ্জন—ইহাই ত সমস্যা আমার। মৃত্যু—হয়ত সে নিদ্রামাত্র। কিন্তু স্বপ্ন যদি রহে সে নিদ্রায়—ঐ ত হতেছে ভয়।" হ্যামলেট নির্জ্জনে তন্ন তন্ন করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার উত্তর বিচার করিতেছে। অতএব হ্যামলেটের এ ভূমিকায় যে অভিনেতা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করে, সে ব্যক্তি—আমাদের রঙ্গালয়ে যাহারা বীররসে তর্জ্জন গর্জ্জন ও করুণরসে পুরুষের ভূমিকায় স্ত্রীলোকের ন্যায় হাউ হাউ করে, তাহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ অভিনেতা বলিয়া উক্ত হইতে পারে। সে যে আদৌ সেক্‌সপিয়ার বোঝে নাই—ইহা নিশ্চিত হইতে নিশ্চিততর।

একই অংশের বিভিন্নভাবে অভিনয় সম্বন্ধে দেশীয় রঙ্গালয় হইতে পুনশ্চ একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নটশ্রেষ্ঠ অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার প্রশংসা কথনে উক্ত রায় মহাশয় অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় "বিল্বমঙ্গল" নাটক হইতে একটী দৃষ্টান্ত দেন। নাটকের এক স্থলে চিন্তামণিকে লক্ষ্য করিয়া বিল্বমঙ্গল পুনঃ পুনঃ বলিতেছে –"তুমি অতি সুন্দর, —অতি সুন্দর!" পূর্ব্বে একজন অভিনেতা এই "অতি সুন্দর" ছত্রটী উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে বলিতেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দু কর্ত্তৃক শিক্ষিত নট এইস্থলে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিম্নকণ্ঠ করিয়া আনিত। রায় মহাশয় বলেন, অর্দ্ধেন্দু কৃত এই পরিবর্ত্তন বড়ই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু আমি বিনীত ভাবে বলিতেছি, তাঁহার এই মতের সহিত আমার অনৈক্য আছে। রায় মহাশয় বলেন যে উত্তরোত্তর চীৎকারে কামভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু ক্রমে নিম্নকণ্ঠে বলিলে কামভাব বর্জ্জিত হয়, সেইজন্য দ্বিতীয় প্রকারের অভিনয় তাঁহার চক্ষে সুন্দর। আমার মতে এ স্থলে কামপ্রভাব প্রকাশই নটের উচিত। ক্রমে কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করিলে প্রদর্শিত হয় যে, সরলহৃদয় কুহকিনীর রূপজালে জড়িত হইয়াছে। সেই মায়াজাল ছিন্ন করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম "অতি সুন্দর" আছে—'নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও" এই কথার পর। দ্বিতীয়বারে আছে—"চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!" তৃতীয়বারে এইরূপ—"নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী, কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!" বিল্বমঙ্গল 'অতি সুন্দর' বলিয়া চিন্তামণির রূপের প্রশংসা করিতেছে না–বলিতেছে—এ রাক্ষসীর মায়াজাল, দৃশ্যে সুন্দর, কিন্তু ঘৃণিত! কাম-দৃষ্টিতে সুন্দর, কিন্তু বস্তুতঃ রাক্ষসীর রূপ। কণ্ঠস্বর ক্রমে নিম্ন করিয়া আনিলে প্রকাশ পাইত, অতি সুন্দর রূপ দর্শনে রূপের পূজা অন্তরে বিকাশ পাইয়াছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের রূপ পূজা করিবার অবস্থা নয়। এতদিন সে পূজা করিয়াছে, এখন সে ঘৃণা করিতে চায়। বিল্বমঙ্গলের তখন উৎকট অবস্থা, উত্তরোত্তর উচ্চকণ্ঠে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি করিলে সে অবস্থা প্রকাশ পায়। কামশূন্য রূপপূজা সাধনার চরম—যে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিল্বমঙ্গল রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি দর্শনে "আহা" বলিয়াছিলেন। কামভাব প্রকাশ হওয়াতে বিল্বমঙ্গল ছোট হয় না। কাম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ভাবের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব—মধুর ভাব লাভ হয়। বৃন্দাবনে গোপীদের এই ভাব লাভ হইয়াছিল। ভাগবতে আছে—"গোপ্যঃ কামাৎ"—গোপীরা কামের দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন —কামই শ্রীরাধার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের জনক। রায় মহাশয় বক্তৃতায় বিদ্যাপতি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়া কবির প্রশংসা করেন, তাহার ভাব কামজনিত এই অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের অন্তর্গত।*

---

* এইস্থলে রায়মহাশয় ভ্রমক্রমে Burnsএর নাম না লইয়া Shelleyর কবিতার সহিত বিদ্যাপতির কবিতার তুলনা করিয়া বিদ্যা-

শুনিতে পাই, বিল্বমঙ্গলের এই স্থল নিম্ন স্বরে অভিনয় করাতে খুব করতালি পড়িয়াছিল। উচ্চ স্বরে অভিনয় করিলে যদি করতালি না পড়ে, আর নিম্ন স্বরে ঘন করতালি পড়িতে থাকে, তবে প্রকৃত নটের তাহা উপেক্ষা করা উচিত। 'মেঘনাদ বধে'র অভিনয়ে যদি কেহ পরীক্ষা করেন, তবে দেখিবেন যে, মন্দোদরীর নিকট বিদায় লইবার সময়ে মেঘনাদ তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে খুব করতালি পড়িবে। কিন্তু এরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন প্রকৃত নটের ঘৃণার সহিত ত্যজ্য। তর্জ্জন গর্জ্জন বীররসব্যঞ্জক নহে—অভিনয়ে বীররসের অপর লক্ষণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বীরবাহুব-ধের পর আছে—

"বাপের অবস্থা দেখি হইল অস্থির।
বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর ॥
মেঘনাদ বলে, পিতা ভাবি তাই মনে।
নিস্তার না দেখি নরবানরের রণে ॥
লুকায়ে থাকিলে আগুন দেয় ঘরে।
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে ॥"

আবার কাশীদাসের মহাভারতে সুভদ্রাহরণস্থলে যাদব-গণকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া অর্জ্জুন সারথি দারুককে বলিলেন—

"ফিরাও দারুক রথ—ডাক ক্ষত্রগণে।
না দিয়ে প্রবোধ তারে যাইব কেমনে ॥"

কিন্তু যে রথ হইতে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিবেন, সে রথ কৃষ্ণভক্ত দারুক ফিরাইতে অসম্মত হইয়া যখন বলিল—

"গোবিন্দ অধিক দেখ গোবিন্দের সুত"

তখন অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—

"কৃষ্ণপুত্র আসুক আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা ভীম যুধিষ্ঠির সমরে প্রবেশে ॥"

উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি অতি উচ্চ বীররসব্যঞ্জক। এসকল স্থলে তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে রঙ্গালয় করতালি-ধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই করতালি-প্রত্যাশী নট নটনামের যোগ্য থাকেন না।

বিল্বমঙ্গলের উক্ত অংশ অভিনয়ে হয়ত কথিত প্রকার উত্তরোত্তর নিম্নস্বরে "অতি সুন্দর—অতি সুন্দর" আবৃত্তি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি হইতে অপেক্ষাকৃত মধুর হয়, কিন্তু তাহাতে বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না। নাটকেও পরে প্রকাশ আছে, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াও কামের হাত এড়াইতে পারেন নাই, সুতরাং স্থানীয় একটু মাধুর্য্যের অনুরোধে চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা নটের কর্ত্তব্য নহে। কবি বলেন—

"It not an eye or a lip we beauty call,
But the joint result add the full force of all."

অর্থাৎ কেবল সুন্দর চক্ষু বা সুন্দর ওষ্ঠ থাকিলে যে সুন্দর হয় তাহা নহে, সমস্ত অঙ্গের সুসম্মিলন দেখিয়াই আমরা সুন্দর বলি।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোকসভায় বুঝিয়াছিলাম যে, মৎকর্ত্তৃক অর্দ্ধেন্দুর প্রশংসা কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন নিন্দা জ্ঞান করিয়াছেন।* তাঁহাদের ধারণা, আমি যেরূপ অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় বর্ণন করিয়াছি, তাহা প্রকৃত নয়। তাঁহাদের এরূপ ধারণা বোধ হয় আমার দোষেই হইয়া থাকিবে, বুঝিবা তাঁহাদের মস্তিষ্ক-উপযোগী ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয় নাই। তাঁহারা বলিতে চান যে যখন অর্দ্ধেন্দু তাঁহার ভূমিকা লইয়া তন্ময়

পতিকে উচ্চাসন দেন। কিন্তু Shelleyর কবিতা ও বিদ্যাপতির কবিতা সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর—Shelley কঠোর; সমালোচক বলেন—Shelleyর ভাব তারার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ; কিন্তু তারার শোভা যেমন অন্ধকারে, Shelleyর ভাবের দীপ্তিও তেমনি দুর্ভেদ্য তমোময় পটের উপরে।

যে দেশে রাধাকৃষ্ণ নাই, সে দেশে বিদ্যাপতি হয় না। Burns বিদ্যাপতি নয়, তিনি বিদ্যাপতির অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর কবি। Burns গাহিয়াছেন—

"Had we never loved so blindly
Had we n ver loved so blindly,
Never met—or never parted,
We had ne'er been broken-hearted."—

বৈষ্ণব-কবি রচিত এই ভাবের গান বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভিখারীদিগকে গাহিতে শুনা যায়।

* অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুর তিন দিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহাতে বলিয়াছিলাম—"অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই : - অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু বাবু আসিয়াছেন...দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা তাহা নয় ..অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে (সেইরূপ) আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকবর্ণিত চরিত্রের ঠিক উপলব্ধি হয় .."বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটকুলচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর" নামক পুস্তিকা (৭—১০ পৃষ্ঠা)।

হইতেন, তখন তিনি আদৌ অর্দ্ধেন্দু থাকিতেন না; যদি তাঁহাদের বোধ থাকিত যে, ঠিক তন্ময় হইলে অভিনয় হয় না, তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। মদ খাইয়া মাতাল মাতলামোতে তন্ময় হয়, কিন্তু সে মাতাল মাতালেরও অভিনয় করিতে পারে না —নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে, তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কিনা—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কিনা—প্রতিযোগী অভিনেতা (co-actor) ঠিক চলিতেছে কিনা—যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কিনা—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা?—এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিত্থাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশে অভিনয় চলে, সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষীস্বরূপ থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক। কিন্তু হাস্যরসের অভিনয়ে কখন কখন সাক্ষী-অংশ বেশী হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে এই অংশ বেশী থাকিত। একটী প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টান্ত দিতেছি। অর্দ্ধেন্দুর পক্ষপাতী জনৈক অভিনেতার মুখে শুনিয়াছি—কোন এক ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু 'হরে চাকর'কে ডাকিলে জনৈক দর্শক উত্তর দিল—"আজ্ঞে যাই"; অর্দ্ধেন্দু তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"ও গুওটা, তুমি ওখানে ব'সে আছ"—এ উত্তর অর্দ্ধেন্দুর মনের সাক্ষী অংশ দিয়াছিল—তন্ময় অংশ নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অর্দ্ধেন্দুর প্রত্যেক অভিনয় হইতেই দেওয়া যায়। অন্য অভিনেতার পক্ষে এরূপ রহস্যকরণ দোষের হইত, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর এরূপ অসাধারণ অর্দ্ধেন্দুত্ব অনেক সময়েই দোষের না হইয়া গুণের হইত—কারণ অর্দ্ধেন্দুকে লোক অর্দ্ধেন্দু দেখিতে ভালবাসিত। অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি এখানে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহা যদি আমার অপর পক্ষ না বুঝেন, তবে তাঁহারা অভিনয় বিষয়ে কিছু পাঠ করিবেন—অন্ততঃ 'Recent Actors' নামক পুস্তকে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অর্দ্ধেন্দু সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা প্রশংসা—প্রচ্ছন্ন নিন্দা নয়।

অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে জনৈক সমালোচকের মুখে আর একটী নূতন কথা শুনিলাম—তাহা এত বৎসর অর্দ্ধেন্দুর সহিত বেড়াইয়া জানিতে পারি নাই। তিনি কাহাকে নাকি বুঝাইয়াছিলেন যে, অভিনয়কালে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে বাঙ্গলায় কবিতা পাঠ ত সুন্দর হয়ই, গদ্য পাঠও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে সুন্দর হইয়া থাকে। কখনও গুরু গম্ভীর ভূমিকায় 'দীন' অর্থে দরিদ্র, দিবা নয়, ইহা বুঝাইবার জন্য দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও ঐরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কথা কহিতে প্রায় দেখা যায় না। বরঞ্চ কোন আঘাত লাগিলে বৈপরিত্যই দেখা যায়। 'দীনহীন' শব্দটী তখন দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয় না—'দিনহিন' এইরূপ হ্রস্বই উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিনয় স্বভাবের ছবি—এইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণে অভিনয়—বিসদৃশ হইবে। বলেন্দ্রসিংহ ভীমসিংহের ভাই হইলেও তাঁহার মুখে "এইবারে দূত মহাশয়" এরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বজায় রাখা চলিবে না। রাণীর কথাতেও চলিবে না, কৃষ্ণকুমারীর কথাতেও চলিবে না। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সাধুভাষায় লিখিত, তাহাতেও ওরূপ উচ্চারণ চলে না, চলিত ভাষায় যাহা লিখিত, তাহাতে ত চলিবেই না—আর কবিতায়—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।"

এই সুললিত ছন্দ, 'নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী' ইত্যাদি রূপ হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কেমন সুন্দর হইবে, তাহা পাঠক একবার পড়িয়া দেখুন।

সংস্কৃত রচনায়—হ্রস্ব দীর্ঘ যাহার জীবন—তাহাতেও পাঠ সুললিত করিবার জন্য কখন কখন হ্রস্ব দীর্ঘ বর্জ্জন করিতে হয়, যথা ছন্দোগ্রন্থ 'পিঙ্গলসূত্রে" উদাহৃত "তং প্রণমামি চ বালগোপালম্" এই স্থলে 'গোপালের' 'গো' দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। উক্ত গ্রন্থে ইহার বিশেষ সূত্র আছে। সংস্কৃত নাটকের যে সকল ভূমিকা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, তাহা অভিনয়কালে কখন কখন হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্জ্জন করিয়া অভিনয় করিতে হয়। বাঙ্গালা নাটকে অবশ্য কচিৎ কোন ভূমিকায় স্থল বিশেষে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা—ভীমসিংহের ক্ষিপ্তাবস্থায় আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া—"রজনী দেবী বুঝি এ পামরের সহিত কর্ম্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র

প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে চামুণ্ডারূপে গর্জ্জন কচ্চেন!” ইত্যাদি স্থলের অভিনয়কালে। কিন্তু তাই বলিয়া যত্রতত্র বর্ণে বর্ণে হ্রস্ব-দীর্ঘ লক্ষ্য করিলে চলে না।

উক্ত সমালোচক মহাশয় আমায় অভিনয়-শিক্ষার পদ্ধতির জন্য আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া কয়েকজন অভিনেত্রীর অভিনয়ের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। তৎসঙ্গে প্রতিভাশালী স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের উপরও তীব্র কটাক্ষ আছে; কিন্তু বর্ত্তমান রঙ্গালয়ে অমৃতলালের পদতলে বসিয়া শিক্ষা লাভের যোগ্য ব্যক্তি কয়জন আছেন, তাহা আমি জানি না। আর একটী কথা চলিয়া আসিতেছে যে, অর্দ্ধেন্দু ও আমার শিক্ষাপ্রণালী পৃথক। উক্ত সমালোচকের মতে আমার শিক্ষার সুর অস্বাভাবিক। অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা সুরবর্জ্জিত—স্বাভাবিক। সমালোচক মহাশয় যদি বুঝিতেন যে, স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাব প্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন,—সমস্ত কথাই ছন্দে, সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয়, এবং ছন্দ ও সুর কলাবিদ্যাবলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয়, আর নট ভাব প্রকাশক সুরেই অভিনয় করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ের আলোচনায় বৃথা কাগজ-কালী ব্যয় করিতেন না এবং কণ্ঠস্বরও নষ্ট করিয়া বেড়াইতেন না। বোধ হয় সমালোচক মহাশয়ের ধারণা—গদ্যে যাহা রচিত হয়, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে—গদ্য স্বাভাবিক নয়। ছন্দোবন্ধে আমরা কথা কহি—সুতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাব প্রকাশ করি, অতএব সুরই স্বাভাবিক। তবে সুর বেশী মাত্রা করিলে তাহা ঢং হয়, আর অর্দ্ধেন্দুর অশিক্ষিত অনুকরণকে ভাঁড়াম বলে। নাটক শিক্ষার প্রণালী দুই প্রকার হয় না। কোন এক নাটক দুইজন নট দুই ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, দুই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ দুই নট সেই নাটক একভাবে গ্রহণ করেন, তবে ব্যাখ্যা একরূপই হইবে, তাহাতে দুই প্রণালী হইতে পারে না। ব্যাখ্যার ভুল হইতে পারে—কল্পনা অনুসারে অর্থাৎ যিনি যেরূপে নাটকের ভাব কল্পনা করিয়াছেন—তদনুসারে। কিন্তু ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যকে শিক্ষার প্রণালী বলে না। আমরা যে ছন্দে কথা কহি ও সুরে ভাব প্রকাশ করি, ইহা ভাবিয়া বুঝিতে হয়। যদি কেহ তাহা না বুঝিতে পারেন, তবে তাঁহার নিমিত্ত আমাকে কি দায়ী হইতে হইবে? কলাবিদ্যা ভাবুকের, সকলের নয়।

নটের আর একটী বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। রঙ্গালয়ের চিত্রকর যে সকল দৃশ্যপট চিত্রিত করেন, নিকটে তাহা ঠিক বোঝা যায় না; অনেক সময় ‘পোঁচড়া’ টানা মনে হয়, কিন্তু দর্শক দূর হইতে চিত্রকরের কৌশল বুঝেন ও প্রশংসা করেন। দূর হইতে দেখিবার জন্য সেগুলি চিত্রিত হইয়াছে। নট মুখে রং মাখেন, কিন্তু দৃশ্যপটের ন্যায় নিকটে তাহা কদর্য্য দেখায়। যখন মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম ‘ম্যাক্‌বেথ’ অভিনয় হয়, তখন সুযোগ্য বেশকারী পিম্‌সাহেব আসিয়া রং মাখান, নিকটে তাহা অতি কদর্য্য বোধ হইত, কিন্তু দূর হইতে অন্যরূপ দেখাইত—কৃষ্ণবর্ণ নটকেও গৌরবর্ণ মনে হইত—অস্বাভাবিক বোধ হইত না। বর্ণ সমাবেশের ন্যায় অভিনয় সম্বন্ধেও দূরে উক্তি ও নিকটে উক্তিতে প্রভেদ আছে। কথা দূরে শুনাইবার জন্য কৌশলের প্রয়োজন আছে। সে কৌশল মহলা দিবার সময়ে কঠোর বোধ হয়। যিনি এই কৌশল জানেন না, তিনি শিখাইবার সময় অভিনয় স্বাভাবিক করিবার জন্য যাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন, তাহাতে অভিনয় হয় না। যেমন সক্ষ কাজ রঙ্গালয়ের দৃশ্যে চলে না, সেইরূপ রঙ্গমঞ্চের মন্ত্রণা দৃশ্যে, মন্ত্রণা পরামর্শাদি স্বভাবতঃ চুপি চুপি করা হইলেও, নটের পরামর্শ চুপি চুপি করিলে চলিবে না। যাহাতে দূরস্থ দর্শক শুনিতে পায়, এরূপ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিতে হইবে—rehearsalএ তাহা শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইবেই। প্রেমিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সখীকে মনোবেদনা জানাইতেছে—অভিনেত্রী তাহা দর্শককে শুনাইবে—দীর্ঘশ্বাস যে পড়িয়াছে, তাহা অন্ততঃ নিকটস্থ দর্শক শুনিবে, আর দীর্ঘশ্বাসজনিত মাংসপেশী সঞ্চালন ত প্রত্যেক দর্শক দেখিবেই। নট-নটীর এইরূপ অভ্যাসের সময় নিকটে থাকিলে তাহাদের কার্য্য অস্বাভাবিক বোধ হইবে কিন্তু দর্শকশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া দেখিলে ওরূপ বোধ হয় না। যিনি অভিনয় শিক্ষা দিবেন, শিক্ষার্থীকে তাঁহার ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষার সময় অনেক কৌশলই নিকট হইতে অস্বাভাবিক মনে হইবে কিন্তু ঐ সকল কৌশলই রঙ্গালয়ের উপযোগী। বৈঠকখানার

অভিনয় ও রঙ্গালয়ের অভিনয়ে অনেক পার্থক্য। স্বভাব—স্বভাব—স্বভাব বলিয়া যে সমালোচক চীৎকার করেন, তিনি Shakespearএর স্বগত উক্তিগুলিকে (soliloquies) কিরূপ স্বাভাবিক মনে করেন? কেহ ত কাহাকেও শুনাইয়া মনের কথা বলে না। আবার শুনাইয়া না বলিলেও হ্যাম্‌লেটের "To be, or not to be—that is the question" ইত্যাদির ন্যায় উচ্চ অংশ সকল Shakespearএর অভিনয় হইতে বাদ পড়িবে। রঙ্গালয়ের অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, যিনি বিচার করিতে চান, তাঁহার শিক্ষিত-দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া উচিত, নচেৎ কাগজ কলম পাইয়াই অভিনয় স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

নটের আর একটী লক্ষ্যের বিষয় আছে। যাহার সহিত তিনি অভিনয় করিতেছেন, তাহার বিকাশ হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কোনরূপে তাহাকে বাধা প্রদান করিলে নাটকের যে কত ক্ষতি হয়, তাহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে পৃথ্বীরাজের ভূমিকা হাস্যরসাত্মক ও যোশীবাইএর ভূমিকা গুরু গম্ভীর। একবার এই নাটকের অভিনয়ে পৃথ্বীরাজের ভূমিকায় নট হাস্যরস প্রবল করিবার চেষ্টা করায়, যোশীবাইএর অভিনয়ে বিশেষ বাধা ঘটিয়াছিল। এই প্রকার বাধা প্রদানে নট যে কেবল নাটক নষ্ট করেন তাহা নহে, ইহা তাঁহার হৃদয়েরও প্রশংসনীয় পরিচয় নয়। আবার সেই নট যাহাকে দাবাইয়া আত্মবিকাশের চেষ্টা করেন, সে যদি তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট অভিনেতা হয়, তবে রঙ্গালয়ে তাঁহার এ দোষ অমার্জ্জনীয়। নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায়, তাহার প্রতি যত্নবান হওয়া নটের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

অভিনয়ের প্রতি নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা আবশ্যক। অর্দ্ধেন্দুর এই অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, রঙ্গালয়ে অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার তর্কবিতর্কে এমনই মগ্ন হইতেন যে, আহারাদির কথা এক প্রকার ভুলিয়াই যাইতেন। সেস্থলে উপস্থিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কাহারও পলাইবার উপায় থাকিত না। অর্দ্ধেন্দু তাহাদের সকলকে আটক করিয়া অভিনয় বিষয়ক তর্কবিতর্ক শুনাইতেন। অভিনয় সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুর এই আদর্শ অনুরাগ আলোচনা করিয়া অনুরাগ শিখিতে হয়—তাঁহার অভ্যাস দেখিয়া নটের কার্য্য অভ্যাস করিতে হয়। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের প্রয়োজন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' দেখিয়াছেন, তাঁহার স্মরণ হইবে যে, আহারান্তে জলপান কালে 'বিদ্যাদিগ্‌গজে'র গলার নলী এরূপভাবে সঞ্চালিত হইতেছে যেন "গজপতি" সত্যই জলপান করিতেছেন। অভিনেতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এ সামান্য কার্য্যও কিরূপ অভ্যাস-সাপেক্ষ। বস্তুতঃ অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাট্যজীবন নটের আদর্শ।

অভিনয় সম্বন্ধে এত বলিবার কথা আছে, অভিনয়প্রিয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং বিষয়টী সুধীগণের এতই আলোচনার যোগ্য যে, তৎসম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এই এক প্রবন্ধে কিছুই বর্ণিত হয় নাই বলিলেও চলে। এক প্রবন্ধে এই বিশাল বিষয়ের সকল কথা বিবৃত করা অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাধ্য। কারণ রঙ্গভূমি পৃথিবীর ক্ষুদ্র অনুরূপ—সমস্ত পৃথিবী একটী রঙ্গালয় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন যে—তিনি অভিনয়ে যোগদান করিতেন এবং নটের কার্য্য যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে সকলের নিকট সম্মানের নয়, তথাপি কালে অভিনয় কার্য্যের গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্ব্বসাধারণে নটের আদর করিবে। সভাপতি মহাশয়ের একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে আদরলাভের পথ-পরিষ্কার বর্ত্তমান নটমণ্ডলী—আমাদিগকেই করিতে হইবে। অভিনয় কার্য্যের কেন, কোন কার্য্যেরই আদর প্রথমে হয় না। এই ইংরাজি চিকিৎসা, যাহার ইদানীং এত পূজা, আমরা বালককালে শুনিয়াছি, তাহা "মানুষ খুন" করা নামে অভিহিত হইত। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে নটের আদর নাই তাহার কারণ—সাধারণ যাত্রা পাঁচালীতে ভাঁড়াম ও কুৎসিত রুচি দেখিয়া অনেকে মনে করেন, সাধারণ অভিনয়ও ঐ শ্রেণীর। কিন্তু যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে—কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুর সৃষ্টি করিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল সুসজ্জিত করি-

তেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তব-ভ্রম উৎপাদন করিতেছেন—যদি আমরা দেখাইতে পারি, রঙ্গালয় হইতে সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যার উন্নতি হইতেছে, যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে, অভিনয়-বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয়স্থল—তবে নট সুধী-জনসমাজে তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা—তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন।

(অভিনেতার ধ্যান)

আমরা "বহুরূপী" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, যে ভূমিকা যাহার আকারের উপযোগী, সেই ভূমিকাই তাহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যথা, লম্বোদর, স্থূল, কুৎসিৎ, উচ্চদন্ত ব্যক্তি হাস্যরসের ভূমিকায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু গভীর রসের ভূমিকায় (serious part) সাফল্য লাভ তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলাও অত্যুক্তি নহে। সে ব্যক্তি ভূমিকার ভার গ্রহণে অদ্বিতীয় হইতে পারে, হয়তো কাহাকেও শিক্ষা প্রদানে সক্ষম, যে শিক্ষা-বলে ছাত্র অত্যুৎকর্ষ লাভ করিবে, তথাপি স্বয়ং তাহার সে ভূমিকা গ্রহণ করা চলিবে না। দৈহিক অন্তরায় কলাবিদ্যায় দূর হইবে না। কিন্তু এমন ভূমিকাও অনেক আছে, যাহা সচরাচর দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর উপযোগী নহে,—কিন্তু সেই ভূমিকা সাধারণ-চক্ষে তাহার অনুপযোগীতা বোধ হইলেও বিশেষ ক্ষমতাশালী অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাহা তাঁহার উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন। একটা সাধারণ ভ্রম আছে—যেন মাধুর্য্য দুর্ব্বলতার চিহ্ন, সুঠামগঠন শ্রমশীল কার্য্যে অক্ষম, এই ভ্রমবশতঃই অনেক সময়ে আমরা বলিয়া থাকি যে, এ ভূমিকা এ ব্যক্তির উপযোগী নহে; কিন্তু অভিনয়-কলাবিদ্যায় সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি দেখিতে পান যে, সাধারণ-চক্ষে যাহার কোন ভূমিকা গ্রহণে অন্তরায় জ্ঞান হইতেছে, তাহা অন্তরায় না হইয়া অনেক সময়ে সেই অংশের নূতন বিকাশ প্রদান করে। অভিনয় ও নাটকের কথা হইলেই প্রথমে সেক্‌সপিয়ারের নাম উঠে। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা সেক্‌সপিয়ারের চরিত্র হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

"মার্চ্চেণ্ট অফ্‌ ভিনিস"এর পোর্সিয়ার চরিত্র তিন অবস্থায় তিন রূপ। প্রথম যখন ব্যাসানিও সিন্দুক খুলিয়া তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবে যে, সে পোর্সিয়াকে পাইবে কি না, সে সময়ে প্রেমিকা সরলা—যাহার প্রতি হৃদয় আকর্ষিত, সে তাহার হইবে কি না—এই ভয়ে অভিভূতা ব্যাকুলবিহ্বলা যুবতী। কিন্তু যথায় আণ্টানিওর পরীক্ষা হইতেছে, তথায় আইনজ্ঞ পোর্সিয়ার আর সে ভাব নাই। গম্ভীর মুখকান্তি তীব্রদৃষ্টি হাবভাবে লোকের উপর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম, যাহার বুদ্ধিশক্তি বলে "সাইলকের" কূটীলতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র বিফল হইল—এ আর এক ভাবের পোর্সিয়া। আবার যখন স্বামীর নিকট যে অঙ্গুরী উকীলবেশে ছলপূর্ব্বক লইয়াছেন, সেই অঙ্গুরী লইয়া স্বামীর সহিত রসপ্রসঙ্গকারিণী পোর্সিয়া—পোর্সিয়ার অপর ছবি। এক্ষণে কিরূপ গঠনের অভিনেত্রীর পোর্সিয়ার ভূমিকা হওয়া উচিত, তাহা হয়তো বিভিন্নরূপে স্থিরীকৃত হইবে। কেহ প্রেমিকা পোর্সিয়ার ভাবে বিভোর হইয়া মাধুর্য্যসম্পন্না কৃশাঙ্গী কৃশোদরী পোর্সিয়া স্থির করিবেন। কেহ বা "আদালত-দৃশ্যে" বিমুগ্ধ হইয়া দীর্ঘাকার পুরুষোপযোগী অবয়বসম্পন্না পোর্সিয়া মনোনীত করিবেন এবং কেহ বা রসিকা, নাতিদীর্ঘ-নাতিক্ষুদ্রদেহী স্বামী-মনোহারিণী চতুরা পোর্সিয়ার ছবি হওয়া উচিত স্থির করিবেন। কিন্তু কলাবিদ্যাবিদ্‌ অভিনেত্রী এই ত্রিবিধ আকারের যে আকারসম্পন্নাই হউন, পোর্সিয়ার ভূমিকায় যশস্বী হইতে পারিবেন। ব্যাণ্ডম্যান সম্প্রদায়ের মিস বুডে (Miss Budet) যখন পোর্সিয়া সাজিয়া দর্শকের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"By my tooth, Nerrissa"—দর্শকের মনে হইল যে, পোর্সিয়ার অপর আকার হওয়া কোনরূপেই উপযুক্ত নহে। কিন্তু পোর্সিয়ার ভূমিকায় এলেন টেরির বহুচিত্র আছে, তাহা দেখিবামাত্র মনে হয় যে, এলেন টেরি ব্যতীত পোর্সিয়া হওয়া আর কাহারও উচিত নহে। কিন্তু এলেন টেরি স্বয়ং বলেন যে, ঐ ভূমিকায় যিনি মিস্‌ মার্লোকে দেখিয়াছেন, তাঁহার বোধ হইবে যে, যেন সেক্‌সপিয়ার মিস্‌ মার্লোকেই চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক দৃশ্যে প্রত্যেক অবস্থায় মিস্‌ মার্লো যেন কবি-কল্পনা-প্রসূত পোর্সিয়া। বেশ, চলন-বলন, ভাবভঙ্গী সমস্তই পোর্সিয়ার, মিস্‌ মার্লোর চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। মার্লোর

পোর্সিয়া অভিনয় কলাবিদ্যার্থীর আদর্শ। এলেন টেরি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অথচ এলেন টেরির পোর্সিয়াও দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছিল। মিস্ মার্লো তাঁহার চক্ষে প্রশংসাভাজন, তিনিও বহু দর্শকের চক্ষে সেইরূপ প্রশংসাভাজন হন।

উক্ত অভিনেত্রীত্রয়ের আকার যদিচ ভিন্ন, তথাপি এক ভূমিকায় তাঁহারা তিন জনেই কি প্রকারে এতাদৃশ কৃতিত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কলাবিদ্যা-সমালোচক অনুমান করেন, যে কবির চিত্র প্রকৃতি অনুসারে কল্পিত হয় এবং সেই কল্পনা (ধ্যানই কলাবিদ্যায় উৎকর্ষতা লাভের একমাত্র উপায়), ধ্যান দ্বারা অভিনয়কালীন হৃদয়ে আকার সম্পন্ন হয়, তাহার হাবভাব চালচলন সমস্তই অনুভূত হয়। তাহার সহিত একরূপ কথা চলে। সেই ধ্যান-গঠিত মূর্ত্তির ছবির সহিত আপনাকে মিলাইয়া সেইরূপ সজ্জিত হইয়া—সেইরূপ হাবভাবসম্পন্ন হইয়া—রঙ্গমঞ্চে কলাবিদ্যাবিদ্ অবতারণ করেন। নাটক-চিত্রিত এক চরিত্র অপর অভিনেতা যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা যিনি রঙ্গস্থলে উপস্থিত, তাঁহার হৃদয় ছবির সহিত পার্থক্য থাকিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন না; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ছবি তাঁহার পক্ষে তৃপ্তিকর। যখন তিনি নিজে অভিনয় করিয়াছেন, তখন দর্শক মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয়ের ছবির অনুরূপ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিমুগ্ধ হন না, তবে তাঁহার চিত্তের অনুরূপ না হইলে ক্ষুন্ন হইতে পারেন। কিন্তু যখন সেই অভিনেতা অপর কোন কলাবিদ্যাবিদ্ অভিনেতাকে অভিনয় করিতে দেখেন, তখন তিনি অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইবার অবসর পান।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে মিস্ সিডন্সের "লেডী ম্যাক্‌বেথের" অভিনয় উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার আকার দীর্ঘ ছিল, দেখিলেই তেজস্বিনী রমণী অনুমান হইত, অনেকেরই ধারণা, সেই কারণেই লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা উচ্চাভিলাষিনী রমণীর ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এ ধারণা অতি অমূলক, কারণ "ফেটাল ম্যারেজ" নামক নাটকে তিনি প্রথম যশস্বিনী হন। সে নাটকে তাঁহার ভূমিকা প্রেমিকা নায়িকার ছিল। নায়ক তাঁহাকে বিবাহ করায় ধনী পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, তাঁহাকে রাখিয়া যুদ্ধে গিয়াছে; নায়িকার নিকট সংবাদ আসিল—নায়ক যুদ্ধে পতিত; নিরুপায় হইয়া নায়িকা শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেল, আশ্রয় না পাইয়া নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন; তখন তাহার প্রেমাসক্ত অপর ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুমি কি করিবে?" নায়িকা উত্তর করিলেন,—"Do—do nothing!" অর্থাৎ কি করিব—কিছুই নয়। এই একটী ছত্র এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যাহাতে সমস্ত দর্শক মুগ্ধ এবং মিস্ সিডন্সের যশও দৃঢ়মূল হইল।

আমরা তাঁহার "লেডী ম্যাক্‌বেথের" কথা বলিতেছিলাম; এই ভূমিকায় তাঁহার নাম আজও অতি উজ্জ্বল। তিনি একভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি একটী মন্তব্য (note) রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সারা বার্ণহার্ট পান; এবং সেই মন্তব্য অনুসারে 'সারা' অভিনয় করিয়াছিল। পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, সারা বার্ণহার্টের "লেডী ম্যাক্‌বেথ" প্রেমিকা-রমণী, স্বামীসোহাগিনী, স্বামীর সাহায্যকারিণী। মিস্ সিডন্সের অভিনয়ের এক ভাব ছিল, এই স্বতন্ত্র অভিনয় দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত! এখন তর্কের বিষয়, সারা বা সিডন্স্ কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট? এস্থলে বিচার্য্য যে, সিডন্স্ অন্যমত অভিমত লিখিয়া গিয়া কেন ভিন্নরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন?—তাহা মীমাংসা করিব—আমরা এরূপ স্পর্দ্ধা করি না; কিন্তু আমাদের ধারণা—যখন ভোজের অন্তে ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথের কথাবার্ত্তা হইতেছে, যেরূপ স্নেহপূর্ণ ভাবে লেডী ম্যাক্‌বেথ, ম্যাক্‌বেথের সহিত কথা কহিতেছে, তাহাতে প্রেমিকা লেডী ম্যাক্‌বেথ উজ্জ্বল হয়। কিন্তু যখন "Out-out ye damn'd spot" বলিয়া হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে পাপ-তাড়নায় নিদ্রিত অবস্থায় লেডী ম্যাক্‌বেথ দর্শকের সম্মুখীন হন, তখন পাপীয়সী লেডী ম্যাক্‌বেথের ছবি সম্পূর্ণ সার্থকতা করে। যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রকাশ যে, এক চরিত্রের কল্পনা এতদূর ভিন্ন হইতে পারে,—ধ্যানের কার্য্য ধ্যানের দ্বারাই সফলতা লাভ করে।

অহঙ্কার অভিনেতার ধ্যানের প্রধান অন্তরায়। সারা বার্ণহার্ট তাঁহার আত্মজীবনীতে তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিনয় শিক্ষা হইত, শিক্ষায়

উত্তীর্ণ হইলে পর রঙ্গালয় নিযুক্ত করিত। অভিনয়ের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার দিন উপস্থিত। সারা ও তাঁহার সহযোগিনী অপর বালিকা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কোনও এক ভূমিকায় সারা ভাবিয়াছিলেন যে, সে ভূমিকায় তিনি সর্ব্বপ্রথমা হইবেন এবং পদক পাইবেন। এ সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চয় হইয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, পদক লইতে তাঁহাকে নিশ্চয় ডাকিবে। কিন্তু ডাক হইল—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। সারা মর্ম্মাহত হইলেন। মনে হইল—পরীক্ষকগণ পক্ষপাতী। গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় তাঁহার ত্রুটী। এইতো যেরূপে যে পংক্তি উচ্চারণ করা উচিত, তাহা তিনি করিয়াছেন,—হস্ত সঞ্চালন, মুখভঙ্গি দর্পণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোনও দোষ নাই। যেরূপভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে, তবে কিরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হলাইজা তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হঠাৎ উদয় হইল যে, তিনি ঠিক বলেন, হস্তপদ সঞ্চালন করেন,—কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভাবহীন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আবৃত্তি ভাবপূর্ণ। ভাবের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতালাভ হয়। তিনি কিছুদিন পরে পরীক্ষকগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার উক্ত ভূমিকা আর একবার পরীক্ষিত হয়। তিনি পুরস্কারপ্রার্থিনী নন, তবে কতদূর শিখিয়াছেন, তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে চান। পরীক্ষকেরা স্বীকার করিলেন। সারা আবৃত্তি করিলেন। পরীক্ষকগণ চমৎকৃত! সেই দিনই তিনি রঙ্গালয়ের কার্য্যে অভিনেত্রীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেশভূষা সম্বন্ধে সারা বলেন যে, যোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে তাহার ইচ্ছানুরূপ বেশভূষা করিতে দেওয়া রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের অতি কর্ত্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ বলেন, তাঁহার শিক্ষার সময় কোনও এক হাস্যোদ্দীপক ভূমিকা অভিনীত হইবে। পরীক্ষক মাত্রেরই ধারণা ছিল, যে এ ভূমিকায় কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনা হইতে পারিবে না। সারার অভিনয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে নিশ্চয়। গৃহ হইতে সারা বেশভূষা করিয়া আসিবেন। তাঁহার মাতা অতি ব্যস্ত, সারা দীর্ঘকেশী ছিলেন। তাঁহার কেশবিন্যাস কিরূপ হইবে, পূর্ব্বরাত্রি হইতে আন্দোলন হইতেছে। সারার মাতাও দীর্ঘকেশী ছিলেন; কোনও এক ব্যক্তি তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দিত। তাহাকেই ডাকা হইল। বিন্যাসকারী আসিয়া গম্ভীরভাবে সারাকে বসাইয়া একবার এদিকে ঘাড় ফিরাইয়া লয়, একবার ওদিকে ঘাড় ফিরাইয়া লয়, একবার ঘাড় উঁচু করে, একবার ঘাড় নিচু করে। তাহার পর সারা বলেন, পঞ্চ ঝুঁটী বাঁধিয়া দিয়া কেশবিন্যাস শেষ করিল। তাহার মাতার প্রশংসার অবধি নাই—চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সারা দর্পণে মুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সারা বলেন, আমায় এক জন্তু সাজাইয়া দিয়াছে। পরীক্ষার্থে গিয়া রোদন সংবরণ করিতে পারেন না। তথায় গিয়া অন্যরূপ কেশবিন্যাস হইল বটে, কিন্তু প্রথমে মনোক্ষুন্ন হওয়ায় তাঁহার অভিনয় কিছুই হইল না।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজ বেশ মনোনীত করিতে দেওয়া উচিত সত্য, কিন্তু যদি অযোগ্য অভিনেতা বা অভিনেত্রী এরূপ প্রশ্রয় পায়, তাহা অতি দোষের হইয়া উঠে। রক্ষক বা দাসী সাজিয়াছে—অযোগ্য ব্যক্তি রাজরাণীর পোষাক মনোনীত করিবে, তাহার ভূমিকার ধ্যান নাই, কিসে তাহাকে ভাল দেখায়—সেই চেষ্টাই তাহার বলবতী হইবে। যোগ্য অধ্যক্ষই বুঝিতে পারিবেন, কাহাকে নিজের পরিচ্ছদ মনোনীত করিতে দেওয়া উচিত, এবং কাহার আকাঙ্খা দমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে অধ্যক্ষ রঙ্গালয়ের উন্নতি করিতে চান, তাঁহার প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে, কোন্ পরিচ্ছদ তাহার ভূমিকার উপযুক্ত, সে বিবেচনা করে। পরিচ্ছদ নির্ণয় করিতে গিয়া অভিনেতার কতকটা ধ্যানের কার্য্য হইবে, অসঙ্গত ইচ্ছা দমিত হইবে। কেবল নিপুণ কলাবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তিই আপন পরিচ্ছদ নির্ব্বাচিত করিতে পারে—অশিক্ষিত ব্যক্তির তাহা বিড়ম্বনা। *

---

* এই প্রবন্ধ 'অর্চ্চনা' মাসিক পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৬ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়। শেষাংশ (অভিনেতার ধ্যান) "নাট্য-মন্দির" মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল) প্রথম বাহির হয়।

অভিনেত্রীর কটাক্ষ

[কোনও এক স্কুলের হেড মাষ্টার, 'রঙ্গালয়' সংবাদ-পত্রে (৯ই চৈত্র, ১৩০৭ সাল) বঙ্গনাট্যশালার দোষগুণের সমালোচনা করিয়া "রঙ্গালয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভে তিনি লেখেন,—"রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের অংশ সামান্যা রমণীগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হয়, ইহা অনেকের আপত্তির কারণ বটে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না। আর সামান্য স্ত্রীলোক ব্যতীত কুলের কুলবধূ দ্বারা যে নটীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা মনে করাটাও আমি অপমানজনক জ্ঞান করি।" ইত্যাদি

তাহার পর তিনি প্রবন্ধের অন্য একস্থানে লেখেন,— "আমার নিকট রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীগণের যে দোষটী বেশী হয়, তাহা এই যে—তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অভিনয় না করিয়া স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন। যুবতী সন্ন্যাসিনী—ভোগ-সুখে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা—কেবল ঈশ্বর-পদারবিন্দই তাঁহার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান,—কিন্তু তিনি অভিনয়কালে কুটিল অপাঙ্গ-ঈক্ষণ দর্শকবর্গের প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন, হয় তো কোন গানের প্রসঙ্গে আড়ে আড়ে ঈষৎ কুটিল হাস্যচ্ছটা ও নেত্ররাগ বিকীরণ করিয়া দর্শকের চিত্ত চুরীর চেষ্টা দেখিতেছেন। ঋষি-কন্যাগণ সরলা বালিকা, তাঁহারা আসিয়া রাজপুত্রের সংবর্দ্ধনা কালে দর্শকগণের প্রতি বিলোল কটাক্ষপাত করিয়া, প্রেমের হাসি হাসিয়া, নিতম্ব দোলাইয়া, বিলাসের চিত্র-গতি এবং লাস্যলীলা প্রকটন করিয়া দর্শকের মনোহরণে চুপে চুপে ব্যাপৃতা আছেন, ইত্যাদি শত শত বিসদৃশ ব্যাপার আমি স্বয়ং অনেক রঙ্গমঞ্চে দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছি। ইহাতে দর্শকের তন্ময়তা ভঙ্গ হয়, অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত চরিত্রের দিকে মন আকৃষ্ট হয়, অভিনয়ের হৃদয়হারী ভাব অপহৃত হয়। এটী কি নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে না? ইহা শোধন করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। অভিনয়ের মাধুর্য্য নষ্ট হয় এবং তন্ময়ত্ব ভঙ্গ হওয়ায় মন ভাবান্তরিত হইয়া যাইতে পারে, এবং গিয়াও থাকে। প্রত্যেকের নিজ নিজ অংশানুযায়ী অভিনয় রীতিমত ভাবে হইলে কোন অন্যায় ভাব মনে আসিতে পারে না।"

গিরিশচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া উক্ত তারিখের 'রঙ্গালয়ে'—"অভিনেত্রী সমালোচনা" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রতিবাদমূলক হইলেও উপাদেয় জ্ঞানে প্রবন্ধটী 'গ্রন্থাবলী'তে প্রকাশিত হইল।

অভিনেত্রী সমালোচনা।

যাঁহারা সামান্যা বনিতাকে অভিনয়-কার্য্যে নিযুক্ত করা অনিবার্য্য বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ অভিনেত্রীদিগের দোষ দেখাইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষদিগকে তিরস্কৃত করেন। মোটের মাথায় তাঁহাদের কথা এই যে, অভিনেত্রীরা অভিনয়কালে হাবভাব প্রদর্শন ও দর্শকের প্রতি অপাঙ্গ নিক্ষেপে তাহাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পায়। ইহাতে অভিনয়-কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, মাধুর্য্য নষ্ট ও রস ভঙ্গ হয়,—তন্ময়ত্ব দূর হয়। চরিত্রবান্ দেখিয়া স্কুলে বালক ভর্ত্তি করিতে হয়, কিন্তু তথাপি কোনও 'হেডমাষ্টার' চুরী বা চুরী অপেক্ষা শত গুণে ঘৃণিত দোষ বিদ্যালয় হইতে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হন নাই। অভিনেত্রীদিগের মধ্যে যে কখনও কখনও দোষ দেখা যায়, তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু সে দোষ সংশোধনের উপায় ব্যক্তিগত দোষ লক্ষ্য করিয়া অধ্যক্ষদিগের গোচর করা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। অভিনয়ের রসভঙ্গ হওয়া, দর্শকের তন্ময়ত্ব দূর হওয়া—কখনও নাট্যাধ্যক্ষদিগের বাঞ্ছনীয় নহে। যদি ব্যক্তিগত দোষ কাহারও কখনও লক্ষ্য হয়, অধ্যক্ষদিগকে তাহা জানাইলে তাহারা পরম বাধিত হইবে। অভিনয়-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, অধ্যক্ষদিগের লাভ; নির্দ্দোষ অভিনয় দেখাইবার অধ্যক্ষদিগের সম্পূর্ণ প্রয়াস। যদি সমস্ত দোষ সংশোধন করা অধ্যক্ষগণের আয়াস-সাধ্য হইত, তাহা হইলে যে অধ্যক্ষেরা সে বিষয়ে যত্নবান হইতেন ন

- এরূপ বিবেচনা করা সমালোচকের কখনও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিছু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে 'হেডমাষ্টার' যেমন স্কুলের দোষ সমূলে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন, অধ্যক্ষেরা রঙ্গালয় নির্ম্মল করিতেও সেইরূপ যত্নশীল।

ব্যক্তিগত অভিনেত্রীর দোষ অধ্যক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে কখনও কখনও হইয়া থাকে—ইহা আমরা স্বীকার পাই। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর অভিনেত্রীর যে সে দোষ নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। সমালোচক বলেন যে, হাবভাব ও অপাঙ্গ নিক্ষেপে রসভঙ্গ হয়, কিন্তু অনেক কঠিন কঠিন নাটকে যে সেরূপ রসভঙ্গ হয় নাই, তাহা সংবাদপত্রের স্তম্ভে ভূরি ভূরি প্রকাশ পায়। উচ্চশ্রেণীর নায়িকার অংশ যাহাদের অভিনয় করিতে হয়, তাহাদের সেরূপ দোষ থাকিলে কখনও তাহারা সংবাদপত্র ও সাধারণের নিকট যেরূপ উচ্চ প্রশংসা পাইয়াছে, তাহা পাইত না।

দর্শকের দোষে, বাঙ্গালার অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দিগের সহযোগী অভিনয়কারীর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দর্শকের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে হয়;—যদি কেহ বিস্তার অনুরোধে দর্শকের দিকে না চান, তিনি তাহা হইলে 'এনকোর'-'একসেলেণ্ট'-উচ্চারী, করতালি-প্রদানকারী দর্শকের ঘৃণার ভাজন হন। অতএব দর্শকের তুষ্টির জন্য (দুর্ভাগ্য বশতঃ সেরূপ দর্শকই অধিক), দর্শকের তৃপ্তির নিমিত্ত সকলকেই দর্শকবৃন্দের প্রতি ফিরিয়া অভিনয় করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী যে কাহারও প্রতি চাহিবেন, ইহা বিচিত্র কি? কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বহির্চক্ষু দৃষ্টিহীন রাখা বড় কঠিন। সাধারণের পক্ষে কঠিন, হেড মাষ্টার সমালোচকের পক্ষেও কঠিন। যিনি পারেন,—তিনি যোগী, তিনি ত্রাটক-সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অভিনেত্রীরা যে দর্শককে দেখেন, ইহাই লক্ষ্য করেন,—কিন্তু অভিনেতারও যে সে দোষ থাকা সম্ভব; কিন্তু কই, তাহাতো কখন দোষের বলিয়া উল্লেখ হয় নাই! মনের গঠনে, নারীর সহজ দৃষ্টি—অপাঙ্গ নিক্ষেপ বলিয়া অনেক সময় অনুভূত হইয়া থাকে। ব্যভিচারীর নিকট সতীর দৃষ্টিও কুদৃষ্টি জ্ঞান হয়, তাহাতেও তাহাদের মনোহরণ হয়, (যথা সীতার দৃষ্টিতে রাবণ)। অনেক কুলনারী, যাঁহারা পর-আলিঙ্গন ঘৃণিত জ্ঞানে বলাৎকার-ভয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াছেন, ব্যভিচারী তাঁহারও দৃষ্টিতে মোহিত হইয়াছে। যাহারা ব্যভিচারী, তাহারা কামের পরামর্শে—"কুৎসিত যে জন, রতিপতি ভাবে আপনায়!" তাহাদের মনে মনে ধারণা যে, রমণীমাত্রেই তাহাদের জন্য ব্যাকুলা। রমণী-কটাক্ষ সে পুরীষপূর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়।

প্রকৃতি, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যে ভূষিতা। সেই গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য, উভয় ভাব উপলব্ধি করিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। কবি গাহিয়াছেন,—

"ফুলকুল আঁখি বিনোদন—
যুবতী যৌবন যথা।"

যুবতীর যৌবন সুন্দর, কবি বিমল চক্ষে দেখিয়া বিমল কুসুমের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভগবতী মদনকে লইয়া মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের নিমিত্ত কুসজ্জিতা,—কবি মহাদেবকে ও মহাদেবীকে "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ" বলিয়া সাধকের চক্ষে দেবীর কুসুম-নির্ম্মিত মেখলা, মদনের ফুলশরাসনের দ্বিতীয় গুণ স্বরূপ দেখিয়াছেন। কামগন্ধহীন রাধার রূপে কবি উন্মত্ত, কবি মাধুর্য্য দেখিতে শিখিয়াছেন; এবং সেই মাধুরী-উপাসনায় মধুময় চিত্ত লাভ করিয়া মধুর কবিতা-প্রবাহে ভাবুককে ভাসাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালা দেশে মাধুরী-উপাসনা বিরল। ফুল সুন্দর, নির্ঝর সুন্দর, চন্দ্র, তারা, উষা প্রভৃতি সুন্দর বলা যায়। কিন্তু রমণী সুন্দরী, একথা অতি সাবধানে বলিতে হয়। সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন,—

"মা, কিবা রূপ, জগতমোহিনী!"

কিন্তু অনেকে, তাঁহার "মা সুন্দরী" বলিতে সঙ্কুচিত হন। ইহারাই রঙ্গালয়ে নারীর কুটিল কটাক্ষ অধিক পরিমাণে দেখিয়া থাকেন। ঝিলমিলওয়ালা-গৃহস্থের অন্দরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহারাই পথে চলেন। গ্রহণের সময় গঙ্গার ঘাটে ইহাদেরই দেখা যায়। ইহাদেরই নিমিত্ত স্ত্রীলোকেরা শীতকালে প্রাতঃস্নানে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তনে সাহস করে না। এক ব্যক্তি একজন ব্রহ্মচারীকে বৃন্দাবনে বলে, "ব্রহ্মচারিজি, বৃন্দাবনে বড় ব্যভিচার!" ব্রহ্মচারী উত্তর করেন,—"ভাই, ও দেখ্‌না হোয়, তো তোমরা কল্‌কাত্তা যানেসে বহুত দেখ পড়েগা, রাধা-

ক্ষিষণজী দেখ্‌নে হোয় তো বৃন্দাবনমে দেখো।”—রঙ্গালয়েও যাঁহারা তীব্র অনুসন্ধানে রমণীর কুটিল কটাক্ষ দেখেন, তাঁহাদেরও আমরা একথা বলি, যে কুটিল কটাক্ষ দেখিতে হইলে রাস্তাঘাটে যথায় তথায় দেখিতে পাইবেন; তন্নিমিত্ত টিকিট কিনিয়া অর্থব্যয়ের আবশ্যক নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই সকল রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদিগকে দেখিয়া “মা আনন্দময়ী” বলিয়া প্রণাম করিতেন, এবং কোন এক ভাগ্যবতীর বুকে হস্ত দিয়া বলিয়াছিলেন, “মা, তোমার চৈতন্য হোক্!” কোন নাট্যাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস চাওয়ায়, তিনি তাহাকে রঙ্গালয়ের কার্য্য করিতে আদেশ দেন এবং উৎসাহ প্রদানে বলেন, “তুমি যে কার্য্য করিতেছ, তাহাতে সাধারণের বিশেষ মঙ্গল।”

তিনি সাধু. তাঁহার দৃষ্টি তো নির্ম্মল হইবেই। শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রমাধব ঘোষ, এন, ঘোষ, কে, জি, গুপ্ত, আর, সি, দত্ত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও তাঁহাদের সমকক্ষ লোকেরা রঙ্গালয়ে আসিয়া কেবল রমণী-কটাক্ষ দেখিয়া যান নাই। তাঁহাদের প্রশংসাপত্র যাহা আমাদের নিকট আছে, তাহা দ্বারা আমরা এই কথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত।

আর একটী কথা। হাবভাবশালিনী কুটিলকটাক্ষী সাজিয়া সেক্সপীয়র রচিত ‘ক্লিওপেট্রা’ অভিনয় করিতে হয়; সেই অভিনয়ে যদি প্রতি দর্শক হাবভাব ও কুটিল কটাক্ষ দেখিতে না পান, তাহা হইলে ঐ উচ্চশ্রেণীর নাটকাভিনয় অসম্পূর্ণ হয়। ভুবনবিজয়ী এণ্টনী-বিমুগ্ধকারিণীর কটাক্ষ দেখিলে না জানি আমাদের সমালোচকেরা কি বলেন? সমালোচকেরা প্রায় ইংরাজি অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া, বাঙ্গালা রঙ্গালয়কে ঘৃণা করেন। কিন্তু যিনি কলিকাতায়ও ইংরাজি অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের ছিদ্র অনুসন্ধানী হইলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তিনি যাহাকে হাব ভাব কুটিল-কটাক্ষ বলেন, তাহা বাঙ্গালা রঙ্গালয় অপেক্ষা ইংরাজি রঙ্গালয়ে শতগুণে দৃশ্যমান।

উপরে বলিয়াছি যে, রমণী-মাধুর্য্য গ্রহণে শিক্ষার প্রয়োজন। অনেক যুবা বিবাহের পর সমবয়স্কের নিকট তাহার বাসর ঘরের গল্প করে। বাসর ঘরে সাবিত্রী-আদর্শ-দীক্ষিতা সতীনারীও দেশাচারে বরের আদরের নিমিত্ত বাসরে উপস্থিত হন; কিন্তু এত শিক্ষার দোষ যে, অনেক যুবা অসম্মানের সহিত তাহাদের কথা সমবয়স্কের নিকট গল্প করে। তাহাদের চক্ষে যে রঙ্গালয়ে কুটিল-কটাক্ষ ছড়াছড়ি যাইবে, তাহা বিচিত্র কি!

মাধুরী-উপাসনা ভাগ্যের ফল। ইহাতে পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে। একটী গল্প আমাদের মনে পড়িল। এক রাজার একটী উপপত্নী ছিল; সেই নারী তাহার সখীর সাহায্যে রাজার যত্ন উপেক্ষা করিয়া রাজার এক বন্ধুকে আদর করিত। রাজ-বন্ধুর কুৎসিৎ কার্য্যে রাজমন্ত্রী ও রাজ-সেনাপতি সহকারী ছিল। রাজার এক জন প্রিয় ভৃত্য এ কার্য্যের ঘটক হয়। রাজা এসব বৃত্তান্ত জানিয়া বড় বেদনা পান। রাজা ক্ষমাশীল খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। দোষীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু মনের জ্বালা যায় না। এক জন চিত্রকরকে ডাকিয়া বলেন,—“একখানি যিশুখৃষ্টের ছবি চিত্রিত করিয়া দাও।” রাজার আন্তরিক বাসনা—দেবমূর্ত্তি ধ্যানে, উপপত্নীর পাপ ছবি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবেন। যথা সময়ে চিত্রকর যিশু খৃষ্টের ছবি আনিল, অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি দর্শনে রাজা মুগ্ধ হইলেন। চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই ছবি কি তুমি কল্পনা-প্রভাবে অঙ্কিত করিয়াছ, বা কোন সুন্দর আদর্শে তোমার কল্পনা প্রস্ফুটিত হইয়াছে?” চিত্রকর সবিনয়ে উত্তর করিল,—“মহারাজ, কল্পনা-প্রভাবে নয়—আদর্শে।” রাজা উত্তর করিলেন,—“এ আদর্শ কোথায় পাইলে?” চিত্রকর বলিল—“মহারাজ, যদি অভয় দেন তো বলি।” রাজা অভয় দিলেন। চিত্রকর বলিতে লাগিল,—“চিত্রিত যিশুর অঙ্গসৌষ্ঠব ও নয়নভাব—মহারাজের কৃতঘ্ন বন্ধুর আদর্শে, বদনরাগ—বিম্বাধরা সেই ঘৃণিত উপপত্নীর, তাহার দূতী সহচরীর কুঞ্চিত কেশদাম, মন্ত্রীর উন্নত ললাট, সেনাপতির বাহুদ্বয় ও ঘটক-ভৃত্যের পদ-আদর্শে দেবমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছি।”

মাধুরী-উপাসক চিত্রকর কুৎসিতাচারী ব্যক্তির অবয়ব হইতে মাধুর্য্য গ্রহণে, দেব-ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তুলিতে প্রদর্শন করিয়াছিল। যিনি মাধুরী-উপাসক হইবেন, তিনি ঐ চিত্রকরের ন্যায় পরম সুন্দর ঈশ্বর-মূর্ত্তি হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে পারিবেন।

একজন বেশ্যার বাটীর সম্মুখে একজন সাধুর আস্তানা ছিল। রজনীযোগে বেশ্যার কয়জন উপপতি আসিত, তাহা তিনি ঢিল রাখিয়া গণনা করিতেন আর ভাবিতেন, "কুৎসিতা এত উপপতিকে ঘরে স্থান দিল!" এদিকে বেশ্যা অনুতপ্ত হৃদয়ে চিন্তা করিত, "আমারই বাড়ীর সম্মুখে সাধু দেব-সেবায় নিযুক্ত, আর আমি এই কদর্য্য কার্য্যে দেহ অর্পণ করিতেছি!" উভয়ের এক সঙ্গে মৃত্যু হইল। সাধুর দেহ চন্দনকাষ্ঠে দগ্ধ হইল, আর বেশ্যার দেহ শৃগাল-কুক্কুরে খাইল। কিন্তু যমদূত সাধুর আত্মাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল, আর বেশ্যার আত্মা বিষ্ণুদূতের দিব্য বিমানে যত্নে স্থাপিত হইয়া বিষ্ণুলোকে চলিল। সাধু জিজ্ঞাসা করিল, "একি অত্যাচার!" যমদূত উত্তর দিল, "ধর্ম্ম-রাজের নিরপেক্ষ চক্ষে বেশ্যার উপপতি গণনায় তোমার বেশ্যা-বৃত্তি করা হইয়াছে; অতএব নরকে তোমার স্থান। আর উপপতি-সঙ্গেও বারাঙ্গনা ভাবিত, তুমি ঈশ্বর-উপাসনা করিতেছ; ঘৃণিত কার্য্য করিয়াও বেশ্যার ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের সেবা করা হইয়াছে। সেই নিমিত্ত সে বিষ্ণু-লোকে গেল। স্থূল দৃষ্টিতে তোমার সাধুর শরীর ছিল, সে শরীর চন্দনকাষ্ঠে দগ্ধ হইয়াছে; বেশ্যার অপবিত্র শরীর কুক্কুর-শৃগালে খাইয়াছে। ন্যায়বান ঈশ্বরের রাজ্যে অন্যায় কার্য্য হয় নাই।"

আমরা এই নিমিত্ত বলি যে, রঙ্গালয়ে আসিয়া যিনি রাম, সীতা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি দেখিবার সাধ করেন, তাহা তিনি পাইবেন। কিন্তু যাঁহার কুটিল কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টি, তাঁহার হৃদয় সেই কুটিলার ন্যায় হইবে। সমস্তই ভাব—জগৎ ভাব মাত্র। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যেম্‌নি ভাব, তেম্‌নি লাভ।"

উপসংহারে আমরা আর একটি কথার উল্লেখ করিব। পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ খেতরীর রাজার সভায় উপস্থিত হন। কালোয়াতি সঙ্গীত-অন্তে, একজন 'বাই' রাজসভায় গান করিতে আসে। বিবেকানন্দ স্ত্রীলোকের গান শুনিতেন না, বিশেষ ঐরূপ স্ত্রীলোকের গান। রাজা মিনতি করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, অনুরোধ করিলেন, "একখানি গান শুনিয়া যান।" বাইজি গান ধরিল:—

"প্রভু মোর' অবগুণ চিত না ধর।
সমদরশি হ্যায় নাম তোমার॥
এক লোহ পূজামে রহত হ্যায়,
এক রহো ঘর ব্যাধক পরো।
পরশেক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়,
দুহুঁ কাঞ্চন করো॥"
(দ্বিতীয় কলিটি আমাদের স্মরণ নাই)

সমস্ত গানটীর ভাব এই যে, হে প্রভু! তুমি সমদর্শী, নির্গুণ ও গুণবানকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাক,—যেরূপ পরশমণি, দ্বিধা না করিয়া ব্যাধ-গৃহে লৌহ ও পূজা-গৃহে লৌহ, স্পর্শমাত্র সোনা করিয়া দেয়। নদীর নির্ম্মল বারি বা মলা-ধৌত নালার জল—গঙ্গাদেবী সমভাবে গ্রহণ করিয়া লন, আর দুই জলই গঙ্গাজল হইয়া যায়।

তানলয় গঠিত, ভাবপূর্ণ, সুকণ্ঠে গীত সঙ্গীত শ্রবণে বিবেকানন্দের চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল,—মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ধিক্ আমার সন্ন্যাস-অভিমানে! এখনও 'এ ঘৃণিত' 'এ মান্য' আমার বোধ আছে।" তদ-বধি সেই 'বাইকে' বিবেকানন্দ 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেতরীতে যাইতেন, খেতরীর রাজাকে অনুরোধ করিতেন,—'আমার মাকে ডাক, আমার গান শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।" 'বাই' পরম শ্রদ্ধার সহিত গান শুনাইত, বিবেকানন্দ মুগ্ধ হইতেন।

পরিশেষে, আমাদের উক্ত গানের ভাবে সাধারণের নিকট সমিনতি নিবেদন—হে রসিকবৃন্দ, আপনারা অগুণ-বিচারী, নালার জল গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়া গঙ্গাজল হইয়া যায়, পরশমণি স্পর্শে ব্যাধ-গৃহের লৌহও কাঞ্চনে পরিবর্ত্তিত হয়; সাধু সঙ্গে কুচরিত্রা সন্ন্যাসিনী হন; ভগবদ্ভক্ত হরিদাসকে ছলনা করিতে গিয়া বেশ্যা মোহিনী পরমা বৈষ্ণবী হইয়াছিল। আমাদেরও আশা, সদাশয় ব্যক্তির পদার্পণে রঙ্গালয় পবিত্র হইবে ও ঘৃণিতা অভিনেত্রীরাও স্বীয় শিল্পানুরাগিনী হইয়া মাতৃদুগ্ধ-পরিপুষ্ট বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক সাধুজনের কৃপার ভাজন ও প্রশংসার পাত্রী হইবে। আর সমালোচকের প্রতি সবিনয় নিবেদন,—যাহারা ঘৃণিত, তাহাদের সাধারণের সমক্ষে আরও ঘৃণিত বর্ণে চিত্রিত না করিয়া, রঙ্গালয়ের শুভাকাঙ্খী হইয়া, কিরূপে দোষ দূর হয়, তাহা নাট্যাধ্যক্ষদিগকে উপদেশ দিবেন। এইটুকু বুঝুন যে, কর্ম্মকর্ত্তা তাহার দইয়ে কত জল আছে তাহা জানে,

সন্দেশে কত চিনি—তাহাও অবগত। সমালোচকের প্রবন্ধে ও সংবাদপত্রে, তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। কি উপায়ে দধিতে জল না দিতে হয়, চিনির সন্দেশ ভোক্তার পাতে না দিতে হয়, তাহা বলিয়া দেন। বেশ্যাকে নিন্দা করা কঠিন কার্য্য নয়। যাহাদের বেশ্যালয়ে বাস, তাহারাও বেশ্যার দোষ বর্ণনা করিয়া সংবাদপত্রের বহুস্তম্ভব্যাপী প্রবন্ধে মৌখিক ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারে। সংশোধনের চেষ্টা স্বতন্ত্র; সেখানে ঘৃণা নাই—দয়া; দোষ অনুসন্ধান নাই—গুণ গ্রহণ; অকর্ম্মে—কোমল তিরস্কার; সুকর্ম্মে—উৎসাহ প্রদান। মাতৃস্নেহ হৃদয়ে ধরিয়া, মাতৃহৃদয়ে অর্জ্জিত সংস্কার দূর করিতে পারিবেন—পাণ্ডিত্য বা বিজ্ঞতার পরিচয়ে পারিবেন না।

নাট্য-প্রবন্ধ

নটের আবেদন

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রে (শুক্রবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

বক্তা ও অভিনেতা যেরূপ আদর পান,—এরূপ আদর আর কেহই পান না বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আবার অভিনেতা যেরূপ নিন্দার ভাজন হন, সেরূপও আবার কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। আদর ও অনাদর সমভাবেই চলে। রাজার সহিত একত্রে ভোজন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সমভাবে ভ্রমণ,—একদিকে এত আদর, আবার অপর দিকে অভিনেতার শবদেহের সৎকার-স্থান পাওয়া কষ্টকর হয়। নাট্যালয় সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ব্যক্তি যাঁহারা—যতদিন জগতে অক্ষর চলিবে,—ততদিন মনুষ্যের মধ্যে শীর্ষস্থান পাইবেন। জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে—শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়। জগদ্বিখ্যাত 'মলেয়ার' নাট্যকার ছিলেন এবং নিজ নাটকের অভিনেতা ছিলেন। পাদ্রীর বিদ্বেষে তাঁহার শবদেহের কবরের স্থান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অদ্যাবধি শিক্ষিত ইউরোপে সুশিক্ষিত নাট্যকার প্রায়ই তাঁহাকে অবলম্বন করেন। পূর্ব্বে যেমন এদেশে প্রধান প্রধান যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, পাঁচালিওয়ালা দেবতার স্থানে পালা গাহিয়া পরে রোজগারে যাইতেন, সেইরূপ অদ্যাবধি প্যারিসে আসিয়া নিজ গুণের পরিচয় না দিলে, অভিনয়-কার্য্যে বা অন্য উচ্চ শিল্প-কার্য্যে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যে স্থানে এতদূর গুণের আদর, সেই স্থানে আবার তদধিক জীবিত গুণীর প্রতি বিদ্বেষ। শোনা যায়, একদিন একজন সঙ্গীতজ্ঞ সুরস্রষ্টা মহাশয় পথে যাইতে যাইতে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, "হায়! উচ্চ অট্টালিকায় আমারই রচিত গান গীত হইতেছে, কিন্তু আমার এই দারুণ শীতে বস্ত্র নাই,—ক্ষুধা নিবারণের একখানি রুটি নাই।" সমস্ত সভ্য প্রদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত পাওয়া যায়। আবার আদরের দৃষ্টান্তও এইরূপ শত শত। এ আদর বঙ্গীয় অভিনেতাও পাইয়াছেন। স্বর্গীয় নাটোরের রাজা কোনও অভিনেতাকে নিজ রাজ-সজ্জার দ্বারা স্বহস্তে 'ভীমসিংহ' সাজাইয়া দিয়াছিলেন; অভিনেতাবর্গ লইয়া আহার করিতেন, তাহাদের সহিত রহস্য করিতেন ও রহস্যালাপে উত্তর-প্রত্যুত্তরে বিরক্ত না হইয়া হাস্য করিতেন। কেবল তিনি কেন, অনেক মহারাজাধিরাজ বঙ্গীয় অভিনেতাকে বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—অভিনেতার যেরূপ আদর—

সেইরূপ অনাদর। বঙ্গেও তাই। যে সকল অভিনেতার ভাগ্যে রাজকরে সুসজ্জিত হওয়া ঘটিয়াছিল,—তাহাদের নামে অনেকে এক্ষণে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করেন।

সকল দেশেই ধর্ম্মযাজকের চক্ষে অভিনেতা ঘৃণিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম-যাজকেরাই অভিনয় করিয়াছেন। কঠোর রোমান ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের (জেসুট) মধ্যেও অভিনয়-প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থ গ্রহণ করিয়া টিকিট দিতেন, কিন্তু তাঁহারাই আবার অভিনেতাকে ঘৃণা করিতেন। রঙ্গভূমির সুর লইয়া গীত রচনা পূর্ব্বক দেবমন্দিরে গান করেন। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গীতাচার্য্যকে ঘৃণা করেন। কেন সে সকল সুর গ্রহণ করেন—জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"কেবল সয়তানই কেন সুন্দর সুর ব্যবহার করিবে?"

ঘোরতর ধর্ম্মবিদ্বেষ সত্ত্বেও জগতের রঙ্গভূমি বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মযাজকের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া দর্শকবৃন্দ রঙ্গভূমিকে প্রশ্রয় দেন, মহা মহা কবিকল্পিত চরিত্র দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ হৃদয়কে উন্নত করিয়া যান, কুৎসিত আচার-ব্যবহারের প্রতি মহাকবির তীব্র শর-প্রক্ষেপ দর্শনে আহ্লাদিত হন,—রঙ্গভূমে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পান,—এই নিমিত্ত ধর্ম্মযাজকের বাক্য উপেক্ষা করেন। রঙ্গভূমে যখন এরূপ কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাহার উন্নতিতে সাহায্য দান করা—সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য নিশ্চয়। কিন্তু অনেকেই বাঙ্গালার রঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"কই, সেরূপ উচ্চ রঙ্গমঞ্চ কই?" আধুনিক রঙ্গমঞ্চ বহুদিন সৃষ্ট হয় নাই, তথাপি শুনিতে পাই, কোনও বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাঁহার সন্তানকে অনুরোধ করিয়া একজন অভিনেত্রীকে আনিয়া, রঙ্গমঞ্চের হরিনাম গান শুনিয়াছিলেন। অনেক মহাত্মাকে রঙ্গভূমে ভাব ও দশা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু যদি এরূপ না হইত, তথাপি রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধনে যত্ন করা অবৈধ নহে। যদিচ আজও রঙ্গভূমি হইতে উচ্চ কার্য্য প্রদর্শিত হয় নাই, উৎসাহ প্রদানে যে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই—এরূপ বলা যায় না। কারণ আধুনিক বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের যে দশা, পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চেরও সেই দশা ছিল। প্রথমে রূপকের অভিনয়,—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহকে মনুষ্যাকারে সাজাইয়া দৃশ্যকাব্য গঠিত হইত। এখানেও তাহা ঘটিয়াছে। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি নাটক তাহার প্রমাণ। তাহার পরে Passion play অর্থাৎ অবতার বিশেষ ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক—তাহাও বাঙ্গালায় হইতেছে। যদি কেহ একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক কিরূপ হীন সজ্জায় অভিনীত হইয়াছিল, এবং এখনকার রঙ্গভূমির সজ্জার সহিত তুলনা করেন,—তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, উৎসাহ প্রদানে রঙ্গমঞ্চের আরও উন্নতি সাধন হইতে পারে।

সকল দেশেই বালক লইয়া প্রথমে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সে অভিনয় সাধারণের তৃপ্তিকর না হওয়ায়, স্ত্রীলোকের ভূমিকা (part) স্ত্রীলোকে করিতে থাকে। যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা বলিবেন যে—ন্যাসান্যাল থিয়েটারে বালক লইয়া অভিনয় হইত। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে আর আদৌ লোক হইত না। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া, বহু আয়াস-সঞ্চিত সম্পত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন। বালকের অভিনয়-কার্য্যে যে কেবল সুন্দররূপ অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তাহা নয়, বালকেরও সর্ব্বনাশ হয়। কোমল বয়সে স্ত্রীলোকের হাবভাব অনুকরণ করিতে গিয়া, এক রকম মেয়েলি ঢং আজীবন রহিয়া যায়। বালকের অভিনয়ে অন্যান্য প্রচুর দোষও উপস্থিত হয়। কাজেই নাট্যাধ্যক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সমাজে অভিনেত্রী-রূপে কুলস্ত্রী কোথায় পাইবেন? প্রথমে কোন্ দেশে কে পাইয়াছে? অদ্যাপি নটী নামের সহিত উচ্চ নীতির সংযোগ কেহই করেন না। ইউরোপে আপাততঃ অনেক নির্ম্মলা স্ত্রী অভিনয় কার্য্যে আছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ তাহা নয়। ব্যালেট ড্যান্সার নর্ত্তকীর সহিত সামান্যা গণিকার বড় কেহ প্রভেদ করেন না। কিন্তু তথাপি থিয়েটারের কথা বলিতে হইলে, অনেক সুবিবেচক ব্যক্তিও সামান্যা গণিকা লক্ষ্য করিয়া রঙ্গভূমিকে ঘৃণা করেন। কীর্ত্তনী ও নর্ত্তকীর প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ বিদ্বেষ নাই। কীর্ত্তনী গাহিতেছে, সে সভায় সকলেই বসেন। নাচের নিমন্ত্রণে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ যাওয়ায় কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক আপত্তি করেন না। কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রতি—তাঁহাদের সে

উদারতা প্রকাশ নাই। কীর্ত্তনে নর্ত্তনে গুণ দেখেন—বেশ্যা দেখেন না। কিন্তু সমস্ত রঙ্গালয় বেশ্যার ঘ্রাণে পরিপূর্ণ। এরূপ বিদ্বেষের কারণ বোঝা ভার। বলিয়া থাকেন, রঙ্গালয় ভাল, যদি ভাল করিয়া চালান যায়। কিন্তু কিরূপে ভাল করিয়া চলিবে—তাহা বলেন না। সাধারণ স্ত্রীলোক না লইয়া আমরা কাহাকে ডাকিব? কিরূপে উন্নতি সাধন করিব? অর্থব্যয়ে আমরা প্রস্তুত, সুন্দর রঙ্গালয়, দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ—তাহার প্রমাণ। বড় কেরাণীর মাহিনা অভিনেত্রীকে দিয়া থাকি। অভিনয়ে শিক্ষিতা করিতে গেলে ভাল কথা ও ভাল ভাব বুঝাইয়া দিতে আমরা বাধ্য; নতুবা আমাদের কার্য্য চলিবে না। কিন্তু আর আমরা কি করিব? যাহারা নিন্দা করেন—তাঁহারাই আমাদিগকে বলুন, রঙ্গালয় ত্যাগ করিব? বারনারী লইয়া অভিনয়ে দেশের যাহা ক্ষতি হইতেছে, তদপেক্ষা উচ্চ শিল্পের পতন কি দেশের শোচনীয় শিল্পের অবস্থা প্রমাণ করিবে না? শত শত ব্যক্তি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সকল যুবক দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে নাই, তাহারা শিক্ষিত হইতেছে, পরিবার প্রতিপালন করিতেছে। চিত্রকর স্বভাব অনুকরণে বিশেষ চেষ্টিত, যন্ত্রী মুগ্ধকরী যন্ত্রের চর্চ্চা করিতেছে। এ সকল স্থগিত থাকিলে দেশের কি বিশেষ মঙ্গল? আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা—কিরূপে সাধারণের আদরভাজন হইব, কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া, নাটকের উন্নতি সাধিব, কিরূপে রুচি-মার্জ্জিত করিব—তাহা আমাদের সহৃদয় ব্যক্তিগণ শিখাইয়া দেন। ঘৃণা না করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। তিরস্কার মস্তক পাতিয়া লইব। রোগের ঔষধ দেন,—'রোগ রোগ' করিয়া চীৎকার করিবেন না।

তাহার পর নাটকের উন্নতি। ভাল নাটক নাই—সকলেই বলিয়া থাকেন। যাহারা শিক্ষিত ব্যক্তি—সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেক্সপিয়ারের নাটক দেখাইয়া বাঙ্গালা নাটকের ঘৃণা করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় প্রায় যেন সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব স্থানে সেক্সপিয়ার ছড়াছড়ি যায়। তাহার পর যদি বাঙ্গালায় সেক্সপিয়ার জন্মান, তাঁহাকেও সেক্সপিয়ারের মত বহু দিন অযশস্বী থাকিতে হইবে। যতদিন কীন্, কেম্বেল্, সিরান প্রভৃতি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ না করিবেন, ততদিন সেক্সপিয়ার জন্মিয়াই একেবারে সেক্সপিয়ার হইতে পারিবেন না। কীন, কেম্বেল অভিনয়ের বিকাশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বিকাশ একেবারে কোনও স্থানে হইতে পারে না। আমেরিকা সভ্যতার সোপানে অতি শীঘ্র আরোহণ করিয়াছেন। তথাপি আমেরিকার নাটক ও নাটক-অভিনেতা, পুরাতন ইংলণ্ডের নাটক ও নাটক-অভিনেতার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় একেবারে এত প্রত্যাশা করিলে সে প্রত্যাশা বিফল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হয় নাই, হইবে না—তাহা কিরূপে হইবে? প্রহসন অভিনয় করিয়া এদেশের অভিনেতারা প্রথম দীক্ষিত। উচ্চৈঃস্বরে অভিনয় করিতে বহুদিনের শিক্ষায় অভিনেতা সক্ষম হইয়াছে। বহুদিনে শিক্ষায় রঙ্গমঞ্চের একপার্শ্বে না দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইতে শিখিতেছে। ভাবভঙ্গি কতক কতক আনিতেও শিখিতেছে এবং কেহ কেহ অভিনেতা নামে যোগ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রদেশে অনেক দর্শকের মতামত যাহা নাট্যাধ্যক্ষেরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে অভিনয়ের বিস্তর প্রশংসা দেখিতে পাইবেন। 'ম্যাক্‌বেথ্' অভিনয় দৃষ্টে 'Englishman ও 'Daily News' এর Editor প্রভৃতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। লেডি ডফ্ রিঁণের পুস্তকে বঙ্গ নাট্যশালার উচ্চ প্রশংসা বাক্যের উল্লেখ আছে। 'Light of Asia'-রচয়িতা এড্‌উইন আরনল্ড তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে বঙ্গ নাট্যালয়কে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞান-সম্ভূত উচ্চভাব সম্পন্ন নাটকের সুচারু অভিনয়, তিনি বঙ্গ নাট্যালয়ে দেখিয়াছেন এবং সেই সকল উচ্চভাব দর্শকবৃন্দেরও বিশেষ আদরণীয়,—যাহা পাশ্চাত্য প্রদেশে বিরল। অবশ্য দৃশ্যপট ভাল বলেন নাই। কিন্তু সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য পাইলে অতি সুন্দর দৃশ্যপট প্রস্তুত করা বাঙ্গালী নাট্যাধ্যক্ষের অসাধ্য নয়। পাশ্চাত্য অভিনেতার যে অর্থাগম একরাত্রে হয়, নাট্যাধ্যক্ষের এক সপ্তাহের আয় তাহা অপেক্ষা ন্যূন। ইহাতে যে বিপুল ব্যয় করিতে নাট্যাধ্যক্ষেরা অসমর্থ হ'ন, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই যে মার্জ্জনা করেন—তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদের বাঙ্গালায় নিম্নশ্রেণীর টিকিটের মূল্য আট আনা। কলিকাতার ইংরাজি থিয়েটারে সেই স্থানে বসিতে হইলে এক টাকা দিতে হয়। কলিকাতার ইংরাজি

নাট্যালয়ে উচ্চ স্থানের দর্শক ধরে না,—বাঙ্গালার ষ্টেজে উচ্চস্থান প্রায়ই খালি থাকে। অর্থাগমের প্রভেদে যে দৃশ্য-পটের প্রভেদ হয় তাহা বিচিত্র নয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালে "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটক আর এই ১৯১০ সাল,—এই সময়ের মধ্যে যে রঙ্গভূমির অনেক উন্নতি হইয়াছে, তাহা বিশ্ব-নিন্দুককেও স্বীকার করিতে হইবে।

আর একটী দোষের কথা এই যে, রঙ্গালয়ে গীতিনাট্য প্রবল হইয়াছে। এবার নিন্দুক কাহার সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিন্দা করিবেন—ইউরোপের অভিনয়ের সহিত কি? দুর্ভাগ্যবশতঃ ইউরোপেও গীতিনাট্য প্রবল। মহাত্মা "আরভিং"এর সেক্সপীয়ারের Play করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও প্রতিভাশালী অভিনেতা কলিকাতায় আসিয়া সেক্সপীয়ারের নাটক অভিনয় করিতে গিয়া ইংরাজটোলায় পাঁচ টাকা মাত্র টিকিট বিক্রয় করিয়াছিলেন। সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনেতা, কলিকাতা আসিতে সাহস করেন না। Bandman ও Brough সেক্সপীয়ার ছাড়িয়া গীতিনাট্য ও রং-তামাসা লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। 'Belle of New York' গীতি-নাট্য ইউরোপ ও আমেরিকায় পরম আদরের সামগ্রী। যে কোনও সম্প্রদায় কলিকাতায় আসিতেছেন, তাঁহারাও "Belle of New York" করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন। যদি গীতি-নাট্যের পাশ্চাত্য প্রদেশে এরূপ আদর এবং পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা যদি গীতিনাট্য অবলম্বন করিয়া দোষী না হন, তবে আমরা কিসে বিদ্বেষ-ভাজন? আমরা পুনঃপুনঃ সকাতরে মিনতি করিতেছি, আমাদের দোষ সংশোধন করুন, ঘৃণা প্রদর্শনে শিল্পীর পথের কণ্টক হইবেন না। উপদেশ দানে প্রথমে পুরস্কৃত করুন। যদি উপদেশ পালন না করি, তিরস্কার করিবেন। মাথা পাতিয়া লইব—পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিতেছি।

রঙ্গালয় যেরূপ ধর্ম্মযাজক দ্বারা নিপীড়িত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে রাজার উৎসাহ, সম্ভ্রান্ত ধনীব্যক্তির উৎসাহ ও কৃতবিদ্য ব্যক্তির উৎসাহ ব্যতীত বাল্যাবস্থায় রঙ্গভূমির অকাল মৃত্যু হইত। কিন্তু জগতের সৌভাগ্য, কবি, চিত্রকর ও অভিনেতার সৌভাগ্য, নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ হৃদয়ের উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মযাজকের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সকল সভ্যদেশেই রাজার নিজ নাট্য-সম্প্রদায় ছিল, সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। পণ্ডিতেরা প্রতিভার প্রশংসা করিতেন; রঙ্গালয়ও সে নিমিত্ত স্থায়ী হইয়াছে।

রাজমন্ত্রী নাটক লিখিয়া অভিনয়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টিত ছিলেন। কোন কোন উচ্চহৃদয় ধর্ম্মযাজকও নাটকের উৎসাহ দাতা। ধর্ম্মযাজক রাজমন্ত্রী রিশলু, জগদ্বিখ্যাত কর্ণেলিকে (যাঁহার কল্পনা-প্রসূত নাটক সকল মানব মাত্রেরই আদরের বস্তু) প্রশংসাবাদ ও উৎসাহ প্রদানে সাধারণের নিকট পরিচিত করেন। রাজ-সাহায্য ব্যতীত, সেক্সপীয়ার, রেচিনী, কর্ণেলী, মলেয়ার প্রভৃতি জগতের নাট্যকারেরা কাহারও পরিচিত হইতেন না। উৎসাহ ব্যতীত আমাদের অকাল মৃত্যু ঘটিবে। সেই নিমিত্ত করজোড়ে প্রার্থনা,—মহোদয় ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের উৎসাহ প্রদান করুন।

রঙ্গালয়

[১৭ই ফাল্গুন, ১৩০৭ সালে 'রঙ্গালয়' পত্রে প্রথম প্রকাশিত]

সমস্ত জগৎ রঙ্গালয় ও জগতের লোক তাহার অভিনেতা, এ কথাটী পুরাতন। কিন্তু বালকের মুখে একটী নূতন প্রশ্ন ষ্টেটস্‌ম্যানের বিবিধ স্তম্ভে প্রকাশ হইয়াছিল যে, যদি সকলেই অভিনেতা, তবে দর্শক কে? কথাটী হাসির কথা বলিয়াই প্রকাশিত হয়; কিন্তু ভাবুক-হৃদয়ে হাস্তরস-উদ্দীপক কথা নহে। প্রত্যেক অভিনেতার সঙ্গে এক একজন দর্শক আছে ও সেই দর্শক নাট্যরঙ্গ দিন দিন দেখে। পণ্ডিতেরা বলেন, বাহ্য-জগত মনোজগতের প্রতিরূপ মাত্র। মনোজগতে সাধু আছে, বিষয়ী আছে, জোচ্চোর আছে, লম্পট আছে,—মনোজগতে যাহা নাই, বাহ্য জগতেও তাহা নাই। এই মনোজগত রঙ্গালয়ের অভিনয় একজন দর্শক মনোজগতে বসিয়া নিত্য দেখেন, কিন্তু অভিনেতা আপনার অভিনয়েই বিভোর, দর্শকের প্রতি প্রায়ই তাঁহার দৃষ্টি পড়ে না। এই বাহ্য জগত রঙ্গালয়ে মনোনাট্যক্ষেত্রের ছায়া মাত্র পড়ে এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিনেতারা অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এ

নাট্যালয়ে নিজ নিজ অংশ তুলিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ধন-লিপ্সা, মান-লিপ্সা, ইন্দ্রিয়-সুখ লিপ্সা, অভ্রান্ত ভাষায় তাহার অংশ তাঁহাকে উপস্থিত মতে শিখাইয়া দেয়। পরে জীবন-নাটকের ফলাফল আপনি ফলিয়া যায়। কথায় বলে, "চোর নিযুক্ত করিয়া চোর ধর।" বাহ্যজগতে চোর ধরিতে গেলে অন্তর্জগতে যে চোর আছে, তাহাকে নিযুক্ত করিতে হয়। অন্তর্জগতের সাধু—বাহ্য জগতের সাধুকে চেনেন। অতএব বাহ্য জগতের সমস্ত অভিনয় দর্শন করিতে হইলে মনোজগতের যে বৃত্তি, যে অভিনয় দর্শনে সক্ষম, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া দেখিতে হয়। সচরাচর যে সমস্ত অভিনয় চলিতেছে, তাহার দর্শনোপযোগী বৃত্তি খুঁজিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। স্বার্থ-ঘণ্টায় ঘা পড়িলেই যে বৃত্তির সাহায্য প্রয়োজন—সজ্জিত হইয়া মন রঙ্গালয়ে অধিষ্ঠিত হ'ন এবং তাহার অভিনয়ের প্রতিরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়েরা বাহ্যজগতে প্রকাশ করিতে থাকে। পাঠক, দেখুন বাহ্য জগতে একজন অভিনেতা অপর অভিনেতার ধনাপহরণ মানসে আসিয়া প্রলোভন-বাক্য রচনা করিতেছে। প্রলোভন বাক্য, লোভের শ্রুতিমধুর হইল,—লোভ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিতে লাগিল—কি করি। লোভের সঙ্গে সতর্কতা ছিল,—সে মহা কৌশলী; শুধু যে আপনি সতর্ক, তাহা নয়,—পরকে ভুলাইয়া যে ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, সে বৃত্তি এই সতর্কতার পরম বন্ধু। হীরা, হীরা কাটিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বার্থ, কি কথার কি উত্তর দিতে হয়, উত্তমরূপ শিখাইতেছে—দিব্য নাটক চলিতে লাগিল। আবার সে দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। অন্য অঙ্কে আবার ঐ সকল নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের অভিনয় হইবে। কিন্তু আপাততঃ দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়া মধুপানে উন্মত্ত, সজ্জিত কাম নারীরত্নের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কাম বেশ প্রেমের ভাণ জানে, স্বার্থ তাহাকে শিখাইয়াছে।—এদিকে রতিও বিস্তর অর্থলোলুপা; রতিও সুসজ্জিতা—স্বার্থের দ্বারা প্রেমের কথায় বেশ শিক্ষিতা। এ দৃশ্যে ফাঁকা একটী প্রেম কাব্যের খানিক অভিনয় হইল। দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনে যশোলিপ্সা আসিয়া উপস্থিত। এ লিপ্সাও যথেষ্ট শিক্ষিত, দয়া-ভাব প্রকাশ করিতে বেশ জানে, মূর্খতা ঢাকিয়া বিদ্যার বুকনি ঝাড়িতেও শিখিয়াছে, সদ্গুণের পরিচ্ছদ চুরি করিয়া ভূষিত রঙ্গালয়ে খানিক বেশ রঙ্গ করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী যশোলিপ্সার সহিত বেশ খানিক সংঘর্ষ হইল। পরে ঘৃণা আসিয়া দুই নেতাকে রঙ্গালয়ের দুই ধারে লইয়া গেল। এইরূপ অহর্নিশি অভিনয় হইতেছে। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন-সহযোগে সে অভিনয় চলিতেছে। অবিরাম স্রোতে রসের অবতারণা হইতেছে। নিরপেক্ষ দর্শক সকলই দেখিতেছে। কিন্তু সে দর্শকের প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই অভিনয় ফুরায়। মনকে মনোজগতে নিবিষ্ট করিতে পারিলে, বাহ্য-জগতের সমস্ত অভিনেতাকেই দেখা যায়। কিন্তু দর্শককে খুঁজিয়া পাওয়া বড় কঠিন। লক্ষের ভিতর দুই একজন, সেই দর্শকের অনুসন্ধান করে এবং এইরূপ লক্ষ "দুই একজনের" ভিতর দুই একজন সেই দর্শকের দর্শন পায়। কেহ বা দর্শন পাইয়া আর খেলিতে চাহে না, তাহার আর খেলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেহ বা আর পাঁচ জনকে সেই দর্শককে চিনাইবার নিমিত্ত রঙ্গালয়ে পুনঃ প্রবেশ করে। নাটকের অভিনেতা, নাটকের ভাষাই বুঝে। নাটকের ভাষায় এই অভিনেতা অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই বুঝাইবার চেষ্টাতে এই বৃহৎ রঙ্গালয়ের উপর ক্ষুদ্র একটী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। এই বুঝাইবার চেষ্টায় নাটক সৃষ্টি হয়। বৃহৎ রঙ্গালয়ের অভিনেতাবর্গ দুই ভাগ হইয়া যান। কতকগুলি অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন, আর অধিকাংশই দর্শক। আর জীবন-নাট্যের দর্শককে যিনি দর্শন করিয়াছেন—তিনি নাটককার। নাটককার সেক্সপীয়ার এই শ্রেণীর লোক,—মলেয়ার এই শ্রেণীর লোক;—কিন্তু ইহাদের কথা স্বতন্ত্র।

উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মনোক্ষেত্রে অভিনয় চলিতেছে—মনোক্ষেত্রের অভিনয়ে স্তরে স্তরে দৃশ্যপট আছে,—রসের ঐক্যতান বাদন শব্দ না পাইলে এ দৃশ্য লক্ষিত হয় না, যবনিকা উঠে না। তাঁহারা রসের ঐক্যতান বাদন বাজাইয়া মনোরঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলন করেন এবং বাহ্য জগতে যে সকল অভিনয় হইতেছে, মনোজগতের অভিনয়ের সহিত মিলাইবার চেষ্টা পান। মনোজগতে যাহা নাই,—তাহা বাহ্য জগতে দেখাইলে কেহই চিনিতে পারে না। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জগতে মনোজগতের ছায়া অভিনয় হইতেছে। মনোজগতে স্রষ্টার সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নাটক লিখিয়াছেন। সেই স্রষ্টারই পরামর্শ লইয়া ক্ষুদ্র রঙ্গালয়ে

দেখান— বৃহৎ রঙ্গালয়ে কিরূপ অভিনয় হয়। কোন মনোবৃত্তি সুসজ্জিত হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা মনের ছায়া অভিনয় প্রকাশ করিতেছে। সেই ছায়া অভিনয়ে কিরূপ স্বার্থ সংঘর্ষ হইতেছে, তিনি দর্শককে মনোদৃষ্টি প্রদান করিয়া বাহ্যিক ছায়া অভিনয় দেখিতে বলেন। তাহাদের নাটকের অভিনয় দেখিতে হইলে মনঃসংযোগ প্রয়োজন। মনঃসংযোগ করিতে গেলে, মনকে কতকটা বাঁধিতে হয়। সে বন্ধনে মনের কষ্ট আছে। কিন্তু সে কষ্ট-স্বীকারে, কষ্টের সহস্র গুণ আনন্দ উৎপাদন করে। সংযোগী দ্রষ্টা দেখিতে পায় যে, রিপুর তাড়নায় মানব মরিচীকায় বারি পান করিতে ছুটিতেছে। ছুটিয়া তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়িতেছে, অবশেষে সেই পিপাসা প্রাণ বিনাশক হইয়া উঠে। আবার দেখিতে পায়, উচ্চবৃত্তি চালিত হইয়া দয়া, দাক্ষিণ্যতা প্রভৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক কষ্টের জীবন পথে শান্তিলাভ করিয়া মানব চলিতেছে। যাহা নির্ম্মিত রঙ্গভূমিতে কষ্টের হাত এড়াইবার উপায় নাই। কিন্তু বারি অন্বেষণে মরিচীকাবৎ ধাবিত না হইয়া বুদ্ধি প্রদর্শিত পথে চলিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। তাঁহাদের দ্বারা বিয়োগান্ত (tragedy) নাটক রচিত হয়।

এই সকল নাটককার কেহ হাসিয়া, কেহ কাঁদিয়া অভিনয় দেখাইতেছেন। কিন্তু হাসুন বা কাঁদুন, বৃহৎ রঙ্গালয়ের একই পরিণাম, বিয়োগান্ত নাটক ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সকল দর্শক বিয়োগান্ত নামে কম্পিত হইয়া অভিনয় দর্শনে পরাঙ্মুখ হ'ন, তাঁহাদিগকে নাটককার হাসিয়া হাসিয়া, মনোভিনয় ও তাহার প্রতিরূপ বাহ্য অভিনয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু ইহাতেও সেই স্বার্থ সংঘর্ষণ,—ইহাতেও সেই আত্মপ্রসাদ লাভ, ও বারি উদ্দেশ্যে মরিচীকার অনুসরণে নিদারুণ তৃষ্ণা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উচ্চ ও নীচবৃত্তির স্বরূপ ছবি, উভয় নাটকেই প্রকাশিত হয়। মনঃ-সংযোগী দর্শক সেই সকল ছবি দেখিয়া মনোদৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত করেন। মন রঙ্গালয়ের অভিনয় দর্শনে সক্ষম হ'ন এবং সেই অভিনয়ে নিরপক্ষে দ্রষ্টার উপর কাহারও কাহারও লক্ষ্য পড়ে এবং সেই নিরপেক্ষ দ্রষ্টার দৃষ্টান্তে নিরপেক্ষ হইয়া সংসার অভিনয় দর্শন করিতে পারেন। যে সকল মহাত্মা মনোদৃষ্টি প্রদর্শনে এরূপ সমর্থ,—তাঁহারা মানব-পূজ্য। তাঁহাদের দ্বারা মিলনান্ত (comedy) নাটক প্রকাশ পায়।

যাঁহার নিজের মনোক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি আছে, তিনিও বুঝিতে পারেন যে, মন কত রকমে সং সাজে। কেবল পরের নিকটে হাস্যাস্পদ হইবার ভয়-রূপ একটী আবরণ ঢাকা আছে, এক শ্রেণীর নাটককার আবরণ খানি তুলিয়া দেখান যে, মন কিরূপ সং সাজিয়া থাকে—সং দেখিয়া আসি। কিন্তু যিনি হাসিতে হাসিতে বুঝিতে পারেন যে, তাহারও মন সং সাজিয়া নাচিতেছে, এ অভিনয় দেখা তাঁহার সার্থক। এই অভিনয় যিনি চিত্র করেন; তাঁহাদিগের নাটক লেখাও সার্থক। আমরা যাহাকে নক্সা (Burlesque) বলি, ইনি সেই নক্সা অঙ্কিত করেন।

আর এক জাতিয় নাট্যকার, মানসিক অভিনয়ের আর এক দৃশ্য উদ্ঘাটন করেন। এ স্থলে মন সং সাজিয়াও সং সাজিয়াছে বুঝিতে পারে না। ক্রোধকে ন্যায় বলিয়া আদর করে, কামকে প্রেম জানে, লোভকে দশকর্ম্মান্বিত বিবেচনা করে, মোহকে দয়া বলিয়া আদর করে। মদের নাম আত্ম-সম্মান, ও মাৎসর্য্যের নাম কুকার্য্যদ্বেষী জ্ঞান করিয়া সম্মানের সহিত স্থান দেন, এই শ্রেণীর নাটককার মানবপ্রতারিত বুদ্ধির দণ্ডকর্ত্তা। ব্যঙ্গচ্ছলে ঐ প্রতারিত বুদ্ধির প্রতি তীব্র তীর আঘাত করে। তাহাদের ব্যঙ্গ রচনায় দর্শক কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির কতক পরিমাণে স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন পায় এবং হাসিতে হাসিতে বুঝিতে পারে, তাহারাও কিরূপ প্রতারিত হইতেছে। এরূপ দর্শকের দর্শন সার্থক ও নাটককারের কল্পনাও সার্থক। এই নাটককারের নাম—প্রহসন (Farce)-রচয়িতা।

অপর জাতীয় নাটককার আর একটী হৃদয়-পট উত্তোলন করে। সর্পের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া খেলায়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন নিমিত্ত মনোক্ষেত্রের দাবানলের আলোকে, যে স্বার্থসংঘর্ষণ জনিত অভিনয় হইতেছে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তু অনুসন্ধানে যে ঘোরতর মনোদ্বন্দ্ব চলিতেছে, সেই স্তরে বাহ্যেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর অথচ নির্দ্দোষ কতকগুলি সুন্দর ছবি প্রদর্শন করে। মনোরাজ্যের নন্দন কাননে কতকগুলি অপ্সরী নৃত্য করিতেছে, ইন্দ্রিয় তাড়নায় সেই নন্দন কাননের অভিনয় প্রায়ই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই শ্রেণীর নাটককার সেই অপূর্ব্ব কাননের ছায়া-অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সুন্দর কাননের প্রতি মনোদৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং রসময়ী সুন্দরী লহরীতে ভাসাইয়া পরম সুন্দরের রূপের

ছটার দূর আভা সম্মুখে আনিয়া ধরে। যে দর্শক পরম সুন্দর ছটার দূর আভাষ পান, তাঁর সেই অভিনয় দেখা সার্থক এবং যিনি দেখাইতে পারেন—তাঁহারও কল্পনা সার্থক। এই শ্রেণীর নাটককার ক্ষণকাল অভিনয় ছাড়াইয়া যথায় সঙ্গীত-স্রোত ও কবিতা-স্রোত মিলিত হইয়া মহা সৌন্দর্য্য-স্রোতে ধাবমান, সেই সৌন্দর্য্যে প্রতিফলিত ছবি আনিবার চেষ্টা পান। ইহার চরম অভিনয় কেহ কখনও দেখেন নাই। বোধ হয়, এই অভিনয় বলে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইয়াছিলেন।

কিন্তু উৎকৃষ্ট বস্তু মন্দ হইলে যতদূর মন্দ হয়, সাধারণ বস্তু সেরূপ হয় না। সেই নিমিত্ত এই উৎকৃষ্ট দৃশ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া অনেকেই খ্যাম্‌টা নাচ ও তাড়িখানা আনিয়া সম্মুখে ধরেন এবং তাহাদের কল্পনা যে অতি হেয়, তাহা বলা বাহুল্য।

এইরূপ হীন কল্পনা-প্রসূত বিয়োগান্ত নাটকে কতকগুলি অস্বাভাবিক পাপের ছবি প্রদর্শিত হয়, শেষে কতকগুলি খুনাখুনি—সেই নিমিত্তই তাহার বিয়োগান্ত নাম। হীন কল্পনা-প্রসূত মিলনান্ত নাটক তাহা অপেক্ষাও ঘৃণিত হইয়া উঠে। পাপের ছবি তাহাতে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হয়। পাপের প্রতি ঘৃণা না হইয়া, পাপ আরও আদরের হইয়া উঠে। হীন কল্পনা-প্রসূত Burlesque ও Farce ব্যক্তি বিশেষের কুৎসা মাত্র ও কুৎসিত প্রসঙ্গ, কুৎসিত কথা—রসিকতা নামে সাধারণকে উপহার দেওয়া হয়। উন্নতরুচি রঙ্গালয়ে এ সকল নাটককারের স্থান নাই। রঙ্গালয় গুণীর গুণ প্রকাশের স্থান,—রঙ্গালয় হীন অনুকারী, কুরুচিসম্পন্ন, নির্গুণের স্থান নয়;—রসিকবৃন্দের আদরের স্থান রঙ্গালয়।

নাট্যকার

['নাট্য-মন্দির' মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্নদেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাবিদ্যার পার্থক্য লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। এমন কি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়। কবিতা, চিত্রপট, সঙ্গীত সকলই কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার কারণ, বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। নির্ম্মল আকাশতলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয়ভাব কুজ্ঝটিকাবৃত, ঝটিকা আলোড়িত, তমাচ্ছন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গনিবাসী স্কচ্ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদ-ছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেই রূপ ইটালিতে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্তবিমোহন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে; নাটকেও কাটাকাটি, হানাহানি নাই। কিন্তু সেক্সপিয়ার উচ্চ কবি হইয়াও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটক সকল বিয়োগান্তজনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। এক দেশের নাটক অপরদেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। দার্শনিক জার্ম্মান সিলার, নাটকে ভার্জ্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ "জোয়ান অফ্ আর্ক" নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে ভাবে সেক্সপিয়ারের নাটক রচিত নয়! পশু-যুদ্ধ-আনন্দপ্রিয় স্পেনের নাটক নির্দ্দয়তাপূর্ণ। ফরাসী-বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নাটক সকল, প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেক্সপিয়ারের "টেমপেষ্ট" নাটকের সহিত কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকের বারবার তুলনা হইয়া থাকে। "টেমপেষ্ট" বায়ু-বিহারী দেহী ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত। "শকুন্তলা" ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার প্রণয়-ভিত্তি-স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে প্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক, ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে; এবং এক দেশেই সময় বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়; যথা—এলিজাবেথের সময়েও নাটক সকল "দ্বিতীয় চার্লস"এর সাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশকালপাত্র-উপযোগী,—সেই হেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে "শকুন্তলা" সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হয়, তাহা দর্শকের মন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পাশ্চাত্যপ্রদেশে নাটকের কাব্যাংশ প্রশংসায়, অনুবাদিত 'শকুন্তলা' দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল

সত্য, কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ীরূপে গৃহীত হয় নাই বা হইতেও পারে না। অনেকেই বলেন, "ওথেলো" অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষার ছবি দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা মূরের প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেস্‌ডিমোনার পিতৃগৃহত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের প্রণয়ানুরাগে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কঠোর সঙ্কট হইতে ক্লেশ ব্যবধানে উদ্ধার লাভ বর্ণিত। স্থিরচিত্তে নিভৃত পাঠে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়ার-বর্ণিত "ওথেলোর" মুখে অনুরাগ-চিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত সুন্দরী-বর্ণনা সেক্‌স্‌পিয়ারের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্রেমোদ্দীপিত ভাবে যাঁহারা অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের নিকট উপবনে সুন্দর শোভাহার-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত,—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী, লোক ও ধর্ম্ম-সম্মানকারী নায়ক, হিন্দু-হৃদয়ে স্থান পাইবে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া স্থিরগম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্যপ্রিয় হইত। এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে। বহুগুণযুক্ত রাজা, ব্যভিচারী হইলে সতীত্বপূজক হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিবে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন, শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থিত্যাগী দধিচী আদর্শত্যাগী ও অতিথি-সেবক। কিন্তু এরূপ ত্যাগ বা এরূপ নির্ম্মলতা কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ত্রুটি করিবে না। সতী নারীর অভিমান, প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু পাতালপ্রবেশী জানকীর অভিমান, পতি-সহবাস-পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। শেষোক্তা নায়িকা "যেন রাম আমার জন্ম জন্মান্তরে স্বামী হন" এ কথা বলিয়া অভিমান করেন না। স্বামীকে দেখিলে বসনে বদন আচ্ছাদন করেন, বাক্যালাপ করেন না। এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় লক্ষ্য আত্মগোপন।

কবি বা ঔপন্যাসিক সকল স্থানে আসিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিতে পারেন। কঠিন সমস্যাস্থলে অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঠকের উপর মনোভাব বুঝিবার ভার দেওয়া তাঁহার চলে এবং ভার দেওয়া অনেক স্থলে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা, আয়েষা তিলোত্তমাকে আভরণ প্রদান করিয়া, দূরদেশে গমন করিবে বলিতেছে। যথায় দোষ ধরিবার সম্ভাবনা, তাহা স্বয়ং খণ্ডণ করিয়া যান,—সর্ব্বস্থানেই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। এমন কি, সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, আপনার সমালোচনা আপনি করিতে পারেন। উপন্যাসগুরু ফিল্ডিংএর 'টমজোন্‌স' তাহার উদাহরণ স্থল। ঔপন্যাসিকের আর এক সুবিধা, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার উপন্যাসগত ব্যক্তি সকলের পরিচয় এককালে দিতে বাধ্য নন। পাঠকের কৌতুহল জন্মাইবার নিমিত্ত কাহাকেও বা অন্য সাজে রাখিতে পারেন, পাঠক তাহার পরিচয় পায় না, আকাঙ্ক্ষার সহিত কে সে ব্যক্তি, অনুসন্ধান করে। সুযোগ বুঝিয়া তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে চমৎকৃত করেন। সার্ ওয়ালটার স্কটের "পাইরেট" উপন্যাস এই ঔপন্যাসিক কৌশলের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। নাট্যকার তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তির নিকট কাহাকেও গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু দর্শক তাহার পরিচয় প্রাপ্ত; তাঁহাকে অন্য নাটকীয় কৌশলে চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে হইবে, যেমন "মার্চেণ্ট অফ্ ভিনিস"-এ সাইলক বুকের মাংস কাটিতে পারিবে, কিন্তু বুকের রক্ত না পড়ে। নায়িকা বিচারালয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নিকট আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু দর্শকের নিকট নয়। ঔপন্যাসিক এ স্থলে

দুই প্রকার ধাঁধা দিতে পারিতেন। আইনজ্ঞবেশে বিচারালয়ে কে আসিল, তাহার পরিচয় দেওয়া তাঁহার আবশ্যক নয়, কিন্তু আইনজ্ঞবেশে "পোরসিয়া" উপস্থিত, তাহা নাট্যকারকে বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা নাটককারের এক স্বতন্ত্র কৌশল। এ কৌশল সাধারণ শক্তি-উদ্ভূত নয়। আত্মগোপনই নাটককারের জীবন।

ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্ত্বাধীন, কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের আমূল গল্প করিতে হইবে। তুলিকা, স্থান অঙ্কিত করিয়া নাটককারকে সাহায্য করেন, কিন্তু তাহা চিত্রপট বলিয়া অনুভূত হয়, শক্তিচালিত-লেখনী—চিত্রের ন্যায় সমস্ত ছবি স্বরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয় না। তুলিকা-চিত্রিত দৃশ্যে—ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া কুসুমে বসিতে পায় না, কপোত-কপোতী পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে না, মধুস্বরে পাখী গায় না। এ সমস্ত লেখনী বর্ণনায় করে; কিন্তু নাট্য-কবিরও পাখীর গান, ভ্রমরগুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। "রোমিও-জুলিয়েট"-এ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়, হৃদয়-প্রতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে বারি সিঞ্চন, ভ্রমরগুঞ্জন বর্ণিত নহে—হৃদয় প্রতিঘাতকারী। সে তপোবনে, সে ভ্রমরগুঞ্জনে—পার্ব্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া, দীর্ঘ শিখাধারী কবি কালিদাস নাই; আছেন—শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত এবং নাট্যকৌশলে অলক্ষিতে মদন। সেই ভ্রমর তপোবনে গুঞ্জন করিয়া, বিরহ-তাপিত দুষ্মন্তের করস্থিত চিত্রপটে আসিয়া আবার সজীব হইয়াছে, দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নাটককারের দৃশ্যগুলি এইরূপ সর্ব্বস্থানে সজীব হইয়া নায়কের হৃদয়ে আঘাত করিবে।

যথায় উৎকট সমস্যাস্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত 'বিষপাত্র' পান করিলেই চলিবে না। "হ্যামলেট" আত্মহত্যা করিবে কিনা, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। "দুঃখের সাগর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ take up arms against a sea of troubles"রূপ জড়িত উপমা—অবস্থায় প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্ব্বাঙ্গীন নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা সর্ব্বাঙ্গীন করিতে পারিবেন না। তিনি যাহা অন্তরে বা বাহিরে দেখিয়াছেন, তাহাই নাটকে দেখাইবেন। অতি-নৈকট্য সম্বন্ধ হইলেও, যুবক-যুবতীর এক গৃহে বাস অসঙ্গত, এ কথা আত্মনির্ম্মলতাভিমানী সমাজে বলিতে ভয় পাইবেন না। তরল স্ত্রীচরিত্র যে অতি দুঃখের সময়ে চাটুকারের প্রতারণায় চঞ্চল হইতে পারে, যথা—তৃতীয় রিচার্ডের কাপট্যে "অ্যানির" হৃদয়, তাহাও নির্ভীক চিত্তে প্রদর্শিত করিবেন। ধর্ম্মের পুরস্কার—আর্থিক লাভ—লাভ নয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম একটী উচ্চ ব্যবসায় হইত, ধর্ম্মের পুরস্কারই ধর্ম্ম, ইহা দেখাইয়া সাধারণের বিরক্তিভাজন হইয়াও, তাঁহাকে অটল থাকিতে হইবে। সংসারের অবস্থা যেন তাঁহার কল্পনা-মুকুরে প্রতিফলিত হয়, ইহাতে সংসারের অপ্রিয় হইতে হইলেও, তিনি তোষামোদী কথায় সংসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। আঘাত দিতে হয়—আঘাত দিবেন, তাহাতে বিরাগভাজন হইতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তব্য পরায়ণ হইবেন, এবং কর্ত্তব্যপালন ফলে—অমরত্ব নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

—

বহুরূপী বিদ্যা

(Make-up)

['নাট্য-মন্দির' মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

কিম্বদন্তী আছে যে, কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলে, "সীতার প্রতি যখন তোমার অনুরাগ, তুমি রামরূপ ধরিয়া তাহার মন হরণ করিলে না কেন?" রাবণ উত্তর করিলেন, "আমি এরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে রূপ ধারণ করিতে হয়, সে রূপ ধ্যানের প্রয়োজন; নচেৎ সে রূপ ধারণ করা যায় না। রাম রূপ ধারণ করিতে গেলে রামের ধ্যানের প্রয়োজন, কিন্তু রামরূপ ধ্যান করিলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরবধূ-সঙ্গ-প্রয়াস করিব কি?" কথাটী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের

স্বরূপ প্রকাশ করে, বহুরূপী নটের কার্য্যেও বিশেষ উপদেশ-প্রদ। মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখরের শোক-সভায় পঠিত যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়" "অভিনয় ও অভিনেতা"—নামে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে অভিনেতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, অভিনেতা যে ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, কেবল সে ভূমিকা বুঝিলেই অভিনেতার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে ভূমিকার ধ্যান অভিনেতার প্রয়োজন; যে ধ্যানমুগ্ধ হইয়া অভিনেতা অনেক সময়ে নাটককারকে মুগ্ধ করিয়াছেন। অনেক সময়ে অভিনয়কালীন নাটককার অভিনয় দর্শনে বুঝিয়াছেন যে, তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি বোঝেন নাই, অভিনয় দর্শনে তাহা বুঝিলেন। "অভিনয় ও অভিনেতা" প্রবন্ধে তাহার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়াছি। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যে নাটককার লিখিয়াছেন অথচ বোঝেন নাই কিরূপ? তাহার কারণ এই, যে তন্ময় অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন, তাহার পর সে অবস্থা তাঁহার স্মরণ থাকে না। অভিনেতার তন্ময়ত্বে নাটককার তাঁহার তন্ময়ত্ব প্রত্যক্ষ করেন, এই তাঁহার চমৎকৃত হইবার কারণ। বলিয়াছি, ভূমিকা (part) বুঝিলেই অভিনেতা হয় না, নাটককার সকল সময়ে অভিনেতা নয়। সেক্‌সপীয়র 'হ্যামলেটের' ghost মাত্র সাজিতে পারিতেন। কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ ছবি তাঁহার দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়। তাঁহার মাংসপেশী সকল ইচ্ছামত চালিত হওয়া চাই,—প্রেমিকের প্রেমিকা দর্শনে তাঁহার প্রেমভাব বদনে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক; কাহাকেও বা মৃত্যু-শয্যায় মুমূর্ষের ন্যায় দর্শক দেখিবে। যে ভাবের অভিনয় হইতেছে, সেই ভাব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাইবে। এ সকলে বেশের (make up) সাহায্য অত্যাবশ্যক। কোন যুবা বেশের সাহায্য ব্যতীত বৃদ্ধ সাজিতে পারে না, প্রৌঢ়াবস্থার অভিনেতাকে সাজের সাহায্য ব্যতীত প্রণয়মুগ্ধ যুবা দেখাইবে না। অভিনেতা ধ্যানে নিজ ভূমিকানুসারে প্রত্যেক ভূমিকার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে না শিখিলে তিনি ভ্রম উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। গদাধারী ভীমের বেশ, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের সাজিবে না; শত্রু-সংহারকারিনী এলোকেশী দ্রৌপদীর বেশভূষা মলিন বসনা জানকী হইতে বিস্তর প্রভেদ হইবে। অবশ্য এক ব্যক্তির সকল ভূমিকা শোভা পায় না। যথা—কোন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি লম্বোদর ব্যক্তি হাস্যরস উদ্দীপনের বিশেষ উপযুক্ত। সুন্দর সুগঠন পুরুষ নায়কের উপযুক্ত, অবশ্য খর্ব্বাকার কখনও দীর্ঘাকার হয় না, স্থূলদেহ কখনও সুঠাম হয় না। কিন্তু সুঠাম দেহ যাহা অভিনেতার হওয়া উচিত, তাহা বেশ-সাহায্যে বিকৃত করা যায়; এবং যদি আকারে বিশেষ অন্তরায় না থাকে, রূপবান পুরুষ না হইলেও তাহাকে রূপবান সাজান যায়। কিন্তু প্রত্যেক অভিনেতাকে প্রত্যেক ভূমিকায় বুঝিতে হইবে, কিরূপ সজ্জা তাঁহার ভূমিকার উপযোগী হয়। প্রেমিক-উপযোগী সরল সুঠাম কোমল বাহু—সব্যসাচি অর্জ্জুনের চলিবে না। ধনুগুর্ণ ঘর্ষণে কঠিন হস্ত, যাহা শঙ্খ দ্বারা আবরিত করিয়া অর্জ্জুনকে বিরাট গৃহে অজ্ঞাত-বাস করিতে হইয়াছিল, তাঁহার সে রমণী-চিত্তাকর্ষক বীরমূর্ত্তি একরূপ এবং পঞ্চবাণধারী মদন মূর্ত্তি অন্যরূপ—বেশের সাহায্যে তাহা দর্শক দেখিবে। কোন্ ভূমিকায় কি বেশের প্রয়োজন, তাহা রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী, ম্যানেজার বা নাটককার অপেক্ষা অভিনেতার বোঝা আবশ্যক। দর্পণ-সাহায্যের কল্পনায় তাহার কিরূপ মূর্ত্তি হওয়া উচিত, তাহা অভিনেতাই অবগত। অবশ্য নাট্যকার একরূপ ধারণা করিয়াই লিখিয়াছেন, তিনি 'খড়ির আদরা' আঁকিয়াছেন, রং ফলাইতে হইবে অভিনেতাকে, ছবিকে প্রাণ দিতে হইবে অভিনেতাকে, ইহা অভিনেতার ধ্যানের প্রাণ, অন্যে তাহা জানে না।

পাশ্চাত্য বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়ে দেখা যায় যে, ধ্যান-অনুসারে বেশের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যথা—Mrs. Siddonsএর Lady Macbeth এর বেশ এবং Sara Barnhardt এর Lady Macbethএর বেশ ধ্যানানুসারে প্রভেদ। মিসেস্ সিডনসের Lady Macbeth উগ্রস্বভাব, স্বামীসঞ্চালন-কারিণী, ক্রূরকর্ম্মা নারী-মূর্ত্তি। বার্ণহার্ট (Barnhardt)-লেডী ম্যাক্‌বেথ স্বামী অনুরাগিনী মূর্ত্তি। তিনি সিংহাসন প্রয়াসী নন; মিসেস সিডন্‌স্ উচ্চাভিলাষী সিংহাসন প্রয়াসী। আমাদের যে প্রবন্ধ "অর্চ্চনায়" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, এদেশে 'রাম-

লীলা'তে প্রতি বৎসর যেরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বদল হয়, বিলাতে সেইরূপ প্রতি বৎসর রোমিও জুলিয়েট বদল হয়। কিন্তু প্রতি বৎসরে প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েটই কোন না কোন প্রকার নূতন ভাবে দর্শকের সম্মুখীন হয়। প্রত্যেক রোমিও জুলিয়েটের ধ্যান পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সেই ধ্যানানুসারে তাঁহাদের পরিচ্ছদও পরিবর্ত্তিত হয়; নতুবা দর্শক নূতনত্ব দেখিত না।

অভিনেতার ধ্যানের মূর্ত্তি অভিনেতার প্রকৃত মূর্ত্তি নয়। সাজের সাহায্যে তাঁহার শরীরে ধ্যানের মূর্ত্তি যতদূর প্রকাশ পায়, নিশ্চয় তাঁহাকে তাহা করিতে হইবে। রং পরচুলা, মোম ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সাহায্যে এতদূর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভব যে, পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে পরম আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে চেনা যাইবে না। একজন সুন্দর পুরুষ কাফ্রী সাজিয়াছে, কালো রংএ রং ঢাকিয়াছে। নাকের অগ্রভাগ দড়ি দিয়া তুলিয়া দড়ির রংএর সহিত মিলাইয়া দিয়া কাফ্রির নাসিকা করিয়াছে, গালের হাড় মোম দিয়া উঁচু করিয়াছে, মোম দিয়া ঠোঁট পুরু করিয়াছে, কোঁকড়া পরচুলা পরিয়াছে, পোষাকও কাফ্রীর মত। কাফ্রীর চলন অনুকরণ করিয়াছে; ইহাতে সহজে তাহাকে চেনা কোন রকমেই যায় না।

অভিনেতা কুরূপই সাজুক বা সুরূপই সাজুক, এমন কি ভিখারী সাজিলেও যে সাজে দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সে সাজ পরিহার্য্য। কেননা দর্শক আমোদ করিতে আসিয়াছে, গলিত কুষ্ঠরোগী ভিখারী দেখিয়া তাহার আমোদের নিতান্ত ব্যাঘাত হইবে। এ আবার এক তর্কের স্থল; কেহ বা বলিবেন,—"স্বাভাবিক দেখান উচিত।" কিন্তু যদি বোঝেন, কলাবিদ্যা ও স্বভাব এক নয়, কলাবিদ্যা-বলে স্বভাবছবি হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয় মাত্র, কলাবিদ্যা আনন্দপ্রদ, যদি ইহা সকলে বুঝিতেন, তাহা হইলে 'স্বাভাবিক' 'স্বাভাবিক' বলিয়া এত চীৎকার করিতেন না।

চিত্রকরের ন্যায় অভিনেতারও রং বোঝা আবশ্যক। চিত্রকর যেমন তাঁহার অঙ্কিত ছবি কোথা হইতে দর্শক দেখিবে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ রং দেন, অন্যাবস্থায় তাঁহার ছবি দেখিলে তাঁহার চিত্র-বিদ্যা সেরূপ বোঝা যায় না। অভিনেতাও সেইরূপ দর্শক যাহাতে তাহার সজ্জিতদেহের ছবি সম্পূর্ণ পায়, সেই অনুসারে রং মাখিবেন। দৃশ্যপট দিনের বেলায় দেখিলে এ কথা স্পষ্টরূপ প্রকাশ পাইবে। রজনীতে দূর হইতে দর্শক দেখিবে, চিত্রকর সেইভাবে লিখিয়াছেন। দৃশ্যপট দীপালোকে দূর হইতে ভ্রমোৎপাদন করে, দিবালোকে মোটা মোটা রংএর দাগ দেখা যায়। অভিনেতাকেও রং মাখিবার সময় বিবেচনা করিতে হইবে যে, বৈঠকখানায় যেরূপ পাউডার মাখিয়া সুন্দর হইলে চলে, রঙ্গমঞ্চ হইতে সেরূপ চলিবে না। বেশী করিয়া লাল রং তাহার গালে দিতে হইবে, তবে গোলাপআভার ন্যায় দূর হইতে দেখাইবে। ক্ষুদ্র চক্ষু বৃহৎ দেখাইতে গেলে, চোখের কোণে কাজলের রেখা বিশেষ করিয়া দিতে হইবে বা চক্ষু কোঠরগত করিতে হইলে চোখের কোলে বেশী করিয়া কালো রং দেওয়া আবশ্যক। দোকানে পরচুলা ভাল দেখিয়া লইলে চলিবে না, পরচুলা তাহারই উপযুক্ত হওয়া উচিত। ভূমিকা (part) অনুসারে বৃহৎ ললাট বা ক্ষুদ্র ললাট হওয়া তাহার প্রয়োজন, তাঁহাকে প্রয়োজন-অনুসারে ফরমাস দিতে হইবে, ভাল পরচুলাটী দেখিয়াই পরিলে চলিবে না। আমরা দেখিতে পাই, যদি কেহ পরের দেখিয়া চুল ফেরান, তাহাতে অনেক সময়ে কদর্য্য দেখায়; কিন্তু যদি নিজের আকার অনুসারে অনুকরণ না করিয়া যে ভাব তাঁহাকে শোভা পায়, সেইভাবে চুল ফেরান, তাহা হইলে সুন্দর দেখায়। অতএব কিরূপ পরচুল ও পরিচ্ছদে তাঁহাকে ভাল দেখাইবে, তাহা অভিনেতার বিশেষ বোঝা আবশ্যক।

নাটকের ভাল ভূমিকা লইয়া সকলেই কাড়াকাড়ি করে। কিন্তু কোন্ ভূমিকা তাহার শোভা পাইবে, বেশভূষা করিলে সে ভূমিকায় তাহাকে কিরূপ দেখাইবে, ইহা বিবেচনা না করিয়া যদি ম্যানেজারের প্রতি কেহ ক্রুদ্ধ হন, তাহা যে কেবল অসঙ্গত হইবে—তাহা নয়, তিনি যে ভূমিকা না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাহা পাইলে দর্শককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে, কল্পনারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া কল্পনারাজ্যে দর্শককে আনা তাহার কার্য্য। সেই কার্য্যের সহায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান; দ্বিতীয়—ধ্যানানুসারে অভ্যাস; তৃতীয়—সজ্জা। তৃতীয় হইলেও সজ্জার স্থান সামান্য নয়। তিনি অভিনয় করিতে না পারিলেও যদি তিনি ভূমিকানুসারে ঠিক সাজিতে পারেন, তাহাতেও ভূরি

ভুরি প্রশংসাভাজন হইবেন। অভিনেতার কার্য্য যিনি সামান্য জ্ঞান করেন, তিনি ধ্যানাভ্যাস ও সাজের কথা কিছুই বুঝিবেন না, যিনি বুঝিবেন তাঁহার জন্যই প্রবন্ধ লিখিলাম। যিনি না বুঝিবেন, তিনি যেন বৃদ্ধ বলিয়া আমায় মার্জ্জনা করেন।

বর্ত্তমান রঙ্গভূমি

[সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার নাট্যশালা, নট, নটী, দর্শক, সমালোচক, রঙ্গাধ্যক্ষ এবং নাটকের কি অবস্থা ছিল—মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই প্রবন্ধে তাহারই একটা স্থূল চিত্র দিয়াছেন। থিয়েটারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কি বলিয়া গিয়াছেন, এবং তখনকার থিয়েটার হইতে এখনকার থিয়েটারের পার্থক্য ও মিলনই বা কোথায়—পাঠক এই প্রবন্ধ পাঠে—তুলনায় তাহা সহজেই ধরিতে পারিবেন। প্রবন্ধটি ১৩০৮ সাল, ২৬শে পৌষ (১ম বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা) "রঙ্গালয়" সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।]

থিয়েটারের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া অনেক সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে সমালোচনা হইয়া থাকে। অনেকেরই মত, দর্শক কুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে; নাটক অভিনয় হইলে লোক-সমাগম হয় না। রং-তামাসা, নৃত্য-গীত, দর্শক এই সকলই দেখিতে ভালবাসে। বাধ্য হইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষেরা দর্শকের রুচির উপযোগী আয়োজন করেন। আবার কোন কোন সমালোচক অধ্যক্ষেরই দোষ দেন, তাঁহাদের মতে সাধারণের রুচি মার্জ্জিত করিয়া লওয়া উচিত। অধ্যক্ষেরা যদি কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করেন, ক্রমে রুচির পরিবর্ত্তন হয়। এই উভয় শ্রেণীর সমালোচকই কতক সত্য বলেন।

থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে, কবি, হাফ্-আকড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার প্রাদুর্ভাব ছিল। হাফ-আকড়া, কবি ও পাঁচালীতে গালি-গালাজ চলিত এবং ঐ সকল গালি-গালাজ লইয়া সমাজে সকলে বিশেষ আনন্দ করিত। যাত্রায় বড় একটা কথাবার্ত্তা ছিল না, দু' একটা কথার পর, "তবে প্রকাশ ক'রে বলো দেখি ?" বলিয়া গান আরম্ভ হইত। সেই গানের কতক আদর ছিল, কিন্তু বিশেষ আদর সঙের। সঙ্ হাল্কা সুরে গাহিত, অপেক্ষাকৃত ভারি অঙ্গের পালার সুর হইতে সঙের সুরের আদর অনেকের নিকট হইত। সঙ্ গালাগালি দিত; তাহা লোকের বিশেষ প্রিয় হইত। গালাগালির এত আদর ছিল যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকে সম্পাদকে অতি অবক্তব্য ভাষায় গালি চলিত এবং ঐ সকল সংবাদপত্রেরই গ্রাহক অধিক হইত, যিনি গালাগালি দিতে সুনিপুণ হইতেন,—আদর তাঁহার বেশী ছিল। ইংরাজী বিদ্যার যতই কেন দোষ দেন না, ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ দেখিলেন যে, সমাজের এরূপ রুচি ভাল নয়। সমাজের বড় বড় লোক নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে নাটকের বড় চটক হইল। নাটক সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, সাজ সরঞ্জাম পরিচ্ছদাদি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করিতেন ও পারিবারিক অলঙ্কারাদি আনাইয়া অভিনেতা-গণকে সাজাইতেন। অতি উচ্চ শ্রেণীর নাটক না হইলেও অধিকাংশ দর্শক তাহার রসাস্বাদন না করিতে পারিলেও কৃতবিদ্য ব্যক্তির প্রশংসার অনুকরণ করিয়া সকলেই প্রশংসা করিতেন। টিকিট কিনিতে পাওয়া যাইত না, সাধারণের মধ্যে যাঁহাদের অদৃষ্টে টিকিট যোগাড় করিয়া নাটক দেখা ঘটিত, তাঁহারা নাটক ভাল লাগুক না লাগুক, অন্যের নিকট তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত যাহা দেখিয়াছেন, তাহা শত গুণে বর্ণনা করিতেন। যাঁহাদের অদৃষ্টে নাটক দেখা হয় নাই,—নাটক অভিনয় না জানি কি ভাবিতেন। কোথাও একখানি নাটকের অভিনয় হইলে, সেই অভিনয়ের কথা কিছুদিন চলিত।

অভিনয়েও সাধারণের পক্ষে অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ ছিল। কোথা হইতে অভিনেতারা আসে, কিরূপে পট উত্তোলন ও পট পরিবর্ত্তন হয়,—মূল্যবান পরিচ্ছদ,—যাত্রার ন্যায় দর্শকের নিকট হাত-পা-মুখ না নাড়িয়া পরস্পর কথা কওয়া, রাজা, রাণী, রাজমন্ত্রী প্রভৃতির হাব ভাব, এই সমস্তই অদ্ভুত জ্ঞান হইত। যাঁহারা কাব্য রসাস্বাদন করিতে থাকিতেন, তাঁহাদের তো কথা নাই, যাঁহারা রসাস্বাদন করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও লোকে পাছে বেরসমজদার বলে, এই ভয়ে প্রশংসা করিতেন। কিন্তু

তাঁহাদের যাত্রা বা কবির রুচির পরিবর্ত্তন হয় নাই। রং-তামাসা নীচ অঙ্গের আমোদ প্রভৃতিও পূর্ব্ববৎ রহিল।

বড়লোকের অনুকরণ করিয়া নানাস্থানে সখের থিয়েটার হইতে লাগিল। চলিত রঙ্গমঞ্চে নানাস্থানে অভিনয় হওয়ায় পূর্ব্বে যাঁহারা বড়লোকের থিয়েটার দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদের থিয়েটার দেখিবার বিশেষ সুযোগ জন্মিল। এই সকল অভিনয়ে অনেক কৃতবিদ্য থাকিতেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের মতে মত দিয়া সাধারণেও তাঁহাদের প্রশংসা করিত। কিন্তু সখের থিয়েটারেও সর্ব্বসাধারণের দেখিবার সুযোগ হইত না,—প্রকাশ্য রঙ্গালয় হওয়ায় সে অভাব দূর হইল।

প্রকাশ্য রঙ্গালয় "নীলদর্পণ" লইয়া আরম্ভ হয়। নীল-দর্পণ যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা ইতোপূর্ব্বে অভিনয় কার্য্যে অনেকটা দীক্ষিত। 'নীলদর্পণ'ও অনেক মহলা দেওয়ার পর সাধারণের সম্মুখীন হয়। তখনও সকলে জানিতেন না—কিরূপে দৃশ্যপট চালিত, কিরূপে অভিনেতারা সজ্জিত হইত; এখন খুব চটক, যাঁহারা অভিনয় করেন, কিছু বোধশোধও আছে, অন্ততঃ শিখাইয়া দিলে শিখিতে পারে, এরূপ লোক অভিনয় কার্য্যে ব্রতী। চটকে চটকে অনেক দিন চলিল।

কিন্তু সে চটক আর নাই। এক্ষণে প্রায় সকলেই জানে কিরূপে পটপরিবর্ত্তন প্রভৃতি রঙ্গালয়ের আভ্যন্তরীণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; অপর কোন কার্য্যক্ষম না হইলে অভিনয়-কার্য্যে ব্রতী হয়। এমন কি কেহ বা নিজ অভিনয়াংশ (Part) পড়িতে পারে না। তোতাপাখীর ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া অভ্যাস করাইয়া দেওয়া হয়। যেমনটী শেখান হয়, তাহা ঠিক পারে না—বিকৃত করিয়া বলে, কোন গভীর ভাবাপন্ন কথা, সেই ভাবের উপযোগী সুর আনিতে না পারিয়া একটা কৃত্রিম সুরে বলিয়া থাকে; এরূপ স্থলে নাটক অভিনয় হওয়া একরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নাচ, তামাসা, গান কতক শিক্ষা করিতে পারে। নিম্ন অঙ্গের সুর শিক্ষা করা অনায়াস-সাধ্য। প্রহসনে (Pantomime) যে সকল চরিত্র থাকে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারে, অভিনয়ও কতকটা স্বাভাবিক হয়। অধ্যক্ষেরা সাজ পোষাক পট প্রভৃতি উপযোগী করিয়া দেন। একখানি সামান্য ঘর আঁকা পটোর পক্ষে সহজ হয়। দর্জ্জী—কি পোষাক নির্ম্মাণ করিতে হইবে—তাহা বুঝিতে পারে, পরচুলওয়ালা কিরূপ চুল তৈয়ারী করিবে তাহাও জানে; এই সকল কারণে অভিনয় কতকটা ভাল হয়। তাহাতে আবার কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া পঙ্করং লেখক রচনা করেন। যাঁহাকে গালি দেওয়া মনস্থ, তাঁহার ন্যায় অভিনেতাকে সাজান হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত কবি শ্রোতার রুচি দিব্য পুষ্ট করে।

কিন্তু নাটকের বেলা বিষম হুলস্থূল পড়ে; যাহারা অভিনয় করিবে, তাহারা সে সব চরিত্র বোঝে না; বরের সজ্জা পরিয়া সমস্ত জগতের রাজা আবির্ভূত হন—রাজ-মুকুট, রাজ-অলঙ্কার কুমারটুলী হইতে আইসে। রাজার ন্যায় চলিতে জানে না—বলিতে জানে না। বীরত্ব প্রকাশ করিতে যাইলে অভিনেতা গোঁভারের ন্যায় চীৎকার করে। বহুদিন হইতে ঐরূপ চীৎকার শুনিয়া দর্শকও তাহা বীররস ভাবিয়া এক্সেলেণ্ট (Excellent) করিয়া উঠেন। একখানি রাজ-সভা বহুদিন হইতে চিত্রিত আছে, সমস্ত পৃথিবীর রাজা সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। পটো জানে না—রাজবাড়ী কিরূপ; দর্জ্জি জানে না—রাজ-পোষাক কিরূপ, পরচুলওয়ালা কখনো রাজা দেখে নাই, কোন অধ্যক্ষের উপদেশে, রাজা হইলেই বাউরীচুল হয়, ইহা জানিয়াছে। এক ব্যক্তি যদি 'নল' ও 'ভীমসিংহ' সাজেন, দর্শক পালার নাম শুনিয়া ইনি 'ভীমসিংহ' কি 'নল' সাজিয়াছেন, বুঝিতে পারিবেন। তাহার পর এক সপ্তাহ রিহারস্যাল দিয়া অভিনয় হইতেছে, সকলের নিজ নিজ অংশ অভ্যাস হয় নাই; সুতরাং প্রম্টারের কথার প্রতি কাণ রাখিতে হইয়াছে। প্রম্টারও উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে বাধ্য,—তাহার হস্তেই অভিনয়ের প্রাণ। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন,—শ্রোতা ডবল অভিনয় শুনিতে পাইতেছেন। কৃতবিদ্য হইয়া "কবি, হাফ-আকড়াইর" রুচি দমন পূর্ব্বক যিনি উচ্চ রুচি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই "পালাই পালাই" ডাকিতে হয়, অপর সাধারণের ত কথাই নাই।

নাটক বোঝাও কঠিন,—এক্টার-এক্ট্রেস নাটক বুঝাইয়া দেয়, সুযোগ্য এক্টার না থাকিলে যে অতি উচ্চ নাটকেরও

হতাদর হইয়া থাকে, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। একটার-একট্রেস তো একে লেখাপড়া জানে না, তাহার উপর বহু চেষ্টায় যে একট্রেসটীকে শিক্ষিত করা যায়, তাহাকে অনেক কাপ্তেন বাবু ষ্টেজ হইতে লইয়া যান। যে একটার একটু ভাল হইয়াছে, এত বন্ধু জুটিয়া তাহার সুখ্যাতি আরম্ভ করে যে, তাহার দ্বারা আর কার্য্য হইতে পারে না। তাহার পর অধ্যক্ষদেরও পুরাতন লোকদিগকে রাখিবার চেষ্টা কম, তাঁহারা ভাবেন—একজনকে তো শিখাইয়াছি, আর একজনকেও শিখাইয়া লইব। কোন একখানি নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইবার দিনকতক পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায়ই সমস্ত অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহারা প্রথম বারে অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা আর নাই—এরূপ পরিবর্ত্তন যে কেবল অধ্যক্ষের দোষে হয়, তাহা নয়; অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দোষেও হইয়া থাকে। যাহারা অভিনয় করে, একবার সুখ্যাতি পাইলে তাহারা মাথা কিনিয়া লয়। মূর্খ কোন ক'লে হৃদয়ের শিক্ষা হয় নাই, সুতরাং কৃতজ্ঞতা কাহার নাম অনেকেই জানে না, আমরা কি হইয়াছি ভাবে; অধ্যক্ষও মনে ভাবেন, "এর এত স্পর্দ্ধা সহিব কেন, দূর হইয়া যাক্।" কলহের অন্যান্য কারণও আছে। তাহা অধ্যক্ষেরাও বুঝেন, এবং তাঁহাদের সতর্ক হওয়াও উচিত।

অন্যান্য দেশে-যথায় রঙ্গভূমি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে উন্নতি অনেকটা সমালোচকের সাহায্যে। সকল দেশেই অভিনয় কার্য্য শিক্ষা করিতে হইয়াছে। প্রায়ই অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অভিনয়-কার্য্যে প্রথম ব্রতী। রাজ-সাহায্যে, ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে নাটক অভিনয় হইত। যোগ্য ব্যক্তি শিখাইত, এবং সমালোচকের দ্বারা যথাযোগ্য প্রশংসা পাইত। কোন অংশ অভিনয় করিয়া একেবারে কেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতেন না। নাটকের ভাব, সমালোচকেরা বুঝাইয়া দিতেন এবং দৃশ্যপট প্রভৃতি যথোপযোগী হওয়ায় সাধারণের প্রীতিকর হইত। সাধারণ দর্শক দৃশ্যকাব্যের দৃশ্য অংশে বিমোহিত হইতেন এবং কাব্য-অংশ সমালোচক হইতে বুঝিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালায় সেইরূপ সমালোচক বিরল। যে শ্রেণীস্থ লোক একটার, প্রায়ই সেই শ্রেণীস্থ ব্যক্তি সমালোচক। তারপর তাহারা কখনও হৃদয়ের শিক্ষা পায় নাই। কাগজ হাতে আছে, তাহাতে যাহা নয়, তাহা লিখিতে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে কেহ কেহ বা নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই নাটক অভিনীত হইবে প্রত্যাশা করিয়া কোন থিয়েটারের অযোগ্য প্রশংসা করেন; কেহ নভেল লিখিয়াছেন, সেইখানি নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হউক—আকাঙ্ক্ষা করেন। সুতরাং থিয়েটারে প্রধান ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার তোষামোদ প্রয়োগ করিতে হয় এবং কাগজেও অলীক প্রশংসা করিতেও বাধ্য হন। অন্যান্য লোভের প্রত্যাশা রাখিয়াও সমালোচক চাটুকার হইয়া পড়েন। যথার্থ সমালোচনা করিবারও তাঁহার শক্তি নাই। কোন ভাষায় কোন উচ্চশ্রেণীর নাটক পড়েন নাই। মাতৃভাষা বাঙ্গালা বলিয়া বাঙ্গালা খবরের কাগজে তাঁহাদের লেখা চলে। তাঁহারা সমালোচক হওয়ায় রঙ্গভূমির সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

এই তো এক শ্রেণীর সমালোচক। আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া অভিমান রাখেন। তাঁহাদের চক্ষে কিছু ভাল লাগে না। বাঙ্গালায় সেক্সপিয়র নাই বলিয়া তাঁহারা ক্রন্দন করেন, আরভিং নাই, সারা বার্ণহার্ট নাই—ইটালী দেশীয় চিত্রকর নাই—তবে তাঁহারা নাটক দেখিতেই বা যাইবেন কি, আর সমালোচনার কথাই বা কহিবেন কি? ইহারা যদি একবার ভাবিতেন যে, বঙ্গের রঙ্গভূমির এই প্রথম অবস্থা, যাহা হইয়াছে—তাহা বিনা সাহায্যে; ইহার অধ্যক্ষেরা নানা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং যে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ অনেক ইংরাজ দর্শকের প্রশংসাপত্রে দেখিতে পাইবেন। লেডী ডফরিণ—যাঁহার চক্ষে বাঙ্গালী বাবু সম্পূর্ণ ঘৃণা,—তিনিও রঙ্গভূমির সুখ্যাতি করিয়াছেন। এডুইন আরনল্ডের ভারত-ভ্রমণ পুস্তকে বাঙ্গালা অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা লিখিত; অতএব সমালোচকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন, তিনিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর অবস্থা সম্পূর্ণ জানেন। তুলনায় ইংরেজের সমকক্ষ বাঙ্গালী কোন বিষয়েই হইতে পারে নাই, তবে যদি রঙ্গভূমি না হইয়া থাকে—তাহা তিনি তত দোষের ভাবেন—তত নয়।

কাব্য ও দৃশ্য

['নাট্যমন্দির' মাসিক-পত্রিকায় (১ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

বাল্যকালে দেখিয়াছি, নারায়ণ দাসের যাত্রার দলে প্রহ্লাদকে বিষ প্রদান করিতে হইবে, কোন পাত্র তো উপস্থিত নাই—মন্দিরাই বিষপাত্র হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা একটী হাসিবার কথা। কিন্তু যখন প্রহ্লাদ গান ধরিল—

"দুখ দেবে প্রাণে সবে ক্ষতি তায় কিছু হবে না।
আমি ম'লে ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ নাম কেউ লবে না ॥"

অমনি সংস্র দর্শক স্তম্ভিত, ভক্তি-করুণায় আর্দ্র হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। এই অভিনয়, দৃশ্যপট সাজ-সরঞ্জাম না থাকায়, যিনি অস্বাভাবিক বলেন, তিনি কি বলেন তাহা তিনিই জানেন না। যাঁহারা এই যাত্রাকে থিয়েটারের সহিত প্রভেদ করেন, তাঁহাদের বোধ হয় অজানিত—সেক্সপিয়ার, বেন্‌জনসন্‌ প্রভৃতি মহাকবির নাটক সকল প্রথমে এই যাত্রার ন্যায়ই অভিনীত হইত। কবির বর্ণনায় রম্য উপবন, সাগর, বিশাল প্রান্তর, নিবিড় কানন দর্শককে বুঝিতে হইত, যেমন আমাদের দেশে যাত্রায় দর্শককে বুঝিতে হইয়াছিল। তাহার পর পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমাদের দেশে দৃশ্যপটাদি হইল, এখন আর কাব্যের প্রশংসা তাদৃশ নয়। আমার স্মরণ আছে, বেল-গেছিয়ায় "রত্নাবলী"র অভিনয় দেখিয়া, একব্যক্তি প্রশংসা করিতেছে,—"কি চমৎকার ব্যাপার! রাজার গলায় প্রকৃত মুক্তার মালা, পশ্চাতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে শুনিয়া রাজা 'সাগরিকা'কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটিলেন, একজন রাজভক্ত সভয়ে তাঁহাকে বাধা দিল। তিনি বাধা উপেক্ষা করিয়া ছুটিলেন, অমন মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গেল, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।" কাব্যের প্রশংসা নাই, অভিনেতার বক্তৃতায় কিরূপ হৃদয় দ্রব হইয়াছিল—তাহা নাই, কোন' সরস পংক্তির আবৃত্তি নাই—কেবল মুক্তার মালা, সাজসরঞ্জামের প্রশংসা। এই শ্রেণীর সমালোচক প্রথমে যাত্রার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করেন, ইহাতে ক্ষতি-লাভ উভয়ই হইল। যাত্রায় কতকগুলা অশ্লীল ভাঁড়ামি ছিল—তাহা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের সঙ্গীত-স্রোতও লোপ পাইল।

এখনকার অভিনয় সভ্যভাবে সভ্যকথায় চলিতে লাগিল। রসের উদ্ভব যত হোক্ বা না হোক, সভ্যতাই ইহার প্রশংসা। অভিনেতারা নানা সভ্য নিয়মে বাধ্য। দর্শককে কোনও অভিনেতা পশ্চাৎ দেখাইতে পারিবেন না; ক্রুদ্ধ ভীমও রণস্থলে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবেন না; সকলেই সভ্যভাবে চলিবে, তবে মূর্চ্ছা যাবার অধিকার ছিল, তাহাও খুব সংযতরূপে। দৃশ্যপটের বাহার, সাজ-সরঞ্জামের বাহার, এরূপেই রঙ্গালয় চলিল।

তাহার পর ঐরূপ সভ্য-নাটকের আদর কমিয়া আসিল। সাজসরঞ্জাম, ছবির মত দৃশ্যপট, বুক্‌নিদার কথা-বার্ত্তায় নাটক চলিতে লাগিল। প্রহসনেরই আদর, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি চাপা লক্ষ্য থাকিলে আরও আদর, এক সম্প্রদায়ের প্রহসনে অপর সম্প্রদায় দ্বারা উত্তর প্রদান—ক্রমে এই সকলের বাড়াবাড়ি হইল। এই স্রোতে—

"মুই থিয়েটারের হিপ্পি।
গ্রিন চশমা চ'খে দেখি গ্রিন রুমের মিষ্টি ॥"

প্রভৃতি গানের তরঙ্গ চলিল। অনেকেই বলিলেন, এ সব ভাল নয়। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাই দর্শকশ্রেণী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ের কবি ও ভাবুক উভয়েই যে সকল পুরাতন আমোদ ছিল, তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। দাশু রায়ের কাব্যরসপূর্ণ পাঁচালী, কৃষ্ণলীলার মধুর রসপূর্ণ গান—ইঁহাদের রুচিবিরুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বুঝিতেন না যে, ঐ সকল সঙ্গীত মহা ভাবুকের রচিত। উপস্থিত অবস্থা আমাদের দেশের মৌলিক নয়, ইংরাজের অনুকৃত অবস্থা। কবি ড্রাইডেন, যাঁহাকে পোপের সহিত তুলনা করিয়া স্থির করিতে হয় যে, পোপ বা তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান কবি, তিনিই প্রথম শ্রেণীর কবিগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বিশেষতঃ নাট্যকারগণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"Wit's now arrived to a more high
degree;
Our native language more refined
and free;

Our ladies and our men now speak
more wit;
In conversation than those poets writ."

তিনি বলেন, সে এক সময় গিয়াছে, এখন "* * critics weigh each line, and every word, throughout a play" ও সকল কবি আর চলে না। সত্যই চলিল না। বাঙ্গালায়ও ইংরাজি চলিয়াছে, বাঙ্গালায়ও পুরাতন ভাবুক কবি চলিল না। এ অবস্থায় নাটকে সকলেই রসের কথা কয়। চাকর, নাপ্তিনী, পুরোহিত, কর্ত্তা-গিন্নী সকলকেই রসের কথা কহিতে হইবে। ছুই একটা সন্ন্যাসী যখন দেখা দিতেন, তখন তারা ছুই একটা ঔষধ-পালা দিয়া গম্ভীর ভাবে চলিয়া যাইতে পারিতেন।

কিন্তু এ ভাব কোন মতেই স্থায়ী হইবার নয়। ক্রমে ভাবুকের পূর্ব্বতন ভাবুক কবির প্রতি দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের চক্ষে মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি অসঙ্গত কবিতা-বর্জ্জিত ঠাকুরমার গল্প নয়। এ সময় সেক্সপিয়ারের বাঙ্গালায় যথেষ্ট আদর। সমালোচক ক্রুদ্ধ হইয়া সমালোচনা করেন, "বাঙ্গালায় সেক্সপিয়ারের স্থায় নাটককার হইতেছে না।" কিন্তু সকলেই তো সমালোচক নয়। নাটককার সেক্সপিয়ার না হইয়াও, অনেকের নিকট চলিল।

এ সময়ে দৃশ্যপট, সাজসরঞ্জাম, কাব্যরসিকতা প্রভৃতির সাধ্যমত চেষ্টা হইতে লাগিল। তীব্র সমালোচনায় দৃশ্যপট প্রশংসার নয় কিন্তু চলনসই, সাজসরঞ্জামও চলনসই, সকলই চলনসই, কতকটা আমোদ করিতে পারিলেই দর্শক সন্তুষ্ট। অসন্তোষের কারণ ক্রমে দেখা দিতে লাগিল। খবরের কাগজ মেলে মেলে আসে, তাহাতে পাশ্চাত্য থিয়েটারের ধুমধামের বর্ণনা; সে বর্ণনানুসারে এখানে কিছুই নাই, সে বহুমূল্য পরিচ্ছদ নয়, সে পরিচ্ছদের কথা সংবাদপত্রে দর্শক পড়িয়াছেন। দর্শক পড়িয়াছেন ষ্টেজে ষ্টিমার আসে, তোপ ছাড়ে, যুদ্ধ হয়;—হায় হায় আমাদের সেরূপ নয় বলিয়া আক্ষেপ চলে! কিন্তু যে দেশে এ সকল চলিতেছে, সে দেশেও আক্ষেপ; তাহাদের আক্ষেপ এই যে, দৃশ্যকাব্যে কেবল দৃশ্যেরই প্রাচুর্য্য, কাব্যের তদধিক অভাব। ক্লেট হ্যামিল্টন নামক জনৈক সমালোচক আক্ষেপ করিতেছেন,—মহারাণী এলিজাবেথের সময়ে নাটকাভিনয়ে যদিচ দৃশ্যপট ছিল না, অনেক সময়েই দিবসে অভিনয় হইত, কিন্তু তখন কবি-কল্পনা-প্রভাবে দিবসেই রাত্রি দেখাইতে পারিতেন। যখন সমুদ্র বর্ণিত হইতেছে, দর্শকের নাসিকায় যেন সাগরের লবণবাহি বায়ু প্রবেশ করিত, কূলে সমুদ্র-প্রতিঘাতের শব্দ শুনিত। প্রেমিক-প্রেমিকা চন্দ্রালোক-দৃশ্যে প্রেম-কথা কহিতেছে, মানসচক্ষে দেখিতে পাইত। অরণ্যবাসীর আনন্দ বর্ণিত-কথায় বুঝিত; সূর্য্যালোক সত্ত্বেও ম্যাক্‌বেথের কথায় বুঝিত—"Light thickens and the crow makes wings to the rooky woods" কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত জল পড়িলে তবে বৃষ্টি বুঝিব, ষ্টিমার আসিলে তবে ষ্টিমার বুঝিব, কল্পনায় কিছুই অনুভব করিব না। কাব্যে আমরা ঠিক যেমন নিত্য দেখি, সেইরূপ দেখিতে চাই; ইহা স্বভাব-চিত্র বটে, কিন্তু অতি সঙ্কীর্ণ স্বভাবচিত্র। যে দেশের চিত্র সেই দেশে দিনকতক চলে; এলিজাবেথের সময়ের কাব্যের স্থায় জগদ্ব্যাপী ভাবপূর্ণ নহে। আমাদের নাটক আমরাই বুঝি, অন্ত কেহ বুঝিবে না।

বিলাতের এ অবস্থা আমাদের দেশেও সংক্রামিত হইতেছে। দৃশ্যপটের সুখ্যাতি একরূপ নাটকের সুখ্যাতি হইতেছে। নাটক দেখিয়া গিয়া অভিনেতার কথা আলোচনা হয়, কিন্তু যাহাকে সুখ্যাতি করিতেছে, তাহা যে কি, বর্ণনা শুনিয়া অন্যে বুঝিতে পারে না। এই তো অবস্থায় আমরা উপনীত।

উন্নতির বিস্তৃত পথ সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু সকলই সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। যতদিন কলাবিষ্ঠাবিশারদ অভিনেতার সংখ্যা না বৃদ্ধি হয়, ততদিন উচ্চাঙ্গের নাটক জনপ্রিয় হইবার কোনওরূপ সম্ভাবনা নাই। অভিনেতা না বুঝাইয়া দিলে, সাধারণ দর্শক কখনই বুঝিতে পারিবে না। আবার উৎকৃষ্ট নাটক না পাইলে অভিনয়-বিষ্ঠার উৎকর্ষ কিরূপে হইবে? রাজা বিদেশী, তাঁহাদের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। রাজপুরুষেরা ভাষা বোঝেন না, উৎসাহ প্রদান কিরূপে করিবেন? এদেশে যাঁহারা উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারা উদাসীন; রঙ্গালয়ে ড্রেস সার্কেল ও বক্‌স না রাখিলেও চলে। অনেক অভিনয়-রাত্রে ঐ সকল আসনের অধিকাংশই খালি থাকে। যাঁহারা পণ্ডিত

বলিয়া পরিচিত, প্রায়ই তাঁহারা রঙ্গালয়কে উপেক্ষা করেন; অনেক সাধ্য-সাধনায় কেহ বা কখনও উপস্থিত হন। যদি কোন উচ্চাঙ্গের নাটক কখনও অভিনীত হয় এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যদি কেহ দেখিতে আসেন, ম্যানেজারের অনুরোধে 'ভিজিটার-বুকে' opinion লিখিয়া রঙ্গালয়ের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেন। যদি ঐ সকল ব্যক্তিরা রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইতেন, রঙ্গালয় যদি ধনী ও পণ্ডিত সমাগমে হীনরুচি দর্শককে উপেক্ষা করিতে পারিত, এবং ঐ সকল উচ্চ ব্যক্তির আদর্শে যদি হীনরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ক্রমে উচ্চ রুচিসম্পন্ন হইতে পারিত— উচ্চরুচি হইবারই সম্ভাবনা—তাহা হইলে রঙ্গালয়ের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইত নিশ্চয়। অর্থ-সাহায্য থাকিলে ম্যানেজারেরা সুনিপুণ চিত্রকর নিযুক্ত করিতে পারিতেন, উচ্চাঙ্গের অভিনয় হইলে যদি Box, Dress Circle প্রভৃতি উচ্চাসনগুলি পরিপূর্ণ হইত, নিম্ন শ্রেণীর নাটকের অভিনয় চলিত না, উচ্চ ভাবের নাটক সৃষ্টি করায় নাটককারের চেষ্টা হইত, অভিনেতারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া clap লইবার চেষ্টা করিত না, রসিকবৃন্দের মনোরঞ্জনেরই চেষ্টা পাইত; নিজ ভূমিকা যত্নে বুঝিত, কণ্ঠস্থ করিত, prompterএর উপর নির্ভর রাখিত না। ভূমিকা (part) যেরূপ বুঝিয়াছে, কিরূপে তাহার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়, সে নিমিত্ত বিরলে ধ্যানস্থ হইত, আপনার পরিচ্ছদ আপনি আদেশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইত। কোন্ সাজে কিরূপ অবস্থায় আসিলে তাহার অভিনয়-চাতুর্য্যের নাটকীয় রসের বিকাশ পাইবে, তাহা বুঝিত; এবং ভুল হইলে সহৃদয় দর্শকের শিক্ষাপ্রদ উপদেশে সংশোধন করিতে পারিত এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি বিদেশীকে রঙ্গালয় দেখাইয়া আপনার জাতীয়ত্বের পরিচয় দিতে পারিতেন।

পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (২রা চৈত্র, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

যেরূপ বালক দ্বারা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় ভাল হয় না,— পুরুষচরিত্রের অভিনয়ও সেইরূপ স্ত্রীলোক দ্বারা অসম্পূর্ণ হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই এবার আমাদের অভিপ্রায়। বালকের অংশ অভিনেত্রীকে দিতে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা বাধ্য হন, যথা পঞ্চম বর্ষীয় ধ্রুবের অংশ (part) বালকের উপর অর্পিত হইলে, বালকের তাহার নিজের অংশ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। ১৫।১৬ বৎসরের যুবতী, খর্ব্বাকৃতি হইলে, তাহাকে বালক সাজান যায় এবং বালকের অংশ তাহাকে বুঝাইয়া দিবার সুবিধা হয়। বালক অপেক্ষা বালিকা কার্য্যকুশলা হইয়া থাকে। যে সময় বালক, নগ্ন অঙ্গে ছুটাছুটি করে, সে বয়সের বালিকা দ্বারা কতক পরিমাণে সামান্য সামান্য কার্য্য হইয়া থাকে। সেই জন্যই 'সরলা'র গোপালের অংশ, 'প্রফুল্ল'র যাদবের অংশ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি বালকের অংশ, বালককে দিলে ভাল হইবে না বিবেচনায়, নাট্যশিক্ষকেরা বালিকারে দেন। বালিকার কিঞ্চিৎ বয়সাধিক্য হইলেও, বালক পর্য্যায় বালক অপেক্ষা ছোট দেখায়। কৃশকায় খর্ব্বাকৃতি বালিকা ১২।১৪ বৎসর বয়স হইলেও বালক-সাজে—৭।৮ বৎসরের দৃষ্ট হয়। দর্শকের চক্ষে বালক বলিয়া যাহারা অনুভূত হয়, অথচ অপেক্ষাকৃত বালকের বয়সের পরিপক্কতায় ও বালিকা-জনিত কর্ম্মপটুতায়, স্বীয় অংশে বালিকা, বালক অপেক্ষা ধারণা করিতে পারে। এই সকল কারণেই পাশ্চাত্য নাট্যাধ্যক্ষেরা বালকের অংশে যৌবনে পদার্পিতা কুমারীকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু নায়িকার অংশে পাশ্চাত্য প্রদেশে বালক কখনও নিয়োজিত হয় না! নায়কের অংশ কখন কখন সুদক্ষ অভিনেত্রী গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু সে অংশে পুরুষ অভিনেতার মত কখনই কেহ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রদেশেও যেরূপ—বাঙ্গালায়ও সেইরূপ।

বাঙ্গালায় যখন 'চৈতন্যলীলার' অভিনয় হয়, যদিচ পুরুষ-বেশধারিণী লব্ধপ্রতিষ্ঠা অভিনেত্রী ভাবুকবৃন্দের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিল, যদিও অভিনয় দর্শনে তাহার হীনাবস্থা ভুলিয়া, অনেক সাধুব্যক্তি ভাবাবেশে তাহার পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যদিও অপর সাধারণ তাঁহার সহিত গভীর গর্জ্জনে হরিনামের ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল, তথাপিও সে অভিনয় পুরুষোপযোগী হয় নাই। যখন প্রেমভাবে "হা কৃষ্ণ!" বলিয়া অভিনেত্রী তাহার আশ্চর্য্য অভিনয়-কৌশল প্রদর্শন করিত, অনেকেই বিমুগ্ধ হইতেন, তথাপি বিগ্রহ-মূর্ত্তি অনুকরণেও অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শনে, অভিনেত্রী

নারীভাব গোপন করিতে পারে নাই। গৌরাঙ্গের বাল্য-লীলা সুন্দর হইয়াছিল বটে, নির্দ্দোষ বলিলেও হয়; কিন্তু বলিষ্ঠ হৃদয় যুবা ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতেছে,—কৃষ্ণকে 'হা প্রাণেশ্বর!' বলিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের পরিচয় দিতেছে (যার পর পুরুষার্থ আর নাই) তাহা সুকৌশলা অভিনেত্রীর অভিনয়ে প্রকাশ পায় নাই। কথায়, নয়নভাবে যেন কোন নারী মায়িক সংসারে কোনও মায়িক নায়কের বিরহে কাতরা,—ইহাই প্রকাশ পাইত। যদি ধর্ম্ম-ভাব-গঠিত হিন্দুর হৃদয় না হইত, তাহা হইলে এই মায়িক ছায়া বিসদৃশ হইবার সম্ভাবনা ছিল। নাটককার নারী-উপযোগী কথাবার্ত্তা সংযোজিত করিতে বাধ্য হন। মধুর ভাবে ঈশ্বরকে 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া ডাকিয়া,—মহাপ্রভু অনেকের প্রাণেশ্বর। এ মায়িকভাব নয়, ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ—অতি শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ—যার পর নাই সেই পুরুষার্থ। মায়িক কথায় সে ভাব ব্যক্ত হয় বটে, কারণ অন্য কথা নাই, কিন্তু মধুর ভাবে ভাবুক পুরুষকে, জগজ্জন পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিবেন, —বিলাসিনী নারীভাব তাহাতে কিছু নাই। ঈশ্বর—ঈশ্বরের অঙ্গ, ঈশ্বর স্বয়ং। এই মধুরভাবাপন্ন পুরুষকে দেখিলে, এই গভীরভাব হৃদ্‌পদ্মে অধিষ্ঠিত হইবে। মায়িক ভাবের হেতায় স্থান নাই। কিন্তু উল্লিখিত সুদক্ষ অভিনেত্রীর অভিনয়েও নারীভাব বিলুপ্ত হয় নাই। বক্তৃতার স্বরলহরী, নারীকণ্ঠে সঞ্চালিত। আশ্চর্য্য রমণী, আশ্চর্য্য শক্তিতে গৌরাঙ্গের অভিনয় করিতেছে, ইহাই সকলে দেখিতেছে! পরম পুরুষকারসম্ভূত, সর্ব্বত্যাগী, বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয় নাই।

'শ্রীমন্ত'-চিত্রে নাটককারকে সতর্ক হইতে হইয়াছে। উদ্ধত বালক মাতৃ-কলঙ্কে ক্ষুব্ধ, নিরুদ্দেশ পিতার উদ্দেশ-প্রার্থী। বালক-হৃদয়ে বীর সঙ্কল্প,—এ সকল স্থান নাটককার স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র, তাহা দর্শকের সম্মুখে আনিতে সাহস করেন নাই। নাটককার জানিতেন, কোমলভাষিণী, ধীর-গামিনী নারীকে এ অংশ অভিনয় করিতে হইবে। পিতৃ-স্নেহের কথা শ্রীমন্তের অংশে অনেক আছে বটে, কিন্তু পিতার উদ্দেশে সজ্জিত তরীতে সেকেন্দার সা যেমন এসিয়ায় ঝম্প প্রদানে উৎসাহশীল হইয়াছিলেন, পিতৃ উদ্দেশে তরণী আরোহণে সে উদ্যম অঙ্কিত করিতে নাটককার সাহস করেন নাই। নাটককার জানিতেন, এ অংশ নারীতে অভিনয় করিবে। চণ্ডীর ছলনায় যখন শ্রীমন্তের তরণী প্রায় জলমগ্ন, তখন গ্রন্থকার শ্রীমন্তের মুখে নারী-উপযোগী খেদোক্তি দিয়াছেন। পিতৃ-উদ্দেশে সমুদ্রগমন বিফল হইল। নিরুদ্দেশ পিতার উদ্দেশ হইল না, পুত্রোচিত কার্য্য জীবনে অসম্পন্ন রহিল; এরূপ খেদোক্তির পরিবর্ত্তে গ্রন্থকার, বালক-শ্রীমন্তকে নিজ প্রাণভয়ে ভগবতীর শরণাগত করিয়াছেন। এই অভিনয় স্থলেও দর্শকবৃন্দ রমণীকণ্ঠে কাতর সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দুর হৃদয় ভক্তিভাবে ভরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পিতৃ-উদ্দেশে অকূলে ভাসমান বালকদেহে দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ও বীরত্ব লক্ষিত হয় নাই, মশানেও তাই। সেখানেও নারী-শ্রীমন্ত জানিয়া গ্রন্থকার মৃত্যু-উপেক্ষী যুবাকে শিরশ্ছেদী কোটাল বেষ্টনে অকম্পিত দেখাইতে পারেন নাই। মশানেও প্রাণভয়ে কাতরতা লক্ষিত। অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল; সকলেই বলিয়াছিলেন,—"মেয়েটী বেশ গায়, গান শুনে ভক্তিভাবের উদয় হয়।" কিন্তু অভিনয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প বালক-শ্রীমন্ত নাই।

এ স্থলে পুরুষের অভিনয় স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হওয়াতে যে দোষ ঘটিয়াছিল, তাহা নাটককার বা অভিনেত্রীর দোষে নয়; যাহা হইবার নয় তাহা হয় নাই। পুরুষের অংশ যে নারীর দ্বারা হইতে পারে না, বার্ণহার্টের হ্যাম্‌লেট অভিনয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ।

কিছু দিন পূর্ব্বে ম্যাডাম বার্ণহার্ট ফরাসী ভাষায় সেক্স-পিয়রের হ্যামলেট অনুবাদে, হ্যামলেটের অংশ (part) অভিনয় করিয়াছিলেন। বার্ণহার্ট একজন শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রী। হ্যামলেট অভিনয়ের সমালোচনা বিস্তর হইতে লাগিল। প্রায় সমালোচক মাত্রেই তাঁহার পক্ষপাতী। প্রায় সকলেই তাঁহার নামে মুগ্ধ। যে ভাবে বার্ণহার্টের নাম সমালোচনা-পত্রে উল্লিখিত হয়, তাহাতে বোধ হয়, বার্ণহার্টের প্রতিমা, সমালোচকেরা দেবীর ন্যায় পূজা করেন।

তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনায় স্তম্ভের পর স্তম্ভ পরিপূরিত হয়। সকলেই তাহার অভিনয়োপযোগী ছদ্মবেশ অতি আশ্চর্য্য বোধ করেন। ছদ্মবেশ আশ্রয়ে কবি-কল্পিত ছবি যেন দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করেন; বালিকা হইতে প্রৌঢ়া স্ত্রীমূর্ত্তি অনায়াসে ধারণ করেন। চঞ্চলা চপলা

যুবতী—স্থিরা, ধৈর্য্যশালিনী, অধীরা ক্রীড়াপ্রিয় উদ্ধত-স্বভাবসম্পন্না বালিকা বা মাতার অঞ্চলধারিণী গৃহিণী-অনুকারিণী ধীরা সুশীলা কন্যা, বিরক্তা প্রৌঢ়া, প্রবীণা গভীরা গৃহিণী বার্ণহার্ট যেন যাদু-প্রভাবে কেবল পরচুলা ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে স্বীয় মূর্ত্তিতে সমস্ত ছবি প্রদর্শন করিতে পারেন। কথা কহিবার অগ্রেই—অঙ্গ-সঞ্চালনের অগ্রেই একেবারে সমস্ত দর্শক দেখিতে পাইবে, ধীরা বা অধীরা, ক্রীড়ারতা বা গভীরা,—সকল দর্শকের হৃদয়ে বার্ণহার্টের আগমনে—একই ছবি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহার পর হাব-ভাব। সমালোচক বলেন যে, যখন মূখভাবে,—অঙ্গ-সঞ্চালনে প্রেম-ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত, তখন অঙ্গভঙ্গী এমন কি অঙ্গুলী-সঞ্চালন, পদনিক্ষেপ, অবস্থান, দৃষ্টি, এমন কি পরচুলেও পরিচ্ছদ যেন সেই প্রেমভাবাপন্ন হইবে। বদনরাগ কথায় কথায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে; হৃদয়ের অনুরাগ প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বিস্ফারিত হইতেছে। সকলের সম্মুখে আশ্চর্য্য প্রেমিকা,—তাহা ভুলিবার নয়, অভিনয় বলিয়া বোধ করিবার নয়। সে এক চমৎকার মূর্ত্তি, প্রেমের আদর্শ ছবি! এই প্রেমিকার ঘৃণা, ঈর্ষা, প্রতিবিধিৎসা-কল্পনা, তৎক্ষণাৎ মুখের কথার সহিত দর্শক-সমক্ষে বিভাষিত; এইরূপে একবাক্যে তাহার প্রশংসা। কিন্তু নারী হইয়া পুরুষের অংশ গ্রহণে, সমলোচকবৃন্দ, বার্ণহার্টের প্রবেশে রাজপুত্র হ্যাম্‌লেটকে দেখিতে পান নাই। এই আশ্চর্য্য ছদ্মবেশ সাহায্যেও যে একজন স্ত্রীলোক, পুরুষ সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছে, সমস্ত নাটক অভিনয়ের কোনও অঙ্কে তাহা গোপন করিতে বা দর্শকচক্ষে ক্ষণিক বিভ্রম জন্মাইতে সক্ষম অভিনেত্রীও অক্ষম হইয়াছিল। ইহাতে কেবলমাত্র প্রকাশ পায়, যাহা হইবার নয়, তাহা হয় নাই। পুরুষের দ্বারা নারী-চরিত্র অভিনয় বা নারীর দ্বারা পুরুষ-চরিত্র অভিনয় সুসম্পন্ন হইবার নয়, এই নিমিত্ত বার্ণহার্টেরও অভিনয় হয় নাই।

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ মাত্রই হ্যামলেট-বার্ণহার্টকে দর্শক দেখিলেন,—যে একটী রমণী বালকের ভাণ করিতেছে, বালকের সাজ সাজিয়াছে, বালকের মত চঞ্চল,—বালকের মত দুষ্ট, একটী রমণী বালকের মত ক্রীড়াকলাপ দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছে। বালক—সেক্সপিয়ার-প্রণীত হ্যামলেট নয়। ফরাসীভাষায় অনুবাদিত হ্যামলেট গ্রন্থে, হ্যামলেট-সজ্জিত নারী, বেশ হাবভাবের সহিত বক্তৃতা করিতে পারে। নারীদলে বদনে সেক্সপিয়ারের অনেক ভাব অঙ্কিত হয়—কিন্তু নারী ভাবে। পুরুষ মূর্ত্তিতে সেই সকল ভাবের ছবি যিনি দেখিয়াছেন, নারী-বদনে তাহার অনুকরণ দর্শনে সেই ভঙ্গীর ছায়া পান মাত্র।

কোন সমালোচক বার্ণহার্টের এই অভিনয়—অভিনেতা বুথ সাহেবের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বুথসাহেবের হ্যামলেট ও বার্ণহার্টের হ্যামলেট, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রভেদ। প্রথমেই রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বার্ণহার্ট, বিষাদের ভাণ করিয়াছিলেন—বুথের হ্যামলেটের ছবিতে বিষাদভাব গোপনে, বিশেষ গোপন-আয়াসে অন্তরের বিষাদ মূর্ত্তি বদনে আরও দৃঢ়রূপে প্রকটিত। যে সময়ে হ্যাম্‌লেট বলেন যে, তাঁহার বিষাদ দর্শকের দৃষ্টির নিমিত্ত নয়, দীর্ঘশ্বাস—মলিন পরিচ্ছদ—বিষণ্ণ বদন পর্য্যন্ত মানুষ অভিনয় করিয়া দেখাইতে পারে, তাঁহার বিষাদ আন্তরিক, এ সকল সেক্সপিয়রের ছত্র,—গভীর বিষাদ-ছায়ায় শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে; কিন্তু বার্ণহার্টের বিষাদ যেন শ্লেষভাবে মাতাকে তীব্রবাণে তিরস্কার করিতেছে—তাহাই বোঝায়, অন্য কোন গভীর বিষাদ-ভাবের ছায়া পড়ে না। বার্ণহার্ট স্বয়ং জানিতেন যে, পুরুষস্বরে গভীর বিষাদ ছবি, তিনি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। সেই নিমিত্ত তীব্র রমণীসুলভ শ্লেষ বচনে অনুবাদিত ছত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বার্ণহার্ট সুদক্ষ অভিনেত্রী, তাঁহার স্বরের শক্তি, মোহিনী মূর্ত্তি, অঙ্গ-চালন-পটুতা, কি কার্য্যের উপযোগী—তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত। সে জন্য গাম্ভীর্য্যের স্থানে তীব্রতা আনিয়াছেন। 'তিনি তাঁহার নিজ অংশ বোঝেন না বলা ধৃষ্টতা জ্ঞানে, সমালোচক তাহার আভাসমাত্র দেন নাই। যোগ্য সমালোচক বুঝিয়াছেন, যে নারী হইয়া পুরুষ-হ্যাম্‌লেট যতদূর করা সম্ভব, তাহা বার্ণহার্ট মৌলিক কৌশলে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—অধিক নয়। পরে যখন পৃথিবীর সমস্ত ভোগই তিক্ত, হ্যামলেট সন্তপ্ত প্রাণে অনুভব করিতেছেন, তখন বুথ সাহেব—মুখভারে দীর্ঘশ্বাসে বা হৃদয়বিপ্লবব্যঞ্জক অঙ্গ-সঞ্চালনে কবি-কল্পিত ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নয়; কথার উচ্চারণই আশ্চর্য্য,—সে স্বর যাহার কর্ণকুহরে

প্রবেশ করিত, সে অঙ্গ-সঞ্চালন, মুখভার না দেখিয়াও বিষাদপূর্ণ সেক্ষপিয়রের হ্যামলেটকে মানসনেত্রে অবলোকন করিত, কিন্তু প্রত্যক্ষ বার্ণহার্ট-হ্যামলেট দর্শনে সে ভাবের গভীরতা দর্শকের অনুভূত হয় নাই। এস্থলে বার্ণহার্ট বিষাদস্পৃষ্ট নারী মাত্র, নরসুলভ বিষাদ-গাম্ভীর্য্য হীনা।

তুলনায় সমালোচনার স্থানাভাবে অধিক বর্ণনা করিতে পারিলাম না। ওফিলিয়ার সহিত প্রেমালাপ, সমালোচক বলেন, বার্ণহার্টের কতক স্বাভাবিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু নারীর উচ্চ বক্ষ গোপন করিবার তাহার চেষ্টাও লক্ষিত হইয়াছিল। নারীর নারীত্ব গোপন একবারও হয় নাই। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে"—পুরুষের অভিনয় পুরুষ ব্যতীত, নারীর অভিনয় নারী ব্যতীত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার যিনি আশা করেন, কার্য্যস্থলে তাঁহার আশা নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

কোন কোন সমালোচক, যাত্রার দলের দোয়ারের দৃষ্টান্ত দিয়া বালককে স্ত্রীলোকের অংশ দিতে বলেন। বোধ হয়, তাঁহারা কখনও যাত্রা দেখেন নাই। যদি দেখিতেন, ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও, রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদিগকে নিন্দা করিতেন না। কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়, কখন কখন বালক লইয়া অবৈতনিক অভিনয় করিয়াছেন, সে অভিনয় যদি তাঁহাদের ভাল লাগিয়া থাকে, তাহা কিরূপে ভাল লাগিল, সে কথা তাঁহারাই বলিতে পারেন। সাধারণ দর্শক তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিবে না—নিশ্চয়।

ন্যাসান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায়, হাবড়ার চিকিৎসালয়ের সাহায্যে টাউন হলে একবার অভিনয় করেন। তখন বালকে নারীর অংশ লইত। একটি বয়স্থা কুমারী তাহার অভিভাবকের সহিত অভিনয় দেখিতে উপস্থিত হন। সরলা কুমারী তার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করেন, "অমন কঠিন গঠন স্ত্রীলোকসকলকে নাট্য-সম্প্রদায় কোথায় পাইল? একটু একটু যেন গোঁপ উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, এরা সব কোথায় থাকে?" সরলা বালিকা,—বালিকার চক্ষেও অস্বাভাবিক কার্য্য বিসদৃশ হইয়াছিল। যাঁহারা এইরূপ অভিনয়ের পক্ষপাতী, তাঁহাদের মত তাঁহাদেরই মধ্যে থাকা ভাল। নচেৎ অভিনয়ের উন্নতি বঙ্গদেশে কোন কালে সম্ভবপর হইবে না; এবং যে সকল বালক দুর্ভাগ্যক্রমে অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদেরও এই জীবনে, পুরুষদেহে নারী হইয়া জীবিত থাকিতে হইবে। আমরা ইহার প্রমাণ দিতে পারি, কিন্তু নাম ধাম উল্লেখ করিয়া, কৈশোর অবস্থায় যাহারা নারীর অভিনয় করিয়া বয়সে নারী ভাবাপন্ন আছে, তাহাদের সাধারণ-সম্মুখে আনিতে আমরা অসম্মত। বুঝিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাল্যসংস্কার দূর হওয়া সুকঠিন। কেহ না বোঝেন—আমরা নিরুপায়।

——

নৃত্য

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (৩০শে চৈত্র, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

আমরা যখন যে ভাবে থাকি, অঙ্গভঙ্গীও তদনুরূপ হইয়া থাকে। রাগের সময় অঙ্গের কাঠিন্য ও দ্রুতসঞ্চালন, বিরহে অঙ্গ অবসন্ন ও মৃদুসঞ্চালিত, ঘৃণায় মুখবিকার ও তীব্রভঙ্গী ইত্যাদিরূপে ভাবভেদ অনুসারে অঙ্গক্রিয়াও সেই ভাবের অনুযায়িনী হইয়া থাকে। আনন্দে অঙ্গের ভাব নৃত্যে পরিণত হয়। বাল্যকাল হইতে আমরা নৃত্য করিতে জানি। মাতার মুখ চাহিয়া আনন্দে মাতিয়া শিশু নাচিতে থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় নাচের শক্তি থাকে না বলিয়া দেহনর্ত্তনেই হৃদয়ের আনন্দভাব প্রকাশ পায়। শোকে যেমন অঙ্গের মালিন্য উপলব্ধি হয়, আনন্দে সেইরূপ অঙ্গ-সৌষ্ঠবের বিকাশ হয়। আনন্দহিল্লোলে ভাব যেমন হৃদয়ে দুলিতে থাকে, অঙ্গও সেইরূপ তরঙ্গায়িত হয়। ভাবের প্রভাবে পদবিক্ষেপের একটী নিয়মিত প্রবাহ দেখা যায়, তাহাই মার্জ্জিত হইয়া তালের সৃষ্টি। তালে তালে আনন্দ-নর্ত্তনে সুন্দর অঙ্গ, দর্শকের চক্ষে দ্বিগুণ সুন্দর অনুভূত হয়। নাচের কৌশলে যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে দর্শক নাচের প্রশংসা করিয়া থাকে। নৃত্য মানবের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও এখন বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। নৃত্যবিদ্যায় কতকগুলি নিয়ম হইয়াছে, যে নিয়ম অবলম্বনে নাচের উদ্দেশ্য সফল হয়—অর্থাৎ অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর প্রদর্শিত হয়। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কাহারও এই বিদ্যাশিক্ষায় হানি নাই। রীতিমত শিক্ষা না করিলেও

স্বভাবসিদ্ধ আনন্দবৃত্তির প্রভাবে কতক শিখিবে। মনোহরকান্তি পুরুষকে যেমন নৃত্যের সময় আরও মনোহর দেখায়, রূপবতী রমণীও সেইরূপ নাচিতে নাচিতে আরও মনোহারিণী হয়। নৃত্যকারিণী রমণী যদি দর্শকের মনে সুন্দর ছবি দিতে পারে, যদি সৌন্দর্য্যে বিমোহিত করে, হৃদয়ে আনন্দস্রোত ঢালে—তবেই তাহার নৃত্য করা সার্থক।

নাচ দেখিবারও দৃষ্টি চাই। মধুকর মধু আকর্ষণ করে, কেন না—সে মধু আকর্ষণের শক্তি রাখে। সেইরূপ নৃত্য হইতে সেই নৃত্যের মাধুরী আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে আনন্দময় করিয়া তুলিতে শক্তির প্রয়োজন। সুন্দর—সদাই সুন্দর ও মনোহর—তাহাতে ঘৃণার বস্তু কিছুই নাই; তথাপি অভ্যাস-দোষে মনোহারিণী রমণী বলিতে সমাজ সঙ্কুচিত হন। অভাগিনী রঙ্গাঙ্গনারা এই সঙ্কোচ-পাকে পড়িয়াছে। যদি কেহ অসতর্কতা বশতঃ রঙ্গমহিলার গান শ্রবণে বা নৃত্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মনোমোহিনী বলেন, তৎক্ষণাৎ সতর্ক বন্ধুর তীব্র পরিহাসে তাঁহাকে লজ্জিত হইতে হয়। কেন না, ঘৃণিতভাবে মত্ত থাকিয়া তাহাদের সতর্ক বন্ধুরা বোঝেন, 'মনোমোহিনী' অতি ঘৃণিত কথা। নৃত্যকৌশল শিখাইতে হইলে, শিক্ষককে অঙ্গসৌষ্ঠব-বিকাশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; সুতরাং রঙ্গমহিলারা ভাবভঙ্গী প্রদর্শনে, সতর্ক জিহ্বার বাহ্যিক বক্তৃতায় মহা দোষাকর হইয়া উঠে।

আপাততঃ 'অশ্লীল' বলিয়া একটা কথার বড় জোর। নির্ম্মলচিত্ত পিতা-পিতামহের কাছে সেকালে অশ্লীল কথা ছিল না—এখনই কেবল অশ্লীলের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ অশ্লীলবাদীরা যে সমস্ত কথা কন, যদি অশ্লীল-কথার ফলে হৃদয়ে কু-প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে কথাকে শ্লীলতাপূর্ণ বলেন, তাহার অর্দ্ধেক অশ্লীল। ময়ূরপঙ্খীর ঢং-ঢাঙে যাহার মনে পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক না হয়, ঐ কুৎসিতবেশা খড়ের বীড়া মস্তকে ধারিণী যাহার পাপ-তৃষা উদ্রেক করিতে পারে, শ্লীলতা-অশ্লীলতার কথা তাহার নিকট উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার মতি সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন—তাহার সাবধান হওয়া উচিত।

পূর্ব্বে মহানবমীর দিন বাড়ীর অপাপবিদ্ধ বৃদ্ধ কর্ত্তা, ছেলে-ছোক্‌রা লইয়া কাদামাটীতে আমোদ করিতেন। কিম্বদন্তী আছে, আমরা যাহাকে এখন অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীলতাপূর্ণ পদ ভবানী-ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন। ভাবের প্রবাহে মহানবমী-সঙ্গত গীতের এক চরণ সিদ্ধ-কবির কণ্ঠ হইতে বাহির হয়। পরে ভয় আসিল—ভবানী সম্বন্ধে এমন কথা বাহির হইয়াছে! পদ পরিবর্ত্তিত হইয়া গীত হইল—

"মা তারিণি গো, শঙ্করী ভবানী তোমার নাম।"

ভাবের পদ ছিল—"মা তারিণি গো, শঙ্কর-ভিখারী তোমার না—" শোনা যায়, পদপরিবর্ত্তনে দৈববাণী হইয়াছিল,—"রামপ্রসাদ, আগে যা গাহিয়াছিলি—গা।"

উচ্চশিল্পামোদী ইয়ুরোপে সম্প্রতি একজন উচ্চ শিল্পকর কামের ছবি প্রস্তরে খোদিত করিয়াছেন। মূর্ত্তি একটী পরমা সুন্দরী রমণীর। রমণী নগ্না, কিন্তু হাব-ভাব এত ঘৃণার উদ্দীপক যে, সে মূর্ত্তি দর্শনে কামভাব ব্যভিচারীর হৃদয়ও পরিত্যাগ করে। মূর্ত্তির প্রভাব দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কোন নীচাশয় শবালিঙ্গনে সক্ষম হয়, মূর্ত্তি দর্শনে তাহারও মনে ঘৃণার সঞ্চার হইবে। আমরা সে মূর্ত্তি দেখি নাই; কিন্তু এরূপ ঘৃণিত মূর্ত্তি খোদিত করা সম্ভব, ইহা মেরি কোরালীর পুস্তক পাঠে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। মেরি কোরালী আশ্চর্য্য রমণী,—আশ্চর্য্য প্রতিভার বলে, বাক্যবিন্যাসের আশ্চর্য্য কৌশল-প্রভাবে পরমা সুন্দরীকে বিশ্ব-সুন্দরী অথচ ঘৃণিতা করিয়াছেন। 'সরোজ অফ্ সেটান' 'ভেন্‌ডেটা' 'ব্যারাব্বাস' প্রভৃতি পুস্তক জনমনোমোহিনী মেরি কোরালীর উল্লিখিত আশ্চর্য্য শক্তির প্রমাণ। আবার 'ব্যারাব্বাসে' আর একটী অদ্ভুত শক্তি—যখন সুন্দরীরূপে রমণী বর্ণিতা হইতেছে, তখন অতি ঘৃণ্যা, কিন্তু যখন দুঃখের মালিন্য আসিয়া পড়িল—তখন সেই রমণী অতি সুন্দরী; পরমা সুন্দরী, পরম সুন্দর যিশুর পায়ে প্রাণ দিয়াছে। এই সকল উচ্চ প্রতিভাশালী ব্যক্তি শ্লীলতা-অশ্লীলতা বুঝাইতে সক্ষম। এমিলে জোলা একজন এই শ্রেণীর ব্যক্তি। রমণ বর্ণনা করিয়া কুৎসিত কার্য্যে বিদ্বেষভাবের আবির্ভাব করিয়াছেন। জোলা অশ্লীল নন, সকল ভাষায় তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ হয় এবং সকল সভ্যজাতি তাঁহার অদ্ভুতশক্তি স্বীকার করেন। শ্লীলতা-অশ্লীলতাপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডা কেবল শ্লীলতাশূন্য অপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে।

সুন্দর নাচে অশ্লীলতা নাই। যাহারা নৃত্য ভাল বাসেন না, তাঁহাদের সহিত নাচের কথা চলে না। কিন্তু যাঁহাদের চক্ষে রমণীর সুন্দর নৃত্য দূষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাঁহারা যে পুরুষের সুন্দর নৃত্য দূষ্য জ্ঞান কেন না করেন —তাহা বলিতে পারি না। তাঁহাদেরই কুলমহিলা দেখেন, সংকীর্ত্তনে মৃদঙ্গতালে নৃত্য করিতে করিতে উন্মত্ত পুরুষ শ্রেণী চলিয়াছে। সুন্দর সংকীর্ত্তনে সুন্দর নৃত্য হইলে, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। তবে কেন তিনি তাঁহার কুলস্ত্রীকে সে দৃশ্য দেখিতে নিষেধ করেন না? যদি নিষেধ না করেন, তবে রঙ্গমহিলার নৃত্য কেন দূষ্য ধরেন? পুরুষ-সংকীর্ত্তনদলে যে ব্যভিচারী নাই, এমন নয়;—কেন ব্যভিচারী বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৃত্য করে?—তবে তাহাতে দোষ নাই কেন? রঙ্গাঙ্গনে নৃত্য-শিক্ষকের সুকৌশলে মাধুরী স্ফূর্ত্তি পায় মাত্র। তবে ব্যভিচারিণীর অঙ্গস্ফূর্ত্তি দৃষ্টে মাধুরী আকর্ষণ করিতে জানিলে ব্যভিচারিণী বোধ থাকে না।

ইয়ুরোপে ত পুরুষ ও নারী মিলিয়া নৃত্য হইয়া থাকে। ভোজ আর (Ball) বল অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে নৃত্য—একই কথা। এই ভোজ ইয়ুরোপীয় জাতির মধ্যে প্রতিদিন হইয়া থাকে। বলিবেন, ইয়ুরোপের ও কেমন এক রকম প্রথা।

কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া ভারতবর্ষে সাঁওতালেরা নাচে। যদি কোন কুলাঙ্গনার প্রতি কোন ব্যভিচারী কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অব্যভিচারী সাঁওতাল তখন এক কাঁড় বিঁধাইতে চায়। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া মাদলের তালে অপূর্ব্ব নৃত্য করে। চোখের ভাব, মুখের ভাব, সুঠাম অঙ্গপ্রভা, বলিষ্ঠ দেহে সুন্দররূপ বিকশিত হইতে থাকে। যাহারা সাঁওতালকে কুৎসিত ভাবেন, সে নৃত্য-দৃশ্য দেখিলে অতিসুন্দর বলিবেন। "ঢ্যাং ঢ্যাদড়, ঢ্যাং ঢ্যাদড়" মাদল বাজিতেছে, স্ত্রী-পুরুষে নাচিতেছে, রঞ্জিত নয়নে, ঈর্ষান্বিত পদসঞ্চালনে পরস্পর পরাজয় আশায় নৃত্য করিতেছে; ললাটে স্বেদবিন্দু, অলকা পবনে উড়িতেছে,—অতি সুন্দর দৃশ্য—আনন্দ দৃশ্য!

হোরি উৎসবে হিন্দুস্থানে কুলবালারা নৃত্য করে। যেমন দেখিতে পান, হোরির সময় কলিকাতায় হিন্দুস্থানীরা রমণী দর্শনে ভাবহীন উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়া মাতিয়া থাকে, সেইরূপ কুলস্ত্রীরা স্বামীর সমক্ষে, পিতার সমক্ষে, ভ্রাতার সমক্ষে, পুরুষ দর্শনে উত্তেজিত হইয়া নৃত্য করে, সে নৃত্য অতি সুন্দর হৃদয়মুগ্ধকর—কামগন্ধ তাহাতে নাই।

কাহারও মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে, কুলস্ত্রীর কথা স্বতন্ত্র, রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা। এ দুয়ের তুলনা হইতে পারে না। সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন বারাঙ্গনায় নিষেধ। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যের মনে তাহা হয় নাই। পরবিলাসিনীর কণ্ঠ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন তাঁহার নিকট ঘৃণিত হয় নাই। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, মন্দিররঙ্গিণী নারীকণ্ঠে উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণে কঠোর তিতিক্ষাব্রত সন্ন্যাসী, উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতেছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহাকে নিবারণ করেন। নারীদর্শন সন্ন্যাসীর নিষেধ, এই নিমিত্ত তিনি নিবারিত হন; মন্দির-রঙ্গিণীকে ঘৃণিতা জ্ঞানে নয়। তাহারা সুন্দর হরিধ্বনি করিতে পারে, সে হরিনাম কীর্ত্তনে ভাণ থাকিলে, হরিপ্রেম-বিগলিত ভাণহীন মহাপ্রভুর কর্ণে কৃত্রিম স্বর প্রবেশ করিত। বেশ্যারও প্রাণ আছে, তাহারাও হরিপ্রেমে অধিকারিণী।

তিনি তাহার নাম বেশ্যাকেও উচ্চারণ করিতে দেন! নামের গুণে ভাণ ছুটিয়া যায়, বেশ্যার কণ্ঠও গৌরাঙ্গকে আকর্ষণ করে। বেশ্যারাও যে ভগবানের নামের অধিকারিণী ইহা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সকলেই দেখিতে পাইবেন। বেশ্যার হস্তে চূড়া পরিবার নিমিত্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত রঙ্গলাল মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, ভক্তমালে প্রমাণ আছে। মন্দির-রঙ্গিণীগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই রঙ্গমহিলা হইতে পৃথক নন। এ সংসারে কেহ ধরা পড়ে, কেহ ধরা পড়ে না, এইমাত্র প্রভেদ।

বেশ্যা লইয়া আমাদের অভিনয় করিতে হয়, অনন্যোপায়; ইহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি এবং অনেকেই স্বীকার করেন। সভ্য প্রদেশও এইরূপ উপায়শূন্য, তাহাও অনেকে জানেন। তথাপি উচ্চ শিল্পের উন্নতিসাধন রঙ্গালয়ে হয়—ইহা প্রায়ই সকলে স্বীকার করেন। রঙ্গালয় উঠাইতে চান, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু রঙ্গালয়ের গুণ বর্ণনা করিয়া বেশ্যার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনাজগতে বিচরণ করেন, তাঁহাদের মনোভাব কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

নাচের সৌন্দর্য্য-বিকাশ-শক্তি—অপর শক্তি নহে। সৌন্দর্য্য-বিকাশও সাধারণ শক্তি নয়। আমরা সকলেই

সৌখীন, কোন ছবি দেখাইয়া "এই রেনাল্ডের অঙ্কিত ছবি" যদি কেহ বলিয়া দেয়, সৌখীন পুরুষেরা অমনি বলেন—'বাঃ, বাঃ!' ইহারা কোন্ প্রকারের সৌখীন, তা জানেন? যাঁহাদের মুখে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিশেষ তর্ক! সেই চিত্রকর রেনাল্ডের কল্পনা-জননী, মিসেস্ সিডান্স্ অভিনয়কারিণী। উচ্চচেতা রেনাল্ডস্ মিসেস্ সিডান্স্কে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সেই উন্মত্ততায় শত শত মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত। রেনাল্ডস্ জানিতেন না, মিসেস্ সিডান্স্ কে? তাঁহার চরিত্র কিরূপ? কেবল সুন্দর—অতি সুন্দর দেখিয়াছিলেন, সুন্দর প্রাণে সৌন্দর্য্য-ধারণে রেনাল্ডস জগৎ বিখ্যাত। রেনাল্ডস্ ও মিসেস্ সিডান্স্ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। মিসেস্ সিডান্স্ সজ্জিতা হইয়া রঙ্গালয়ে অভিনয়ার্থে যাইতেছিলেন; উন্মত্ত রেনাল্ডস্ তাঁহার অশ্বের বল্গা ধরিলেন। ঈষৎ হাসিয়া মিসেস্ সিডান্স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমার অশ্বের বল্‌গা ধরিয়াছ?" রেনাল্ডস্ উত্তর করিলেন, "সুন্দরি, তোমায় দেখিবার জন্য।" "দেখ"—বলিয়া সজ্জিতা সিডান্স্ অশ্বযান হইতে নামিয়া চিত্রকরের সম্মুখিনী হইলেন। চিত্রকর ভাবে বিভোর হইয়া চলিয়া গেলেন। সিডান্স্ও কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন।

আমরা নাচের কথা কহিতেছি। নাচ যদি মাধুরীময়ী না হয়, তাহা হইলে নাচই নয়। উচ্চ শিল্প সকলেরই—চরম স্থানে গতি। গান—কবিত্ব যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছে, নৃত্যেরও সেই লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী কথা বলিব।—

প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। তিনি মহা গৌরাঙ্গদ্বেষী, শ্লেষসূচক শ্লোক রচনা করিয়া গৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কঠোর সন্ন্যাসী, ভাবের ধার ধারেন না। বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখিতে পাই, তিতিক্ষাশীল সন্ন্যাসী উপনিষৎ পড়িতেছিলেন;—"সকলই মায়া" এই স্থির ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য উপনিষৎ লইয়া শুষ্ক তর্কে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। বিশ্বত্যাগী বিশ্বেশ্বরের আবাসভূমি কাশীধামে বসিয়া "সোঽহং-তত্ত্বে" নিবিষ্ট। সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। গৌরচন্দ্রের অঙ্গ-তরঙ্গে শত শত চন্দ্র ঠিকরিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। চন্দ্র ঠিকরিতেছে—পুনঃ পুনঃ চন্দ্র ঠিকরিতেছে। গৌরচন্দ্রের অঙ্গসঞ্চালনে কোটিচন্দ্র কোটি কোটি জগৎ ব্যাপিতেছে! শুষ্ক সন্ন্যাসী উপনিষৎ পাঠে রত। পাঠ ছাড়িয়া চাহিলেন। আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা হইলেই দেখেন—পাঠ করিতেছেন না—নৃত্য দেখিতেছেন—গৌরচন্দ্রের নৃত্য! গৌরাঙ্গ নাচিতেছে—গান নাই—কথা নাই! ভাবাবেশে—সন্ন্যাসিবেশে গৌর নাচিতেছে। সন্ন্যাসী দেখিতেছে, তাহার উপায় নাই—দেখিতেছে। সৌন্দর্য্যে প্রাণ-মন সাগরজলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত—উপায় নাই, কেবলই দেখিতেছে। অজ্ঞাতভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল। ধীর সন্ন্যাসী এইবার অতি চঞ্চল। চাঞ্চল্য-নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর না—সন্ন্যাসী ছুটিল—প্রাণপণে ছুটিল; গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিল—কে জানে—কেন! নৃত্যের প্রভাবে!—এই নৃত্য পরমানন্দদায়ক।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না দেখিলে আমরা এ কথা প্রত্যয় করিতাম না। কঠোর তিতিক্ষাশীল প্রকাশানন্দ যে, গৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন—এ কথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না, কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নৃত্য দেখিয়াছি! "নদে টল মল, টল মল করে" মৃদঙ্গ-তালে গান হইতেছে; রামকৃষ্ণ নাচিতেছে, যে ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন, আমরা দর্শন করিয়াছি, আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করি,—যে ভাগ্যবান্ দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাব-প্রবাহে পৃথিবী টলটলায়মানা—কেবল নদে টল টল করিতেছে না—সমস্তই টলটলায়মানা। যে, সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে—সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি! সৌন্দর্য্য যে তাহার ভিত্তি! পরম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার যিনি উচ্চ আশা রাখেন, তাঁহাকে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে হইবে—নিশ্চয়। কুৎসিৎ রঙ্গালয়ে কুৎসিত বেশ্যার যদি নৃত্যে ভাবের সৌন্দর্য্য থাকে, তাহাও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আকৃষ্টমনে উপেক্ষা নাই, সৌন্দর্য্যে যিনি অনাকৃষ্ট—তাঁহার কৃষ্ণলাভ হয় না।

পৌরাণিক নাটক

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (৩০শে চৈত্র, ১৩০৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

বাহিরের নাটক না পাইয়া রঙ্গাধ্যক্ষেরা স্বয়ং নাটক লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ স্থলে রঙ্গাধ্যক্ষ-রচিত নাটকে কতকগুলি প্রতিবাদী আছেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্কিমবাবুর নভেল নাটকাকারে পরিণত হইয়া কতকটা নাটক হয়। দীনবন্ধু বাবুর নাটক কতকটা নাটক ছিল। তার পর পৌরাণিক গীত-সম্মিলিত নাটক উদ্ভব হইয়া নাটকের দফা রফা হইতেছে। নাটকের কথা কহিতে হইলেই, এই সকল নাটকবিদ্ লোকেরা বিদেশীয় নাটক লইয়া তুলনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই বিদেশীয় নাট্যকারের ভিতর সেক্সপীয়ারের নাম জানেন। সেক্সপীয়ারের নাটক কি ও সে সকল নাটক কি ভাবাপন্ন, তাহার পরিচয় যদি এই সমালোচকদের দিতে হয়, তাহাতে অনেককেই ভাবিতে হইবে—সেক্সপীয়ারের নাম তুলিয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি ; সেক্সপীয়ারের নাটক পড়ি নাই, তাঁহার নাটক কি ভাবাপন্ন, কিরূপে জানিব ! এ সম্প্রদায়ের কথা এই পর্য্যন্ত। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ও আছেন, তাঁহারা পরীক্ষার খাতিরে Gervinus, Schiller, Goethe প্রভৃতির নানা ভাষার নাটক-সমালোচনা পড়িয়াছেন ; কিন্তু সেই Schiller, Goethe কৃত নাটকের উদার সমালোচনাতেও বুঝিতে বাকি আছে কি, যে, জাতীয় উচ্চ নাটক—জাতীয় হৃদয়ে সম্পূর্ণ অধিকার যাহার আছে—তিনিই লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইংরাজের শ্রেষ্ঠ নাটককার, যদি তিনি German হইয়া জর্ম্মাণ-ভাষায় সেই সকল নাটক লিখিতেন, তিনি জর্ম্মাণ-হৃদয়ে স্থান পাইতেন না, যথা—Schiller, Goethe ইঁহাদের দ্বারায় সেক্সপীয়ারের উচ্চ প্রশংসা সত্ত্বেও, জর্ম্মাণ তাহাদের নাটককার সিলারকেই উচ্চতর পদ প্রদান করেন ; সিলারের কৃত Joan of Arc দেখাইয়া বলেন যে, সেক্সপীয়ার পৃথিবীতে বিচরণ করেন অর্থাৎ পার্থিব স্থূলভাব লইয়া তাঁহার নাটক রচনা ; উচ্চ প্রতিভার চালনায় পার্থিব স্থূলভাব হইতে যখন তিনি উড্ডীয়মান হইবার চেষ্টা পান, পার্থিব স্থূল আকর্ষণে ধড়াস্ করিয়া (comes down with a thud) পৃথিবীতে পড়িয়া যান। কিন্তু সিলার, যিশু-জননী কুমারী মেরী লইয়া মায়িক প্রেম অতিক্রম পূর্ব্বক মহা প্রেমের কথা কহেন। সেই মহাপ্রেমে স্বদেশহিতকর প্রভা ও তাহার অভাবে পতন—Joan of Arc-এ সিলার অদ্ভুত প্রতিমা চিত্রিত করিয়াছেন। ব্যবসায়ী ইংরাজ, ভাবের প্রশংসা করিয়া সিলারের অনুবাদ করিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকেরা জর্ম্মাণকে হিন্দুদিগের ন্যায় অপার্থিক স্বপ্নাচ্ছন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন ফরাসির সহিত জর্ম্মাণির যুদ্ধসূচনা হয়, সমস্ত বিদেশীয় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এবং যুদ্ধবিদ্ সৈন্যাধ্যক্ষেরা স্বপ্নাচ্ছন্ন জর্ম্মাণিকে সংসার-বিব্রত ফরাসি জয় করিবে স্থির সিদ্ধান্ত করেন। সম্ভবতঃ সমরাঙ্গণ প্রসিয়াই হইবে ভাবিয়া, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বার্লিন অবধি মানচিত্র তাহার পাঠকদিগকে দেন। তাঁহাদের নিশ্চয় ধারণা, বার্লিন অবধি ফরাসী সৈন্য যাইয়া সমর অবসান হইবে। কিন্তু ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। দুই একটি যুদ্ধের পর মানচিত্র পরিবর্তিত করিবার নিমিত্ত সম্পাদকেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ফরাসি সৈন্য বীরবর নেপোলিয়নের (Napoleon The Great) রাজ্য পিপাসোন্মত্ত, কিন্তু বিসমার্ক-চালিত প্রসিয়া সৈন্য পিতৃস্থান (Faderland) অর্জ্জন করিব এই স্বপ্নাচ্ছন্ন। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন বিসমার্ক-চালিত স্বপ্নাচ্ছন্ন নিডল গন-ধারী প্রসিয়ার প্রভাব জগৎ দেখিল। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন বিসমার্ক স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রাসিয়ান কবি-দীক্ষিত। জর্ম্মাণির কবিতা পাঠে, রাজনীতি পাঠে, সামান্য ব্যক্তির সহিত সামান্য কথার ছলায় বিদেশী বুঝিবেন যে, জার্ম্মাণির স্বপ্নাচ্ছন্ন Faderland—স্বপ্নাচ্ছন্ন কবি-কৃত উত্তেজিত। এই স্বপ্নাচ্ছন্ন জাতি, সাংসারিক বীরত্বে অগ্রীয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি পার্থিব বাসনা-চালিত মহাবলবান্ জাতিকে তৃণবৎ ভস্মসাৎ করিয়াছে। কবিত্ব এই প্রকার জাতীয় বৃত্তির উত্তেজক। Faderland স্বপ্ন জর্ম্মাণির হৃদয়ে ছিল ; কবির মনোহারিণী রচনায় তাহার বিকাশ পাইল।

Faderland শব্দে মাতৃভূমি বলিয়া যেরূপ পার্থিব বাসনা-চালিত জাতি স্বদেশবৎসল হন, তাহা নয়। Faderland অর্থ যেখানে জর্ম্মাণ আছে, পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম

যেখানে চলিতেছে, সেই আত্মীয়; যেমন হিন্দুর আত্মীয় যেখানে হিন্দু আছে; ইহুদীরা নানাস্থানে বাস করিয়া নানাভাষায় কথা কহিয়াও যেমন ইহুদীর এক ধর্ম; সেইরূপ জর্ম্মাণের Faderland ভাব। ধর্ম্মভাব, পার্থিবভাব নহে। এই ভাবাপন্ন হইয়া জর্ম্মাণি রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। মনোগত বাসনা—রুষিয়ার বক্ষ হইতে পোল্যাণ্ডকে ছিন্ন করিয়া লইবে Faderland, Faderland স্বপ্নাচ্ছন্ন ভঙ্গ-স্বপ্ন পোল্যাণ্ডবাসীকে পৈতৃক স্বপ্ন-আচ্ছন্ন করিবে।

জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম—ধর্ম্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল-সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে। ইংরাজী ভাণে, বিদেশীয় ভাণে যাহারা সেই ভাণ করেন (তাঁহারা সেই ভাণের মর্ম্ম বোঝেন না)—সেই ভাণে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না। জাতীয় হৃদয়ের উপর উন্নতির ভিত্তি। সেই ভিত্তি কতদূর প্রগাঢ়, তাহা ইতিহাস পাঠে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। হিন্দুধর্ম্মের উপর বহু বিরূপ প্রবাহ বহিয়াছে। কোন কোন মুসলমান রাজার সংকল্পই ছিল, কাফের দূর করিবে। দিগ্বিদিক্‌ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুস্থানে রহিয়াছে, তবু আজও আবাসস্থানের নাম হিন্দুস্থান। হিন্দুধর্ম্মমূল হিন্দু হৃদয়, হিন্দুধর্ম্ম এতই বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। অবস্থাগত প্রভাবে রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, তথাচ হিন্দুহৃদয়ের হিন্দু-ধর্ম্মের সমান আরাধনা। যাঁহারা নাটক হয় না বলেন, তাঁহারা বলেন এই যে, কে কোথায় কাকে মারিল, কে কোথায় কাকে কাটিল, নাটকে ইহার বর্ণনা হউক। কোথায় কি সভা স্থাপনা হইল, কোথায় কি বক্তৃতা হইল, তাহা লইয়া নাটক হউক; শক্তিমান্ পুরুষেরা একবার নাটক লিখিয়া দেখুন, কতদূর তাহাতে কৃতকার্য্য হন; কদাচ হইবেন না। সকলেই জানেন, ফরাসি বড় প্রফুল্ল জাতি, কিন্তু তাহাদের নাটক পাঠে দেখিবেন যে; নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বিপ্লবে (Revolution) গঠিত ফরাসি-হৃদয়, কঠোর নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নাটক ভালবাসে। অনুবাদে আমরা বুঝি যে, নিষ্ঠুর Spain-এ-ও সেইরূপ। ষাঁড়ের নিষ্ঠুর যুদ্ধ (Bull-fight) স্পেনের আমোদ; হাস্যোদ্দীপক, স্ফূর্ত্তিদায়ক মিলনান্ত নাটক স্পেনের বিশেষ প্রিয় হইবে না। "ডনকুইকসট্"—লোকে বলে যাহার তুল্য হাস্যো-দ্দীপক রচনা আর নাই—তাহার হাস্যও মানবপীড়নে উদ্দীপিত হয়।

হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম, বিদেশীয় ভীষণ তরবারি-ধারে উচ্ছেদ হয় নাই। আক্‌বরের রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে আছে। সমালোচকেরাও কে কাকে কাটিল, কে কাকে মারিল, এইরূপ রচনা দ্বারা মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

তাহার পর মারা-কাটা লইয়া এমন কি নাটক লিখিবেন, যাহা ব্যাস-রচিত ভারতে নাই। এখনও পাঁচ সাতটা সেক্‌সপীয়ারকে আসিয়া শিখিতে হইবে, ব্যাস-রচিত ভারতে কি কি ভাব আছে। ম্যাক্‌বেথ, হ্যাম্‌লেট, ওথেলো, লীয়ার প্রভৃতি সেক্‌সপীয়ার-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এ সকল কঠোর নাটকেও পিত্রাদেশে মাতার মস্তকচ্ছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্তা অশ্বত্থামারও মার্জ্জনা নাই। এই বিশাল ভাবাপন্ন কার্য্যক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত নাটকের যিনি ঘৃণা করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না।

যত জাতীর যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল; খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্‌টন; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালায় মাইকেল। যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল জানেন না, তিনি কাগজ, কলম ও ছাপাইবার খরচ লইয়া সমালোচনা করেন। মনুষ্যজীবনের দায়িত্ব তিনি জীবনে বুঝেন নাই।

আগে বলিয়াছি যাহারা Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক বলিয়া ঘৃণা করেন, কেবল মাত্র তাঁহারা জানেন যে, পুরাণে যাহা আছে, তাহা কোন জাতীয় কবি-কল্পনায়

অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই। 'রাম' কল্পনা দেখিয়া, যিনি নাটকের ঘৃণা করেন, তাঁহাকে সকলের জানা একটি গল্প বলিব। কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিল, "যদি তোমার সীতায় অভিলাষ ছিল, রাক্ষসীমায়া-প্রভাবে কেন রামরূপ ধরিলে না?" রাবণ উত্তর করিল—"আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু রামরূপ ধরিতে গেলে রামরূপ ভাবিতে হয়, সে ভাবনায় 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পর-বধূসঙ্গ প্রসঙ্গঃ কুতঃ'—অরে মূঢ়, রাম-ভাবনায় কি পরবধূর সঙ্গ ইচ্ছা থাকে? বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল, 'মেঘনাদে' কবিগুরু বলিয়া বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়াছেন। বলিয়াছেন—"রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

আমরা বলিয়াছি যে, কোন ভাষায় কোন উচ্চ গ্রন্থ পৌরাণিক বিষয়-অবলম্বন ব্যতীত হয় নাই। মেরী কোরেলী আধুনিক, যাঁহার পুস্তক পাদরী-বিদ্বেষিত হইয়াও এক সংস্করণে দেড়লাখ বিক্রয় হয়,—খৃষ্টীয় পুরাণ, বাইবেল তাহার ভিত্তি। পৌরাণিক নাটক ভাল মন্দ হয় বা না হয়, এ কথার সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু পৌরাণিক নাটক যে উচ্চ শ্রেণীর নাটক হয় না, ইহা যিনি বলিতে চান, তাঁর তুলনা তাঁহাতেই থাকুক।

নাটক লিখিতে হইলে—কতকগুলি চরিত্র লইয়া নাটক লিখিতে হয়। ঐতিহাসিক চিত্র যে সমালোচকেরা কতদূর জানেন, তাহা সেই সমালোচকেরাই বিদিত, আমরা আর কি পরিচয় দিব। ঐতিহাসিক নাটক দুই একখানি হইয়াছে; কৃতবিদ্য অনেক লোক তাহার প্রশংসাও করিয়াছেন, কিন্তু সমালোচকেরা সে স্থানে নিস্তব্ধ ছিলেন। তাঁহারা নিরীহ, ইতিহাস বলিয়া একটা কথা আছে জানেন, তাহার ত কোন ধার ধারেন না; সুতরাং নিস্তব্ধ ছিলেন। আবার ঐতিহাসিক নাটক হইলেও সেইরূপ নিস্তব্ধ থাকিবেন। ইতিহাসবিদ্ কয়েকজন সকল মর্ম্ম বুঝিবেন, কিন্তু তাহাতে নাট্যকারের ব্যবসা চলিবে না।

কিন্তু না চলুক, যদি চরিত্র পাওয়া যাইত, যাহা পুরাণে নাই, তাহা হইলেও কথা ছিল। ঐতিহাসিক নাটক সকলই স্থানীয়। Shakespeare এর ঐতিহাসিক নাটক স্থানীয়। তাহার অপর জাতীয় অনুবাদ নাই। স্থানীয় অপর স্থানেই চলিয়াছে। স্থানীয় সকলে সে কথা জানে বলিয়া চলিয়াছে। 'War of the Roses' ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে জানে, তাই সেই ঐতিহাসিক নাটক চলিয়াছে। কেবল ঐ সকল ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া সেক্সপীয়ার—সেক্সপীয়ার হইতেন না। আমরা একজামিনের খাতিরে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছি; সেই জন্য দুই এক জনের ও রাজারাণীর বক্তৃতা ভাল লাগে, নচেৎ ভাল লাগিত না।

তারপর সামাজিক। দোষ-গুণ লইয়া নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর, বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌন্‌সুলীর জেরাতে হটে নাই, গৃহে অন্নহীন দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এই মাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ,—দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে; কেহ বা পড়শীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে। গুণের কথা,—বড় জোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছিল; রাস্তা-নির্ম্মাণের জন্য টাইটেল-আশে রাজাকে চাঁদা দিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র ত্যাগে এই সকল চরিত্র লইয়া নাটক লিখিতে বলেন। যাঁহারা বাঙ্গালায় বড় বড় চরিত্র—তাঁহারা 'পলিসিবাজ'। স্বয়ং গোপনে থাকিয়া একজন ১৫৲ টাকা মাহিয়ানার প্রিণ্টারকে খাড়া করিয়া মানহানির কয়েদ খাটা তাহার উপর দিয়া, কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচার বর্ণনা পূর্ব্বক প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল উচ্চ চরিত্র; অদ্যাবধি রাজদ্বারে সত্য কথা বলিতে কেহ সক্ষম হন নাই। যাহা কাগজে লিখিয়াছেন, তাহার থুতু খাইয়া মার্জ্জনা চাহিয়া দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সামাজিক নাটকে ত এই সকল চরিত্র উঠিবে?

যাঁহারা পৌরাণিক নাটকের বিরোধী, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পৌরাণিক চরিত্র কিছুই তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। যদি দেখিতেন ও বুঝিতে পারিতেন,—ব্যাস বাল্মীকি-রচিত উচ্চ বা নীচ চরিত্রের বাঙ্গালায় অদ্যাবধি তুলনা হইবার সম্ভাবনা নাই, অপর কোন দেশে হইলেও হইতে পারে;—তিনি এই সকল চরিত্র নাটকে লিখিতে বলিবার আর প্রয়াস করিবেন না।

তার পর থিয়েটারে গান হয়। মাইকেল মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী'তে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, বালকদ্বারা স্ত্রীচরিত্র

অভিনয় হয়, বালকের গায়ক হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য কৃষ্ণকুমারীর গান সব নেপথ্যে। ভিন্ন ভিন্ন নাটক অনেক তিনি দেখিয়াছিলেন। অনেক ভাষাই তিনি জানিতেন। তথাপি তিনি বাঙ্গালা ভাষার মধুরতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং গানের একান্ত অনুগত। প্রকাশ্যে 'কৃষ্ণকুমারী'তে নটকে সম্বোধন করিয়া সে কথা বলিয়াছেন।

বিদেশীয়েরা অনেক বিষয়ে উন্নতিসাধন করিয়াছে; তথাপি কঠোর বৈজ্ঞানিক ফাদার লাফোঁর যিনি বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তিনি শিখিয়াছেন যে, হিন্দু-সঙ্গীতে যেরূপ মাধুরী আছে, তাহা আর কুত্রাপি নাই। ফাদার লাফোঁ দোষ ধরেন যে, হিন্দু-সঙ্গীতে বড়ই মাধুরী, খালি মিষ্টি, একটু নিম্‌কি নাই। ফাদার লাফোঁ চারি সঙ্গীতবিদের ঐক্যতানিক ধ্রুপদ সঙ্গীত শুনেন নাই। সেই নিমিত্তই তাঁহার এইরূপ ধারণা। ধ্রুপদ গান অনেকেরই পক্ষে শুনা হয় নাই। আস্থায়ী, অন্তরা, আভক ও সঞ্চার চারিজনে গীত হইলে তবে ধ্রুপদ গান হয়। তাহার কারণ এই,—যে গলায় আস্থায়ী গীত হইবে, সে গলায় অন্তরা ঠিক গীত হইবে না। যেমন ক্লেরিওনেটে যে স্বর বহির্গত হয়, বেহালায় সেরূপ হয় না, তেমনি আস্থায়ী গাওনার গলায় অন্তরা হয় না। আভক, সঞ্চারও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গলায় গীত হওয়া উচিত। যিনি এই চারি গলায় আস্থায়ী, অন্তরা, আভক, সঞ্চার মেঘধ্বনি-গঞ্জিত মৃদঙ্গ সঙ্গীত ধ্রুপদ শুনিয়াছেন, তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পক্ষপাতী হইলেও বুঝিবেন যে, ধ্রুপদ (vocal concert) এর মিলিত গলার গানের একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। মিলিত গলার গানের অর্থাৎ (vocal concert) এর গানের নমুনা সকলেই শুনিয়াছেন। বাড়ীতে ভিক্ষুক আসিয়া গান করে, কতকটা একজন বালক গায়, কতকটা ভারী গলায় গীত হয়, কতকটা মিলিত গলায়—গান হইয়া থাকে। আমরা একবার বৈষ্ণব ভিখারীর গান শুনিয়াছিলাম, "কোথা তোর সখী সখা, সেই বিশখা, কোথায় রে তোর রাইকিশোরী"—বালক গাহিল; বেহালা বাজাইতে বাজাইতে বয়স্ক ভিখারী গাহিল, "কোথা তোর শিখিপুচ্ছ গুঞ্জমালা কোথায় রে হাতের বাঁশরী।" দু'জনে গাহিল, "কার ভাবে নোদেয় এসে কাঙ্গাল বেশে গৌর হ'য়ে ব'লছ হরি।" আমরা এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম। যদি কেহ শুনিয়া থাকেন, তিনি আমাদের সহানুভূতি করিবেন।

আমাদের সমালোচকেরা বাঙ্গালা নাটক হইতে গান পরিত্যাগ করিতে বলেন; বোঝেন না—অপর ভাষায় গানের নাটক উপযোগী হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব। সেই নিমিত্ত যে সকল ভাষার আদর্শ দিয়া বাঙ্গালা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু-স্বর-রচয়িতার কতদূর হৃদয়-হারিণী প্রভাব। ইতালীর আবহাওয়া কতকটা ভারতবর্ষের মত। উচ্চ শিল্পের তথায় যত উন্নতি,—বিশেষতঃ সঙ্গীতে,—সেরূপ অন্য কোন সভ্য প্রদেশে নাই। আবহাওয়ার সহিত হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রকাশের অভিলাষ রহিল। স্থানাভাবে এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু পরিশেষে কথা এই যে, মূর্খের সঙ্গে বলি : রাজা স্বর্গে যান নাই—মূর্খ সমালোচকের সহিত আমরা নরকে যাইব না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রাকারে পাওয়া যায়।

১। **অশোক** (ঐতিহাসিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲
২। **প্রফুল্ল** (সামাজিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲
৩। **বলিদান** (সামাজিক নাটক) ১৲
৪। **গৃহলক্ষ্মী** (ঐ) ১৲
৫। **শাস্তি কি শান্তি?** (ঐ) ১৲
৬। **জনা** (পৌরাণিক নাটক) ১৲
৭। **শঙ্করাচার্য্য** (ঐ) ১৲
৮। **বুদ্ধদেব-চরিত** (ঐ) ১৲
৯। **তপোবল** (ঐ) ১৲
১০। **পাণ্ডব-গৌরব** (ঐ) ১৲
১১। **পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস** (ঐ) ১৲
১২। **ভ্রান্তি** (অলৌকিক নাটক) ১৲
১৩। **প্রতিধ্বনি** (গিরিশচন্দ্র রচিত যাবতীয় কবিতা-সংগ্রহ) সুন্দর বাঁধাই ৸৹ অবাঁধাই ॥৶৹
১৪। **বিল্বমঙ্গল ঠাকুর** (প্রেম ও বৈরাগ্য মূলক নাটক) ১৲
১৫। **মনের মতন** (মিলনান্ত নাটক) ৸৹
১৬। **বাসর** (ঐ) ॥৹
১৭। **আবুহোসেন** (গীতি-নাট্য) ।৶৹
১৮। **মণিহরণ** (ঐ) ।৹
১৯। **আলাদিন** (ঐ) ।৹
২০। **বেল্লিক বাজার** (প্রহসন) ।৶৹
২১। **আয়না** (ঐ) ।৹
২২। **য্যায়সা-কা-ত্যায়সা** (ঐ) ।৹

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ও সম্পাদিত

১। **মেঘনাদ বধ** (নটগুরু গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে গঠিত মাইকেলের মহা কাব্য) ৸৹
২। **ঝকমারী** (সামাজিক প্রহসন) ।৶৹
৩। **ওলোট-পালোট** (ঐ) ।৶৹
৪। **চাঁদে-চাঁদে** (গীতিনাট্য) ।৹
৫। **শিব-চতুর্দ্দশী** (ঐ) ৶৹
নীতিশতক বা চাণক্য-শ্লোক (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত স্কুলপাঠ্য) ৶৹

রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু-লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

বহু চিত্র-সুশোভিত রসাল গল্পের বহি।—সুন্দর সিল্কের বাঁধাই,—মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা।

"পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নিঃশেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল এবং তাহার উপর বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবিও তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" বসুমতী (৬ই পৌষ, ১৩৩০)

"Being the only mentionable biographer of our late great actor-dramatist Girish Ghandra Ghosh the author needs no introduction to our readers. In the present volume he has brought in existence a long-felt desideratum of the Bengali literature in as much as the treatise supplies us with so many touches of light wit and rippling humour our social life is badly wanting in." *Forward* (6th March, 1924.)

"রঙ্গ-ব্যঙ্গ এখন একরকম উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; এ সময় অবিনাশবাবু এই বইখানি ছাপাইয়া পাঠকপাঠিকাগণকে দুই দণ্ড আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। জিনিষ হিসাবে দেড় টাকা মূল্য খুব কমই হইয়াছে। রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর। ভারতবর্ষ (পৌষ, ১৩৩০)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

গিরিশচন্দ্র

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সুবিস্তৃত জীবন-চরিত।—নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসহচর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

মহাকবির ধারাবাহিক জীবন-চরিত, তাঁহার কর্ম্মজীবন—নাট্যজীবন—ধর্ম্মজীবন—কি উপাদানে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে বহুসংখ্যক গল্প ও প্রসঙ্গ, বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের অভিনয়-কথা, কবির নাটক প্রভৃতি যাবতীয় রচনার আলোচনা এবং সে কালের সমাজ ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সংযোগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। রচনা এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় সরস ও সুখপাঠ্য।

সাত শত পৃষ্ঠা এবং ১৯ খানি ফটো-চিত্রে সুশোভিত। কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

সংবাদপত্রের মন্তব্যঃ—

১। "গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট, কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সে ঔৎসুক্য গিরিশচন্দ্রের ছায়ার ন্যায় সহচর অবিনাশবাবু মিটাইয়াছেন; তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে আমরা গিরিশচন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবন-চরিত পাইয়াছি। অবিনাশবাবু এই উপলক্ষে গিরিশবাবুর সমস্ত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন; সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। গিরিশবাবুর জীবন-কথা লিখিতে গেলেই বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হয়, অবিনাশবাবু সে ইতিহাসও লিখিয়াছেন। জীবন-চরিত লিখিতে গেলে যে সত্যনিষ্ঠা ও সংযমের আবশ্যক, এ পুস্তকে তাহা সর্ব্বতো[illegible] বর্ণিত হইয়াছে।"

ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

২। "* * * আমাদের মনে হয়, অবিনাশবাবু ভবিষ্যতে আ[illegible] লিখিলেও শুধু এই জীবনীখানি লিখিয়াই বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন।"

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৪ সাল। (৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

৩। "* * * গিরিশের কবি-জীবন ও কর্ম্মজীবন বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার শক্তি ও সাধনার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিতে ইতঃপূর্ব্বে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই। তাই অবিনাশচন্দ্রের এই "গিরিশচন্দ্র" পাইয়া আজ আমাদের এত আনন্দ। তিনি এই জীবন-কথা প্রণয়ন করিয়া গিরিশ-আলোচনার সকল পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রকে জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে।"

হিতবাদী, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৪। "গিরিশবাবুর শেষ পনের বৎসরের ঘটনা অবিনাশবাবুর চক্ষের উপর ঘটিয়াছে, আর তাঁহার পূর্ব্বের ঘটনাগুলি নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি গিরিশবাবুর নিজের মুখেই শুনিয়াছেন। সুতরাং অবিনাশ বাবুর লিখিত গিরিশ বাবুর এই জীবনী যে সত্য তথ্যপূর্ণ, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কিছু নাই। * * * গিরিশচন্দ্রের এই জীবনী গ্রন্থে গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের যাহা দোষ তাহাও যেমন না ঢাকিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের গুণাবলীও নিপুণ তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। * * * অবিনাশ বাবুর সরস ও সরল গুছান লেখার ফলে ইহা যেন আরও উপন্যাস হইয়াছে। * *"

বঙ্গবাসী, ১১ই চৈত্র, ১৩৩৪ সাল।

৫। "* * * গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ চরিত্রখানি আলোচ্যগ্রন্থে আলেখ্যের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—গ্রন্থকারের বহুবর্ষের সাধনা সার্থক। আজ অবিনাশবাবু তাঁহার সিদ্ধির সম্পদ দিয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যের জীবনচরিত বিভাগের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, সন্দেহ নাই। * * * গ্রন্থকারের ভাষার সচ্ছতা ও অনাবিল গতিভঙ্গীর সরসতায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৬। "* * * কতকগুলি ঘটনা যেমন তেমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেই যে মানুষের পরিচয় দেওয়া যায় না, ইহা জীবনী-রচয়িতারা ভুলিয়া যায়। অবিনাশবাবু যে তাহা ভুলিয়া যান নাই, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। গিরিশচন্দ্রের গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের কথা সত্যসত্যই অদ্ভুত, এবং উহার অভ্যন্তরেই এই মহাকবির ও মহাসাধকের সকল শক্তি যে নিহিত, লেখক ইহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। গিরিশের মৃত্যুর পর যে সকল সাংবাদিক বলিয়াছিলেন যে, গিরিশের পরিচয় তাঁহারা জানেন না, আমাদের অনুরোধ অবিনাশবাবুর গ্রন্থ তাঁহারা অন্ততঃ ধার করিয়া লইয়া একবার পাঠ করেন। প্রত্যেক বঙ্গ গৃহে এই পুস্তক আদৃত হোক ইহাই আমাদের ইচ্ছা।" আত্মশক্তি, ২৮শে পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

৭। "* * * অবিনাশবাবুর গ্রন্থখানি পড়িয়া কিন্তু যথার্থই তৃপ্তি পাইলাম। গিরিশচন্দ্রের মত মনীষীর চরিত্রকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে যে একাগ্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ শ্রদ্ধার প্রয়োজন, অবিনাশবাবুর তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া তাঁহার লিপি-নৈপুণ্যের গুণে গিরিশচন্দ্রের জীবন কথা পরম সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। * * *"

বাঙ্গলার কথা, ১৬ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৮। "* * * গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনায় অবিনাশবাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার উপায় নাই। কারণ তিনি ছিলেন স্বর্গীয় নাট্যকারের পার্শ্বসহচর। * * অবিনাশবাবু যে দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত পরিশ্রমে কাতর হননি, এই বিরাট গ্রন্থখানি সে প্রমাণ দিচ্ছে। তথ্য ও উপাদান সংগ্রহে তাঁর বাহাদুরী আছে বটে—কোন পাথর উল্টাতেই তিনি বাকি রাখেন নি।"

নাচঘর, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৯। "* * * However, what it is, at present, in one word, Abinash Babu's "Girish-Chandra" is an encyclopaedia of informations about the Bengali Stages and its father. Every Bengalee should have a copy of this book in his private Library."

The Amrita Bazar Patrika, 8th January, 1928.

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

গিরিশ-গ্রন্থাবলী